













# সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

ত্রয়োবিংশ ভাগ—প্রথম সংখ্যা

—0—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহাসহোপাধ্যায় শ্রীমতীশচন্দ্র বিজ্ঞাভূষণ এম্ এ, পি এচ, ডি



( প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন )

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। ইউক্লিডের স্বভাসিদ্ধ	শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত	১
২। বাঙ্গালা শব্দকোষ [ সমালোচনা ]	শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র রায় এম্ এ	১৫
৩। সমালোচনার উত্তর	রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি এম্ এ	৫০
৪। বুদ্ধগয়ার হুইথানি শিলালিপি	শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার	৬৯
৫। রেশম-শিল্পের পারিতোষিক শব্দ	শ্রীযুক্ত রাধানারায়ণ রায় বি এ	৭৫
৬। আলোচনা	শ্রীযুক্ত অম্বুজাক সরকার	৭৯

কলিকাতা

২৪৩১ জ্ঞানপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দপ্তর হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৩

Printed by—R. C. Mitra at the 'Visvakosha Press',  
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

# আগামী দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয়

লিখিয়াছেন,—

I have great pleasure in bringing to your notice the very valuable publication of the Bengali work সমসাময়িক ভারত by Professor Jogindra Nath Samaddar. It purports to cover a wide range of an interesting period of Indian History. It is a gigantic literary undertaking ( to be completed in 25 volumes of which 5 are already out ), written in a fascinating style which never makes the book a dull study, though it relates to dry historical facts. Rare and varied works have been requisitioned in the compilation of the work and the author's undertaking places before the Bengali-readers the results of laborious researches which it is not possible for a man or even for a library to command. I am sincerely of opinion that the work is destined to move an era in the field of Bengali literature and lift it to a higher level. Every Bengali who can afford to encourage the author in his stupendous task involving a great outlay of cost should gladly seize this opportunity to do a patriotic duty. I strongly recommend it to any support you can give to the laudable efforts of the author and thus help in the completion of the work which is in every respect an unique and admirable production in the Bengali language.

প্রথম খণ্ড ১৯০,      দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০,      তৃতীয় খণ্ড ১৮০,  
অষ্টম খণ্ড ৭,      ঊনবিংশ খণ্ড ৭ ।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরাখালরাজ রায় বি. এ.

মোহাদপুর ( পাটনা )

## শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

### ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত রহৎ গ্রন্থ। সূচী—স্বপ্ন না হুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণিতব্য, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উদ্ভাপের অপচয়, কলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৭ দুই টাকা মাত্র।

### ২। কণ্ঠ-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অমুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ টাকা মাত্র।

### ৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্মহোলৎজ—আচার্য্য মঙ্গমল্লর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বেলেঙ্গনাথ ঠাকুর। মূল্য ১।০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

টাকা ও পুরিষিষ্ট সমেত। সাধারণের পক্ষে—৩, সদস্য পক্ষে—২।০, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত দ্রষ্টব্য।

প্রকাশক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

### ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা কুঁরিয়াছেন। মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।



## তিনটী আবশ্যকীয় কথা ।

প্রথম।—আমাদের কেশরঞ্জন তৈল অগ্নে অভুলনীয়। একবার “কেশরঞ্জন” মাথিরা মা করিলে বোধ হইবে, মাথার কে যেন পারি জাতেব সুবাস সিক্ত করিয়া, অগন্ধি-সম্মাঃ দিক্ সমূহকে আকুল করিতেছে। প্রত্যহ ইহ ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা থাকে—মস্তিষ্ক কার্যক্ষম হয়, মাথাধোঁরা, মাথাধরা পতুতি যেন মস্তবতে চলিয়া যায়।

দ্বিতীয়।—বঙ্গরমণীর অঙ্গরাগের সহজ উপকরণ থাকিলেও অগন্ধি জন্ত, কেশবর্দ্ধক শক্তি জন্ত, কেশ কুঞ্চিত ও ঘন কৃষ্ণ করিবার জন্ত আর দ্বিতীয় উপকরণ নাই। এই জন্ত বঙ্গীর মহিলাকুল “কেশরঞ্জনকে” স্নেহের চক্ষে দেখিয় থাকেন। বঙ্গীর যুবতীপণ, কোনও সম্মতে

নিমন্ত্রণে বাইতে হইলে,—বাড়ীতে কোন কাজকর্ম হইলে “কেশরঞ্জন” না মাথিলে তৃপ্ত হন না। তৃতীয়।—ঈহারা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্র, ঈহারা অঙ্ক, ম্যাথিট্রিক্ট, অধ্যাপক, উকীল, ব্যারিষ্টার—ঈহারা বিনা বিচারে “কেশরঞ্জন” পক্ষপাতী। কেন না—ঈহারা ক্রমাগত পরীক্ষার বুদ্ধিমাছেন—মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, চিন্তাশীলতা পরিপুষ্ট করিতে—গুভীর মস্তিষ্ক চালনা-ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে সতেজ ও কর্মক্ষম রাখিতে আমাদের “কেশরঞ্জন” অধিতীয়।

ছোট এক শিশি কেশরঞ্জনের মূল্য ১ এক টাকা, মাণ্ডলাদি ১/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ষাণ্ডলাদি ১।০ এগাব আনা। ডজন ২১ টাকা, মাণ্ডলাদি স্বতন্ত্র।

## অশ্বগন্ধার—অশেষ গুণ ।

অশ্বগন্ধার গুণ।—শাস্ত্রে অশ্বগন্ধার বৈদ্যগুণ গুণ বর্ণিত আছে, তাহাতে এই সকল রোগে তদ্ব্যতিত ঔষধ ব্যবহারে যে অধিক ফল পাওয়া যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। মানা দিক্ দেখিরা, আমবা নূতন রাসায়নিক উপায়ে শাস্ত্রসম্মত প্রণালীতে দেশীয় অশ্বগন্ধা হইতে প্রভূত কল্যাণকর অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়াছি। ঈহাদের শরীর ধাতুগত পীড়ার ক্রীণ; ঈহারা শুক্রমেহ, শুক্রভারল্যা, অগ্নিমান্দ্যা, রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টিক্রীণতা, প্রবণশক্তি হ্রাসতা এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য ইত্যাদি পীড়ার ভূমিতেছেন, ঈহারা আমাদের গন্ধত “অশ্বগন্ধারিষ্ট” হইতে প্রভূত উপকার পাইবেন।

সময় ও উপায় থাকিতে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেন শরীরকে রোগের কেন্দ্রস্থি করিয়া রাখেন? আমাদের অশ্বগন্ধারিষ্ট আপনাকে আশাতীত ফল প্রদান করিবে।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা, ডাকঘাণ্ডল ও প্যাকিং ১/০ সাত আনা।

## বিনামূল্যে ব্যবস্থা

স্বদেশবাসীর রোগিগণের অবস্থা অর্ধ আনার টিকিট সহ আত্মপূর্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইরা থাকি।

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত

জীনপেন্সনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮১ ও ১৯নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত

# ঢাকার ইতিহাস

প্রকাশিত হইয়াছে।

ছাব্বিশখানি মনোরম চিত্র-সম্বলিত

এবং

৫২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান আগমনের পূর্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ও নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। “সমতট বঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম” ও “প্রাচীন বঙ্গের শাসন-তন্ত্র” এই দুইটি অধ্যায় এই গ্রন্থের বিশেষত্ব।

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ২৥০ টাকা মাত্র।

প্রথম খণ্ড অতি অল্প সংখ্যক মাত্র  
অবশিষ্ট আছে।

মূল্য—উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩৥০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরী,

ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স, শ্রীমত লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতা ও

ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।



## অশ্বান

বা

## “অশ্বগন্ধা-এলিকসার”

এই ঔষধ প্রাচীন ঋষিগণের বহু প্রশংসিত ; অশ্বগন্ধা রসায়নের উপাদানসমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। ইহা স্নায়ু, অভ্যন্তরীণ তেজস্কর, বলবৃদ্ধিকর ও ক্ষুধাকর, সর্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্বল্য, শ্রুতিশক্তির হ্রাস, বার্ককাজনিত ক্ষীণতা, মস্তকঘূর্ণন, কার্যে অমনোযোগিতা ও সর্বপ্রকার মানসিক বিকারে ইহা সেবনে আশ্চর্য্য ফল দর্শে।

মূল্য—প্রতি বোতল ১১০ দেড় টাকা।

## “চিরেতার এসেন্স”

চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক। ইহা সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত হইতে পারে। কুইনাইন সেবনের পর কিছু দিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান করিলে কুইনাইনজনিত দোষ-সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহসা ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ত্রণ ও কৃমি জন্মাইতে পারে না, চক্ষু ও হস্ত-পদাদির জ্বালা, গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শাস্তি হয়।

মূল্য—৪ আউন্স শিশি ১ টাকা।

## “এলিকসার পেপেরিন্”

বাঁহাদের পেপেরিন্ ওয়াইন সেবনে আপত্তি আছে ও যে সকল দুর্বল রোগীর সহজে পরিপাক হয় না, তাঁহাদের জন্য পেপে ফলের নির্যাস হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। অন্ন, অজীর্ণ, পেটকাঁপা ও অজীর্ণজনিত বুক কনকনানি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলদায়ক। অল্পবয়স্ক বালক ও দুর্বল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা।

**বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড  
কলিকাতা**

[ ৫ ]

দেশীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষ !

## ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর সাবান



মূল্যে স্থলভ,

গুণে,

সৌরভে

ও

স্বাস্থ্যে

অতুলনীয়

—•—

অটো কহিহুর ১ বাস (৩ খানা)	...	১।০
বকুল	" "	১।০
জেসমিন (ফুট)	" "	১।০
খস	" "	১।০
গোলাপ	" "	১।০

## ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরী,

গোয়াবাগান, কলিকাতা ।

টেলিগ্রাম :—"কোস্তভ", কলিকাতা ।

## যকুৎ, প্লাইহ, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.**

No. 18, Worki, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

## কবিসত্ৰাট স্মার রবীন্দ্রনাথের

অভিমত

“—অক্ষর হউক—”

কবির দাক্ষিণ্যরঞ্জন-প্রণীত  
বঙ্গগৌরব“বাক্সালীর  
শ্রেষ্ঠ উপহার”

(নূতন তৃতীয় সংস্করণ)

“বাক্সালীর  
সন্মান ও সম্পদ”

(নূতন তৃতীয় সংস্করণ)

দেশবিখ্যাত অতুল চিত্রভাণ্ডার সহ রাজসংস্করণ ২১, সাধারণ বাঁধাই ১১০

\*—প্রকাশিত হইয়াছে—\*

শিশুসাহিত্যসত্ৰাটপ্রণীত—“ছেলেমেয়েদের সচিত্র পুরস্কার-গ্রন্থাবলী”র

কচি কথার ভোরের উৎসব

শিশুরাজ্যের

কিশোর-পাঠ্য সোণার বই

পরমসুন্দর

‘আমাল-বই’

‘সোণার শৈশব’

এই দুই বইয়ের লেখা ও ছবি বড়ারে ছাপার বা রঙিন হইবার অপেক্ষা করে নাই  
নূতনত্ব, মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে আপনার গুণে চিত্র কাড়িয়া নিতেছে।

খোকাপুকুদের ৮ খানি ছবি সহ মূল্য ১০      অভিনব সুন্দর বিস্তার ছবি সহ মূল্য ১০

—প্রকাশক—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাট্টা, এম্. এ.



৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা

—প্রাপ্তিস্থান—

বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির ও আমাদের স্পেশিয়াল এজেন্টসের নিকট

মেঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

দি প্রেসিডেন্সী এডুকেশনাল ট্রোরস্

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

২৫ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

\*—প্রকাশিত হইতেছে—\*

“ইতিহাস-কথা”

“পৃথিবীর দেশ-বিদেশের কথা”

“ইতিহাসের গল্প”

“আব-দ্বালক”

ইত্যাদি

“ভারতবর্ষ”

বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির—কলিকাতা।

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলীর মূল্য কমাইয়া

### সাধারণের ও সদস্যগণের জন্য

অধিকাংশ স্থলে ‘অর্দ্ধেক’ ও ‘সিকি’ করিয়া দেওয়া হইল।

সাধারণপক্ষে    সাধারণপক্ষে    সদস্যপক্ষে  
পূর্বমূল্য    বর্তমান মূল্য    বর্তমান মূল্য

১। কুতিবাসী রামায়ণ ( অষোধ্য ও উত্তরকাণ্ড )	১৮	১৮	১০
২। বিজয় পণ্ডিতের মহাত্ম্য	১১০	৬০	১৩০
৩। ছুটিখানের মহাত্ম্য	১৮	১০	১০
৪। রাসায়নিক পরিভাষা	১০০	৬০	১১০
৫। কালীপরিক্রমা	৬০	১০০	৬০
৬। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	৬০	৬০	১০
৭। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	১০	৬০	১০
৮। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজপরিক্রমা	১৮	১০	১০
৯। শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৬০	১০	২০
১০। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৫৮	৩৮	২১০
১১। শতপথ-ব্রাহ্মণ ( প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড )	৫১০	২৬০	১১০০
১২। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু ( সচিত্র )	১০	৬০	১০
১৩। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর ( সচিত্র )	১০	৬০	১০
১৪। বিষ্ণুভূক্তি-পরিচয় ( সচিত্র )	১৮০	৬০	১১০
১৫। বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড)	৪৫০	২৬০০	১১০
১৬। বাল্মীকি ভাষ্য ( ব্যাকরণ )	১১০	১১০	১০
১৭। বাল্মীকি ভাষ্য (২য় ভাগ) (১, ২, ৩, ৪ খণ্ড)। শব্দকোষ ৫১০		৩১০	১৬০
১৮। মহিলা-ব্রতকথা	১৮০	৬০	৬০
১৯। ককিপুরাণ	১১০	১১০	১০
২০। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	১৮	১০	১০

নিম্নোক্ত গ্রন্থের মূল্য কমান হইল না।

১। কবি হেমচন্দ্র ( সচিত্র )—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নুতন গ্রন্থ বাল্মীকি সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাক ৮৩, মূল্য ১০০ দশ আনা।

২। **মুগ্ধলুক-সংবাদ**—শ্রীযুক্ত মূলী আবহুল করিম সম্পাদিত প্রাচীন বঙ্গভাষার অপূর্ণ গ্রন্থ। মূল্য সাধারণ পক্ষে ১০ আনা, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ১১০, পরিষদের সদস্যপক্ষে ১০ আনা।

৩। **সঙ্গীত-ব্রাগকল্পক্রম**—বঙ্গীয় কৃষ্ণানন্দ ব্যাস-সংগৃহীত। ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রাঙ্গণোক্তা ও নানা প্রাদেশিক ভাষার প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান-সংগ্রহ। আকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজী, ৭০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫ টাকা।

৪। **প্রাচীন পুথির বিবরণ**, ১ম ও ২য় ভাগ—শ্রীযুক্ত মূলী আবহুল করিম সংকলিত। মূল্য সদস্যপক্ষে বৎসরক্রমে ১০ পাঁচ আনা ও ১০ চারি আনা মাত্র। সাধারণ-পক্ষে ১০ আনা ও ১০ আনা।

৫। **সত্যনারায়ণের পুথি**—(শ্রীকবিবল্লভ-প্রণীত)—শ্রীযুক্ত মূলী আবহুল করিম সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৮০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ৮১০, সাধারণ পক্ষে ৮০।

৬। **মৃগ-লুক**—বিজ্ঞ রত্নদেব-বিরচিত। শ্রীযুক্ত মূলী আবহুল করিম-সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ৮০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০ আনা।

৭। **জ্যোতিষ-দর্পণ**—শ্রীহট্ট, এম্ সি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপরূপচন্দ্র দত্ত বি এ প্রণীত। ইহাতে জ্যোতিষের কঠিন বিষয় সকল অতি প্রোঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১২, সাধারণ পক্ষে ১০ আনা।

৮। **দুর্গামঙ্গল**—ডব্লোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১০০, সাধারণ পক্ষে ১২ টাকা।

৯। **তীর্থ-ভ্রমণ**—সদস্য পক্ষে ১২, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১১০, সাধারণ পক্ষে ১১০।

১০। **তীর্থ-মঙ্গল**—সদস্য পক্ষে ১০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,—২৪৩/১ নং অপার সারকুলার রোড,  
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা।

## রামানুজাচার্যের শ্রীভাষ্য

এই গ্রন্থখানি ভারত-শাস্ত্র-পীঠকান্তর্গত এবং লালগোলায় রাক্ষা বাহাদুরের সাহায্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের চতুঃস্থতী মন্ত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথমতঃ সূত্রের নীচে সূত্রের পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত টীকার ভাষ্যস্বরূপী সূত্রার্থ বিবৃত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

মূল্য—১ম খণ্ড ২৪০, ২য় খণ্ড ৩১০, ৩য় খণ্ড ৩০, ৪র্থ খণ্ড ২৪০, ৫ম খণ্ড ২৪০ টাকা।

শ্রীযুক্ত হর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ  
ভাগবত চতুঃপাঠী, ভবানীপুর।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রয়োবিংশ )

## ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ\*

ইউক্লিড তাঁহার জ্যামিতিতে নিম্নলিখিত পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ ও পাঁচটি স্বীকার্যের অবতারণা করিয়াছেন।

### স্বতঃসিদ্ধ

- ১। বাহারা কোন একটির সমান, তাহার পরস্পর সমান।
- ২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমনি যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।
- ৩। সমান সমান হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান।
- ৪। বাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহার পরস্পর সমান।
- ৫। ভগ্নাংশ অপেক্ষা সমুদয় বৃহত্তর।

### স্বীকার্য

- ১। যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কেন্দ্র বিন্দু পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।
- ২। যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরল ভাবে বর্ধিত্ব বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।
- ৩। যে কোন বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া বর্ধিত্ব দূরত্বকে ব্যাসার্ধ নিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যাইতে পারে।
- ৪। সকল সমকোণ পরস্পর সমান।

\* স্বীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ, ৮ম বার্ষিক অধিবেশনে গঠিত।

১। পাঁচটিপাঠে ভগ্নাংশ শব্দ যোগদ্রষ্ট্য অর্থে ব্যবহৃত। আমরা বর্তমান প্রবন্ধের প্রস্ত ইহাকে ব্যঞ্জনা অর্থে ব্যবহার করিতেছি।

৫। যদি একটি সরল রেখা অপর দুইটি সরল রেখার উপর পতিত হওয়ায়, এক পার্শ্বস্থ অন্তরস্থ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই-সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হয়, তবে উক্ত পার্শ্ব সরল রেখাদ্বয় অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি করিলে পরস্পর মিলিত হইবে।

পরবর্তী জ্যামিতিকারগণ আরও পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ বৃদ্ধি করিয়া তৎসঙ্গে ৪র্থ ও ৫ম স্বীকার্যকে স্বতঃসিদ্ধমধ্যে সংশ্লিষ্ট করতঃ স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা ষাদশটিতে পরিণত করিয়াছেন।  
নিম্নে পর্যায়ক্রমে তাহা সন্নিবেশিত হইল ;—

১। ইউক্লিডের ১ম স্বতঃসিদ্ধ।

২।     "       ২য়       "

৩।     "       ৩য়       "

৪। অসমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি অসমান এবং বৃহত্তরের সঙ্গে যোগ করিয়া যে সমষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বৃহত্তর।

৫। অসমান বস্তু হইতে সমান সমান বস্তু বিয়োগ করিলে, অবশিষ্ট অসমান এবং বৃহত্তর হইতে বিয়োগ করিয়া যে অবশিষ্ট পাওয়া যায়, তাহা বৃহত্তর।

৬। সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান।

৭। সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান।

৮। ইউক্লিডের ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ।

৯।     "       ৫ম       "

১০। দুই সরল রেখা দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।

১১। ইউক্লিডের ৪র্থ স্বীকার্য।

১২।     "       ৫ম       "

ইহাদের মধ্যে আটটি ( ১ম—৭ম ও ৯ম ) সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ ও অপর চারটি ( ৮ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ ) জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ স্বতঃসিদ্ধের অর্থ বাহা, কি জ্যামিতিক, কি অপরাপর যে কোন গণিতশাস্ত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে। জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ মাত্র জ্যামিতিতেই প্রযুক্ত্য।

ইউক্লিডের ৫ম স্বতঃসিদ্ধ ( আধুনিক ৯ম ) স্বতঃসিদ্ধ নামে অভিহিত হইতে পারে না। ইহাকে সামান্য পরিবর্তন করিলেই "বৃহত্তর" শব্দের সংজ্ঞায় পরিণত করা যাইতে পারে। বধা ;—

সমুদয়কে, যাচা তাহার ভগ্নাংশ, কি ভগ্নাংশের সমান, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর বলে।

নবগঠিত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধগুলিও ( ৪র্থ—৭ম ) স্বতঃসিদ্ধ ধর্মীক্রান্ত নয়, ইহা ইউ-

ক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ কয়টির সাহায্যেই প্রমাণিত হয়। যদিও এই প্রমাণে অপর দুইটি সত্যের প্রয়োজন, কিন্তু তাহা এত দূর যে, স্বভাবসিদ্ধ জ্যামিতিকারণ তাহাদিগকে সহজাকারে গঠিত করা আবশ্যকই বোধ করেন নাই। অথচ জ্যামিতিক প্রমাণে সর্বদাই তাহাদের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। সত্য দুইটি এই;—

(ক) দুইটি বস্তু পরস্পর সমান হইবে, অথবা তাহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর হইবে।

(খ) বৃহত্তর লঘুতরের সমান হইতে পারে না।

### নবগঠিত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধগুলির প্রমাণ

#### ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ

ক ও খ দুইটি অসমান বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ক বৃহত্তর এবং গ ও ঘ সমান সমান বস্তু; ক ও গ এর সমষ্টি খ ও ঘ এর সমষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

ক, খ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব ক এর এরূপ একটি ভগ্নাংশ আছে, বাহা খ এর সমান।

মনে কর, উক্ত ভগ্নাংশ চ।

অতএব ক; চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটি বস্তুর সমষ্টি।

অতএব ক ও গ এর সমষ্টি চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটি বস্তু ও গ এর সমষ্টি।

কিন্তু খ, চ এর এবং ঘ, গ এর সমান।

অতএব খ ও ঘ এর সমষ্টি গ ও চ এর সমষ্টির সমান।

[ ১ম স্বঃ

কিন্তু গ ও চ এর সমষ্টি গ, চ, ছ প্রভৃতির সমষ্টির ভগ্নাংশ।

অতএব খ ও ঘ এর সমষ্টি অপেক্ষা ক ও গ এর সমষ্টি বৃহত্তর।

৫ম স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধের দ্বারা।

#### ৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধ

খ ও গ এর প্রত্যেকে ক এর দ্বিগুণ; খ ও গ পরস্পর সমান হইবে।

খ ও গ এর প্রত্যেকে ক এর দ্বিগুণ।

১ সূত্র—একটি বস্তু অপর কয়েকটি বস্তুর সমষ্টি হইলে উক্ত অপর কয়েকটি বস্তুকে বা কোনটিকে উক্ত একটি বস্তুর ভগ্নাংশ বলে।



অর্থাৎ খ ও গ এর প্রত্যেকটি এর সমান দুটি বস্তুর সমষ্টি।

মনে কর, ক এর সমান ঘ ও ঙ এই দুটি বস্তুর সমষ্টি খ এবং উক্ত ক এর সমান চ ও ছ এই দুটি বস্তুর সমষ্টি গ।

ঘ, ঙ, চ ও ছ প্রত্যেকে ক এর সমান।

অতএব ঘ ও ঙ এর সমষ্টি চ ও ছ এর সমষ্টির সমান।

[ ২য় স্বঃ ]

ঘ ও ঙ এর সমষ্টি খ এবং চ ও ছ এর সমষ্টি গ।

অতএব খ ও গ পরস্পর সমান।

আমরা নিম্নে উক্ত স্বতঃসিদ্ধের অমূরূপ আর একটি সত্য সন্নিবেশিত করিতেছি ;—

ক। যে যে বস্তু প্রত্যেকে অসমান বস্তুর দ্বিগুণ, তাহারা পরস্পর অসমান হইবে এবং বৃহত্তর বস্তুর দ্বিগুণ বৃহত্তর হইবে।

[ প্রমাণ ৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণের অমূরূপ ]

### ৭ম স্বতঃসিদ্ধ

খ ও গ প্রত্যেকে ক এর অর্দ্ধ ; খ ও গ পরস্পর সমান হইবে।

খ ও গ প্রত্যেকে ক এর অর্দ্ধ।

অর্থাৎ ক ইহাদের প্রত্যেকের দ্বিগুণ।

যদি খ ও গ পরস্পর সমান না হয়, তবে ইহাদের দ্বিগুণও অসমান।

[ ৩য় সত্য ]

কিন্তু তাহা অসম্ভব।

অতএব খ ও গ পরস্পর সমান।

ইউক্লিডের ৩য় স্বতঃসিদ্ধও প্রমাণিত হইতে পারে। যথা ;—

ক ও খ দুইটি সমান সমান বস্তু এবং গ ও ঘ দুই সমান সমান বস্তু।

ক ও গ এর বিরোগ-ফল খ ও ঘ এর বিরোগ-ফলের সমান হইবে।

যদি ক ও গ এর বিরোগ-ফল খ ও ঘ এর বিরোগ ফলের সমান না হয়, তবে মনে কর, তাহারা অসমান।

মনে কর, ক ও গ এর বিরোগ-ফল ঙ এবং খ ও ঘ এর বিরোগ-ফল চ।

অতএব ঙ ও চ অসমান।

গ ও ঘ পরস্পর সমান।

অতএব গ ও ঙ এর সমষ্টি এবং ঘ ও চ এর সমষ্টি অসমান।

[ ৪র্থ স্বঃ ]

ক হইতে গ বিরোগ করিলে ঙ অবশিষ্ট থাকে।

অতএব ক ; গ ও ঙ এর সমষ্টি ।

থ হইতে ঘ বিয়োগ করিলে চ অবশিষ্ট থাকে ।

অতএব থ ; ঘ ও চ এর সমষ্টি ।

অতএব ক ও থ পরস্পর অসমান ।

কিন্তু তাহা অসম্ভব ।

অতএব ক ও গ এর বিয়োগ-ফল থ ও ঘ এর বিয়োগ-ফলের সমান ।

এখন দেখা যাইতেছে, প্রথম দুইটি ব্যতীত আর কোন সাধারণ স্বতঃসিদ্ধই স্বতঃসিদ্ধ নয় । এই স্বতঃসিদ্ধ দুইটির উদ্দেশ্য সমানতা নিরূপণ । ইউক্লিডের ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ সাধারণত্ব-ধর্ম-বহির্ভূত হইলেও সমানতা নিরূপণে ইহাদের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত । তৃতীয় ও পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধকে স্বতঃসিদ্ধ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে । অবশিষ্ট স্বতঃসিদ্ধত্রয়ে কি কি ওষ নিহিত আছে, সংপ্রতি তাহাই আলোচ্য ।

স্বতঃসিদ্ধত্রয়ের উদ্দেশ্য—সমানতা নিরূপণের প্রয়োগস্থল পরিমাণ-ঘটিত বস্তু । স্থান-বাচক, কালবাচক প্রভৃতি ভেদে পরিমাণ বহুবিধ । জ্যামিতি শাস্ত্র মাত্র স্থান ( portion of space ) সম্বন্ধে আলোচিত । সুতরাং ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম স্বতঃসিদ্ধকে শুদ্ধ জ্যামিতিক না বলিয়া সাধারণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । মাত্র চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত “মিলিয়া যায়” এই কথায় স্থানঘটিত ভাব লুক্কায়িত থাকায় ইহা জ্যামিতিক নামে কথিত হইয়াছে । এক্ষণে উক্ত অবশিষ্ট তিনটি স্বতঃসিদ্ধের বিষয়ে চর্চা করিতে হইলে, সমান শব্দের অর্থ পূর্বে অবগত হওয়া প্রয়োজন । সমানের অর্থের অনুসন্ধানে প্রত্যেক প্রকারের পরিমাণে ইহার প্রয়োগ বিশ্লেষ করা হউক ।

প্রথমতঃ সমনবাচক পরিমাণ—এতৎসম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা স্থূল জ্ঞান দিবারাত্র দ্বারা উপলব্ধি হয় । দিবারাত্র পৃথিবীর আঙ্গিক গতি হইতে উৎপন্ন । পৃথিবী স্বীয় কক্ষ সর্বদাই সম ( uniform ) বেগে আবর্তন করে । সেই আবর্তন একবার পূর্ণ হইলে এক অহোরাত্র হয় ।

এই অহোরাত্রকেই আমরা সময়ের মৌলিক একক ( unit ) ভাবে গ্রহণ করি । অর্থাৎ অহোরাত্রকেই পরস্পর সমান ধরিয়া তদ্বারা অপরাপর সময়ের পরিমাণ নির্ণয় করি । তবেই পৃথিবীর বেগনরূপ নির্দিষ্ট স্থানের সমান পথ আমরা যে যে সময়ে সমবেগে অতিক্রম করি, তাহাদিগকেই পরস্পর সমান ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে ।

ঘটিকাবস্ত্র সাহায্যে সময়ের পরিমাণ অহোরাত্র অপেক্ষা হ্রস্বতর ভাবে নির্ধারিত হইয়া থাকে । ঘটিকাবস্ত্রের কাটাধ্বজ মোটামোটি সমবেগে আবর্তিত হয় । সুতরাং ঘটিকাবস্ত্র সাহায্যে যে যে সমানতা নিরূপিত হয়, তাহাও সমবেগে সমান সমান স্থান অতিক্রম করার

সময় বই কিছুই নয়। ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও মোটের উপর পূর্ণ আবর্তনের ভুলনার কাটার বেগ সম, কিন্তু ক্ষুদ্র হিসাবে, কাটাঘরের প্রত্যেক দাগ অতিক্রম করার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তথায় বেগের বৈষম্য পূর্ণ মাত্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। এই দাগ অতিক্রম দোলকবস্তুর (pendulum) গতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু দোলকবস্ত্র সমবেগে চালিত হয় না। তাহার গতিতে ঋদ্ধি (acceleration) আছে। তবে এই ঋদ্ধি গতির সময় নির্ণয় করিতে বল-বিজ্ঞানের (dynamics) যে যে প্রতিজ্ঞার আবশ্যক, তাহাদের সত্যতা সমবেগের ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত। অধিকন্তু অন্ত কোন প্রকারে স্থানঘটিত সমানতা নির্ধারণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। অতএব আমরা স্থানঘটিত সমানের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদান করিব;—

কোন দ্রব্য (material body) সমবেগে চালিত হইয়া সমান সমান স্থান যে যে সময়ে অতিক্রম করে, তাহাদিগকে সমান সমান সময় বলে।

বল বিজ্ঞানে সমবেগের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা আছে;—

একটি কণিকা (particle) যদি এই প্রকারে গতিপ্রাপ্ত হয় যে, যত ক্ষুদ্র সময়ই ধরা হউক, সমান সমান সময়ে সর্বদাই সমান সমান স্থান অতিক্রম করে, তবে উক্ত কণিকার বেগকে সমবেগ বলে।

সমবেগের এই সংজ্ঞা স্বীকার করিতে হইলে, সমান সময়ের উপরোক্ত সংজ্ঞা টিকিতে পারে না। কারণ, সমবেগের সংজ্ঞার সময়ের সমানতা প্রয়োজন হওয়ায়, সমান সময়ের সংজ্ঞায় সমবেগের বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধিবিগর্হিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বেগের সমতা সৰ্ব্বদা ধারণা ব্যতীত সময়ের সমানতাঘটিত ধারণা অসম্ভব। অতএব সমবেগের উক্ত প্রকারের সংজ্ঞা অবৈজ্ঞানিক। এমতাবস্থায় সমবেগ কাঁহাকে বলে, দেখা কর্তব্য।

সার আইজাক নিউটনের গতি সৰ্ব্বদা প্রথম বিধি এই;—

“বহিঃস্থিত বলদ্বারা পরিবর্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্রব্য হয় স্থির ভাবে অবস্থিত থাকিবে, না হয় সমবেগে সরলরৈখিক পথে চালিত হইবে।”

সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম ও বহিঃস্থিত বল প্রয়োগের অভাব—মাত্র এই দুইটি বিষয়ই সমবেগ সৰ্ব্বদা জানা যায়। বল বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত সমবেগ সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা মাত্রই উক্ত সত্যের হইতে উদ্ভূত, সুতরাং প্রথম সত্যের অক্ষমতা হেতু, সংজ্ঞা গ্রহণে দ্বিতীয় সত্যই গ্রহণ করিতে হইবে। গতিত সংজ্ঞা এই;—

কোন গতিপ্রাপ্ত দ্রব্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি বহিঃস্থিত বল প্রযুক্ত না হয়, তবে উক্ত সময়ে উক্ত দ্রব্য সমবেগে চালিত হইতেছে, এরূপ বলা হয়।

নিউটনের গতি সৰ্ব্বদা ১ম বিধিতে আর একটি বিষয় গুরুত্বাবে নিহিত আছে। তিনি সময়ের সমানতা সাহায্যে বেগের সমতা ধরিয়াছেন। “সুতরাং “সমবেগে চালিত হইবে”,

ইহা হইতে ক সময়ে সমবেগে চালিত চ ও ছ দ্রব্য ক্রমে ট ও ঠ পথ অতিক্রম করিলে, ক এর সমান থ সময়ও চ ও ছ দ্রব্য ক্রমে ট ও ঠ এর সমান পথ অতিক্রম করিবে। কিন্তু আমরা যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি, তাহা দ্বারা থ সময়ে চ ও ছ দ্রব্য ট ও ঠ এর সমান পথ অতিক্রম করিবেই, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি না। চ দ্রব্য ক সময়ে ট পথ অতিক্রম করে ও থ সময়ে ট এর সমান আর একটি পথ অতিক্রম করে। এমতাবস্থায় ক সময় থ সময়ের সমান হইবে। কিন্তু ছ দ্রব্য ক সময়ে ঠ পথ অতিক্রম করে বলিয়া, উক্ত থ সময়ও ঠ এর সমান পথ অতিক্রম করিবেই; এই সিদ্ধান্ত উক্ত সংজ্ঞার হইতে কিছুতেই পাওয়া যায় না। সুতরাং উক্ত সংজ্ঞার রাখিতে হইলে, উক্ত প্রথম বিধিকে এইরূপে পরিবর্তিত করিতে হইবে;—

(১) বহিঃস্থিত বল প্রয়োগ ব্যতীত কোন স্থির দ্রব্য গতিপ্রাপ্ত ও গতিশীল দ্রব্য স্থিরতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

(২) সমবেগে চালিত দ্রব্যের পথ মাত্রেরই সরলরৈখিক।

(৩) সমবেগে চালিত বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন সময়ের পথের দৈর্ঘ্য সামান্যুপাতিক।

সমবেগে চালিত চ ও ছ দ্রব্য ক্রমে ক সময়ে ট ও ঠ পথ এবং গ সময়ে ড ও ত পথ অতিক্রম করিলে,  $ট : ঠ :: ড : ত$  হইবে।

নিউটনের বিধিটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিধি নহে। তাহাও (১) বহিঃস্থিত বলপ্রয়োগ ব্যতীত স্থির ও গতিবিশিষ্ট অবস্থা পরিবর্তনে অক্ষমতা, (২) সরলরৈখিক গতি ও (৩) সমবেগে চালিত—এই তিনটি সত্যের সমবায়। সুতরাং ইহাদের মিশ্রণে একটি বিধি উৎপন্ন না করিয়া তিনটি পৃথক্ পৃথক্ বিধি রাখাই সঙ্গত।

এখন দেখিতেছি, সময়-ঘটিত সমানতার সংজ্ঞা স্থানঘটিত সমানতার উপর নির্ভর করে।

বল বিজ্ঞানে বল ও গুরুত্বের সমানতা সৰ্ব্বদা নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদত্ত আছে;—

একই দ্রব্য যে যে বল দ্বারা সমান সমান সময়ে সমান সমান স্থান অতিক্রম করে, তাহা-দিগকে সমান বল বলে।

যে যে দ্রব্য সমান সমান বল দ্বারা সমান সমান সময়ে সমান সমান স্থান অতিক্রম করে, তাহাদের গুরুত্বকে সমান বলে।

এই প্রকারে দেখান যায়, দাবতীয় প্রকার পরিমাণের সমানতার সংজ্ঞায় স্থানঘটিত সমানতার প্রয়োজন। সুতরাং দাবতীয় সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কথিত, তাহাদের সাধারণ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ, বিভিন্ন প্রকার পরিমাণের সমানতা সৰ্ব্বদা কোন সাধারণ সংজ্ঞা হইতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা একই জিনিষ বলিয়া অভিহিত হওয়া যুক্তিবিহীন। মাত্র স্থানঘটিত সমানতার উপর তথাকথিত অপরাপর সমানতা নির্ভর করার

উক্ত স্বতঃসিদ্ধগুলিও উক্ত তথাকথিত সমানতায় প্রযোজ্য হইতে পারে। এক্ষণে তথাকথিত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধগুলিও জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধরূপেই পরিণত হইল এবং যাহাকে এতক্ষণ স্থানঘটিত সমান বলিয়া আসিয়াছি, তাহার সংজ্ঞাই সমান শব্দের সংজ্ঞায় পরিণত হইবে।

ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সমানতানিরূপণকারী বত প্রতিজ্ঞা আছে, সমস্তই প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৮ম প্রতিজ্ঞার সাহায্যে প্রমাণিত। এই প্রতিজ্ঞাষয়ে একটি ত্রিভুজ অপর ত্রিভুজের উপর পাতিত করায় তাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, এইরূপ দেখাইয়া ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধের সাহায্যে তাহাদের সমানতা নিরূপণ করা হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধই বাবতীর সমানতা নিরূপণ করার ভিত্তি। অর্থাৎ উহাতেই সম্পূর্ণরূপে সমানতা ধর্ম নিহিত আছে। জ্যামিতিক ত্রিভুজাদি বাবতীর চিত্র স্থানঘটিত। একটি স্থানকে অপর স্থানের উপর পাতিত করা অসম্ভব। স্থান চালিত হইতে পারে না। দৃশ্যমান জগতে চালিত হইতে মাত্র দ্রব্যই সমর্থ। কিন্তু জ্যামিতিক চিত্র দ্রব্যঘটিত হইলে, সরল রেখাকে যথেষ্ট বর্দ্ধিত করা (২য় স্বীঃ) কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ, দ্রব্য মাত্রই সীমাবদ্ধ। তবে একটি দ্রব্যকে এক স্থান হইতে অপসারিত করিয়া অপর স্থানের উপর পাতিত করা যায় এবং তদবস্থায় আমরা উক্ত স্থানদ্বয়কে পরস্পর সমান বলিয়া থাকি। এইরূপে একটি রেখার উপর কোন দ্রব্য পাতিত করিয়া উক্ত দ্রব্যের যে যে কণিকা উক্ত রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে পাতিত হয়, দ্রব্যটি অপসারিত হইয়া স্থানান্তরিত হইলে, তথায় উক্ত কণিকাগুলির অবস্থিতি বিন্দুরাশি দ্বারা নূতন একটি রেখা উৎপন্ন হইবে। ইহাকে প্রথমোক্ত রেখার উপরিপাতনরূপে ব্যবহার করিয়া ৪র্থ ও ৮ম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করা যায়। তবে এরূপ সান্ত্বনতা-ধর্ম-বর্জিত দ্রব্য এক্ষণে পর্যাপ্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, যাহাতে সম্পূর্ণরূপে একটি জ্যামিতিক রেখা স্থাপিত হয়। তবে এই মাত্র বলা যায় যে, অসম্ভব হইলেও উক্তরূপ একটি কাল্পনিক দ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত দুইটি রেখার সমানতা নিরূপণ অসম্ভব। ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংজ্ঞা পাইতেছি ;—

একই দ্রব্য যে যে স্থান অধিকার করে, তাহাদিগকে পরস্পর সমান বলে।

১ম স্বতঃসিদ্ধের বিশেষ কথন এই ;—

ক ও থ প্রত্যেকে গ এর সমান ক ও থ পরস্পর সমান হইবে।

সংজ্ঞাভঙ্গারে ক স্থানে অবস্থিত দ্রব্য যদি গ স্থানে অবস্থিতি করে এবং থ স্থানে অবস্থিত দ্রব্যও যদি গ স্থানে অবস্থিতি করে, তবে ক স্থানে অবস্থিত দ্রব্য থ স্থানে এবং থ স্থানে অবস্থিত দ্রব্য ক স্থানে অবস্থিতি করিবে। অর্থাৎ ক ও থ স্থানে অবস্থিত দ্রব্য গ স্থানে অবস্থিতি করাতে এমন একটি সময় আসিবে যে, তখন ক স্থানে অবস্থিত দ্রব্য, চালিত হইয়া থ স্থানে উপস্থিত হইতে হইবেই। কিন্তু এরূপ কাল্পনিক সিদ্ধান্তে পদার্থ-বিজ্ঞানের উপর একটি খামখেয়ালী অবরনভী আসিয়া পড়ে। আমাদের মাত্র এইটুকু বলিবার ক্ষমতা আছে যে, ক স্থানে অবস্থিত দ্রব্য থ স্থানে ও থ স্থানে অবস্থিত দ্রব্য ক স্থানে অবস্থিতি

করিতে সমর্থ। অতএব ১ম স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করিতে হইলে উপরোক্ত সমান শব্দের সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্তিত হইবে।

একই দ্রব্য যে যে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাদিগকে পরস্পর সমান বলে।

এই সংজ্ঞা হইতে এরূপ দুইটি স্থান পরস্পর সমান হইতে পারে, বাহাদের উভয় স্থানে কোন একটি দ্রব্যই অবস্থিতি করে নাই। সুতরাং দ্রব্যের অবস্থিতি সমানতার কারণ নহে। একটি স্থান অপেক্ষা অন্য স্থানের সমান বলিয়াই তাহাতে অবস্থিত দ্রব্য উক্ত অপর স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে। অর্থাৎ আমরা সমান শব্দের যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহা সংজ্ঞা-পদবাচ্য হইতে পারে না।

আমরা ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধকে সংজ্ঞাকারে পরিবর্তিত করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। তবে এই মাত্র জানা গেল যে, ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ নহে।

“বাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহারা সমান।”

তুখু এই কথার জ্যামিতিক সত্য প্রকাশ পায় না। ইহার আভ্যন্তরিক অর্থ নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ করা যায়,—

একই দ্রব্য যে যে স্থানে অধিকার করিতে পারে, তাহারা পরস্পর সমান।

কিন্তু ইহাকেও স্বতঃসিদ্ধ বলা যায় না। কারণ, স্থান অধিকার করার পূর্বেই অধিকার করিবার সমর্থতা স্বীকৃত হইয়াছে। এমতাবস্থায় একটি দ্রব্য কোন স্থানে অবস্থিতি করিবার পূর্বেই উক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতে সমর্থ, এই অভিজ্ঞতা লাভ হয়, ইহা স্বীকার করা হইতেছে। সুতরাং উক্ত অভিজ্ঞতা হইতে কোন বস্তুর কোন স্থানে অবস্থিতির কারণরূপে যে যে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের উপরেই উক্ত ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ নির্ভর করিবে।

১ম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে ক ও খ স্থানে অবস্থিত দ্রব্যদ্বয়ের প্রত্যেকে গ স্থানে অবস্থিত করিতে পারিলে, ক স্থানের অবস্থিত দ্রব্য খ স্থানে ও খ স্থানের অবস্থিত দ্রব্য ক স্থানে অবস্থিতি করিতে পারিবে। অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধ নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্তন করা যায়।

একই স্থানে দুইটি দ্রব্যের যে কোনটি অবস্থিতি করিতে পারিলে তাহাদের একটি যে যে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে, অপরটিও সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে পারিবে।

৪র্থ স্বতঃসিদ্ধের দ্বারা একই কারণে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই সত্য হইতে দেখা যায়, দ্রব্য-ভেদে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন ইতর-বিশেষ হয় না।

২য় স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে দেখা যায়, কোন একটি স্থানে অবস্থিত দ্রব্য অপর একটি স্থানে অবস্থিতি না করিতে পারিলেও তাহারা পরস্পর সমান হইতে পারে। সমান সমান স্থানের সমষ্টিই সমানতার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং এই স্বতঃসিদ্ধ পরিষ্কারই প্রকাশ করে যে, স্থানের সমানতা দ্রব্যের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে না। পক্ষান্তরে দ্রব্যের অবস্থিতি ব্যতীত

স্থানের সমানতা সৰ্বদে জ্ঞান লাভের অন্ত কোন উপায়ই নাই। এমন কি, স্থানের অস্তিত্ব-সৰ্বদে জ্ঞানও দ্রব্যের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে।

নিম্নলিখিত উপারে উক্ত ভাবিক ( theoretical ) ও ব্যবহারিক ( practical ) জ্ঞানের বিরোধের সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে।

একটি দ্রব্য যে কোন একটি স্থানে নেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ দার্শনিক-ভাষায় ;—

( গ ) যে কোন একটি দ্রব্যের অংশ\* যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

যদিও ইহা কোন প্রচলিত সত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে, তথাপি ইহা এত দূর স্বভাবসম্মত যে, তাহাতে কাহারও আপত্তি আসিতে পারে না।

প্রচলিত নয় অথচ স্বভাবসম্মত আর একটি সত্য গঠিত হইতে পারে।

( ঘ ) একটি বস্তু কোন স্থানে অবস্থিতি করিলে, উক্ত দ্রব্যের যে কোন অংশ উক্ত স্থানের অংশে অবস্থিতি করিবে।

এই দুইটি সত্য হইতে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণিত হয়।

খ। যে কোন একটি দ্রব্যের এরূপ একটি অংশ আছে, যাহা যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

ক দ্রব্যের এরূপ একটি অংশ আছে, যাহা যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

ক দ্রব্যের এরূপ একটি অংশ আছে, যাহা চ স্থানের কোন অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

মনে কর, ক দ্রব্যের উক্ত অংশ ক, ও চ স্থানের উক্ত অংশ চ,।

ক, দ্রব্যের এরূপ অংশ আছে, যাহা ছ স্থানের কোন অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

মনে কর ক, দ্রব্যের উক্ত অংশ ক<sub>২</sub>।

ক, দ্রব্য ক দ্রব্যের অংশ।

এবং ক<sub>২</sub> দ্রব্য ক, দ্রব্যের অংশ।

অতএব ক<sub>২</sub> দ্রব্য ক দ্রব্যের অংশ।

ক, দ্রব্য চ, স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে। অতএব ক, দ্রব্যের ক<sub>২</sub> অংশ চ, স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

মনে কর, উক্ত অংশ চ<sub>২</sub>।

চ, স্থান চ স্থানের অংশ।

\* অংশ বলিতে পূর্ণাংশ ও ভগ্নাংশ উভয়ই বুঝাইবে

এবং চ<sub>১</sub> স্থান চ, স্থানের অংশ।

অতএব চ<sub>২</sub> স্থান চ স্থানের অংশ।

অতএব ক দ্রব্যের ক<sub>২</sub> অংশ চ স্থানের চ<sub>২</sub> অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

অর্থাৎ ক দ্রব্যের একরূপ অংশ আছে, বাহা চ স্থানের কোন অংশে ও ছ স্থানের কোন অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

এই প্রকারে দেখান যায়, ক দ্রব্যের একরূপ একটি অংশ আছে, বাহা যে কোন স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।\*

### সাময়িক সংজ্ঞা

( ক ) একটি দ্রব্যের যে অংশ যে কোন স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাকে কণিকা বলে।

( খ ) কণিকা যে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাকে বিন্দু বলে।

কোন স্থানে অবস্থিত দ্রব্য উক্ত স্থানের ভগ্নাংশে অবস্থিতি করিতে পারে না। সুতরাং যে কোন বিন্দুর ভগ্নাংশ থাকিতে পারে না। কারণ, বিন্দুতে অবস্থিত কণিকা তাহার লঘুতর কোন অংশে অবস্থিতি করিতে পারে না।

এবং কণিকারও কোন ভগ্নাংশ থাকিতে পারে না। কারণ, ভগ্নাংশ থাকিলে, তাহা উক্ত কণিকার অবস্থান-বিন্দুর ভগ্নাংশে অবস্থিতি করিবে। কিন্তু বিন্দুর ভগ্নাংশ না থাকায় তাহা অসম্ভব।

অতএব যে কোন বিন্দুতে যে কোন কণিকা অবস্থিতি করিতে পারে।

য সত্য এবং ১ ও ২ সং।]

সংজ্ঞানুসারে দ্রব্যের যে কোন অংশে কণিকা ও স্থানের যে কোন অংশে বিন্দু আছে এবং দ্রব্য ও স্থানঘটিত সত্যগুলি বিন্দু ও কণিকা হইতে পাওয়া বাইতেছে। অতএব উক্ত ক ও খ সংজ্ঞাকে নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্তিত করা যায় ;—

### সংজ্ঞা

( ১ ) কণিকার সমষ্টিকে দ্রব্য বলে।

( ২ ) বিন্দুর সমষ্টিকে স্থান বলে।

\* কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, ক বস্তুর ক<sub>১</sub>, ক<sub>২</sub> প্রভৃতি অংশসমূহ এবং চ স্থানের চ<sub>১</sub>, চ<sub>২</sub> প্রভৃতি অংশসমূহকে ক্রমশঃই ভগ্নাংশে বিভাগ করা বাইতে পারিবে। এইরূপ অংশভেদীয় খেব থাকিতে পারে না। তাহাদের প্রতি নিবন্ধন এই ;—উক্ত অংশভেদীয় চরম করবার ক্ষতি আঘাত খেব পৃষ্ঠার প্রদর্শন করিব।



দ্রব্যবিজ্ঞানে ( Physios ) নিম্নলিখিত সত্য দুইটি আছে :

১। একই সময়ে একই স্থানে মাত্র একটি দ্রব্য অবস্থিতি করিতে পারে।

২। একই সময়ে একটি দ্রব্য মাত্র একটি স্থানে অবস্থিতি করে।

অতএব ;—

১। একই সময়ে একই বিন্দুতে মাত্র একটি কণিকা অবস্থিতি করিতে পারে।

২। একই সময়ে একটি দ্রব্য মাত্র একটি বিন্দুতে অবস্থিতি করে।

### সংজ্ঞা

( ৩ ) একটি দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত কণিকাগুলি যে যে বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহাদের সমষ্টি যে স্থান, তাহাতে উক্ত দ্রব্য অবস্থিতি করে, এরূপ বলা হয়।

একই সময়ে একই বিন্দুতে একাধিক কণিকা, কি একটি কণিকা একাধিক বিন্দুতে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হওয়ার একটি দ্রব্যে বস সংখ্যক কণিকা আছে, উক্ত বস্তু মাত্র তত সংখ্যক বিন্দুবিশিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে।

আমরা নিম্নস্থিত দুইটি সত্য হইতে সমান শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

১। একই দ্রব্য যে যে স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহার পরস্পর সমান।

২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।

তাহাতে দেখিয়াছি, বস্তুর অবস্থিতি স্থানের সমানতার কারণ নহে ; স্থানের সমানতাই দ্রব্যের অবস্থিতির কারণ। এমন কি, এক স্থানে অবস্থিত দ্রব্য অন্য স্থানে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইলেও মাত্র বিভিন্ন অংশসমূহের সমানতা দ্বারা ( ২ নং ) তাহার সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। অথচ দ্রব্যের অবস্থিতি ব্যতীত স্থানের সমানতা প্রাপ্ত হওয়াও অসম্ভব।

এখন দেখিতেছি ;—

১। দ্রব্য ও স্থান, কণিকা ও বিন্দু নামক দুই অবিভাজ্য অংশে বিভক্ত।

২। যে কোন কণিকা যে কোন বিন্দুতে অবস্থিত হইতে পারে।

৩। একটি দ্রব্য যে যে স্থানে অবস্থিতি করে, সেই সেই স্থান একই সংখ্যাবিশিষ্ট বিন্দুর সমষ্টি।

ইহা হইতে আমরা সমান শব্দের এই সংজ্ঞা প্রদান করিতেছি।

### সংজ্ঞা

( ৪ ) যে যে স্থান একই সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি, তাহাদিগকে সমান বলে।

এই সংজ্ঞার প্রকৃত পক্ষে দ্রব্যের স্ফীত অংশ কণিকার অবস্থিতি হইতেই স্থানের সমানতা পাইতেছি ; অথচ সর্বতোভাবে সমান দুইটি স্থান একই সংখ্যাবিশিষ্ট বিন্দু হওয়ার তাহাদের

এক স্থানে অবস্থিত দ্রব্য অপর স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে। সুতরাং স্থানীয় সমানতাই দ্রব্যের অবস্থিতির কারণ।

সমান সমান স্থানে সমান সমান স্থান যোগ করিলে প্রথমোক্ত সমান সমান স্থানের একই সংখ্যা এবং দ্বিতীয় সমান সমান স্থানেরও একই সংখ্যা হওয়ার, তাহাদের সমষ্টিব্বয়ের সংখ্যা এক হইবে। সুতরাং সমষ্টিব্বয় পরস্পর সমান হইবে।

সমান শব্দের এই সংজ্ঞার সাহায্যে স্থান ও দ্রব্যের অবিভাজ্য অংশের বর্তমানতা ও তৎসঙ্গে উক্ত বিবিধ অবিভাজ্য অংশের মধ্যে মাত্র দুইটি সম্পর্ক স্বীকার করিয়া তদ্বারা পরস্পর স্বতন্ত্র নয়টি সত্য প্রমাণিত হয়

### বিন্দু ও কণিকার সম্পর্কনিরূপক সত্য

- ১। একই সময়ে একই বিন্দুতে মাত্র একটি কণিকা অবস্থিতি করিতে পারে।
- ২। একই সময়ের একটি কণিকা মাত্র এক স্থানে অবস্থিতি করিবে।

### পরস্পর স্বতন্ত্র সত্য নয়টিও তাহার প্রমাণ

- ১। যাহারা কোন একটির সমান, তাহারা পরস্পর সমান।

ক স্থান ও খ স্থান গ স্থানের সমান।

মনে কর, ক স্থান স সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি।

অতএব গ স্থানও স সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি।

খ স্থান গ স্থানের সমান।

অতএব খ স্থানও স সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি।

কিন্তু ক স্থান স সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি।

অতএব ক স্থান খ স্থানের সমান।

- ২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।

[ সমান শব্দের সংজ্ঞার যুক্তি প্রদর্শন সময়ে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। ]

৩। 'দুইটি স্থান পরস্পর সমান হইবে অথবা তাহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর হইবে।

ক ও খ দুইটি স্থান।

যদি ক স্থানের বিন্দু ও স্থানের বিন্দু একই সংখ্যাবিশিষ্ট হয়, তবে তাহারা পরস্পর সমান।

নচেৎ ক ও খ স্থানের মধ্যে যাহার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুর সংখ্যা বৃহত্তর, সেটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর।

- ৪। বৃহত্তর লঘুতরের সমান হইতে পারে না।

৫। একটি দ্রব্য যে যে স্থানে অধিকার করিতে পারে, তাহারা পরস্পর সমান।

৬। যে কোন একটি দ্রব্যের অংশ যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।

৭। একটি দ্রব্য যে কোন স্থানে অবস্থিতি করিলে, উক্ত দ্রব্যের যে কোন অংশ উক্ত স্থানের অংশে অবস্থিতি করিবে।

[ উপরোক্ত সত্য চারিটি সংজ্ঞা হইতে এত সহজে প্রমাণিত হয় যে, প্রমাণ দেওয়া নিম্নস্বোভবন। ]

ক দ্রব্য চ স্থানে অবস্থিতি করে; ক দ্রব্যের ক, অংশ চ স্থানের অংশে অবস্থিতি করিবে।

ক দ্রব্যের ক, অংশ।

অতএব ক, দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত যে কোন কণিকা ক, দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব ক, দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত যে কোন কণিকা যে যে বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহারা চ স্থানের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব ক, দ্রব্য চ স্থানের অংশে অবস্থিতি করে।

৮। একই সময়ে একই স্থানে মাত্র একটি দ্রব্য অবস্থিতি করিতে পারে।

ট সময়ে চ স্থানে ক দ্রব্য অবস্থিতি করে।

চ স্থান চ<sub>১</sub>, চ<sub>২</sub> প্রভৃতি বিন্দুর এবং ক দ্রব্য ক<sub>১</sub>, ক<sub>২</sub> প্রভৃতি কণিকার সমষ্টি।

ট সময়ে চ<sub>১</sub>, চ<sub>২</sub> প্রভৃতি বিন্দুতে ক<sub>১</sub>, ক<sub>২</sub> প্রভৃতি কণিকা মাত্র এক একটি অবস্থিতি করিতে পারে।

অর্থাৎ ট সময়ে চ<sub>১</sub>, চ<sub>২</sub> প্রভৃতি বিন্দুর সমষ্টি চ স্থানে, ক<sub>১</sub>, ক<sub>২</sub> প্রভৃতি কণিকার সমষ্টি ক দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন বস্তু অবস্থিতি করিতে পারে না।

৯। একই সময়ে একটি দ্রব্য মাত্র একটি স্থানে থাকিবে।

[ প্রমাণ পূর্ববর্তী সত্যের অধরূপ। ]

এই নয়টি সত্যকে স্বতঃসিদ্ধরূপে কল্পনা করা অপেক্ষা বিন্দু ও কণিকার উক্ত তত্ত্ব স্বীকার পূর্বক মাত্র দুইটি মৌলিক সত্য দ্বারা তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় এবং সমান শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তদ্বারা উক্ত নয়টি সত্যের প্রমাণ সাধন অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

## বাঙ্গালা শব্দ-কোষ\*

[ সমালোচনা ]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্কলিত “বাঙ্গালা শব্দ-কোষ” বঙ্গ-সাহিত্যে একটি অভিনব ও অমূল্য সামগ্রী। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাঁহার এই গ্রন্থে বাঙ্গালা শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও ভাবা-তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা স্থল আশাশুকের দেশে নাই বলিলে অত্যাক্তি হইবে না। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু গ্রন্থের সূচনার লিখিয়াছেন,—“একবারে সমগ্র বাঙ্গালা শব্দ-কোষ প্রকাশে কালবিলম্ব দেখিয়া চারি খণ্ডে প্রচার করা যাইতেছে। ইহাতে কোষ-সমালোচনার অবসর হইবে এবং সমালোচক মহাশয়ের অন্তর্গত কোষ-পরিশিষ্টে দোষ প্রতিকারের চেষ্টা হইতে পারিবে। শব্দ-সংগ্রহ, অর্থান্তর-প্রকাশ কিংবা ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় এক জনের পক্ষে দুর্লভ। আশা আছে, দশ জনের ভার স্বন্ধে লইয়া কোষকার সমাপ্তি-স্থানে যাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার। আমুকূল্য দানে পরাশ্রয় হইবেন না।” যোগেশ বাবুর এই উক্তি নিতান্ত সত্য; এইরূপ একটি কার্য্য বহু বিশেষজ্ঞের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত সুসম্পন্ন হওয়ার আশা করা যাইতে পারে না; যোগেশ বাবু দশ জনের ভার একাকী স্বন্ধে লইয়া যদিও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু এরূপ কার্য্যে যে অনেক ভ্রম-প্রমাদ থাকিয়া যাওয়া অনিবার্য্য এবং তাহা বিদূষিত করার জন্য সাহিত্য-সেবী মাঝেই সাধ্যানুসারে সাহায্য করা কর্তব্য,—তাহাতে অণুমানও সন্দেহ নাই। আমরা অনেক দিন হইতেই যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষের কয়েকটি ভ্রুটি ও কতকগুলি শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ে ভ্রম লক্ষ্য করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু লিখার ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু নানা কারণে আজ পর্য্যন্ত লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্দ-কোষ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে; তাঁহার সাদর আহ্বান সত্ত্বেও এখন তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তির পরে উহার আলোচনা করিলে, উহা দোষদর্শীর কার্য্য হইবে এবং তদ্বারা যোগেশ বাবুর কোনই সাহায্য হইবে না বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধে বাঙ্গালা শব্দ-কোষের শত শত প্রশংসনীর বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কর্তব্যের অহুরোধে উহার ভ্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদগুলির সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ২য় খণ্ড অর্থাৎ প-কারাদি শব্দের কিয়দূর পর্য্যন্ত আলোচনা করার অবসর পাইয়াছি, সুতরাং অতঃপর স্বতন্ত্র প্রবন্ধে অবশিষ্ট অংশের আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

প্রথমই বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু অনেক সন্নিহিত শব্দার্থের প্রয়োগ স্থলে

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৮ম অধিবেশনে গঠিত।

প্রযোজ্য গ্রন্থের অধ্যায় কিংবা পৃষ্ঠাদির উল্লেখ না করিয়া, এমন কি, দৃষ্টান্ত স্থলে আলোচ্য-শব্দযুক্ত গ্রন্থের পংক্তি উদ্ধৃত না করিয়া কেবল গ্রন্থের নাম লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতির দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ইত্যাদির উল্লেখ না করিলে, অন্ততঃ প্রয়োগের উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য-শব্দযুক্ত পংক্তিটি উদ্ধৃত না করিলে পাঠকের পক্ষে প্রয়োগ-স্থলটি খুঁজিয়া বাহির করা যে একান্ত অসম্ভব, তাহা বলা বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত যোগেশ বাবু অনেক অপ্রচলিত ও সন্দিদ্ধার্থ শব্দের প্রয়োগ আদৌ প্রদর্শিত করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ঐছন' শব্দটি দেখুন। বাঙ্গালা শব্দ-কোষে 'ঐছন' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—'ঐছন... ( হিং। সং. ক্ষণ—ছন; ক্ষণ—সময়, উৎসব )। ঐক্ষণ, ঐ সময়; এমন; ঐ উৎসব। ( অপ্রচঃ )' আমরা দীর্ঘকাল বাবু প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিতেছি, 'এমন' বা 'এইরূপ' অর্থ ব্যতীত 'ঐ সময়' কিংবা 'ঐ উৎসব' অর্থে 'ঐছন' শব্দের প্রয়োগ কোথায়ও পাইয়াছি বলিয়া স্বরণ হয় না; যোগেশ বাবু এইরূপ প্রয়োগ পাইয়া থাকিলে, উহার প্রয়োগস্থল উদ্ধৃত করা উচিত ছিল; সেইরূপ না করায় সুপ্রচলিত 'ঐছন' শব্দের এই অজ্ঞাতপূর্ব অর্থ যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। যোগেশ বাবু 'ঐছন' শব্দের যে ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন, তাহাও যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না; সংস্কৃত 'অদস্' কিংবা 'ইদম্' + 'ক্ষণ' শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'এখন' ( পূর্ববাঙ্গালার গ্রাম্য ভাষায়—'অখন' ) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু উহা হইতে 'এইরূপ' অর্থবিশিষ্ট 'ঐছন' শব্দের উৎপত্তি হুর্কোধ্য; 'ঐছন' শব্দটি সংস্কৃত 'ঐদৃশ' প্রাকৃত—'এরিসো' শব্দ হইতে হিন্দী 'ইসসা', 'ঐসা', 'ঐদি', 'ঐসে' ও মৈথিল 'ঐসন', 'এসন', 'এহন', 'এহেন' ও বাঙ্গালা 'এহেন', 'হেন' শব্দের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়াই বিবেচনা হয়; মৈথিল ভাষার দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালাতেও 'ঐসন' অর্থাৎ 'ঐছন' শব্দই আগে বহুল ব্যবহৃত হইত, আধুনিক বাঙ্গালার 'স' স্থানে 'হ' হইয়া 'এহেন' ও উহার অপভ্রংশ 'হেন' শব্দই ব্যবহৃত হইতেছে। যোগেশ বাবু 'এ হেন' শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি লিখেন নাই; 'হেন' শব্দের লিখিয়াছেন কি না, জানি না; 'এহেন' ও 'হেন' শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করিলে উহা যে 'ঐসন' বা 'ঐছন' শব্দেরই রূপান্তর এবং সংস্কৃত 'ঐদৃশ' শব্দ হইতে জাত, তাহা বোধ হয়, বুঝিতে বিলম্ব হইত না।

বাঙ্গালা শব্দ-কোষের প্রধান একটি ত্রুটি এই যে, উহাতে পদাবলী-সাহিত্যের ব্যবহৃত শত শত শব্দের অর্থ কিংবা ব্যুৎপত্তি লিখিত হয় নাই। বৈষ্ণব-কবিদিগের তথাকথিত 'ব্রজ-বুলি' প্রাচীন মৈথিল ভাষার অপভ্রংশ ব্যতীত আর কিছু নহে,—সুতরাং 'ব্রজবুলি' শব্দসমূহকে স্থান না দেওয়া বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ত্রুটি বলিয়া গণ্য করা বাইতে পারে না,—তর্কস্থলে এইরূপ আপত্তি মানিয়া লইলেও চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের খাঁটি বাঙ্গালা পদাবলীর ব্যবহৃত বহুতর শব্দও শব্দ-কোষ হইতে বাদ পড়িয়াছে; আমরা পরে এইরূপ কতকগুলি শব্দের উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) 'অববাত' (দেবতা কর্তৃক আবেশ বা উপদ্রব অর্থে) বধা,—

‘সম্মানে লগনে গছি তারা।

দেব-অববাত-ইহারাছে পারা ॥’—পদকল্পতরু, ২২৬ সংখ্যক পদ।

পূর্ববঙ্গের শ্রী শ্রেণীর লোক ‘ভীতি’ কিংবা ‘উপদ্রব’ অর্থে ‘আওবা’ শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে; এই ‘আওবা’ শব্দটি ‘অববাত’ শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়াই বিবেচনা হয়; যোগেশ বাবু এইরূপ বহু অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ দেখাইয়াছেন, স্তত্রায় সংস্কৃত শব্দ বলিয়া ইহা উপেক্ষিত হইতে পারে না।

(২) ‘অবধি’ (প্রবাসীর গৃহে আগমনের নির্দিষ্ট দিন অর্থে) বধা,—

‘আমা সত্যাকার না মরে মাথী।

চুইল-অবধি উঠল রাত্তি ॥’—প-ক-ত, ২৬২১ সংখ্যক পদ।

(৩) ‘আকুতি’ (‘অতিশয়’ অর্থে) বধা,—

‘মনের আকুতি বেকত করিতে

কত না সন্ধান জানে।’

—সায়শেখর; প-ক-ত, ৬৭৮ সংখ্যক পদ।

‘আকুতি’ যোগেশ বাবু ‘আকুতি-ব্যাকুতি’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ কোন শব্দ আমরা পদাবলী-সাহিত্যে পাই নাই। উক্ত বাক্যের ‘আকুতি’ ও ‘বেকত’ শব্দ দুইটিই কোন প্রেমে ছাপার তুলে মিশ্রিত হইল। ‘আকুতি ব্যাকুতি’ শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে কি?

(৪) ‘আগর’ ও ‘আগরি’ (‘পরিপূর্ণ’ ও ‘পূরিপূর্ণ’ অর্থে) বধা,—

‘ও নব নাগর রসের সাগর

আগর সকল শুণে।’

—প-ক-ত, ২৩৫ পদ।

‘নদীরা-নাগরী সোহাগ-আগরি

পাইল রসের নিধি।’

—প-ক-ত, ২৩৩ পদ।

(৫) ‘আগিঙ্গা’ (‘অগ্রবর্তী’ অর্থে) বধা,—

‘জিহাতি সিনাতি আগিঙ্গা ঘাটে

পিছিয়া ঘাটে সে নার।’

—প-ক-ত, ৬৭৮ পদ।

শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু ‘আগাঙ্গী’ শব্দের অর্থ ‘সমুখবর্তী’ লিখিয়াছেন, ‘আগাঙ্গী’ শব্দ পদাবলী-সাহিত্যে দেখিয়াছি বলিয়া সন্দেহ হয় না।

(৯) 'আদলি' ('স্বতন্ত্রতার গাছ' অর্থে) বধা,—

"আদলি উপরে কেবা কদলি রোপন রে  
ঐ ন দেখি উরুগুণ।"

—চণ্ডীদাস; (রমণী বাবুর ৩য় সংস্করণ) ৯ পৃষ্ঠা।

(১) 'আরতি' (সং—'আর্তি' শব্দজাত = কাতরতা) বধা,—

"একে কুলবতী চিতের আরতি  
বিধি বিড়ম্বিত কাজে।"

—জানদাস, প-ক-ত, ৯৩৮ পদ।

(৮) 'আরতি' (সং—'আরতি'—'অনুরাগ' অর্থে) বধা,—

"একে দেখি অতি চিতের আরতি  
পহিলে না ছিল এত।

ঘরে গুরুজন গল্পনা না মানে

নিতি নিবারিব কত।"

—জানদাস, প-ক-ত, ৯৪১ পদ।

(৯) 'আরোপ'—('অধ্যাস' অর্থে) বধা,—

"ছাড়ি অপ ভগ করহ আরোপ  
একতা করিয়া মনে।"

—চণ্ডীদাস (রমণী বাবুর সংস্করণ) ৪৪২ পৃষ্ঠা।

(১০) 'উত্তরোল' (সং—'উৎ+তরল' শব্দ-জাত—'উৎকণ্ঠিত' অর্থে) বধা,—

"গৃহের ভিতরে থাকি যেমন পঙ্করে পাখী  
সদা ভয়ে জীউ উত্তরোল।"

—প-ক-ত, ২৮৫ পদ।

পদাবলি-সাহিত্যে উৎকণ্ঠা বা চাক্ষু্যের জ্ঞাপক 'উচ্চ শব্দ' অর্থেও 'উত্তরোল' শব্দের ব্যবহার আছে; উহা যোগেশ বাবু সং—'উচ্চ-রোল' শব্দ হইতে জাত বলিয়া শব্দ-কোষে লিখিয়াছেন। 'শব্দ' বা 'ধ্বনি' অর্থে 'রোল' শব্দের 'আরোপ' সংস্কৃত সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না; অমর-কোষে 'রোল' শব্দই নাই; শব্দ-রত্নাকরে 'রোল' শব্দের একমাত্র অর্থ 'পানি-আমলা' লিখিত হইয়াছে; সুতরাং 'উচ্চ-রোল'—এই কল্পিত শব্দের অস্তিত্ব ও অর্থ-সঙ্গতি উভয়ই নিরাকৃত হওয়ার, 'উৎ+তরল' শব্দ হইতে প্রথমে 'চকল' বা 'উৎকণ্ঠিত' অর্থ ও পরে চাক্ষু্য বা উৎকণ্ঠার জ্ঞাপক 'উচ্চ শব্দ' আসিয়াছে, ইহাই বিবেচনা হয়। হিন্দীতে 'শব্দ' অর্থে 'রোলা' শব্দের এবং পদাবলী-সাহিত্যে 'রোল' শব্দের ব্যবহার আছে। ডাক্তার কালন 'রোলা' শব্দটি সংস্কৃত 'ক্লত' শব্দ হইতে জাত অজ্ঞান করিয়াছেন।

(১১) 'উদাম' (সং—'উৎ+দাম' শব্দ-জাত 'উচ্ছৃঙ্খল' অর্থে) বধা,—  
"নন্দরাজ-বুঝে নবনী থাইয়া

হৈরাছ উদাম ঘাঁড়া । —প-ক-ত, ১৩৮০ পদ ।

(১২) 'একেশ্বর' (সং—'এক-সর' শব্দ-জাত, 'একাকী' অর্থে) বধা,—  
"বিরলে বসিয়া একেশ্বরে ।

বাসকসজ্জার ভাব করে ॥"

—প-ক-ত, ৩৫৫ পদ ।

সেইরূপ স্থানিমে 'একাকিনী' অর্থে 'একেশ্বরী' বধা,—

"কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী ।

সদা পরাধিনী হবে রহে একেশ্বরী ॥"

—প-ক-ত, ৮৩৪ পদ ।

(১৩) 'এহেন' (ব্যাংপত্তি ও অর্থ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে) বধা,—

এহেন রজনী কেমনে গোষ্ঠাব

বন্ধুর দরশ বিনে ।"

—জানদাস ; প-ক-ত, ৩৪৪ পদ ।

(১৪) 'কড়ছ' - (সং—'কক-তট' ; প্রাং—'কচ্ছ-তট' অপভ্রংশ,—'কোছড়  
'কোড়ছ'—কড়ছ ; 'কটি-হল' অর্থে) বধা,—

"বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপরে

কর সে কড়ছে থুইয়া ।"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ২০৩ পদ ।

(১৫) 'কপিনাস' (ব্যাংপত্তি সন্নিধ্য ; 'এক প্রকার বাস্ত-বস্ত্র' অর্থে) বধা,—

"বীণ রবাব সুরজ কপিনাস ।

বিবিধ বস্ত্র লেই করয়ে বিলাস ॥"

—জানদাস ; প-ক-ত, ১৪৩১ পদ ।

বটভট্টার, মুদ্রিত পুথিতে 'কপিনাস' স্থলে ছন্দোভঙ্গ-চুট 'পিনাস' পাঠি চুটি করিয়  
বিভাপতির 'বীণ রবাব মহতী কপিনাস' পংক্তির 'বীণ রবাব মহতীক পিনাস ॥' পাঠ  
কল্পনা করিয়া, স্বর্গার কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় বিভাপতির কোন সম্পাদকের  
প্রতি 'কপিনাস' শব্দের 'বাস্তবস্ত্রবিশেষ' অর্থ লিখার অসম্ভব বিজ্ঞপ-উক্তি করিয়া গিয়াছেন ।  
বটভট্ট 'পিনাক' ব্যতীত পদাবলী-সাহিত্যে 'পিনাস' নামক কোন বাস্তবস্ত্রের উল্লেখ নাই  
এবং 'কপিনাস' শব্দটি 'পিনাক' শব্দের সহযোগে পদাবলী-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে ;—  
ইহা আমরা উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত "জানদাসের পদাবলী"  
শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শিত করিয়াছি ।



( ১৬ ) ‘কবজ’ ( আরবী ‘কব্জ’ শব্দ-জাত ; বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার বস্ত্রবস্ত্রে  
প্রদত্ত নথল্‌নামা’ অর্থে ) বর্ণা,—

“কবজ লিখিয়া                      লেহ বে আমার  
দাস করি অভিমান ।”

—জানদাস ; প-ক-ত, ৪০৪ পদ ।

পদাবলীর ভূতপূর্ব সম্পাদকগণ হস্তলিখিত পুথির ‘ব’ ও ‘র’-কারের গোলযোগে  
‘কবজ’ স্থলে ‘করজ’ পাঠ গ্রহণ করায়, বিরূপ অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, তাহা  
পূর্বোক্ত “জানদাসের পদাবলী” প্রবন্ধে দৃষ্টব্য ।

( ১৭ ) ‘করণা’ ( সং—‘করণ’ শব্দ-জাত ; ‘কাতরোক্তি’ অর্থে ) বর্ণা,—

“করে ধরইতে কত করণা কোটি ”

—বিদ্যাপতি ; প-ক-ত, ৬৬ পদ ।

এই অর্থে ভারতচন্দ্রও ব্যবহার করিয়াছেন বর্ণা,—

“বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া ।

কহিছে তরুণী করণা করিয়া ॥”

—বিদ্যানন্দ ।

( ১৮ ) ‘কাঙ্কার’ ( সং ‘কঙ্ক’ শব্দ-জাত, ‘কিনারা’ বা ‘ধার’ অর্থে ) বর্ণা,—

“জলের কাঁকারে                      কেশের আঁকারে

সাপিনী লাগয়ে মোর ।”

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ২০৩ পদ ।

( ১৯ ) ‘কিঞ্চন’ ( সং ‘কিঞ্চন’—“কিঞ্চনো ধনিনি স্মৃতঃ” ইতি ধরনিঃ, ‘ধনী’ অর্থে )

বর্ণা,—

“বরণ-আশ্রয়                      কিঞ্চন অকিঞ্চন

কারো কোন দোষ নাহি মানে ।”

—প-ক-ত, ২৬৪৩ পদ ।

( ২০ ) ‘অকিঞ্চন’ (‘কিঞ্চন’ শব্দ দ্রষ্টব্য ; ‘নির্ধন’ অর্থে) ‘কিঞ্চন’ শব্দের উদাহরণ দ্রষ্টব্য ।

( ২১ ) ‘কৌড়া’ ( সং—‘কুড়াল’ শব্দ-জাত ‘কুঁড়ি’-অর্থে ) বর্ণা,—

“কি খেনে দেখিলু গোরা                      নবীন কামের কৌড়া

সেই হৈতে রৈতে নাহি ঘরে ॥”

—প-ক-ত, ১১৭ পদ ।

( ২২ ) ‘কহিল’ ( ‘কহিবার যোগ্য’ অর্থে বাঙ্গালা ‘ইল’ প্রত্যয়ান্ত ক্রম শব্দ ) বর্ণা,—

“মনের উল্লাস রত      কহিল না হোর ।”

—জানদাস ; প-ক-ত, ৭৩৪ পদ ।

( ২৩ ) 'খেলিল' ( 'বিতাড়িত' অর্থে 'ইল' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত শব্দ ) বধা,—

"খেলিল হরিণী যেন                      ঐছন রমণীগণ

চকিত-নয়নে যন চার ।"

—প-ক-ত, ২৪২৫ পদ ।

( ২৪ ) 'খেলিল' ( 'নিকিষ্ট' অর্থে 'ইল' প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত শব্দ ) বধা,—

"খেলিল বাণ বধা রাখিল নয় ।"

—প-ক-ত, ৮৯৫ পদ ।

( ২৫ ) 'গাত' ( সং—'গাজ' শব্দজাত 'শরীর' অর্থে ) বধা,—

"গুনিতে তোহারি বাত ।

পুলকে ভরয়ে গাত ॥"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ২৪ পদ ।

( ২৬ ) 'গাথা' ( সং 'গাধা',—'কবিতা' অর্থে ) বধা,—

"ভাট-মুখে বার গুণ-গাথা ।

দুতী-মুখে তনি বার কথা ॥"

—প-ক-ত, ৩৬ পদ ।

( ২৭ ) 'গুটিক' ( ব্যুৎপত্তি সন্দিগ্ধ ; 'জনেক' অর্থে ) বধা,—

"ছদয় মুখেতে                      এক সমতুল

কোটিকে গুটিক পাই ।"

—বিভাগতি ; প-ক-ত, ৪৯৩ পদ ।

( ২৮ ) 'বোলট' ( সং—( অব ) 'গুটিকা' শব্দজাত, 'বোলটা' অর্থে ) বধা,—

"বোলট কাড়িতে রূপ                      নয়ানে লাগিয়া গেল

সরম রহিল সেই ঠাঁই ॥"

—প-ক-ত, ৭২৭ পদ ।

( ২৯ ) 'চকুরী' ( সং—'চকুরীক' শব্দজাত, 'অমর' অর্থে ) বধা,—

"চাক চক্ৰিক                      চুড়া চিকণ

চকুরীগণ-আবুতে ।"

—প-ক-ত, ৭৮৭ পদ ।

( ৩০ ) 'চকুরী' ( সং—'চকুরা' শব্দজাত ; 'চকুরা' অর্থে ) বধা,—

"এ ধনি চকুরি                      না কর চাকুরী

আবার শপথিতোরে ।"

—প-ক-ত, ২৫১০ পদ ।

( ৩১ ) 'চাপলী' ( সং—'চাপল্য' শব্দজাত, 'চাকল্য' অর্থে ) বধা,—

( ৩২ ) 'চোরী'—( সং—'চোর' শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গে, 'চোরা-কারিণী' অর্থে ) বধা,—

“হাসিরা কহে সুন্দরী গোৱী ।

ভাল নাগিতানী পরাণ-চোরী ॥”

—চণ্ডীদাস, প-ক-ত, ৬৩৭ পদ ।

( ৩৩ ) 'ছলিরা'—( সং 'ছল'+অত্যর্থে 'ইন্'=ছলিন্ ( ছলী ) শব্দ-জাত,—'শঠ' অর্থে ) বধা,—

“চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিরা নাগর ছলে ।”

—জানদাস ; প-ক-ত, ১২৩ পদ ।

( ৩৪ ) 'হৈল'—( 'ছলিরা' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য, 'শঠ' অর্থে ) বধা,—

“সজনি কান্ন সে হৈল সোনার ।”

—প-ক-ত, ৭০৫ পদ ।

( ৩৫ ) 'জনি'—( সং—'বয়', ( বৎ+ন ) শব্দের 'অপভ্রংশ—হিন্দী 'জিন্', বাঙ্গালা 'জনি', 'জানি', নিবেদ্যর্থক অব্যয় শব্দ ) 'জনি' বধা,—

“মবু এত আরতি সো জনি জান ।

ইথে লাগি তুয়া পায় সোঁপনু পরাণ ॥”

—প-ক-ত, ৪৪২ পদ ।

'জানি' বধা,—

“কি আর বুঝাও কুলের ধরম

মন অতন্তর নয় ।

কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ

আর কার জানি হয় ॥”

—জানদাস ; প-ক-ত, ৫৯৬ পদ ।

'কুলবতী হৈয়া' ইত্যাদি বাক্যের একমাত্র সঙ্গত অর্থ—“কুলবতী হৈয়া আর কাহারো বেশ রসের প্রাণ অর্থাৎ রসপূর্ণ প্রাণ না হয় ।” পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে এখনও নিবেদ্যার্থে 'জানি' শব্দের ব্যবহার আছে ।

( ৩৬ ) 'জপু'—( সং—'জাপক' শব্দজাত ; 'জপকারী' অর্থে ) বধা,—

“চলনল্যাকে চকুর বলি হেটুড়্যাকে জপু ।

রস বুঝিলে রসিক বলি না বুঝিলে ভেগু ॥”

—গোচনদাস ; প-ক-ত, ৯৫২ পদ ।

যোগেশ বাবু 'চল-বুলিয়া' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন ; 'চলনল্যা' শব্দের অর্থ লিখেন নাই ;

(৩৭) 'ভিগন'—(ব্যংগিত হানিগ্র; 'হুট হানিক' অর্থে) বধা,—  
 ভিগন লইয়া সারী বনে কির নানা ভাতি  
 বেচাইবে ব্রহ্মহত্যের পাল।"

—প-ক-ত, ১৩৮৫ পদ।

(৩৮) 'ভাজনি'—(সং 'তর্জন' শব্দ-জাত, 'তর্জন' অর্থে) বধা,—  
 "কাপরে শরীর দেখি আঁখির ভাজনি।"

—চণ্ডীদাস; প-ক-ত, ৭৪০ পদ।

(৩৯) 'ভাজে'—(সং—'তর্জ' ধাতু হইতে জাত 'তর্জন করে' অর্থে) বধা,—  
 "শাওড়ী সঘনে মোরে আঁখি-ঠারে ভাজে।"

—প-ক-ত, ২৫০৪ পদ।

(৪০) 'ভকলবী'—(আরবী 'তকলুফ' শব্দ-জাত, 'আড়ম্বরপূর্ণ' অর্থে) বধা,—  
 "ভকলবী ছান্দে বদন পিক্কে"

—চণ্ডীদাস; প-ক-ত, ৬৪৪ পদ।

(৪১) 'বেহ'—(সং 'হিত' শব্দ-জাত কি? 'হিরতা' অর্থে) বধা,—  
 "কি-কহিতে কি কহয়ে নাহিক বেহ।"

—প-ক-ত, ১০০০ পদ।

(৪২) 'বেহা'—( 'বেহ' দ্রষ্টব্য; 'হিত দ্রব্য', অর্থাৎ কোন অস্থির (তরল) বস্তুর  
 বিতানি—অর্থে) বধা,—

"সুধা ছানিরা কেবা ও সুধা চেলেকে গো  
 তেনতি শ্রামের চিকণ দেহা।

অঞ্জন গঞ্জিরা কেবা খঞ্জন আনিল রে  
 চান্দ নিদাড়ি কৈল খেহা।

সে বেহা নিদাড়ি কেবা সুখ বনাইল রে  
 জবা ছানিরা কৈল গড়।"

—চণ্ডীদাস, (রমণী বাবুর সংকরণ) ৯ পৃষ্ঠা।

(৪৩) 'দাপুনি'—(সং—'দর্পণ' শব্দ-জাত; 'দর্পণবৎ উজ্জলতা' অর্থে) বধা,—  
 "জাদ চিকণিয়া দে রসে নিরঝিল কে  
 প্রতি-অঙ্গে বলকে দাপুনি।"

—আনন্দদাস (রমণী বাবুর সংকরণ), ১৪ পৃষ্ঠা।

( ৪৪ ) 'দশবান'—( হিন্দী—'দশবারি' ; আইনু-ই-আকবারি' গ্রন্থে 'দশবারি' নামে  
বিশরণ উল্লেখ ; উপর্যুপরি দশ বার-বহিতে দাহ দারা নির্দলীকৃত—অর্থে ) বধা,—

“বরণ কাকন এ দশবান।

জামরি লোঙরি তোহারি নাম ধ’

—জামদানি ; প-ক-ত, ৪১ পদ।

( ৪৫ ) 'ধাউড়'—( সং—'ধূত' প্রা—'ধূট' শব্দ-জাত, 'ধূত' অর্থে ) বধা,—

“কুটিলা কুমতি                      বিবের দুয়তি,

সেহ সে ধাউড় বড়।”

—প-ক-ত, ২৪৮৩ পদ।

( ৪৬ ) 'নাস-বেশ'—( 'পদাযুত-সমুদ্র' গ্রন্থের সঙ্কলিততা ও সংস্কৃত-টীকার্কার রাখা-  
মোহন ঠাকুর 'নাস-বেশ' শব্দের “ভাস অলঙ্কারবিভাগঃ বেশ চন্দনলিন্দুহাদিনা” অং  
লিখিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার মতে ইহা সংস্কৃত 'ভাস-বেশ' শব্দ-জাত ; 'লাভ-বেশ' অর্থাৎ  
লাস্যের ( নৃত্যের ) উপবৃত্ত বেশ—এইরূপেও 'নাস-বেশ' কিংবা 'নাস-বেশ' শব্দের উৎপত্তি  
হইতে পারে )। বধা,—

“নাস-বেশ করি

পরার পাটের শাড়ী”

—প-ক-ত, ৩৮৫ পদ।

“করি নাস-বেশ”—ধর্মমঙ্গল, ১২২৩।

( ৪৭ ) 'নিদ্দা'—( সং—'নিদ্রা' শব্দ-জাত ; হিন্দী, মৈথিল—'নীদ' ; 'নিদ্রা' অর্থে )  
বধা,—

“কহে বসু রামানন্দে

আনন্দে আছিছ নিদ্দে

কেন বিধি চিরাইল তার।”

—প-ক-ত, ১৪৫ পদ।

পদাবলি-সাহিত্যে 'নিদ্রা' অর্থে 'নিদ্দা' শব্দেরই বহুল প্রয়োগ হুঁত হয়। যোগেশ বাবু  
'নিদ্দা' শব্দের অর্থ না লিখিয়া 'নিদ্রা' এবং 'নিদ্রা' ও 'নিদ্দা' প্রাম্য শব্দ-দ্বয়ের অর্থ লিখি-  
য়াছেন ও হুঁত হইলে—

“দিবা গেল বুধা কস্মে রাত্তি গেল নিদ্দে।

স্না তজিছ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে ॥”

লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে 'নিদ্দা' কিংবা 'নিদ্দা' শব্দের ব্যবহার আছে  
কি না, জানি না ; পূর্ববঙ্গে নীচ জাতীর হিন্দুরা 'নিদ্রা' শব্দের পরিবর্তে 'দুদ' ও 'হুলদানগণ  
বোধ হয়, হিন্দীর প্রভাব যেহেতু 'নিদ্দা' শব্দেরই ব্যবহার করিয়া থাকে। যোগেশ বাবুর উদ্ধৃত  
লোকটি প্রাচীন তত্ত্ব-বৈক্যবিধির নিত্য পাঠ্য বাঙ্গালী ভোজ-বিশেষের একাংশ ; উহার

নিম্নলিখিত পাঠই অমীরা জাত আছি ; বর্ণা,—

“দিবা গেল বৃথা কৰ্ণে রাজি গেল নিম্নে ।

না ভজিহু রাধাকৃষ্ণের পদারবিন্দে ॥”

(৪৮) ‘না’—( পদ-পূরণার্থক অব্যয় শব্দ ) ডাঃ গ্রিয়ারসন সাহেব তাঁহার Maithil Chrestomathy নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের শব্দ-কোষে ‘না’ (১) শব্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—  
A word without significance, frequently used at the end of a verse, to fill out the metre e. g. Vid XXXVI” । তিনি বিজ্ঞাপিতর যে পদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ ; বর্ণা,—

“সুন্দরি চললিহি পহঁ ঘর না ।

চহ দিশি শখি সত কর ধরি না ॥”—ইত্যাদি ।

বৈষ্ণব কবির ‘এ না প্রেম যে না জানে সে না আছে ভাল’ বাক্যের প্রথম ও তৃতীয় ‘না’ শব্দটি এইরূপ পদ-পূরণার্থক বলিয়াই বোধ হয় ; এ স্থলে যোগেশ বাবুর ব্যাখ্যাত ‘বিকল্প’ কিংবা ‘সংশয়’ অর্থ খাটে না ; “এ না প্রেম” ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—“এই প্রেম যে ব্যক্তি জানে না, সে-ই ভাল আছে।” যোগেশ বাবু ‘বিকল্প’ বা ‘সংশয়’ অর্থে ‘না’ শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—“করিতে না করিতে, বলিতে না বলিতে, না করিবে করিও না, একজন না একজন করিবে” ; দৃষ্টান্তগুলির শেষটি ব্যতীত অন্তঃগুলিতে সংশয় অর্থ বুঝা যায় না ; সংশয় অর্থে ‘না’ শব্দের নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি দ্রষ্টব্য ; বর্ণা,—

“কে না পিরিতি নাহি করে ।

শুভজন নাহি কার করে ॥” —প-ক-ত, ৯০৬ পদ ।

“কত না করিব ছল কত না ভরিব জল

কত বাব সুরধুনী-ভীরে ॥”

—প-ক-ত, ১১৭ পদ ।

( ৪৯ ) ‘নিবার’—( সং—‘নিবার, নিবারণ’ ; ‘নিবারণ করা’ অর্থে ) বর্ণা,—

“যত নিবারিয়ে পায় নিবার না যায় রে ।

আন পথে বাইতে সে কাহ্ন-পথে ধায় রে ॥”

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৮০৫ পদ ।

চণ্ডীদাসের স্মৃতিত সংস্করণগুলিতে ‘পায়’ স্থলে ‘ভায়’ পাঠ গৃহীত হওয়ার, পংক্তি দুইটির অর্থ ব্রকোঁধ্য ও অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে ।

( ৫০ ) ‘নাহা’ ধাতু—( সং—‘না’, প্রা—‘হা’ ধাতু হইতে অপভ্রংশ—‘নহা’, ‘নাহা’ ‘নান করা’ অর্থে ) বর্ণা,—

“পিরিতি সুখের

সাগর দেখিয়া

নাহিতে নামিলাম তার ।

নাহিরা উঠিয়া

কিরিমু চাহিতে

লাগিল হৃদয়ের বার ১"

—চতুর্দশ, প-ক-ত, ৮১০ পদ।

বাঙ্গালা শব্দ-কোষে 'নাহি', 'নাহিরা', 'নাহিতে', 'নাহিলি', ('নাহা' অর্থে 'ইল' প্রত্যয়ান্ত) প্রকৃতি শব্দ কিংবা উহার অপভ্রংশ 'নাইরা', 'নাইতে' প্রকৃতি শব্দ দৃষ্ট হইল না। যদি বোগেশ বাবু ঐ শব্দগুলি 'মান' শব্দের অন্তর্গত করার ইচ্ছার ন-কারাদি শব্দের মধ্যে সন্নিবেশিত না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, সেইরূপ শব্দবিভাগ ভাষা-তত্ত্বের আলোচনার দৃষ্ট বিশেষজ্ঞের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও তদ্বারা শব্দ-কোষের অপর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা হইয়াছে; বোগেশ বাবু অনেক স্থলে অপভ্রংশ শব্দ বলাহু্যানে না লিখিয়া মৌলিক শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থলে লিখিয়াছেন বলিয়াই আমরা প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়ের উল্লেখ করিলাম।

এক পদ্যাবলি-সাহিত্য হইতেই আমরা বর্জিত শব্দের এই দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত করিলাম; প্রাদেশিক সাহিত্য কিংবা প্রাদেশিক ভাষা ( বোগেশ বাবুর মতে 'ভাষা' ) হইতে আমরা কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত করিলাম না। আমরা বক্ত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোগেশ বাবু প্রাদেশিক ভাষা কিংবা 'ভাষা' শব্দের অর্থ বাঙ্গালা শব্দ-কোষের অন্তর্গত করিয়া উহার স্থায়িত্ব-বিধান করা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে অল্পকূল বিবেচনা করেন নাই; কিন্তু যখন প্রাদেশিক সাহিত্য ও প্রাদেশিক ভাষার শব্দগুলি অজ্ঞাপি অধীত ও কথিত হইতেছে এবং ভাষা-তত্ত্বের আলোচনার পক্ষে সেগুলি একান্ত আবশ্যিক, তখন এইরূপ কল্পিত কারণে ঐ সকল শব্দ বাঙ্গালা শব্দ-কোষ হইতে বর্জিত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থ-কলেবর অত্যন্ত বর্ধিত হইবে কিংবা একক বোগেশ বাবুর পক্ষে বঙ্গের সকল প্রাদেশিক সাহিত্যের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থাবলী ও প্রাদেশিক ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব বলিয়া, যদি তিনি সেইরূপ চেষ্টা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তিনি কোন কোন সমালোচকের প্রদর্শিত বর্জিত শব্দ-সমূহের প্রাদেশিকতার উল্লেখ করিয়া, বর্জনের কারণ নির্দেশ করার, এ সম্বন্ধে আমাদেরিগের মনে বিধা জন্মিয়াছে।" বোগেশ বাবু তাঁহার শব্দ-কোষে রাঢ়-দেশের প্রচলিত অনেক গ্রাম্য শব্দ, এমন কি, অনেক অশিষ্ট ও অশ্লীল শব্দ পর্যন্তও সন্নিবেশিত করিয়াছেন; বলা বাহুল্য যে, উহা কোনও কালে বঙ্গের জন-সাধারণের আদর্শ ভাষা বলিয়া গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।" বোগেশ বাবু বৈজ্ঞানিক ভাষা-তত্ত্ববিদগণের অল্পহৃত পহার অল্পসরণ করিয়া উল্লিখিত শব্দ-সমূহ তাঁহার শব্দ-কোষে স্থান দিয়া বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু তিনি অজ্ঞাত প্রাদেশিক সাহিত্য ও প্রাদেশিক ভাষার শব্দগুলির সম্বন্ধে সেইরূপ উদারতা প্রদর্শন করিতে কি দৃষ্ট হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। বস্তুতঃ যে কারণেই ঐ সকল শব্দ বর্জিত হইয়া থাকুক না কেন, ইহা যে তাঁহার উৎকৃষ্ট কোষ-গ্রন্থের উপাদেয়তার বখেট হানি করিয়াছে, তাহাৎ

সম্বন্ধে-আই। বাঙ্গালী শব্দ-কোষের এই অঙ্গ-হীনতা হেতু বৈকল্য পদাবলী ও প্রাদেশিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত পূর্বেও যেরূপ উৎকৃষ্ট শব্দ-কোষের অভাব অনুভূত হইতেছিল, এখনও সেইরূপ অভাবই রহিয়া গিয়াছে, ইহা মনে করিয়া আমাদেরিগের সত্যই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে,—

“হরি হরি কে ইহ দৈব ছুরাশ।

শিখ নিকটে যদি

কণ্ঠ তথায়

কে ছুর করব পিপাসা।”

এখনও শব্দ-কোষ সম্পূর্ণ হয় নাই; বহুদূরী গ্রীষ্মক বোগেশ বাবু তাঁহার শব্দ-সংগ্রহের অনেক ক্রটির আশঙ্কা করিয়াই শব্দ-কোষের পরিশিষ্টে সেই ক্রটি সংশোধনের আশ্বাস দিয়াছেন; তাই আমাদেরিগের বিনীত নিবেদন, তিনি যেন উল্লিখিত ক্রটিগুলির সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং পরিশিষ্টে উহা সংশোধিত করিয়া, তাঁহার শব্দ-কোষটির সম্পূর্ণতা সাধন করেন।

এখন আমরা বাঙ্গালী শব্দ-কোষের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের অসঙ্গতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, বাঙ্গালী অভিধানে তথাকথিত ‘দেশজ’ শব্দ-সমূহের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের রীতিমত চেষ্টা বোগেশ বাবুর পূর্বে আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না; বোগেশ বাবু এক্ষেত্রে যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও ভাব-তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়জনক। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ এবং প্রচলিত ও অপ্রচলিত বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় এরূপ দুর্লভ কার্য্য যে, বোগেশ বাবুর জ্ঞান-ভাণ্ডার ব্যক্তিগত ও স্থানে স্থানে ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; আমরা বহু সমীক্ষা অর্থ ও ব্যুৎপত্তির সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া, যে সকল স্থল আমাদেরিগের নিকট নিশ্চিতই ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছে, উহা হইতেই কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব।

(১) ‘অবর’ ‘অবোর’। বোগেশ বাবু ‘অবর করয়ে আঁখি’, ‘অবোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন’ ইত্যাদি প্রাচীন কবির রচনার ‘অবর’ ও ‘অবোর’ শব্দ দুইটি সংস্কৃত ‘অব্র’ ‘অব্র’ শব্দ হইতে জাত মিথিয়াই কান্ত হইয়াছেন; উহাদের কোন অর্থ লিখেন নাই। বস্তুতঃ উক্ত বাহ্য-গুলিত ‘অব্র’ অর্থ কোনরূপেই সংলগ্ন হয় না; উহাদেরিগের স্পষ্ট অর্থ—‘নয়ন অবিশ্রান্তভাবে করিতেছে।’ ‘নব্র’ উপসর্গটির নানাবিধ অর্থ প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে ‘অভাব’ অর্থ গ্রহণ করিলে ‘বর’, ‘বর’ বা ‘বোর’ অর্থাৎ ‘করিয়া বাইরা নিঃশেষ হওয়ার অভাব’ কি না ‘অবিশ্রান্ত বরা’ অর্থ ব্যুৎপন্ন হইতে পারে। ‘বরতাবার নেতিবাচকের প্ররোগ’ শীর্ষক প্রবন্ধের \* লেখক গ্রীষ্মক বসন্ত বাবুও ‘অবর’ ও ‘অবোর’ শব্দের ‘অবিশ্রান্ত’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থে “অঢালে ঢালা” বাক্যও ব্যবহৃত হয়।



( ২ ) ‘অবগুণ’। যোগেশ বাবু ‘অবগুণ’ শব্দটি সংস্কৃত ‘অপগুণ’ শব্দ হইতে জাত হিঁর করিয়া উহার অর্থ ‘অনিষ্ট’ লিখিয়াছেন। ‘অবগুণ’ শব্দ দ্বারা গুণের অভাব কিংবা ‘দোষ’ই বুঝাইয়া থাকে,—উহা অনিষ্টের উৎপাদক হইলেও ‘অবগুণ’ শব্দের অতিরিক্ত ‘দোষ’—অনিষ্ট নহে; পদাবলী-সাহিত্যে ‘দোষ’ অর্থেই ‘অবগুণ’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা,—

“পরসূতে অহিত                      যতন নাহি নিজ সূতে  
কাক-উচ্ছিষ্ট রস পানী।

সো সব অবগুণ                      সগুণ এক পিকু  
বোলত মধুরিম বাণী ”

—প-ক-ত, ৪৮০ পদ।

( ৩ ) ‘আকিঞ্চন’। যোগেশ বাবু ইহাকে সংস্কৃত ‘আকিঞ্চন’ শব্দ হিঁর করিয়া ‘দীনতা’; ‘অল্পনয় বিনয়’ অর্থ লিখিয়াছেন। সংস্কৃত ‘অকিঞ্চন’ শব্দের অর্থ ‘নিঃস্ব’ বা ‘দরিদ্র’; ‘জাব’ অর্থে ‘ক’ প্রত্যয় দ্বারা ‘আকিঞ্চন’ শব্দের ‘দারিদ্র্য’ বা ‘দীনতা’ অর্থ সিদ্ধ হইলেও বঙ্গালা সাহিত্যে দারিদ্র্যজনিত ‘আকাজ্জা’ বা ‘অভিলাষ’ অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ‘অল্পনয়-বিনয়’ প্রায়শঃ আকাজ্জা-জনিত প্রার্থনার জাপক হইলেও ‘আকিঞ্চন’ শব্দে ঠিক ‘অল্পনয়-বিনয়’ বুঝা যায় না। যথা—“বহু দিন হইতে আমার কাশীধামে বাওয়ার আকিঞ্চন আছে।” ইত্যাদি।

( ৪ ) ‘আড়া’। যোগেশ বাবু ‘আড়া ঠেকা’ তালের ‘আড়া’ শব্দটি সংস্কৃত ‘অর্দ্ধ’ শব্দ হইতে জাত হিঁর করিয়া, উহার অর্থ ‘অর্দ্ধ পরিমিত’—‘ঠেকা বা কাওয়ালী তালের এক পদ ছই অর্দ্ধে বিভক্ত বলিয়া’—অর্থ লিখিয়াছেন। ‘ঠেকা’ শব্দে ‘কাওয়ালী’ তাল বুঝার না এবং ‘আড়া’ তালের এই ব্যাখ্যাও সঙ্গীতবিদগণের অমুমোদিত নহে। ‘আড়া ঠেকা’ কাওয়ালী তালের অর্দ্ধ-পরিমিত নহে, ইহা কাওয়ালীর ত্রায় পূর্ণ আট মাত্রার তাল। কাওয়ালীর ত্রায় আড়ার প্রত্যেক তালের পূর্বে ‘প্রস্থন’ না পড়িয়া, আড় অর্থাৎ বক্রভাবে ‘প্রস্থন’ পতিত হওয়ার সমমাত্রাঙ্ক হইলেও কাওয়ালী হইতে আড়া ঠেকার রূপ বিভিন্ন হইয়াছে। ( অধ্যাপক স্বর্গায় মুরারিমোহন গুপ্তের “সঙ্গীতপ্রবেশিকা” ১ম খণ্ডে কৃষ্ণকমল বাবুর “গীতসুত্রসার” ১ম ভাগ দ্রষ্টব্য ) ‘আড়া’ শব্দের এই অর্থের সহিত যোগেশ বাবুর গৃহীত সংস্কৃত ‘অরাল’ শব্দ-জাত ‘আড়’ শব্দটির সাংস্কৃত হেতু আমরা ‘আড়’, ‘আড়া’ ও ‘আড়ি’ ( যথা—‘আড়ি বোল’ ‘কুআড়ি রোল’ ) শব্দগুলি ‘অরাল’ শব্দজাত বলিয়াই বিবেচনা করি। যোগেশ বাবু ‘আড়া খেমটা’ শব্দের যে ‘খেমটা তালের এক পদ ছই অল্পনয় মাত্রার বিভক্ত বলিয়া’—ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, উহাও বিভ্রান্ত নহে, ‘আড়-খেমটা’ তালের এক একটি তাল খেমটা তালের ত্রায়ই ছই সমান অংশে বিভক্ত; ছন্দের গতির বক্রতা হেতুই আড়-খেমটাকে খেমটা তাল হইতে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। যোগেশ বাবু ‘আড়’-

‘আড় খেমটা’ হইতে বিভিন্ন মনে করিয়া ‘আড় খেমটা’ স্বতন্ত্র উল্লেখ করিয়া, উহার অর্থ ‘অর্দ্ধ খেমটা-তাল’ লিখিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যাখ্যাও ভ্রান্ত বটে। ‘আড়-খেমটা’ নামক ‘অর্দ্ধ খেমটা’ কোন তাল নাই; ‘আড় খেমটা’, ‘আড়া খেমটা’ একই তালের নামান্তর। ইহা খেমটার সম-মাত্রাঙ্ক, কেবল ছন্দের গতির বক্রতা হেতু ‘আড় খেমটা’ নামে অভিহিত হইয়াছে। ‘আড়া খেমটা’, ‘কাঙ্গিরী খেমটা’ কিংবা ‘দাদরা’ নামে আর একটি তাল আছে;—বোগেশ বাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই। এই আড়া তালে খেমটা তালের বেড় মাত্রাঙ্ক চারিটি তালের বা পদের স্থলে, বেড় মাত্রাঙ্ক দুইটি তাল বা পদ থাকায়, উহার নাক ‘আড়া’ অর্থাৎ ‘অর্দ্ধ তাল’ হইয়াছে। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বক্তব্য যে, বোগেশ বাবু ‘ভাঙ্গি’ শব্দের অর্থ স্থলে ‘ছেপকা’, ‘আড়া ঠেকা’, ‘মধ্যমান’, ‘আড়-খেমটা’, ‘পোস্তা’, ‘ধামার’ তালের যে মাত্রা-প্রভাব প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ। এ সম্বন্ধে এখান আলোচনা করা অসম্ভব; ভরসা করি, বোগেশ বাবু শব্দ-কোষের এই স্থলটি ঔপগতিক (Theoretical) ও ‘ক্রিয়ানিদ্ধ’ (Practical) সঙ্গীতে পারদর্শী কোন ব্যক্তির দ্বারা সংশোধিত করিয়া গইবেন।

(৫) ‘আয়েষ’। বোগেশ বাবু আরবী হইতে গৃহীত ‘আয়েষ’ শব্দটির অর্থ ‘ইজির-সেবা’ লিখিয়াছেন। ‘আয়েষ’ শব্দের (পারশী-অক্ষর অনুসরণে ‘শ’ ব্যবহার করা ইরীতিসিদ্ধ বটে) মৌলিক অর্থ ‘ইজিরসেবা’ হইলেও বাঙ্গালার উহা ‘আরাম’ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ‘ইজির-সেবা’ অর্থ সঙ্গত নহে।

(৬) ‘আঙ্কার’। বোগেশ বাবু ‘আঙ্কার’ শব্দের অর্থ ‘অভ্যাদর’, ‘নেই (দেহ)’ লিখিয়া উহার মূলভূত কারসী ‘আশকারা’ শব্দের পরে একটি প্রস্তাবোধক চিহ্ন দিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তব্য: আমরা ‘আঙ্কার’ শব্দটি ‘প্রকাশিত’ কিবা ‘নিরূপিত’ অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি, যেমন—‘চুরি ডাকাতির আঙ্কারা করা’, ‘গোলমেলে হিসাবের আঙ্কারা করা’ ইত্যাদি। ‘অভ্যাদর’ অর্থে ‘আঙ্কার’ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে তাহার অঙ্গ ব্যুৎপত্তি বুঝিতে হইবে।

(৭) ‘ওত’। বোগেশ বাবু ‘ওত’ শব্দটি সংস্কৃত ‘ওক’ কিংবা ‘ওতু’ শব্দ হইতে ব্যুৎপাদন করিয়া চেষ্টা করিয়া, নিজেই সন্দেহ হইতে পারেন নাই। আমাদিগের বোধ হয়, ইহা সংস্কৃত (ঐ) + উত = প্রোত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ওতু ও এই ‘উত’ শব্দের মূল এক বলিয়াই বিবেচনা হয়।

(৮) ‘ওলাহন’। বোগেশ বাবু ‘আলহন’ শব্দ হইতে ‘ওলাহন’ শব্দের উৎপত্তি প্রমাণিত করিতে পারেন নাই। ‘আলহন’ শব্দ ভাষাতত্ত্বের নিম্ন অঙ্গসারে কিছুতেই ‘ওলাহন’ শব্দে পরিণত হইতে পারে না। উত্তর শব্দের অর্থের মধ্যেও কোন সংযোগ-স্বয় পাওয়া যায় না। সংস্কৃত—‘উপালহন’ শব্দই ‘উপালহন—উপালহন’—এই ক্লৃপ রূপধরের মধ্য দিয়া অবশেষে ‘ওলাহন’ শব্দে পরিণত হইয়াছে। অর্থও অভিন্ন রহিয়াছে। শব্দ-কোষে নারী-

অধার খোঁটা দেওয়ার সহিত 'খোঁটা বা খুঁটা' দেওয়ার মৌলিক অভিন্নতা প্রতিপাদনের চেষ্টা  
 বারা নিদ্বার্ক 'খোঁটা' ও বেড়ার 'খোঁটা'—এই 'খোঁটা' শব্দবয়ের ব্যুৎপত্তিকে অক্ষতমসঙ্গ্রহ  
 করা হইয়াছে; কারণ, যোগেশ বাবু ঐ দুইটি শব্দ বধাক্রমে সংস্কৃত 'কুট' ও 'কুট'—দুইটি  
 বিভিন্ন শব্দ হইতে জাত বলিয়া বেসিকান্ত করিয়াছেন—ইহা বারা তাবাই প্রণীত হইতেছে।

(২) 'কানড়'। যোগেশ বাবু 'কানড়' শব্দটি সং 'কনক করবীর', হিন্দী—'কন্দের',  
 'কনিয়র' শব্দের অপভ্রংশ হি়র করিয়া, চণ্ডীদাস ও জানদাসের প্রয়োগের উল্লেখ করিয়া  
 'কানড় কুহুম' শব্দের অর্থ 'পীতবর্ণ কলিকা ফুল' লিখিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও জানদাস ত্রীককের  
 নীল বর্ণের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্যই 'কানড়-কুহুম' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন; অতঃপর এ  
 স্থলে 'পীতবর্ণ পুষ্প' অর্থ যে একেবারেই অসঙ্গত, তাহা বলা বাহুল্য। "কানড় কুহুম" বধা,—

"কানড় কুহুম জিনি কালিয়া বরণ খানি

তিলেক নরনে যদি লাগে।

তেজিয়া সকল কাঞ্চ জাতি কুল নীল লাজ

মরিবে কালিয়া-অহুরাগে ॥"

—চণ্ডীদাস, প-ক-ত, ৭৯৩ পদ।

পদান্ততসমুচ্চকার রাধামোহন ঠাকুর 'কানড়' শব্দটিকে 'কন্দলী পুষ্প' বলিয়া ব্যাখ্যা  
 করিয়াছেন; 'কন্দলী' শব্দ হইতে 'কণ্ডলী', 'কণ্ডল' 'কানড়' ও 'কানড়' শব্দ উৎপন্ন হইতে  
 পারে; কিন্তু রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের ২৯ সংখ্যক শ্লোকের—

"আসারিসক্তিকৃতিবাল্পযোগাৎ

মামক্ষিপোদ্যত্র বিভিন্নকোষৈঃ।

বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে

বিবাহধুমারূপলোচনত্রীঃ ॥"

বর্ণনা ও মল্লিনাথের "নবকন্দলৈঃ কন্দলীপুষ্পৈঃ অরুণবর্ণৈঃ" ব্যাখ্যা পাঠ করিলে, রাধা-  
 মোহন ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা শুদ্ধ বলিয়া মনে করা যায় না। আমর্য শব্দরত্নাবলীর  
 প্রমাণানুসারে শব্দকল্পদ্রুমে দ্রুত 'নীলোৎপল'-বাচক 'কন্দোট' শব্দ হইতেই 'কন্দোট'  
 শব্দের মধ্য দিয়া 'কানড়' শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ঐক্য-কবিগণের  
 কাব্যে ত্রীককের অঙ্গ ও বর্ণের সহিত নীলোৎপলের উপমার অসংখ্য উদাহরণ আছে;  
 বধা,—

"বিবেচ্যামহরজনেন অনরমানন্দমিন্দীবর-

শ্রেণীভ্রামলকোমলৈরুপনয়নৈরনকোৎসবম্।" —অরসেব।

"নব কুবলয়দল কিরে অতিসি ফুল

নীল সুকুর মণি-আতা।"

—জানদাস (রমণীকবুর সংস্করণ) ৫০ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালীর সাধারণতঃ ব্যবহৃত পুং-বিশেষকে ‘অতসী হুঁদ’ বলা হয়; ‘অতসীপুং-বলীভাষ্য’ ইত্যাদি হুঁদারি ব্রাহ্মণে ‘অতসী’ শব্দে পীতবর্ণ ফুলই বুঝায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ‘অতসী’ ‘তিসীর গাছ’; উহার পুষ্পের বর্ণ নীলাভ; সুতরাং বৈক্য-কবির এই প্রয়োগই শুদ্ধ। যোগেশ বাবু অতসী পুষ্পের এই অপ্রচলিত, কিন্তু সমীচীন অর্থ ‘অতসী’ শব্দে না লিখিয়া, ‘তিসি’ শব্দের মধ্যে লিখিয়াছেন, সুতরাং অনভিজ্ঞের ঐ অর্থ বুঝিয়া বাহির করা অসাধ্য নহে।

(১০) ‘কুজ’—(স্ত্রী) ‘কুজডানী’। যোগেশ বাবু সংস্কৃত ‘কুজ’ শব্দ হইতে ‘কুজ-পুট বাঁহু’ অর্থে ‘কুজ’ (গ্রা—কুজ) ও (স্ত্রী-লিঙ্গে) ‘কুজডানী’ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে এবং তারিফট্রে ‘কুজডানী’ শব্দের প্রয়োগ আছে লিখিয়াছেন। প্রয়োগটি উদ্ধৃত না করায়, আমরা ঐ উক্তির বর্ণার্থতা স্বীকার করিতে পারিলাম না। ‘কুজ’ হইতে ‘কুজা’ (পূর্ব-বাঙ্গালার ‘গুজা’) সিদ্ধ হইলেও উহার স্ত্রীলিঙ্গে ‘কুজী’ বা ‘গুজী’ ব্যতীত ‘কুজডানী’ শব্দ সিদ্ধ হয় না। ‘কুজডানী’ শব্দটি ফল-মূলাদি বিক্রেতা অর্থবাচক ‘কুজড়া’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ বটে। যোগেশ বাবু যে ‘কুজ’-বাচক ‘কুজড়া’ শব্দ ও ‘ফল-মূলাদি বিক্রেতা’ অর্থ-বাচক ‘কুজড়া’ শব্দ ভুলে মিশাইয়া লেখিয়াছেন, তাহা কালান সাহেবের হিন্দুহানি ইংরেজি অভিধানে ‘কুজড়া’ ও ‘কুজড়া’ শব্দের পুরোক্ত পৃথক পৃথক অর্থ দেখিলেই প্রতীত হইবে। ভারতচন্দ্রে আমরা ‘ফলমূল ইত্যাদি বিক্রেতী’ অর্থেই ‘কুজডানী’ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়। নিকটে বহি না থাকায় প্রয়োগটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

(১১) ‘কোক’। সংস্কৃত অভিধানে ‘বৃক’ অর্থাৎ ‘নেকড়া বাঘ’, ‘চক্রবাক’ ইত্যাদি ‘কোক’ শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও এক্ষেত্রে ব্যতীত কাব্য-সাহিত্যে ‘বৃক’ অর্থে ‘কোক’ শব্দের প্রয়োগ নাই; ইহা সংস্কৃত কাব্য ও বাঙ্গালী সাহিত্যে সর্বত্র ‘চক্রবাক’ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যোগেশ বাবু এই প্রসিদ্ধ ‘চক্রবাক’ অর্থ না লিখিয়া ‘কোক’ শব্দের অর্থ ‘বড় কুকুর, নেকড়া বাঘ’ লিখিয়াছেন এবং জানদাসের ‘বনুনার জলে কিরে ডুবল কোক’ পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত পংক্তিতেও ‘কোক’ শব্দ ‘চক্রবাক’ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কামিনীর স্তনযয়ের সহিত চক্রবাক-মিথুনের উপমা সংস্কৃত ও বাঙ্গালী সাহিত্যে অপ্রসিদ্ধ। তুলনা করুন,—

“কান্তারাঃ স্তনচক্রবাকমুগলং”

—পুদারভিলক।

“কুচমুগ চাক চকেবা।

নেক কুল আনি মিলারল দেবা ॥”

—বিভাগতি।

গোশ বাবু, প্রচলিত কথার ‘এ জনার প্রাপগতিক’ বাক্যের

‘গতিক’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—‘জীবনযাত্রা নিকাহ’। বস্তুতঃ এই ‘গতিক’ শব্দের অর্থ উহা নহে। ‘এ জনার প্রাণগতিক’ বাক্যটি ‘এ জনার প্রাণগতিক মঙ্গল’ বাক্যের সংক্ষেপ হইতে হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে পত্রাদিতে অত্যাধিক ‘প্রাণগতিক মঙ্গল’ বাক্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার অর্থ—‘প্রাণ ধারণের উপযোগী মঙ্গল’ অর্থাৎ বস্তুতঃ মঙ্গল হইলে প্রাণে বাঁচিয়া থাকা যায়, ততটুকু মঙ্গল,—উহার অতিরিক্ত নহে; নিজে নিজের অধিক মঙ্গল খ্যাপন করা শিষ্টাচার সঙ্গত নহে, বোধ হয় এই ভাব হইতেই এই বাক্যের উদ্ভব হইয়াছে। এই স্থলে ‘প্রাণ-গতিক’ শব্দের অর্থ ‘প্রাণ-বিষয়ক’; সুতরাং ‘জীবনযাত্রা’ কিংবা ‘নিকাহ’ অর্থ সঙ্গত নহে।

(১৩) ‘জওজ’। যোগেশ বাবু আদালতী ভাবার ‘জওজে শ্রীহরিদাস’ বাক্যটি উল্লেখ করিয়া, উহার অর্থ লিখিয়াছেন—‘শ্রীহরিদাস বার ‘স্বামী’। আরবী ‘জওজ’ শব্দ ‘স্বামী’ কিংবা ‘জী’ উভয়কেই বুঝাইতে পারে; ‘জওজে শ্রীহরিদাস’ অর্থাৎ ‘জওজ-এ-শ্রীহরিদাস’ বাক্যের প্রকৃত অর্থ ‘শ্রীহরিদাসের স্বামী’; ফারসী বিভক্তি ‘এ’ দ্বারা সংযুক্ত পরবর্তী শব্দটি ষষ্ঠ্যন্ত-পদের অর্থ-জ্ঞাপক হইয়া থাকে; সুতরাং ‘জওজে শ্রীহরিদাস’ বাক্যের ‘জওজ’ শব্দটি ‘জী’ ব্যতীত ‘স্বামী’ অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যোগেশ বাবুর লিখিত ‘শ্রীহরিদাস বার ‘স্বামী’ বাক্যে যে ‘বার’ শব্দটি আছে, উহার জ্ঞাপক কোন শব্দ বা বিভক্তি ‘জওজে শ্রীহরিদাস’ বাক্যে নাই, সুতরাং উভয় বাক্যের ফলত্বার্থ এক হইলেও ‘শ্রীহরিদাস বার ‘স্বামী’ এইরূপ অর্থ অব্যুৎপন্ন ও অসঙ্গত।

(১৪) ‘চামালী’। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন যে, ‘চামালী প্রাচীন বাংলা’ শব্দ,—উহার অর্থ ‘অহঙ্কার, দর্প’। ‘চামালী’ ও ‘ধামালী’ শব্দ দুইটি একার্থক; উহার প্রকৃত অর্থ ‘অহঙ্কার’ কিংবা ‘দর্প’ নহে,—উহার অর্থ ‘উৎকট আনন্দের হৃৎক অন্ত-ভঙ্গী বা লক্ষ-রস্মি’। এই অর্থেই ‘চামালী’ শব্দটি প্রাচীন পদাবলি-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে; বধা,—

“সখী সব মেলি করিয়া চামালী

তোলয়ে বিবিধ ফুল।”

এই অর্থের সহিত তাল-বাচক ‘ধামাল’ বা ‘ধামার’ শব্দের অর্থের স্তম্ভের সাদৃশ্য দেখা যায়। সঙ্গীতের রূপ-রসের ‘ধামাল’ বা ‘ধামার’ তালটি প্রায়শই উৎকট আনন্দ-হৃৎক হোরির গানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; উহার বিচিত্র মাত্রা-ভঙ্গী পাঠার্থ-মিশ্রিত স্বর্য-কলার উপযোগী বলিয়া সঙ্গর শ্রোতা মাত্রেই প্রীতি হইয়া থাকে। ‘ধামাল’ বা ‘ধামালী’ শব্দ সংস্কৃত ‘দম্ভ’ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না, তাহাতেও সন্দেহ আছে। তিনী ‘ব্রহ্ম’ শব্দের সহিতই ইহার অর্থগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

(১৫) ‘তস্কর’। আরবী ‘তস্কর’ শব্দ হইতে ভাত সর্বত্র প্রচলিত ‘তস্কর’ শব্দের অর্থ যোগেশ বাবু ‘কতি’ লিখিয়াছেন। ক্যালনের অভিধানে আরবী ‘তস্কর’ শব্দের ‘ব্যর্থ’, ‘ব্যবহার’, ‘ভোগ’ প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু

‘কতি’ শব্দটি হইতে। প্রচলিত ‘তহবিল’ ভঙ্গ্য করা ইত্যাদি বাক্যে ‘নিজে ব্যবহার করা’ অর্থে ‘কতি’ শব্দটি ব্যবহার করা হইতে। ‘তহবিল’ শব্দে ‘তহবিলের মালিকের কতি’ হইলে ‘ভঙ্গ্য’ শব্দের ‘কতি’ শব্দটি ‘কতি’ অর্থ না লিখিয়া ‘কতি’ অর্থ লেখা সম্ভব নহে।

(১০) ‘হুলাল’। বোগেশ বাবু ‘হুলাল’ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের হুলে লিখিয়াছেন—‘হুলাল’ হইতে। হুল+আল—হোলে যে? হিং হুলাল—হে) পিতামাতার আদরে কোলে—যে কোল খায়।’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি বা অর্থ নিতান্ত কষ্ট-কল্পিত বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত-বাংলায় ‘আবদারো’ অর্থে ‘হুল্লিগিত’ শব্দের প্রয়োগ আছে; ‘হুল্লিগিত’ হইতে প্রকৃত ‘হুল্লিগিত’ ও তাহা হইতে অপভ্রংশ ‘হুলাল’, ‘হুলাল’ ও ‘হুলাল’ শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর বটে। ‘হুলাল’ শব্দের ‘আবদারো’ অর্থ হইতেই ‘নন্দ-হুলাল’ বাহা বর্ণনা-হুলাল’ ইত্যাদি বাক্যের ‘আবদারো ছেলে’ অর্থ আসিয়াছে। পিতা-মাতার কোলে হোল খাওয়া সকল ছেলের পক্ষেই এত স্বাভাবিক যে; তাহা হইতে ‘হুলাল’ ছেলে বলিয়া আর একটি বক্তব্য প্রণী-নির্দেশের কোন আবশ্যকতা বুঝা যায় না।

(১১) ‘আতাই’। বোগেশ বাবু ‘আতাই’ শব্দটি সংস্কৃত ‘আতাতারী’ হইতে জাত হিঁস করিয়া ঐ শব্দের অর্থ ‘বিত্তবিকা’ লিখিয়াছেন এবং ‘আতাই দেখা’ বাক্যটি হুঁত দেখাইয়াছেন। অধ্যাপক মুরারিমোহন গুপ্তের সঙ্গীত-প্রবেশিকার উপক্রমণিকার কালোদ্যাত্মিকের প্রণী-বিশেষের নাম ‘আতাই’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু এই শব্দটি ক্যাননের অভিধানে দৃষ্ট হইল না। পূর্ববঙ্গে ইহা ‘অকুত’ অর্থে বহুলপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়; বলা,—‘আতাই খেলোয়াড়’ অর্থাৎ ‘অকুত খেলোয়াড়’। এই ‘অকুত’ অর্থ হইতে ইহা বাঙ্গালার কোমল অঞ্চলে ‘ভরকর’ অর্থে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে। ‘ভরকর’ বা ‘ভরানক’ শব্দটিও অনেক হুলে প্রায় তাহার ‘অকুত’ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; বলা,—‘ভরকর পণ্ডিত’, ‘ভরকর লোকের ভিত্তি’ ইত্যাদি।

(১২) ‘কিরা’। বোগেশ বাবু ‘শপথ’-বাচক ‘কিরা’ শব্দটি সংস্কৃত ‘শিরা—বাক্য’ কিংবা ‘কিরা’ শব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত করার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। হিন্দুস্থানী ভাষায়—‘আজাকি রাহ্ পর’ ‘খোদাকি রাহ্ পর’, প্রকৃতি বাক্যের ব্যবহার আছে, উহার অর্থ ‘ঈশ্বরের নামে’। প্রয়োগ বলা—‘ঈশ্বরের নামে আমাকে কিছু তিকা দাও।’ এই সকল বাক্যের বঙ্গ-বিভক্তি-সূচক ‘কি’ ও ‘রাহ্’ শব্দের ‘রা’ সংযুক্ত হইয়া, অতি-সকল জাতি-সামাজিক হেতু বাঙ্গালী ভাষায় ‘মাখার কিরা’ প্রকৃতি বাক্যের প্রচলন হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা হয়। এইরূপ অল্পমানের প্রমাণস্বরূপ ইহা বলা বাইতে পারে যে, প্রাচীন পদ্যবলি-মাঝিত্যে কুজাপি ‘কিরা’ শব্দের প্রয়োগ নাই; হিন্দী অভিধানেও ‘কিরা’ শব্দ দৃষ্ট হয় না। হিন্দী প্রভাবান্বিত হই একখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্য-গ্রন্থে ও উল্লিখিত ভাষায়ই কেবল ‘কিরা’ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

(১৩) ‘কীল’। বোগেশ বাবু ‘কীল’ শব্দের ব্যুৎপত্তি-হুলে লিখিয়াছেন—‘সং কীল—

কল্পই, বাস্তবজ্ঞানে বৃত্তান্ত। শব্দটি ময় দিন এই অর্থ পাইয়াছে। বস্তুতঃ ‘বৃত্তাস্তি’ অর্থে ‘কীল’ শব্দের প্রয়োগ আধুনিক নহে। খৃষ্টীয় বর্ষ শতাব্দীতে (সত্যজিৎ খৃষ্টাব্দের শতাব্দীতে) রচিত বাস্তবজ্ঞান-কৃত “কাল-কৃত” নামক গ্রন্থে প্রথমে “সাক্ষ্যবোধিক” নামক বিজ্ঞান-অধিকরণের “প্রবন্ধ-বোধ” শীর্ষক অধ্যায়ে ‘কীল’ শব্দটি ‘বৃত্তি’ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা হইতেই বাস্তব ‘কীল’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; ‘কল্পই’ অর্থের সহিত ইহার কোন সংশ্লিষ্ট নাই।

(২০) ‘দাতা’। বোগেশ বাবু ‘দাতা’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থবলে লিখিয়াছেন— (সংস্কৃত) ‘দাসী শব্দের বর্জ্য রূপ দাতাঃ। বোধ হয় দাতাঃ সঙ্গী হইতে। বিধবা স্ত্রীর নামের পরে বসে। (সধবা কিংবা অবিবাহিতা স্ত্রী নারী—দাসী)।’ বস্তুতঃ ‘দাতার সঙ্গী’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা ‘দাতা’ সিদ্ধ হয় নাই। প্রাচীন রীতি অনুসারে পত্ন-আদিতে কিংবা স্বাক্ষরে নামের পরে উপাধি-বাচক শব্দটি বর্জ্য-বিত্তি-কৃত হইয়াই ব্যবহৃত হইত। বধা—“অমুক শর্ষণঃ,” “অমুক দেব্যাঃ,” “অমুক দাসস্ত,” “অমুক দাতাঃ” ইত্যাদি। সংস্কৃত-ব্যাকরণ-জ্ঞানের অভাবে সাধারণ লোকের লেখায় বিসর্গ-চিহ্ন পরিত্যক্ত হওয়ার, পরে ঐ শব্দগুলি “শর্ষণ,” “দেব্যা,” “দাতা” ইত্যাদি আকার ধারণ করে। পতি-বৃত্তা নারীর পত্নাদি লেখা কিংবা নাম স্বাক্ষর করার সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না,—বিধবা নারীকে বোধ হইয়াই উহা করিতে হয় এবং তাঁহার নামের পরে বধাসম্বন্ধ ‘দেব্যা,’ ‘দাতা’ ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হয় বলিয়া ঐ ‘দেব্যা,’ ‘দাতা’ প্রভৃতি শব্দগুলি কেবল বিধবাগণেরই ব্যবহার্য্য, এইরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। বর্তমান সময়ে অনেক শিক্ষিতা বিধবা মহিলা নামের পরে ‘দেব্যা,’ ‘দাতা’ প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে ‘দেবী,’ ‘দাসী’ প্রভৃতি শব্দটি লিখিয়া থাকেন এবং উহাই শুদ্ধ প্রয়োগ বটে। আমাদের পুরনো পত্র পত্র হয়, তাহাতে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই পূর্বোক্ত রীতি পরিত্যাগ করিয়া নিজের নামের পরে “দেবশর্ষণঃ” কিংবা “শর্ষণঃ” না লিখিয়া “শর্ষা” লিখেন। “শর্ষা দেবস্ত বিপ্রস্য” এই প্রমাণ অনুসারে শুধু ‘দেব’ শব্দ ব্রাহ্মণের উপাধিবাচক হইলেও ইহানীং “বর্ণ-শর্ষা” অর্থাৎ অনাচার্য্যের জাতি-কল্পের ব্রাহ্মণ-কার্য্য দ্বারা পতিত ব্রাহ্মণগণ নামের শেষে ‘শর্ষা’ লিখায়, পার্থক্যের জন্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ “দেবশর্ষা” লিখিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবহার অবিধাৎজনক হইলেও শুদ্ধ নহে; বোধ হয়, ইহা মনে করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় ‘দেবশর্ষা’ শব্দের পরিবর্তে ‘শর্ষা’ লিখিতেন। বোগেশ বাবু ‘দাস্যা’ শব্দের দ্বারা ‘দেব্যা’ শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ে এই ভুল করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত ‘শ্রীমত্যা’ শব্দের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ‘শ্রীমতী’ বিশেষণ-শব্দ জন্মিত। ‘দাস্যাঃ,’ ‘দেব্যাঃ’ প্রভৃতির ন্যায় বর্জ্য হইয়াছে এবং পূর্বোক্ত কারণে বিসর্গ-চিহ্ন-হীন হইয়া, পরে বিধবার পক্ষে প্রযোজ্য হইয়া পড়িয়াছে।

(২১) ‘ননী’। বোগেশ বাবু ‘ননী’ শব্দের অর্থ-বলে লিখিয়াছেন—“ননী হইতে জন্ম-স্নেহ-পদার্থ। (হুগ হইতে জাত—মাখন)।” পূর্ববলে ও উক্তরবলে কিছু ঠিক ইহার

বিপরীত অর্থ দেখা যায় অর্থাৎ ‘বুড়-জাত মেহকে ‘ননী’ ও দধি-জাত মেহকে ‘দানন’ বলা হয়। ক্যালসের অভিধানে ‘বর্ধন’ শব্দের অর্থ—“butter” লিখিত হইরাছে। ‘butter’ সাধারণতঃ দধি হইতেই তোলা হইয়া থাকে।

(২২) ‘নিবাস’, ‘নিবাস’। বোগেশ বাবু ‘নিবাস’ কিংবা ‘নিবাস’ শব্দটি সংস্কৃত ‘নিবাস’ শব্দ হইতে জাত হির করিয়া, উহার অর্থ ‘নিবাস’ লিখিয়াছেন এবং প্রয়োগ-স্থলে চৈতন্যচরিতামৃতের “এই সব রসনিবাস করিব আশান।” পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ‘নিবাস’ হইতে ‘নিবাস’ কিংবা ‘নিবাস’ বিরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। উদ্ধৃত উদাহরণের ‘নিবাস’ শব্দটি সংস্কৃত ‘নিবাস’ শব্দ ও উহার অর্থ ‘করণ’ অর্থাৎ ‘বাহা নির্মিত হয়’—এইরূপই সঙ্গত বোধ হয়। এই ‘করিত’ বা ‘নির্মিত’ অর্থ হইতেই ‘সার’ অর্থ আসিয়াছে, যথা—“তুমি নিবাস জানিও, আমি বিবাহ করিব না।” “আমি নিবাস কহিলাম, সে ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবে না” ইত্যাদি। এরূপ স্থলে ‘নিবাস’ শব্দের অর্থ ‘নিবাস’ বলিয়া সহজেই ভ্রম হইতে পারে এবং বোধ হয়, সেই কারণে ‘নিবাস’ শব্দ কোন স্থলে ‘নিবাস’ অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে; যথা,—“আমি নিবাস বাইব” ইত্যাদি; কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ আমরা দেখি নাই; এইরূপ প্রয়োগ থাকিলেও—ঐ ‘নিবাস’ অর্থ যে ‘নিবাস’ শব্দের পূর্বোক্ত ‘সার’ অর্থ হইতেই আসিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

(২৩) ‘না-হক’। বোগেশ বাবু কারসী ‘না-হক’ শব্দের অর্থ ‘মিথ্যা’, ‘মিথ্যামিথি’ লিখিয়া, উহার প্রয়োগ-স্থলে জ্ঞানদাসের “নাহক আদর অধিক বাঢ়ার” পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কারসী ‘না-হক’ শব্দের অর্থ ‘মিছামিছি’ হইলেও জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত পংক্তির ‘নাহক’ শব্দটির অর্থ উহা নহে। ‘মিছামিছি আদর অধিক বৃদ্ধি হয়’ এই অর্থ এখানে ঘোটেই সঙ্গত হয় না। জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত পংক্তির বিত্তপ পাঠ—

“নাহক আদর অধিক বাঢ়ার।

জ্ঞানদাস কহে এহ না বুঝার ॥”

এ স্থলে ‘নাহক’ শব্দের অর্থ—“নাথের” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের; হুতরাং বাক্যটির অর্থ হইতেছে যে—(শ্রীরাধা) পূর্ব-বর্ণিত বাসতা প্রদর্শন দ্বারা নাথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট নির্ভর আদর অধিক বাড়িয়াছে; (শ্রীরতনের সহিত এরূপ কোণল অঙ্গত বলিয়া) জ্ঞানদাস কহিতেছেন—ইহা উচিত নহে।

(২৪) ‘ধনি’। বোগেশ বাবু ‘ধনি’ শব্দটি সংস্কৃত ‘ধনিকা’ শব্দ হইতে জাত হির করিয়া, উহার অর্থ ‘ধনবতী নারী, ভামিনী’ লিখিয়াছেন। সংস্কৃত ‘ধনিকা’ বা ‘ধনীকা’ শব্দের অর্থ ‘ধনবতী’ অর্থাৎ ‘ধনবতী’ প্রয়োগ অল্পসংখ্যে ‘ধনবতী’ লিখিত হইরাছে। উহার অর্থ ‘ধনবতী’ কিংবা ‘ভামিনী’ নহে। বাংলা ভাষায় ‘ধনি’ বা ‘ধনী’ শব্দের অর্থও ‘ধনবতী’ নহে। ‘ধনবতী’ সংস্কৃত ‘ধন’ শব্দ হইতেও অঙ্গপ্রাংশ ‘ধনি’ শব্দ উদ্ধৃত হইরাছে; উহার অর্থ ‘ধন’; যথা,—



“ধনি-ধনি রমনি জনব ধনি তোর।

সব জন কাহ্ন কাহ্ন করি খুরয়ে

সো তুয়া তাবে বিতোর ॥”—বিভাপতি।

যোগেশ বাবুর বালালা শব্দ-কোবে ‘ধনি’ শব্দের এই শ্বেষাক্ত অর্থও দৃষ্ট হইল না।

(২৫) ‘তাকতা’। যোগেশ বাবু ‘তাকতা’ শব্দের অর্থ ‘এক প্রকার পট্টবস্ত্র’ নির্দেশ করেন। বক্তব্য: ‘তাকতা’ শব্দে ধূপ-ছারার রন্ধের কাগড় বুঝায়; বলা,—

“ছুটা ন সিঁহতাকী ঝলক

ঝলকিরো জোবন অল।

দীপতি বেহ ছহন মিলি

মিপতি তাকতা রল ॥”

—বিহারীলালের “সত-সই” কাব্য।

অর্থ—

এখনো বুচে নি বালা-ভাবের ঝলক,—

অল্লে আসি ঝলকে বোবন।

দোহে মিলি তার মেহে বিছে কি চটক,—

বেন ধূপ-ছারার বসন ॥

এই ‘তাকতা’ শব্দের ব্যবহার বালালা-সাহিত্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

আমরা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইলাম; চেষ্টা করিলে এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে। শব্দ-ছাড় পড়া অপেক্ষা শব্দের অসদর্থ দেওয়া অভিধানের পক্ষে অধিক দৃষ্টীয়; সুতরাং ভরসা করি যোগেশ বাবু সম্বন্ধে ও হরহ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ-সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিবেন। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা শব্দকোষের কতকগুলি ত্রুটি ও অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিলাম দেখিয়া, কেহ বেন মনে না করেন যে, ঐ প্রার্থনা ত্রুটি অথবা পরিপূর্ণ। যোগেশ বাবু একাকী বালালা শব্দ-কোষ সংকলিত করিয়া বেঙ্গল অঙ্গসন্ধান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বহুবেশে অতুলনীর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ প্রহ প্রথম প্রকাশ করিতে উহাতে নানা ত্রুটি ও অসঙ্গতি থাক্য একান্ত স্বাভাবিক। যোগেশ বাবু তাঁহার এই কোষ-সংগ্রহকার্যে সাহিত্য-সেবিগণের সমালোচনা প্রার্থনা করিয়া, বখেট সৌজন্ম ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু হৃৎকের বিষয়, অতি অসংখ্যক দোষকেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ভরসা করি, তাহা-তদ্বিধি সাহিত্যসেবিগণ যোগেশ বাবুর এই মহৎ কার্যে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়া, আজ পর্যন্ত একখানি উৎকৃষ্ট বালালা অভিধান নাই—এই কলঙ্ক বিহীন করিতে শ্রমবান্ হইবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

# বাঙ্গালা শব্দ-কোষ

( পূর্বানুসৃতি )

আমরা প্রথম প্রবন্ধে গ্রন্থক যোগেশচন্দ্র দাস এবং এ, বিভাষি মহাশয়ের সম্মিলিত বাঙ্গালা শব্দ-কোষের উপায়েরতা ও ক্রটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি; সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে বাঙ্গালা শব্দ-কোষের এর ঐর্ষ্য খণ্ড হইতে ( ক ) কতকগুলি বর্জিত শব্দের অর্থ ও প্রয়োগের উদাহরণ এবং ( খ ) কতকগুলি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

## ( ক ) বর্জিত শব্দাবলি

আমরা প্রথম প্রবন্ধে বর্জিত প্রাদেশিক শব্দ প্রদর্শন না করিয়া কেবল প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত বর্জিত শব্দেরই উল্লেখ করিয়াছি; এ স্থলেও প্রধানতঃ তাহাই করিব, তবে আরবী ও ফারসী হইতে গৃহীত যে সকল শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত না হইলেও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ কয়েকটি শব্দেরও উল্লেখ করিব।

( ২ ) 'পদউৎ'—( সং, 'কুছুটচরণার্থঃ' অমর-কোষ ) কুছুট; বধা,—

“পদউৎ কাক কোকিলের ডাক

আগ্নিয়ে বামিনী শেব।”

—চণ্ডীদাস, ৯০ সংখ্যক পদঃ।

চণ্ডীদাসের সম্পাদক স্বর্গীয় রমণী বাবু 'পদউৎ' শব্দের অর্থ 'দৈব্যাণ' লিখায়, আমরা ঐ অর্থের অপ্রামাণিকতা প্রদর্শন করিয়া 'কুছুট' অর্থ লিখিয়াছিলাম। সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর সম্পাদক গ্রন্থক নীলরতন বাবু আমাদের প্রতিপাদিত অর্থের প্রতি সন্দিহান হইয়া তাঁহার গ্রন্থের 'হ্রস্ব ও অপ্রচলিত শব্দের তালিকা'র শিথিরায়ের—‘পক্ষী বটে; কি পক্ষী বলা যায় না; কুছুট কি হয়? ময়ূর হইতে পারে; স্তেজ পদার্থ’। অনেক পক্ষীরই তীক্ষ্ণ নখ আছে; সুতরাং তীক্ষ্ণ নখ দেখিয়া ‘পদার্থ’ নাম দিলে অনেক পক্ষীকেই ‘পদার্থ’ নাম দেওয়া বাইতে পারে। অভিধানে কিন্তু ‘পদার্থ’ বা ‘চরণার্থ’ শব্দে কুছুট ব্যতীত অন্য পক্ষীকে বুঝায় না। ‘কুছুট’ অর্থ করার পক্ষে কি দ্বারা সাক্ষ্য নীলরতন বাবু বলেন নাই; কুছুট-শব্দে বুঝাবনের পবিজ্ঞতা নষ্ট হয় কি? ময়ূর কি কাক ও কুছুটের ভার শব্দ যায়। প্রত্যাহার হুচনা করিয়া থাকে? যে স্থলে অভিধানে ও বর্তমান উভয়ে কুছুটের অর্থকুলে সাক্ষ্য দিতেছে, সে স্থলে কি ভুল যে কুছুট

০ নবম সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত চণ্ডীদাস হইতে গৃহীত দেখা হইয়াছে।

বেচারাকে তাড়াইয়া তাহার স্থলে অজ্ঞাত-নানা কামনিক একটি পক্ষীকে খাড়া করিতে হইবে, তাহা আবাদিগের বোধগম্য হয় নাই।

(২) 'পাউব'—( সং 'প্রাবু' শব্দ-জাত ) বর্ষা ; বধা,—

‘নবীন পাউবের মীন মরণ না জানে’।

—চণ্ডীদাস, ৩৫৫ সং পদ।

মীলরতন বাবু 'পাউসের' লিখিয়াছেন এবং 'পাউস' শব্দের 'বর্ষার নূতন চল' অব্যবহৃত করিয়াছেন ; বস্তুতঃ 'পাউব' বা 'পাউখ' বর্ষা অর্থেই পদাবলি-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) 'পাগা'—( সং 'পক' শব্দ-জাত ) পক ; বধা,—

‘প্রিয় সনে রস রসে অঙ্গ গেল পাগা’

উদ্ধৃত পংক্তিটি কোথায় পাইয়াছি, বহু অস্থলক্ষ্যেও এখন তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

(৪) 'পাটা'—( সং 'পটক' শব্দ-জাত ) শিল ; বধা,—

‘কিসের রাধন কিসের বাড়ন কিসের হলুদ বাটা।

আখির জলে বুক ভিজিল ভেসে গেল পাটা।’

—গৌরপদ-তরঙ্গিনী, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

(৫) 'পাটাবুকী'—যে জীলোকের বুক শিলের স্তায় কঠিন ; বধা,—

‘মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর’

—পদকল্পতক, ২৫১৭ সংখ্যক পদ।

(৬) 'পার্ব্যমাণে'—(সং পার ধাতু কর্ণ-বাচ্যে 'শানচ্' প্রত্যয়) পারত্-পক্ষে ; বধা,—

‘আমি পার্ব্যমাণে আপনার নিকট বাইতে ক্রটি করিব না’। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ প্রয়োগ দেখিয়াছি স্মরণ হয়, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, বলিতে পারিব না।

(৭) 'পিরল'—( সং—'পীত' শব্দ-জাত ) পীত-বর্ণবিশিষ্ট ; বধা,—

‘পিরল বরণ বসন খামিতে

মুখানি আমার মুছে।’

—চণ্ডীদাস, ১৮৯ সং পদ।

মীলরতন বাবুর সংস্করণে 'পিরল' শব্দের স্থলে অন্তর্দ্ব ও অপ্রাধানিক 'পিউল' পাঠ স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালা শব্দ-কোষের 'পিউলী' শব্দটির সহিত তুলনীয়।

(৮) 'পুনি'—( সং—'পুর্নিমা', মৈথিল 'পুনিম' ) পুর্নিমা ;—

‘রমণী মোহন বিলসিতে যন

হইল মরমে পুনি।

গিরা বৃন্দাবনে বলিলা যতনে

রমিতে বরজ-ধনী।’ —চণ্ডীদাস, ৩৯৩ সং পদ।

‘আমার পুণির ডি।

বাণের ঘরে না বার কি ॥’—ডাকের উক্তি।

অর্থাৎ অবাৎসার পরবর্তী প্রতিপৎ ও পূর্ববার পরবর্তী তৃতীয়ার জীলোকের শিলালরে রাজা নিবদ্ধ। (তুলনা করুন,—‘কক। তৃতীয়া প্রতিপদ শুক্লা’ ইত্যাদি জ্যোতির্বিদ্যে)।

নীলরতন বাবু ‘পুনি’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—‘পুনর্বার, পূর্ববা অর্থ হয় না’। আমাদের বক্তব্য এই যে, শব্দানুসারে পূর্ববার ত্রীত্বক ব্রহ্মাঙ্গনাদিগের সহিত প্রথম রাস-কলি করেন বলিয়া তাগবতে বর্ণিত হইয়াছে; তৎপূর্বে আর ব্রহ্মাঙ্গনাদিগের সহিত তাঁহার বিলাস সম্ভবিত হয় নাই। চণ্ডীদাসকে এই রাস-লীলার পদে তাগবতীর বর্ণনারই অনুসরণ করিতে দেখা যায়; প্রথম অবস্থায় ‘পুনি’ শব্দের ‘পুনর্বার’ অর্থে এ স্থলে সম্ভব হয় কি? চণ্ডীদাসের ব্যবহৃত ‘পুনি’ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু ডাকের প্রাচীন উক্তিতে ‘পুনি’ শব্দের ‘পুনর্বার’ বা অন্ত কোন অর্থ হয় কি? উত্তর স্থল তুলনা করিয়া চণ্ডীদাসের ‘পুনি’ শব্দের অর্থ ‘পূর্ববা’ করাই কি সম্ভব নহে?

(৯) ‘পুয়া’—(সং ‘পুপ’ শব্দ-জাত) পিষ্টক-বিশেষ; বধা,—

“পুনি পুয়া খালা পেড়া সরতাজা  
রাখিকা করিয়াছিল।”

—পদকল্পতরু, ২৫১৬ সং পদ।

তুলনা করুন—‘মালপুয়া’, ‘পুয়া পিঠা’।

(১০) ‘গোক পাড়া’—গোকার ভায় ডিহ উৎপাদন করা অর্থাৎ অবিকৃত বস্তুকে বিকৃত করা; বধা,—

“এমনি বিবদ লোক জীরন্তে পাড়য়ে গোক  
তিলেক নাহিক করে কেমা।”

—পদকল্পতরু, ২৫০১ পদ।

(১১) ‘বন্ধন’, ‘বন্ধান’—(সং ‘বন্ধ’ ) ভঙ্গী (Posture); বধা,—

“শ্রীবাস-অঙ্গনে বিনোদ বন্ধনে  
নাচত গৌরাদ রায়।”—প-ক-ত, ২৬৬ পদ।  
“বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান”

—ভারতচন্দ্র; বিভাঙ্গনন্দ।

(১২) ‘বান’—(সং ‘বর্ষ’ শব্দ-জাত; হিং—‘বান’; ক্যালনের অভিধান দ্রষ্টব্য)  
কাড়ি, উজ্জ্বল; বধা,—

“গৌরবদ হাস-কর আপন পরশ দেহ  
হেম ধরউ মিহ-বান।”—পদকল্পতরু, ৩৭০ সং পদ।

( ১৩ ) 'বারাসত', 'বারাসিরা' বা 'বারা'সে—( সং—'বারশমুসিক' শব্দ-জাত ; ) বারাসিরা অর্থাৎ অকাল-জাত ; প্রাচ্য-বিজ্ঞা-মহাৰ্ষব শ্রীযুক্ত মণেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদিত "কালী-পরিক্রমা" ২১৭।১২ ত্রুটব্য ।

( ১৪ ) 'বিগান'—( সং—'বি-গীতম্' ) নিন্দা ; বধা,—

"গুরুজন পরিজন কেহ নাহি গল্পরে  
কে নাহি করয়ে বিগান ।"

—পদকল্পতরু, ১৬৩ পদ ।

( ১৫ ) 'বিতথা'—( সং ) ছরবহা ; বধা,—

"এ মোর বিতথা সে বন-বেবতা  
শুনি চমকয়ে চিতে ।"

—জ্ঞানদাস ; প-ক-ত, ৭১২ পদ ।

( ১৬ ) 'বেদনী'—( সং 'বেদনা' শব্দের উত্তর বাঙ্গালা 'ঈ' প্রত্যয় ) সমবেদনা-কারিণী ; বধা,—

"কাহারে কহিব কাছুর গিরিতি  
তুমি সে বেদনী সই ।"

—প-ক-ত, ৬৮৯ পদ ।

( ১৭ ) 'বেরাজ'—শ্রীযুক্ত বোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'বেরাজ...ব্য, ( সং ব্যাজ ) । ব্যাজ, প্রঃ—( জ্ঞানদাস ) ।' বস্তুতঃ 'বেরাজ' শব্দের অর্থ 'ব্যাজ' লিখিলে অর্থ প্রকাশ পায় না । জ্ঞানদাসের প্রয়োগটি উদ্ধৃত না করার তিনি কোন্ অর্থে 'বেরাজ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও বুঝা যায় না । সংস্কৃত অভিধানে 'হল' বা 'কৈতব' অর্থেই 'ব্যাজ' শব্দ প্রসিদ্ধ বটে ; বোধ হয়, বোগেশ বাবুর সেই অর্থই অভিপ্রেত । কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে 'বিলম্ব' ও 'টাকার ছদ' অর্থেও 'বেরাজ' শব্দের ব্যবহার আছে । বোগেশ বাবু উহার উল্লেখ করেন নাই । 'বেরাজ'—বিলম্ব ; বধা,—

"শুন শুন মাধব বিদগ্ধ-রাজ ।

ধনি বহি বেধবি না কর বেরাজ ।"—প-ক-ত, ৩২০ পদ ।

'বেরাজ'—টাকার ছদ ; বধা,—

"শুন সজনি ও নাগর স্তান-রাজ ।

মূল বিহু পর-ধন মাগয়ে বেরাজ ।"

—বিজ্ঞাপতি ; প-ক-ত, ২৩৮ পদ ।

বোধ হয়, 'ব্যাজ' শব্দের 'হল' অর্থ হইতেই 'অশুভস্য কাল-হরণম্' এই নীতি অনুসারে 'হল করিয়া কাল-হরণ করা' অর্থ ; উহা হইতে 'বিলম্ব' অর্থ ও সেই অর্থ হইতে 'বিলম্ব-জনিত কতিপুরুষ' বা 'টাকার ছদ' অর্থ আসিয়াছে ।

( ১৮ ) 'বৈদগধি'—( সং—'বৈদগ্ধী' ) রসজ্ঞতা ; বধা,—

"আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি ।

কুলেতে বতন করে কোন বা মুগধী ॥"—প-ক-ত, ৭৮২ পদ ।

( ১৯ ) 'ভাজ...ধাতু'—( সং—ভজ ধাতু-জাত ) 'ভাজে'—ভজ যের, পলায়ন করে ; বধা,—

"রতি-পতি ভয়ে ভাজে ।"—প-ক-ত, ৬৫৬ পদ ।

( ২০ ) 'ভারই'—( সং—ভ্রাতৃভায়া ; হিং 'ভারল', 'ভাবি' ) ভ্রাতৃ-ভায়া ; বধা,—

"লোক-চরচাতে ভাস্বর-ভারই

এমতি থাকিব আমি ।"

—প-ক-ত, ৭৫৫ পদ ।

( ২১ ) 'ভালে.ভালে'—( বাঙ্গালা শব্দ-কোষ 'ভাল' শব্দ দ্রষ্টব্য ) ভালর ভালর, বধা,—

"বিষম কপট তাহার প্রেম

ভালে ভালে হাম আমি ।"

—প-ক-ত, ৫৫৩ পদ ।

( ২২ ) 'ভুক্'—( সং—'বৃত্ত্কা' শব্দ-জাত ) কুখা ; বধা,—

"ধাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক্ ।"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৮০৮ পদ ।

( ২৩ ) 'মহতী'—( সং ) বীণা-বিশেষ ; বধা,—

"বাজত বীণ মহতী কপিনাস ।"—বিভাপতি ।

( ২৪ ) 'মহাভাব'—( সং ) রাগাঙ্কক প্রেম-ভক্তির চরম অবস্থা ; বধা—

"দেখ দেখ প্রেম-সিদ্ধ অবতার ।

তহি পুন নিমগন নাহি জানে রাস্তি-দিন

বুঝি সে মহাভাব-সার ॥"—প-ক-ত, ৩৫১ পদ ।

( ২৫ ) 'মাতা'—প, ( সং—'মত' শব্দ-জাত ) মত ; বধা,—

"চলে যেন পল্লবাজ মাতা"—প-ক-ত ।

( ২৬ ) 'মাধাই'—( সং—'মাধব' শব্দ-জাত ) শ্রীকৃষ্ণ ; 'মাধব' নামের অপভ্রংশ, বধা,—

"হাসি মুখ মোড়িই চোট মাধাই"—প-ক-ত ।

"জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল ।"—প-ক-ত ।

( ২৭ ) 'মিরিতি'—( সং—'মুতি' শব্দ-জাত ) মুহূ ; বধা,—

"মিরিতি মিরিতি ভুলে ভৌলাইয়া

মিরিতি গুরুয়া তার ।"

—চণ্ডীদাস ; প-ক-ত, ৯১৭ পদ ।

( ২৮ ) 'মুগধী'—( সং 'মুগ্ধা' শব্দের প্রাচীন বাঙ্গালা জীলিকের রূপ ) 'মুগ্ধ-মতাবা ; 'বৈদগমি' শব্দে প্রয়োগ দ্রষ্টব্য।

( ২৯ ) 'মুদামী'—( বাঙ্গালা শব্দ-কোষের 'মুদাম' শব্দ দ্রষ্টব্য ) চিত্র-স্বামী ; বথা—'মুদামো বন্দোবস্ত'। 'সর্কদা' অর্থ-বাচক আরবী 'মুদাম' শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালীর দেখি নাই। আদালতী ভাষায় 'মুদামী' শব্দের বহুল ব্যবহার আছে।

( ৩০ ) 'মোহ মোহ কু...ধাতু' ( প্রাকৃত 'মহ মহ' ধাতু—'মহমহই মলয়বাও' হাল-সপ্তমভী ৫১০। ; ) মোহিত করে ; আমোদিত করে ; বথা,—  
 'বতনে সাজালু ফুলের শেজ  
 গন্ধে মোহ মোহ করে।'—প-ক-ত, ৩৪৭ পদ।

চলিত কথায় 'গন্ধে ধ-ম করিতেছে' এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

( ৩১ ) 'যছু'—( সং—'যস্য' ; প্রা—'জস্' ) বাহার ; বথা,—

'অল্পধন নব নব যছু অভিলাষ।'—প-ক-ত, ৪৬৬ পদ।

( ৩২ ) 'যক্ষ'—কুপণ ; ( বহু কালের সঞ্চিত ও অব্যবহৃত ধনাদি যক্ষে অধিকার করে, এই লৌকিক বিশ্বাস হইতেই প্রথমে 'কুপণের ধন' ও 'যক্ষের ধন' সমার্থক ও পরে কুপণের নামান্তর 'যক্ষ' হইয়াছে বিবেচনা হয়।

( ৩৩ ) 'যোধ-পতি'—( সং 'যোদ্ধ-পতি' শব্দ-জাত ) সেনাপতি ; বথা,—

'সোই যোধপতি তাহে নাহি পারলি  
 জদয়ে হানলি পাঁচ বাণ।'—প-ক-ত, ৮৫৮ পদ।

( ৩৪ ) 'রসাতাস'—( সং 'রসাতাস' শব্দের 'অনুচিতার্থক বাক্য' হইতে 'অঙ্গীল' অর্থ আসিয়াছে ) অঙ্গীল-বাক্য ; বথা,—

'রসাতাসে যে বোল বোলে শুভ্রা লাজে মরি।'—প-ক-ত, ৯৫১ পদ।

( ৩৫ ) 'রসিরা'—( সং—'রসিক' শব্দ-জাত ; )

'অঙ্গনে আঙব যব রসিরা'

বিজ্ঞাপতি ;—প-ক-ত, ১২০৪ পদ।

'কোথায় রহিলে রসিরা নাগর স্তাম।'

বাঙ্গালা গান।

( ৩৬ ) 'রাজি'—( সং—'রাজ্য' ; হিং—'রাজ্', বাং—'রাজি' ) রাজ্য ; বথা,—

'হেঁদে লো তোমারে ভাল না দেখিয়ে আজি।

কাল-মাণিকের বাতাসে এ বুঝি

মজিল গোহুল-রাজি ॥

—প-ক-ত, ৬৯৮ পদ।

( ৩৭ ) 'রে'—বিতজি। বোণেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"সর্বনাম গদ্যে এবং কবিতায়

বিশেষ্য পদে কে স্থানে, প্রারম্ভে পড়ে, এবং ভাব্য, ঐ—বারে—সাহাকে, তাহারে—  
তাহাকে।” ‘কে’ স্থানে ব্যবহার্য্য নহে, এরূপ ‘রে’ বিতর্কিতও প্রাচীন বাঙ্গালার দৃষ্ট হয় ;  
যথা,—

“বন্ধুরে বিদরে হিয়া একা নিশবদ হৈয়া  
ভুতিয়া রহিলুঁ মুক্তি দিনে।”

—প-ক-ত, ৯৪৮ পদ।

এ স্থলে ‘বন্ধুরে’ শব্দের অর্থ ‘বন্ধুর ভক্ত’; সুতরাং ‘রে’ চতুর্থী-বিতর্কিত চিহ্ন বলিয়া স্বীকার  
করিতে হইবে। এ স্থলে ইহার পরিবর্তে ‘কে’ বসিতে পারে না। ‘কি ক্ষেপে অলয়ে গেলুঁ  
কি রূপ দেখিয়া আইলু’ ইত্যাদি স্থলেও ‘নিমিত্তার্থে চতুর্থী’ বুরিতে হইবে।

( ৩৮ ) ‘লখিল’—( সং—‘লক্ষ’ ধাতুর উত্তর বাঙ্গালা কৃত্যপ্রত্যয় ‘ল’-যোগে সিদ্ধ )  
লক্ষিত ; লক্ষ্য করার বোধ্য ; যথা,—

“লখিল নহে রূপ লখিল নয়।  
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সে অঙ্গে রয় ॥”

—প-ক-ত, ৭২০ পদ।

অতীত কালের অর্থে ও বোধ্যার্থে বাঙ্গালা কৃত্যপ্রত্যয় ‘ল’ প্রযুক্ত হয় ; সুতরাং উদ্ধৃত  
পংক্তি পুনরুক্তি-দৃষ্ট মনে করিলে উহার প্রথম ‘লখিল’ শব্দের অর্থ ‘লক্ষিত’ ও দ্বিতীয়  
‘লখিল’ শব্দের অর্থ ‘লক্ষ্য করার বোধ্য’ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে অর্থ হইবে যে,—  
(‘তীক্ষ্ণচক্ষুর’) রূপ ( মৎকর্তৃক ) লক্ষিত অর্গাৎ দৃষ্ট হইল না ; ( উহা ) লক্ষ্য করিবার বোধ্য  
নহে ; ( কেন না ), যে অঙ্গে পড়ে দিঠি ইত্যাদি।’

( ৩৯ ) ‘লগে’—( সং—‘লগ’ ধাতু-জাত ) সঙ্গে ; যথা,—

“আচম্বিতে রাই পড়িল অথাই  
চণ্ডীদাস যায় লগে।”

চণ্ডীদাস ;—সা-প সংস্করণ, ৩৩ পদ।

নীলরতন বাবু ‘লগে’ স্থলে ‘নগে’ পাঠ গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন,—‘নগে...৩৩ ( অর্থবোধ  
হইল না )।’ বক্তব্য : পশ্চিমবঙ্গে ‘লগে’ শব্দের অধুনা ব্যবহার নাই ; পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে  
ইহা চলিত কথার বহুল ব্যবহৃত হয়। আমরা চণ্ডীদাসের পদে অন্তর্জ ‘লগে’ বা ‘নগে’ শব্দ  
পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না ; সুতরাং চণ্ডীদাসের এই প্রয়োগটি প্রাধান-বোধ্য।

( ৪০ ) ‘লাখবান’—( বাং—‘দশবান’ ও ‘শতবান’ শব্দের সহিত তুলনীয় ) লক্ষ বার  
দাহ দ্বারা নির্মলীকৃত ; ( ‘আইন-ই-আকবরি’ গ্রন্থে আকবরের রাজত্বকালের ‘দশ-বারি’  
স্বর্ণের বর্ণনা দ্রষ্টব্য ; ঐ স্বর্ণ ক্রমে দশ বার বহি-দাহ দ্বারা বিশুদ্ধ করা হইত। এ অল্পই  
‘আকবরি’ মোহরের অন্ত আমর হইয়াছিল কি ? ‘শত-বান’ ও ‘লাখ-বান’ স্বর্ণ কপি-



করনী-হুত অতিশয়োক্তি ) । ‘লাখবান’ বধা,—

“লাখবান কাখন জিনি ।

রসে চরচর গোরা অদের সু আঙ নিছনি ॥”

—প-ক-ত, ২৩৭ পদ ।

( ৪১ ) ‘শুধবুদ’—( কারসী ‘শুধবুদ’; ক্যাজনের অভিধান দ্রষ্টব্য ) সামান্ত জ্ঞান বা অজ্ঞত্ব ; বধা,—

‘শুধ বুদ সব খোর’—প্রাচীন পদাবলী ।

( ৪২ ) ‘শতবান’—( ‘লাখবান’ শব্দ দ্রষ্টব্য ) শত বার দ্বাহ দ্বারা নির্মল্লীকৃত বর্ণ ( অতিশয়োক্তি ) । বধা,—

“অবনীর খুলি তুয়া চরণ-পরশে ।

সোমী শতবান হৈয়া কাহে নাহি তোহে ॥”

—জানদাস ; প-ক-ত, ৫১৩ পদ ।

( ৪৩ ) ‘সঞ্চে’—( সং—‘সং’ বিভক্তির অপভ্রংশ, বধা—‘সর্কসং’, ‘পূর্কসং’ ; হিং—‘সে’ ) পঞ্চমী-বিভক্তির চিহ্ন = হইতে ; বধা,—

“কর সঞ্চে কঙ্কণ মুদ্রি ।

পছহি তেজল সগরি ॥”

—বিজ্ঞাপতি ; প-ক-ত, ২৭২ পদ ।

( ৪৪ ) ‘সজাত’—( সং—‘সংযত’ ( ভাবে ‘জত’ ) = সংযম ) কুমা ; বধা,—

“এ-খনি মানিনি করহু সজাত ।”

—বিজ্ঞাপতি ; প-ক-ত, ৩৮৬ পদ ।

( ৪৫ ) ‘সন্দেশ’—( ‘সন্দেশ’ শব্দের ‘উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন’ অর্থ হইতেই ‘হুমত বস্ত’ অর্থ উদ্ভূত হইরাছে ; ) ‘সন্দেশ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি-বিচার সা-প-পত্রিকা, ১০২০ সালের ৩য় সংখ্যায় “প্রাচীন পদাবলি ও পদকর্তৃগণ” শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য ; হুমত বস্ত ; বধা,—

“এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ।

কহে গোরা করিয়া আবেশ ॥”—প-ক-ত, ৭৯৭ পদ ।

( ৪৬ ) ‘সবে’—( সং ‘সাকল্যে’ শব্দের সাধুভে ‘সবে’ হইরাছে ) শুধু, কেবল ; বধা—“সবে খন নীলমণি ।” প্রাচীন সাহিত্যে ‘সতে’ ও ‘সবে’ শব্দের প্রয়োগে পার্থক্য আছে । “চৈতন্ত-ভাগবত” গ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিতশ্রীর অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঐহাংর গ্রন্থের পরিমার্জিত সর্বাংশে সেই পার্থক্যটি উপস্থাপিত করেন । প্রাচীন সাহিত্যে-‘সকল লোকে’ অর্থে ‘সতে’ ও ‘কেবল’ অর্থে ‘সবে’ শব্দ ব্যবহৃত হইত । বোগেশ বাবু দ্বাপিক পাণ্ডুলিপি ‘কর্মমঙ্গল’ হইতে ‘সতে’ শব্দের প্রয়োগ দেখাইরাছেন,—

“সতে দোষ নীমন্তিনী সবে স্বতন্ত্রা ।”

এ স্থলে 'সভে' শব্দের 'সকল লোকে' অর্থ অনুমত হয় না ; আমাদের বিশ্বাস, এ স্থলে লিপিকর-দ্রমে 'সবে' স্থলে 'সভে' এবং 'সভে' স্থলে 'সবে' হইরাছে ; প্রকৃত পাঠ হইবে,— 'সবে ঘোষ সীমন্তিনী সতে বৃত্তভরা'। অর্থাৎ সর্বজনসম্মত নারীদিগের কেবল এইমাত্র ঘোষ যে, তাহার সকলেই স্বেচ্ছাচারিণী।

( ৪৭ ) 'সমতি'—( সং—'সম্মতি' হিং—'স্বম্ভী' ) সম্মতি ; উত্তর ; বধা,—

"সুন্দর মাধব কহলু তোর।

সমতি না দেই দিন রজনী রোর।"

—জানদাস ; প-ক-ত, ৪১ পদ।

( ৪৮ ) 'সাটোপ'—( সং—'সাটোপ' ) আড়ম্বরের সহিত ; বধা,—

'বিশাখা সাটোপে বলে'—প-ক-ত, ২৫৫২ পদ।

এই 'সাটোপ' হইতেই সমানার্থক 'আটব-সাটব' বৃত্ত শব্দের উদ্ভব হইরাছে ; বধা,—

"সে সব আটব- সাটব দেখিতে

রাখিকা ডরলি ডরে।"

—প-ক-ত, ২৫৫২ পদ।

( ৪৯ ) 'সিকিড়া'—( বাংপত্তি অজাত ) রোমাঞ্চ ; বধা—

'কুশের অকুর বড় শেলের সমান দড়

তুলিতে সিকিড়া পড়ে গার।"

—প-ক-ত, ২৪৮৭ পদ।

( ৫০ ) 'সুগড়', 'স্বঘড়'—( সং—'স্বঘটিত' শব্দ-জাত ; হিং—'স্বঘড়' ) স্মরণ ; 'সুগড়'

বধা,—

'যে পহু নাগর সুগড় স্মরতি।'

—চণ্ডীদাস, ৩৯ পদ।

'স্বঘড়' বধা,— 'নাচে রে নাগর-শিরোমণি।

বুধে বুধে পাটোরার স্বঘড় রমণী।"

—প-ক-ত, ১২৭৫ পদ।

( ৫১ ) 'সুজান'—( সং—'সুজন' ) সজ্জন ; বধা,—

"তুহু বর নাগর রসিক সুজান।

বহননান তোহে কি কহব আন।"

—প-ক-ত, ১৭০ পদ।

( ৫২ ) 'হাজত'—( আ—'ক্যাগনের অভিধান ত্রুট্য ) প্রয়োজন ; বধা,—

'হাজত, ইরসাগ' অর্থাৎ মালিকের প্রয়োজনীয় জব্বাদি ক্রম দ্বারা যে মুনাকা ইরসাগ করা হয় ( জমিদারী সেরেস্তার বহুল ব্যবহৃত )।

( ৫৩ ) ‘হামিল’—( আ—‘হামিলা’ ) গর্ভবতী বধা,—‘এই জ্বীলোক হামিল হইয়াছে’ ( আদালতী ভাষা ) ।

( ৫৪ ) ‘হেট-মুড়্যা’—( বা শব্দ-কোষ ‘হেট’ ও ‘মুড়্যা’ শব্দ দ্ব্যেব ) অবনত-মস্তক ; বধা,—

‘চলমল্যাকে চতুর বলি হেট-মুড়্যাকে জপু ।’

—প-ক-ত, ৯৫৩ পদ ।

( ৫৫ ) ‘হোর’—( ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত ) প্রায়ই ‘দেখ’ ধাতুর বোগে ব্যবহৃত হয় ; বধা,—

‘হোর দেখ নব নব গৌরঙ্গ-মাধুরী  
রূপে জিতল কোটি কাম ।’

—প-ক-ত, ১৩২৬ পদ ।

‘হোর দেখ’ বাক্যটি লিপিকর-প্রমাদবশতঃ অনেক স্থলে ‘হের দেখ’ পাঠে পরিণত হইয়াছে। বস্তুত ‘হের দেখ’ পাঠ পুনরুক্তি-দুষ্ট। ‘হোর দেখ’ বাক্যের ‘হোর’ শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির না হওয়া পর্যন্ত উহার নিশ্চিত অর্থ বলা কঠিন ; তবে প্রয়োগ দৃষ্টে ‘এই দেখ’ বা ‘সম্মুখে দেখ’ অর্থই প্রতীত হয় ।

( ৫৬ ) ‘মুশখসী’—( আ—‘মুশখস’ ; ফ্যালনের অভিধান দ্ব্যেব ) কায়েরী, চিরস্থায়ী ; বধা,—‘মুশখসী পাট্টা’ ( আদালতী ভাষা ) ।

### ( খ ) ব্যুৎপত্তি ও অর্থের অনুসন্ধান

আমরা এখন বাঙ্গালা শব্দ-কোষ হইতে কতকগুলি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিব।

( ১ ) ‘পনা’—ত্রীমুক্ত যোগেশ বাবু ‘পনা’ প্রত্যয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—‘প্রত্যয় ( সং পণ—ব্যবহার ) । ব্যবহারে, প্রঃ—গিন্নী-পনা ।’

এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, অমর-কোষে পাঁচটি স্থলে ‘পণ’ শব্দের বিভিন্ন অর্থ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ‘ব্যবহার’ অর্থ কোথাও পাওয়া যায় না। সংস্কৃত-সাহিত্যে ‘ব্যবহার’ অর্থে ‘পণ’ শব্দের প্রয়োগ পাই নাই ; সুতরাং অত্র কোন অভিধানে ঐরূপ অপ্রসিদ্ধ অর্থ লিখিত থাকিলেও সেই অপ্রসিদ্ধ অর্থ-গ্রহণে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যের ‘পন’, ‘পনা’, ‘পা’ প্রত্যয়ের ভ্রাস ব্যাপক প্রত্যয় প্রচলিত হইবে, ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ ‘পণ’ শব্দের অর্থ বাহাই হউক না কেন, উহা প্রত্যয় নহে ; উহার সহিত অত্র শব্দের সমাস হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রত্যয়-রূপে ব্যবহার করা বাইতে পারে না ; সংস্কৃত, কি ভাষা-সাহিত্যে কোন শব্দকে প্রত্যয়রূপে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত আর পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তৃতীয়তঃ ‘পণা’ প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশের জন্য সংস্কৃতে ‘ব’ ও ‘ভা’ প্রত্যয় আছে ; ভাষা-সাহিত্যে সেই ‘ব’ বা ‘ভা’ গৃহীত

না হইয়া যে অপ্রসিদ্ধার্থ ‘প’ শব্দযোগে ‘ব’ প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশিত হইবে, ইহাও সম্ভবপর বোধ হয় না। আমাদের বিবেচনা হয়, ‘পন্’, ‘পনা’ ও ‘পা’ প্রত্যয়গুলি ‘ব’ প্রত্যয়েরই অপভ্রংশ। সংস্কৃতে ‘ব’ প্রত্যয়ান্ত শব্দমাঝেই ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া ‘ব’ প্রত্যয় ‘বং’ রূপে পরিণত হয়; ‘বং’ প্রত্যয়ের প্রকৃত উচ্চারণে ‘ত’ অক্ষর মুহূর্ত্তকাল ‘ব্’ সবেল উচ্চারিত হয়; অপভ্রংশের নিয়ম অনুসারে প্রস্থ-হীন ‘ত্’ অংশ লুপ্ত হইয়া ‘ব্’ অংশ অবশিষ্ট থাকে ও পরে তাহা ‘পন্’ রূপে পরিণত হওয়া খুব স্বাভাবিক। ‘পন্’ হইতে ‘পনা’ এবং পরে ‘ন’-কার লোপে হিন্দী প্রত্যয় ‘পা’ সিদ্ধ হওয়াও বিচিত্র নহে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার না করিলে সংস্কৃতের গুণ-বাচক সূৰ্য্য-বাণক ‘ব’ প্রত্যয়টি কি জন্ম যে হিন্দী, বাঙ্গালী প্রভৃতি ভাষা-সাহিত্যে বর্জিত হইল, ইহা প্রকৃতই একটি গভীর রহস্য বটে।

(২) ‘পন্ন’, ‘পন্নন্ত’—যোগেশ বাবু ‘পন্ন’ শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন—(‘সং—ভগ—সৌভাগ্য। ভগ—ভন্ন—পন্ন। তুং মং পায়গুণ—ভাগগুণ।)’ এইরূপ ব্যুৎপত্তি নিতান্ত কষ্ট-কল্পিত; আমাদের বিবেচনা হয়, সংস্কৃত ‘পদ’ ও ‘পদবান্’ শব্দ হইতেই ‘পন্ন’ ও ‘পন্নন্ত’ উদ্ভূত হইয়াছে। ‘পদ’ শব্দের ‘স্থান’ অর্থ হইতে ‘সৌভাগ্য’ অর্থ সহজেই আসিতে পারে। ‘পদ’ শব্দ-জাত ‘পায়’ বধা,—‘খাটের পায়’, ‘রাজ-পায়’, ‘বড় পায়’ চলিত ভাষার বখেই ব্যবহার দেখা যায়।

(৩) ‘পানা...ধাতু’—যোগেশ বাবু ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন,—(‘হি পন্না মং পান্ধ ধাতু’)। ইহা দ্বারা ‘হি পন্না’ ধাতুর উৎপত্তি বুঝা যায় না; সংস্কৃত ‘প্র+গিজন্ত ‘প্’ ধাতু হইতে প্রাকৃত ‘পন্না’ ধাতু ও উহা হইতে হিন্দি ‘পন্না’ ও বাঙ্গালী ‘পানা’ ধাতু উদ্ভূত হইয়াছে। হালসপুস্তকী গ্রন্থে ‘পন্না’ ধাতুর প্রয়োগ আছে।

(৪) ‘পাপিয়া’—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(‘হি পপীহা। সং পিক হইতে। পিক+ইয়া—পিকিয়া—পপীহা?’) এইরূপ ব্যুৎপত্তি নিতান্ত কষ্ট-কল্পিত ও অসম্ভব বোধ হয়। পাপিয়ার সহিত পিকের আকার কিংবা স্বরগত একরূপ কোন সাদৃশ্য নাই, বাহাতে ‘পিক’ হইতেই ‘পাপিয়া’ উদ্ভূত করিতে হইবে। পাপিয়া পাখী ‘পিউ পিউ’ শব্দে ডাকে; যেমন কোকিলের ‘কুঃ কুঃ’ শব্দ হইতে উহার ইংরেজি নাম ‘কুকু’ হইয়াছে, সেইরূপ ‘পিউ পিউ’ বা ‘পিহ পিহ’ হইতে ‘পাপিয়া’ বা ‘পপীহা’ নামের সহজেই উৎপত্তি হইতে পারে।

(৫) ‘পুট...ধাতু’—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন,—(‘সং পুট ধাতু হইতে। হি পুতে সং জল ধাতু হইতে। বা+তেও জল ধাতু আছে।)’ সংস্কৃত ‘পুট’ ধাতুর ‘সংযোগ’ অর্থই প্রসিদ্ধ; তবে ‘পুট’ ধাতুর ‘চূর্ণীকরণ’ অর্থও গণ-দর্পণে দৃষ্ট হইল। দাহ ব্যতীতও ‘চূর্ণীকরণ’ সিদ্ধ হয়, স্তম্ভরাং ‘পুট’ ধাতুর চূর্ণীকরণ অর্থ হইতে ‘দাহ’ অর্থ সিদ্ধ করা কষ্টকল্পনা মনে হয়। সংস্কৃত ‘প্লু’ ধাতুর ‘দাহ’ বা ‘ভস্মীকরণ’ অর্থ খুব প্রসিদ্ধ। ‘প্লু’ ধাতুর উত্তর ‘ক’ প্রত্যয় দ্বারা ‘প্লষ্ট’ পদ সিদ্ধ হয়; উহার অর্থ ‘দহ’; বধা,—

“প্লুতরনবদাহাৎ প্লষ্ট-শপ্প-প্রয়োহাঃ।”—ঋতুসংহার।

‘পুট’ হইতে ‘পুট’—‘পুট’—‘পুট’ সিদ্ধ হইতে পারে। তাব-বাচ্যে ‘ক’ প্রত্যয় করিলে ‘বাহ’ অর্থে ‘পুট’ পদ সিদ্ধ হয়; সুতরাং তদ্বৎপন্ন ‘পুট’ শব্দ ‘পুয়ারতে’ প্রকৃতির ভাৱ নামধাতুরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৬) ‘পুয়া’, ‘পোয়া’—যোগেশ বাবু সংস্কৃত ‘পোতক’ বা ‘পুত্রক’ হইতে পাছের চার্য্য অর্থে ‘পুয়া’ বা ‘পোয়া’ শব্দ ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন। বাল আত্ম-বৃক্ষ অর্থে ‘হৃত-পোতক’ ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ থাকিলেও, তদ্বারা ‘পোয়ার’ ভাৱ স্থানান্তরিত করার বোধ্য পাছের চার্য্য বুঝার না, সুতরাং আমরা ‘পোয়া’ বা ‘পুয়া’ সংস্কৃত ‘প্রয়োহ’ শব্দ হইতে জ্ঞাত বলিয়াই বিবেচনা করি। ‘প্রয়োহ’ হইতে ‘পয়োহ’—‘পওহ’—‘পোহা’—‘পোয়া’ সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে।

(৭) ‘পোষ্টাবর’—যোগেশ বাবু পত্র-ব্যবহারে ‘পোষ্টাবর’ শব্দ প্রমুখ হয় লিখিয়াছেন; কিন্তু আমরা ‘পোষ্টাবর’ পাঠেরই ব্যবহার দেখিতেছি; ‘মহিমাবর’ শব্দের ভাৱ ‘পোষ্টাবর’ অন্তর্ভুক্ত প্রয়োগ। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ‘মহিমাবর’, ‘পোষ্টাবর’ই লিখিয়া থাকেন।

(৮) ‘প্রতুল’—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—“(সং ? সং প্রচুর হইতে। চ—ত, র—ল)। প্রচুর, পর্য্যাপ্ত, প্রঃ—এ বৎসর বর্ষা না হইলে প্রতুল হবে। (সং প্রতিভুল হইতে ?)।” যোগেশ বাবুর প্রস্তাবোধক চিহ্ন ও ‘প্রচুর’ ও ‘প্রতিভুল’ শব্দের ভাৱ দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধার্থক শব্দ দ্বারা ‘প্রতুল’ শব্দের ব্যুৎপাদন-চেষ্টা হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি নিজেও এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে সন্দেহ হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ ‘প্রতুল’ শব্দের ব্যুৎপত্তি বাহাই হউক না কেন, উহার ‘প্রচুর’ বা ‘পর্য্যাপ্ত’ অর্থ আমরা দেখি নাই। আমরা ‘প্রতুল’ শব্দ ‘অমূল-নিম্পত্তি’ অর্থেই ব্যবহৃত দেখিয়াছি। বধা—‘মৌকন্দনা প্রতুল হইয়াছে’, ‘কালী প্রতুল-কর্ত্তী’ ইত্যাদি। যোগেশ বাবুর প্রদর্শিত উদাহরণেও ‘প্রচুর’ অর্থ অপেক্ষা এই অর্থই অধিক সঙ্গত হয়। ‘প্রতুল’ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রকৃত পক্ষেই দুজ্ঞেয়। যোগেশ বাবুর ভাৱ আমরাও একটি আনুমানিক ব্যুৎপত্তি দিতে চাই। প্রাচীন সাহিত্যে ‘তুল’ বা ‘হল-তুল’ অর্থে ‘তুল’ শব্দের প্রয়োগ আছে; বধা,—

“বাতুলি-আমোহে      কহে চণ্ডীদাসে  
মজাইতে জাতি তুল।

আজুকার বনে      ফিরিতে মিলনে  
বিগিনে পড়িবে তুল।”

—গদ্যরসার, ১৮১৮ পদ।

এই ‘তুল’ শব্দের আগে প্রকীর্ত্তক ‘প্র’ উপসর্গ-যোগে ‘প্রতুল’ শব্দ ও উহার ‘হলতুল’ অর্থ হইতে উৎসর্গ উপলক্ষে ‘পুমান’ ও উহা হইতে ‘মূল’ অর্থ আসিতে পারে না কি?

(৯) ‘কলসানি’—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন,—“কলসানি—(আ) কল—কর্ণ,

সানি—কিটোর। ইহা হইতে)। ব্যতিচার হেতু গর্ত। (আদ্য:) ইত্যতঃ এইরূপ অর্থে 'কেলশানি' শব্দের ব্যবহার আদিরা দেখি নাই। আদ্যাদী ভাবার ও চলিত কথার 'ব্যতিচার' অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্যালন 'কেল-ই-শানিয়া' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—  
 "Evil deeds; prostitution; adultery; unnatural offence." সুতরাং কথ্যভিৎ  
 কেহু অজ্ঞতা-বশতঃ 'কেলশানি' শব্দটি অল্প অর্থে ব্যবহার করিলেও তাহা সম্বন্ধ-  
 বোধ্য নহে।

(১০) 'বলা'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন,—(সং বক হইতে। বক+লা—  
 সাধুভেদে বোধ হয় সং বলাকা শব্দসাদৃশ্যে। কিন্তু বলাকা—বক, না সারস? হি'  
 বলা)। সংস্কৃত 'বলাকা' শব্দের শেষ দুইটি অক্ষরের বিপর্যাস দ্বারা 'বকাণা' ও উহা  
 হইতে 'বকলা' 'বগলা' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। এ স্থলে সাধুভেদে 'লা' আগম অপ্রাচীনিক  
 ও অসম্ভব বটে। 'বলাকা' যে বক ব্যতীত অন্য পক্ষী নহে, তাহা নিম্নলিখিত প্রয়োগ  
 দেখিলেই বেশ বুঝা যায়,—

“উরসি মুরারেকপহিত-হারে

ঘন ইব তরল-বলাকে।”

—গীতগোবিন্দ, ৫ম সর্গ।

গর্ভাধান-ক্ষণ-পরিচয়ানুমান-মাংগঃ।

সেবিদ্যন্তে নরনস্তুতগং খে ভবন্তং বলাকাঃ।”

—মেঘদূত।

(১১) 'বলন'—যোগেশ বাবু 'বলন', 'বলনি' ও 'বলনী' শব্দের সংস্কৃত জীবনাবধিক  
 'বল' ধাতু হইতে উদ্ভূত হিঁর করিয়া 'বলন' ও 'বলনি' শব্দের অর্থ 'গুণি', 'হুলতা' ও  
 'বলনী' শব্দের অর্থ 'বলন-বিশিষ্ট' লিখিয়াছেন এবং দৃষ্টান্ত-স্থলে "মূলাকে জিনিয়া  
 মোটা দস্তের বলন", "ভুজর বলনি কাম-ধেহু জিনি ইন্দ্রধনুকের আভা" (চণ্ডীদাস)  
 ও "সুবলনি কথ্যখানি কি বাখানি তার" বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উদ্ধৃত বাক্যের 'কাম-ধেহু' বোধ হয়, কামধনুর স্থলে ছাপার ভুল; নতুবা অর্থ অত্যন্ত  
 অস্বাভাবিক ও হাস্যজনক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ভুল ও মধ্য-দেশের কুশতাই সৌন্দর্যের সূচক  
 বলিয়া কবিতা বর্ণন করেন, উদাহরণের হুলতা কোনরূপেই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।  
 সুতরাং শেষের দুইটি দৃষ্টান্তে 'বলনি' শব্দের 'হুলতা' অর্থও সম্বন্ধবোধ্য নহে। 'মূলাকে  
 জিনিয়া মোটা' ইত্যাদি দৃষ্টান্তে 'বলন' অর্থ 'হুলতা' সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু অন্য দুই স্থলে  
 ঐ অর্থ অপ্রযোজ্য বলিয়া 'হুলতা' অর্থ স্বীকার করা যায় না। সংস্কৃতে আর একটি অন্ত্যস্থ  
 ব-কর্ম্মাকি 'বল' ধাতু আছে; 'সকরণ', 'বিশ্রণ' প্রভৃতি অর্থে উহা প্রযুক্ত হয়। 'বিশ্রণ'  
 অর্থ হইতে 'পঠন' অর্থ আসা অসম্ভব নহে। 'বলন' ও 'বলনি' প্রাচীন সাহিত্যে 'পঠন'  
 অর্থেই সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে; ঐ অর্থ উদ্ধৃত উদাহরণগুলির সর্বত্রই অসঙ্গত; সুতরাং

‘বল্লভ’ ও ‘বলনি’ শব্দের ‘বলভা’ বা ‘আধিক্য’ অর্থ সমর্থন-যোগ্য নহে। বর্ণীর ব-কার্যনি জীবনার্থক ‘বল’ ধাতুজাত ‘বলন্ত’ শব্দ ‘বাড়ন্ত’ অর্থে চলিত কথায় ব্যবহার আছে; বোম্বেশ বাবু ভাষা শব্দ-কোষে সন্নিবেশিত করেন নাই।

( ১২ ) ‘বাজ...ধাতু’—বোম্বেশ বাবু লিখিয়াছেন—( সং বাজ শব্দ হইতে। বল ধাতু গতি হইতে সং বাজ। বাজো নিম্ননপক্রয়োঃ—মেঃ। অস্ত অর্থ যুদ্ধ )। বাজি—অ্যুবাচি করি, প্রাঃ—চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে শ্রামের পিরীতিবাণ ( চণ্ডীঃ ) ইত্যাদি। ‘গতি’ অর্থবিশিষ্ট ‘বল’ ধাতু হইতে ‘আঘাত করা’ অর্থ উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব না হইলেও আনন্দের উৎসাহ সংস্কৃত ‘বাধ’ ধাতু হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করি,—কারণ, সংস্কৃত ও ভাষা-সাহিত্যে এরূপ অর্থে ‘বাধ’ ও ‘বাজ’ ধাতুরই বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ‘সঙ্ঘা’ শব্দ হইতে ‘সঙ্ঘা’ ও ‘সাঁজ’, ‘মধ্য’ হইতে ‘মাক’ ও ‘মাজা’ শব্দের জার ‘বাধ’ হইতে ‘বাক’ ও ‘বাজ’ শব্দের উৎপত্তি সহজেই সিদ্ধ হয়। সংস্কৃত পীড়নার্থক ‘বাধ’ ধাতু বধা,—

‘ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জ্ঞান

স্বকৃন্তে যদি বাধতি।

তথা ন বাধতে স্বকো

বধা বাধতি বাধতে ॥’—উত্তট প্লোক।

‘উনং ন সবেষাধিকো ববাধে।’

— রঘুবংশ ২।১৪।

পদাবলি-সাহিত্যে বধা,—

‘সো তত্ত্ব পরশে পুলক জহ্ন-বাধত

ইথে লাগি চমকে পরাণ।’

—গ-ক-ত, ৩০৯ পদ।

‘যদি বা না কহ’লোকের লাঞ্জে।

মরনী জনার মরমে বাজে ॥’

—গ-ক-ত, ২২৬ পদ।

উদ্ধৃত উদাহরণগুলি লক্ষ্য করিলে সংস্কৃত পীড়নার্থক ‘বাধ’ ধাতুই যে ‘বাজ’-ধাতুতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে কি ?

বোম্বেশ বাবু যে পুরোঁক্ত বল ধাতু হইতে ‘বাজ’ অর্থ-বিশিষ্ট ‘বাজ’ ধাতু উদ্ভূত করিয়াছেন, তাহাও সমর্থন-যোগ্য নহে। সংস্কৃতে পিজন্ত বদ ধাতুর—‘বাদয়তি’ ইত্যাদি পদ প্রসিদ্ধ রহে। উহা হইতে বাদনার্থক ‘বাজ’ ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে।

( ১৩ ) ‘বাজ্জংস ( প্রা )’—বোম্বেশ বাবু প্রামা—কিছু বহু-প্রচলিত ‘বাজ্জংস’ শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন—( সং ব্যসনং—বজসনং—‘বাজ্জংস—বাজ্জংস )। এইরূপ ব্যুৎপত্তি নিতান্ত কষ্টকল্পিত ও অপ্রামাণিক বটে। সংস্কৃত ‘ব্যসন’ শব্দের কোন অপভ্রংশ

অব্য-সাহিত্যে বৃষ্ট হয় না। ভাবাসাহিত্যে ‘ব্যমন’ বুঝাইতে ‘বাহু’, ‘বাই’ বা ‘বাতিক’ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়। ‘বাসন’ শব্দের ব-কলা অপভ্রংশে ‘বীজন’, ‘বেজন’, ‘বেখা’ প্রভৃতির ভাব লে-কার কিংবা এ-কারে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু উহা, জ-কারে পরিণত হওয়া অসম্ভব; তার পর ক্রীতলিঙ্গসূচক অস্থায়ী অপভ্রংশে রক্ষিত হওয়া ও ‘ন’-কার ‘ন-কারে’ পরিণত হওয়া—ইহার প্রত্যেকটিই অপ্রামাণিক বটে; সুতরাং আমরা এতগুলি কষ্ট-করনার মালাকে বিতর্ক ব্যুৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম। আমরা ভাবাত্তবিশং-গণের আলোচনার জন্ত একটি আনুমানিক ব্যুৎপত্তি নিয়ে লিখিতেছি। আমাদের বোধ হয়, ‘বাহু+অংশ’ অর্থাৎ ‘বাহু’ ও ‘অংশ’ দুইটি শব্দ কোতুক-প্রকাশের জন্ত (facetiously) গচ্ছিত করিয়া ‘বাহুংশ’ শব্দ নিষ্কাশ হইয়াছে। বাক্যলার ‘বু’ অক্ষর ‘জ’ অক্ষরের দ্বারা উচ্চারিত হয় বলিয়া ‘বাহুংশ’ ‘বাজ্জংশে’ পরিণত হইয়াছে। ‘বাহুংশ’ শব্দের অর্থ সুতরাং বাহু অর্থাৎ বাহুরোগের-অংশ কিংবা ছিট বুঝাইবে। তুলনা করুন,—‘লোকটির একটু ছিট আছে’ অর্থাৎ বাহুরোগের বা পাগলামির ক্ষুদ্রাংশ বা প্রক্ষেপ আছে।

(১৪) ‘বাধান’—বোগেশ বাবু ‘বাধান’ শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন—‘( সং গ্রহ—সাহ—বেঃ। ইহা হইতে গ্রহান )। মাঠ, গ্রঃ—বাধানে রহিল গাই’ ইত্যাদি। ‘গ্রহ’ শব্দের সহিত ‘বাধান’ শব্দের অর্থ-গত কি সাবুদ আছে, বুঝা যায় না। ‘গ্রহ’ শব্দই বা ‘গ্রহান’ হইবে কি করিয়া? ডাক্তার ক্যালন ‘অবহান’ শব্দ হইতে ‘বাধান’ শব্দ ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন, তাহা বরং কিঞ্চিৎ সঙ্গত বোধ হয়; কেন না, এক্রপ আন্ত অ-কার-লোপের বহু দৃষ্টান্ত দেখা বাইতে পারে। কিন্তু ‘অবহান’ প্রাণি-মাজের পক্ষে সাধারণ হইলেও কেবল গবাদির অবহান-স্থলীই ‘বাধান’ শব্দ-বাচ্য হয় কি করিয়া? আমাদের বোধ হয়, গো+অবহান=‘গবহান’ শব্দের আন্ত বর্ণ লুপ্ত হইয়াই ‘বহান’—‘বখান’—‘বাধান’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ‘গোবানী’—‘গোসাই’—‘সাঁই’ প্রভৃতি আন্ত বর্ণলোপের দৃষ্টান্ত বটে।

(১৫) ‘বিক, বিগ’—বোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—‘( সং বিদিক্—বিক্ )। দিক্, গ্রঃ—বাইছ বহুনা বিক ( জানদান )’। ‘বিক’ শব্দের এই ব্যুৎপত্তি বা অর্থ কিছুই সমর্থন-যোগ্য নহে। পদাবলি-সাহিত্যে দান-লীলা প্রসঙ্গে বহু স্থলে ‘মধুরার বিকে’, ‘বহুরার বিকে’ প্রভৃতি ব্যাক্য-ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অর্থ সর্বত্রই ‘বিক্রয়-স্থানে’। ‘বিক্রয়’ হইতে সব্বত্রই ‘বিক্রী’ বা ‘বিকি’ সিদ্ধ হয়। পদাবলির ব্যাকরণ অনুসারে সপ্তমী বিভক্তিতে ‘বিক্রিতে’ না হইয়া ‘বিকে’ হয়; সুতরাং ‘বিকে’ শব্দের অর্থ ‘বিক্রয়ে’। ‘বহুরার বিকে’ বলিলে লক্ষ্য দ্বারা বহুরার অব্যবহিত তীর-বর্তী বিক্রয়-স্থল বুঝা যায়।

(১৬) ‘ভাঙ’—বোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—‘( সং ভ্রতজ )। ভ্রতজ, গ্রঃ—বিভাগতি, চতুঃ, বৈকংগর।’ পদাবলি-সাহিত্যে ‘ভাঙ’ বা ‘ভাঙু’ শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়; উহার অর্থ কুড়াপি ‘ভ্রতজ’ নহে; সর্বত্রই ‘জ’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত ‘জ’ শব্দের অপভ্রংশ ‘ভক’—‘ভঙ’ হইতেই হিন্দী—‘ভেঁ’, ও গ্রাঃ বাঃ ‘ভাঙ’ বা ‘ভাঙু’ উভূত



হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালার 'উ' অক্ষরটি 'আওর' প্রভৃতির সহ 'অ' অক্ষরের ভার উল্লসিত হয় হইয়া 'উ' অক্ষরের ভার উল্লসিত হইত; পদ্যবলি-সাহিত্যের 'উ', 'কো', 'মি' প্রভৃতি শব্দে সেই উচ্চারণ রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং পদ্যবলির 'ভাউ' বা 'ভাউ' শব্দ-সহিত হিন্দী 'ভৌ' শব্দের উচ্চারণ-গত বিশেষ পার্থক্য নাই। 'ভাউ' বর্ণা,—

‘উন্নত ভাউর ভলী’—প-ক-ত, ৭৮৬ পদ।

‘না জানিয়ে কোন কলাবতি বাঁকল

ভাউ-ভুলদিনি-পাশে।’

—প-ক-ত, ৩৪৬ পদ।

‘ভাউ ধহুরা ভেল লোচন বাণ’

—প-ক-ত, ৩১৫ পদ।

বলা বাহুল্য যে, ইহার কোন স্থলেই ‘ভাউ’ শব্দের ‘জ্র’ ব্যতীত ‘জ্র-ভজ’ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না।

(১৭) ‘মন্ত’-‘মন্তানী’। বোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—“(কা°)।। ঐশ্বরভক্তিতে বিহ্বল। জী—মন্তানী। প্রঃ—কুটিনী গন্তানী বড় যে মন্তানী। (জাঃ)—এখানে জগৎ-তপস্বিনী।’ বস্তুতঃ কারসী ‘মন্ত’ শব্দের অর্থ ‘মন্ত’; ঐশ্বর-ভক্তিতে মন্ত হওয়া অনেকের পক্ষে আভাবিক হইলেও ইহা প্রায় সর্বত্র ‘সুরা-মন্ত’ বা ‘কাম-মন্ত’ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে (ক্যাননের অভিধান দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ভারতচন্দ্রের উক্ত উদাহরণে ‘মন্তানী’ শব্দের লাক্ষণিক অর্থ ধরিয়া ‘জগৎ তপস্বিনী’ করার কোনই প্রয়োজন নাই। ইহার লাক্ষণিক অর্থ দ্বারাই ‘কাম-মন্তা’ বুঝা যাইতেছে। ‘মন্তানী’ শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও বাঙ্গালা-সাহিত্যে ‘মন্ত’ অর্থে ‘মন্ত’ শব্দের প্রয়োগ নাই। ‘বৃহৎ’ অর্থে ‘মন্ত’ শব্দের প্রয়োগ আছে। ঐ ‘মন্ত’ শব্দ বোগেশ বাবুর মতে ‘মন্তক’ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। কারণ, সংস্কৃত কিংবা হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্যে উহার সর্বত্র প্রয়োগ নাই। কারসী ‘মন্ত’ শব্দের ‘মন্ত’ অর্থ হইতে ‘দুর্দর্শ’ ও উহা হইতে ‘প্রকাশ’ অর্থ প্রসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই আবাদিগের অহুমান হয়; ‘মন্ত-রাম’ শব্দটি এই অহুমানের সমর্থন করিতেছে। ‘মন্ত-রাম’ কি না ‘মন্ত বলরাম’ অর্থাৎ দুর্দর্শ বলরাম। সুতরাং ‘জিনি মন্ত-রাম বীর’ বলিলে—‘জিনি বলরামের ভার দুর্দর্শ বীর’ এইরূপ অর্থ হইবে। প্রকৃত অর্থ বিস্তৃত হওয়ার এখন ‘মন্তরাম’ পদ ও ব্রুকাদিরও বিশেষণ হইতেছে। আবাদিগের অহুমান ব্যক্ত করিলাম,— উহার দোষ-গুণ সুধীর্ষ বিচার করিবেন।

(১৮) ‘মামন’—বোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—‘কাঁচা হুগ হইতে উৎপন্ন স্নেহ-পদার্থ। (ননী—নই হইতে জাত)’ আবাদিগের প্রথম প্রবন্ধে আনন্দের বোগেশ বাবুর ব্যাখ্যাতে ‘মামন’ ও ‘ননী’র পার্থক্য প্রীকার করিয়াও পূর্ববদ ও উত্তরবদে দ্বি-জাত স্নেহ-পদার্থ ‘মামন’ নামে ও কাঁচা হুগজাত স্নেহ ‘ননী’ নামে অভিহিত হয় বলিয়া লিখিয়াছি। সম্ভ্রুতি

আমাদের উক্তিগণ গোবর্দ্ধন শাস্ত্রীর প্রীতি ও একজন অতিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত প্রাপ্ত হওয়ার, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। গত বর্ষের তারতর্ষ্য পত্রিকার গ্রীষ্মক বিশদিন বিহারী-সেন বি এন্স মহাশয় ‘হৃৎজাত খাত’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—“হৃৎ মনন করিয়া যে মাখন পাওয়া যায়, তাহাকে ‘হৃৎখের মাখন’ বা নবনীত (ননী) এবং দধি মনন করিয়া যে মাখন পাওয়া যায়, তাহাকে ‘বোলের মাখন’ বা মাখন বলে।” বিগিন বাবু বৈজ্ঞানিক হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল,—

“নবনীতঃ হিতং গব্যং বুঘ্যং বর্ণবলারিক্তং ।”

“হৃৎখাং নবনীতত চক্ষুয্যং রক্তপিত্তহুং ।”

“নবনীতত সত্বং বাহু গ্রাহি হিমং লঘু ।

মেঘাং কিকিৎকবারান্নমীষং তজ্জাশং-সংক্রমাং ॥”

ভারতবর্ষ; ৭৬৫৭৬৬ পৃষ্ঠা।

তাহা হইলেই জানা গেল যে, শুধু ‘নবনীত’ বা ‘মাখন’ বলিলে দধি-জাত মাখনই বুঝা যায়। হৃৎ-জাত মাখন বুঝাইতে হইলে ‘হৃৎখের মাখন’ বলা আবশ্যিক। ‘হৃৎখের নবনীত’ শব্দের সন্ধিপের-অন্ত শুধু ‘ননী’ শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক ‘নবনীত’ মণ্ডে কিকিৎ বোলের অংশ সংক্রমিত হওয়ার উহা কিকিৎ ‘কবারান্ন’ হইয়া থাকে—এই উক্তি হইতে উহা যে দধি-জাত, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। বৈজ্ঞানের ‘নবনীত’ শব্দের পরিবর্তে এখন ‘মাখন’ শব্দ ও ‘হৃৎখাং নবনীত’ শব্দের পরিবর্তে এখন ‘হৃৎখের মাখন’ বা ‘ননী’ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

(১১) ‘মানিয়া, মেতে, মেনে’—বোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(‘মান+ইয়া’)। মাত্, মানী, প্রঃ—সে মেনে নাগর কে (চণ্ডীঃ)—নারী ভাবার।’ প্রাচীন বাঙ্গালী সাহিত্যে বহু স্থলে ‘মেন’ বা ‘মেনে’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; আমরা কুজাগি ‘মানিয়া’ বা ‘মেতে’ শব্দ পাই নাই। ‘মেতে’ লিপিকরের প্রমাদ-জনিত পাঠ-ভেদ বলিয়াই বিবেচনা হয়। এই ‘মেনে’ শব্দের সহিত ‘মান’ শব্দের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা-সংস্কৃত ‘মতে’ শব্দের অপভ্রংশ-জাত। সংস্কৃত ‘মতে’ উৎপ্রেক্ষা-সূচক অব্যয়। ইহার অর্থ—‘না জানি’। ‘সে মেনে নাগর কে?’ বাক্যের অর্থ ‘সেই মাত্ নাগর কে?’ এইরূপ নহে; ইহার অর্থ—‘না জানি সেই নাগর কে?’ পদাবলি-সাহিত্যে এই অর্থ হইতে ক্রমে ইহার অন্ত অর্থ লুপ্ত হইয়া অনেক স্থলে ইহা কথার মাজার পরিণত হইয়াছে। ‘মেনে’ হইতেই ‘মেন’ ও পূর্ববকের জী-ভাবার ব্যবহৃত ‘বেন’ হইয়াছে। ‘বেন’ বধা—‘আমি বেন জীলোক, তুমি পূর্ববকার বধ না কেন?’ ‘আমি বেন’—‘আমি মেন’।

(১২) ‘মিআ...বাড়’—বোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(‘সং যুত হইতে’) মিআই—মুহু হই; ‘মুর্তিহীন হই, প্রঃ—গান মিআইয়া যায়; আর্জ হই, প্রঃ—বধীকালে মুড়ি মীষ মিআয়।’

‘মৃত’ হইতে ‘মিআ’ ধাতুর উৎপত্তি হুর্কোণী; ‘মৃ’ ধাতু হইতে দ্ব্যজ্ঞান ‘মন্’ ধাতু হইয়াছে; উহার রূপ ও অর্থের সহিত এই ‘মিআ’ ধাতুর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। আমাদিগের বিবেচনার ‘গান মিআইরা বার’ বাক্যের ‘মিআ’ ধাতু ‘মৃদ’ ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ‘মৃদ’ ধাতুর উত্তর ‘কু’ প্রত্যয় দ্বারা ‘মৃহ’ শব্দটিও সিক্ত হইয়াছে। ‘মৃদ’ ধাতুর অর্থ ‘চূর্ণ করা’; ঐ অর্থ হইতে ‘ক্ষীণ করা’ অর্থ সহজেই আসে। ‘বর্ষাকালে বৃষ্টি মিআইরা বার’ বাক্যের ‘মিআ’ ধাতু ‘মিখীভাবে’ অর্থে ‘মিদ্’ ধাতু হইতে জাত হইয়াছে।

(২১) ‘মিছরী, মিছরি’—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(‘সং মিশ্র-দেশ হইতে ? আ’। হি° মিখী, ম° মিখী মিসরী)। খণ্ড শুড়, প্রঃ—চৈঃ চঃ।’

ইক্সুভাত রসের চরম পরিণতি ‘সিতোপল’ অর্থাৎ মিছরীর প্রয়োগ অতি প্রাচীন চরক-সাহিত্যের দৃষ্ট হয়; ‘মিছরী’ যে মিশ্র-দেশ হইতে ভারতে আনীত হইত, তাহার প্রমাণাত্মক। চরকে ‘মৎস্যশিক’ নামক পদার্থের উল্লেখ আছে। অভিজ্ঞ কবিরাজদিগের নিকট শুনিয়াছি, ‘মৎস্যশিক’ ঠিক মিখী অর্থাৎ ‘সিতোপল’ নহে, তবে মিখীর দ্বারাই পরিষ্কৃত শুড়-বিকার বটে। কোন কোন কবিরাজ মৎস্যশিকার পরিবর্তে মিছরী, কেহ বা সাদা চিনি-ব্যবহার করিয়া থাকেন। ‘মৎস্যশী’ শব্দ হইতেই যে ‘মিছরি’ শব্দের উৎপত্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যোগেশ বাবুর লিখিত ‘মিছরি’ শব্দের ‘খণ্ড শুড়’ অর্থও সমর্থন-যোগ্য নহে। ‘খণ্ড শুড়’ দানা-দার শুড় বলিয়াই বোধ হয়; ‘মাৎ শুড়’ বা তরল শুড় হইতে পৃথক্ করার জন্যই ‘খণ্ড’ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। শুধু ‘খণ্ড’ শব্দেও ‘শুড়’ বুঝায়; বলা,—

‘চারি দণ্ড দিবে আল পরে দিবে খণ্ড’—ডাকের উক্তি।

(২২) ‘মিড়’—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(‘সং মিল—মিলন। স° মর্দন’) বস্তুতঃ ‘মিল’ ধাতু হইতে ‘মিড়’ হয় নাই। ‘মর্দন’ শব্দের মূল (root) পীড়নার্থক ‘মৃদ’ ধাতু হইতে ‘মিড়’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২৩) ‘মিনতি’—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(‘সং বিনতি। ৩° মিনতি; মং মিনৎ, মিনতী; হি° বিনতি। তুঃ আঃ মিরৎ)। বিনতি, প্রার্থনা’। ইহা দ্বারা ‘মিনতি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি ভাল বুঝা যায় না। সংস্কৃত ‘বিজ্ঞপ্তি’ হইতে প্রাকৃত ‘বিরজি’ ও উহা হইতে হিন্দি ও বাঙ্গালা ‘বিনতি’ ও বাঙ্গালা ‘মিনতি’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ‘অতরাং ‘বিরজি’ শব্দের অর্থ ঠিক ‘প্রার্থনা’ নহে,—ইহার অর্থ ‘নিবেদন’।

(২৪) ‘মুচকি’—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—‘বোধ হয় মূলে স° মুচ মুব ধাতু-পাঠ্য-ভৌর্য হইতে) শব্দের জৈবৎ হাস্য; জৈবৎ হাস্য।’ বস্তুতঃ ‘মুচকি’ হাস্যের সহিত পাঠ্য কিংবা চৌর্যের কোনই সম্পর্ক নাই; ডাঃ ক্যালন হিন্দী ‘মুসকুয়াণা’ ধাতু লক্ষ্যতঃ ‘মুস + কু to smile’ ধাতু হইতে উদ্ভূত বলিয়া লিখিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনার ‘মুচকি’ বা ‘মুচকি’ সংস্কৃত ‘মি’ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ‘মি’ ধাতুর অর্থ ‘জৈবৎ হাস্য’। ‘মি’ ধাতুর অপভ্রংশে ‘মিশি’, ‘মুসি’ ও বর্ণ-বিপর্যাস দ্বারা ‘মিসি’, ‘মুসি’ হওয়া খুব স্বাভাবিক।

( ২৩ ) ‘মৌকসি’—বোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(‘আ’ মৌকসী)। পৈতৃক বাপতি । বস্তুতঃ ‘মৌকসি’ শব্দ আদালতী ভাষার ‘কায়েনী’ অর্থেই ব্যবহৃত হয় ; যথা—‘মৌকসি তালুক’ অর্থাৎ দান-বিক্রয়ের স্বাধিকারযুক্ত হারী তালুক ।

( ২৪ ) ‘বৈছন’—বোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—( বোধ হয় স° বসিন্ হইতে হিন্দী বৈস্যা । কিন্তু ছন—ন আসে কেন ? যেমন সাদুতে ? ) ।

সংস্কৃত ‘বসিন্’ হইতে ‘বৈছন’ হয় নাই ; সংস্কৃত ‘বাদুশ’ শব্দ হইতে প্রাকৃত ‘কারিস’ ও উহার অপভ্রংশ হইতে হিন্দী ‘জৈসা’ ও বা° ‘বৈছে’ ও ‘বৈছন’ উদ্ভূত হইয়াছে । অন্য ‘ন’-কারের আগম সম্বন্ধে বোগেশ বাবুর অজ্ঞানই সন্দত বোধ হয় । ‘এমন’, ‘ভেমন’, ‘বেমন’ ও ‘কেমন’ শব্দের দ্বারা সাদৃশ্য হইতেই বোধ হয়, ‘ঐছন’, ‘তৈছন’, ‘বৈছন’ ও ‘কৈছন’ শব্দের অন্য ন-কারাগম হইয়াছে । সংস্কৃত ‘জিহুশ’, ‘তাদুশ’, ‘বাদুশ’ ও ‘কীদুশ’ শব্দগুলিই যথাক্রমে ‘ঐছন’ প্রকৃতি শব্দের মূল বটে । বোগেশ বাবু ‘বৈছন’ শব্দের অপর অর্থ লিখিয়াছেন—‘বে ক্ষণে (প্রাচীন পদে) ।’ তিনি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত না করার তাঁহার উক্তি বার্থতা পরীক্ষা করা গেল না । আমরা পদাবলি-সাহিত্যে ‘বৈছন’ শব্দের ‘বে ক্ষণে’ বা ‘বে ক্ষণ’ অর্থে প্রয়োগ পাই নাই ।

( ২৫ ) ‘রড়’—বোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—( স° রণ ধাতু গতি, শব্দে । স° রণ হইতে পলারন, গতি ( স° শব্দরস্য়াবলী ) । দোড়, প্রঃ—বরষাভ্রগণ লইয়া জীবন পলাইল দিরা রড় ( ভাঃ )’ এই ব্যুৎপত্তির আমরা সমর্থন করিতে, পারি না । সংস্কৃত ‘রণ’ ধাতু শব্দ-অর্থেই প্রসিদ্ধ ; উহার ‘গতি’ অর্থ গণ-দর্পণে দৃষ্ট হইলেও উহা হইতে ‘রড়’ সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর বোধ হয় না । আমাদের বিবেচনার ‘র’ ও ‘ল’য়ের অত্যন্ত হেতু ‘রড়’ ও ‘লড়’ শব্দ—উভয়ই উৎকলীভাষ-অর্থ-বিশিষ্ট সংস্কৃত ‘লড়’ ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ।

( ২৬ ) ‘সকা’—বোগেশ বাবু আরবী হইতে গ্রহীত ‘সকা’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—‘পূঠা ; জমিজমার সমষ্টি-পূঠা ( জমিঃ ) ।’ বস্তুতঃ জমিদারী সেরেতার ‘সকা’ শব্দ ‘সমষ্টি-পূঠা’ অর্থে ব্যবহৃত হয় না,—‘এক পূঠা’ অর্থে ব্যবহৃত হয় ; সে জন্যই জমি-জমার কাগজের সমষ্টিতে ( total ) ‘১ সকা’, ‘২ সকা’ ইত্যাদি রূপে সকার জমিজমার পরিমাণ লিখিয়া ঠিক দিতে দেখা যায় । ( ডাঃ ক্যালনের অভিধান দ্রষ্টব্য ) ।

( ২৭ ) ‘সমাজ’—বোগেশ বাবু ‘সমাজ’ শব্দের ‘সভা’ অর্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু ‘সমাধি-স্থল’ অর্থ সিদ্ধ হয় নাই । বৈকব বা গাঙ্গু-মহান্তদিগের সমাধি ‘সমাজ’ নামেই অভিহিত হয় । এই ‘সমাজ’ শব্দটি বোধ হয়, ‘সমাধি’ শব্দ-জাত ; ‘সমাধি’ হইতে ‘সমাধ’ ও উহা হইতে ‘সমাজ’ উদ্ভূত হইয়াছে ।

( ২৮ ) ‘সহল’—বোগেশ বাবু আরবী হইতে গ্রহীত ‘সহল’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—‘শিথিল, প্রকৃতিশিথিল’ । ডাঃ ক্যালন বিশেষণ ‘সহল’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—Easy ( সহজ ) । বস্তুতঃ বিশেষণ ‘সহল’ শব্দের প্রয়োগ আমরা বাঙ্গালী সাহিত্যে পাই নাই ।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে ও 'কথা' ভাষার 'সহলে সহলে' ক্রিয়া-বিশেষণটির প্রয়োগ দেখা যায় ;  
উহার অর্থ সুতরাং হইবে—'বাহাতে ক্রেশ না হয়, এ ভাবে' ; যথা,—

'বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে ।'

রসিয়া ভমরা পশিলা কমলে ।'

ভারতচন্দ্র ;—বিভাভূষণ ।

( ৩১ ) 'সামাই'—যোগেশ বাবু 'সামাই' বিশেষ্য শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লিখিয়াছেন,—  
'(সং সংহর হইতে । হিং সামাই, সমাই) । সমর, প্রঃ—লোভ সামাই করা ; এ ঘরে  
এত লোক সামাই হবে না—এত লোকের স্থান হবে না ।'

আমাদিগের বিবেচনা হয়, উত্তর দৃষ্টান্তের 'সামাই' শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি এক নহে ।  
'লোভ সামাই করা' বাক্যের 'সামাই' শব্দ 'সংহর' হইতে উদ্ভূত হইলেও হইতে পারে ;  
কিন্তু শেষোক্ত উদাহরণের 'সামাই' শব্দ সংস্কৃত সং + পরিমাণার্থক 'মা' ঋতু + অনট্ট প্রত্যয়-  
নিশ্পন্ন 'সংমান' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । 'মা' ঋতু যথা,—

'তনৌ মনুস্তত্র ন কৈটভমি-

স্তপোধনাত্যাগম-সম্ভবা যুদঃ ।'—মাঘ ।

ভাঃ ক্যালন সংস্কৃত 'সং + মা' ঋতু হইতেই হিন্দী—'সমানা' ঋতুর ব্যুৎপাদন করিয়াছেন  
এবং 'এ ঘরে এত লোক সামাই হবে না' বাক্যের মদৃশ কতকগুলি হিন্দী প্রয়োগ উদ্ধৃত  
করিয়াছেন ; আমরা উহা হইতে একটি প্রয়োগ উদ্ধৃত করিব,—

'কাজল ভালুঁ কিরকিরা ঔর সুরমা মিয়া ন জায়ে ।

ইন্ নৈননুর্মে পি বসে ছুজা কোন্ সমায়ে ॥

*Lamp-black doth prick my eyes, for  
eye-paint there's no space;*

*My love dwells in my eyes, for  
ought else there is no place.*

আমরা পদ্যবলি-সাহিত্যেও এরূপ প্রয়োগ পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়, কিন্তু এখন ব্যক্ততা-  
বশতঃ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না ।

ডাক্তার ক্যালন *Endurance* ; *patience* অর্থ-বিশিষ্ট 'সমাই' শব্দটি সংস্কৃত 'শায়া'  
শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন ; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনার উহা 'সংহর' শব্দ  
হইতে উদ্ভূত হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে ।

( ৩২ ) 'সিকমি'—যোগেশ বাবু 'সিকমি মহাল' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'যে মহালের  
খাজনা, তালুকদারের মতন একেবারে সরকারকে দিতে হয়' । এই অর্থ প্রকৃত নহে ;  
অধীর মহাল বা তালুককে সিকমি মহাল বা সিকমি তালুক বলে । যে স্থলে তালুকদারগণ  
পারিজা মহালের খাজানা একেবারে সরকারের অর্থাৎ প্রবর্ণমেণ্টের ট্রেজারিতে দিয়া থাকেন,

সেই স্থলে সিকিমি-দার বা অধীন তাকুন্দারকে উর্দ্ধতন জমিদার বা তালুকদারের সরকারে সিকিমি তালুকের খাজানা দিতে হয়।

(৩৩) 'সিধা...ধাতু'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(সং সম্—ধা ধাতু হইতে। সাধ ধাতু দেখ)। 'সিধাই—প্রবেশ করি, প্রঃ—মলয়ানিল হিমশিখরে সিধারল (বিভাপতি), কাহ্ন কুশলে পরবেশ সিধারল—(জানদাস)। বর্তমান রীতিতে সিধাইল হইত। (অপ্রচলঃ)।' বিভাপতি ও জানদাসের উক্ত উদাহরণের 'সিধারল' স্থলে অনেক প্রাচীন পুথিতে 'সিধারল' পাঠ দেখা যায়। 'চম্পতিপতি অব, রাই মানাইতে, আপে সিধারহ কান।' (প-ক-ত, ৪৮২ পদ) ইত্যাদি প্রয়োগ দর্শনে 'সিধারল' পাঠই প্রামাণিক বোধ হয়; তথাপি 'র' স্বাক্ষরের অপভ্রংশে 'র' হইয়াছে বিবেচনার যদি 'সিধারল' শুদ্ধ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও সংস্কৃত 'সম্—ধা' ধাতুর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। 'সিধারল' বা 'সিধারল' সংস্কৃত পুরনার্থক 'সিধ্' ধাতু বা 'সাধি' ধাতু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। গণ-দর্শনকার লিখিয়াছেন—'প্রায়ৈণ গ্যন্তকঃ সাধির্গমি স্থানে প্রযজ্যতে'। সংস্কৃত দৃষ্ট-কাব্যে 'তবে এখন আসি' এই অর্থে 'সাধয়ামস্তাবৎ' বাক্যের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। হিন্দী ভাষার গমনার্থক 'সিধারন' ধাতুর বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আমরা ফ্যালনের অভিধান হইতে একটি প্রয়োগ উদ্ধৃত করিতেছি,—

• 'বরসত্ মৈন্ হমারে, সো নিস্ দিন্ বরসত্ নৈন্ হমারে।

সদা রহত্ বরখা রাত্ হাম্ পন্ জব্ সে জাম্ সিধারে ॥'—স্বরদাস।

পদাবলি-সাহিত্যেও 'সিধারল', 'সিধারহ' ইত্যাদির বেষ্টে প্রয়োগ আছে।

(৩৪) 'হঙ'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'হ ধাতুর প্রাচীন ক্রিয়া-পদ। হইতাম, প্রঃ—চত্বীঃ।' যোগেশ বাবু প্রয়োগটি উদ্ধৃত না করার পত্রীকা করা গেল না। আমরা পদাবলি ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 'হঙ' শব্দের 'হই' অর্থেই ব্যবহার পাইয়াছি। সেইরূপ 'বাঙ'—বাই, 'পাঙ'—পাই, 'বাঙ'—বাই ইত্যাদি।

(৩৫) 'হাবিস'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(ই to heave) উত্তোলন; জাহাজের হাইল-ঘোরাইয়া জাহাজ ধামান।' 'উত্তোলন'-অর্থক heave হইতে 'হাবিস্' হয় কিরূপে? 'হাইল ঘুরান্ধকে' ইংরেজিতে heaving বলে কি? 'হাবিস্' বা 'হাবিজ্' শব্দটি খালসী-দিগের ভাষার ব্যবহৃত হয়। আমাদেরিগের একটি বন্ধু জাহাজের ইংরেজি-জানা একজন কেরানীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, 'হাবিজ্' শব্দটি ইংরেজি Half ease বাক্যের রূপান্তর। আমাদেরিগের নিকটে Nautical Dictionary না থাকায় আমরা ইহার বার্থভা পত্রীকা করিতে পারি নাই। তরসা করি, যোগেশ বাবু এ সম্বন্ধে অহুসন্ধান করিবেন।

• (৩৬) 'হারান্দ'—যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—'(ফা° হরনুজন্)। দহ্ম, সমুজ-দহ্ম, প্রঃ—কবিকঃ।' শব্দটি 'হারান্দ' না 'হার্মাদ' ? পূর্ববকে 'দহ্ম' অর্থে 'হার্মাদ' শব্দের খুব ব্যবহার নাই। প্রাচীন পারসিকদিগের মজলের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা 'হরনুজন্'

হইতে অমঙ্গলের সূঁচিমান্ বিগ্রহ হারমানের উৎপত্তি কি এতাত্ অসম্ভব ও হান্ত-জনক নহে ।  
আমাদিগের অনুমান হয় যে, স্পেন-দেশীয় 'Armada' বা যুদ্ধ-জাহাজের বহর হইতে প্রথমে  
স্পেন-দেশীয় ও পর্তুগিজ জল-দস্যগণ 'হার্মাদ্' শব্দে অভিহিত হইত ; পরে জল-দস্য  
মাত্রেই এবং মৌলিক অর্থের বিন্ধুতিবশতঃ ইদানীং দস্যমাত্রেই 'হার্মাদ্' শব্দে অভিহিত  
হইতেছে । তিন চারি শত বৎসর পূর্বে ভারতের উপকূলে স্পেনদেশীয় ও পর্তুগিজ জলদস্যর  
যে নিতান্ত প্রাচুর্য্যব হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বটে ।

( ৩৭ ) 'হোড়'—যোগেশ বাবু 'হোড়' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'মিশ্রণ, প্রঃ—সম্মাধুর্য্য  
রাধার প্রেম দৌহে হোড় করি ( চৈঃ চঃ )' উক্ত বাক্যে 'হোড়' শব্দটি 'মিশ্রণ' অর্থে প্রযুক্ত  
হয় নাই,—'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' ( competition ) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ; উহার পরবর্তী  
পংক্তিটি দৃষ্টি করিলেই ইহা প্রতীত হইবে ; যথা,—

'সম্মাধুর্য্য রাধার প্রেম দৌহে হোড় করি ।

কপে কপে বাড়ে দৌহে কেহ নাহি হারি ॥' চৈঃ চঃ, আদি-লীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ ।

স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের সংস্করণেও 'হোড় করি—বাকি রাধিয়া বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা  
করিয়া' অর্থ লিখিত হইয়াছে ; এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাৎপর্য্য কি, তাহা উক্ত সংস্করণের টীকার  
বিহ্বতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের প্রদর্শিত শব্দ ব্যতীত বাক্সালা-শব্দ-কোষে এরূপ  
আরও অনেক শব্দ আছে, বাহার ব্যুৎপত্তি নিতান্ত সন্দিগ্ধ । কোনরূপ ব্যুৎপত্তি না দেওয়া  
অপেক্ষা সন্দিগ্ধ ব্যুৎপত্তি উপস্থাপিত করিয়াও সূধীবর্ণের আলোচনার সৌকর্য্য সাধন করা  
সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়, যোগেশ বাবু ঐ সকল ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত করিয়াছেন । যোগেশ বাবু  
কোন কোন ব্যুৎপত্তির পরে সন্দেহ-সূচক প্রশ্ন-বোধক চিহ্নের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু  
অধিকাংশ স্থলে করেন নাই । সে বাহা হউক, সাধারণ পাঠকগণ অনেকেই অবিচারে সেই  
সকল সন্দিগ্ধ ব্যুৎপত্তি অদ্রোস্ত বলিয়া গ্রহণ করার আশঙ্কা আছে বলিয়া, পরিশিষ্টে এরূপ  
সন্দিগ্ধ-ব্যুৎপত্তি-যুক্ত শব্দগুলির একটি তালিকা প্রদান করিতে আমরা শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে  
অনুরোধ করি । কোন্ কোন্ ব্যুৎপত্তি সন্দিগ্ধ, তাহা বুঝা যোগেশ বাবুর ভাষা সূবিজ্ঞ  
ভাষাতত্ত্ব-বিদের পক্ষে কিছুই কঠিন হইবে না । এরূপ একটি তালিকা সংযোগিত হইলে  
উহা সন্দিগ্ধ শব্দগুলির আলোচনার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে ।

আমরা পুনরায় বলিতেছি, যোগেশ বাবুর বাক্সালা শব্দ-কোষের এই সকল ত্রুটি-বৈষম্য  
মধ্যে নহে,—তিনি অশেষ পরিশ্রমে অপূর্ণ শব্দ-কোষ সঙ্কলিত করিয়া বাক্সালা ভাষার  
বৈজ্ঞানিক আলোচনা করার পক্ষে যে কিরূপ অভূতপূর্ব সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাহা  
বলিয়া শেষ করা যায় না । আমাদিগের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা যদি যোগেশ বাবুর  
কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সাহায্য হয়, তাহা হইলেই আমরা শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব ।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

# বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সমালোচনার উত্তর

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বাঙ্গালা শব্দ-কোষের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ছাত্র দোষভেরই যোগ্য হইয়াছে। তিনি সমালোচনাটি পক্ষে প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমার দেখিতে দিয়া পরিশিষ্টে বাঙ্গালা শব্দ-কোষের ক্রটি সংশোধনের সুযোগ দিয়াছেন। তিনি জানেন, এক জনের দ্বারা শব্দকোষ ভ্রমশূন্য ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। চুঃখের বিষয়, ছুই একজন মাত্র সমালোচনা দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। কোষের দোষ আমার বত অমুভূত হইতেছে, বোধ হয়, অন্তের ভত হইতেছে না। কিংবা আলস্য বলবন্তর হইয়াছে।

সতীশ বাবুর অধিকাংশ সমালোচনা ঠিক মনে করিয়া কোষ-পরিশিষ্টের অন্তর্গত করিলাম। কয়েক স্থানে সন্দেহ আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি। তিনি চারি ক্রটির উল্লেখ করিয়াছেন; যথা, (১) কোষে সন্ধি শব্দার্থের প্রয়োগ উদ্ধার করা হয় নাই, (২) “অনেক অপ্রচলিত ও সন্ধিয়ার্থ শব্দের প্রয়োগ” দেওয়া হয় নাই, (৩) প্রাচীন “পদাবলী-সাহিত্যের শত শত শব্দের অর্থ কিংবা ব্যুৎপত্তি লিখিত হয় নাই।” (৪) কোষে যাবতীয় “প্রাদেশিক” শব্দ প্রদত্ত হয় নাই।

প্রথম ছুই ক্রটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থ কত বৃহৎ হইলে এই ছুই ক্রটির কথঞ্চিৎ অবসান হইতে পারিত? বিতীর্ণতঃ, প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক প্রায়ই অপ্রামাণিক আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রমাণ-উদ্ধার সময়ে নির্ভয়ে উদ্ধার করিবার জো নাই। প্রাচীন পদাবলীর প্রকাশকগণ অনেক শব্দ বদ্ধষ্টে তদ্ব্যুজিত করিয়াছেন। এ বিষয় পরে লিখিতেছি। প্রাচীন পদাবলী হুঁর থাক, সে দিন-কার ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ নিতুল দেখিতে পাই নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতচন্দ্রের দুইখানি পুস্তকে দেখিয়াছিলাম, “গজল করিলা তুমি আজব কথার”। গজল শব্দ ঠিক মনে করিয়া একটা সঙ্গত অর্থ নিরূপণ করিলাম। পরে এক সমালোচক দেখাইয়াছেন, শব্দটা গজল নহে, গজুব। গজুব অর্থে আশ্চর্য্য। যিনিই কোষ করুন, যদি তাহাঁকে মুদ্রাকর ও সম্পাদকের অনবধানতা ও অজ্ঞতা সারিয়া লইয়া শব্দ সংগ্রহ ও শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাঁকে বিমুগ্ধ হইতে হইবে, কোষ-সঙ্কলন চলিবে না। একখানা সংসামান্য পুস্তক লিখিয়া ছাপাইতে হইলে লেখকের যে কি পরিশ্রম ও কালব্যয় হয়, তাহা তুচ্ছভোগী মাজেই অবগত আছেন। ইহার উপর, যদি তাহাঁকে প্রমাণগ্রন্থের প্রমাণ ও সংশোধন করিতে হয়, তাহা হইলে কোষসঙ্কলন ফেলিয়া রাখা কর্তব্য।

প্রাচীন বৈকবপদাবলী হইতে কোষের শব্দ সংগ্রহ করা যাইবে কি না, সে বিষয়ে প্রথমে



আমি হিরসংকল্প হইতে পারি নাই। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের বিভাপতি দেখিয়া ও তাহার সহিত অস্ত্রের প্রকাশিত বিভাপতি তুলনা করিয়া কোনখানে প্রামাণিক, বুঝিতে পারিলাম না। কাব্যবিশারদের বিভাপতিতে বাঙ্গালা পদ আছে, মৈথিল শব্দের রূপান্তর হইয়াছে। আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিভাপতি হইতে প্রমাণ তুলিয়াছি, কিন্তু সে প্রমাণে এক এক শব্দের রূপ নির্ণীত হইতে পারে না। রমণীমোহন মল্লিকের চণ্ডীদাস পড়িলাম। বুঝিলাম, তিনি চণ্ডীদাসের পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু সংশোধক হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা ভাষায় এক নাম “সম্পাদক” জুটিয়াছে, যে নামের অভিধান কিংবা উপলক্ষ্য নির্দিষ্ট হয় নাই। এই অনির্দিষ্ট সংজ্ঞার অন্তরালে থাকিয়া বাহীর ইচ্ছা তিনি প্রাচীন গ্রন্থের “সম্পাদক” হইতেছেন। বঙ্গের বাহিরে গ্রন্থের “সংশোধক” পাওয়া যায়, বাঙ্গালা ভাষায় “সম্পাদক” আছেন, সংশোধক দেখিতে পাই না।

অত কথায় কাজ কি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত এবং “শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি. এ. কর্তৃক সম্পাদিত” চণ্ডীদাসের পদাবলী দেখুন। চণ্ডীদাসের পদাবলীর এক প্রামাণিক সংস্করণ পাইবার আশা করিয়াছিলাম। তিনি ভূমিকার লিখিয়াছেন, “এখন চণ্ডীদাসের নামের ছাপ দেখিলেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, [কোন পদ চণ্ডীদাসের কোন্টা নহে তাহা] বিচার করিয়া ত্যাগ করিবার সময় এখনও হয় নাই।” ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন, “আমি যে একজন খুব ভাল জহুরী, এ বিশ্বাস আমার নাই। কষ্ট-পাথরে কসিয়া খাঁটি সোনা ধরিয়া দিব, আর মেকি বাদ দিতে পারিবই, এমন স্পষ্টা রাখি না। \* \* \* আমি চণ্ডীদাসের নামাক্রান্ত যত পদ পাইয়াছি, বিনা বিচারে তাহা গ্রহণ করিয়া আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছি। এখন আপনাদের দশ জনের সমক্ষে তাহা দেখাইতেছি, আপনারা চিনিয়া লউন, কোন্টা মণি, আর কোন্টা কাঁচ।”

কিন্তু চণ্ডীদাস-মণি চিনিবার আয়োজন তাহার বত ছিল, অস্ত্রের তত নাই। তাহার যে জুয়োগ জুটিয়াছিল, অস্ত্রের তাহা জুটিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি কোথায় কোন্ মণি পাইয়াছেন, সে আকরের কি কি লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন নাই। তিনি রাসলীলার তিনখানি পুথী পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একখানি মূল করিয়াছেন। কেন মূল বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা সম্পাদক-মহাশয় বলেন নাই। তিনি ৮০টি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মূল পুথীতে প্রায় ৬০০ পদ ছিল। তিনি অবশিষ্ট ২০টি পদ কোথায় পাইয়াছিলেন?

তা ছাড়া, পুথীতে বাহা যেমন ছিল, সম্পাদক মহাশয় তাহা তেমন দেন নাই। তিনি পুথীর বানান পরিবর্তন করিয়াছেন, পদের পৌরুষার্য পুথীর মতন রাখেন নাই। অর্থাৎ তিনি “সংশোধক” হইয়াছেন; অথচ পাঠককে তাহার সংশোধক হইতে বলিতেছেন, অস্ত্রের দ্বারা মণি-নির্ঘর কঠিন করিয়া দিয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দি-ই, মণির সহিত পদের তুলনা করি। মহানদীর বালুকা-গর্ভে বহু বিন্দু স্বৈতবর্ণ মণি পাওয়া যায়। অনেক তাহা

হীরাজবে-সবয়ে সংগ্রহ করেন, জোহরীকে দেখান, সময়ে সময়ে আমার নিকটেও আনেন। দেখিবীর পূর্বে আমি জিজ্ঞাসা করি, কোথায় কবে পাইয়াছেন, কয়টা পাইয়াছেন। এক একজন মণির এমন জ্বলন্ত ইতিহাস দেন যে, তাহাতে আকরসম্বন্ধীয় পরীক্ষা বুঝা হইয়া পড়ে। কিন্তু মণি দেখিবামাত্র স্বাভাবিক আকারের অন্তর্ভা দেখিয়া ক্ষটিক বণিতে বিধা হয় না। কেহ কেহ হীরার আকারে কাটাইয়া সংগৃহীত মণি দেখাইতে আনেন। প্রাপ্তির ইতিহাসও সাফাইয়া আনেন, মণিপরীক্ষার সময় যায়। দেখিয়া দেখিয়া বুঝিয়াছি, লোকের রত্নপ্রাপ্তির লোভ বড় অল্প নহে।

নীলরতন বাবু চণ্ডীদাস-স্মৃতি হইয়া পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, পদ-প্রাপ্তির ইতিহাস দিয়াছেন, পুথীখানি “রামেন্দ্র বাবু, দীনেশ বাবু, ব্যোমকেশ বাবু ও সারদা বাবুকে” দেখাইয়াছেন, পদের ভাষা কাটিরা-কুটিরা বহিরা মাজিয়াছেন, ভূষণে খচিত করিয়া পাঠকে জোহরী হইতে বলিতেছেন। আমি জোহরী নই, বাঁদার পড়িয়াছি।

ইহার উপর, সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, ‘চণ্ডীদাসের ভাষা অনেকটা আধুনিক ভাষার দ্বার। \* \* \* চণ্ডীদাসের যে সকল পদ সচরাচর গীত হইয়া থাকে, তাহাদের কিছু কিছু পরিবর্তন হওয়া খুবই সম্ভব। তবে যে সকল পদ এত দিন অনাবিকৃত ছিল, সেগুলি গীত হইতে কখনও কেহ গুলিয়াছেন কি? সেগুলি ত অবিকৃত রহিয়াছে, স্বীকার করিতেই হইবে। রাসদীনার কোন কোন পদের ভাষার চমৎকারিত্বে আধুনিক কবিগণকেও মিলিত হইতে হইবে। সুতরাং মানিয়া লইতে হইবে যে, চণ্ডীদাসের পদের ভাষা এখন বাহা দেখিতেছি, চণ্ডীদাসের আমলে প্রায় তাহাই ছিল।’

এই সিদ্ধান্ত আমার সমালোচক সত্যীশ বাবু স্বীকার করিবেন কি? যদি চণ্ডীদাস মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্বে ছিলেন, তখন কি বহুবচনের তারা [ তাহারা ] ( ২৭ পদ ), আমরা ( ৪০০ পদ ), বল খাছু ( বোল খাছু স্থানে ), তাঁর [ তাহার ] ( ৪০৭ পদ ), এখানে বসিয়া নাগর আছেন ( ৪০৮ পদ ), আর কি জেতের [ জাতের ] ডর ( ৪১২ পদ ), কালার পৌরিত্তি লেঠা ( ৪১৫ পদ ), কোন কোন দিন সেই বাড়িয়ারে দংশয়ে আগন রোধে ( ৪২০ পদ ), বড়ই ছাণিত ( ৪২৪ পদ ), বাড়ল। বাঢ়ল ( ৪২২ পদ ), তাহে যে গোপিনী গেছিল সেখানে ( ৪৩৪ পদ ), এখানি চলিয়া বাহ ( ৪৩৫ পদ ), কালার জ্বালাটি বড় উপজল বেশ কথা কিছু করা ( ৪৪৫ পদ ), ইত্যাদি শব্দ ও ভাষা চারি শত বৎসর পূর্বের বলিতে পারা যায় কি? দৃষ্টান্তগুলি রাসদীনাংশ হইতে তুলিয়াছি; ইচ্ছা করিলে আরও তুলিতে পারি। বীরভূমের, বিশেষতঃ প্রাচীন কালের ইএক অজুনাগিক পদ-কোষের দেন? জানি না, সম্পাদক মহাশয় অজুনাগিক কাটিরা শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন কি না। সাহিত্য-পরিবর্দ্ধ চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মুদ্রিত করা হইতেছেন। সে পুথীর ভাষা, ব্যাকরণ, শব্দ, আর পদাবলীর প্রকাশিত ভাষা, ব্যাকরণ, শব্দের যে আকাশপাতাল প্রভেদ দেখা যাইতেছে। যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড় চণ্ডীদাসের হয়, তাহা হইলে নীলরতন বাবুর

চণ্ডীদাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কার হাতে পড়িয়া নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাস আধুনিক হইয়া পড়িয়াছেন, কবে পড়িয়াছেন, কে জানে। চণ্ডীদাসের নামে কাহার পদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই বা কে জানে।

সতীশ বাবু বলিতে পারেন না, কোষকারের এত বিচারে কাজ কি। তিনি নিজেরই দেখাইয়াছেন, পদউষ (পদাবুধ)—কুকুট অর্থ নীলরতন বাবু গ্রহণ করেন নাই। কোষকার কার অর্থ লইবেন? যদিও আমি পদউষ কুকুট স্বীকার করিয়া কোষে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, তথাপি প্রাচীন পদাবলীর প্রকাশক কিংবা সংশোধকদিগের প্রবৃত্ত অর্থের উপর অধিক নির্ভর করিবার কথা। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমি পদাবলী হইতে অল্প শঙ্ক লইয়াছি। শব্দের রূপ ও শব্দের অর্থ নিঃসন্দেহে জানা না গেলে কি লিখিতে কি লেখা হইয়া যাইবে। নীলরতন বাবু যে দুক্লহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দিয়াছেন, তাহার অনেক আমি স্বীকার করিতে পারি না। বধা, অম্বক অম্বস্র, অথাই অগাধ, আউদচ পাগলিনী, উছর উচ্ছ্বল, কেরমাগ মাঝি, বামক বামার ভ্রার কুক, ঠাম অভ্রার কাজ, ইত্যাদি একটাও ঠিক বোধ হইল না।

পদাবলীর সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। কোষসঙ্কলনে অর্থ ও ব্যুৎপত্তি নির্দেশে কত বিঘ্ন, তাহা সতীশবাবু জানিয়াও অহুযোগ করিয়াছেন। হুঃখের বিষয়, কোষ আরম্ভ-সময়ে তাহার উপদেশ পাই নাই। তাহার সাধনার ফল পদকরতরুও দেখিতে পাই নাই। তথাপি কোষে পদাবলীর শব্দ অনেক আছে। পরিশিষ্টে আরও শব্দ যোগ করিবার ইচ্ছা রহিল।

এইরূপ, প্রাদেশিক শব্দ বর্জনের একটা কারণ আমার অজ্ঞতা। আরও কারণ আছে, সে সম্বন্ধে কোষ-ভূমিকার সবিত্তরে ব্যাখ্যা করা যাইবে। এখানে সংক্ষেপে ছুই এক কথা জানাইতেছি। অনেকে “প্রাদেশিক শব্দ”, “গ্রাম্য শব্দ” স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করিতেছেন, যেন ছুই শ্রেণীর লক্ষণ সকলের জানা আছে। আমি আমার ছুই তিন সমালোচক মহাশয়কে লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু জানিতে পারি নাই। লক্ষণের অভাবে আমি বাজালা শব্দ-কোষ রচনার প্রয়াস করিয়াছি। কোষে অনেক শব্দের গ্রাম্য রূপ প্রদর্শন করিয়াছি। দেখিয়াছি, অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্যরূপ অপর কিছু নহে, সংস্কৃত-প্রাকৃত রূপ, কিংবা আধুনিক বাজালার পূর্বরূপ। সে রূপ কোথাও কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছে; কিন্তু বিকৃত হইলেও প্রাকৃতই আছে। বধা, রাস্তি, ধম্ব, কন্ম, হুজ্জ, পচিমা। প্রচলিত বানানের শৃঙ্খল মানিতে হইয়াছে; নতুবা ছুধু, বিঠু, বাজু, থেমা প্রভৃতি বানান করিতে পারিলে প্রকৃত বাজালা শব্দকোষ রচিত হইত। একটা কথা প্রশিধান করিতে বলি। আমরা যে রাস্তি বা রাং বলি, তাহা রাস্তি শব্দ হইতে নহে, রাস্তি হইতে আসিয়াছে। এই রাস্তি শব্দ হইতে কবির রাস্তি। সংস্কৃত-ভাবাভিমানী কেহ কেহ কোন কোন অঞ্চলে রাস্তির বলেন বটে; কিন্তু সেটা সূতম শব্দ, আমার মতে তাথা। চন্দ্র শব্দ হইতে চন্দ, চান্দ, চাঁদ জানি, চন্দর জানি না। যদি রাস্তির, চন্দর প্রভৃতি শব্দ “প্রাদেশিক” বলেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক-শব্দকোষ রচনা করুন; বৈক্য। ওপর. তেতর প্রভৃতি শব্দ সংগ্রহ করুন। দি ধাতুর রূপে জান। গি ধাতুর রূপে পেছেন।

কালো-তালো-বিশেষণ, রঙ, রঙীন, রঙীল, এবং বাঙলা, কাঙলা, প্রভৃতি শব্দবিভাগে শব্দকোষে পূর্ণ কর্তব্য। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অনেক জেলার, কেহ বা গ্রাম্য শব্দ, কেহ বা প্রাদেশিক শব্দ নাম দিয়া, শব্দের তালিকা, কোনটা বা অর্থ ও প্রয়োগ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। কত জেলার বাঙালা ভাষা চলিত আছে, তাহা সম্প্রতি জানিয়া ফল নাই। যদি নামকল্পে ত্রিশ জেলা হয়, তাহা হইলেও অন্ততঃ এক শত ভাষা পাওয়া যাইবে। বাঙালা-ভাষা-কোষ শব্দ-তত্ত্বাবেষায় কাজে লাগিতে পারে; কিন্তু বাঙালা ভাষার শব্দ জানিবার পক্ষে লাগিবে না। বাঙালা শব্দের প্রকৃত রূপ অর্থ ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে নানা ভাষা জানা আবশ্যক, কোষের শব্দ বাড়াইবার নিমিত্ত নহে।

ভাষা ও ভাষার প্রভেদ আমার “বাঙালা ভাষা” পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি করিব না। বাঙালা শব্দকোষে কোন কোন শ্রেণীর শব্দ থাকা চাই, তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ করিতেছি। শ্রেণীবিভাগ কঠিন; এক শব্দ দুই তিন শ্রেণীতে ফেলিতে পারা যায়। জব্য-শুণ-কর্ম্মাদি চিরন্তন ভাগেরও প্রয়োজন নাই। “প্রাদেশিক” শব্দের দুই ভাগ করিলে, পারা যায়। (১) একই শব্দ স্থানভেদে রূপান্তর পাইয়াছে, যেমন বেগাল বিরাল বিড়াল বেড়াল। (২) একই জব্য শুণ কর্ম্মাদি অর্থে স্থানভেদে শব্দান্তর প্রচলিত আছে, যেমন ক্ষেজুর বিলাই-বিজি বিড়াল। এই দুই শ্রেণীর শব্দ নির্বাচনে নানা জনের নানা স্পৃহা ও পক্ষপাত্ত্ব থাকিবার কথা। এই দুই ছাড়া আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে, যাহা দ্বারা বাঙালা ভাষার অভিধান পূর্ণ হইতে পারে, এবং যাহা ভাষা নহে, ভাষার শব্দ, অতএব যাবতীয় বাঙালা শব্দকোষে গ্রহণীয় এবং লেখককুলের শিক্ষণীয়। যেমন, বালাম চাউল। বঙ্গের সকল স্থানে বালাম শব্দ প্রচলিত নাই। নাই বলিয়া উহা প্রাদেশিক কিংবা গ্রাম্য নহে। কারণ, বালাম বলিলে যে চাউল বুঝায়, অল্প কোন শব্দে সে চাউল বুঝায় না। অতএব উহা বাঙালা ভাষার শব্দ। এইরূপ, যে দেশে নদী খাল বিল আছে, যেখানে নানাবিধ নৌকা বা জলযান আছে, যেখানে বন পাখর আছে, সমুদ্র আছে, নুতন শস্যের কৃষি আছে, কৃষিকর্ম্মের বিশেষ আছে, যেখানে বস্ত্রাদি কলা প্রচলিত আছে, সেখানে তত্তৎ জব্য শুণ কর্ম্ম জ্ঞাতিবাচক শব্দও আছে। এ সকল শব্দ প্রাদেশিক হইতে পারে, কিন্তু বাঙালা। একই জব্য শুণ কর্ম্ম জ্ঞাতি বুঝাইবার অনেক শব্দ থাকিলে যে শব্দ মূলের নিকটবর্তী, তাহা গ্রাহ্য। প্রসিদ্ধি-হেতু মূল হইতে বহু-বিকৃত শব্দও গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। প্রসিদ্ধ সাহিত্যে প্রাদেশিক শব্দ থাকিলে তাহাও গ্রাহ্য করিতে হইবে। তখন পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ভেদ করিলে চলিবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙালা যে শব্দের স্থায়িত্ব কামনা করেন, অভিলাষ নহে, অপক্ষ-পাতিত্বে যে শব্দ দ্বারা ভাষা পুষ্ট করিতে ইচ্ছা করিবেন, কোষকারকে সে শব্দ লইতে হইবে। এক অর্থে বহু শব্দের কিংবা বহু রূপান্তরে ভাষার পুষ্টি হয় না। নানা অর্থে নানা শব্দের দ্বারা হয়। যে শব্দ দ্বারা ভাষাপুষ্টি হয়, সে শব্দের প্রতি বর্তমান কোষকারের বিরাগ নাই।

এরূপ শব্দ অর্থ ও প্রয়োগ সহিত পাইলে, তাহা বাবুর গ্রন্থিক হইবে, ব্যাপ্তি-পাইলে নাহক।  
রূপনির্ণয়ে সুবিধা হইবে। কোষ-পরিশিষ্টে পরিষৎ-পত্রিকা হইতে যিহ্ন, স্মিত্যাক, কেহন  
হইবে।

এখন সত্যীশ বাবুর আলোচিত কয়েকটা শব্দ সম্বন্ধে ছই চারি কথা বলিতে চাই।  
তিনি বহু কাল ধাবৎ বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যয়ন করিতেছেন। তাহার সমালোচনা প্রস্তুত  
হলে ঠিক বোধ হইয়াছে। কয়েক স্থানে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

ঐছন...কোষে একটু ভুল হইয়াছে, ছই অর্থ মিলিয়া নিম্নোক্ত প্রকরণ-সিদ্ধান্ত  
(কাব্যবিশারদের) হইতে কয়েকটা প্রয়োগ তুলি। মিত্রি নিতি, ঐছন নর, ঐছন শেখর,  
তনইতে ঐছন রাইক বাণী,—ঐছন=এমন। ঐছন হোরল পহিল, ঐছনে, ঐছনে, মিলল  
কুঞ্জক মাক, ঐছন সময়ে আওল বনদেবী,—ঐছন=এমন, ঐছনে কখনো, ঐছন রাইতে  
পারে, এই ক্ষণে—সময়ে অর্থও হইতে পারে। নীলরতন বাবুর কতীদাসে ঐছন শব্দ অনেক  
পাওয়া যায়। “এমন” অর্থ বহু স্থলে স্পষ্ট। কিন্তু, ঐছন তনইতে মুগধ রমণী (২০৪ পৃষ্ঠা),  
কেহ বা আছিল হৃদ্য আবর্তনে চুলাতে রাখি বেশালি। ত্যজি আবর্তন ছই, কাছের ঐছন  
সে গেল চলি (৩৯৩ পদ), ঐছন রমণী মুরলী শুনিয়া আকুল হইয়া চিত্তে (৪০৫ পৃষ্ঠা),  
ঐছন চলল বরজ রমণী ধৈরজ নাহিক মানে (৪০৫ পদ), ঐছন মনের উত্তরি, আশনি বে  
ধনী কিশোরী রাই (৪২৭ পদ), ইত্যাদি প্রয়োগে ঐছন অর্থে “এমন” হইতে পারে,  
“এই ক্ষণে” হইতেও পারে। বিভ্রাণপতির, কৈছনে মিলক মাধবসুল, কৈছনে রাব রাব কীর,  
কৈছনে জীরব তাহি নেহারি, কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী, কৈছনে রেবর, বয়স,  
কৈছনে=কেমনে, কি প্রকারে। পদাবলীর ঐছন কৈছন বৈছন তৈছন, মৈখিকো, এসন  
কৈসন জৈসন তৈসন, ওড়িয়া এসন কৈসন যেসন তৈসন শব্দে প্রকার বুঝায়। ঐছন রাইশ  
বাবুশ তাবুশ অর্থে হিন্দীতে এসা কৈসা জৈসা তৈসা, পদাবলীতে ঐছা কৈছা বৈছা তৈছা,  
মরাঠীতে অসা কসা জসা তসা। মরাঠীতে অসা=ঐছন, অসা=এতৎপ্রকার। বিহ্য-  
পতির, কৈছে জুরতবিহার, দখিন পবন বহে কৈছে সুবতী সহে, কৈছে কৈছে, মাধন করনি  
মোর। বৈছে হিমকর মুগ পরিহরি কুসুম করল কোর, তৈলবিন্দু বৈছে গানি, গরুর,  
সিকতা জল বৈছে ক্ষ হি শুখায়ল। আওব ঐছে হানারি মন মান, তনহ ঐছে, নহ আক  
বিলাস, ঐছে কেরি রস না পাওব আর, শ্রবণ রহল ঐছে তনইতে রাব। ইত্যাদি। অতএব  
ঐছন ঐছা কৈছন কৈছা প্রভৃতি শব্দের অর্থ এক নহে। নকারান্ত ঐছন কৈছন প্রভৃতি  
শব্দের মূল কি? বোধ হয়, এতন্নি কন্নি প্রভৃতি মূল ছিল। বাঙ্গালাতেও যেমন তেমন  
প্রভৃতি শব্দের অর্থ বৈসা তৈসা ব্যতীত বন্নি তন্নি সময়ে আছে। বধা, যেমন আনিয়াছে  
তেমনি গিয়াছে—বে প্রকার, এবং বে সময়ে। এই ছই অর্থ ব্যতীত বাবুশ, তাবুশ, করক  
আছে। বধা, যেমন রূপ তেমন গুণ। তুলসীদাসের রামায়ণে ইমি কিমি, কিমি, তিমি  
ঐছন কৈছন বৈছন তৈছন। এখানে ম আনিয়াছিল কেন? ঐছনের ম, ইমির, নি

আকস্মিক বলিতে পারি না। এক একটি বর্ণের মধ্যে শব্দের মূল লুক্কায়িত থাকে। শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিতে পারিলে অর্থ যেমন জ্পষ্ট হয়, প্রয়োগে তেমন হয় না। হিন্দী ঐশা ঈশ্বৰ = এবং এই প্রকার বৃদ্ধি। তা বলিয়া ঐছন এবং ঐছা মূলে কিংবা প্রয়োগে এক বলিতে পারি না। বর্তমান মৈথিলীতে এহন জেহন প্রভৃতি শব্দ চলিত আছে। বাঙ্গালারও এমন কেমন প্রভৃতি শব্দের মূল মিশিয়া গিয়াছে। কেবল এ-মস্ত কে-মস্ত নহে। ব্যাকরণে ও কোষে দেখিতেছি ভুল রহিয়া গিয়াছে।

আদলি...বোধ হয় আদ্রিক। দ্বতকুমারী শব্দ কিংবা ইহার পর্যায়ভুক্ত এমন শব্দ পাই না, বাহা হইতে “আদলি” এই রূপ আসিতে পারে।

আরতি...রতি, অহরাগ। সতীশ বাবুর উদ্ধৃত প্রয়োগে স্পষ্ট।

উত্তরোল...এই শব্দের দুই অর্থ আছে, চঞ্চল ও উচ্চ শব্দ। বোধ হয়, উৎ-লোল, এবং উৎকৃত—এই দুই শব্দ হইতে। লোল চঞ্চলে (মেঃ); কৃত হইতে রোল। তরল হইতে রোল (ওকারান্ত র) আসে না।

এহেন...শব্দকোষে হেন, এনা দেখুন।

ওত...বোধ হয় স° রত্ন হইতে। রত্ন—বস্তুনি (মেঃ)। অস্ত্র কোষে পাই না। মৈথিলীতে ওত শব্দ চলিত আছে, অর্থ স্থান; যথা, অগস্তিক ওতৈ—অগস্তির স্থানে।

কড়হ...কটি-স্বত্র হইতে বোধ হয়। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে করচ আকার ধরিয়াছে।

ঙটিক...এক গোটা = একটা। ব্যাকরণে গোটা দেখুন।

ডিগর...শব্দকোষে ডেকরা দেখুন।

না...ব্যাকরণ দেখুন।

নাহ...ধাতু। কোষে না ধাতু আছে। নাহ পৃথক্ লেখা উচিত ছিল।

কানড়...নীলবর্ণ পুষ্পবিশেষ। কোষে ভুল হইয়াছে। কন্দলী হইতে পারে না। কন্দট হওয়ারই সম্ভব। শব্দকল্পদ্রুমে কন্দট খেতোংপল, কন্দোট নীলোংপল ও খেতোংপল। পরে দুই অভিন্ন হইরা থাকিবে।

কোক...চক্রবাক ঠিক।

চামারী...শব্দের ব্যুৎপত্তি দস্ত বলিয়াই মনে হয়। দস্ত কৈতবে ককে (মেঃ)।

কিরা...সতীশ বাবুর ব্যুৎপত্তি ঠিক নহে। স° কিরা—সত্যাক্রী হইতে। পালি জাতক গ্রন্থে কিরাআ আছে।

কীল...অমরকোষ, হেমচন্দ্র, হলায়ুধ, মেদিনী প্রভৃতি কোন কোষে কীল কিংবা কীলা অর্থে ব্রূত্যাঘাত নাই। অমর-কোষের কীল শব্দ অর্থহলে কীরবামৌ লিখিয়াছেন, কীল বন্ধে। কড়ৌ প্রহরণবিশেষে কীলা। বহুবাৎসায়নঃ কীলা উরসি কর্তরী শিরসি বিদ্ধা কপোলমোঃ। কিন্তু প্রহরণবিশেষ পাইলাম। এই অর্থ কীল = শব্দ হইতে। বাৎসায়ন আমি দেখি নাই। আটীন বাঙ্গালার কীল অর্থে মুখটি (মুষ্টি) শব্দ ছিল।

ননী...এই শব্দ লইয়া সতীশ বাবু অনেক বিচার করিয়াছেন। আমি জানিতে পারিয়াছি, পূর্ববঙ্গে দহির স্নেহকে মাখন বলে। পশ্চিমবঙ্গে দহির স্নেহ ননী। নবনীত দহি হইতে জাত। যথা, অমরকোষে ক্ষীরস্বামী,—দধেনো মথিতারবৎ তৎকালং নীতমুদ্বৃত্তং নবনীতম্। মহেশ্বরও তাহাই লিখিয়াছেন। হেমচন্দ্রে,—দধিসারং তক্রসারং নবনীতং নবোদ্বৃত্তম্। চরকে,—(দধি ও তক্র বলিয়াই) স্ফদাং নবনীতং নবোদ্বৃত্তম্। সুশ্রুতে,—নবনীতং পুনাঃ সত্ৰকং লঘু স্কুমারং কষায়মৌষদমং \* \*। কিন্তু পরে আছে, ক্ষীরোথং পুনর্নবনীতমুৎ-কৃষ্টস্নেহং মাধুর্যমুক্তং। অর্থাৎ নবনীত অর্থে দধিজাত স্নেহ। ইহাই নবনীত। হুঙ্ক হইতে জাত স্নেহের নাম পৃথক ছিল না। আমার অজ্ঞান হইয়া, সে কালে হুঙ্কের মাখন প্রসিদ্ধ ছিল না। ভাবপ্রকাশে, স্কৃণ নবনীতের নাম হইয়াছে। কিন্তু কেবল নবনীত বলিলে দধির ননী বুঝায়। যথা, নবনীতস্ত সত্ৰকং \* \* \* কিঞ্চিৎ কষায়ান মৌষতক্রাংশসংক্রমাৎ। তক্রসংযোগে হেতু নবনীত কিঞ্চিৎ কষায়ান্ন। হুঙ্কের নবনীত বলিতে হইলে হুঙ্কোথ বিশেষণ যোগ করিতে হইত। যথা, ভাবপ্রকাশে,—হুঙ্কোথং নবনীতস্ত \* \* \* মধুরং। স্কৃণ ত্রক্ষণ অর্থে তেল মাখা। হেমচন্দ্রে, ত্রক্ষণং তৈলং স্নেহোহিত্যঙ্গনক। অতএব হুঙ্কজাত নবনীত অর্থে ত্রক্ষণ শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। শ্রীকৃষ্ণ ননী-গোপাল ছিলেন; মাখন পাইতেন না। এ দেশের সাহেবরা মাখন পান না, ননী খান, কিন্তু মক্খন বলেন। কারণ, উদ্বৃত্ত বলিতে হয়।

ধনি...সং ধনিকা। ধনিকা সাধু নারী (মেঃ), বধু (হেমঃ)। বাঙ্গালা প্রয়োগে ধনি শ্রেষ্ঠা নারী, প্রায়ই ভামিনী। আমরে কামিনীকে ভামিনী বলা হয়। ধনি ধনবতী নারী নহে। সুবতী হইলেও যৌবন দেখিয়া ধনি সম্বোধন বোধ হয় না।

পনা...সং পণ হইতে বাঙ্গালা হিন্দী ওড়িয়া মরাঠী ভাবার প্রত্যয়বন্ধন হইয়াছে। পণ ব্যবহারে (business, transaction) প্রভৃতি নানা অর্থ যেদিনীতে আছে। অধুনা বাঙ্গালাতে ব্যবহার শব্দের অপ-ব্যবহার হইতেছে। পনা, পন, পণা, পণ প্রত্যয়ের অর্থ সং স্ব প্রত্যয়ের তুল্য বটে, কিন্তু সং প্রত্যয় ঠিক এক আকারে চারি ভাবার অপভ্রষ্ট হইবার দৃষ্টান্ত বিরল। তা ছাড়া, বস্—ম্ স্থানে না ণ পা হইবার দৃষ্টান্ত মনে হইতেছে না।

পুনি...পুনর্বার। খনার সংক্ষেপ প্রমাণ হইতে পারে না। সতীশ বাবুর উদ্ধৃতিতে প্রয়োগে পুর্নিমা অর্থ আসে না।

পাউব...সং প্রাবৃষ সন্দেহ নাই। চলিত বাঙ্গালার বর্ষার নুতন চলণ বটে। কোবে (মাছের) পাউশ, পাউব হইবে। বর্ষারন্তে মাছের পাউব বটে।

বোয়াল...সং ব্যাজ। ব্যাজ কৈতবে, ব্যাজ অপদেশে। এই অপদেশ অর্থ হইতে বিলম্ব, প্রাণের অতিরিক্ত অর্থ ইত্যাদি অর্থ আসিয়াছে। ব্যাজ টাকার জুহু নহে, জুহু প্রাণ্য; জুহু ব্যতীত কিছু লইলে তাহা ব্যাজ। এই কারণে জুহু-ব্যাজ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

কোটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে “বাজী” শব্দের দৃষ্টান্ত। যেমন, কোন দ্রব্য মাপিয়া দিলে বোড়শ ভাগ অতিরিক্ত দিতে হইত। এটা মান-বাজী।

পুড়...খাত্ত। স° পুঁখ খাত্ত হইতে ব লোপে পু হানে পু ল হইলে ঠিক হয়। পুঁই শব্দ হইতে পুড় হইতে না পারে এমন নহে। কিন্তু পোড়া অর্থে বেন পুটে দগ্ধ, এমনও আছে। পোড়ের তাত গোমরপুটে সিদ্ধ। পোড়া কাঠ ভস্মীভূত নহে, আ-দগ্ধ। বাহা হউক, পুঁখ হইতে পুড় মনে হইতেছে।

পুরা, পোরা...স° পুত্রক, পোতক।

বাক্ জংশ...বাহু+অংশ ঠিক মনে হইতেছে।

বিক...বিবিক হইতে। গ্রাম্য বিগ। ঐরোগে বিক, বিগ=দিক বুঝায়। বিক্রয় হইতে বিক্রয়ার্থে বৈক্যব পদাবলীতে আছে, চলিত বাংলার নাই।

ভাঙ...জ বটে, জ্ঞতজ নহে।

মুচকি...স° মি খাত্ত হইতে কিরণে সিদ্ধ হয়? অর+ক দেখিয়াছিলাম। মুচকি হাসিতে শাঠ্য নাই কি?

সিধা...খাত্ত। প্রবেশ অর্থে। গমন অর্থ নহে।

হোড়...স° হড খাত্ত সংঘাত হইতে মনে করি। উদ্ধৃত “স্বমাধুর্য্য রাধার প্রেম দৌছে হোড় করি” বাক্যে ৮জগদীশ্বর গুপ্তের ব্যাখ্যা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু লক্ষণার বাহাই হউক, মূলার্থে বিশ্রণ, সংঘাত মনে করি।

‘আরও অনেক শব্দ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পৃথী বাড়িয়া যায়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়





## বুদ্ধগয়ার ছইখানি শিলালিপি

কয়েক বৎসর অতীত হইল, স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক [ Theodore Bloch, Ph. D. ] প্রত্নতত্ত্ববিভাগের [ ১৯০৮-৯ সালের ] কার্যবিবরণীতে বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। উক্ত প্রবন্ধেই সর্বপ্রথম ছইখানি অপূর্বপ্রকাশিত শিলালিপির উদ্ধৃত পাঠ দৃষ্ট হয়।<sup>১</sup> বুদ্ধগয়ার মহাবোধি-মন্দিরের উত্তর দিকের প্রবেশপথের সোপানে একটি বুদ্ধ-মূর্তি রক্ষিত আছে, উহারই পাদদেশে এবং অংসদেশে ছইখানি লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মূর্তির প্রতিষ্ঠাতার নাম বীৰ্য্যোদ্রভজ। উহার পাদদেশে এই বার্তা খোদিত আছে। খোদিত-লিপিতে বীৰ্য্যোদ্রভজ ‘সামতটিক’ অর্থাৎ সমতটদেশাগত এই বিশেষণে অভিহিত হইয়াছেন। সমতট প্রদেশের একজন তীর্থযাত্রী বুদ্ধগয়ার পুণ্যসঙ্কেতে আসিয়াও তাঁহার স্বভাবজ স্বদেশপ্রীতির পরিচয় কর্তার শিলাগাত্রে অক্ষর-অক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই কৌতূহল-জনক তথ্যের সন্ধান পাইয়া ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিভাগের সুযোগ্য সহকারী পরিদর্শক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এ কথার উত্থাপন করিয়াছিলাম। অতাব জানাইবামাত্র তিনি উক্ত বুদ্ধগয়া-লিপিষয়ের প্রতিলিপি আমাকে ব্যবহার করিতে দেন। তদবলম্বনে ব্লকের উদ্ধৃত-পাঠের সহিত মূল শিলালিপির [ প্রতিলিপির ] পাঠ মিলাইবার অবসর হয়। আলোচ্য শিলালেখখণ্ড ১৯০৮-৯ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণীমধ্যে [ ১৫৭-৮ পৃষ্ঠায় ] প্রকাশিত হয়। অধুনা প্রাচীন সমতটরাজ্যের ইতিবৃত্তসম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করিতেছেন, কিন্তু উক্ত ছইখানি লিপি অত্য়পি তাঁহাদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।†

বুদ্ধপ্রতিমার পাদদেশে নিম্নোদ্ধৃত লিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়—

- ১। শ্রীসামতটিকঃ২। প্রবরম
- ২। হাবানবায়িনঃ শ্রীমৎসোমপুন্ন=মহা=
- ৩। বিহারীর=বিনয়বিৎ=হবির=বীৰ্য্যোদ্রভজ[স্বঃ]
- ৪। বদজ পুণ্যতত্ত্ববখাচার্য্যোপা

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২২, ১০ম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

১ Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1908-9, PP. 157-8.

† সম্ভ্রান্ত শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় তদীয় ‘ঢাকার ইতিহাস’-এ ২য় খণ্ডে উল্লিখিত লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে ব্লকের পাঠই রক্ষিত হইয়াছে।—ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯৭।

২ ‘সামতটিক’ বা ‘সামতটিক’ না পাঠ করিলে অর্থসঙ্গতি হয় না।

ডাক্তার ব্লক দ্বারা ‘বীৰ্য্যোদ্রভজ’ এই চারিটি অক্ষর পাঠ করেন।—A. S. R., 1908-9, P. 158.

৫। = [ ধার ] = মাতাপিতৃপূর্বস্বয়ং কৃষা সকল =

৬। = [ সম্বরণশে ] রহস্তরজ্ঞানাবাপ্তর ইতি ।

—সমতটদেশীয়, প্রবরমহাবানমতাবলম্বী, ঋদ্ধিশালী সোমপুরের মহাবিহারবাণী, বিনয়শাস্ত্র-পারদর্শী ও হুবিরসম্পন্নরত্নক বীৰ্য্যোক্তভদ্ৰনামা তীর্থযাত্রীর এই [ দান ] ; ইহাতে যে পুণ্য হইবে, তাহা আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং মাতাপিতা প্রভৃতি সকল জনের ‘অহস্তর’ জ্ঞানপ্রাপ্তিকল্পে প্রযুক্ত হউক ।

বুদ্ধপ্রতিমার অংসদেশের উৎকীর্ণ-লিপি এইরূপ—

১। ও অনেন শুভমার্গার্গেণ প্রবিষ্টো লো।

২। কনায়কঃ অতশ্চ বোধিমার্গার্গে

৩। যং মোক্ষমার্গার্গপ্রকাশকঃ ॥

এই শুভমার্গে লোকনায়ক বুদ্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, অতএব পরম জ্ঞান লাভের এই পন্থাই উৎকৃষ্ট পন্থা। মোক্ষমার্গে অধিরূঢ় হইতে হইলে এই [ বুদ্ধার্চিতপদ ] মার্গই অবলম্বন করিতে হইবে।

বুদ্ধপ্রতিমার পাদদেশস্থ খোদিত লিপির পরিচয় প্রদান করিতে বাইরা ডাক্তার ব্লক স্থির মত প্রকাশ করেন যে, লিপিতে উক্ত সোমপুর সমতট প্রদেশে অর্থাৎ নিম্নবঙ্গের কোনও স্থানে বর্তমান ছিল।<sup>১</sup> ব্লক আপনার প্রস্তাবের নাম দেন—“A Pilgrim from Lower Bengal,” অর্থাৎ নিম্নবঙ্গ হইতে অভ্যাগত একজন তীর্থযাত্রী।

আবিষ্কৃত বুদ্ধপ্রতিমার কুত্রাপি রাজ্যাক বা কোনও কালনিরূপক শব্দের উল্লেখ নাই। প্রত্নলিপিবিশেষ ব্লক ইহার অক্ষর বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, আলোচ্য শিলালেখের প্রায় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে।<sup>২</sup> কিন্তু আমাদের নিকট উহা আরও আধুনিক বলিয়া প্রতীত হয়। স্বর্গায় ডাক্তার কীলহর্ন লিখিয়াছিলেন, বীরদেবের [ ঘোবরী বা গ্রামে আবিষ্কৃত ] প্রাপ্তি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কোনও সময় উৎকীর্ণ হয়<sup>৩</sup>। বুদ্ধগয়ার সমালোচ্য লিপির ও ঘোবরী বা লিপির ‘শ’ ও ‘ন’ এই দুই অক্ষরের তুলনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বুদ্ধগয়ালিপি অর্পেকাকৃত আধুনিক। ঘোবরীবালিপির ‘শ’এর শিরোভাগস্থ বৃত্তটি একটি রেখা দ্বারা যুক্ত, কিন্তু বুদ্ধগয়ালিপির ‘শ’এ এই রেখাটি চুট্ট হয় না। ঘোবরীবালিপির ভায় রক্ষণালের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ কেশবপ্রস্থতির<sup>৪</sup> ‘শ’কারেও এই লক্ষণটি বিদ্যমান আছে। প্রথম মহীপালদেবের

১ A. S. R., 1908-9, P. 158.

২ Ibid., P. 157.

৩ Indian Antiquary, Vol. XVII, P. 309.

৪ গৌড়লেখমালা, পৃঃ ২২, চিত্র।

[ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ] সারনাথলিপিঃ সহিত বুদ্ধগয়ালিপিঃ অক্ষরের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শেষোক্ত লিপিঃ অক্ষর প্রাচীনতর। এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিলে অসম্ভব হয়, বুদ্ধগয়ার লিপি, ৮৭৫ হইতে ১৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইতে পারে। প্রাচীনলিপি-পারদর্শী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও উক্ত খোদিত লিপিঃ অক্ষর দেখিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

সমতট প্রদেশের অন্তর্গত সোমপুর মহাবিহার কোথায় ছিল?—ডাক্তার ব্লক লিখিতেছেন, —“I am unable to identify Somapura, a village or town in Lower Bengal ( Samatata ), where the “great monastery” ( Mahavihara ) was situated.” ( p. 158 ) বাস্তবিকই বিস্তীর্ণ সমতট প্রদেশের কোথায় সোমপুর-মহাবিহার ছিল, তাহা নির্ণয় করা [ উপযুক্ত প্রমাণের অভাববশতঃ ] অত্যন্ত দুঃস্থর বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিজয়পুর মহকুমার মধ্যে বজ্রযোগিনী নামে একটি সুপ্রাচীন গ্রাম আছে। বজ্রযোগিনী একটি প্রকাণ্ড গ্রাম—ইহা বর্তমানে ২৭টি পাড়ার বা উপগ্রামে বিভক্ত। বজ্রযোগিনীর একটি পাড়ার নাম সোমপাড়া। রেনেল সাহেব ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের যে মানচিত্র অঙ্কন করেন, তাহাতে বজ্রযোগিনীর নাম নাই, উহার স্থানে সোমপুরের [ Somapur ] নাম আছে। স্তত্রায় বর্তমান বজ্রযোগিনীর পূর্বনাম সোমপুর ছিল বলিয়াই মনে হয়। এখনকার সোমপাড়া পূর্বতন পল্লী সোমপুরের স্থিতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। কিছু দিন পূর্বে বজ্রযোগিনী গ্রাম হইতে একটি অবলোকিতেশ্বর-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সোমপাড়ার নিকট সুবিশাল ধ্বংসাত্মক দৃষ্টিগোচর হয়, উহা সাধারণ্যে ‘দেউল’-নামে পরিচিত। সংস্কৃত ‘দেবকুল’-শব্দের অর্থ মন্দির। অক্ষর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন, এই শব্দ হইতেই দেউলশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সোমপাড়ার ‘দেউলবাড়ী’ হইতে যোড়শ-মহাবিহারের অন্ততম বজ্রযানিপুত্রের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। নিকটবর্তী এক পুষ্করিণী হইতেও দুইটি তারামূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। এই তিনটি মূর্তির বিবরণ সম্ভ্রান্তি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লিখিত তারামূর্তিষয়ের একটির পাদদেশে একখানি খোদিত লিপি আছে। ভট্টশালী মহাশয় আমাকে পক্ষে জানাইয়াছেন, উহার অক্ষর খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীর। মূর্তিটি শীঘ্রই ঢাকা চিত্রশালার আনীত হইবে শুনিরাছি। এই মূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ার জানা বাইতেছে, বর্তমান বজ্রযোগিনী গ্রামে

১. A. S. R. 1903-4, p. 222 ; pl. LXIV, fig. 4.

২. Bengal Atlas, sheet no. XII.

৩. গোড়লেখমালা, পৃঃ ২৫, পাদটীকা।

৪. Memoirs A. S. B., Vol I. No. 1.

৫. প্রবাসী, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩২১-২।

অর্থাৎ প্রাচীন সোমপুরে খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে একটি তারামূর্তি-বিরাজিত মন্দির শোভা পাইত। বিস্তীর্ণ ভয়ভূত্বের মধ্যে বৌদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ার এবং এই ভূত্বের সন্নিকটেই আরও দুইটি তারামূর্তির আবিষ্কারে এই ধারণা স্বভাবতঃই বন্ধনুল হয় যে, এখানে পূর্বকালে একটি বৌদ্ধ সজ্জারাম বা বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। কানিংহামের মতে বিক্রমপুর পরগণা প্রাচীন সমতটের অন্তর্গত<sup>১</sup>; অতরাং সোমপুর বা বর্তমান বজ্রযোগিনী গ্রাম সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বুদ্ধগয়ালিপি হইতেও অবগত হওয়া যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে সমতটের অন্তর্গত সোমপুরে একটি ‘মহাবিহার’ বিরাজমান ছিল। বুদ্ধগয়ালিপির সোমপুর এবং ঢাকা জিলার অন্তর্গত সোমপুর [ বর্তমান বজ্রযোগিনী ] অভিন্ন কি না, বিশেষজ্ঞ তাহার বিচার করিবেন।

দুই জন তিব্বতীয় গ্রন্থকার সোমপুরের বৌদ্ধমন্দির ও সজ্জারামের উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসপ্রণেতা তারানাথ বলেন—দেবপাল সোমপুরে এক বৌদ্ধদেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন<sup>২</sup>। *Pag-Sam-Jon-Zang* নামক গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে, দেবপাল বরেন্দ্রাধিকারের পর ‘সোমপুরী’ নামক স্থানে একটি বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন<sup>৩</sup>। এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তিব্বতীয় গ্রন্থোক্ত সোমপুর বঙ্গদেশেই বর্তমান ছিল।

বুদ্ধগয়ালিপির বীৰ্যোজ্জ্বল্য কে, তাহা অবগত হওয়া যায় না। বিক্রমপুরের [ বজ্রযোগিনীনিবাসী ] মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের এক ভ্রাতার নাম বীৰ্য্যচন্দ্র<sup>৪</sup>। বীৰ্যোজ্জ্বল্য প্রায় বীৰ্য্যচন্দ্রের সমসাময়িক। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, দীপঙ্কর বজ্রযোগিনীর সোমপাড়ার বাস করিতেন<sup>৫</sup>। ইহা সত্য কি না জানি না; যদি সত্য হয় এবং যদি সোমপুর বজ্রযোগিনীর পূর্ব-নাম হয়, তবে সম্ভবতঃ বীৰ্যোজ্জ্বল্য ও বীৰ্য্যচন্দ্র একজনের নাম এবং তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ভ্রাতা। বীৰ্য্যচন্দ্র ও বীৰ্য্যজ্জ্বল্য নামক এক অথবা বিভিন্ন লেখকের লিখিত বহু গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। করাসী পণ্ডিত *Cordier* এর সম্বলিত ‘ক্যাটালগে’ এই সকল পুথির নাম দেওয়া আছে। বীৰ্য্যচন্দ্র সংস্কৃতভাষার ‘শ্রীবজ্রপাণিস্তোত্র’ নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন, উহা দীপঙ্করকর্তৃক তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়<sup>৬</sup>। বীৰ্য্যজ্জ্বল্য এবং বিভাকর

১ A. S. R., Vol. XV, p. 146.

২ Ind. Ant., Vol. IV, p. 366.

৩ *Pag-Sam-Jon-Zang*, Edited by Rai Sarat Chandra Das Bahadur, C. I. E., pp. 111-16.

৪ Indian Pandits in the Land of Snow, pp. 68, 69, 74.

৫ প্রবাসী, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৩১১-৩১২।

৬ Catalogue du Fonds Tibetain de la Bibliothèque Nationale, II partie, p. 327.

সামন্ত-পাণ্ডিত্যবলী-দীপকর-দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণ-সমাজ-সংলগ্ন-দীপক-তত্ত্ব-ভাষ্য-অনুবাদ-করেন। ১. 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' নামের বৌদ্ধগ্রন্থের প্রাথমিক শ্লোকমালা হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রমুখতম কেন্দ্রে বৌদ্ধ-পণ্ডিত আচার্য্য বীৰ্য্যভক্তের সহায়তার জন্য ব্রাহ্মণ-সমাজে। কিন্তু উহা কেন্দ্রে সমাপ্ত করিয়া বাইতে পারেন নাই। বোধিসত্ত্ব-ভাষ্য-সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ ১০৫২ খৃষ্টাব্দে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং কেন্দ্রে বীৰ্য্যভক্তের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ঐ সময়ের বহু পূর্বেই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। ঐক্য-এক-দেখা-বাইতেছে, এই বীৰ্য্যভক্ত ও বুদ্ধগয়াশিল্পির বীৰ্য্যভক্তের সমকাল-বর্তী-অভিন্ন কি না, বলিতে পারি না।

বুদ্ধগয়াশিল্পির 'বীৰ্য্যভক্ত'কে এক স্থানে (A. S. R., 1908-4, p. 52) ডাক্তার ব্লক-ব্রনক্রমে 'ইন্দ্রভদ্র'রূপে লিখিয়া গিয়াছেন। সেখানে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন, "(Another native of Samatata), Indra Bhadra, perhaps a spiritual descendant of Silabhadra, put up a fine life-sized image of Buddha at Bodh-Gaya." বীৰ্য্যভক্তের সঙ্কিত সমতটের রাজবংশের বনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকি বিচিহ্ন নহে। দীপকর-ব্রাহ্মণ-বে-রাজবংশ-শাসিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। তিনি বিক্রমপুর নগরের 'সুবর্ণধ্বজ' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১. সে সময়ে পূর্ববঙ্গে চন্দ্ররাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, চন্দ্রবংশে ইহাদের রাজধানী ছিল; বিক্রমপুরবাসী দীপকরের তৎকালীন হওয়ার সম্ভাবনা অতি কম। তিব্বতীয় পুণ্ড-সকলের স্থানে স্থানে দীপকরের 'ভদ্র' উপাধিও হুই হয়। বুদ্ধ-গয়াশিল্পির বীৰ্য্যভক্তের উপাধিও ছিল 'ভদ্র'। সমতটের রাজবংশধরগণের মধ্যে অন্ততঃ দুই জন ব্যক্তির এই উপাধি ছিল—ইহারী শীলভদ্র এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র বুদ্ধভদ্র। হুন-চোরা ইহাদের নাম করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া, বীৰ্য্যভক্ত ও দীপকরভদ্র সমতটের রাজ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এই সন্দেহ জন্মে। ইতি-বলেন,—সমতটের রাজবংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। দীপকর ও তাঁহার ভ্রাতাও বৌদ্ধ ছিলেন। সোমপুর সমতট-প্রদেশের একটি প্রধান সম্রাটশালী স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত, সন্দেহ নাই। যেরবার ভট-দেশ হইতে হিমালয়ের উপাত্ত পর্য্যন্ত এবং পূর্বসাগরোপকূল হইতে পশ্চিম-সাগরের বেলাতুনি

1. Ibid. pp. 148-50.

2. Bodhisattvavadana Kalpalata [ Bibliotheca Indica ] Vol. I, pp. XXVII-XXIX.

3. Bendall's Catalogue of Bud. Sans. Mss. in the University Library of Cambridge, p. 20.

4. Journal of the Bud. Text Society, Vol. I. p. 8, note.

5. Watter's Yuan-Chwang, Vol. II, pp. 109, 168, 227.—Beal's Life of Huien Tsiang, p. 107

6. Chavannes, Memoire, pp. 128-9.

পর্যন্ত বিহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল, সেই কীৰ্ত্তিশালী নরপতি দেবপালদেব যে সোমপুরে বিহার নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রসারকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সে সোমপুর কখনই অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। দীপঙ্কর বিক্রমপুর নগরে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা তিব্বতীয় গ্রন্থাদি হইতে অবগত হওয়া যায়। অপর পক্ষে তিনি সোমপুর বা বর্তমান বজ্রযোগিনীতে উদ্ভূত হন, ইহাও সকলে বলিয়া থাকেন। ইহা সত্য হইলে সোমপুর ও বিক্রমপুর নগর অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। দীপঙ্কর বিক্রমপুরের রাজকীয় প্রাসাদেই জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং দীপঙ্কর যদি সমতট-রাজবংশোদ্ভব হন এবং বিক্রমপুর নগর ও সোমপুর অভিন্ন হয়, তবে উক্ত রাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর নগরে অর্থাৎ সোমপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাও নির্দেশ করা হয়ত অসম্ভব হয় না। বুদ্ধগয়ালিপি 'বীৰ্য্যেন্দ্রভদ্র 'স্ববির' সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন, ইহা উক্ত লিপি হইতেই জানা যায়। যখন-চোয়াং সমতটের রাজধানীতে ভ্রমণ করিতে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, সমতটের রাজধানীর বিহার-নিচয়ের গুরোহিতগণও 'স্ববির' সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। বিক্রমপুর নগরে একটি বৌদ্ধ-বিহার অবস্থিত ছিল, ইহা একখানি তিব্বতীয় পুথি হইতে অবগত হওয়া যায়। পুথিখানির নাম অতি দীর্ঘ—“কৃষ্ণবমারিতন্ত্রস্ত পঞ্জিকা রত্নাবলী নাম”। ইহার লেখক অবধূত কুমারচন্দ্র বিক্রমপুরবিহারে বসিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন, এ কথা উক্ত পুথির পুস্তিকার লিখিত আছে।

শ্রীনীগোপাল মজুমদার

## রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ

বধন-বাঁজালার রেশম-শিল্পের উন্নতির দিন ছিল, তখন-মালদহ, রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহু রেশম-বস্ত্র ও রেশমী বস্ত্র উৎপন্ন হইত। এক কালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রেশম-কুঠী মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর গ্রামে অবস্থিত ছিল। ৬০।৭০ বৎসর পূর্বেও এখানে ৪টি ইংরাজের কুঠী ছিল। সেই কুঠীগুলির মধ্যে ২টিতে এখন কাছারী ও ১টিতে স্কুল হইতেছে। ২০ বৎসর পূর্বেও একজন ইংরাজ একটি নূতন কুঠী স্থাপিত করিয়া ছিলেন। এ অঞ্চলে এক কালে রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানী ও বেঙ্গল সিক কোম্পানীর বহু কুঠী ছিল। এখন সমস্তই উঠিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ তিন প্রকারের গুটি-পোকার তন্তু বস্ত্রের শৃঙ্খলপে ব্যবহৃত হয়,— রেশম, তসর ও এণ্ডি। যে গুটিপোকা তুঁতপাতা খায়, তাহা হইতে রেশম, সেগুলি স্কুল, কুছম প্রভৃতি পাতা খায়, সেগুলি হইতে তসর ও যে গুটিপোকা এরও বা ভেরাঙা-পাতা খায়, সেগুলি হইতে এণ্ডি হয়।

জঙ্গিপুর অঞ্চলে যাহারা রেশমের কার্যে নিযুক্ত থাকিত, আমি তাহাদের নিকট হইতে রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি।

যাহারা রেশমের কোষ বা “কোরা” উৎপাদন করিত, তাহারা “বন্দ”এর কিছু পূর্বে বা সমসময়ে “ছঁচু বা সঞ্চ” অর্থাৎ সঞ্চিত কোষ কিনিতে বয়স্কে (বেরস্কে) বা পদ্মা-পারে বাইত। বৎসরে সাধারণতঃ ৪টি “বন্দ” বা কীটপালনের সময় ছিল। ছঁচু আনিয়া ঘরে রাখিয়া দিলে আট দিনের মধ্যে কোষ বা “কোআ” কাটিয়া “চোক্রি” (প্রজাপতি) বাহির হয়। একখানি বৃহৎ বাগের দরমা বা চাটাইয়ের চারি পার্শ্বে বাধারি বাঁধিয়া, তছপরি চোক্রি বা প্রজাপতিগুলিকে রাখা হয়। এগুলিকে “ডালা” বলে। বাধারি বা “বাতি” চারি পার্শ্বে বাঁধিলে ডালাগুলি সহজেই ছুই জন লোকে ধরিয়া স্থানান্তর করিতে পারে।

এই প্রজাপতিগুলির মধ্যে পুং ও স্ত্রী দুই প্রকারের কীট থাকে। স্ত্রী কীটগুলি কিছু দিন পরে ডিম্ব প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। এই ডিম্বগুলি তখন সযত্নে রাখা হয়। উত্তাপ লাগিলেই কুটিবার পূর্বে ডিম্বগুলিতে “শাওয়া পড়ে” অর্থাৎ ডিম্বগুলি কিঞ্চিৎ ভ্রামবর্ণ বা কাল রঙের হয়। কুটিলেই ডিম্ব হইতে শোয়া পোকার ভ্রায় ক্ষুদ্র কীট বাহির হয়। ইহাকেই “পোলু” বলে। পোলুকে প্রথমাবস্থার “পাত” (তুঁতপাতা) কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া থাইতে দেওয়া হয়। পোলু প্রথমাবস্থার পাতার আঠা মাত্র খায়।

এইখানে পাতের বা তুঁতপাতের বিষয় কিছু বলিব। বাজারে যে তুঁতকল বিক্রয় হয়, তাহা দুই-রঙের;—সাদা ও কাল। সাদাগুলি মিষ্ট, কালগুলি অম্লমিষ্ট। উভয়েরই কল প্রায় ১।০ ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু যে তুঁতপাতের পাতা পোলুকে খাওয়ান হয়, তাহার কল ২।০ ইঞ্চির



অধিক লম্বা হয় না। ফল খাইতেও পানসে। এই তুঁতপাতা বা পাতের চাষ করিতে হইলে পাতলা ডালগুলি ১ ফুট আন্দাজ লম্বা করিয়া কাটিয়া ক্ষেত্রে লাগান হয়। না কাটিলে বড় তুঁতকলের গাছের ভায় এগুলিও বড় গাছ হয়; কিন্তু সাধারণতঃ ২০।৩ হাত লম্বা ডাল হইলেই কাটিয়া পোলুর খাণ্ডরূপে বিক্রয় করা হয়। বৎসরে সাধারণতঃ ৪ বন্দে ৪ বার বিক্রয় করা হয়। এক বার পাতের “মুঢ়া” লাগাইলে ২০।২৫ বৎসর চলে। কেবল মাঝে মাঝে চাষ দিতে হয়। এ অঞ্চলে বর্ষার প্লাবনের পলিতে সারের কার্য্য হইত। পাতের জমীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয় হইত। এখন পোলুপোষা ব্যবসায় কমিয়া যাওয়ার পাতের জমীও কম হইয়াছে।

পোলু প্রথম হইতে পাত খাইতে আরম্ভ করিয়া ৪।৫ দিন পরে ১ দিন আহার বন্ধ করিয়া জড়ের ভায় অবস্থিতি করে। এই অবস্থাকে “মেটা কলপ” বলে। আবার দিন কয়েক পাত খাইয়া ২ দিন অনাহারে থাকে; তাহাকে “দোকলপ” বলে। তৎপরে “তেকলপ”, সর্ব্বশেষে “শোধে রহে”। দোকলপের পরে গোটা গোটা পাত খায়; তখন আর কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দিতে হয় না। পোলু মোট আট দশ দিন পাত খায়। এই সময়ে পোলুগুলিকে বায়ু চলাচল করিতে পারে, এরূপ একটি ঘরে রাখা হয়। ঘরের ছায়ার ও জানালায় চিক টাঙ্গান থাকে, যেন কোন প্রকারে মাছি প্রবেশ করিতে না পায়। পরে যখন পোলু পাকিতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ পোলুর রং সাদা হইতে ক্রমে কিঞ্চিৎ হরিজাবর্ণ ধারণ করে, তখন সেইগুলিকে বাছিয়া “চর্ধকিতে” রাখা হয়। একখানি বড় দরমার চারি পাশে বাথারি বাঁধিয়া প্রায় ৪ আঙ্গুল খাড়াইএর চ্যাচারির জালিযুক্ত বেড় প্রায় ৩ আঙ্গুল ব্যবধানে চক্রাকারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সমস্ত দরমাখানিতে বাঁধা হয়। ইহারই নাম চর্ধকি। এই চর্ধকি বাহিরে রোজে রাখিয়া তাহাতে পাকা পোলুগুলি রাখিয়া দিলে বেড়ের মধ্যস্থ জালি বা ছিজে অথবা ছই বেড়ের মধ্যস্থ স্থানে বসিয়া পোলু সুখ হইতে রেশম-সূত্র বাহির করিয়া কোষ বা কোআ প্রস্তুত করিতে থাকে। রোজ কমিয়া আসিলে গৃহে লইয়া গিয়া আঙুন জালাইয়া গৃহের উত্তাপ বাড়াইতে হয়। কোআ প্রস্তুত হইয়া গেলেও কোআগুলিকে উপযূপরি কয়েক দিন রোজে দিতে হয়। এইরূপে যাহারা পোলু পুষ্টিয়া কোআ উৎপাদন করে, তাহাদিগকে “বসিনা” বলে। জলিপুর অঞ্চলে পুণ্ডরীক বা পুঁড়ো ও মুসলমানেরাই সাধারণতঃ পোলু পুথিত। কেহ বা সমস্ত খরচ নিজেই দিত। কেহ বা কোন গৃহস্থের ব্যয়ে পোলু পুথিত; তৎকর্ত্ত উৎপন্ন কোআর ভাগ পাইত। কোআ সাধারণতঃ ছই রঙ্গের হয়;—সাদা ও হলদে। সাদা কোআগুলিকে ঝোলি (ধবল) কোআ বলে। এগুলি এ অঞ্চলে বড় কম হয়। ধোলি কোআর রেশম-সূত্র কিছু অধিক দরে বিক্রয় হয়।

যাহারা রেশমের সূত্র প্রস্তুত করে, তাহারা এই বার কোআ খরিদ করিয়া আনে। কোআ কাটিতে অর্থাৎ কোআ হইতে রেশম-সূত্র বাহির করিতে বিলম্ব হইলে পাছে কোআর মধ্যস্থ কীট কোআর সুখ কাটিয়া বাহির হয়, সেই জন্য কোআগুলিকে তন্দুরে ভাপাইতে হয় অর্থাৎ উত্তাপ দিতে হয়। তাহা হইলে কোআর মধ্যস্থ কীট মরিয়া যায়। পাউরুটির তন্দুর অনেকই

হয় ত দেখিরাছেন। কোআর তন্তুর কিছু বৃহদাকারের। সমস্তটা ইট, চূণ-সুরকী দিয়া গড়া। তন্তুরের মধ্যে কাঠ জালাইয়া প্রথমে খুব গরম করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে আশুন বাহির করিয়া তদ্বাধ্যে জল ছিটান হয়। শেষে ১২১০ হাত লম্বা গোলাকার বাঁশের চ্যাচারির তৈরি “কুপি”র মধ্যে কোআ ভরিয়া, কুপিগুলি তন্তুরের মধ্যে ফেলিয়া, তন্তুরের মুখ বন্ধ করা হয়। তন্তুরের মধ্যে কিছু কণ রাখিলেই গুটিপোকা কোআর মধ্যে মরিয়া যায়। এখন বত দিন ইচ্ছা, কোআ না কাটিয়া রাখা যায়।

“বাই”এ কোআ কাটে অর্থাৎ কোআ হইতে রেশম বাহির করে। যেখানে রেশম-সূত্র বাহির করা হয়, তাহাকে “বাই” বলে। একটি ২ হাত উচ্চ বেদীর উপরে একখানি স্বল্পগভীর মাটির তাওয়া বসান থাকে। নীচে কার্তের জাল দিয়া এই তাওয়ার জল গরম করা হয়। পার্শ্বে একটা পাতনা বা নাদে ঠাণ্ডা জল রাখা হয়। সম্মুখে রেশম-সূত্র জড়াইবার জন্য একটি তোহোবিল বা বড় লাটাই থাকে। রেশম-সূত্র বাহির করিবার বা কোআ কাটিবার এইরূপ স্থানকে বাই বলে। ছুইট বাইএর মধ্যে একটি “ধূঁয়া ঘরা” বা চিমনী থাকে। কতকগুলি বাইএর সমষ্টিতে একটি “বানক” হয়। বানকের সহিত কর্মচারিবর্গের কার্যালয় থাকিলে সমস্ত স্থানটিকে রেশম-কুঠী বলে।

কোআ কাটিতে ছুই জন লোকের প্রয়োজন হয়। একজন কতকগুলি কোআ লইয়া গরম জলের তাওয়ার ফেলিয়া প্রথমে কুঁচি দিয়া কোআগুলি নাড়িতে থাকে। (এক বিঘত পরিমাণ দীর্ঘ কতকগুলি সরু কাঠি একত্রে বাঁধিলেই কুঁচি হয়)। নাড়িতে নাড়িতে কোআর উপরিভাগের একটা কঠিন আবরণ খুলিয়া যায়। তখন প্রত্যেক কোআর সূত্রের ১টা করিয়া প্রান্ত পাওয়া যায়। এইরূপ ৩৪টি সূত্র এক সঙ্গে মিলাইয়া অপেক্ষাকৃত একটি স্থূল সূত্র করিয়া লাটাইয়ের বা তোহোবিলের ছুই স্থানে ২টি স্থূল সূত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কোন কোআর সূত্র ঘুরাইয়া গেলে অন্ত কোআর সূত্র আবার ভোগান দিতে হয়। যে এইরূপ কার্য করে, সে “কাটানি”। আর যে লোকটি তোহোবিল ঘুরাইয়া সূত্র জড়ায়, তাহার নাম “পাকদার”।

পাকদার একমনে তোহোবিল ঘুরাইয়া যায়। কাটানির আদেশ-মত সময়ে সময়ে তাহাকে ঘুরাম বন্ধ করিতে হয়। সে সর্বদাই দাঁড়াইয়া থাকে। পাকদারকে গরম জলের তাওয়ার লম্বুখে বসিয়া কোআর সূত্র জোগাইতে হয়। গরম জলের তাওয়ার হাত ডুবাইতে কষ্ট হয় বলিয়া সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থ নাদের ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবাইয়া লয়। তাওয়ার জল কমিয়া গেলে নাদ হইতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেয়। পাকদারের বেতন কাটানির বেতন অপেক্ষা কম। রেশম ধারাপ হইলে বা ওজনে কম হইলে কাটানি দারী হয়।

বড় বড় বানকে এক স্থানে জল গরম করিয়া গরম ও ঠাণ্ডা জল পাম্প ও নল-যোগে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে। তোহোবিলও এত্নিন-যোগে চালিত হয়, সুতরাং পাকদারের প্রয়োজন থাকে না। বর্ষাকালে জল খোলা হইলে রেশম ধারাপ হয়, তজ্জন্য আগে কটুকরি দিয়া পরিষ্কার করিয়া রেশম-কার্য্যে ব্যবহার করে।

রেশম-সূত্র তোহোবিলে এক স্থানে জড়াইলে সমস্ত রেশম ভাল দেখা যাইবে না বলিয়া, রেশম-সূত্র তোহোবিলে জড়াইবার পূর্বে দুইটি বস্তুর মধ্য দিয়া আইলে। প্রথমটির নাম "বৌটিকল"। একটি কাঠের বাটের অগ্রভাগে একটি লৌহদণ্ড সংলগ্ন থাকে। এই দুইটি দুই ভাগে বিভক্ত। দুই ভাগের অগ্রভাগে দুইটি ছিদ্রযুক্ত কাচখণ্ড থাকে। রেশম-সূত্র প্রথমে এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করে। সূত্র মোটা হইলে বা কোমার কোন মোটা অংশ সূত্রের সহিত আসিলে এই ছিদ্রে বাধিয়া যায়। ইহারই নাম বৌটিকল। ২য়টির নাম "খেলনা"। একখানি বাখারির গায়ে খাড়া ভাবে দুইটি তার লাগান থাকে। এই তার দুইটির প্রান্ত গোলাকার। বীট-কলের ছিদ্রের মধ্য দিয়া আসিয়া রেশম-সূত্র এই তারের মধ্য দিয়া গিয়া তোহোবিলে জড়াইতে থাকে। তোহোবিল ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে খেলনাটি ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান জুড়িয়া দুই পার্শ্বে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। রেশম-সূত্রও তোহোবিলের গায়ে ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থান জুড়িয়া জড়ান হয়।

তোহোবিল ঘুরাইবার ফ্রেমকে ( অর্থাৎ বাহাতে তোহোবিল রাখিয়া ঘুরান হয় ও বাহাতে খেলনা সংযুক্ত থাকে ) আড়া বলে। তোহোবিল ও আড়া উভয়ই কাঠ-নির্মিত। তোহোবিলের উভয় পার্শ্বে লৌহদণ্ড থাকে। এক পার্শ্বের লৌহদণ্ড সরল, অত্র পার্শ্বে "দ"এর আকারে বক্র। ইহা ধরিয়া ঘুরাইতে হয়।

কোম্বা কাটা শেষ হইলে রেশম-সূত্রের গুচ্ছ দুইটি খুলিয়া লইয়া "ফুণকি" বাছে অর্থাৎ কোথাও কোম্বার পরিত্যক্ত অংশ লাগিয়া বা অত্র কারণে কোথাও সূত্র মোটা হইলে তাহা বাছিয়া ফেলে। তাহার পর প্রত্যেক ফেটি মোড়া বাধিয়া কুঠীর কর্মচারীর নিকট জমা দেয়। কর্মচারী রেশম ওজন করিয়া ও সূত্র মোটা হইল, কি সরু হইল, রং খারাপ হইল কি না—পরীক্ষা করিয়া লয়। খারাপ হইলে কাটানি সাজা পায়।

কোম্বা যখন প্রথমে কুঁচি দিয়া নাড়াচড়া করে, তখন কোম্বার উপরিভাগের আবরণ ও মোটা সূত্র কোম্বা হইতে বাহির হইয়া এক সঙ্গে জড়াইয়া লম্বা আকারের হয়। এগুলি তখন চিমনির গায়ে লাগাইয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। এগুলিকে বুট বা বুট বলে। (হিন্দী বুট = মিথ্যা)। এই বুট শুকাইলে পরিষ্কার করিয়া কেবল মোটা সূত্রগুলি রাখা হয় ইহার নাম চশম। ইহা অন্তত চালান হইত। জম্মিপুর অঞ্চলে চশমের ব্যবহার বড় ছিল না। কেবল কোম্বারের খুনসীর অস্ত্র ও অলঙ্কার গাঁথিতে ম্যাঞ্জেটা রঙে রঞ্জাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

রেশম-সূত্র হইতে এ অঞ্চলে খুতি, উড়ানী, সাড়ী, গম্পেসের ধান ( Gown piece ) ক্রমাল প্রভৃতি সাধারণ ভাবে বোনা হইত। এখন বোম্বাই সিঙ্কের ভায় ফুল তোলা বুনন হইতেছে। বালুচরে অত্র রঙের সূত্র দিয়া নানারূপ ফুল তুলিয়া সাড়ী প্রস্তুত হইত। এখন সে শিল্প লুপ্তপ্রায়। সূত্র পাক দিয়া লইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিলে তাহা পাকোয়ান, নতুবা ধাম নামে অভিহিত হয়। পাকোয়ানে কিঞ্চিৎ মজুরী বেশী পড়ে, কিন্তু স্থায়ী হয়।

শ্রীরাখালরাজ রায়

# আলোচনা

## I PER CENTএর প্রতিশব্দ

. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতে\* গ্রীষ্মক তারকনাথ দেব মহাশয় 1 Per cent. 2 Per cent এর প্রতিশব্দরূপে পূর্ববন্ধের কোন কোন স্থানে ব্যবহৃত 'একোত্তর', 'দুয়োত্তর' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তিগুলি উত্থাপিত হইতে পারে।

(১) পূর্ববন্ধের স্থানে স্থানে একোত্তর প্রভৃতি শব্দের এরূপ ব্যবহার থাকিলেও বন্ধের অন্ত্যন্ত স্থানে ঐ সকল শব্দের এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। সেখানের লোককে এই শব্দগুলি নূতন করিয়া শিখিতে হইবে।

(২) 'শতকরা এক' বলিলে যে ব্যক্তি উহার অর্থ না জানে, তাহার পক্ষেও উহার অর্থ বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু 'একোত্তর' বলিলে যে ব্যক্তি ইহার বিশেষ অর্থ না জানে, তাহার পক্ষে উহার অর্থ গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। শব্দশাস্ত্রের ভাব্য বলিতে গেলে শতকরা শব্দটি যৌগিক এবং প্রস্তাবিত একোত্তর প্রভৃতি শব্দ রূঢ়।

(৩) ইংরাজীতে বেরূপ স্থানে 'per' শব্দ ব্যবহৃত হয়, উত্তর-শব্দ '—করা' প্রত্যয় যোগে বাঙ্গালাতেও আমরা অনেক স্থলে তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারি, যথা,—

Per Mille—হাজার করা।

Per Maund—মণ করা।

Per Seer—সেরকরা ইত্যাদি।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনে হাজারকরা প্রভৃতি শব্দের অবস্থা কি হইবে? 40 per Mille 'হাজারকরা ৪০' এর স্থানে শতকরার পরিবর্তন করিয়া 'চারোত্তর' বলা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকিবে না। ইহাতে অসুবিধা অনেক।

(৪) শতকরা শব্দটি মূলতঃ যে খাঁটি বাঙ্গালা নহে, ইংরেজী per cent শব্দ হইতে অসুবিধা, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ নাই। শুভকরার আখ্যান শতকরা শব্দের ব্যবহার আছে; যথা,—

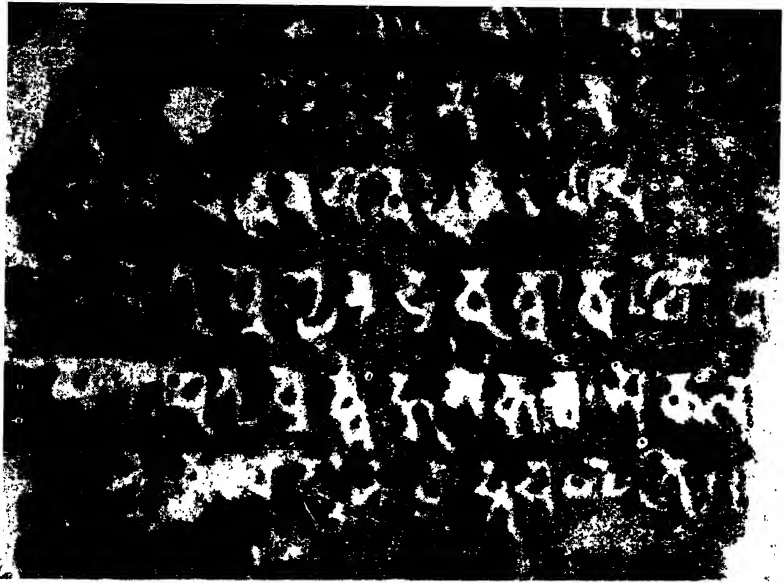
শতকরা তরকারি বাটা বুঝহ সুশীল।

তজ্ঞা প্রতি তিন গণ্ডা তিন কাক চারি তিল॥

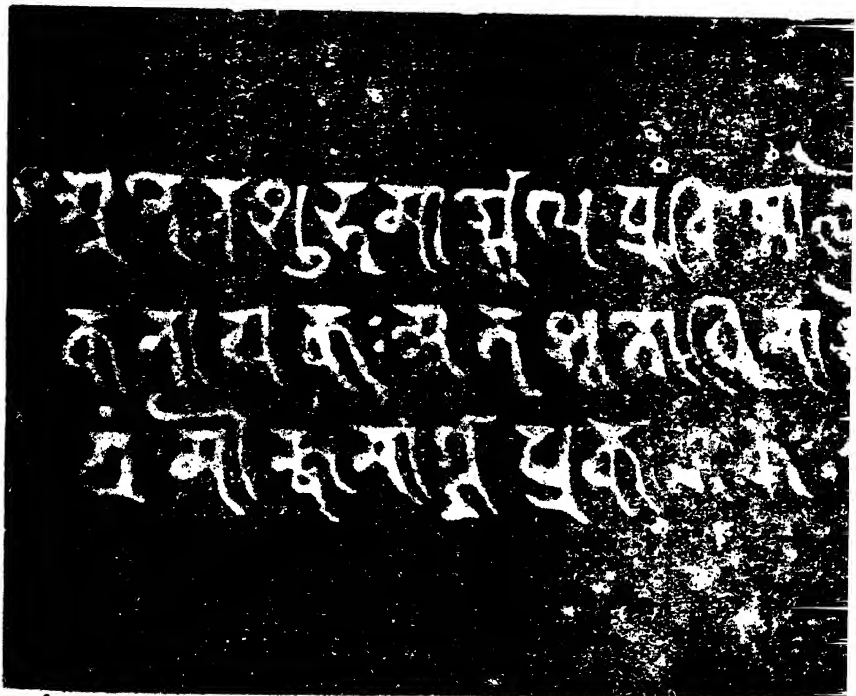
(৫) শতকরা শব্দ বাঙ্গালাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন এই শব্দটিকে তাবা হইতে নির্দাসিত করা সহজ হইবে না।

শ্রীঅম্বুজাঙ্ক সরকার





ବୁଦ୍ଧ-ପ୍ରତିମାର ପାଦଦେଶେ ଉଦ୍‌କୀର୍ଣ୍ଣ ଲିପି—୬୯ ପୃ: ।



ବୁଦ୍ଧ-ପ୍ରତିମାର ଅଂଶଦେଶେ ଉଦ୍‌କୀର୍ଣ୍ଣ ଲିପି—୧୦ ପୃ: ।



# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বয়োবিংশ ভাগ— দ্বিতীয় সংখ্যা

— ০ —

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীমতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি



(প্রবন্ধের সভাসভের সভ্য পত্রিকাধ্যক্ষ দ্বারা সংকলিত)

## সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। সম্বোধন	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ	৮১
২। মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য	শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	৯৫
৩। ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	১২৩
৪। মহাভারতের সময়	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী	১৩৯

## কলিকাতা

২৪৩১ আগার সাহুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৩

Printed by—R. C. Mitra at the 'Visvakosha Press',  
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

প্রাক্কপকে বার্ষিক মূল্য ৩/৬ তিন টাকা।

[ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ বার আনা।

সংগ্রহণ ৫৮/৫ তিন টাকা দ্বারা আনা।



হাজার বছরের পুরাণ

বাঙ্গালা ভাষায়

# বৌদ্ধ-গান ও দোহা

ইহাতে (১) চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাল্পপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এতদিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মন্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা (এবং অবিলম্বে প্রকাশিতব্য চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্বোপরি। আদর্শ চারিখানি পুথিই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইহাতে প্রকাশিত। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে—২।০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

২৪৩১ আপার মাকুলার রোড, কলিকাতা।

## সম্বোধন

পূর্ব পূর্ব বৎসরে আমি আপনাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা সকলেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা। আমি দেখাইয়াছি যে, অস্ততঃ ১০০ খৃঃ অঃ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমানদিগের বাঙ্গালা আক্রমণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে এক প্রবল বৌদ্ধ-সাহিত্য প্রচলিত ছিল; সেই সাহিত্যের ৩৩ জন লেখকের নাম করিয়া দিয়াছি, তাঁহাদের অনেকের সঙ্কীর্ণত্বের পদ, গীতি ও গাথার উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশই যে বাঙ্গালী, তাহাও প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আরও দেখাইয়াছি যে, এই কালের বৌদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকসকল মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে আরও অনেক পদকর্তা এবং তাঁহাদের পদ, গীতি, গাথা, দৌহা পাওয়া যাইতে পারে। আরও দেখাইয়াছি যে, শৈব যোগিসম্প্রদায়ও বাঙ্গালায় লিখিতেন, কিন্তু তাঁহাদের লেখা এখনও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং পড়িবারও সুবিধা হয় নাই। কিন্তু এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা যেমন সংস্কৃতের পুস্তক লিখিয়াছেন, তেমনই বাঙ্গালায়ও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। শৈব যোগীদিগকে সিদ্ধ বলিত। খৃঃ ১৩০০ সালে মিথিলায় হরিসিংহ নামে একজন বড় রাজা হইয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন রাজত্ব করেন। তিনি একবার নেপাল জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রাধিতে পারেন নাই। কিন্তু এক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া হরিসিংহের বংশধরগণ জয়স্বত্রে ও বিবাহস্বত্রে সমস্ত নেপাল দখল করিয়াছিলেন। রাজা হরিসিংহ মুসলমানদিগের সহিত অনেক বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। একবার মুসলমান-যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার রাজ-কবি জ্যোতি-রীষের কবিকঙ্কণচর্চা তাঁহার সম্বন্ধনার জন্ত “ধূর্তসমাগম” নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন ও অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এই রাজকবি বাঙ্গালা ভাষায় একখানি পুস্তক লেখেন; পুস্তকখানির নাম ‘বর্ণনরত্নাকর’, উহাতে কবি হইতে হইলে কোন্ বিষয় কি রকম বর্ণন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম কথা আছে। রাজার কি কি গুণ থাকা উচিত, মন্ত্রীর কি কি গুণ থাকা উচিত, রাণীর কি কি গুণ থাকা উচিত ও বেস্তার কিরূপ বর্ণনা করিতে হইবে, কুটিলীর কিরূপ বর্ণনা করিতে হইবে, এইরূপ অনেক কথা আছে। এক জায়গায় কিরূপে সিদ্ধ পুরুষের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহারও বর্ণনা আছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের নাম দিয়াছেন। আমরা বর্ণনরত্নাকর যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহাতে কিন্তু ৮৪ জন সিদ্ধের নাম নাই, ৭৬ জনের নাম আছে। সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে মীননাথের নাম প্রথম; বাকী ৭৫ জনের নাম সম্বোধনের শেষে দেওয়া গেল। আপনারা এই নামগুলি পড়িলে দেখিতে পাইবেন, ইহাতে বহুসংখ্যক শৈব যোগীর নাম আছে, কয়েক জন বৌদ্ধ যোগীরও নাম আছে। মীননাথের একটি বাঙ্গালা পদ পূর্বে তুলিয়াছিলাম; সেটি যে খাঁটি বাঙ্গালা, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সিদ্ধ পুরুষেরা এক সময় বাঙ্গালা দেশে খুব প্রবল

হইয়াছিলেন। গোবিন্দচাঁদের গীত, মাণিকচাঁদের গীত, ময়নামতীর ছড়া ইত্যাদিতে তাহা খুব প্রকাশ। দুঃখের কথা, এই সকল ছড়ার খুব পুরাণ পুথি পাওয়া যাউতেছে না। বাহাই পাওয়া যায়, তাহাই অল্প দিনের লেখা এবং নূতন রচনা। চেষ্টা করিলে খাস সিদ্ধ পুরুষদের সময়ের ছড়া পাওয়া বিচিহ্ন নহে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না, চেষ্টা করিবার ক্ষমতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বিশেষ অনুপ্রেরণা করিতেছি। বৌদ্ধ যোগীদের সিদ্ধাচার্য্য বলিত—লুই তাঁহাদের প্রথম। লুইয়ের বংশেও কয়েক জন সিদ্ধাচার্য্য হন। কৃষ্ণাচার্য্য বা কান্নু একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। তাঁহারও বংশে অনেক সিদ্ধাচার্য্য হইয়াছিলেন। লুইয়ের চেলা চামটির মধ্যেও অনেক সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। সিদ্ধাচার্য্যদের কথা অনেক বলিয়াছি, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন দেখি না। তবে এক কথা বলা যায় যে, শৈব যোগীরা যখন সিদ্ধ—শুধু সিদ্ধ, আর বৌদ্ধ যোগীরা সিদ্ধাচার্য্য, তখন যেন সিদ্ধের আগে ও সিদ্ধাচার্য্যের পরে। সিদ্ধাচার্য্য লুই রাঢ়দেশীয় লোক, দীপঙ্কর ত্রিচ্ছান বাঙ্গালার বিক্রমণীপুরের রাজার ছেলে। তিনি ও লুই দুই জনে একখানি তন্ত্রের বই লিখিয়াছিলেন। তিব্বত দেশে দীপঙ্করের যে জীবন-চরিত আছে, তাহাতে প্রকাশ যে, তিনি খৃঃ ৯৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন; ৫৮ বৎসর বয়সে ১০৩৮ সালে তিব্বতযাত্রা করেন; তথায় তিব্বতীদিগকে মহাযান ও সিদ্ধযানে দীক্ষিত করেন এবং ১৪ বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া ৭২ বৎসর বয়সে খৃঃ ১০৫০ সালে দেহ রক্ষা করেন। শ্রুতরাং লুই ও দীপঙ্কর যে বইখানি লিখেন, তাহা ১০৩৮ খৃঃ সালের অনেক পূর্বে লেখা। এ জীবনচরিতে আরও লেখা আছে যে, দীপঙ্কর নাড় পণ্ডিতের নিকট যোগ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রুতরাং নাড় পণ্ডিত লুইএর আগে, কি পরে, সে কথা স্থির বলা যায় না। তবে নাড় পণ্ডিত যে খুব একজন বড় লোক ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় অনেক বই লেখেন, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। সিদ্ধ ও সিদ্ধাচার্য্যদের পূর্বে বাঙ্গালায় গান, গীতি বা গাথা ছিল কি না, বলা যায় না। মহাযান গ্রন্থকার শাস্তিদেব ও সিদ্ধাচার্য্য ভৃঙ্গু যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আগেও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ছিল। কিন্তু আমি ষত দূর প্রমাণ পাইতেছি, তাহাতে এই দুই জন যেন এক ব্যক্তি নয়! অথ কেহ যদি পরিশ্রম করিয়া এই দুই জন এক কি না, প্রমাণ করিয়া দেন, তাহা হইলে এ কথাটার চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য কত পুরাণ, তাহাও স্থির হইতে পারে। যাঁরা হটক, সিদ্ধ ও সিদ্ধাচার্য্যের যদি প্রথম বাঙ্গালা-লেখক হন, তাহা হইলে মুসলমান-বিজয়ের ২৫০৩০০ শত বৎসর পূর্বেই বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ বলিতে হইবে।

আপনারা ত বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিষদ নন—বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিষদ। বাঙ্গালা দেশে ষত রকম সাহিত্য আছে, সকলেরই পরিষদ। ইহার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যই খুব প্রবল। এই সাহিত্যে বাঙ্গালা দেশের লোক শত শত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধেরা যে সকল পুস্তক লেখেন, বাঙ্গালী তাহার কথা বড়ই কম জানে। মুসলমান-বিজয়ের পরে যে সকল পুস্তক লেখা হয়, তাহার বিষয়ে মোটামুটি কতক জানা থাকিলেও ভাল

করিয়া জানা নাই। সেই অল্প এবারকার সম্বোধনে আমি এই দুই সময়ের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিবার চেষ্টা করিব। সব কথা যে নিঃশেষ করিয়া বর্তমান বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে বলিতে পারিব, এইরূপ প্রতীক্ষা করিতে পারিতেছি না। বাৎসরিক সম্বোধন যে সেরূপ প্রকৃষ্ট অবসর, তাহাও মনে করি না। তবে এমন কথা বলিব, যাঁহাতে এ বিষয়ে সাহিত্য-সেবিগণের দৃষ্টি পড়ে ও তাঁহারা এ বিষয়ের আরও অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন।

সংস্কৃত-সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে কোথায় যে আরম্ভ করিব, সেইটা খুঁজিতে অনেক সময় যায়, কারণ, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাম নাই। তবে আমাদের পক্ষে, বাঙ্গালীর লেখা সংস্কৃত-সাহিত্যের পক্ষে, বোধ হয়, পাল-রাজাদের সময় হইতে আরম্ভ করিলেই ঠিক হইবে। খৃঃ অষ্টম শতকের শেষে ও সমস্ত নবম শতক ধরিয়া গোড়ের পালেরা একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাঁহাদের সময় হইতেই আমরা আমাদের আলোচনার বিষয় যে বাঙ্গালার সংস্কৃত সাহিত্য, তাহা আরম্ভ করিব। এই সাহিত্যের দুই ভাগ ;—মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে ও মুসলমান-বিজয়ের পরে। মুসলমান-বিজয়ের পূর্বের সাহিত্য আবার দুই ভাগ ;—হিন্দু ও বৌদ্ধ। সুতরাং আমরা এই তিন ভাগে এই সাহিত্যের আলোচনা করিব।

প্রথম বৌদ্ধ-সাহিত্য, ধর্ম্মপাল রাজার সময়। তাঁহারই উৎসাহে ত্রৈলোক্যক বিহারের প্রধান ভিক্ষু হরিতদ অষ্টসাহসিক। প্রজ্ঞাপারমিতার এক টীকা রচনা করেন। টীকাখানির নাম ‘অভিসময়ালঙ্কারাবলোক’। এই টীকাখানির মাহাত্ম্য বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝা চাই। প্রথম প্রজ্ঞাপারমিতা কাহাকে বলে ? দ্বিতীয় অষ্টসাহসিক। প্রজ্ঞাপারমিতা কি ? উহার নাম অষ্টসাহসিক। প্রজ্ঞাপারমিতা হইল কেন ? অষ্টসাহসিক। ও অষ্ট সাহসিকায় প্রভেদ কি ? টীকার নাম অভিসময়ালঙ্কারাবলোক হইল কেন ? অভিসময় কাহাকে বলে ? অলঙ্কার কাহাকে বলে ? অবলোক কাহাকে বলে ? এতগুলি কথা বুঝিলে তবে লোকে এই টীকার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে এবং ধর্ম্মপাল কেন এই হরিতদকে এত উৎসাহ দিয়া এই টীকা লেখাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। নাগার্জ্জুন ইংরেজি দ্বিতীয় শতকের লোক। তিনি যৌর শূন্যবাদী ছিলেন। তিনি বলিয়া যান, ভাব ও অভাব সম্বন্ধে শূন্য, সুতরাং নির্বাক ও শূন্য। যাহা কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সবই অনিত্য। তিনি আপনার মত লোকে প্রচার করিবার জন্য একখানি পুস্তক বাহির করেন,—তাহার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। উহার পরিমাণ ৮ হইতে ১০ হাজার শ্লোক, এই পুস্তক গড়ে লেখা। পৃথি নকল করিতে হইলে ৩২ অক্ষরে এক শ্লোক হয়, এক হাজার শ্লোকে একটা দাম হয়, যত হাজার শ্লোক থাকে, তত গুণ সেই দাম দিতে হয়, শেষে হাজারের পর যদি কিছু বেশী থাকে, তাহাকেও হাজার ধরিয়া লইতে হয়। এইরূপে নাগার্জ্জুনের যে পৃথি হয়, তাহার পরিমাণ দশ হাজার হয়। উহার নাম হয় ‘দশসাহসিক প্রজ্ঞাপারমিতা’। উহা বুদ্ধের বচন ও এই ভাবে লেখা যে, বুদ্ধ যেন নিজেই তাহার শিষ্যদিগকে নাগার্জ্জুনের মত বুঝাইয়া দিতেছেন। শিষ্যেরা প্রশ্ন

করিতেছে, আর তিনি নিজের অর্থাৎ নাগার্জুনের মত বুঝাইয়া দিতেছেন। নাগার্জুন গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন বলিলে উহা ত আর বুদ্ধের বচনের মত প্রামাণিক হইবে না? তাই তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, নাগার্জুন পাতাল হইতে পারমিতা উদ্ধার করিয়াছেন। গ্রন্থখানি অতি সহজ সংস্কৃতে লেখা, কঠিন জিনিষ বুঝাইতে হইলে যেরূপ করিতে হয়, এক এক কথা বার বার করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যাহাতে সাধারণের বুদ্ধিগম্য হয়, সেইরূপ করিয়া লেখা। এই জন্ত রাজেন্দ্রলাল এই গ্রন্থখানি Verbose বলিয়া গালি দিয়াছেন অর্থাৎ বলিয়াছেন—কেবল কথার ভুড়ি মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; বিষয় অত্যন্ত কঠিন, সে জন্ত এক কথা অনেক বার বলিতে হইয়াছে। চীনের পণ্ডিতেরা বলে, এই দশসাহস্রিকা কাট-ছাঁট করিয়া অষ্টসাহস্রিকায় দাঁড়ায়। এখন আর দশসাহস্রিকার পুথি পাওয়া যায় না। যেখানে যাও, কেবল অষ্টসাহস্রিকা।

নাগার্জুনের কিছু দিন পরে মৈত্রেয়নাথ বলিয়া একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত কারিকা আকারে ৮ অধ্যায়ে একখানি ছোট পুথি লেখেন। সে পুথিখানির নাম ‘অভিসময়ালঙ্কার শাস্ত্র’। যে সকল পুস্তকে দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কথা থাকে, তাহার সাধারণ নাম হীনযানে অভিশ্রম, মহাযানে অভিসময়। অলঙ্কার শব্দের অর্থ বৌদ্ধ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। সুতরাং ‘অভিসময়ালঙ্কার’ শব্দের মানে বৌদ্ধদর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা। এই অভিসময়ালঙ্কার শাস্ত্রের মৈত্রেয়নাথ একটা নূতন কথা তুলেন; সেই কথাটির নাম বিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে নাগার্জুন বলিতেন শূন্য, ইনি সেখানে বলেন—বিজ্ঞান। নাগার্জুন বলিতেন—নির্কল্প হইলে সব শূন্য মিলাইয়া যায়, সেই শূন্যই পরমার্থ, সত্য, আর সকলই অলৌক, ব্যবহারিক, অনিত্য, ক্ষণিক ও দুঃখময়। মৈত্রেয়রাজ বলিলেন—শূন্যের মধ্যে কেবল বিজ্ঞান থাকে, সে বিজ্ঞান যে কত স্থল, তাহা ধারণাই করা যায় না, অথচ সেটি আছে। নাগার্জুন বলিয়াছিলেন যে, পরমার্থ সংও নয়, অসংও নয়, দুইএর মেশামিশিও নয়, ছাড়াছাড়িও নয়। নাগার্জুন বলিয়াছিলেন—পরমার্থ অনির্কল্পনীয় সং। উনি বলিলেন—সে কথা ত বটেই, উহার সঙ্গে অনির্কল্পনীয় চিৎও আছে। মৈত্রেয়নাথের এই যে কারিকাগুলি, এগুলি ত তাঁহারই লেখা; সুতরাং ইহারই প্রামাণ্যরূপ একখানা প্রজ্ঞাপারমিতা ত চাই, যেটা সাক্ষ্য বুদ্ধের বচন হইবে এবং যাহাতে মৈত্রেয়নাথের মতকে লোকে বুদ্ধের মত বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাই একখানা প্রজ্ঞাপারমিতা তৈয়ারি হইল। এখানি ২৫ হাজার শ্লোকে। ইহার নাম ‘পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা’। অষ্টসাহস্রিকার অধ্যায় ছিল ৩২টি, মৈত্রেয়নাথের কারিকা অনুসারে ইহার অধ্যায় হইয়াছে ৮টি। এই গ্রন্থ খৃঃ ২৬৫ হইতে ৩১৬ মধ্যে ২১৩ বার চীনভাষায় তরজমা হইয়াছে। খৃঃ পঞ্চম শতকে অসঙ্গ অবোধায় বসিয়া মৈত্রেয়নাথকে ভবিষ্যৎ বুদ্ধমৈত্রেয়ের অবতার মনে করিয়া তাঁহারই প্রত্যাদেশে যোগাচার মতের সৃষ্টি করেন। তাহার পর হইতেই বুদ্ধদেব সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হইবার পথে উঠিয়া দাঁড়ান। অসঙ্গের পর হইতেই লোকে আর নির্কল্পের জন্ত তত চেষ্টা করিত না। বুদ্ধ প্রাপ্তির জন্ত চেষ্টা করিত। নির্কল্প হইতে বুদ্ধপ্রাপ্তি যেন একটু তফাত জিনিষ হইয়াছিল। ধর্মপাল দোখিলেন, দুই দলে—গুণবাদ ও বিজ্ঞানবাদে বড়ই বিরোধ, সেই বিরোধ ভজনের জন্ত

তিনি হরিভক্তকে দিয়া অভিসময়ালঙ্কারাবলোক নামে এক টীকা লেখাইলেন। অষ্টসাহস্রিকা শূন্যবাদীর বই। অভিসময়ালঙ্কার বিজ্ঞানবাদীর বই। হরিভক্ত বলিলেন—আমি বিজ্ঞানবাদীর বই দেখিয়া শূন্যবাদীর বইয়ের টীকা করিলাম। অর্থাৎ ছইএর সামঞ্জস্য করিয়া দিলাম। ধর্মপাল এইরূপে মহাযান মতটাকে আবার এক করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে বৌদ্ধদিগের আর একটা মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেটা কে যে প্রথম করে, তাহা এখনও জানা যায় না, কিন্তু মতটি মহানুত্ববাদ। এই মতে অনেক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই মতের লোকদিগকে সহজিয়া বৌদ্ধ বলে। ইহারা বলে, বুদ্ধ হইলে যে কেবল অনির্কচনীয়, সং ও অনির্কচনীয় চিং হইবে, তাহা নয়। অনির্কচনীয় সূত্রও তিনি। সূত্ররাং তিনি সং-চিদানন্দ। টঙ্কদাস নামে একজন বুদ্ধ কায়স্থ ধর্মপালের সময় এই মতে হেবজ্ঞতত্ত্বের দুইখানি টীকা লেখেন। কেমন করিয়া এই মহানুত্ববাদ হইতে বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধ-মতের উদয় হয়, তাহা আমি অন্তর্জ্ঞ দেখাইয়াছি; সূত্ররাং এখানে তাহা দেখাইয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না।

ধর্মপালের পূর্ব হইতেই বৌদ্ধধর্মে মজ্জযান নামে আর এক মত প্রবেশ করিয়াছিল; মণ্ডল আঁকা, মজ্জ পড়া প্রভৃতি হইতেই লোকে নির্বাণ পাইতে পারে; ধ্যান, ধারণা, যোগ, দর্শনশাস্ত্র পাঠ ইত্যাদির ফল ঐ ছই কশ্মের দ্বারাই সিদ্ধ হয়; তাহাই মজ্জযানের মত। মজ্জযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান, এই চারিটির সাধারণ নাম তন্ত্র। তান্ত্রিকদিগের শত শত গ্রন্থ পাল রাজাদিগের সময়ে লেখা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঁহারা মহাযানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রকরণ ও টীকা লিখিয়াছেন, তাঁহারাই আবার তন্ত্রেরও পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার মনে করিতেন, তন্ত্রদ্বারা নিকৃষ্ট অধিকারীকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিবেন, আর উৎকৃষ্ট অধিকারীর জন্ত মহাযানের গ্রন্থ থাকিবে।

যে সকল পণ্ডিত এইরূপ ছই মতেরই পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শুভাকর গুপ্ত একজন। তিনি অত্যন্ত বিচারমগ্ন ছিলেন। সতীশ বাবু বলেন, তিনি বিক্রমশীল বিহারে একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের নাম প্রজ্ঞাকর গুপ্ত। তিনি শুভাকরের মত প্রচার করিবার জন্ত বিশেষ শ্রমাস পাইয়াছিলেন। প্রজ্ঞাকর শুভাকর গুপ্তের দ্বারা একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লেখাইয়াছিলেন, তাহার প্রথম অংশটা আমরা পাইয়াছি। উহার নাম আদিকশ্মরচনা। কাহাকে বৌদ্ধ বলে, সাধারণ বৌদ্ধের কি কর্তব্য, কোন্ বৌদ্ধকে পঞ্চ শিক্ষা দেওয়া যায়, কোন্ বৌদ্ধকে দেওয়া যায় না, কাহাকে বোধিসত্ত্বযান বলে, বোধিসত্ত্ব হইলে কি কি করিতে হয়, কাহাকে মজ্জযান বলে, কাহাকে বজ্রযান বলে, শিক্ষাপদ লইলে কি কি কার্য্য করিতে হয়, কি কি কার্য্য করিতে নাই, বৌদ্ধেরা যান করিবার সময় কি কি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, বৌদ্ধেরা মুখ ধুইবার সময়, আহারের সময় কি কি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, কাহার কাহার বাড়ী ভিক্ষা করিবে, কাহার বাড়ী যাইবে, কাহার বাড়ী থাইতে নাই, এই সকল বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনা আদিকশ্মরচনায় আছে।

রামপাল রাজ্যের সময় অভয়াবর গুপ্ত একজন প্রকাণ্ড বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি বৌদ্ধ পুস্তক লিখিয়াছিলেন। অকারাদিক্রমে যে বৌদ্ধ-গ্রন্থকারের স্মৃতি লেখা হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। তাঁহার একখানি গ্রন্থ রামপাল রাজ্যের রাজত্বের ২৫ বৎসরে লেখা হইয়াছিল। উহার নাম বজ্রাবলী নাম মণ্ডলোপায়ািকা। কেমন করিয়া মণ্ডল আঁকিতে হয়, কত রকম মণ্ডল আছে, কোন্ মণ্ডলে কি সিদ্ধি লাভ করা যায়, সে সকল কথা এই পুস্তকে লিখিত আছে। এই পুস্তকে নিজের মত রক্ষার জন্য তিনি অনেক পণ্ডিতের মত ও অনেক পুস্তকের মত উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল মতের অধিকাংশ সংস্কৃত লেখা, অনেক বাঙ্গালায়ও লেখা। তিনি যে সকল গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার অনেকের নাম এখনও পাওয়া যায় নাই। খৃঃ এগার শতকের শেষ অর্দ্ধে অভয়াবর গুপ্ত বাঙ্গালায় মহাপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

একাদশ শতকের প্রথম অর্দ্ধে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীল বিহারের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন; তখন বিক্রমশীলের মহা জাঁক। শুভাকর গুপ্ত, রত্নাকর শাস্তি, জ্ঞানশ্রী মিত্র প্রভৃতি বড় বড় লোকে সেখানে বাস করিতেন। দীপঙ্কর তাঁহাদের সকলের উপর। তিনি পূর্বে উপদ্বীপে মহাবান শিক্ষা করিয়াছিলেন। নাড় পণ্ডিত তাঁহার গুরু। লুই তাঁহার সহিত বসিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক উপাধি; পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, আচার্য্য, মহাচার্য্য, ভিক্ষু ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি তিব্বতে গিয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যেমন বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, আজিও সে সব তীর্থস্থান; তিব্বতে দীপঙ্করও সেইরূপ যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, আজিও সেখানে তীর্থস্থান। তিব্বতের পশ্চিম অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব বেশী। তিনি যে যে বিহারে বাস করিয়াছিলেন, লোকে আজিও সে সকল বিহার দেখাইয়া দেয়। তিনিও সংস্কৃতে অনেক বই লিখিয়াছেন এবং অনেকগুলি বই তিব্বতী ভাষায় তরজমাও করিয়াছেন। ইহার বাড়ী খাস বাঙ্গালার, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালার একটা প্রধান গৌরবস্থল।

কুলদত্ত ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা লিখিয়াছেন। ঐ বইএর চলিত নাম কুলতত্ত্বপঞ্জিকা। উহাতে বৌদ্ধদের ক্রিয়াকর্ম্ম কিরূপে করিতে হয়, তাহা বিস্তার করিয়া লেখা আছে। উহাতে বিহারের জমি কি করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, কিরূপে শোধন করিতে হয়, কিরূপে সূত্রপাত করিতে হয়, কিরূপে গাঁথিতে হয়, কোথায় কোন্ দিকে কোন্ গাছ পুঁতিতে হয়, কিরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, স্তম্ভাঙ্কনরূপে সে কথা বলা আছে। এই পুস্তক অমুসারে নেপালের বৌদ্ধদের ক্রিয়াকর্ম্ম এখনও হইয়া থাকে। পঞ্জিকা বলিয়া কেহ ইহাকে মনে না করেন, ইহা একখানি পাজি। পঞ্জিকা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা। সে কালে তিন রকম ব্যাখ্যা ছিল,—টাকা, মহাটাকা ও পঞ্জিকা। পঞ্জিকার দার মর্ম্ম ব্যাখ্যা হয়।

বিভূক্তিজ্ঞ জগদল বিহারের প্রধান পণ্ডিত; কালচক্রবানের প্রধান ব্যাখ্যাকর্ত্তা। তিনি অনেক সংস্কৃত বই লিখিয়াছেন। তিব্বতীয় ভাষায় অনেক বই তরজমাও করিয়াছেন।

অনেক দেবদেবীর উপাসনাপদ্ধতি লিখিয়াছেন। জগদল বিহার রামাবতীর কাছে ছিল। রামাবতী রামপালদেবের রাজধানী। উহা কোথায় ছিল, আজও স্থির হয় নাই। কিন্তু উহা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বইএর ভূটিয়া ভাষায় তর্জমা করিবার প্রধান আড্ডা ছিল। ওখানে অনেক তিব্বতী পণ্ডিত আসিতেন, সংস্কৃত শিখিতেন এবং ভিক্ষুদের সাহায্যে ভূটিয়া ভাষায় বই তরজমা করিতেন। জগদলের ভিক্ষুগণও বই তরজমা করিয়া দিতেন, তাঁহারাও ভূটিয়া ভাষা শিখিতেন। বিভূতিচন্দ্রের জন্ম বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা একখানি শিক্ষাসমুচ্চয়ের পুঁথি এখনও কেশব্রিজে আছে। বইখানি জগদলে লেখা হয়। বেণ্ডল সাহেব বলেন, বইখানি খৃঃ ১৭ শতকে লেখা, কিন্তু আমার তাহা বোধ হয় না। আমার বোধ হয়, ১২ শতকে লেখা। কারণ, ১৪ শতকে জগদলই বা কোথায়, বিভূতিচন্দ্রই বা কোথায়। বিভূতিচন্দ্রের অনেক বই ভূটিয়া ভাষায় তরজমা হইয়া টেসুরে বিরাজ করিতেছে। টেসুর খৃঃ ১৩ শতকে সংগ্রহ করা হয়, সুতরাং বিভূতিচন্দ্র ১৩ শতকের পূর্বেই আসিবেন, পরে যাইতে পারেন না।

দানশীলও জগদল বিহারের লোক, ভূটিয়া ভাষায় অনেক পুস্তক তরজমা করিয়াছেন। অনেক বইএর তরজমায় তিনি যে ভূটিয়া লোচবার সাহায্য লইয়াছেন, তাহা দেখা যায় না। সুতরাং তিনি যে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নয়; তিনি তিব্বতীয় ভাষায়ও বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন।

প্রজ্ঞাকরমতি, শাস্তিদেব-লিখিত বোধিচর্য্যাবতার নামে যে মহাযানের উৎকৃষ্ট পুঁথি আছে, তাহার পঞ্জিকা-টীকা লেখেন। বোধিচর্য্যাবতার এই টীকার সঙ্গে পড়িলে মহাযানমতের হাট-হর্দ সব টের পাওয়া যায়। বইখানিতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আছে, যথেষ্ট সহৃদয়তা আছে। পুস্তকখানি প্রায় ১১ শতকে লেখা। ১০৭৮ সালে নকল করা একখানি পুঁথি কলিকাতায় আছে। যিনি নকল করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—প্রজ্ঞাকরমতিপাদানাম্। তাহাতে বোধ হয়, তিনি প্রজ্ঞাকরমতির শিষ্য ছিলেন, সুতরাং প্রজ্ঞাকরমতি তাঁহার কিছু দিনের পূর্বের লোক।

কৃষ্ণাচার্য্য বা কারুপাদ। বাঙ্গালায় ইহাঁর অনেক গান আছে, একখানি দৌহাকোষ আছে, সংস্কৃতে ইহাঁর বহুসংখ্যক বই আছে। তাহার মধ্যে প্রধান বই যোগরত্নমালা, হেবজ্জ-তন্ত্রের টীকা। হেবজ্জতন্ত্র একখানি মূল তন্ত্র, এখানি বজ্রযানের বই। বুদ্ধদেব তখন ভগবান্ বজ্রসত্ত্ব হইয়াছেন, তিনি হাতে এক বজ্র লইয়া থাকেন এবং অনেক যোগিনী ও ডাকিনী প্রভৃতির সহিত বিহার করেন। তিনি কোন ডাকিনীর প্রেমে যে উত্তর দেন, সে-ই তন্ত্র। হেবজ্জ-ঠাকুর জোড়া মূর্ত্তি অর্থাৎ তাঁহাকে বজ্রযোগিনী পূর্ণমাত্রায় আলিঙ্গন করিয়া আছেন। এই দেবতার পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি সমস্তই কৃষ্ণাচার্য্যের লেখা। কৃষ্ণাচার্য্য আরও অনেক পূজাপদ্ধতির কথা লিখিয়াছেন। হেরুকতন্ত্রের টীকাও তাঁহার লেখা। হেরুকও হেবজ্জের মত জোড়ামূর্ত্তি, শক্তির আলিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ। তবে হেরুক ও হেবজ্জে প্রভেদ কি, জানি না। হেরুক কিন্তু পুরাণ দেবতা। তাহার নাম তৃতীয় শতকে আৰ্য্যদেবের চিত্তবিভূতির প্রকরণে পাওয়া যায়। তিনি বোধ হয়, মহাযানের দেবতা, আর হেবজ্জ বজ্রযানের দেবতা।



কৃষ্ণাচার্য্যের বংশে আরও অনেক গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থ ভূটিয়া ভাষায় তর্জমা হইয়াছে ও টেঙ্গুরে বিরাজ করিতেছে।

সরোরুহবজ্র বা শরহ একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁহার বাঙ্গালা দৌহাকোষের কথা অনেক বার বলিয়াছি। তাঁহার অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। কিন্তু তাঁহার দৌহাকোষের টীকাকার অম্বরবজ্র একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কিরূপে সরোরুহবজ্রের বড়দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্বে একবার বলিয়াছি। তাঁহার লেখা কয়েকখানি পুস্তক আমরা পাইয়াছি, আর কয়েকখানির নাম টেঙ্গুরে লেখা আছে।

বাঙ্গালী না হইলেও উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতির নাম আমরা এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ তাঁহার গ্রন্থকে প্রামাণিক বলিয়া অত্যন্ত মান্ত করেন। তিনি বজ্রযোগিনীর পূজা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বজ্রযোগিনী দেবী কে, কি বৃত্তান্ত, কাহার শক্তি, কেন তাঁহার পূজা করিতে হইবে, তাঁহার পূজার কি ফল, তাঁহার পূজায় কি কি করিতে হইবে, তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ, এ সকল ব্যাপারের মূল প্রমাণ রাজা ইন্দ্রভূতি। ইহাঁর ৮১০ খানি পুস্তক ভূটিয়া ভাষায় তর্জমা হইয়াছে ও টেঙ্গুরে আছে।

বজ্রযোগিনীর আর এক উপাসিকা লক্ষ্মীকরা। তিনি রাজা ইন্দ্রভূতির কন্যা। তিনি বিচারে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। বজ্রযোগিনীর পূজা সম্বন্ধে পিতা বাহা বাকী রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহা পূরণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা লক্ষ্মীকরা সে কালের লোকের আদর্শ ধার্মিক রমণী।

### অজপালিপাদ

অজপালিপাদের উপাধি—কখন সিদ্ধ, কখন আচার্য্য, কখন মহাচার্য্য, কখন সিদ্ধাচার্য্য, কখন ভট্টারক। তিনি নীলাধরধরবজ্রপাদি নামে মহাবক্ষ সেনাপতির পূজা প্রচার করেন। তিনি ঐ বিষয়ে অনেকগুলি বই লিখেন।

অম্বরগুপ্ত আৰ্য্য মঞ্জুরীর পূজা প্রচার করেন, নামসংগীতির টীকা করেন, কিরূপে মঞ্জুরীর মণ্ডল করিতে হয়, মঞ্জুরীর সাধন করিতে হয় এবং আৰ্য্য মঞ্জুরী কাহাকে বলে, তাঁহার পূজা করিলে কি ফল হয়, এই সকল বিষয়েও পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

### অম্বরবজ্র

ইহাঁর আর এক নাম আচার্য্য অবধূতপাদ। ইনি হেবজ্র, বারাহী, যোগিনী, মহামায়া, একজটা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচার করেন, মঞ্জুরী সম্বন্ধেও অনেক বই লিখেন। ইহাঁর একখানি পুস্তকের নাম মহাপ্রথপ্রকাশ।

### কুমারত্নী

কুমারত্নী রাজকুমারী লক্ষ্মীকরার শিষ্য। রাজকুমারী প্রদীপোদ্ভোতন নামে হেবজ্রভজ্রের

টাকা লিখেন, ইনি তাহার উপরে আবার টিপ্পনী করেন। সে কালে সকল উপাধির শ্রেষ্ঠ উপাধি যে মহোপাধায়, তাহাই তিনি পাইয়াছিলেন।

### কুমারচন্দ্র ও কুমারবজ্র

কুমারচন্দ্র আচার্য্যও অবধূত ছিলেন। ইনি বাঙ্গালী, মগধের পূর্ববর্তী বাঙ্গালা দেশে বিক্রমপুরী বিহারে বসিয়া কৃষ্ণমারিতন্ত্রের ও বজ্রভৈরবতন্ত্রের টাকা লিখিয়া যান। আরও একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত কুমারবজ্র চক্রসম্বন্ধের উপর পুস্তক লিখেন ও চক্রসম্বন্ধের উপর আরও কয়েকখানি পুস্তক তর্জমা করেন এবং একখানি পুস্তকের ভূটিয়া তর্জমা শোধন করিয়া দেন।

### চন্দ্রগোমিন্

চন্দ্রগোমীর নিবাস পূর্বভারতে বরেন্দ্রদেশে, ইহাঁর উপাধি আচার্য্য, মহাপণ্ডিত। ইনি নামসংগীতির টাকা করেন, অনেক স্তবস্তোত্র লিখেন। তারাতট্টারিকা, সিংহনাদলোকেশ্বর, হরগ্রীব, সিতাতপত্রা অপরাজিতা প্রভৃতি দেবতার পূজা প্রচার করেন। ইনি অকালমরণ-নিবারণ, বিষনিবারণ, পরসৈন্তধ্বংসন, ভয়ত্রাণ, কুষ্ঠচিকিৎসা, অররক্ষা, পশুমারিরক্ষা প্রভৃতি শাস্তি, পুষ্টি ও অভিচারকর্ম্মের পুস্তক লিখেন।

### চন্দ্রশ্রী

পূর্বভারতনিবাসী ভিক্ষু চন্দ্রশ্রী আর্ঘ্য অবলোকিতেশ্বরের স্তব ও তাহার ভূটিয়া তর্জমা লিখেন।

### ডোম্বী হেরুক

ইনি একজন মগধের রাজা, সন্ন্যাসী হইয়া প্রথমে আচার্য্য, পরে মহাচার্য্য, পরে সিন্ধু-মহাচার্য্য উপাধি পান। ইনি নামসংগীতির বৃত্তি লিখেন, গুহ্যবজ্রতন্ত্ররাজ্যের বৃত্তি লিখেন, একবীর, নৈরাশ্বাযোগিনী পূজাপদ্ধতি লিখেন এবং যোগযোগিনীর সাধারণ অর্থের উপদেশ দেন।

### তথাগত রক্ষিত

উড়িষ্যা দেশে গুজ্জমা নামে এক গ্রাম ছিল। তথায় কায়স্থবংশে এক পরিবার চিকিৎসা-ব্যবসারী ছিলেন। সেই বংশে তথাগতরক্ষিত সিততারা, নীলতারা, পীততারা, রক্ততারা ও হারীততারার উপাসনা প্রচার করেন এবং অনেকগুলি সংস্কৃত বই ভূটিয়া ভাষায় তর্জমা করেন।

### তৈলিকপাদ বা তেলিপ

ইনি একজন উড়িষ্যাবাসী সিদ্ধমহাচার্য্য, একখানি দৌহাকোষ লিখেন, তন্ত্রচতুরোপদেশের প্রসন্নদীপ নামে টাকা লিখেন।

## দিবাকরচন্দ্র

দিবাকরচন্দ্র নামে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত সহস্রভুজেন্দ্রসাধন নামে একখানি সংস্কৃত পুস্তকের ভূটিয়া তর্জমা করেন।

## ধর্মশ্রীমিত্র

উড়িয়ানিবাসী মহোপাধ্যায় ধর্মশ্রীমিত্র অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে বজ্রভৈরবসাধন, কাল্যমারিসাধন, আর্ঘ্যাচলসাধন ও জ্ঞানসম্বসাধনপূজাবিধি পুস্তক।

## নাড়পাদ

ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু। তিব্বত দেশে ইহাঁর নাম নারো। ইহাঁর স্বীয় নাম জ্ঞানডাকিনী নিগু। ইহাঁরা জ্যৈষ্ঠমাসেই হেবজের উপাসক ছিলেন এবং হেবজসাধনের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। নাড়পাদ কাশ্মীর দেশের শ্রীপট্টিকেরক গ্রামের কনকস্তুপ মহা-বিহারের ভিক্ষু বিনয়শ্রীমিত্রের অমুরোধে বজ্রপাদসারসংগ্রহপঞ্জিকা নামে এক গ্রন্থ লিখেন। এই পুস্তকের এক নকল বাঙ্গালী দেশের রাজা চরিত্রবর্ষদেবের আমলে তৈয়ারি হয়। নাড়পাদের উপাধি আর্ঘ্য, শ্রী, আচার্য্য, মহাচার্য্য, মহাপণ্ডিত, মহাযোগিন্। বজ্রগীতি নামে তাঁহার দুইখানি গানের বই আছে। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, নাড়পণ্ডিত লুইএর সিদ্ধাচার্য্য-সম্প্রদায়ের আগেকার লোক। তিনি ছিলেন মহাযোগী, লুইএর দল ছিল সিদ্ধাচার্য্য যোগী। নাড়পণ্ডিতের এক উপাধি আছে আর্ঘ্য। এ উপাধির অর্থ কি? বোধকি ভিক্ষু হইয়া যাহারা বিবাহ করিতেন, গৃহস্থান্ত্রমে থাকিতেন, অথচ পণ্ডিত বা যোগী হইতেন, তাঁহাদিগকে আর্ঘ্য বলিত। এ কথা ততকরগুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—“অনার্য্যেয়ার্য্যা ন নম্যন্তে”। অর্থাৎ গৃহস্থান্ত্রমের ভিক্ষু যতই বড় হউন, অথ ভিক্ষুরা তাঁহাকে কিছুতেই নমস্কার করিতে পারিবে না। নাড়পণ্ডিতের গৃহিণী ছিলেন নিগু, তাঁহার উপাধি ছিল জ্ঞানডাকিনী, তাঁহার আর এক উপাধি ছিল কর্ম্মকরী, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে উভয়েই পণ্ডিতা ছিলেন। গৃহস্থান্ত্রমে ছিলেন বলিয়া নাড়পণ্ডিতের উপাধি ছিল ‘আর্ঘ্য’।

## নীলকণ্ঠ

ইহাঁর উপাধি আচার্য্য। ইনি ক্রম্বের বংশধর। ইনি ‘অম্বয়নাড়িকাভাবনাক্রম’ নামে এক-খানি বই লিখেন; ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, গুহ্যদ্বার হইতে দুই দিকে দুই নাড়ী উপরে গিয়াছে, একটির নাম রবি, একটির নাম শশী, একটি আলি অর্থাৎ স্বরবর্ণ, আর একটি কালি অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ; তিনি এই দুইটি নাড়ীই যে এক, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই যে এক-করা দুই নাড়ী, ইহাই বজ্রসম্বের আসন; কারণ, শাস্ত্রে বলে—“আলিকালি-সমাযোগে বজ্রসম্বস্থ বিষ্টরং”।

## পঙ্কজ

ইহাঁর এক উপাধি আচার্য্য, আর এক উপাধি বঙ্গজসিদ্ধ। তাঁহার একখানি পুস্তকের নাম অমৃত্তরসর্ব্বভুক্তিক্রম অর্থাৎ কিরূপে সকল বিষয়ে শুদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়, তিনি তাহার উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন।

## প্রজ্ঞাবর্ষন

ইনি বাঙ্গালা দেশের লোক ; বিশেষত্ব নামে যে বুজের স্তব আছে, ইনি তাহার এক টীকা লিখেন।

## ভৈরবদেব

ইনি স্মৃতি বা স্মৃতিপুত্রীর রাজার পুত্র। ইনি শব্বরের পূজা-প্রণালী সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন। শব্বর জোড়া মূর্ত্তি। ইহাঁর পুস্তকে শব্বরের সেবাবিধি, স্থাপনবিধি, মণ্ডলবিধি ও অভিষেকবিধি আছে। তিনি পুস্তকখানি নিজে সংস্কৃত রচনা করেন ও একজন ভূটিয়া লোচোবার সাহায্যে ভূটিয়া ভাষায় তর্জমা করিয়া দেন। স্মৃতিপুত্রী বা স্মৃতিপুত্রী রাঢ়দেশের প্রাচীন নাম, তান্ত্রলিপ্ত স্মৃতিদেশের রাজধানী ছিল।

## রত্নাকরশাস্তি

ইনি বিক্রমশীল বিহারের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। ভাষ্যশাস্ত্রের অনেক গুঢ় কথা লইয়া ইনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেন। তন্ত্র সম্বন্ধেও ইহাঁর অনেক প্রবন্ধ আছে। ইনি কৃষ্ণধর্ম্মারি, বজ্রভৈরব, বজ্রতারা, মহামায়া প্রভৃতি দেবতার পূজাবিধি লিখিয়াছেন ; সহজিয়া-দিগের ৭৪ খানি পুস্তক লিখিয়াছেন ; গুহ্যসমাজ, হেবজ্রতন্ত্র প্রভৃতির টীকা লিখিয়াছেন, পঞ্চরক্ষার উপরও ইহাঁর পুস্তক আছে। ইহাঁর একটা উপাধি কলিকালসর্ব্বজ্ঞ।

## স্বগন

ইনি উড়িষ্যাদেশবাসী, ব্রাহ্মণ, মহাচার্য্য। রত্নাকরশাস্তির লিখিত সহজসজোগবৃত্তির টীকা লিখেন।

## পুণ্ডরীক

ইহাঁর অপর নাম জ্ঞানবজ্র। লোকে ইহাঁকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিত। ইনি কালচক্রতন্ত্রের লঘুটীকা লিখেন। কালচক্রতন্ত্র বজ্রধানের পুঁথি, কিন্তু ক্রমে কালচক্র একটি স্বতন্ত্র যান হইয়া উঠে এবং বজ্রধানের মত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কালচক্র-তন্ত্রখানি সংগীতি আকারে লেখা নয় অর্থাৎ উহার গোড়ায় “এবং ময়া ঋতমেকস্মিন্ সময়ে” এ ভাবে কিছু লেখা নাই, সমস্তটাই বড় বড় ছন্দে লেখা। যখন এই পুস্তক উদ্ধার হয়, তখন বুদ্ধগণের উপর একজন আদিবুদ্ধ আছেন, এই মত অনেক স্থানে চলিয়া গিয়াছে। এই পুস্তকে তাঁহার নাম পরমাদিবুদ্ধ। তিনি গুহ্যধিপের নিকট কালচক্রতন্ত্র প্রকাশ করেন, দশবলবুদ্ধ

তাহার ব্যাখ্যা করেন, মঞ্জুশ্রী মুনিগণের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দেন : হুচঙ্গ বাট হাজার শ্লোকে উহার টীকা লিখেন ; তাহাতে সকল যানেরই অর্থ সূচনা করা থাকে ; পুণ্ডরীক মূলতন্ত্র অল্পসারে সেই বড় টীকার সার বার হাজার শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। মূল তন্ত্রখানির এক নকল কেবলিজে আছে। সেখানি বাঙ্গালা অক্ষরে গ্রীঃ অঃ ১৪৪৬ বৎসরে লেখা ; লেখকের নাম জয়রাম দত্ত, তিনি জাতিতে করণকারস্থ, নিবাস মগধের ঝাড়গ্রাম শাসন।

ইহাঁর—পুণ্ডরীকের টীকা বিমলপ্রভা কলিকাতায় আছে। উহা বঙ্গদেশের রাজা হরিবর্ষ-দেবের সময়ের লেখা। হরিবর্ষদেব গ্রীঃ ১৫০—১০০০ এর মধ্যে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ৩৯ বৎসরে এই পুঁথি লেখা হয়। পুঁথি লেখার পর ৭ বৎসরের মধ্যে এই পুঁথি অনেক বার পাঠ করা হয়। পুণ্ডরীক বলিতেছেন,—তাঁহার পিতার নাম যশঃ। তাঁহাদের দেশের রাজা কক্কী ও তাঁহার পিতা যশঃ—এই দুই জনের বিশেষ আগ্রহে তিনি এই টীকা রচনা করেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম নানা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেছেন,—মগধ ভাষায় ত্রিপিটক প্রচারিত হয়, সিদ্ধ ভাষায় সূত্রান্ত, সংস্কৃত ভাষায় পারমিতা প্রচারিত হয়। মজ্জবান ও তত্ত্ব সংস্কৃত ভাষায়, প্রাকৃত ভাষায়, অপভ্রংশ ভাষায় ও অসংস্কৃত শব্দাদি স্লেচ্ছভাষায় প্রচারিত হয়। তিন যানের পুঁথি ভোটদেশে ভোটভাষায় লেখা হয়, চীনদেশে চীনভাষায় লেখা হয়, মহাচীনে মহাচীনভাষায়, পারস্যদেশে পারস্যভাষায়, সীতা নদীর উত্তরে চম্পকভাষায়, বানরভাষায়, সুবর্ণাঞ্চ ভাষায়, নীলা নদীর উত্তরে রুদ্ভদেশে রুদ্ভ-ভাষায়, হিমবন্তের উত্তরে সুরথ ভাষায় এবং আরও ৯৬টি দেশে ৯৬টি ভাষায় লেখা হয়। এইরূপ বাদশ খণ্ডে স্বর্ণ, মর্ত্ত ও পাতালে, সর্প ও অশ্রাজ্জ জন্তুর স্বরে তিন যানেরই পুঁথি লেখা হয়। শ্রাবকেরা শ্রাবকযান ব্যবহার করিতেন, প্রত্যেকবুদ্ধেরা প্রত্যেকযান ব্যবহার করিতেন, বোধিসত্ত্বেরা পারমিতাযান ও সঙ্গীতিকারেরা সর্বসত্ত্বের শিক্ষার জন্ত ‘হেতুকলায়ক’ মজ্জমহাযান ব্যবহার করিতেন। এইরূপে সংগীতিকারেরা যখন নানা ভাষায় লিখিত বুদ্ধের মত বিচার করিতেন, তখন দেখা যাইত যে, ভগবান্ সর্বজ্ঞ ভাষায়ই তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন, এ কার্য্য হরি, হর প্রভৃতি কেহই করিতে পারেন নাই। তিনি আর এক জায়গায় বলিতেছেন যে, ত্রিরত্নশরণ করার পরই লৌকিক ও লোকত্রয়সিদ্ধির জন্ত কালচক্রের সাধনমার্গে অভিষেক করিতে হয়। তাহাতে বুঝা যায়, হীনযানে যে ‘পঞ্চশিক্ষা’, ‘অষ্টশিক্ষা’ ও ‘দশশিক্ষা’ আছে, কালচক্রবাদীরা তাহার কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। দিন কতক “বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম শরণং গচ্ছামি, সত্ত্বং শরণং গচ্ছামি” বলিয়াই একেবারে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেন এবং পুণ্ডরীক বলিতেছেন, এই জন্যই তাঁহারা বুদ্ধ লাভ করিতে পারিতেন।

পুণ্ডরীক বলেন যে, বুদ্ধেরা ব্রাহ্মণদিগের মত সুশব্দবাদী নহেন। অর্থই তাঁহাদের প্রয়োজন, কোনরূপে অর্থবোধ হইলেই হইল। ছন্দ লিখিতে তাঁহারা অপশব্দ ব্যবহার করেন, যতিভঙ্গ হইলে তাঁহাদের দোষ হয় না। তাঁহারা বিভক্তিশূন্য পদ ব্যবহার করেন, বর্ণ ও স্বরের লোপ করেন, ছন্দে হ্রস্বকে দীর্ঘ, দীর্ঘকে হ্রস্ব করেন, কোথায় পঞ্চমীর অর্থে

সম্ভবী করেন, চতুর্থীর অর্থে যজ্ঞ করেন, পরশ্মৈপদীকে আশ্বনেপদী ও আশ্বনেপদীকে পরশ্মৈপদী করেন, একবচনে বহুবচন ও বহুবচনে একবচন করেন, পুংলিঙ্গে নপুংসকলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করেন, স-কার ন-কারের ভেদ মানেন না। তাঁহার পুস্তক পড়িলে জানা যায়, তাঁহাদের হাতে পড়িয়া ব্রাহ্মণদিগের অনেক হৃদ্রশা হইয়াছিল।

এই পুস্তকে বৈরূপ সাধনপ্রণালী আছে, তাহা আমাদের সাধনপ্রণালী হইতে অনেক ভিন্ন, অত্যাশ্চর্য বৌদ্ধতত্ত্ব হইতেও ভিন্ন। গ্রন্থখানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত,—লোকধাতুপটল, অধ্যাত্ম-ধাতুপটল, সেকপটল, সাধনপটল ও স্তানপটল।

এইরূপ দেখা যায়, মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্বে বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধদিগের যে কেবল এক প্রবল বাঙ্গালা সাহিত্য ছিল, তাহা নয়, উহাদের এক প্রকাণ্ড সংস্কৃত-সাহিত্যও ছিল। সে সাহিত্যে যেমন এক দিকে অতিশুশ্রু দর্শনশাস্ত্রের মত-সকল ব্যাখ্যা হইত, তেমনই আর এক দিকে ভৈরব-ভৈরবী, ডাক-ডাকিনী প্রভৃতির পূজারও ব্যবস্থা ছিল, নানারূপ ভেদী ও বুজরুকীর ব্যবস্থা ছিল। তখন বাঙ্গালার বৌদ্ধেরা নানা দেশে গমনাগমন করিতেন, নানা দেশের ভাষা শিখিতেন, নানা দেশের লোকের সঙ্গে মিশিতেন এবং নানা ভাষায় পুস্তক রচনা ও তর্জমা করিতেন। ভূটিয়া ভাষা জানার দরুণ আমরা এখন শরচ্ছত্র ও সতীশচন্দ্রকে কত বাহবা দিই, কত খাতির করি; কিন্তু সে কালে বিহারে বিহারে অনেক ভূটিয়া-জানা লোক থাকিতেন এবং তাঁহাদের অনেকে ভূটিয়া ভাষায় বই লিখিতে ও তর্জমা করিতে পারিতেন। গোড়ায় ত্রিবিধ সাহিত্যের আলোচনা করিব বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সম্বোধন অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া আসিল, আপনাদের ধৈর্য্য না থাকে, তাই আমি মাত্র বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের কথা বলিয়াই অন্ত বিরত হইলাম।\*

সিদ্ধপুরুষগণের নাম,—

১ গৌরফনাথ। ২ চৌরঙ্গীনাম। ৩ চামরীনাম। ৪ তন্ত্রিপা। ৫ হালিপা। ৬ কেদারিপা। ৭ ধোজপা। ৮ দারিপা। ৯ বিরূপা। ১০ কপালী। ১১ কমারী। ১২ কাল্ল। ১৩ কনখন। ১৪ মৈখল। ১৫ উন্নয়ন। ১৬ কাণ্ডলি। ১৭ ধোবী। ১৮ জালধর। ১৯ টোঙ্গী। ২০ মবহ। ২১ নাগার্জুন। ২২ দৌলী। ২৩ ভিলাষ। ২৪। অর্চিত। ২৫ চম্পক। ২৬ চেন্টস। ২৭ ভূষরী। ২৮ বাকলি। ২৯ ভূজী। ৩০ চম্পাটী। ৩১ ভাদে। ৩২ চান্দন। ৩৩ কামরী। ৩৪ করবৎ। ৩৫ ধর্মপাপতঙ্গ। ৩৬ ভদ্র। ৩৭ পাতলিভদ্র। ৩৮ পলিহিহ। ৩৯ ভাহু। ৪০ মীন। ৪১ নির্দয়। ৪২ সবর। ৪৩ সান্তি। ৪৪ ভর্জুহরি। ৪৫ ভীষণ। ৪৬ ভটী। ৪৭ গগনপা। ৪৮ গমার। ৪৯ মেণুরা। ৫০ কুমারী। ৫১ জীবন। ৫২ অধোসাধব। ৫৩ গিরিবর। ৫৪ সিমারী। ৫৫ নাগবালি। ৫৬ বিভৎস। ৫৭ সারঙ্গ। ৫৮ বিবিকিধজ। ৫৯ মগরধজ। ৬০ অচিত। ৬১ বিচিত। ৬২ নেচক।

৬৩ চাটল। ৬৪ নাচন। ৬৫ ভীলো। ৬৬ পাণিহ। ৬৭ পাসল। ৬৮ কমল-কলারি।  
 ৬৯ চিপিল। ৭০ গোবিন্দ। ৭১ ভীম। ৭২ ভৈরব। ৭৩ ভদ্র। ৭৪ ভমরী। ৭৫

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

## মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য\*

বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা সম্বন্ধে আজকাল দেশ জুড়িয়া আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—বাঙ্গালার মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা নহে, উর্দু। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ভারতের মুসলমানেরা সকলেই এক; সুতরাং তাহাদের মাতৃভাষাও এক। তাঁহারা আরও বলেন যে, অধিক পরিমাণে রাজনীতিক স্বার্থক্ষার্থ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের সমস্ত প্রদেশবাসী মুসলমানদিগের মধ্যে একতার বন্ধন সূদৃঢ় করিবার জন্ত, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মুসলমান অধিবাসিগণের মাতৃভাষা উর্দু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমরা এ দলের এই যুক্তি-তর্কের স্বাযথ উত্তর বহু বার বিভিন্ন উপায়ে দিয়াছি। ভাষা এক না হইলে যদি মুসলমানদিগের মধ্যে একতা সংস্থাপনের অপর কোন প্রশস্ত পথ না থাকে, তবে পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানের মাতৃভাষা আরবী হওয়া উচিত। পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানেরা পরস্পর ভাই ভাই—ইহাই কোরাণের শিক্ষা। কিন্তু কোরাণে অথবা হাদিসে† মাতৃভাষা সম্বন্ধে ত কোন আদেশ ও বিধিব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না? ভাষা এক করিয়া কেবলমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে, আর ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অপর স্থানের মুসলমানেরা কি ভাসিয়া যাইবে? তাহার পর আর একটি কথা,—ভারতবর্ষের অপর প্রদেশের মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের সংখ্যা অধিক। পৃথিবীর সাধারণ নিয়মানুসারে ন্যূনসংখ্যক ব্যক্তির সতত অধিকসংখ্যক ব্যক্তিদের সহিত যোগদান করিয়া থাকে। বাঙ্গালার মুসলমানেরা পৃথিবীর এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে যাইবে কেন?—তাহারাই বা আত্মসম্মান জুলিয়া পরের মাকে মা বলিবে কেন? রাজনীতিক স্বার্থক্ষা ও একতা বৃদ্ধি অথবা একতা সূদৃঢ় করিবার জন্ত যদি তাঁহাদের হৃদয় ক্রন্দন করে, তবে অল্পসংখ্যক তাঁহারাই কেন বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করুন না? অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমানকে কষ্ট না দিয়া যাহারা সংখ্যায় অল্প, তাঁহারাই এ কষ্টটুকু স্বীকার করুন না কেন? আর এক দল বলিতেছেন,—বাঙ্গালী মুসলমানেরা বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। সেই জন্ত তাহারা বঙ্গভাষার সেবার এত উদাসীন। হিন্দুদিগের সহিত একযোগে যখন তাহারা মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন না, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহারা বঙ্গ-জননীর সন্তান হইয়াও বঙ্গভাষা-জননীর সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখার আবশ্যকতা স্বীকার করে না।

\* নবম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

† মুসলমানদিগের ধর্মবিবাসন মতে কোরাণ ঈশ্বরের বাক্য।

‡ ধর্মগুরু হজরত মোহাম্মদ (৭) বাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই হাদিস।



তৃতীয় দল বলিতেছেন,—মুসলমানেরা বঙ্গভাষার সেবা ও তাহার চর্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিম প্রভৃতি লেখকদিগের তীব্র কষাঘাতে মধ্যপথ হইতে তাহাদিগকে ফিরিতে হইয়াছে। তাই তাহারা হিন্দুদিগের তুলনায় বঙ্গভাষার চর্চায় এত পিছাইয়া পড়িয়াছে।

চতুর্থ দল বলিতেছেন,—মুসলমানেরা বঙ্গভাষার অমুশীলনে পূর্বে যেরূপ উদাসীন ছিল, এখন আর তাহাদের মধ্যে সেরূপ উদাসীনতা ভাব বর্তমান নাই। তাহারা এখন পূর্বাপেক্ষা একটু অধিক পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার দিকে ঝুকিয়াছে।

আমার মনে হয়, ইহার কোনটাই ঠিক নহে। প্রথম দলের উক্তি যে সমর্থনের অযোগ্য, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দলের উক্তিও যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সে কথা বলাই বাহুল্য। মুসলমানদিগের বাঙ্গালা সাহিত্যের অমুশীলন সৰ্ব্বদা অমুসন্ধান করিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

বাঙ্গালী হিন্দু ভ্রাতারা যে হিসাবে ও যে ভাবে এবং যতটা পরিমাণে বাণী-মাতার সেবা করিয়াছেন, বাঙ্গালী মুসলমানেরাও সেই হিসাবে এবং সেই ভাবে প্রায় ততটা পরিমাণে বঙ্গ-সাহিত্যের অমুশীলন করিয়াছেন। কেন, কি সাহসে দেশের আধুনিক শিক্ষিত জন-সাধারণের এই সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে এত বড় কথাটা বলিতে সাহসী হইয়াছি, নিম্নে তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই প্রায় সমান ভাবে সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন। আমাদের এ কথা যদি সত্য হয়, তবে দেশের আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এরূপ উল্টা ধারণা জন্মিল কেন, প্রথমে তাহারই আলোচনার প্রবৃত্তি হওয়া আবশ্যক। অনেক দিন হইতে আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, একটিমাত্র কারণে আধুনিক শিক্ষিতদিগের মনে এইরূপ ধারণা স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছে।—একটিমাত্র কারণে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু এবং আধুনিক শিক্ষিত ও হিন্দুভাবাপন্ন ছই চারি জন মুসলমান, মুসলমানদিগকে “ভাষা-জননীর সেবক” নহে” বলিয়া বুঝিবার অবসর পাইয়াছেন। সর্বসাধারণের অবগতির জন্ত আমরা নিম্নে সেই কারণের উল্লেখ করিতেছি।

অধুনা হিন্দু-ভ্রাতারা আসল বাঙ্গালা ভাষাকে একপ্রকার বর্জন করিয়াছেন বলিলেও অতুক্তি হয় না। তাঁহারা এখন বাঙ্গালা ভাষার ভিতর বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দ আনিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্বে যে সমস্ত আরবী, পার্শী ও উর্দু শব্দ বঙ্গভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, এখন সেগুলিকে বহিষ্কার করিয়া দিয়া নূতন নূতন সংস্কৃত শব্দ আনিয়া তৎস্থান পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ কার্যে যে তাঁহারা কত দূর কৃতকার্য হইতেছেন, অথবা কৃতকার্য হইবার আশা করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

মুসলমানেরা বিশেষ কারণবশতঃ বঙ্গভাষার সহিত আরবী, পার্শী এবং উর্দু শব্দের

ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারেন না ; তাঁহারা আবশ্যকীয় আরবী, পার্শী ও উর্দু শব্দকে বর্জন করিয়া মাতৃভাষার আলোচনা ও সেবা করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও মাতৃভূমি বঙ্গদেশ হইলেও, তাঁহাদের ধর্মভাষা আরবী এবং পার্শী-উর্দু ও কতকটা বটে। সুতরাং আরবী ও পার্শী-উর্দু ভাষায় বিশেষ ভাবে ব্যাপ্তি লাভ করিতে না পারিলে, ধর্মের বিধি, নিষেধ, ব্যবস্থা ও আদেশগুলি বিশেষ ভাবে অবগত হইয়া তাহা প্রতিপালন করত ধর্মরক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে না কি ? সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আরবী, পার্শীভাষায় আলেম (পণ্ডিত) হওয়া ত সম্ভব নহে ? তবে যদি তাঁহারা ( বাঙ্গালী মুসলমানেরা ) মাতৃভাষায় সমাজের আলেমমণ্ডলীর দ্বারা ধর্মগ্রন্থগুলি অম্লবাদ করাইয়া লন, তাহা হইলে সেই সমস্ত অনূদিত পুস্তকের সাহায্যে তাঁহারা নিজেরা নিজেই স্বীয় ধর্মব্যবস্থা সম্বন্ধে অবগত হইয়া, কর্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবেন।

কিন্তু মুসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থগুলির বাঙ্গালায় অম্লবাদ করিতে হইলে, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তন্মধ্যে আরবী, পার্শী শব্দ রাখিতেই হয় এবং কোন কোন স্থলে এমনও আবশ্যক হইয়া পড়ে যে, প্রচলিত দুই চারিটি আরবী, পার্শী শব্দ ব্যতীত অপপ্রচলিত আরবী, পার্শী শব্দও ব্যবহার করিতে হয়। কারণ, আরবী বা পার্শী ভাষার মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় এখন নাই এবং ভবিষ্যতেও যে কখনও সৃষ্টি হইতে পারিবে, সেরূপ আশাও নাই। আবার বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সরাসরি ভাবে ধরিয়া লইলে তাহাদিগকে কোন কোন আরবী, পার্শী শব্দের প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু একটু নিবিষ্টমনে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে ভাব ও অর্থের অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে দুই একটি মূল শব্দ এবং বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত তাহার প্রতিশব্দ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“আজ্জাহ” বলিলে একমাত্র ও নিরাকার খোদাতায়ালাকেই বুঝায়, আর পাঁচটি শব্দ যোগ করিয়া বুঝাইতে হয় না ; কিন্তু জৈশ্বর বা পরমেশ্বর বলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। “রওজা” বলিলে পীর, গুলি ও পরগণারদিগের কবরকেই বুঝায়। সাধারণ মানবের কবরের সহিত “রওজার” আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কিন্তু গোর বা সমাধি বলিলে কি তাহা বুঝায় ? “ইমাম”, “পরগণার”, “গওস্”, “কোতব্” বলিলে যেমন বিশেষ বিশেষ ধর্মগুরুদিগকে বুঝায়, “মহাপুরুষ”, “মহাত্মা” বলিলে কি তাহা বুঝিতে পারা যায় ? “আলেম্”, “ওলামা”, “মওলানা” বলিলে বাহা বুঝিতে পারা যায়, পণ্ডিত অথবা পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলে কি তাহা বুঝাইয়া থাকে ? “আলেম্” ও “ওলামা” বলিলে, মুসলমানেরা আরবী ও পার্শীভাষাভিহীন পণ্ডিত এবং পণ্ডিতমণ্ডলীকেই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু “পণ্ডিত” ও “পণ্ডিতমণ্ডলী” বলিলে কি আরবী, পার্শীর নামোন্মেষ্ট করিয়া বুঝাইতে হয় না ? আবশ্যক হইলে মুসলমানদিগের নিত্যাবশ্যকীয় একরূপ বহু শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত অথবা আবশ্যকীয়

অপ্রচলিত আরবী ও পার্শী শব্দ বঙ্গভাষা হইতে বাদ দিলে কিম্বা আবশ্যক হইলে নূতন শব্দ গ্রহণ না করিলে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগের ধর্ম্মালোচনায় বাধা জন্মিবার সম্ভাবনাই অধিক। কেবল তাহাই নহে—আমার মনে হয়, বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডার এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ভিন্ন ভাষার শব্দভাণ্ডার হইতে আবশ্যকীয় নব নব শব্দ গ্রহণ না করিলে, কিছুতেই বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডার পূর্ণ এবং ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিব না। আমার আরও মনে হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াই এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার কলেবর একরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

বঙ্গভাষা হিন্দুরও যেমন, মুসলমানেরও সেইরূপ। কেবল নাটক, নভেল, উপন্যাস লিখিবার অল্পবা তাহা পাঠ করিবার জন্তই বঙ্গভাষা অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মাতৃভাষা শিক্ষার এবং তাহার আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, মাতৃভাষার সাহায্যে ও সহায়তায় সহজে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয় জ্ঞাত হওয়া এবং ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা। কিন্তু বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে যদি আবশ্যকীয় আরবী ও পার্শী শব্দ বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বৃষ্টিতে হইবে যে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে বাঙ্গালা ভাষার অধিকার হইতে বে-দখল করা হইতেছে।

অতঃপর সংস্কৃতভাষার কথা। শুনিতে পাই, সংস্কৃত দেবভাষা। সে ভাষা শিক্ষা ও আলোচনা করিবার অধিকার ‘ম্লেচ্ছ’ মুসলমানদিগের নাই। আজকাল যদিও ছই চারি জন মুসলমান ছাত্র, নানা কারণে স্কুল-কলেজে সংস্কৃত ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের সে শিক্ষা যে ‘কট-মট’ শিক্ষা, প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তমরূপে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা নানা কারণে যে তাহাদের সাধ্যাতীত, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই বিবিধ কারণে, হিন্দুদের সহিত একযোগে মুসলমানেরা বাণীর সেবা করিবার জন্ত দলে দলে বাণী-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। তাই তাহারা জন্মভূমির জ্যেষ্ঠ সন্তান হিন্দুভ্রাতাদের নিকট হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছে এবং সেই কারণেই কনিষ্ঠ মুসলমান কুরুপ নীরব সাধনাধারা ভাষা-জননীর চরণ সেবা করিতেছে, তাহা হিন্দুভ্রাতারা দেখিতে পাইতেছেন না।

মুসলমানেরা আরবী, পার্শী ও উর্দূর “মোহ” ধর্ম্মসঙ্গত কারণে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না এবং বর্ত্তমান সংস্কৃতবহুল বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত তাঁহারা বাণী-মন্দিরে প্রবেশ করিতে সাহসী হন না। তাই তাঁহারা আপনাপন পর্ণকুটীরে বসিয়া আপনাদের শিক্ষা ও শক্তি অমুসারে মাতা বাগ্‌দেবীর সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমাদের সেই একনিষ্ঠ সাধক ভ্রাতাদিগের সাধনার কোন সংবাদই রাখি না। তাঁহাদের এই কার্যের জন্ত উৎসাহপ্রদান এবং ধন্যবাদ করার পরিবর্ত্তে আমরা তাঁহাদের প্রতি বর্ষে পরিমাণে ঘৃণা

প্রদর্শন করিয়া থাকি। আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যজনক ব্যবহার এবং ঘৃণা-ভাবই তাঁহার তাঁহাদের নীরব সাধনার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের মুসলমান-পরিচালিত প্রায় ৪০টি ছাপাখানায়, এ পর্যন্ত সহস্র সহস্র বাঙ্গালা পুস্তক ছাপা হইয়া, তাহা বাজারে প্রচার এবং বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু আমরা কি তাহার কোন ধর রাখি? শিক্ষিতাভিমানী বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী আমরা, সেই সমস্ত পুস্তকের “বটতলার পুখি” এই নাম দিয়া আমাদের কর্তব্যের পরিসমাপ্তি করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছি। “বটতলার পুখি” পাঠ করিবার প্রবৃত্তি হওয়া ত দূরের কথা, নামটি শুনিলেই যেন আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—গায়ে জর আইসে। ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখার ভায়, আমরা ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে কু-কৃতিপূর্ণ ও কু-কথার ভাণ্ডারের ছায়া দেখিতে পাই। তাই “বটতলার পুখি” হাতে লওয়াও মহাপাপ বলিয়া মনে করত ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকি।

যে সমস্ত পুস্তক (“বটতলার পুখি”) সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম, তন্মধ্যে হইতে ছই চারিখানি বাদ দিলে, অবশিষ্ট সকল পুস্তকগুলিই যে পঙ্খাকারে লিখিত, সে কথা বলাই বাহুল্য। ঐ সকল গ্রন্থের গ্রন্থকারদিগের কাব্যশক্তি, শব্দযোজনায় ক্ষমতা, তাঁহাদের কাব্যে ভাষার লালিত্য, স্বাভাবিকতা ও মৌলিকতা এত অধিক পরিমাণে বর্তমান যে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়; আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। এই হতভাগ্য ও অকৃতজ্ঞ দেশে না জন্মিয়া যদি তাঁহার অপর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহাদের পারলৌকিক আত্মা শাস্তিলাভ করিতে পারিত।

হিন্দুভ্রাতাদিগের বাঙ্গালা “রামায়ণ” ও “মহাভারত” যেমন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, মুসলমান-দিগের “বটতলার পুখি”, “আমীর হামজা” এবং “দাস্তান আমীর হামজাও” সেইপ্রকার উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। আবার কাব্যের দিক্ দিয়া সমালোচনা করিলে “রামায়ণ” ও “মহাভারত”কে যেমন মহাকাব্য বলা যাইতে পারে, “আমীর হামজা” ও “দাস্তান আমীর হামজা” নামক গ্রন্থ দুইখানিকেও সেইপ্রকার মহাকাব্য বলিলে, কিছুমাত্র অত্যাুক্তি করা হয় না। “রামায়ণ” ও “মহাভারতের” সহিত তুলনায় সমালোচনা করিবার অপর কোন গ্রন্থ যদি বঙ্গভাষায় থাকে, তবে সে শাহ গরীব-উল্লা ও সৈয়দ হামজার রচিত “আমীর হামজা” এবং বালেশ্বরের মৌলবী আব্দুলমজিদ ভূঞারচিত “দাস্তান আমীর হামজা”। কিন্তু “দাস্তান আমীর হামজার” ভণিতায় রচয়িতা স্বীয় নাম ব্যবহার না করিয়া, তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু মুনসী বেলায়েৎ হোসেনের নাম ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মুনসী বেলায়েৎ হোসেনের নামও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত এবং ইনিই অন্ততম “মুসলমান বৈষ্ণবকবি” কালিদাস। কিন্তু “দাস্তান আমীর হামজা” গ্রন্থ যে মুনসী বেলায়েৎ হোসেনের রচিত নহে, এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

গত বৎসর (১৩২২ সাল) বঙ্গমান-অষ্টম-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন হইতে প্রত্যাবর্তন

করিয়া, মুসলমান সাহিত্যিকদিগের সাহিত্য সম্বন্ধে অমুসন্ধান ও তাহার আলোচনার প্রবৃত্ত হইবার বাসনা হঠাৎ আমার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে এবং আমি আমার অগ্রজপ্রতিম পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফা মহাশয়ের সহিত এতৎসম্বন্ধে পরামর্শ করি। তিনি আমাকে উৎসাহিত না করিলে বোধ হয়, আমি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতাম না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই, এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেন। এমন কি, তিনি যুক্তাশ্রয় শায়িত থাকার কালে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন মাত্র পূর্বে, যখন আমি তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তখনও তিনি এই কার্যের জন্ত আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহদান করিতে ভুলেন নাই। কিন্তু হায় ! আজ তিনি কোথায় ? আমার কার্য শেষ হইবার পূর্বেই তিনি চিরশান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন।

যদিও দীর্ঘ এক বৎসর কাল আমি এই অমুসন্ধানের জন্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সংসারের নানা প্রকার বজ্রাটে পড়িয়া, আমি যথানিয়মে এই কার্যে সময় ব্যয় করিতে পারি নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে গত পৌষ মাস হইতে আমি এই অমুসন্ধান-কার্যে লিপ্ত হইতে পারিয়াছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি এতৎসম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। জানিতে পারিয়াছি যে, এ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান কবি, পূর্বকথিত “বটতলার পুথি” নামক ৮৩২৫ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে এখনমাত্র ৪৪৬৬ খানি কাব্য ছাপা হয় ও বাজারে প্রচলিত আছে। ২৯৮২ খানি কাব্যের অন্তিষ্ট নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ৭৯৫ খানি পুস্তক ওয়ারিশদিগের মধ্যে আত্মকলহের ফলে এখন আর ছাপা হয় না। ১০২ খানি গ্রন্থের প্রচার সরকার বাহাদুর আইন অমুসারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশ করিলাম। যথা,—

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ১। অভয় ভুলভ          | ১২। আশম ও হাওরা       |
| ২। অষ্টখণ্ড           | ১৩। আকেবত-খায়ের      |
| ৩। আশকে রসুল          | ১৪। আবুশামা           |
| ৪। আশকে মোহাম্মাদী    | ১৫। আসমান সিংহ        |
| ৫। আজায়ের চাঁর ইয়ার | ১৬। আরবা আরবাইন হাদিস |
| ৬। আলাওদ্দিন          | ১৭। আমীর হামজা        |
| ৭। আহমকনামা           | ১৮। আলেক লায়লা       |
| ৮। আকুল ক্রন্দন       | ১৯। আহকামল জবেহ       |
| ৯। আবেদা বিবি         | ২০। আহকামল জুমা       |
| ১০। আজায়ের সোলেমানী  | ২১। আখবারল ওজুহ       |
| ১১। আহকাম শরিয়ৎ      | ২২। আশিয়ার বাণী      |

২৩। আদম আশক	৫৫। একশত ত্রিশ ফরজ
২৪। আজায়েবল ওজুদ	৫৬। এসরারল ওজুদ
২৫। আলী ও দিলবাহার	৫৭। এলাজ-উল কোকরা
২৬। আখব্বারস্ সালাত	৫৮। ওম্মর উম্মিন্নি নফল ও
২৭। আদম ওজুদতত্ত্ব	ভোজের বাজী
২৮। আশকনামা	৫৯। ওম্মর আলী ইয়াবতী
২৯। আসরারস্ সালাত	৬০। ওজুদনামা
৩০। আজায়েবল কবর	৬১। ওয়ায়েসাতুল আযিয়া
৩১। আলম স্বামী বাহারজান	৬২। ওফাতনামা
৩২। আহকামল মোস্লেমিন্	৬৩। ওসিয়াতুস্ সালাহীন
৩৩। আহকামল হেদায়েৎ	৬৪। কালর নসিহত
৩৪। আখ্লাকাল আউলিয়া	৬৫। কওলেগ আরেফিন
৩৫। আজকারে তরিকায়ে কাদেরিয়া	৬৬। কালু গাজী ও চম্পাবতী
৩৬। আহকামল ইসলাম	৬৭। কটুর মিক্রা
৩৭। আফতাব দাত্তান	৬৮। কালু গাজী হামিদিয়া
৩৮। আকুন্নাহ হাজার সওয়ার	৬৯। কাঞ্চনমালা
৩৯। ইউসুফ জেলেখা	৭০। কাসাসোল আযিয়া
৪০। ইব্লিসনামা	৭১। কলির চরিত্র
৪১। ইক্সমভা	৭২। কালমবী
৪২। ইমাম বাত্রা	৭৩। কেরামতনামা
৪৩। ইব্রাহিম আদহাম	৭৪। কাশফল মারফত
৪৪। ইস্লামে দিন	৭৫। কলি জমানা
৪৫। ইমাম চুরী	৭৬। কল্মা মোনাজাত
৪৬। ইমামেবখ নাটক	৭৭। কাশফল এসরার
৪৭। ইসলামোন্নেকা	৭৮। কাজী হযরান
৪৮। ইসলামিয়া মন্ত	৭৯। কুজবিহারী
৪৯। একে জহর ও জাহান্ আরা	৮০। কাজীনামা
৫০। একদিল শাহ	৮১। কলির বৌ দরভালানী
৫১। এলাজে বাকীলা প্রথম ভাগ	৮২। খানে নিয়ামত
৫২। " " দ্বিতীয় ভাগ	৮৩। খাবনামা
৫৩। " " তৃতীয় ভাগ	৮৪। খায়রে দো-জাহান
৫৪। এলাজে গাও	৮৫। খোলা সাতল্ মসারেল

- ৮৬। খোলাসাতরেকা  
৮৭। খোলাসাতল আধিয়া  
৮৮। খত নামা  
৮৯। খোষগল্প ১ম ও ২য় ভাগ  
৯০। খোতবা ( বাঙ্গালা )  
৯১। খোলাসাতল হায়েজ  
৯২। খায়ের-উল্‌বশর  
৯৩। গোলে আরজান্  
৯৪। গোলে আন্দাম  
৯৫। গরক্‌নামা  
৯৬। গোলে নওবাহার  
৯৭। গোলে বকাওলী  
৯৮। গোলে হরমুজ  
৯৯। গোলজারে আতশ  
১০০। গোল্‌বা বাহরাম  
১০১। গোল্‌ সহবর  
১০২। গোল্‌শানে মোহাব্বাত  
১০৩। গোল্‌শানে ক্বম  
১০৪। গোলজাদি বিবি  
১০৫। গোলশানে আলায়েব  
১০৬। গোলে বেথেজাম  
১০৭। গোল্‌বা সাহুওয়ার  
১০৮। গোলে নুর রওশন জামাল  
১০৯। গাজী কালু চম্পাবতী  
১১০। গেন্দে গোল হররোজ  
১১১। গঞ্জে মারফৎ  
১১২। গোলজারে ইব্রাহিম  
১১৩। গম্বের দরিয়া  
১১৪। গোল কামরোজ  
১১৫। গোলে কোহিনুর  
১১৬। গঞ্জে নুর ইস্‌লামেদিন  
১১৭। গোলজারে আকরম  
১১৮। গাজল আরস ( বাঙ্গালা )  
১১৯। গোলে নওনেহার  
১২০। ঘুণিনামা  
১২১। চৌত্রিশ অক্ষরের কজিলত  
১২২। চোরচক্রবর্তী  
১২৩। চেমন বাহার  
১২৪। চম্পাবলী  
১২৫। চাহার দরবেশ  
১২৬। চৌদ্দ উজির  
১২৭। চম্পাওলি বিশ্বকেতু  
১২৮। ছিলচত্র রাজার জঙ্গ  
১২৯। ছম্‌ছমল মওয়াহেদিন  
১৩০। ছমির জালাল  
১৩১। জেবল মুলুক শামারোক  
১৩২। জঙ্গে ভয়দার  
১৩৩। জান রওশন  
১৩৪। জঙ্গে খয়বর  
১৩৫। জুগী কাছের ( যোগী কাছের )  
১৩৬। জৈগুণ  
১৩৭। জামাই শক্তরের ঝগড়া  
১৩৮। জঙ্গে নওশাদ  
১৩৯। জঙ্গে জামাল  
১৪০। জঙ্গে রহুল ও জঙ্গে  
হজরত আলী  
১৪১। জঙ্গে বলকান  
১৪২। জাহরা বিবির কেসসা  
১৪৩। জঙ্গনামা  
১৪৪। জঙ্গে সোহরাব  
১৪৫। জঙ্গে কারবালা  
১৪৬। জাওয়াকল ইমান  
১৪৭। জকিনামা  
১৪৮। জম্‌জমার কেসসা

- ১৪৯। জেয়ারতে কবর  
 ১৫০। জঞ্জে হযদার  
 ১৫১। জোল্মাতনামা  
 ১৫২। জরা-সূরা  
 ১৫৩। জেয়ারতে মক্কা  
 ১৫৪। জবেহ আহকাম  
 ১৫৫। জোবেদা খাতুন  
 ১৫৬। জামিনী ভান্  
 ১৫৭। জলসা নামা  
 ১৫৮। জমানল ফেরদওস  
 ১৫৯। যোগী কাচ বড়  
 ১৬০। জাহ্ন তেলস্‌মাত  
 ১৬১। জেয়াকতে আম্  
 ১৬২। ঝগড়ানামা  
 ১৬৩। নুরজাহান  
 ১৬৪। নেক্‌বিবি  
 ১৬৫। নসিহতে করিমী  
 ১৬৬। নুরল বসর  
 ১৬৭। নব চিকিৎসাবোধ  
 ১৬৮। নওখরিদ পাহালওয়ান  
 ১৬৯। নারিকেলবেড়ের লড়াই  
 ১৭০। নিয়তনামা-হেদায়েৎ উল্ ইসলাম  
 ১৭১। নারীপুরুষ  
 ১৭২। নাজাতোল ইসলাম  
 ১৭৩। নবীন মঙ্গল বিষয়রা  
 ১৭৪। নসিহতস্‌সালাত  
 ১৭৫। নকশে সোলেমানী, প্রথম খণ্ড  
 ১৭৬। " " দ্বিতীয় খণ্ড  
 ১৭৭। " " তৃতীয় খণ্ড  
 ১৭৮। " " চতুর্থ খণ্ড  
 ১৭৯। নদেরচাঁদ কুস্তীর (!)  
 ১৮০। নেজাম পাগ্লা
- ১৮১। নুরল ইমান  
 ১৮২। নসিহতনামা  
 ১৮৩। নসিহতে জানান  
 ১৮৪। নুরনামা  
 ১৮৫। নজমল্লিসা  
 ১৮৬। নবী-নামা  
 ১৮৭। নাজাতলওয়া  
 ১৮৮। নসিহতমেন্সা  
 ১৮৯। নজ্জুমী কালাম  
 ১৯০। নসিহতল কোস্‌সাক  
 ১৯১। নুর বখ্ত নওবাহার  
 ১৯২। নাজাতল আরওয়াহ  
 ১৯৩। নেক বখ্ত খসম পিয়ারী  
 ১৯৪। নসিহতে আহলে কলি  
 ১৯৫। নসিহতে ঘোর কলি  
 ১৯৬। নসিহতে আম  
 ১৯৭। নসিহতল ইমান  
 ১৯৮। তকরার দাফে জোল্মাত  
 ১৯৯। তিলিস্‌ সমে হোসরোবা  
 ২০০। তমিমগোলাল  
 ২০১। তক্বিয়েতল ইমান  
 ২০২। তিলিস্‌মাত সোলেমানী  
 ২০৩। তালেনামা  
 ২০৪। তুতিনামা  
 ২০৫। তেবেনবী  
 ২০৬। তাজকেরাভুল আউলিয়া  
 ২০৭। তাজকিরাতুল্লেন্দা  
 ২০৮। তাজ-উল্ আলম  
 ২০৯। তব্বিহুল্ জাহেলীন  
 ২১০। তফসির বিস্মিল্লাহ  
 ২১১। তুষ্টনামা  
 ২১২। তুষাবতী বিরামুদ



- ২১৩। তোহফাতন্ নসিহত ২৪৫। দুইশত উপদেশ  
 ২১৪। তাজল আলম্‌ মাহিগীর ২৪৬। প্রেমতরঙ্গ  
 ২১৫। তোহফাতল মোস্‌লেমিন্ ২৪৭। পদ্মাবতী  
 ২১৬। তফসির ফজায়েলে বিস্মিল্লাহ ২৪৮। পবনকুমারী  
 ২১৭। তেলাওতল ওজুদ ২৪৯। পীর গোরাচাঁদ ১ম  
 ২১৮। তখিয়াতয়েসা ২৫০। পীর গোরাচাঁদ ২য়  
 ২১৯। তোহফাতল যোবতাদী ২৫১। পীর ফরিদ  
 ২২০। তবলিগুল ইসলাম ২৫২। পরিব্রাজ্য শাহাজাদী  
 ২২১। তারিখে আবুহানিফা ২৫৩। পাকপত্রতনের নকশা  
 ২২২। দাক্বাএকল হেফাএক ২৫৪। প্রেমচোরা  
 ২২৩। দেলরোবা চারচমন ২৫৫। ফেসানায় আজায়ব  
 ২২৪। দেলারাম ২৫৬। ফাতেমার জহরানামা  
 ২২৫। দলিল-উল আহকাম ২৫৭। ফজিলাতেহজ্ব  
 ২২৬। দারা সেকান্দারনামা ২৫৮। ফজায়েলে হরমায়েন  
 ২২৭। দেলপসন্দ ২৫৯। ফেসানা বেদার বক্ত  
 ২২৮। দিনকানা স্বপ্নর ২৬০। ফাজিলাতে দরুদ  
 ২২৯। দেলবাহার গোলেস্তান ২৬১। ফুলভোমরা  
 ২৩০। দেলফেরেব পিরারজাহান ২৬২। ফতুহখাম, ১ম খণ্ড  
 ২৩১। দিয়ার ইলাহী ২৬৩। ঐ ২য় খণ্ড  
 ২৩২। দরবেশনামা ২৬৪। ঐ ৩য় খণ্ড  
 ২৩৩। দেলদিওয়ানা ২৬৫। ঐ ৪র্থ খণ্ড  
 ২৩৪। দোরদাতল মোমেনিন ২৬৬। ফতুহল্‌ এরাক  
 ২৩৫। দেলবাহার ২৬৭। ফতুহল্‌ মেসের  
 ২৩৬। দুইসত্বীনের ঝগড়া ২৬৮। ফকির বিলাস  
 ২৩৭। দেলদার কুমার ২৬৯। ফরসালে আহকাম ২য়;  
 ২৩৮। দেলরগশন হাদিস ২৭০। ফাজিলাতে বারচান্দ  
 ২৩৯। দাওয়াতে মোহাম্মাদী ২৭১। ফজায়েলে সাহরে সিয়াম  
 ২৪০। দেওনামা তালেনামা ২৭২। ফরাজেজ বাকলা  
 ২৪১। দিওয়ান বোরহান ২৭৩। বাহার দানেশ  
 ২৪২। দেলখোষ ২৭৪। বিধবা-বিচ্ছেদ  
 ২৪৩। দালালা মোক্তালা ২৭৫। বিবি জোবেদাখাতুন  
 ২৪৪। ছালালুল্‌হৌনের খেলা ২৭৬। বড় তুতিনামা

২৭৭। বে-নজির বদ্রেমুনির	৩০৯। মফিদল ইসলাম
২৭৮। বারমাস	৩১০। মফিদল হোজ্জাজ
২৭৯। ঝাগ্‌বাহার	৩১১। মল্লিকার হাজার সওয়াল
২৮০। ব-কারবালা মাতমহোসেন	৩১২। মফিহুল খালায়েক
২৮১। বে-নমাজী নারী	৩১৩। মালুকা জোহরা
২৮২। বত্রিশধার লালকুমার	৩১৪। মোনাইযাত্‌রা
২৮৩। বদি হুজ্জমান্	৩১৫। মোকস্‌দ-উল্ মোহসেনিন
২৮৪। বন্ বিবির জহরা	৩১৬। মেপ্তাহল জিন্নাত
২৮৫। বিশ্বকোশ চন্দ্রাবলী	৩১৭। মল্লিকা আকার
২৮৬। বেদারল গাকেলিন	৩১৮। মনোরায় জাহানারা
২৮৭। ঝাপ-বেটার লড়াই	৩১৯। মালতীকুসুমমালা
২৮৮। বে-নমাজীর নসিহত	৩২০। মালঞ্চকত্‌রা
২৮৯। বেভাষনামা	৩২১। মোবারক গাজীশাহ
২৯০। বড়পীর গুণাবলী	৩২২। মেপ্তাহল ইসলাম
২৯১। বিশ্বকোশ চন্দ্রাবলী	৩২৩। মারফতেজ্‌জ
২৯২। বেলালনামা	৩২৪। মস্নবী
২৯৩। বেহেস্তুনামা	৩২৫। মাধারেনল ওলুম
২৯৪। ভানুবতীর লড়াই	৩২৬। মোহব্বাতে গুলশান
২৯৫। ভেলুওয়া স্মরনী	৩২৭। মাহতাববালা
২৯৬। ভূমিকম্প	৩২৮। মাণিকপীর
২৯৭। ভাষানযাত্রা	৩২৯। মাজারে ফেরদওস
২৯৮। মধুমালী	৩৩০। মনসুরহাল্লাজ
২৯৯। মৌলুদ বাহারিয়া	৩৩১। মফিদল মোমেনিন
৩০০। মৌলুদ গোলজারে বাহারিয়া	৩৩২। মজ্‌মুওয়া মোনাজাত
৩০১। মৌলুদ গোলজারে আকরম	৩৩৩। মারফতেহকানী
৩০২। মৌলুদ আহম্মাল কুলুব	৩৩৪। মসায়্যেলে মউতা
৩০৩। মৌলুদ তওয়ারাদনামা	৩৩৫। মারফতনামা
৩০৪। মৌলুদ জিন্নাতলবাগ	৩৩৬। মারফতে মওলা
৩০৫। মৌলুদ গোলশানে বাহার	৩৩৭। মেদারাজনামা
৩০৬। মৌলুদ মোস্তাফা	৩৩৮। মেম্বাহল ইসলাম
৩০৭। মৌলুদ গোলশানে আরব	৩৩৯। মোহাম্মাদী বেদ ১ম খণ্ড
৩০৮। মোত্তনামা	৩৪০। ঐ ২য় খণ্ড

৩৪১।	মুর্শিদনামা	৩৭৩।	লোকমান হাকিমের উপদেশ
৩৪২।	মোহসেন-উল্ ইসলাম	৩৭৪।	সরফলমুল্লুক (বড়)
৩৪৩।	মোহনমালতী	৩৭৫।	সরফলমুল্লুক (ছোট)
৩৪৪।	মাহেরমজানের কেসসা	৩৭৬।	সোলতান জমজমা
৩৪৫।	মোহরে সোলেমানী	৩৭৭।	সুরতলাল বিবি
৩৪৬।	মোনাবেহাত তাহিহলজাহেলিন	৩৭৮।	সেকান্দারনামা
৩৪৭।	রাতকানা জামাই	৩৭৯।	সায়তনামা
৩৪৮।	রাজকণা মধুমাল	৩৮০।	সাখাওয়াতনামা
৩৪৯।	রজিনবাহার কলির অবতার	৩৮১।	সেরাজ-উল্ ইসলাম
৩৫০।	রজবাহার	৩৮২।	সালাতেনুর
৩৫১।	রাঁড়ের মকর, ১ম ভাগ	৩৮৩।	সোলেমানী তালেনামা
৩৫২।	ঐ ২য় ভাগ	৩৮৪।	সুরতজামাল
৩৫৩।	রসনেনসা-কঙ্কা	৩৮৫।	সুরতনামা
৩৫৪।	রংবেলাল রজিনী	৩৮৬।	সেরাতলমোমেনিন
৩৫৫।	রহমতেহক	৩৮৭।	সিদ্ধিকলুওয়ায়েজিন
৩৫৬।	রোশনল মোমিনীন	৩৮৮।	সত্যপীর
৩৫৭।	রূপবান-রূপবতী	৩৮৯।	সোলতানবলুখী
৩৫৮।	রাগমালা শতময়না	৩৯০।	সোপাভান
৩৫৯।	রেজওয়ানসাছা	৩৯১।	স্বর্ঘ্যউজাল
৩৬০।	রাহেনাজাত	৩৯২।	সমুত্তান
৩৬১।	রওশনল ইমান	৩৯৩।	সখিমোণা
৩৬২।	রোকমনিপরি	৩৯৪।	স্বাশুড়ী বো'র ঝগড়া
৩৬৩।	রসের খনি	৩৯৫।	সতীবিবি
৩৬৪।	লালবাহু শাহাজামাল	৩৯৬।	সহীদে কারবালা
৩৬৫।	লালমতি সরফলমুল্লুক	৩৯৭।	সের আলী
৩৬৬।	লাইলীমজহু	৩৯৮।	সাকাদেব নকল বেহেস্ত
৩৬৭।	লালমিঞা শিবতার	৩৯৯।	সুন্দরকলি বারমাসী
৩৬৮।	লালমোন	৪০০।	সংসারচরিত্র
৩৬৯।	লজ্জাবতী	৪০১।	সতীময়নাপ্রকাশ সৈয়দ ময়না
৩৭০।	লজ্জতরেনসা	৪০২।	সপ্তপয়কর
৩৭১।	লালকুমার ভাঙ্গবতী	৪০৩।	সাপের মন্ত্র
৩৭২।	লক্ষ্মী-শনির ঝগড়া	৪০৪।	শাহীতথ্যে সোলেমানী

৪০৫। শরাহবেকারা	৪২৮। হররাতালকেকা
৪০৬। শশীমুক্তা	৪২৯। হজ্জতুল ইসলাম
৪০৭। শাহ এম্বাণ চন্দ্রবান	৪৩০। হায়জানামা
৪০৮। শেখ ফরিদ	৪৩১। হেদায়েতুলইসলাম (বাংলা)
৪০৯। শাহাদাতনামা	৪৩২। হাসেল মকমুদ
৪১০। শাহমাদারের কেস্‌সা	৪৩৩। হররুরবিবির কেস্‌সা
৪১১। শাহরুম	৪৩৪। হায়েজনেকাস
৪১২। শিরফরহাদ	৪৩৫। হাতেমতাই
৪১৩। শাহ আলগ জমিলাখাতুন	৪৩৬। হাকিকতুল আশ্বিয়া
৪১৪। শাহ ঠাকুরবর	৪৩৭। হাজার মসলা
৪১৫। শাহকামাল সূর্য্যভাসু	৪৩৮। হাদিস আরবাইন
৪১৬। শাহদোলা	৪৩৯। হার বাতুল মোমিনীস
৪১৭। শাকাতুলবালা	৪৪০। হেদায়েতুল মোবতাদী
৪১৮। শাহকলন্দর	৪৪১। হেদায়েতুল ফোস্‌সাক
৪১৯। শ্রামসোহাগীর কেস্‌সা	৪৪২। হাবিল কাবিলের কেস্‌সা
৪২০। শ্রামসুন্দর পরিমালা	৪৪৩। হাদিস দেল্‌গশন
৪২১। শামছুরিমান	৪৪৪। হকিকতস্‌ সালাত
৪২২। শীতবসন্ত	৪৪৫। হালাতন্নবী
৪২৩। শাহনামা	৪৪৬। হাসেন হোসেন
৪২৪। শাহসুফি সোল্তান	৪৪৭। হাসিনাবাহু
৪২৫। শামসুল আহকার	৪৪৮। হেকারেত চারইয়ার
৪২৬। শরাহমোহান্নাদী	৪৪৯। হুময়ের প্রেম-লহরী
৪২৭। হক মজার খুশরবাড়ী	৪৫০। হপ্ত আক্‌লিমের বাদশাহ

“বটতলার পুথি” বলিয়া আমরা যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করি না, কেবল স্থগার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকি, উপরের তালিকায় সেই প্রণীর ৪৫০ খানি পুস্তকের নাম লিখিত হইল। বাজারে প্রচলিত ৪৪৪৬ খানি “বটতলার পুথির” মধ্যে, এ পর্য্যন্ত ৪৫০ খানি পুস্তকই আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ইহার মধ্যে যে কয়েকখানি পুস্তকের রচয়িতার নাম, ঠিকানা এবং রচনার সাল নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

**অভয়চন্দ্রলাভ**—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুচিয়ামোড়া গ্রামনিবাসী ওসিমদ্দিন শাহা কর্তৃক বিরচিত।

**আখ্‌ব্বার-উল-ওজুদ**—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার বান্দবপুরনিবাসী মুন্সী মোহাম্মাদ খাতের এই গ্রন্থ রচনা করেন।

**আম্বিয়ার বাণী**—১১৬৫ সালে রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট বাড়িবিমলা গ্রামনিবাসী কাজী হাম্মাতমোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

**আখ্‌বরসু সালাত**—১২৭৮ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

**আসুরারসু সালাত**—১২৯৬ সালে কলিকাতানিবাসী মুন্সী আব্দুল ওহাব এই পুস্তক রচনা করেন।

**আরবা-আরবাইন হাদিস**—১৩০৯ সালে এই পুস্তক হাজী গরিবউল্লাহ্বারা বিরচিত।

**আবুসামা**—১২৩৫ সালে ২৪ পরগণা জেলা নিবাসী জয়নাল আবেদিন কর্তৃক এই পুস্তিকা বিরচিত।

**আজায়েব সোলেমানী**—১৩০৫ সালে কুমিল্লা জেলার হাফেজ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জম আলী কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত।

**আলাউদ্দিন**—১৩০৮ সালে কুমিল্লা জেলা নিবাসী সৈয়দ জিন্নত আলী দ্বারা এই পুস্তক বিরচিত।

**আহকামল শরিয়ত**—১২৮৮ সালে আয়জদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**আজায়েব চাঁর ইয়ার**—১২০৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার ফেলু ওস্তাগার এই পুস্তক রচনা করেন।

**ইবলিসনামা**—১১৭৮ সালে মুন্সী শাহ গরিবুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

**আসুমানাসং**—১৩০১ সালে বরিশাল জেলার সলিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

**ইমামচরুই**—১২৫০ সালে বক্তার খাঁ কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত।

**ইমামযাত্রা**—১৩১৯ সালে বগুড়া জেলার গৈনারোকান্দি নিবাসী হুগ্‌তৌয়া সরকার এই পুস্তক রচনা করেন।

**ইউসুফ জেলেখা**—১২৪০ সালে ফকির মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**একশত ত্রিশ ফরজ**—১২৪৬ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

**এলাজে বাঙ্গালা**—১২৯৮ সালে নদীয়া জেলার শান্তিপুরনিবাসী মুন্সী মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক এই পুস্তক রচনা করেন। ইহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

**এশ্‌কে জহর**—১৩২২ সালে করিমপুর জেলার সুন্দরদিনিবাসী আব্দুল হাকিম এই পুস্তক রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম “এশ্‌কে জহর বা জাহান্ আযার কেসসা”।

**একদিলশাহ**—১২৪১ সালে রংপুর জেলার শীতলগাড়ী নিবাসী আশক মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**পীর গোরাটাদ**—১২৭৮ সালে বর্ধমান জেলার খেজুরহাটী-বাহাদুরপুরনিবাসী খোদা-নওয়াজ সাহেব এই পুস্তক রচনা করেন।

**তব্লিগ-উল্ ইসলাম**—১৩১৫ সালে হুগলী জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামনিবাসী মোহাম্মাদ দাউদ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম “তব্লিগ-উল্ ইসলাম অর্থাৎ তোহফাতুল মোমেনিন।”

**তারিখে-আবুহানিফা**—১৩১৮ সালে চট্টগ্রাম জেলানিবাসী মোলবী ইম্মার মোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

**দরবেশনামা**—১২৬৮ সালে ফরিদপুর জেলার মুলফংগঞ্জনিবাসী মোলবী আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

**গঞ্জেমারফৎ**—১২৬৮ সালে ফরিদপুর জেলার মুলফংগঞ্জনিবাসী মোলবী আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

**শশীমুক্তা**—১৩১১ সালে বরিশাল জেলার জয়ানিবাসী আফতাবউদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**দিল্‌দিওয়ানা**—১২৬৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা-হোসেনপুরনিবাসী আব্দুর রহিম এই পুস্তক রচনা করেন।

**শহীদেকারবালা**—১২৮৯ সালে হুগলী জেলার ভূরগুট-কান্দুপুরনিবাসী মোহাম্মাদ মুন্সী এই পুস্তক রচনা করেন।

**সেরআলী**—১২৮৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার শাহ সেরআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**নূরুলইমান**—১২৮৮ সালে হাওড়া জেলার মোল্লা মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

**নক্শে সোলেমানী**—এই পুস্তক চারি খণ্ডে সমাপ্ত। ১ম খণ্ড ১২৬৮, ২য় খণ্ড ১২৬৯, ৩য় খণ্ড ১২৭০ এবং ৪র্থ খণ্ড ১২৭১ সালে বিরচিত হয়। হুগলী জেলার ধমানিবাসী জোনাব আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**নেজাম পাগ্লা**—১১৭৩ সালে মুন্সী মোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

**নূরনামা**—১২৭৮ সালে হাওড়া জেলার বাকুবপুরনিবাসী মুন্সী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

**বগড়ানামা**—১২৭২ সালে ২৪ পরগণা জেলার ধান্তধোলা মোহনপুরনিবাসী আসিরদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

**ওজুদনামা**—১৩০৩ সালে কলিকাতানিবাসী আব্দুল অহ্বাচ এই পুস্তক রচনা করেন।

**কল্মা মোনাজাত**—ঢাকা জেলার মফিজদ্দিন আহমদ গত ১২৯৮ সালে এই পুস্তক রচনা করেন।

**চৌদ্দ উজির**—১৩০৩ সালে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ানিবাসী মোহাম্মাদ ওমর এই পুস্তক রচনা করেন।

**গমের দরিয়া**—১২৯০ সালে ঢাকা জেলার শরীফগঞ্জনিবাসী আব্দুর রহমান এই পুস্তক রচনা করেন।

**চাহার দরবেশ**—বিগত ১১৭৮ সালে মুন্সী মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

**কেয়ামতনামা**—১২৪১ সালে ২৪ পরগণার বসিরহাটনিবাসী উদ্দ, হোদায়েৎ ইসলাম রচয়িতা, হাফেজ সৈয়েদ আমানত-উল্লা সাহেব এই গ্রন্থ রচনা করেন।

**সায়েরতনামা**—১২৯২ সালে ঢাকা জেলার মুন্সী মফিজদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**জঙ্গেসোহরাব**—১২৯৪ সালে ২৪ পরগণার হায়দারপুর গ্রামনিবাসী হবিবউল-হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

**সোলেমানী তালেনামা**—১২৯৮ সালে গোলাম ফরিদ নামক এক ব্যক্তি এই পুস্তক রচনা করেন।

**নাজাতুল আরওয়াহ**—১৩১০ সালে কলিকাতানিবাসী মুন্সী আব্দুল ওহ্লাচ এই পুস্তক রচনা করেন।

**গেন্দেগোলহরয়োজ**—১২৮৪ সালে হুগলী জেলানিবাসী মোহাম্মাদ তাহের এই পুস্তক রচনা করেন।

**তুপ্তনামা**—১২৮৬ সালে শ্রীরত্নেশ্বর দাস এই পুস্তক রচনা করেন।

**বেদারল গাফেলিন**—১২৬৮ সালে হুগলী জেলার বালিয়া বামনপাড়ানিবাসী সমির-উদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

**ফয়সালে আহকাম**—১৩১০ বঙ্গাব্দে হুগলী জেলার মোহাম্মাদ মুন্সী এই পুস্তক রচনা করেন।

**ফজিলাতে বারচাঁদ**—১২৯৩ সালে হুগলী জেলার ধমানিবাসী জোনাব আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**ফকিরবিলাস**—১২৯৯ সালে রংপুর জেলার শীতলগাড়ীনিবাসী মুন্সী এনায়েতুল্লা সরকার এই পুস্তক রচনা করেন।

**হাজার মসলা**—১১৭৬ সালে মোহাম্মাদ জান এই পুস্তক রচনা করেন।

**দিদার ইলাহী**—১২৭২ সালে বর্ধমান জেলার গোলাম ইমাম ওরফে বুদ্ধশাহ এই পুস্তক রচনা করেন।

**সপ্ত পয়কার**—১১৬০ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ আলাওল পাণ্ডিত এই পুস্তক রচনা করেন।

**সতী ময়না**—১১৪১ সালে চট্টগ্রামের পাণ্ডিত কাজী দৌলত ও পাণ্ডিত সৈয়েদ আগাওল এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম “সতী ময়না, প্রকাশ সৈয়েদ ময়না ওরফে লোয়চন্দ্রানী।”

**খায়রে দো জাহান**—১২৮৬ সালে যশোহর জেলার মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

**গোলবা সানুওয়ার**—১২৯০ সালে হাওড়া জেলার মোল্লা মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

**শাহে এম্রাণ চন্দ্রবানু**—১২৮৭ সালে মুন্সী মোহাম্মাদ দ্বারা বিরচিত।

**মনসুরহাল্লাজ**—১২৮২ সালে ২৪ পরগণা জেলার শেখ আমির উদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

**শেখ ফরিদ**—১২৯৯ সালে ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা হোসেনপুরনিবাসী আশ্বর রহিম এই পুস্তক রচনা করেন।

**নাসিহাতে আহলেকলি**—১৩১৫ সালে হাওড়া জেলার আদমপুরনিবাসী মোহাম্মাদ আইনদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

**ভূতিনামা**—১২৯৭ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

**নূরবখ্ত নওবাহার**—১১৮৮ সালে হাওড়া জেলার চন্দ্রপুরনিবাসী শেখ আব্বাস-গফ্কার এই পুস্তক রচনা করেন।

**হাতেমতাই**—১১১০ সালে হাওড়া জেলার বসন্তপুরনিবাসী সৈয়দ হামজা এই পুস্তক রচনা করেন।

**সেরাতুল মোমেনিন**—১২৯৬ সালে মুন্সী মালেমোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**তুষাবতী বিরাগুরু**—১২৬৭ সালে যশোহর জেলার মধুভোগনিবাসী মুন্সী মণিরদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

**কাসাসোল আশ্বিয়া**—১৩০২ সালে কলিকাতানিবাসী মোলবী রহমতুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

**জঙ্ঘনামা**—১১০১ সালে মুন্সী মোহাম্মাদ ইয়াকুব এই পুস্তক রচনা করেন।

**বোন্বিবির জহুরানামা**—১২৮৭ সালে হাওড়া জেলার মুন্সী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

**গোলশালে আজায়েব**—১২৯৯ সালে হুগলী জেলার মণ্ডলঘাটনিবাসী শাহাদাৎ-উল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

**দিলফেরের পিয়ারজাহান**—১২৯১ সালে হাওড়া গোলাবাড়ীনিবাসী সৈয়দ মোহাম্মাদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**সতীবিবির কেসসা**—১৩০৬ সালে ১৪ পরগণা জেলার ভালপুকুরনিবাসী আব্বজদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।



**মালঞ্চকন্যা**—১৩০৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**দেলবাহার গোলেস্তা**—১৩০০ সালে ২৪ পরগণা জেলার কোমরদ্দিন কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত হয়।

**জহুরা বিবির কেসসা**—১২৮১ সালে ঢাকা জেলার গড়পাড়া নিবাসী মুন্সী তাজদ্দিন মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**মালতীকুসুমমালা**—১৩০২ সালে মোহাম্মদ মুন্সী এই পুস্তক রচনা করেন।

**দিনকাণা শ্বশুর**—১৩১১ সালে ২৪ পরগণার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**সমির জ্বালাল**—১৩২০ সালে ঢাকা জেলার কোমরদ্দিন খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

**চন্দাবলী**—১২৮১ সালে ফরিদপুর জেলার মোহাম্মাদ আবেদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**শ্বাশুড়ী বোর বগড়া**—১৩১০ সালে ২৪ পরগণানিবাসী মোহাম্মাদ মাহমুদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**নারীপুরুষের রঙ্গ রসের বগড়া**—১২৮২ সালে রাজসাহী জেলার জোবেদ আলী খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

**জঙ্গে চল্‌কান্**—১৩১৯ সালে চট্টগ্রাম মীরেশ্বরী নিবাসী শেখ আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

**বদিওজ্জমার লড়াই**—১৩১৮ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুন্সী এই পুস্তক রচনা করেন।

**কলির চাঁরত্ৰ**—১৩১৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার বামনমুন্সীর ভরদ্বাজহাটনিবাসী হাফেজ হাশমত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**শাহনামা**—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর নিবাসী (আসল) মুন্সী মোহাম্মাদ খাতের এই গ্রন্থ রচনা করেন।

**সূর্য্য উজ্জাল**—১২৪৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার বজ্জার থা এই পুস্তক রচনা করেন।

**গোলবা বাহরাম**—১২৮৪ সালে মোহরদ্দিন মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**পবনকুমারী**—১২৯৫ সালে নদীয়া জেলা নিবাসী খোন্দকার গোলাম ইসমাইল এই পুস্তক রচনা করেন।

**রসনেসা কন্যা**—১৩০৬ সালে বরিশাল জেলার শৈলাদা নিবাসী মোকাম্মেল থা এই পুস্তক রচনা করেন।

**সোনাভান**—১১৫৫ সালে ২৪ পরগণা নিবাসী ফকির মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**লালমোন্—**১১১১ সালে মোহাম্মাদ আরিফ এই পুস্তক রচনা করেন।

**সামুতভান্—**১২৯৬ সালে হাবিলুদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**হুরনূর বিবি—**১৩০৬ সালে মেদিনীপুর জেলার হোসেনাবাদ নিবাসী দেবাজতলা ওরফে আব্দুল সাত্তার এই পুস্তক রচনা করেন।

**জামাই শ্বশুরের ঝগড়া—**১৩১০ সালে আসগার আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**শামসোহাঙ্গীর কেসসা—**১৩২১ সালে রাজসাহীর বাহাজপুরনিবাসী মোহাম্মাদ মফির উদ্দিন ও মফিজ উদ্দিন আহমদদ্বয় এই পুস্তক রচনা করেন।

**গোলশানে মোহাব্বাত—**১২৮৬ সালে মুন্সী তমিজ উদ্দিন কর্তৃক বিরচিত।

**গোলশানে রুম—**১৩১৯ সালে ২৪ পরগণার মেটিয়া-বুজ্জ নিবাসী আব্দুল জব্বার এই পুস্তক রচনা করেন।

**শাম নূরিমান—**১২৯০ সালে ২৪ পরগণার মুন্সী মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**গোল্ সনুবর—**( গল্প ) ১২৯০ সালে ২৪ পরগণার শ্রীকানাইলাল শীল এই পুস্তক রচনা করেন।

**জঙ্গে নওশাদ—**১৩১৯ সালে মেদিনীপুর জেলার মস্তানিবাসী সুবেদার আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**যামিনী ভান্—**১২৯৮ সালে হাওড়া জেলার মুন্সী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

**শ্রামসুন্দর পরিমালা—**১৩১৯ সালে রংপুর জেলার মোহাম্মাদ ইব্রিস এই পুস্তক রচনা করেন।

**মল্লিকা আকার—**১২৭২ সালে আমিরুদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**গোল্ জাদী বিবি—**১৩২০ সালে জলপাইগুড়ির হাঙ্গহাঙ্গপাথারনিবাসী তমিজুদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**লজ্জাবতীর পুথি—**১৩২০ সালে হাওড়া জেলার হাত-হেড়ে নিবাসী আজহার আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**দেল্ পসন্দ—**১২৯৯ সালে হুগলী তালপুরনিবাসী আয়জুদ্দিন কর্তৃক বিরচিত।

**শীতবসন্ত—**১৩২০ সালে গোলাম কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

**সুরতজামাল—**১৩১৬ সালে হাওড়া জেলার খয়রুল্লা মোহাম্মাদ ও জোনাব আলী কর্তৃক বিরচিত।

**মনোরায় জাহান্ আরা—**১৩১৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার চাঁদগাঁওনিবাসী মোহাম্মাদ আব্বাস আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**শ্বশুরীজামাই'র ঝগড়া—**১৩২১ সালে ঢাকার ঢাকিঝোড়নিবাসী মোহাম্মাদ কোরবান আলী কর্তৃক বিরচিত।

**সখীসোণা**—১৩১৮ সালে ঢাকার ঢাকিজোড়নিবাসী মোহাম্মাদ কোরবান আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**বত্রিশধার লালকুমার**—১৩১৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলার হায়হারপাথার নিবাসী ইদ্রিস মোহাম্মাদ কর্তৃক বিরচিত।

**জঙ্গে জামাল**—১৩২১ সালে হাওড়া জেলার খলসানিনিবাসী মোলবী শেখ আজহার এই পুস্তক রচনা করেন।

**সুরতলাল বিবি**—১৩২০ সালে ২৪ পরগণা জেলার হাতিরাগড়নিবাসী মোহাম্মাদ বাবন এই পুস্তক রচনা করেন।

**জঙ্গে রসুল**—১৩২০ সালে হাওড়া জেলার খলসানিনিবাসী মোলবী আজহার আলী কর্তৃক বিরচিত। এই পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম “জঙ্গে রসুল ও জঙ্গে হজরত আলী”।

**সমসামল মোয়াজ্জেদীন**—১৩২৪ সালে নদীয়া জেলার বড় চাঁদঘরনিবাসী ফসি-হদ্দিন কর্তৃক বিরচিত।

**রাশিনামা**—১২৯৬ সালে এই “রাশিনামা, তালেনামা ও চিকিৎসারত্নাবলী” নামক পুস্তক কুমিল্লা জেলার মুনশী ফয়জদ্দিন রচনা করেন।

**লার্মামণ্ডা শিবস্তারা**—১৩১২ সালে নোয়াখালী জেলার নলপুরনিবাসী মুনশী আব্দুল কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

**শাফাতোলবালা**—১২৯৯ সালে দিনাজপুর জেলার জগন্নাথপুরনিবাসী হাজী হাদেক আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**শাহাদোলা**—১৩১০ সালে মোহাম্মাদ আকবর আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**শাহকামাল সূর্য্যভানু**—১২৯০ সালে ময়মনসিংহ জেলানিবাসী আব্দুল গণী এই “শাহকামাল সূর্য্যভানু বিবি” নামক পুস্তক রচনা করেন।

**শাহঠাকুরব**—১৩১০ সালে ২৪ পরগণার ডাউকী নিবাসী নসিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

**সোলতান বলখী**—১২৮৬ সালে আব্দুল মজিদ খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

**হাসেল্-মকসুদ্**—১২৯০ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

**হেদায়েৎ ইসলাম**—১২৯৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মওলা, এই পুস্তকের দ্বারা বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের সুবিধার জন্য, উর্দু-ভাষায় লিখিত মূল “হেদায়েৎ-উল্-ইসলামের” বঙ্গামুবাদ প্রকাশ করেন।

**হায়জানামা**—১২৯২ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মওলা এই পুস্তক বঙ্গভাষায় রচনা ও প্রকাশ করেন।

**ভক্তজতন ইসলাম**—১২৯৯ সালে হুগলী জেলার বাগড়নিবাসী রহিম বক্শ এই পুস্তক রচনা করেন।

**কাঞ্চনমালা**—১২৯৩ সালে কুমিল্লা জেলার দক্ষিণচান্দলানিবাসী সৈয়দ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**শাহকলন্দর**—১২৮৬ সালে বগুড়া জেলার শাহমাযুদ খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

**ঘুণিনামা**—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার কুঁচিয়ামোড়া গ্রাম নিবাসী ওসিমদ্দিন শাহা এই পুস্তক রচনা করেন।

**মোনাই যাত্রা**—১২৮৩ সালে বগুড়া জেলার নাজের মোহাম্মাদ সরকার এই পুস্তক রচনা করেন এবং ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা ইহার সংশোধন করেন। পুস্তকের ভণিতায় উভয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

**মালকা জোহরা-বিবি**—১২৯৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

**প্রেমতরঙ্গ**—১২৮৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার মোশাররফ নিবাসী মুনশী মোহাম্মাদ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

**উম্মর উম্ময়ার নকল**—১৩০০ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুনশী এই পুস্তক রচনা করেন।

**কটুর মিঞা**—১২৯৪ সালে কুমিল্লা জেলার সৈয়দ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**কালুগাজী ও চম্পাবতী**—১২৮৫ সালে ২৪ পরগণা জেলার খোন্দকার আহমদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**কওলেল আরেফিন**—১২৮৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার শাহ শেরআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**খানে নিয়ামত**—১২৯২ সালে বর্ধমান জেলার বামনিয়া নিবাসী মুনশী গোলাম মওলা ওরফে ফেলু মুনসী এই পুস্তক রচনা করেন।

**উম্মর আলী ইরবতী**—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার ওসিমদ্দিন শাহ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

**নূরুল বসর**—১২৯৭ সালে পাবনার সাহাজাদপুরনিবাসী আব্দুল গুফুর ওরফে মণিক মিঞা এই পুস্তক রচনা করেন।

**নসিহতে করিমী**—১৩০০ সালে ফরিদপুর জেলার চর-শিমুলিয়া নিবাসী ও মক্কা-প্রবাসী মোলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

**গঞ্জুল আরশ**—১২৮৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা এই পুস্তক আরবী হইতে বাংলায় অলুবাদ করেন।

**শাহজ্জলাল জমিলা খাতুন**—১২৯৯ সালে কুমিল্লা জেলার বকশ আলী খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

**মফিদল হোজ্জাজ**—১৩০০ সালে দিনাজপুর জেলার ঘোগীবাড়ী নিবাসী হাজী হেদায়েতুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

**তেলেসুমাত সোলেমানী**—১২৯৮ সালে কুমিল্লা জেলার হাফেজ মোহাম্মাদ মোরাজ্জম আলী এই পুস্তক রচনা করেন। ইহার অপর একটি নাম “আজারের সোলেমানী দ্বিতীয় ভাগ”।

**ভানুবতীর লড়াই**—১৩০১ সালে বগুড়া জেলার খলিল উদ্দিন গাইন এই পুস্তক রচনা করেন।

**ব-কারবালা মাতম হোসেন**—১২৯৬ সালে মেদিনীপুর জেলার মোলবী আব্দুল-কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

**বাগবাহার**—১৩০২-সালে কুমিল্লা জেলা নিবাসী সৈয়দ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**ভেলুওয়া সুন্দরী**—১২৮৪ সালে চট্টগ্রামনিবাসী ও কলিকাতা প্রবাসী মোলবী হামিদ্দা এই পুস্তক রচনা করেন।

**লালবানু শাহজামাল**—১৩০০ সালে রঙ্গপুর জেলার সাদেক আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**বাহার দানেশ**—১৩০২ সালে শ্রীহরিকানাথ রায় এই পুস্তক রচনা করেন।

**গোলেআরজান**—১২৮২ সালে কাজী রমহান-উদ্দীন আহমদ ও সাহুলা সরকার এই পুস্তক রচনা করেন। পুস্তক পাঠ করিলে, গ্রন্থকারদ্বয়কে বগুড়া জেলার লোক বলিয়া বোধ হয়।

**জঙ্গ হযদার**—১৩২২ সালে মুন্সী কোবাব আলী এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

**শাহআলম নূরজাহান**—১২৯১ সালে শেখ মেহেরুদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

**ভূতিনামা**—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার মুন্সী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

**রাজকন্যা মধুমালা**—১৩০৭ সালে ময়মনসিংহ নিবাসী সৈয়দ জোবেদআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**রাতকাণা জামাই**—১৩১৫ সালে মোহাম্মাদ দেব্রাহতুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

**জোবেদা খাতুন**—১২৯২ সালে হুগলী জেলার মুন্সী জোবাব আলী ইহার রচনা করেন।

**শিরিফরহাদ**—১২৮৫ সালে হুগলী জেলার কাজী রহমানউদ্দিন আহমদ ও তমিজদ্দিন ঝাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

**গোলআন্দাম**—১২৯০ সালে হুগলী জেলার হরিপাগনিবাসী মুনশী আয়জদ্দিন দ্বারা বিরচিত।

**হদ্দমজার শ্বশুরবাড়ী**—১৩১৭ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুনশী এই পুস্তক রচনা করেন।

**বেনজীর বদ্রেয়ুণির**—১২৭৯ সালে হাওড়া জেলার করিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

**খয়বরের জঙ্গনামা**—১২৮৪ সালে দিনাজপুর জেলার মৌলবী দোস্তমোহাম্মাদ চৌধুরী এই পুস্তক রচনা করেন।

**মেফতাহল লেন্নাত**—১২৮০ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

**মক্সুদল্-মোহসিনিন**—১২৯৯ সালে রংপুর জেলার জলঢাকানিবাসী মৌলবী জহিরদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

**ফেসানা বেদার বখ্ত**—১৩১৪ সালে ফরিদপুর জেলার পাগনিবাসী কাজী আব্দুল ওয়াজেদ এই পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম “ফেসানা বেদার বখ্ত ও পরিমাহেলাকা”।

**জৈগুণ**—১২০৪ সালে হুগলী জেলার ভূরগুট নিবাসী সৈয়দ হামজা এই পুস্তক রচনা করেন।

**দারা সেকান্দারনামা**—১১৯৫ সালে চট্টগ্রামের সৈয়দ আলাওল পণ্ডিত এই পুস্তক রচনা করেন।

**গোলজারে আতশ**—১২৭৫ সালে কলিকাতা নিবাসী আব্দুল্লাহ এই পুস্তক রচনা করেন।

**দালিল উল্-আহকাম**—১২৯৫ সালে ফরিদপুর জেলার বজুরা কোটালীপাড়ানিবাসী মোলুবী দলিলউদ্দিন আহমদ দ্বারা বিরচিত।

**পদ্মাবতী**—এই পুস্তকের রচনার সাল তারিখ আজিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চট্টগ্রামের সৈয়দ আলাওল পণ্ডিত ইহা রচনা করিয়াছিলেন। ঐকাক্ষকের যে নামের মোহর পুস্তকে ছাপা হইয়াছে, তাহাতে ১২৮৭ সাল লেখা আছে।

**হয়রাতাল ফেকা**—১২৭৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলামমওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

**নিয়েতনামা**—১২৮৭ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী বেলাঃরংহোসেন, ইসলাম ধর্ম, সংক্রান্ত “হেদায়েত-উল্-ইসলাম” নামক উর্দু পুস্তক অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিয়াছেন।

**মল্লিকার হাজার সওয়াল**—১২৭৬ সালে মুনশী শেরবাজ এই পুস্তক রচনা করেন।

**নারিকেল বেড়ের লড়াই**—১২৩৫ সালে ২৪ পরগণা জেলার সাজনগাজী এই পুস্তক রচনা করেন।

**ফেসানা-আজায়েব**—১২৭৫ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী বেলায়েৎ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

**ফজায়েলে হরমায়েল**—১২৮৩ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন। ইহাঁর আদিম নিবাস ফরিদপুর জেলার।

**ফজিলাতে হুজ্ব**—১২৯৩ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

**ফাতেমার জহুরানামা**—১৩০০ সালে বগুড়া নিবাসী আস্‌মতুল্লা খোন্দাকার এই গ্রন্থ রচনা করেন।

**বে-নমাজী নারীর পুঁথি**—১৩০০ সালে কুমিল্লা রাজগঞ্জ নিবাসী কলিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

**মফিদল খালায়েক**—১২৯০ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

**যুগী কাছের**—১২৩৪ সালে বগুড়া নিবাসী সাহেজুল্লা খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

**রং বাহার**—১২৭১ সালে কটকনিবাসী মৌলবী হাজী আব্দুল মজিদ ভূঞা এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

**তর্কাবেতুল ইমান**—১২৭০ সালে ২৪ পরগণা জেলার বাইশহাটা-মুগিহারী নিবাসী উমেদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

**দেলরোবা টার চমনু**—১১৯৬ সালে কটকের মৌলবী ও হাজী আব্দুল মজিদ ভূঞা ইহা রচনা করেন।

**রঞ্জন বাহার**—১২৮৮ সালে বগুড়া জেলার কুজাইল নিবাসী মোহাম্মাদ আরিফ ইহা রচনা করেন।

**খাব্নামা**—১৩০৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

**গোলে বকাওলি**—১৩০০ সালে পাবনা জেলার ছলাই নিবাসী মুনশী আব্দুল শুকুর ওরফে মণিক মিয়া ইহা রচনা করেন।

**গোলশানে নওবাহার**—১৩০৪ সালে পাবনা জেলার ছলাইনিবাসী মুনশী আব্দুল শুকুর ইহা রচনা করেন।

**গারকুনামা**—১২৮৩ সালে বরিশাল ভোলা মহকুমার আলিমগর নিবাসী শেখ মেন্‌হা-জদ্দিন ইহা রচনা করেন।

**চোরচক্রবর্তী**—১২৮৬ সালে ২৪ পরগণার মুন্সী গোলাম মণ্ডলা ইহা রচনা করেন।

**চৌত্রিশ অক্ষর**—১৩০০ সালে রংপুর জেলার মেলাবর সাকিনের রসুলমোহাম্মাদ খোন্দাকার ইহা রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম “চৌত্রিশ অক্ষরের ফজিলত”।

**বারমাস**—১২৮৩ সালে মোহাম্মদ আকবর ইহা রচনা করেন।

**মফিদল ইসলাম**—১৩০১ সালে মক্কা প্রবাসী মোলবী আব্দুল করিম ইহা রচনা করেন।

**মউতনামা**—১২৮৩ সালে ২৪ পরগণার মুন্সী গোলাম মণ্ডলা ইহা রচনা করেন।

**মৌলুদ গোলাজারে বাহারিয়া**—১২৯৬ সালে রংপুর জেলার মুন্সী রসুল মোহাম্মদ খোন্দাকার ইহা রচনা করেন।

**মৌলুদ বাহারিয়া**—১২৮২ সালে ২৪ পরগণার মুন্সী গোলাম মণ্ডলা ইহা রচনা করেন।

**নওখারিদ পাহালুওয়ান**—১২৮৭ সালে ২৪ পরগণার মুন্সী মোহাম্মদ ইক্‌হাক ইহা রচনা করেন।

**নবচাঁকৎসা বোধ**—১২৪৩ সালে বরিশাল জেলার কবিরাজ শ্রীনবকুমার নাথ ইহা রচনা করেন।

**কালুগাজী চম্পাবতী**—১৩০২ সালে হুগলী জেলার মোহাম্মদ মুন্সী ইহা রচনা করেন।

**সয়ফল যুল্লুক বদিওজ্জমাল**—১২৮৪ সালে মুন্সী আব্দুল আজিজ ইহা রচনা করেন।

**লাইলীমজনু**—১২৮৭ সালে কলিকাতা নিবাসী মুন্সী আব্দুল অহ্মাব ইহা রচনা করেন।

**রাঁড়ের মক্করনামা**—১৩১৬ সালে ঢাকা নারায়ণগঞ্জনিবাসী মুন্সী রিয়াজদ্দিন ইহা রচনা করেন। হুই খণ্ডে সমাপ্ত।

**গোলেহরমুজ**—১২৮১ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মদ খাতের ইহা রচনা করেন।

**সোলতানুজ্জম**—১২৮৮ সালে ২৪ পরগণার মুন্সী গোলাম মণ্ডলা ইহা রচনা করেন।

**মধুমাল**—১২৫৮ সালে কুমিল্লার মুন্সী সৈয়দ জিন্নাতআলী ইহা রচনা করেন।

**চেমনবাহার**—চট্টগ্রামের পণ্ডিত ফাইমদ্দিন ১২৪৫ সালে ইহা রচনা করেন।

**ছিলছত্রারাজার জজ**—১২৪৬ সালে বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল নিবাসী বাতাসু সরকার ইহা রচনা করেন।

**দেলারাম**—১৩১৮ সালে কলিকাতা নিবাসী মুন্সী রিয়াজদ্দিন খাঁ ইহা রচনা করেন।



**লালমতি**—১২৯৫ সালে চট্টগ্রামের পণ্ডিত আব্দুল হাকিম ইহা রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম, “লালমতি সয়কল মুন্সুক”।

**কলির নসিহত**—১২৭০ সালে ২৪ পরগণার চানক নিবাসী শেখ রমজানউল্লা ইহা রচনা করেন।

**জান্নুগুশন**—১২৯০ সালে নদীয়া শান্তিপুর নিবাসী মোহরদ্দিন আহম্মদ ইহা রচনা করেন।

**বিধবা বিচ্ছেদ**—১৩০৩ সালে বরিশাল চাঁদপাশা নিবাসী সলিমউদ্দিন ইহা রচনা করেন।

**নেকবিবি**—১২৯২ সালে ঢাকা রহমাগঞ্জ নিবাসী মুনশী গরীবউল্লা ইহা রচনা করেন।

**সত্যপীর**—১২৮৬ সালে ওয়াজেদ আলী ইহা রচনা করেন।

**তর্মিম গোলাল**—১২৭১ সালে চট্টগ্রামের সৈয়দ মোহাম্মদ রাজা ইহা রচনা করেন।

**সয়ফুল মুন্সুক**—চট্টগ্রামের সৈয়দ আলীওল পণ্ডিত ইহা রচনা করেন। রচনার সন-তারিখ আজিও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

**দাকায়েক-উল হেহকায়েক**—চট্টগ্রামের সৈয়দ মোলবী মুহুদ্দিন ইহা রচনা করেন। ইহার অপর দুইটা নাম, “কহনামা ও মউতনামা”।

**জেবল-মুলুক সামারোক**—ইহা চট্টগ্রামের সৈয়দ আকবর আলী দ্বারা বিরচিত। রচনার সন-তারিখ আজিও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

উপরে যে সমস্ত পুস্তকের নাম এবং রচনার সন-তারিখ সহ গ্রন্থকারদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম। তালিকায় লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) আরবী ও পার্শী ভাষায় লিখিত, ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকের মূল এবং তাহার বাংলা অনুবাদ। (ক) শরিয়ৎ—গার্হস্থ্য ধর্ম, (খ) মারফৎ—সম্মাসধর্ম।

(২) জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক, তিথি-নক্ষত্র প্রভৃতির বিচার। গণনা-প্রণালী। যন্ত্র-বিচার সম্বন্ধীয় পুস্তক। কু-ফল দূর করিবার ব্যবস্থা।

(৩) পশু ও মানব চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক। (ক) আয়ুর্বেদ, (খ) পের্ডে, (গ) হাকিমী, (ঘ) অবধৌতিক।

(৪) দোওয়া, এসেম ও কবচ (তাবিজ) ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তক।

(৫) দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক।

(৬) সাধনা-প্রণালী এবং সিদ্ধি লাভের উপায় সম্বন্ধীয় পুস্তক।

- ( ৭ ) মিলনাস্তক ও বিয়োগাস্তক উপভাস ( প্রেম-কাব্য ) ।
- ( ৮ ) নাটক ( প্রহসন ও গীতাভিনয় ) ।
- ( ৯ ) সমাজচিত্র, সংসারচিত্র—চাবুক ।
- ( ১০ ) ইতিহাস এবং ইতিহাসের ছায়া ।
- ( ১১ ) জীবন-চরিত ।
- ( ১২ ) বিবিধ উপদেশ ।

এ সম্বন্ধে বলিবার ও আলোচনা করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় অত্কার মত ইহার উপসংহার করিলাম। সময় ও সুযোগানুসারে কবিদিগের রচনা-শক্তির ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। প্রায় সহস্র বৎসর হইতে চলিল, এ দেশে আমরা হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায় বাস করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দু ভ্রাতারা ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানেন না। তাই তাঁহারা অনেক সময়, ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক ভুল ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ইহা যে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে লিখিত “বটতলার পুঁথি”গুলিকে ঘৃণা না করিয়া, যদি অগ্রহে পূর্বক তাঁহারা পাঠ করেন, তাহা হইলে, মুসলমান ধর্ম ও মুসলমানের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল ধারণাগুলি দূর হইতে পারে। আমি এই প্রবন্ধের প্রথমাংশেই বলিয়াছি যে, “আমার অনুসন্ধান-কার্য এখনও শেষ হয় নাই এবং বহুসংখ্যক পুস্তক এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।” সকল পুস্তকগুলি সংগৃহীত এবং অনুসন্ধান-কার্য শেষ হইলে ইহার এক এক খণ্ড পুস্তক সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তক-ভাণ্ডারে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী



## ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য

ইউক্লিডের স্বীকার্য পাঁচটি সরল রেখা, সমতল, বৃত্ত ও কোণ নিম্না। তিনি রেখা, তল, সরল রেখা, বৃত্ত, সমতল ও কোণের নির্দোষ সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। স্বীকার্য পাঁচটি ইহাদের ধর্ম কতকটা পরিস্ফুট করিয়া জ্যামিতিক প্রমাণে প্রয়োগের উপযোগী করিয়াছে। জ্যামিতিকারগণ সরল রেখা ও সমতলের সাহায্যেই সর্বপ্রকার রেখা ও তল সম্বন্ধীয় সমাধান করিয়াছেন। সুতরাং সরল রেখা ও সমতল সম্বন্ধীয় স্বীকার্য কয়টিই বাবতীয় রেখা ও তল সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ভিত্তি। স্বীকার্য কয়টির উপরে অবিস্তৃত জ্যামিতি শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং তৎসাহায্যেই জ্যামিতির কলেবর উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যদিও জ্যামিতি প্রকৃতির পরিমাপবদ্ধিত বাবতীয় জটিলতার নিখুঁত সমাধান সম্পাদন করিতেছে, কিন্তু ইহার মূল উপাদান রেখা ও তলের নির্দোষ সংজ্ঞা কি? অর্থাৎ ইহারা প্রকৃতপক্ষে কি জিনিষ, তাহা এখনও অসমীমাংসিত রহিয়াছে। উক্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে জ্যামিতি শাস্ত্রের ভিত্তি-স্বরূপ স্বীকার্য কয়টির আলোচনা প্রয়োজন। আমরা ইহাদের একাদিক্রমে পর্যালোচনা করিয়া ক্রমশঃ উক্ত মৌলিক ধর্ম বিশ্লেষণের চেষ্টা করিব। বর্তমান প্রবন্ধে প্রথম স্বীকার্য সম্বন্ধে চর্চা হইবে। স্বীকার্যটি এই;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত সরল রেখা অঙ্কিত হইতে পারে।

রেখা মাত্রেরই সমাধান সরল রেখার উপর নির্ভর করার জ্যামিতিকারগণ ১ম স্বীকার্যকে অঙ্কনের মূল ভিত্তি ধরিয়া লক্ষকের (Locus) সিদ্ধান্তের সাহায্যে অপরাপর প্রকারের রেখা অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু মৌলিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন সময় সাধারণ জ্ঞাতি রেখার অঙ্কনে সমর্থ না হইলে বিশেষ জ্ঞাতি সরল রেখার অঙ্কন সম্ভবে না। অতএব সরল রেখার সঙ্গে রেখার বিষয়ও দেখিতে হইবে। রেখা ও সরল রেখার সংজ্ঞা এই;—

বাহার দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু বিস্তার নাই, তাহাকে রেখা বলে।

যে রেখার অন্তত্বুক্ত বিন্দুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

একটি স্থানের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী পার্শ্বদ্বয়ের দূরত্বই উক্ত স্থানের দৈর্ঘ্য। দূরত্ব বৈশ্বিক পরিমাপ দ্বারা নির্ণীত হয়। সুতরাং রেখার সংজ্ঞায় দৈর্ঘ্য শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না।\*

\* তলের সংজ্ঞা এই;—

বাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আছে, কিন্তু বেধ নাই, তাহাকে তল বলে।

জ্যামিতির আরম্ভেই রেখা ও তল শব্দের সংজ্ঞা প্রদত্ত আছে। এমতাবস্থায় রেখা ও তলের সংজ্ঞায় প্রযুক্ত বিস্তার শব্দ এবং তলের সংজ্ঞায় প্রযুক্ত বেধ শব্দের অর্থ জ্যামিতির আরম্ভে জানা প্রয়োজন। দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক রেখার লক্ষণে অবস্থিত রেখার মাপ প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, এই উভয়ের মাপ যে যে রেখার দ্বারা স্থাপিত হয়, যেখের

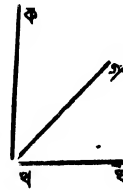
সরল রেখার সংজ্ঞা এরূপ কোন বিশেষ ধর্ম প্রকাশ করে না, বাহ্য অপরাপর রেখা হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে। কারণ, উক্ত বিশেষ ধর্ম সম্পূর্ণরূপে “সোজাভাবে অবস্থিত” এই কথার অন্তর্নিহিত। সুতরাং ইহা সরল শব্দের প্রতীক মাত্র। অর্থাৎ ইহাকে সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে না।

বিস্তারবিহীন রৈখিক মাপ সাধারণতঃ পথ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যদিও পথের বিস্তার আছে, কিন্তু পরিমাণ নির্ধারণ সময়ে তাহার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। পদার্থ-বিজ্ঞানে স্থূল হিসাবে বস্তুর গতি-পথকে রেখা বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। স্থূল হিসাবে কণিকার পথকে রেখা বলা হইয়া থাকে। বিন্দুর অংশ না থাকায় তাহার বিভিন্ন পার্শ্ব নাই। সুতরাং দূরবর্তী পার্শ্বঘরের দূরত্ব-জ্ঞাপক দৈর্ঘ্যও বিন্দুতে সম্ভবে না। এ প্রকারে কণিকার গতিপথে যে যে বিন্দু অবস্থিতি করে, তাহাদের যে কোনটি হইতেই গতিপথের উপর লম্ব উডালন করা হউক, লম্বস্থিত আদিবিন্দু ব্যতীত যে কোন বিন্দু উক্ত পথের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিবে। অর্থাৎ কণিকার গতিপথের কোন বিস্তার থাকিতে পারে না।

হাতকাটা ফুটকাটা প্রভৃতি দ্বারা রৈখিক মাপ হইয়া থাকে। ইহাদের আকৃতি সরল। মাপের প্রথম শিক্ষা সরলরৈখিক মাপ। বক্র রেখার মাপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাত্ত্বিক জ্ঞানের জ্ঞান সরল রেখার সাহায্যেই নিম্পন্ন। বৃহৎ বক্র রেখাকে আমরা সুবিধার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নেই। উহাতে খণ্ডগুলির আকৃতি অনেকটা সরল রেখার মত হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহাকে সরল রেখা দিয়া মাপিবার সুবিধা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্র রেখা সরল কাটা ঘুরাইয়া মাপ হইয়া থাকে, শিকল কি ফিতা দ্বারা রৈখিক মাপ সাধিত হয়। কিন্তু উহাদের দৈর্ঘ্যও সরল কাটা হইতেই প্রাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় প্রকারের রৈখিক মাপ

মাপ-জ্ঞাপক রেখা প্রত্যেকের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত। অবশ্য জ্যামিতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকের নিকটও দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ শব্দ পরিচিত। কিন্তু তাহারা লম্ব শব্দ না জানিতে পারে, কি লম্বের সংজ্ঞা না বুঝিতে পারে। তথাপি লম্ব বলিতে বাহ্য বৃথা যায়, তৎসম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা তাহাদের আছে। তাহারা যখন বিস্তার ও বেধ শব্দ উল্লেখ করে, তখন তাহাতে উক্ত ধারণা নিহিত থাকে। সুতরাং প্রস্থ ও বেধ শব্দের উপর তলের সংজ্ঞা নির্ভর করিলে লম্বের সংজ্ঞা তল সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকা আবশ্যক। কিন্তু লম্বের সংজ্ঞায় কোণ শব্দের ব্যবহার আছে এবং কোণের সংজ্ঞায় তল শব্দ প্রযুক্ত না হইলেও উহা আছে, স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, কোণের সমষ্টি সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইহার সমতলে অবস্থিতির ধারণা হইতে উৎপন্ন। অথচ জ্যামিতিক প্রয়োগে দৃষ্ট হয়, কোণের সমষ্টি নির্ধারণের নিদান সংজ্ঞায়ই লিখিত আছে।

উদাহরণ। ক খ গ ও গ খ ঘ কোণ একই সমতলে অবস্থিত না হইলে তাহাদের সমষ্টি ক খ ঘ কোণ হইতে পারে না। সমষ্টির কারণ “একই সমতলে অবস্থিত” হওয়ার কোণ সমতলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমরা সংজ্ঞার সাহায্যে এই সংশ্লিষ্ট ধরিতে পারি না। সুতরাং উক্ত সংশ্লিষ্ট কোণের অপরিমিত সংজ্ঞায় লুকায়িত আছে। অভাব রেখার সংজ্ঞায় বিস্তার এবং তলের সংজ্ঞায় বিস্তারও বেধ শব্দ থাকিতে পারে না।



সরলরৈখিক মাপের সাহায্যেই নিম্নরূপ। রেখাসম্বন্ধীয় বাবতীয় জ্ঞান দৃষ্টিশক্তির উপরই নির্ভর করিয়া আসিতেছে। তজ্জন্তই জ্যামিতিক প্রমাণে চিত্রাঙ্কন আবশ্যক। এমন কি, প্রমাণের অনেক স্থলেই দৃষ্টি-শক্তির সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞায় বৃত্তবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দুর অস্তিত্বের অবশ্যজ্ঞাবিষয়, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় বৃত্তের পরিধি পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক সরল রেখার পরিবর্তন প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি-শক্তির বিষয়ীভূত। ইহাদের সমর্থনোপযোগী অপর কোন যুক্তি নাই।

সোজা মাপ দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করে। সোজা ও বাঁকা ঠিক করিবার দৃষ্টিশক্তিই প্রধান অবলম্বন। যদি কোন এক ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য লক্ষ্য করিয়া এক-দৃষ্টিতে ( অর্থাৎ মস্তক ও চক্ষুর তারকা পরিবর্তন না করিয়া ) ক্রমাগত ঐ দ্রব্যের নিকটবর্তী হইতে থাকে, তবে সে সোজাভাবে চলিতেছে, এইরূপ বলা হয়। সাধারণতঃ ঐ ব্যক্তি দ্রব্যটির দিকে যাইতেছে বলা গিয়া থাকে। আমরা এইরূপে দিক্ শব্দ পাইয়াছি। এক স্থানে থাকিয়াও দিক্‌সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিতে পারে। যদি কোন দ্রব্য ক্রমাগত এইরূপে চলিতে থাকে যে, দর্শকের একদৃষ্টি অবস্থায় সর্বদা তাহার মাত্র একই অংশ দেখিতে পায়, তবে উক্ত বস্তু একই দিকে চলিতেছে, এইরূপ বলা হয় এবং বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই প্রকার গতির নামই সরলরৈখিক গতি। তজ্জন্তই ইদানীং সরলরেখার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে;—

যে রেখার অন্তর্ভুক্ত বাবতীয় বিন্দু ক্রমাগত একই দিকে অবস্থিত, তাহাকে সরল-রেখা বলে।

বিজ্ঞানশাস্ত্রে মাত্র আলোকরশ্মি ও সমবেগে চলিত দ্রব্যেই সরলরৈখিক গতির প্রয়োগ আছে। একাধিক বল প্রযুক্ত হইলে দ্রব্য বিভিন্ন প্রকারের পথে চলিত হয়। কিন্তু সরল-রেখা ভিন্ন অপর কোন রেখার সঙ্গে আলোকরশ্মির সম্পর্ক এক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং সাধারণ রেখা হইতে সরল রেখার বিশেষত্ব একমাত্র দ্রব্যের গতিপথ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। সম্পূর্ণ সমবেগে চলিত দ্রব্য জগতে দুর্লভ। পক্ষান্তরে আলোকরশ্মি একমাত্র সরলরৈখিক পথে চলিত। অধিকন্তু দ্রব্যের গতিপথ এই আলোকরশ্মির সাহায্যেই নির্ণীত হয়। তজ্জন্তই সরল-রেখার প্রথম জ্ঞান আলোকরশ্মির পথ—দিক্ হইতে প্রাপ্ত হই।

নিম্নলিখিত সত্য দুইটি কি স্থির, কি গতিশীল, বস্তুর উভয়বিধ অবস্থাতেই বর্তমান।

১। একই সময়ে একই স্থানে মাত্র একটি দ্রব্য অবস্থিতি করিতে পারে।

২। একই সময়ে একটি দ্রব্য মাত্র এক স্থানে অবস্থিতি করিবে।

তজ্জন্তই একটা দ্রব্যের গতিপথে কোন বস্তু অবস্থিতি করিলে উক্ত দ্রব্য বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব গতিবিশিষ্ট দ্রব্যেরও স্থানে অবস্থিতির ধর্ম বিজ্ঞমান; তবে গতিসময়ে ক্রমাগত স্থান-পরিবর্তন করে, এই মাত্র। পথের অন্তর্ভুক্ত উক্ত পরিবর্তিত স্থান ব্যতীত আর কিছুই নাই। সুতরাং গতিবিশিষ্ট দ্রব্য গতিসময়ে যে যে স্থান অতিক্রম করে, তাহাদের সমাহারই উক্ত দ্রব্যের পথ।

সরল কাটা দিয়া কোন পথ মাপিতে হইলে কাটাটা প্রথমতঃ উক্ত পথের এক প্রান্তে রাখিতে হয়। পরে কাটা উঠাইয়া যে স্থানে রাখা হইয়াছিল, সে স্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া পুনরায় রাখা হয়। এইরূপে পর পর সংযুক্ত স্থানে রাখিয়া ক্রমে পথটির অপর প্রান্তে বাইতে হয়। সর্বশেষ বস্তু বার কাটা রাখা হইল, তাহাই অর্থাৎ ফুট-কাটা হইলে তত ফুট, গজ-কাটা হইলে তত গজ উক্ত পথের দৈর্ঘ্য। এইরূপ ক্রিয়াকেই মাপ বলে। রৈখিক পরিমাপ স্থির করিবার এই কৌশল গতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইতেই প্রাপ্ত। কারণ, সরল কাটাটি পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চালিত করিলে কাটা বস্তুগুলি স্থান অভিক্রম করে, তাহাদের মধ্যে যে যে স্থানের সাধারণ অংশ নাই, মাত্র সেইগুলির দ্বারা সমস্ত পথ ব্যাপ্ত হইলেই উক্ত পথটি তাহাদের সমষ্টি হইতে পারে। সে স্থানগুলি পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরস্পর সংযুক্ত স্থান বই কিছুই নয়। কার্যের সুবিধার নিমিত্ত কাটা চালিত না করিয়া উঠাইয়া ফেলা হয়, এই মাত্র। রৈখিক মাপ মাত্রই কাটার মাপ অথবা কাটার মাপ হইতে প্রাপ্ত শিকল প্রভৃতির মাপ। অতএব রৈখিক মাপ মাত্রই পথের মাপ। এইরূপে ভাবির পার্শ্ব, কি বস্তাদি পথ না হইলেও ইহাদের মাপ পথের মাপ। সূত্ররূপে একমাত্র পথই রেখা। পুনরায় পথের অন্তর্ভুক্ত মাত্র কণিকার পথে বিস্তার না থাকায় আমরা কণিকার পথকেই রেখা বলিব।

সুদূরবর্তী জ্যোতিষমণ্ডল পর্যন্ত জ্যামিতিক প্রয়োগের বিষয়ীভূত পদার্থ এবং সভ্য-জগতের জ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে এই প্রয়োগের প্রকার ক্রমশই পরিবর্তিত হইতেছে। এই বিরাট চিত্রের অসংখ্য ক্ষমতাসম্বলী ক্ষুদ্র পটে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া কৰ্ত্তব্যসাধনে বাধ্য হইতে হয়। পটের উপরে পেন্সিলাদি চালিত হইলে গতিপথে চিহ্ন রাখিয়া যায়, ইহাকে সাধারণতঃ অঙ্কন বলে। কিন্তু জ্যামিতিক স্বীকার্যে উক্ত অঙ্কন অর্থে শুধু এইরূপ চিহ্ন প্রদান ইউক্লিডের উদ্দেশ্য নহে। কণিকা গমনকালে গতিপথে কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না। কিন্তু পেন্সিলাদির সাহায্যে উক্ত পথের অবস্থিতি নির্দেশ করা বাইতে পারে এবং ইহাই জ্যামিতিক অঙ্কন। অতএব স্বীকার্যটির অর্থ—দেশের ( the whole of space ) অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্যন্ত সমবেগে একটি কণিকা চালিত হইতে পারে।

এই স্বীকার্যমধ্যে নিম্নলিখিত সত্য প্রঞ্জের আছে,—

যে কোন বিন্দু হইতে যে কোন দিকে কণিকা সমবেগে চালিত হইতে পারে।

অর্থাৎ স্থানবিশেষে কণিকার চালিত হওয়ার কোন ইতর-বিশেষ নাই।

আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিষয়ীভূত জগতে বাহ্য কিছু হইয়া থাকে, সমস্তই কণিকার সমষ্টি। আমি প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি, আমার মুখে কতকগুলি কণিকার ঘাতপ্রতিঘাতে বায়ুমণ্ডলে কণিকাসমূহ গতিবিশিষ্ট হইয়া শব্দ উৎপন্ন করিতেছে। উহা শ্রোতৃবর্গের কর্ণকূহরস্থিত কণিকা চালিত করার আঘাত মস্তিষ্কে উপস্থিত হইতেছে। বিভিন্ন সত্যের মস্তিষ্ক কণিকারশির বিভিন্ন প্রকার শৃঙ্খলার গঠিত হওয়ার বিভিন্ন মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত

কণিকাগুলির বিভিন্ন প্রকারের গতিধারা বুদ্ধিতে বিভিন্ন ভাব জন্মিতেছে। সুতরাং বিভিন্ন সম্ভাব্য নিকট বিভিন্ন প্রকারে নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় হইতেছি। সেই নিন্দা ও প্রশংসার প্রতিফলিত আঘাত মস্তিষ্কস্থিত কণিকা চালিত করিয়া চক্ষু ও শ্রুতের কণিকার আসিয়া পৌঁছাইতেছে এবং তাহাদের চালনাতেই আমরা সভ্যবৃন্দে অস্তিত্বের আভাস পাইতেছি। কণিকার পথ রেখা। সুতরাং জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সবই রাশি রাশি রেখা উপলব্ধ করিয়া।

কণিকাগুলির পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত না হইলে কার্য্য হইতে পারে না। এই ঘাত-প্রতিঘাতে কণিকার গতি বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্তিত হয় এবং সেই পরিবর্তন অশূন্যমিত থাকিলেই তাহাদের সমষ্টি কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

কণিকার গতিপথে অপর একটি কণিকা পতিত হইলে উক্ত কণিকার গতি পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ কণিকা যে যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া যাওয়ার কথা ছিল, তদ্ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট সময়ে কণিকা যে বিন্দুতে উপস্থিত হইত, সেই বিন্দুতে অপর একটি কণিকা থাকায়, একই সময়ে একই বিন্দুতে একাধিক কণিকার অবস্থিতি অসম্ভব হেতু গতিবিশিষ্ট কণিকা সেই সময়ে অপর একটি বিন্দুতে উপস্থিত হয় এবং তৎসঙ্গে গতিপথও পরিবর্তন করে। যে বিন্দুতে যাওয়ার পরে পরবর্তী বিন্দুতে উপস্থিত হইতে না পারায় কণিকাটির গতি পরিবর্তিত হয়, উক্ত পরবর্তী বিন্দুকে সেই বিন্দুর সংযুক্ত বিন্দু বলে। যে কোন বিন্দুর সঙ্গে মাত্র কয়েকটি বিন্দু সংযুক্ত ভাবে অবস্থিত। অধিকাংশ বিন্দুই অসংযুক্ত। কণিকা যে কোন বিন্দু অতিক্রম করিয়া সর্বদাই তাহার সংযুক্ত অপর এক বিন্দুতে উপস্থিত হয়। সুতরাং রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলির পরস্পর সম্পর্ক প্রকাশ করিতে হইলে কতকগুলি সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

পর্যায়, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিচয় পরস্পর-সাপেক্ষ। ইহাদের পরস্পরে নিরলিখিত তিনটি সম্পর্ক আছে :—

১। যে কোন পর্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন দুইটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত মাত্র যে কোন একটিকে পূর্ববর্তী রূপে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

২। যে কোন পর্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন দুইটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটিকে পূর্ববর্তী রূপে ধরিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইতে অন্যটি

৩। যে কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদার্থ থাকিলে উক্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তীটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীটি পরবর্তী।



অসুমান। যে কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত পদার্থ কয়টির সংখ্যা তিন ভিন্ন অপেক্ষা লক্ষ্যতর নয়।

### ১ম প্রতিজ্ঞা

কয়েকটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা তদন্তভুক্ত অথবা যে কোন পদার্থের পূর্ববর্তী।

যদি উক্ত কয়েকটি পদার্থের সংখ্যা তিন হয়, ক, খ ও গ তিনটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা তদন্তভুক্ত অথবা যে কোন পদার্থের পূর্ববর্তী ক ও খ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি পূর্ববর্তী ও অথবা পরবর্তী।

মনে কর, ক পদার্থ পূর্ববর্তী ও খ পদার্থ পরবর্তী।

ক ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি পূর্ববর্তী ও অথবা পরবর্তী।

যদি ক পদার্থ পূর্ববর্তী ও গ পদার্থের পরবর্তী হয়, তবে ক পদার্থ অথবা যে কোন পদার্থের পূর্ববর্তী।

যদি গ পদার্থ ক পদার্থের পূর্ববর্তী হয়, ক পদার্থ খ পদার্থের পূর্ববর্তী।

অতএব গ পদার্থ খ পদার্থের পূর্ববর্তী।

অতএব গ পদার্থ অথবা যে কোন পদার্থের পূর্ববর্তী।

\* \* \* \* \*

### ২য় প্রতিজ্ঞা

কয়েকটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা অথবা যে কোন পদার্থের পরবর্তী।

[ প্রমাণ পূর্ববর্তী প্রতিজ্ঞার দ্বারা ]

### সংজ্ঞা

যে কোন পদার্থকে তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদার্থের মধ্যবর্তী পদার্থ বলে।

### ৩য় প্রতিজ্ঞা

তিনটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি অথবা দুইটির মধ্যবর্তী হইবে। ক, খ ও গ তিনটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি অথবা দুইটির মধ্যবর্তী হইবে।

ক, খ ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি অথবা দুইটির পূর্ববর্তী।

মনে কর, ক পদার্থ খ ও গ পদার্থের পূর্ববর্তী।

খ ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি অথবা দুইটির পরবর্তী।

মনে কর, গ পদার্থ খ পদার্থের পরবর্তী।

ক পদার্থ থ পদার্থের পূর্ববর্তী।

অতএব থ পদার্থ ক ও গ পদার্থের মধ্যবর্তী।

### চতুর্থ প্রতিজ্ঞা

দুইটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীটি ক্রমে তাহাদের মধ্যবর্তী পদার্থের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হইবে।

ক ও গ পদার্থের মধ্যবর্তী থ পদার্থ; ক ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদার্থ যথাক্রমে থ পদার্থের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হইবে।

থ পদার্থ ক ও গ পদার্থের মধ্যবর্তী।

অতএব ক ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি পূর্ববর্তী ও অণুটি পরবর্তী।

মনে কর, ক ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত ক পূর্ববর্তী ও গ পরবর্তী।

অতএব থ পদার্থের গ পদার্থ পূর্ববর্তী ও ক পদার্থের পরবর্তী নয়।

অতএব থ পদার্থের ক পদার্থ পূর্ববর্তী ও গ পদার্থ পরবর্তী।

### ৫ম প্রতিজ্ঞা

দুইটি পদার্থের মধ্যবর্তী পদার্থ, তাহারা যে পদার্থদ্বয়ের মধ্যবর্তী, তাহাদের মধ্যবর্তী হইবে।

ক পদার্থ থ ও গ পদার্থের মধ্যবর্তী এবং থ ও গ পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্তী।  
ক পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্তী হইবে।

ক পদার্থ থ ও গ পদার্থের মধ্যবর্তী।

অতএব থ ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি ক পদার্থের পূর্ববর্তী ও অপরটি পরবর্তী।

মনে কর, ক পদার্থের থ পদার্থ পূর্ববর্তী ও গ পদার্থ পরবর্তী।

থ পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্তী।

অতএব ঘ ও ঙ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত, থ পদার্থের একটি পূর্ববর্তী ও অপরটি পরবর্তী।

মনে কর, থ পদার্থের ঘ পদার্থ পূর্ববর্তী ও ঙ পদার্থ পরবর্তী।

থ পদার্থ ক পদার্থের পূর্ববর্তী।

অতএব ক পদার্থ থ পদার্থের পরবর্তী।

থ পদার্থের ঘ পদার্থ পূর্ববর্তী ও ক পদার্থ পরবর্তী।

অতএব ঘ পদার্থ পূর্ববর্তী ও ক পদার্থ পরবর্তী।

গ পদার্থ ক পদার্থের পরবর্তী।

অতএব ঘ পদার্থ পূর্ববর্তী ও গ পদার্থ পরবর্তী।

গ পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্তী।

অতএব গ পদার্থ পূর্ববর্তী ও ঙ পদার্থ পরবর্তী।

গ পদার্থ ক পদার্থের পরবর্তী।

অতএব ক পদার্থ পূর্ববর্তী ও ঙ পদার্থ পরবর্তী।

ঘ পদার্থ ক পদার্থের পূর্ববর্তী।

অতএব ক পদার্থ ঘ ও ঙ পদার্থের মধ্যবর্তী।

সংজ্ঞা

৩। দুইটি পদার্থের মধ্যবর্তী পদার্থ না থাকিলে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদার্থকে যথাক্রমে অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও অব্যবহিত পরবর্তী বলে।

৫। যে কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে পদার্থ তদন্তর্ভুক্ত অথ যে কোন পদার্থের পূর্ববর্তী, তাহাকে উক্ত পর্যায়ের আরম্ভি বলে।

৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞা

যে কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আরম্ভি ব্যতীত অন্য যে কোন পদার্থের একটি অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদার্থ থাকিবে।

ক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আরম্ভি হইতে অথ ঙ পদার্থের একটি অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদার্থ থাকিবে।

থ পদার্থ আরম্ভি হইতে অথ।

অতএব ঘ পদার্থের পূর্ববর্তী পদার্থ আছে।

মনে কর, থ পদার্থের পূর্ববর্তী গ কয়েকটি পদার্থ। মনে কর, গ কয়েকটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত ঘ পদার্থ অথ যে কোন পদার্থের পরবর্তী।

অতএব থ পদার্থের পূর্ববর্তী এইরূপ পদার্থ নাই, বাহা ঘ পদার্থের পরবর্তী।

অতএব ঘ পদার্থ থ পদার্থের অব্যবহিত পূর্ববর্তী।

সংজ্ঞা

৬। যে কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে পদার্থ তদন্তর্ভুক্ত অথ যে কোন পদার্থের পরবর্তী, তাহাকে উক্ত পর্যায়ের সমাপ্তি বলে।

৭ম প্রতিজ্ঞা

যে কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সমাপ্তি হইতে অথ যে কোন পদার্থের একটি অব্যবহিত পরবর্তী পদার্থ থাকিবে।

[ প্রমাণ পূর্ববর্তী প্রতিজ্ঞার দ্বারা ]

সংজ্ঞা

৭। পর্যায়ের সমাপ্তি যে কোন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদার্থ ক্রমে অথ

পর্যায়ের সম্বন্ধেও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী, তাহাকে উক্ত অণু পর্যায়ের অভ্যন্তরস্থ পর্যায় বল।

অনু :—যে কোন পর্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন কয়েকটি পদার্থের সংখ্যা তিন অপেক্ষা লঘুতর না হইলে, তাহাকে উক্ত পর্যায়ের অভ্যন্তরস্থ পর্যায়-রূপে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

### ৮ম প্রতিজ্ঞা

তিনটি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রথমটির দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টির তৃতীয়টি অভ্যন্তরস্থ হইলে তৃতীয়টি প্রথমটির অভ্যন্তরস্থ হইবে।

ক পর্যায়ের অভ্যন্তরস্থ থ পর্যায় এবং থ পর্যায়ের অভ্যন্তরস্থ গ পর্যায় ; গ পর্যায় ক পর্যায়ের অভ্যন্তরস্থ হইবে।

অর্থাৎ গ পর্যায়ের সম্বন্ধে যে কোন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদার্থ ক পর্যায় সম্বন্ধেও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হইবে।

মনে কর, গ পর্যায় সম্বন্ধে ঘ পূর্ববর্তী ও ঙ পরবর্তী পদার্থ। ইহারা ক্রমে ক পর্যায়ের সম্বন্ধেও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হইবে।

গ পর্যায়ের সম্বন্ধে ঘ পূর্ববর্তী ও ঙ পরবর্তী পদার্থ।

থ পর্যায়ের অভ্যন্তরস্থ গ পর্যায়।

অতএব থ পর্যায়ের সম্বন্ধে ঘ পূর্ববর্তী ও ঙ পরবর্তী পদার্থ।

থ পর্যায় ক পর্যায়ের অভ্যন্তরস্থ।

অতএব ক পর্যায় সম্বন্ধে ঘ পূর্ববর্তী ও ঙ পরবর্তী পদার্থ।

### সংজ্ঞা

৮।৯ দুইটি অভ্যন্তরস্থ পর্যায়ের একটির অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থ পূর্ববর্তী ও অণুটির অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থ পরবর্তী হইলে উক্ত “একটি” পর্যায়কে পূর্ববর্তী ও উক্ত “অণু” পর্যায়কে পরবর্তী পর্যায় বলে।

### ৯ম প্রতিজ্ঞা

একটি পর্যায়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায় থাকিলে পূর্ববর্তীটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীটি পরবর্তী হইবে।

ক পর্যায় হইতে থ পর্যায় পূর্ববর্তী ও গ পর্যায়ের পরবর্তী ; থ ও গ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত থ পূর্ববর্তী ও গ পরবর্তী হইবে।

অর্থাৎ থ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থ পূর্ববর্তী ও গ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থ পরবর্তী হইবে।

খ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ঘ পদার্থ পূর্ববর্তী ও গ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ঙ পদার্থ পরবর্তী হইবে।

ক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত চ একটি পদার্থ।

ক পর্যায় হইতে খ পর্যায় পূর্ববর্তী।

অতএব ক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ক পদার্থ হইতে খ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ঘ পদার্থ পূর্ববর্তী।

এই প্রকারে ক পদার্থ হইতে ঙ পদার্থ পরবর্তী।

অতএব ঘ পদার্থ পূর্ববর্তী ও ঙ পদার্থ পরবর্তী।

সংজ্ঞা

১০। একটি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে পদার্থ তাহার অভ্যন্তরস্থ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত দুইটি পর্যায়ের মধ্যবর্তী, তাহাকে উক্ত অভ্যন্তরস্থ পর্যায়ের অন্তর্বর্তী পদার্থ বলে।

১১। ১২। একটি পর্যায়ের অন্তর্বর্তী যে কোন পদার্থ উক্ত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলে উক্ত পর্যায়কে, উক্ত পর্যায় বাহার অভ্যন্তরস্থ, তাহার খণ্ড পর্যায় ও অপর পর্যায়টিকে উক্ত খণ্ড পর্যায়ের পূর্ণ পর্যায় বলে।

অনুমান

১। অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নয়, এরূপ যে কোন দুইটি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তীটিকে আরম্ভি ও পরবর্তীটিকে সমাপ্তি করিয়া একটি খণ্ড পর্যায় করা যাইতে পারে।

২। একটি খণ্ড পর্যায় ও তাহার আরম্ভির অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদার্থ একই কারণে একটি খণ্ড পর্যায় করা যাইতে পারে।

৩। উক্ত একীভূত খণ্ড পর্যায়ের উক্ত অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদার্থ আরম্ভি এবং প্রথমোক্ত পর্যায়ের সমাপ্তি সমাপ্তি হইবে।

৪। একটি খণ্ড পর্যায় ও তাহার সমাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তী পদার্থের একীকরণে একটি খণ্ড পর্যায় করা যাইতে পারে।

৫। উক্ত একীভূত খণ্ড পর্যায়ের উক্ত অব্যবহিত পরবর্তী পদার্থ সমাপ্তি এবং প্রথমোক্ত পর্যায়ের আরম্ভি আরম্ভি হইবে।

৬। একটি খণ্ড পর্যায়ের সমাপ্তি অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও অপর একটি খণ্ড পর্যায়ের আরম্ভি অব্যবহিত পরবর্তী হইলে তাহাদের একীকরণে একটি খণ্ড পর্যায় করা যাইতে পারে।

৭। উক্ত একীভূত খণ্ড পর্যায়ের প্রথমোক্ত পর্যায়ের আরকি আরকি ও  
অপর পর্যায়ের সমাপ্তি সমাপ্তি হইবে।

১০ম প্রতিজ্ঞা

কোন পূর্ণ পর্যায়ের খণ্ড পর্যায়ের খণ্ড পর্যায় উক্ত পূর্ণ পর্যায়ের খণ্ড পর্যায়  
হইবে।

[ প্রমাণ ৮ম প্রতিজ্ঞার দ্বারা ]

দুইটা খণ্ড পর্যায়ের নিম্নলিখিত কয়েকটা সম্পর্ক থাকিতে পারে ;—

১।	ক	খ	গ	ঘ	}
২।	ক	খ্‌গ	ঘ		
৩।	ক	গ	খ	ঘ	
৪।	ক	গ	খ্‌ঘ		}
৫।	ক	গ	ঘ	খ	
৬।	ক্‌গ	ঘ	খ		
৭।	ক্‌গ	খ্‌ঘ			}
৮।	ক্‌গ	খ	ঘ		
৯।	গ	ক	খ	ঘ	
১০।	গ	ক	খ্‌ঘ		}
১১।	গ	ক	ঘ	খ	
১২।	গ	ক্‌ঘ	খ		
১৩।	গ	ঘ	ক	খ	

ক খ এবং গ ঘ দুইটা খণ্ড পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ক খ পর্যায়ের ক আরকি ও খ সমাপ্তি  
এবং গ ঘ পর্যায়ের গ আরকি ও ঘ সমাপ্তি।

ক পদার্থ হয় গ পদার্থ হইবে অথবা গ পদার্থের অন্ততর হইবে।

যদি ক পদার্থ গ পদার্থের অন্ততর হয়, তবে হয় ক পদার্থ পূর্ববর্তী ও গ পদার্থ পরবর্তী  
অথবা গ পদার্থ পূর্ববর্তী ও ক পদার্থ পরবর্তী হইবে।

অর্থাৎ ক পদার্থ গ পদার্থের পূর্ববর্তী, গ পদার্থ ও গ পদার্থের পরবর্তী এই তিনটা  
অবস্থায়ই থাকিতে পারে।

ক পদার্থ গ পদার্থের পূর্ববর্তী অথবা গ পদার্থ হইলে গ পদার্থ ঘ পদার্থের পূর্ববর্তী

হওয়ার, ক পদার্থ ও য পদার্থের পরবর্তী হইবে। ক পদার্থ গ পদার্থের পরবর্তী হইলে ক পদার্থ য পদার্থের পূর্ববর্তী, য পদার্থ, য পদার্থের পরবর্তী—এই তিনটি অবস্থায়ই থাকিতে পারে।

অর্থাৎ ক পদার্থ গ পদার্থের পূর্ববর্তী; গ পদার্থ গ ও য পদার্থের মধ্যবর্তী, য পদার্থ এবং য পদার্থের পরবর্তী এই পাঁচ অবস্থায় আসিতে পারে।

শেষ ছই অবস্থায় ( ১২, ১৩ ) ক পদার্থ য পদার্থ, অথবা য পদার্থের পরবর্তী হওয়ার থ পদার্থ ও য পদার্থের পরবর্তী হইবে। সুতরাং থ পদার্থ গ পদার্থের পরবর্তী হইবে বলা বাহুল্য।

অপর তিন অবস্থায় প্রত্যেক অবস্থায় থ পদার্থ য পদার্থের পূর্ববর্তী, য পদার্থ ও য পদার্থের পরবর্তী, এই তিনটি অবস্থায় অর্থাৎ ৩×৩ বা ৯টি অবস্থা হইতে পারে।

এই নয়টি অবস্থায় মধ্যে থ পদার্থ য পদার্থ ও য পদার্থের পরবর্তী যে যে অবস্থায় আছে, সেই সেই অবস্থায় অর্থাৎ ৩+২ বা ৬টি অবস্থায় ( ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১ ) গ পদার্থের পরবর্তী হইবে।

অবশিষ্ট তিনটি অবস্থায় মধ্যে যে অবস্থায় ক পদার্থ গ পদার্থ অথবা গ পদার্থের পরবর্তী, সেই ছইটি অবস্থায় ( ৮, ৯ ) থ পদার্থ ও গ পদার্থের পরবর্তী হইবে। মাত্র যে অবস্থায় ক পদার্থ গ পদার্থের পূর্ববর্তী, সেই অবস্থায় থ পদার্থ গ পদার্থের পূর্ববর্তী, গ পদার্থ ও গ পদার্থের পরবর্তী এই তিনটি অবস্থা ( ১, ২, ৩ ) হইবে।

১ম ও ১৩শ, ২য় ও ১২শ, ৩য় ও ১১শ, ৪র্থ ও ১০ম, ৫ম ও ৯ম এবং ৬ষ্ঠ ও ৮ম, এই ছয়টি যুগ্মের প্রত্যেক যুগ্মের অন্তর্ভুক্ত পরস্পর কোন পার্থক্য নাই। মাত্র ক থ এর সঙ্গে গ য পরিবর্তিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৭মটিতে ক থ ও গ য পর্যায় একই পর্যায়রূপে পরিণত হইয়াছে।

অতএব ছইটি পর্যায়ের মধ্যে মাত্র ছয় প্রকারের সম্পর্ক থাকিতে পারে।

নিম্নে সম্পর্ক কর্তী বিশদরূপে বিবৃত হইল;—

১। ক থ পর্যায়ের থ সমাপ্তি পূর্ববর্তী ও গ য পর্যায়ের গ আরম্ভি 'পরবর্তী' হওয়ার ক থ পর্যায় পূর্ববর্তী ও গ য পর্যায় পরবর্তী।

২। ক থ পর্যায়ের থ সমাপ্তি ও থ গ পর্যায়ের গ আরম্ভি একই পদার্থ হওয়ার মাত্র উক্ত পদার্থ ক থ ও গ য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ।

৩। গ য পর্যায়ের গ আরম্ভি ক থ পর্যায়ের, এবং ক থ পর্যায়ের থ সমাপ্তি গ য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত।

পুনরায় ক থ পর্যায়ের ক আরম্ভি গ য পর্যায়ের গ আরম্ভির পূর্ববর্তী এবং গ য পর্যায়ের য সমাপ্তি ক থ পর্যায়ের থ সমাপ্তির পরবর্তী।

অতএব ক থ ও গ য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে অবস্থিত করেকটি

পদার্থ অপরটির অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে অবস্থিত অপর কয়েকটি পদার্থ অপরটির অভ্যন্তরে অবস্থিত নয়।

২। ক খ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক পদার্থ খ সমাপ্তির পূর্ববর্তী এবং গ ঘ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক পদার্থ গ আরম্ভের পরবর্তী হওয়ায় উভয়ের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ পদার্থ গ ও খ পদার্থের মধ্যবর্তী।

৩। উক্ত সাধারণ পদার্থ কর্তী দ্বারা উভয়ের এইরূপ একটা সাধারণ খণ্ড পর্য্যায় হইতে পারে, বাহার গ আরম্ভ ও খ সমাপ্তি।

৪, ৫, ৬। গ ঘ পর্য্যায়ের গ আরম্ভ ও ঘ সমাপ্তি ক খ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ ঘ পর্য্যায় ক খ পর্য্যায়ের খণ্ড পর্য্যায়।

### সংজ্ঞা

৩। যে পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থের সঙ্গে তাহার অব্যবহিত পরবর্তী পদার্থের কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে, তাহাকে শৃঙ্খল বলে।

যথা।—পুস্তক, সংখ্যাশ্রেণী, শ্রেণী প্রভৃতি।

পর্য্যায়ের আরম্ভকে প্রথম, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী পদার্থকে দ্বিতীয়, এইরূপে অপরপর পদার্থ ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

৮ম প্রতিজ্ঞা অনুসারে দেখিতে পাই, একটা পর্য্যায় কয়েকটা খণ্ড পর্য্যায়ে বিভক্ত হইলে উক্ত খণ্ড পর্য্যায়গুলিকে এক একটি পদার্থরূপে ধরিয়া পূর্ণ পর্য্যায়টিকে নবগঠিত পদার্থ কয়েকটি দ্বারা উৎপন্ন পর্য্যায়ের পরিণত করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক বৎসরকে এক একটি পদার্থ ধরিয়া কালকে একটি পর্য্যায়ের পরিণত করা যাইতে পারে। পুনরায় প্রত্যেক দিবসকে এক একটি পদার্থ ধরিয়া বৎসরকে খণ্ড পর্য্যায় ও কালকে পূর্ণ পর্য্যায়রূপে ধরা যায়। এইরূপে ঘণ্টা পদার্থ হইলে দিবস খণ্ড পর্য্যায় হইয়া পড়ে। পুনশ্চ কাল একটি শৃঙ্খল। কারণ, কি বৎসর, কি দিন, কি ঘণ্টা, ইহাদের যে কোন একটি পদার্থের অব্যবহিত পরবর্তী পদার্থরূপে মাত্র বিশেষ এক একটিকেই ধরিয়া থাকি! অতএব ইহাদের সঙ্গে অব্যবহিত পরবর্তী পদার্থের একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। কিন্তু কি সম্পর্ক, তাহা ধরিতে পারি না। আমরা কার্য্য দ্বারা সময় উপলব্ধি করি। এ পর্য্যন্ত অত্র কিছু দ্বারা সময় উপলব্ধি হয় নাই, সুতরাং উক্ত সম্পর্ক অনুসন্ধানের কার্য্যের বিশেষণ আবশ্যক। আমরা দেখাইয়াছি, কার্য্য মাত্রই গতির সমবায় উৎপন্ন, অতএব কণিকার গতি পর্য্যালোচনা করিয়া এই সম্পর্ক নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে—“গতিবিশিষ্ট দ্রব্য ও স্থানে অবস্থিতির ধর্ম্ম বর্ত্তমান”। অতএব কণিকাও বিন্দুতে অবস্থিতি করিতে করিতে গমন করে। গতিবিশিষ্ট কণিকা গতিপথে কোন একটা বিন্দুতে যে সময় অবস্থিতি করে, তাহাকে ক্ষণ (instant) বলিব।



কণিকার গতির সমবায় কার্য এবং কার্যধারা সময় উপলব্ধি হয়। অতএব সময়ঘটিত যাবতীয় পরিমাণ কণিকার গতিরশি হইতেই নির্ধারিত। বিশেষতঃ “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে সময়-ঘটিত মৌলিক একক (unit) স্থানঘটিত সমানতা হইতে প্রাপ্ত দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।\* এই স্থানঘটিত সমানতা রৈখিক পরিমাণ। অতএব বিন্দু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশ না থাকায় ক্ষণ সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং সময়ঘটিত যাবতীয় মৌলিক একক এই ক্ষণসমূহের সমষ্টি দ্বারা উৎপন্ন কালের খণ্ডপর্যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, “কণিকা যে কোন বিন্দু অতিক্রম করিয়া সর্বস্বাই তাহার সংযুক্ত বিন্দুতে উপস্থিত হয়।” অর্থাৎ গতিশীল কণিকা যে ক্ষণে একটি বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী ক্ষণে তাহার সংযুক্ত অপর একটি বিন্দুতে অবস্থিতি করিবে। অতএব একটি গতিশীল কণিকা পরস্পর সংযুক্ত দুইটি বিন্দুতে যে যে ক্ষণে অবস্থিতি করে, তাহাদের একটি অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও অপরটি অব্যবহিত পরবর্তী হওয়ার উক্ত ক্ষণদ্বয়ের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক পাওয়া গেল। সুতরাং কাল একটি শৃঙ্খল।

এই প্রকারে রেখাও একটি শৃঙ্খল। কারণ, ইহার অন্তর্ভুক্ত যে কোন অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিন্দুর সঙ্গে তাহার অব্যবহিত পরবর্তী বিন্দুর সংযোগ নামে বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে। কিন্তু কাল ও রেখার মধ্যে এক বিষয়ে প্রভেদ এই,—রেখার অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দুর যে কোনটাকে আমরা পূর্ববর্তী বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি। কিন্তু সময়ের অন্তর্ভুক্ত ক্ষণে তাহা সম্ভবে না। সাধারণতঃ সময়ঘটিত পৌরসাপর্যায়দ্বারা অপরাপর পর্যায়ঘটিত পৌরসাপর্যায় ধরা হইয়া থাকে। সুতরাং একটি রেখার অন্তর্ভুক্ত যে বিন্দুতে কণিকা পূর্বক্ষেণে অবস্থিতি করে, তাহা পূর্ববর্তী বিন্দু এবং যে বিন্দুতে পরক্ষেণে অবস্থিতি করে, তাহা পরবর্তী বিন্দু। দুইটি বিন্দুর অন্তর্ভুক্ত যে কোনটাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীরূপে ধরিয়া নেওয়ার সমর্থতা হেতু যে কোন বিন্দু তাহার সংযুক্ত বিন্দুর সংযুক্ত। অতএব কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি কণিকা কোন একটি বিন্দু হইতে অপর একটি বিন্দু পর্যন্ত যে পথে গমন করে, অল্প একটি সময়ে সেই পথের পূর্ববর্তী বিন্দুকে পরবর্তী ও পরবর্তী বিন্দুকে পূর্ববর্তী বিন্দু করিয়া প্রথমোক্ত বিন্দুতে উপস্থিত হইতে পারে। এক্ষণে অবস্থায় “কণিকাটি যে পথে গমন করিয়াছিল,

\* “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, সময়ঘটিত সমানতা স্থানঘটিত সমানতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, স্বতন্ত্র ভাবেই সময়ঘটিত সমানতা সজ্জিত হয়। উভয়েই ষাঁয় ষাঁয় অভিজ্ঞা অংশের সংখ্যার একত্ব হইতে উৎপন্ন। তবে সময়ঘটিত সমানতার এই তাত্ত্বিক জ্ঞানও স্থানঘটিত সমানতা হইতে পাওয়া বাইতেছে। অর্থাৎ সময়ঘটিত সমানতার কি ব্যবহারিক, কি তাত্ত্বিক, উভয়বিধ জ্ঞানই স্থানঘটিত সমানতা হইতে আসিয়াছে। অবশ্য প্রকৃতির দিক্ হইতে দেখিতে গেলে উভয়ের সমানতাই স্বতন্ত্র। কিন্তু কার্যধারা সময় উপলব্ধি হয় এবং কণিকার গতিধারা (স্থানপরিবর্তন দ্বারা) কার্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম ও স্থান হইতেই সময়ের জ্ঞান জন্মে। কাজে কাজেই মূলতঃ স্বতন্ত্র হইলেও কালের সমানতা সর্বদীয় জ্ঞান স্থানের সমানতার উপর নির্ভর না করিয়া পারে না।

সেই পথে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে,” এইরূপ বলা হইয়া থাকে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, কণিকার গতিদ্বারাই সময়ের উপলব্ধি হয়। এখন দেখিতেছি, কণিকার গতিপথের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিন্দুতে এরূপ কোন বিশেষত্ব নাই, যদ্বারা মাত্র একটিকে পূর্ববর্তী ও অপরটিকে পরবর্তিরূপে নির্দেশ করা যায়। অতএব সময়ের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ক্ষণে যদি এরূপ কোন বিশেষত্ব থাকেও, তাহা আমাদের অবগত হওয়ার কি সুবিধা থাকিতে পারে? প্রকৃত পক্ষে আমরা যে প্রকারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নির্দেশ করি, তাহা সময়ের মৌলিক ধর্ম হইতে পাই নাই, তাহা স্মৃতির বিষয়। স্মৃতির ধারণা হইতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন ভাগে কাল বিভক্ত হইয়াছে এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দ্বারা আমরা কালের পৌরীপার্থ্য নির্ণয় করি।

যে কোন সময়কে সেই সময়ে বর্তমান কাল বলে, বর্তমান কালকে মধ্যবর্তী পর্যায় ধরিয়া সমগ্র কালকে পূর্ববর্তী, মধ্যবর্তী ও পরবর্তী তিনটি খণ্ড পর্য্যায়ে বিভক্ত করিতে পারি। অপর দুইটির অন্তর্ভুক্ত যে সময়ের কোন কোন ঘটনা বর্তমান কালে স্মরণ হয়, তাহা অতীত কাল এবং অবশিষ্ট সময়টা ভবিষ্যৎ কাল। এই অতীত কালকেই বর্তমান কালের পূর্ববর্তী এবং ভবিষ্যৎ কালের পরবর্তী বলা হইয়া থাকে।

### উপসংহার

১ম স্বীকার্যে “সরলরেখা” শব্দটির ব্যবহার আছে। ইউক্রিড রেখা অথবা সরলরেখার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। আমরা রেখার ধর্ম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি, কণিকার গতিপথই রেখা। আলোকরশ্মি ও সমবেগে চালিত গতির পথ হইতেই আমরা সরলরেখার জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া থাকি।

দেশের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একটা কণিকা সমবেগে (সরলরৈখিক পথে) চালিত হইতে পারে। এই জ্ঞানের অমুকৃতি ক্ষমতামুযায়ী ক্ষুদ্র পটে অঙ্কিত করাই ১ম স্বীকার্যের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কোন একটা কিছু প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাদের যাবতীয় প্রত্যঙ্গ এবং তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক অবগত হওয়া প্রয়োজন। তজ্জন্ত রেখার প্রত্যঙ্গগুলি বিশ্লেষণ ও তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক নিরূপণ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি;—

কণিকা যে যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া যায়, তাহাদের সমষ্টিই রেখা। কণিকা-সমষ্টি শৃঙ্খলরূপে পরিণত হইয়া রেখা উৎপন্ন করে। রেখার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কণিকাগুলির পরস্পরের সম্পর্কসূচক রেখার শৃঙ্খলত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অপর এক জাতীয় শৃঙ্খলের সঙ্গে বিশেষ-রূপে জড়িত। এই শৃঙ্খলের নাম কাল। কাল শৃঙ্খলিত ক্ষণের সমষ্টি। কার্যদ্বারা কালের উপলব্ধি হয়। জগতের যাবতীয় কার্য কণিকার গতিসমষ্টি দ্বারা উৎপন্ন। অতএব কালসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান, কণিকার গতিপথরেখার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ

বলা বাইতে পারে, স্থানসম্বন্ধীয় সমানতা হইতে সময়-সম্বন্ধীয় সমানতা স্বতন্ত্র। কিন্তু স্থানীয় সমানতা ব্যতীত সময়ের সমানতা উপলব্ধি করিতে মানব অক্ষম। তজ্জন্মই “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক গ্রন্থকে “সময়ঘটিত সমানতার সংজ্ঞা স্থানঘটিত সমানতার উপর নির্ভর করে,” এইরূপ বলা হইয়াছে।

গতিশীল কণিকা যে ক্ষণে একটি বিন্দুতে অবস্থিতি করে, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী ক্ষণে উক্ত বিন্দুর সংযুক্ত অপর একটি বিন্দুতে অবস্থিতি করিবে। অতএব কণিকার গতির জ্ঞান হইতে কালের পৌরীপাৰ্থ্যের জ্ঞান পাওয়া গেল। পুনরায় এই পৌরীপাৰ্থ্য হইতে রেখার পৌরীপাৰ্থ্য উপলব্ধি হইয়া থাকে (১৩৬ পৃঃ)। সুতরাং রেখা ও কালের পৌরীপাৰ্থ্য-জ্ঞান অত্যন্ত-সাপেক্ষ। সংজ্ঞাহুসারে আমরা যে কোন ক্ষণকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধরিয়া নিতে পারি। কিন্তু ব্যবহারতঃ সৰ্ব্বদাই দুইটি ক্ষণের মধ্যে বিশেষ একটিকেই মাত্র পূর্ববস্তিরূপে ধরিয়া নেই। ইহা প্রকৃতপক্ষে সময়ের মৌলিক ধৰ্ম্ম নহে। এই জ্ঞান স্মৃতি হইতে প্রাপ্ত (১৩৭ পৃঃ)। তাত্ত্বিক হিসাবে স্থান ও কালঘটিত পৌরীপাৰ্থ্যে কোন বিশেষত্ব নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

## মহাভারতের সময়

এইরূপ ঐতিহ্য ও হিন্দুগণের বিশ্বাস যে, ভগবান্ ব্যাসদেব ভারত নামে ঐতিহাসিক কাব্য প্রণয়ন করেন। তাহার সহিত তাঁহার শিষ্যগণের রচিত ঘটনাবলি সংযুক্ত হইয়া কাব্যটি মহাভারত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা রত্নরাজির অগাধ সমুদ্র। যিনি যে বিষয়ের অভিলাষ করিয়া ইহাতে নিমজ্জিত হইয়াছেন, তিনিই ইহা হইতে অভীপ্সিত রত্ন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই কারণে ইহার অনেক লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতে বাহা আছে, তাহা অগ্রত থাকিতে পারে, কিন্তু বাহা ভারতে নাই, তাহা কুত্রাপি নাই।\* মহাভারত ইতিহাস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।† বর্তমান সময়ে ধ্বংস গুণবিশিষ্ট গ্রন্থকে লোকে ইতিহাস বলিতে শিক্ষিত হইয়াছে, মহাভারত সেরূপ না হইলেও ঘটনার বর্ণন ও চরিত্রের উল্লেখ থাকায় প্রাচীন নিয়ম-মতে ইহাও ইতিহাসপদবাচ্য হইবার সম্পূর্ণ অধিকার রাখে। সুতরাং আমাদের ঋগিগণ ইহাকে ইতিহাস ও কাব্য উভয়ই বলিয়া গিয়াছেন।

মহাভারতে অনেক বিরোধ উক্তি আছে। একই ঘটনা দুই তিন চারি বার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কথিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্বতঃ মনে এই ভাব উদয় হয় যে, ইহা একজনের লেখনীপ্রসূত নহে—ইহাতে বিভিন্ন বিভিন্ন সময় ও ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনা স্থান লাভ করিয়াছে। যদৃচ্ছভাবে পাঠ করিলে ত ইহা প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে, তন্ন তন্ন ভাবে পাঠ করিলে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া সময় নির্ধারণেও সহায়তা করে।

কৃষ্ণচরিত্রে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন যে, স্থূলতঃ মহাভারতে তিন প্রকার রচনা আছে। প্রথম মূল ঘটনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত রচনা। দ্বিতীয় ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অবাস্তব রচনা। তৃতীয় ঘটনার সহিত সম্বন্ধহীন অবাস্তব রচনা। প্রথমটি তাঁহার মতে ভগবান্ ব্যাসদেবের রচনা, দ্বিতীয়টি ধার্মিক কবিগণের রচনা, তৃতীয়টি কুকবিগণের রচনা। শেষটি তাঁহার মতে মহাভারত হইতে পরিত্যক্ত হইলেও তাহার মহাভারতের হানি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের\* মত বুদ্ধিমূলক; তথাপি সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত ঐকমত্য হওয়া যায় না, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি।

বন্ধনেশ, অযোধ্যা ও বোম্বাই অঞ্চলে যে যে মহাভারত মুদ্রিত হুইত হয়, সেগুলির পরস্পরে অবাস্তব অন্তরিত্ত্ব প্রভেদ থাকিলেও মূল ঘটনাবর্ণনে সকলের ঐক্য আছে। ইহার পাঠে

\* ধর্মে চার্ভে চ কামে চ মোক্ষে চ ভারতবর্ষ।

বহিরাতি তদন্তত্ব যন্ত্রেহাতি ন তৎ কচিৎ।—আদি, ৬২।৫৩

† আখ্যায়িক্তি তথৈবান্তে ইতিহাসমিমাং ভূবি।—আদি, ১।২৬,৮৭

বৈভাবীতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্যতে।—আদি, ১।২৬৬

মোটাছুটি এই জানা যায় যে, মহাভারত অন্ততঃ চারি বার প্রতिसংস্কৃত হয়। প্রথম রচনা ভগবান্ ব্যাসদেবের—তাহাতে সঞ্জয় বক্তা ও ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতা। দ্বিতীয় সংস্করণে রোমহর্ষণ পৌরাণিক মহাভারতকে আখ্যায়িকার দ্বারা পূর্ণ করেন। তৃতীয় সংস্করণে জনমেজয় রাজা শ্রোতা ও ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন বক্তারূপে রহিয়াছেন। চতুর্থ সংস্করণে কুলপতি শৌনকেয় সজ্জে উপস্থিত ঋষিমণ্ডলী শ্রোতা ও রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সোতি বক্তা রহিয়াছেন। মহাভারতের এই চারি প্রতিসংস্কারের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের তিন স্তরের সহিত স্বীকার করিলে জানা যাইতেছে যে, উহাতে অন্ততঃ দ্বাদশ প্রকারের রচনা বর্তমান অর্থাৎ এই কথাই অল্প ভাবে প্রকাশ করিলে দাঁড়াইতেছে যে, মহাভারতে দ্বাদশ বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ের রচনা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাভারতের বর্ণিত বিষয়ের দুইটি স্চী মহাভারতেই পাওয়া যায়। একটি অমুক্ৰমণিকা অধ্যায়ে, দ্বিতীয়টি পরবর্তী পরসংগ্রহ অধ্যায়ে। প্রথমটিতে “তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়” ভণিতায়ুক্ত সংক্ষিপ্ত ভারত আছে। ইহাতে উত্তরার গর্ভপাত পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে। দ্বিতীয়টিতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত-বিস্তারভেদে দুইটি স্চী আছে। অধ্যায়-শেষে মহাভারতের বিষয়ের বহির্ভূত হরিবংশ-গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে। ইহাতে জানা যায় যে, পরসংগ্রহ দুই জন কবি বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত করেন। বিস্তৃত অংশটি সম্ভবতঃ হরিবংশকারের রচনা হইতে পারে।

অমুক্ৰমণিকা অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব উপাখ্যানবর্জিত চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকযুক্ত মহাভারত লিখিয়া তাহার স্চী অমুক্ৰমণিকারূপে প্রণয়ন করেন, তাহাতে প্রায় দেড় শত শ্লোক আছে এবং পরীক্ষাসারে বৃত্তান্তগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। ইহা ব্যাসদেব তাঁহার পুত্র শুককে প্রথম শিক্ষা দেন। তার পর তাঁহার অমুরূপ শিষ্যগণকে উহা প্রদান করেন।\* এই অমুক্ৰমণিকা অধ্যায়ে ইহাও লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব মহাভারতের ঘটনাগুলি মনে মনে স্থির করিয়া লিখিতে পারিতেছিলেন না, ইত্যবসরে পদ্মযোনি তাঁহার সম্মুখীন হন। তিনি ব্রহ্মার সম্মান করিয়া বসাইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাভারত প্রচারে বিলম্ব কেন? তাহাতে ব্যাসদেব বলিলেন, দ্রুত লেখকের অভাবে আমার অভীষ্ট কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন, গণেশ দেবতাকে স্মরণ করুন—তিনি দ্রুতলেখক। এইরূপ উপদেশ দিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। ব্যাসদেব

\* চতুর্বিংশতিসাহস্রাং চক্রে ভারতসংহিতাম্। ১০২

উপাখ্যানবিনা ভাবদভারতং প্রোচ্যতে বৃথৈঃ।

ভতোহধ্যাক্ষপঃ ক্রয়ঃ সংক্ষেপঃ কৃতবান্ ঋষিঃ। ১০৩

অমুক্ৰমণিকাধ্যায়ঃ বৃত্তান্তানাং সপর্কণাম্।

ইদং বৈপারনঃ পূর্বে পুত্রমধ্যাপয়চ্চকম্। ১০৪

ভতোভ্যোহমুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদত্তৌ বিদুঃ।

গণপতি ঠাকুরকে বলিলেন যে, আপনি না বুঝিয়া কিছু লিখিবেন না। তাই গণেশ দুৰূহ স্থলে লেখনীর বিরাম দিতেন। সেই অবসরে ব্যাসদেব অনেক শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে অনেক জটিল ভাব আছে। তাই তাহা ব্যাসকূট বলিয়া প্রচলিত। উহার অর্থ ব্যাসদেব ও শুক জানেন, সঞ্জয় জানেন কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই।\* এইরূপ প্রবাদ যে, গণেশ শুঁ উচ্চারণ করিয়া মহাভারত লিখিতে আরম্ভ করেন। এই রচনা ভগবান্ ব্যাসদেবের কখন হইতে পারে না—ইহা যে পরবর্তী লেখকের যোজনা, তাহার সন্দেহ নাই। তখন ব্যাসদেব ঈশ্বরপদবীতে আক্ৰান্ত হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার লেখকরূপে গণপতি ঠাকুর আসরে নামিতেছেন।

আবার আদিপর্কের দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেব তপোনিয়ম অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ নিষ্ঠাপূর্বক নিত্য লিখিয়া তিন বৎসরে মহাভারত প্রণয়ন করেন।† মহাভারতে যে রূপ গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব ও মোক্ষশাস্ত্রের সত্যগুলি কথিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা যদৃচ্ছভাবে তড়ুতড়ু করিয়া বলিয়া যাইবার বিষয় নহে। উহা আত্মা মন ও সংঘত করিয়া অম্বল লিখিবার বিষয়; স্মরণ্য গণেশের লেখকরূপ প্রবাদ সর্বথা মিথ্যা। কারণ, এই অধ্যায়-বর্ণিত কথাই তাহা খণ্ডন করিতেছে।

আবার শান্তিপর্ক ৩২৭ অধ্যায়ে ব্যাসদেব ও তাঁহার চারি শিষ্য সম্বন্ধে যে রূপ কথা লিখিত আছে, তাহাতে শিষ্যগণের অনুদারতা ও ব্যাসদেবের মহামুভবতা প্রকাশিত হইতেছে। শিষ্যগণ গুরুকে প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহার যষ্ট শিষ্য যেন জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ না করে—অর্থাৎ তাঁহার পুত্র শুকদেব ও বৈশম্পায়ন স্মন্ত, জৈমিনি ও পৈল ব্যতিরেকে তাঁহার অন্ত শিষ্যগণ যেন বিখ্যাত না হন।‡ এ অংশটি যে বৈশম্পায়ন আদির রচনা নহে,

- পরং ন লেখকঃ কশ্চিদেতস্ত ভূবি বিদ্যতে । ৭০

কাব্যস্ত লেখনার্থায় গণেশঃ অর্থাত্যং মুনৈঃ ।

এবমাত্যব্য তং ব্রহ্মা জগাম স্বং নিবেশনম্ । ৭১

লেখকো ভারতস্তাত্ত ভব স্বং গুণনারক । ৭২

ব্যাসোহপ্যুবাচ তং দেবমবুজ্জ্বা মা লিখ কচিং ।

ওমিত্যুক্ত্বা গণেশোহপি বভূব কিল লেখকঃ । ৭৩

অহং বেদী শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বা ন বা । ৭৪

ত্রিভিবর্ষৈর্লঙ্ককামঃ কৃকষৈপায়নো মুনিঃ । ৭৫

নিভ্যোখিতঃ শুচিঃ পঙ্কজো মহাভারতমাদিতঃ ।

তপোনিয়মমাহার কৃতমেতন্নহর্ষিণা । ৭৬

ত্রিভিবর্ষৈঃ সনোখায়ী কৃকষৈপায়নো মুনিঃ ।

মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিষ্মকুত্তমম্ । ৭৭

কাঙ্ক্ষামস্ত বরং সর্বো বরং দত্তং মহর্ষিণা ।

যষ্টঃ শিষ্যঃ ন তে খ্যাতিং পশ্যেদ্যত্র প্রসীদ মঃ । ৮০

তাহা ঠিক। ইহা কোন কুটকারী লেখক অভিসন্ধি পুরণার্থে যে তাঁহারের প্রতি আরোপিত করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বাহা হউক, উদারপ্রকৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ভগবান্ ব্যাসদেব শিষ্যগণকে মোক্ষপ্রাপক বচন দ্বারা উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, তোমরা যে যে বেদপ্রচারত্রেতে আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা ত করিবেই; তবে বেদের সারভূত এই মহাভারত ব্রাহ্মণ-কল্লির-বৈশ্ত-শূত্রজাতিবিশেষে সকলকেই শ্রবণ করাইবে।\*

এখন কথা দাঁড়াইতেছে যে, ভগবান্ ব্যাসদেবের সমসময়ে কি তাঁহার চারি শিষ্য ছিলেন, না তাঁহারা পরবর্তী কালের লোক? মহাভারতের সর্বত্রই সঞ্জয় বক্তা ও ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতারূপে কথিত। ব্যাসশিষ্যমধ্যে সঞ্জয়েরই নাম রহিয়াছে। এই সকল বিষয় ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলে বেশ বোধ হয় যে, ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার ভারতগ্রন্থ স্মৃতজাতি সঞ্জয়ের মুখেই প্রচারিত করিয়া পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করান। তারপর জনমেজয়ের সভাসদ স্মৃতজাতি রোমহর্ষণ ইহাতে আধ্যাত্মিক সংযুক্ত করিয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করেন। তারপর জনক রাজার পুরোহিত বৈশম্পায়ন, পৈল, স্রমজ, জৈমিনি প্রভৃতি বৈশম্পায়ন-ভাগিনের যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি জনকের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া জনমেজয়ের সভাসদ নিযুক্ত হন। ইহারই ভারতকে নানারূপ আধ্যাত্মিক ও চরিতভূষিত করিয়া মহাভারতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। এইটাই স্মৃতজাতি উগ্রস্রবা সৌতি ঋষিমণ্ডলীকে শ্রবণ করান। স্মৃতরাং দেখা বাইতেছে যে, শৌনকের সময়েও স্মৃতজাতি পৌরাণিকগণই সাধারণকে মহাভারত শ্রবণ করাইতেন, তখনও তাহার ব্রাহ্মণ-পাঠক নিয়োগের পুরুষাভ্যুত্থানিক প্রথা প্রচলিত হয় নাই। অতএব নিশ্চিত প্রমাণিত হইল যে, ভগবান্ ব্যাসদেবের সমসময়ে তাঁহার চারি শিষ্য ছিলেন না। তাঁহারা পরবর্তী কালের লোক। তাঁহার ভারতগ্রন্থের পঠন-পাঠন ও উন্নতির জন্য তাঁহারা আপনাকে ব্যাস-শিষ্য বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন।

মহাভারতের আদিপর্বে পরীক্ষিতোপাখ্যান, আন্তিকচরিত, শৌনকের কুলবৃত্তান্ত ও পৌষ রাজার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এগুলিতে অনেক পরবর্তী কালের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। যেমন পরীক্ষিত তক্ষক নাগ কর্তৃক দংশিত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। নাগ অর্থে সর্প। তক্ষক সর্পগণের অধিপতি ছিল। সে তক্ষশিলা নামক স্থানে রাজ্য করিত। তাহার ভাগিনের আন্তিক মুনি। তিনিই জনমেজয়ের নিকট বর লাভ করিয়া সর্পযজ্ঞের অগ্নিতে পতনোন্মুখ মাতুল তক্ষককে উদ্ধার করেন। এ সকল বিষয় কবিকল্পনা নহে—সত্য বিষয়। নাগ সর্প নহে—তাহারা মনুষ্যজাতিবিশেষ। ভগবান্ কপিল ভূতসর্গের চতুর্দশ সংখ্যা দিয়াছেন। এই নাগগণ দেবযোনির অন্তর্গত, ইহার সম্ভবতঃ ভারতে নূতন উপনিবেশ

উবাচ শিষ্যান্ ধর্ম্মাশ্বা ধর্ম্মাং নৈঃশ্রেয়সাং বচঃ ।

ব্রাহ্মণ্যং সদা দেয়ং ব্রহ্মণ্ডাশ্রয়বে তথা ॥ ৪৩

শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃষা ব্রাহ্মণযশতঃ ।

বেদত্যাগরাজা হীমঃ তচ্চ কার্যং মহৎ স্মৃতম্ ॥ ৪৪

স্থাপন করিতেছিল। ইহারা সম্ভবতঃ ক্রুরপ্রকৃতির লোক ছিল, তাই ব্রহ্মবাদিগণ তাহাদের সহিত করণকারণ ও সদালাপ করিতেন না। ইহাদের সহিত হয় ত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দেশাধিপতি পরীক্ষিৎ তাই তাঁহাদের সহায়তা করেন। তাহারা হয় ত দমিত হইয়াছিল, কিন্তু শত্রুতা বিন্ধিত হয় নাই, তাহারই ফলে পরীক্ষিতের উপাংশুহত্যা।

আয়োদধোন্মের শিষ্যান্নশিষ্য উভয় গুরুদক্ষিণার অস্ত্র উপাধ্যায়িনীর নিমিত্ত পৌষ-মহিবীর কর্ণকুণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থিত হইলে তাঁহার এক ক্ষপণকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ক্ষপণক নম্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। সে তাঁহার কুণ্ডল অপহরণ করিয়া তক্ষকবেশে ভূবিবরে প্রবেশ করিল। তিনি অনেক কষ্টে তাহাকে নিগৃহীত করিয়া, কুণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া শাপোক্তা উপাধ্যায়িনীকে প্রদান করিলেন। তিনি গুরুর নিকট বিদায় হইয়া তক্ষকের নিধনার্থে জনমেজয়ে প্রণোদিত করিলেন। ইহার ফলেই সর্পযজ্ঞের আরম্ভ। এ স্থলের বর্ণনদ্বারা বোধ হয় যে, তখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধ ক্ষপণক অমঙ্গল্য জীব বলিয়া দেশে অনাদৃত হইত। সম্ভবতঃ এই দলে নাগগণ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। আমার বোধ হয়, বর্তমান সময়ের নাগগণ ইহাদেরই পূর্বস্বরূপ।

শৌনকের পিতামহ কুরু ভূবংশীয়। তাঁহার জ্ঞী সর্পদংশনে মৃত হইলে অনেক সাধনায় তিনি পুনর্জীবিত হন। তদবধি কুরু সর্পবংশ ধ্বংসের সংকল্প করেন। একদা একটি ডুঙুতকে প্রহারোত্তত হইলে সর্প তাঁহাকে বলে, ব্রাহ্মণ হইয়া আমার হিংসা করিবেন না। যেহেতু ব্রাহ্মগণ ক্ষমাশীল—ব্রাহ্মণের চেষ্টার ফলেই পুরাকালে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ রহিত হয়।\* ইহার দ্বারা বেশ বোধ হইতেছে যে, শৌনক ও সৌতি জনমেজয়ের বহু কাল পরে প্রাহ্নকৃত হন।

পর্বসংগ্রহ অধ্যায়ের প্রারম্ভে সৌতি ঋষিগণকে বলিতেছেন যে, পরশুরাম জেতা ও দ্বাপরের সন্ধিসময় ক্রোধবশীভূত হইয়া ক্ষত্রবংশ ধ্বংস করেন এবং স্তম্ভপঞ্চকে পঞ্চ কধিরময় হ্রদে পিতৃতর্পণ করেন। আবার সেই স্থলে কলি-দ্বাপরের সন্ধিসময়ে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়।† মহাভারতের অন্তঃস্থলে লিখিত হইয়াছে যে, পরশুরাম ভীষ্মদেব ও কর্ণকে অত্রিশিকা প্রদান

অহিংসা পরমো ধর্মঃ সর্বপ্রাণভূতাং বর।

তন্মাং প্রাণভূতঃ সর্বান্ ন হিংস্তাদ্ভ্রাহ্মণঃ কৃতিঃ।—১১।১

জনমেজয়স্ত যজ্ঞেহাস্মি সর্পানং হিংসং পুরা।

পরিত্রাণক ভীতানাং সর্পানাং ব্রাহ্মণাংপি ১১৮—আদি, ১১ অধ্যায়

জেতাধাপরমো সঙ্কো রামঃ শত্রুভূতাং বরঃ।

অসকৃৎ পাণ্ডিবং ক্ষত্রং জঘানামর্ষচৌষিতিঃ ১৩

অন্তরে চৈব সস্ত্রাণ্ডে কলিধাপরমোরতুং।

ন্যামস্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনমোঃ ১১৩



করেন।\* ইহারা উভয়ে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বর্তমান ছিলেন; স্মৃতরাং পরশুরাম যে কলিযাগের সন্ধিসময় বর্তমান ছিলেন, তাহা জানা যাইতেছে। মহাভারতে একরূপ লিখিত থাকায়, পরবর্তী লেখকগণ পরশুরাম, ব্যাসদেব, মার্কণ্ডেয়, বিভীষণ ও হনুমান্ প্রভৃতির অসংখ্য দীর্ঘ-জীবন কল্পনা করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের পাঠকগণকে ভ্রম বিশ্বাসে আত্মবান্ হইতে অভ্যস্ত করিয়া গিয়াছেন।

বেদে “শতায়ুর্বে মহুযাঃ”, “আত্মা নাম জায়তে পুত্রঃ, স জীব শরদঃ শতং” আদি বচন আছে এবং লৌকিক আশীর্বাদেও “শতং জীব”, “জীব শতং সমা” ইত্যাদি বচন দ্বারা শত বৎসরই যে সাধারণ লোক-পরমায়ু ছিল, তাহা প্রকাশিত হইতেছে। ঋষিগণের মধ্যে ষাঁহার দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার চিরজীবী আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার এ অর্থ নহে যে, তাঁহার অমর ছিলেন অথবা ২১৩ লক্ষ বৎসর জীবিত ছিলেন।

মহাভারতে যেরূপ বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ভীষ্মদেব, ব্যাসদেব, দ্রোণ ও অর্জুনের পরমায়ু নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। যুদ্ধকালে দ্রোণের ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, ইহা দ্রোণপর্বে লিখিত আছে। বিরাটপর্বে অর্জুন উত্তরকে গাণ্ডীবধারণ কখনস্থলে বলিতেছেন যে, তিনি উহা ৬৫ বৎসর ধারণ করিতেছেন। ইহার দ্বারা অজ্ঞাতবাস সময়ে তিনি যে পঞ্চষষ্টিবর্ষদেশীয় ছিলেন, তাহা একরূপ জানা যাইতেছে।† আদিপর্বে শততম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, শান্তনু ৩৬ বৎসর রাজ্য ও কামভোগে অতৃপ্ত হইয়া বনে গমন করেন এবং গঙ্গাতীরে বিচরণকালে ভট্টনৈক ক্ষত্রিয়কুমারকে শরজালে গঙ্গাসলিল বদ্ধ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার পত্নী গঙ্গা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি গঙ্গাগর্ভজাত অষ্টম পুত্র দেবব্রত। শান্তনু পুত্রকে চিনিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি জাতমাত্র মাতা কর্তৃক অপসারিত হইয়াছিলেন। স্মৃতরাং পিতাপুত্রের এই দর্শনকালে ভীষ্মদেবের বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর হইয়াছিল।‡ কুমার হস্তিনাপুরে নীত হইলেন। এইরূপে চারি বৎসর কাটিল। শান্তনু পুনঃ বনে গমন করিলেন এবং দাশকন্টার রূপে বিযুক্ত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। রাজা কন্টার পিতা নিষাদপতির নিকট তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি রাজাকে একটি সত্যে বদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাহা এই যে, কন্টার গর্ভজাত পুত্র রাজ্যের অধিকারী হইবে। কিন্তু রাজা মনসিজ-পীড়িত হইলেও এই প্রতিজ্ঞার

\* ঋষিঃ পঠিরনাম্যুযো জামদগ্ন্যাঃ প্রতাপবান্ ।

বদন্তঃ বেদে রামশ্চ তদেতন্নিহ্ন প্রতিষ্ঠিতম্ ॥—আদি, ১০০।৩৯

অধারয় ... .. ।

পার্শ্বঃ পঞ্চ চ বটিক বর্ধানি যেতবাহনঃ ॥৪৩—অধ্যায় ৬

স সমাঃ বোড়শাষ্টৌ চ ততোহষ্টৌ তথাপরাঃ । রতিমগ্রাধু বনু ব্রুব বনগোচরঃ । ২০।—গান্ধের-  
তত্ত পুত্রোহিহুরায়া দেবব্রতো বনঃ ॥২১...কুমারঃ রূপসম্পন্নঃ বৃহত্তং চাক্ষুর্দর্শনঃ ॥২৫...জাতমাত্রঃ পুরা দৃষ্ট। তং  
পুত্রং শান্তনুতন। নোপলভেত স্মৃতিঃ ধীমান্ অভিজাতুং তদাম্বলম্ ॥২৮

সম্মত হইলেন না এবং বিবাহ আশা পরিত্যাগ করিয়া রাণ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার দৌর্দৈন্যভাব বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের নিকট অবগত হইয়া ভীষ্মদেব দাশরাজের নিকট পিতার জন্ত কষ্টা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বয়ং পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য সঙ্কে দাশরাজের যে আশঙ্কা, তাহা উন্মূলিত করিয়া দিলেন। এই কার্যের জন্ত শাস্ত্র পুত্রের প্রতি তুষ্ট হইয়া ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করেন এবং এই ছকর কার্যের অহুষ্ঠান দ্বারা দেবব্রত সভাসদ কর্তৃক ভীষ্ম নামে অভিহিত হইলেন।\* শাস্ত্রের চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষ নামে দুই পুত্র হয়। চিত্রাঙ্গদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সময়ে শাস্ত্রের মৃত্যু হয়।† ইহার দ্বারা ন্যূনকালে ষোড়শ বৎসরের অনধিক কাল বুঝাইতে পারে। সুতরাং মোটামুটি জানা যাইতেছে যে, শাস্ত্রের মৃত্যুসময় ভীষ্মদেবের (৪০ + ১৫) ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। চিত্রাঙ্গদ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সকল নৃপতিকে পরাজিত করেন এবং শৌর্য্যবীর্ষ্য কাহাকেও স্বীয় সমকক্ষ মনে করিতেন না। ইহাতে বল পরীক্ষার্থে চিত্রাঙ্গদ নামে গন্ধর্ব্বরাজের সহিত তাঁহার তিন বৎসর-ব্যাপী কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। ইহাতে কুরুরাজ হত হন। তখন বিচিত্রবীর্ষ্য বালক ও অপ্রাপ্ত-বয়স্ক; সুতরাং তাঁহার বয়ঃক্রম ১০।১১ বৎসর ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, চিত্রাঙ্গদ ৭।৮ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া মৃত হন; সুতরাং ভীষ্মদেবের বয়ঃক্রম তখন (৫৫ + ৮) ৬৩ বৎসর হইতেছে।‡ বিচিত্রবীর্ষ্য বয়স্ক প্রাপ্ত হইলে ভীষ্মদেব তাঁহার দুই কস্তার সহিত বিবাহ দেন। তিনি অতিশয় বলবান দ্বারা বন্দারোগে আক্রান্ত হইয়া, ৭ বৎসর মাত্র জীবিত থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হন।§ সুতরাং তখন ভীষ্মদেবের বয়ঃক্রম (৬৩ + ৫ + ৭) ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। তারপর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জন্ম হয়। পাণ্ডুও সম্ভবতঃ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন এবং পঞ্চ পুত্র লাভ করিয়া অল্পময় ৩০ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। সুতরাং তখন ভীষ্মদেবের (৭৫ + ৩০) ১০৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। পাণ্ডুর মৃত্যু-কালে অর্জুনের বয়ঃক্রম ৫ বৎসর ধরিলে অজ্ঞাতবাসের অবসানকালে ভীষ্মদেবের (১০৫ + ৬০) ১৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম হয়। তিনি পরবৎসর ১৬৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাঘ মাসের শুক্লা অষ্টমীর ভোগসময়ে উত্তরায়ণের আরম্ভে যোগকর্ম্ম দ্বারা দেহত্যাগ করেন।

\* তস্য তদ্বক্ষঃ কর্ণ প্রশংসে নরাধিপঃ। সমেতাশ্চ পৃথক্ চৈব ভীষ্মোহস্মিতি চাক্রবন্ ॥১০১॥ তৎ কষ্টা ছকরং কর্ণ কৃতং ভীষ্মেণ শাস্ত্রম্। স্বচ্ছন্দমরণং তুষ্টৌ দদৌ তস্মৈ মহাম্মদে ॥১০২॥

† অপ্রাপ্তবতি তস্মিন্ত্বে যৌবনঃ পুরুষধভে। স রাজা শাস্ত্রমুখ্যমান্ কালধর্ম্মপেরিবাণ্ ॥১০১ অধ্যায়।

‡ তং ক্রিপন্তঃ হুরাশ্চৈব সমুখ্যানহুরাস্তথা। গন্ধর্ব্বরাজা বলবান্শূল্যদামাত্মনাং তথা ॥৭॥ তেনাস্য হুমহুদ্বক্ষঃ কুরুক্ষেত্রে যত্নং হ।...নভ্যাতীরে স্বরথত্যাঃ সমাতিশ্রোহন্তবজ্রণঃ ॥৮॥ বিচিত্রবীর্ষ্যক্ তদা বালমপ্রাপ্ত-যৌবনঃ ॥১২ সংপ্রাপ্তযৌবনঃ দুষ্টৌ জাতরং ধীমতাং বরঃ। ভীষ্মো বিচিত্রবীর্ষ্যস্য বিবাহার্যাকরোদতিঃ ॥২০২ অধ্যায়।

§ তাভ্যাং সহ সমাঃ সপ্ত বিহরন্ পৃথিবীগতিঃ। বিচিত্রবীর্ষ্যন্তরুণৌ বক্ষ্যাদা সপগৃহ্যত ॥৭০॥ জগানন্ত-নিবাসিত্যঃ কোদব্যো বনসাননং ॥৭১-১০২ অধ্যায়।

ভগবান্ ব্যাসদেব ভীষ্মদেব অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তাহাও মহাভারত হইতে অবগত হওয়া যায়। বিচিত্রবীৰ্য্য নিঃসন্তান যুত হইলে সত্যবতী বংশধর অভাবে চিন্তাকুল হইয়া ভীষ্মকে দ্বার পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন। ভীষ্মদেব সত্যসন্ধ ছিলেন, তিনি অনুরোধ রক্ষা করিলেন না; পরন্তু মাতাকে ব্রাহ্মণ দ্বারা বংশরক্ষা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এই কথাই উৎসাহিত হইয়া সত্যবতী পরাশর ঋষি সম্বন্ধীয় পূর্ববর্তী ঘটনা বিবৃত করিলেন— ঋষির তেজে অভিভূতা হইয়া তিনি গর্ভ ধারণ করেন—সেই কানীন পুত্র ভগবান্ ব্যাসদেব।\* ভীষ্মদেব অনুমতি করিলে তাঁহার পুত্র ব্যাস দ্বারা তিনি বিচিত্রবীৰ্য্যের বংশরক্ষা করিতে পারেন। সত্যবতী এই কথা বলিলে ভীষ্মদেব মাতার কথা অনুমোদন করেন। তাহার ফলে কুরুবংশ রক্ষিত হয় এবং ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিহর জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনপ্রারম্ভে বা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সত্যবতী ব্যাসদেবকে লাভ করেন, ইহা ধরা যাইতে পারে। তার পর অনেক কাল গত হয়। অসিত মুনি তাঁহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়া দাশরাজকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু নিষাদপতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যাত করেন।† শান্তনুর সহিত বিবাহ-কালে সত্যবতীর বয়ঃক্রম ৩০।৩৫ ধরিলে তিনি ভীষ্মদেব অপেক্ষা ৮।১০ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ হন; সুতরাং ভীষ্মদেব ব্যাসদেব অপেক্ষা ১৫।২০ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হন। ভগবান্ ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর তিন বৎসরে মহাভারত প্রণয়ন করেন এবং সমুদ্রের প্রমুখাং তাহা ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করান। যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র ১২।১৩ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ব্যাসদেব সম্ভবতঃ ৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন। কারণ, ঐষিক বা সৌপ্তিক পর্বে বালহত্যার নিমিত্ত অশ্বখামাকে অভিশাপ প্রদান সময় তাঁহার ৩০০০ তিন সহস্র বৎসর পুয়শোণিতলিপ্ত থাকার কথা লিখিত হইয়াছে।‡ প্রাচীন কবিগণ প্রায়শঃ সমকালবর্তী লোকগণের কথা বর্ণন-কালে সহস্র বৎসরের উল্লেখ করিতেন। যজ্ঞকালে জনমেজয়ের সহস্র বৎসর বয়ঃক্রম লিখিত আছে। এ স্থলে এই বৎসরের শতাংশ ধরিলে যুক্তি ও অসম্ভবের সীমা অতিক্রান্ত হইবে না। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, অশ্বখামা যুদ্ধের ৩০ বৎসর পরে কুষ্ঠরোগে মৃত্যু প্রকার যজ্ঞা

\* মহাভারত, আদি পর্ব, ১০৫ অধ্যায়।

† অসিতো হ্যপি দেবর্ষিঃ প্রত্যাখ্যাতং পুরা ময়।। সত্যবত্যা ভূশংখাং স আসীৎ ঋষিগন্তমঃ। ৮।১০০ অধ্যায়। এই প্রত্যাখ্যানের বিশেষ কারণ ছিল। ইনি ভগবান্ ব্যাসদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার সম-বয়স্কও ছিলেন। সুতরাং সত্যবতী তাঁহার মাতৃহানীয়া, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ একগুণ বিবাহ ঘূষণীয় হয়। গীতাতে ইহীর নামের সহিত দেবলেরও উল্লেখ আছে—“অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বরকৈব ব্রবীষি মে।” দেবল জনকের সত্য ছিলেন। ইহার উত্তরে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন এবং বোধ করি, অধ্যাত্মশাস্ত্রও রচনা করেন। তবে পাতার নিকট তাহা হীনপ্রভ। কিন্তু নিঃসার্থ ব্যাসদেব তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদেরও কীর্তি সজীবিত করিয়া গিয়াছেন।

‡ স্বাস্ত্যাপুত্রঃ পাণঃ বিহুঃ সর্বে মনোবিণঃ। অশ্বকুংপাপকর্মাণঃ বালজীবিতঘাতকম্। তন্ময়া স্বময়া পাণস্য কর্ণঃ কলমগ্ন হি। ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি চরিষ্যামি মহীময়াম্।...পুয়শোণিতলিপ্তা চ চূর্ণকান্তারসঃজরঃ। বিচরিষ্যামি পাণাচ্ছান্ সর্বব্যাদিসমমৃততঃ।

ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ভগবান্ ব্যাসদেব উক্ত বৎসরান্তে শুকদেবকে হারাইয়া হিমালয়ে প্রাণ বিসর্জন করেন। সুতরাং এই সকল সংখ্যা সংকলিত করিলে জানা যায় যে, ভগবান্ ব্যাসদেব মৃত্যুকালে প্রায় ১৮০ বৎসর বয়ঃক্রম লাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ধ্বংসান্তর যোগে তত্ত্ব ত্যাগ করেন এবং পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহার শোকে মহাপ্রস্থান দ্বারা শরীরপাত করেন। পুত্রশোকব্যাকুলা গান্ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উক্ত বৎসরান্তে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর অভিশাপ দেন।\* ইহার পরে পরীক্ষিৎ রাজা হন এবং কলি আরম্ভ হয়।

মহাভারত এক সময়ে রচিত হয় নাই, ইহা এক সত্য। সুতরাং ইহার বিশেষ বিশেষ স্থল নির্বাচন করিয়া তাহাদের রচনার সময় প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমে মহাভারত-সমুদ্বের রত্ন, পঞ্চম বেদ, মহাভারতের উপনিষৎ ভগবদ্গীতার সময় নিরূপণ করা আবশ্যিক। সকলের বিশ্বাস, ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের রচনা—অমুক্রমণিকা অধ্যায়ে তাহার প্রমাণও আছে।† বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের যে তিন স্তরের কথা কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা মহাভারতের সকল স্থলেই প্রযুক্ত হইতে পারে—এ বিষয়ে তাঁহার যুক্তির সারবত্তা আছে। কিন্তু তিনি যে ভগবদ্গীতাকে দ্বিতীয় স্তরে ফেলিয়াছেন, ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যথার্থ হয় নাই। কারণ, ইহা মহাভারত-দ্বন্দ্বের নবনীত প্রযুক্ত উহাও তিনটি স্তর বর্ত্তমান। প্রথম ভগবান্ ব্যাসদেব কর্তৃক মন্থনে উদ্ভূত পরিশুদ্ধ নবনীত, দ্বিতীয় অত্র ধার্মিক কবি কর্তৃক আনীত নবনীত, তৃতীয় কুব্জি কর্তৃক বসামিশ্রিত নবনীত।

পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মহাভারতের ঘটনাগুলির দুইটি স্ৰুচী আছে। প্রথম অমুক্রমণিকা অধ্যায়ে, দ্বিতীয় পর্বসংগ্রহে। এই দুই স্ৰুচীতেই ভগবদ্গীতা-বর্ণিত বিষয়ের আভাস আছে। যথা অমুক্রমণিকা,—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নো রথোপস্থে সীদমানৈহজ্জুনে বৈ।

কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে তদা নাশংসে বিজয়াম সঞ্জয় ॥১৮১

কশ্মলং যত্র পার্শস্য বাসুদেবো মহামতিঃ ॥২৪৬

মৌহঙ্গং নাশয়ামাস হেতুভিক্ষোক্ষদর্শিভিঃ।

• সমীক্ষ্যাধোক্ষজঃ ক্ষিপ্রং যুধিষ্ঠিরহিতে রতঃ ॥২৪৭, পর্বসংগ্রহ।

যখন গুণিলাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মোহপ্রাপ্ত—সুতরাং রথ নিকটে নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট অর্জুনকে স্বীয় শরীরে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন হে সঞ্জয়, জয়ের আশা করি না।

\* স্বয়মুপস্থিতে বর্ষে ষট্ ত্রিংশৎ মধুস্থবন। হস্তজাতিহতামাতাঃ হস্তপুত্রো যনেষঃ। কুংসিতেনাত্মাপায়েন নিধনং সমবাস্যাসি।—ভ্রোগপর্ব, ২৫ অধ্যায়।

† অত্রোপনিষৎ পূর্ণাং কৃষ্ণদৈবপানোহব্রবীৎ। বিদম্ভিঃ কথ্যতে লোকে পূরণে কবিসম্ভটমঃ ॥ ২৫৪ ॥  
আর্য্যাকক বেদেভ্য ওষধিগোহস্থতং যথা ॥২৬৫

যে বুদ্ধহলে পাণ্ডবহিতৈষী মহামতি বাহুদেব আধ্যাত্মিক হেতুর দ্বারা অৰ্জুনের মোহ শীঘ্র অপনোদন করিয়াছিলেন।

অনুক্রমণিকার ইঙ্গিত বিষয়টি ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে আছে।\* সুতরাং ভগবদ্গীতা যে ব্যাসদেবের রচনা, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সমগ্রটি তাঁহার রচনা নহে। ইহার দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তিনি রচনা করেন, যেহেতু বর্ণিত বিষয়ের ঐ অধ্যায়েই পরিসমাপ্তি দৃষ্ট হয়। কারণ, তাহার শেষ শ্লোকটি ফলশ্রুতিরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

যে তু ধৰ্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পশু্যিপাসতে।

শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তান্তেহতীৰ মে প্রিয়াঃ ॥

যে সকল ভক্ত আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক যথাশ্রোক্ত এই ধৰ্ম্ম্যামৃতের সেবা করেন, তাঁহারাও আমার পরম প্রিয়পাত্র।

ইহার পরে নারায়ণের যে কোন বক্তব্য নাই ও থাকিতে পারে না, তাহা নিশ্চিত। সুতরাং ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি ব্যাসদেবেরও রচনা নহে।

দ্বিতীয় কবি ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত অধ্যায়ত্রয় রচনা করিয়া মূলের সহিত সংযোজিত করিয়া দেন। তিনিও আপনার রচনার শেষে ইতি বলিয়া পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। যথা,—

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিমমুক্তং ময়ানঘ।

এতদ্ভুক্তা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০

হে ভারত, এই গুহ্যতম শাস্ত্র আমি বলিলাম। ইহা সম্যকরূপে বুঝিয়া লোকে কৃতকৃত্য হয়।

তৃতীয় কবি শেষ অধ্যায়ত্রয় রচনা করিয়া মূলের সহিত স্পষ্টরূপে সম্বন্ধহীন রাখিয়া উহাতে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের কুকবি আপনার হস্তকৌশলের পটুতা মনে করিয়াছেন। তিনিও “মহাজনো যেন গতঃ স পদ্মা” প্রবাদ অনুসরণ করিয়া তাঁহার রচনার সমাপ্তি দিয়াছেন, কিন্তু অতি সাবধানে যাহা ফল দাঁড়ায়, তাঁহারও তাহাই হইয়াছে—তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। যথা,—

অধ্যোষাতে চ য ইমং ধৰ্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।

জানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্ত্রীমতি মে মতিঃ ॥—৭০

আমাদের এই ধৰ্ম্ম্য সংবাদ যে অধ্যয়ন করিবে, সে জানযজ্ঞে আমার হোম করিবে। বুদ্ধহলে ভগবান্ অৰ্জুনকে মুখে মুখে উপদেশ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার উপদেশ পড়িবার

ভট্টকব্ধং লগৎ কুসং প্রবিত্তমনেকথা।

অপশ্যদেবদেবস্ত শরীরে পাণ্ডবদত্তা ॥১৩

পশ্চামি দেবান্তব দেব দেহে সৰ্ব্বান্তথা ভূতবিশেষসংখ্যান্।

ত্রৈলোক্যমীশং কমলাসনস্থদ্বীপশ্চ সৰ্ব্বাঙ্গুরবাণ্ডে দিব্যান্ ॥১৪—ইত্যাদি।

অৰ্জুন বা কাহারই অবসর থাকে না, অতএব এই অংশটি যে রচিত হইয়া—পুস্তকাকারে পরিণত হইয়া ভগবদগীতাকে কলুষিত করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

সুখবি, সৎগুরু ও সৎবক্তার বিশেষ গুণ এই যে, তাঁহারা নিজের বক্তব্য বিষয়ের আত্মোপাস্ত ভালরূপে আয়ত্ত করিয়া পাঠক, শিষ্য ও শ্রোতার নিকট এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদের ভাব তাহাদের মনে আদর্শের ত্রায় প্রতিবিম্বিত হয়। দর্পণ আবিল হইলে অর্থাৎ বুদ্ধি তমসচ্ছন্ন হইলে আবৃত্তিরূপে মার্জিত দ্বারা তাহা প্রতিভাত হইতে বিলম্ব হয় না। লোকিকে ইহার উদাহরণও আছে। কোন কঠিন অঙ্ক বা সমস্তা সাধন করিতে অকৃতকার্য হইলে, ভাল করিয়া মনোনিবেশ করিলে সফলকাম হইতে দেখা গিয়াছে। ভগবান্ ব্যাসদেব একাধারে সুখবি, সৎগুরু ও সুবায়ী—এক ভগবদগীতাই তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। তিনি কেমন দীর্ঘভাবে আধ্যাত্মিক সত্যকে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিতে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম পাঠক ইহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিলে আবৃত্তি-দ্বারা তাহা স্বতঃপ্রকাশিত হইবে। এমন নিঃস্বার্থ, নির্মল জ্ঞানরাশি জগতের কোন ভাষাতেই নাই—ভারতের অল্প গ্রন্থেও তাহা দুর্লভ।

এখন এই তিন স্তরের রচনার পরস্পর বিরোধ প্রদর্শন করিয়া তিন কবির নাম প্রকাশ করিতেছি। ভগবান্ ব্যাসদেবের মহাভারত কাব্য ও ইতিহাসগ্রন্থকৃত যত না আদৃত হউক, ইহার আধ্যাত্মিক উপদেশরাশির ভাণ্ডারের সমুদ্রই ইহার ঋষিসমাজে সম্মান অধিক। তিনি শাস্তিপূর্বে মোক্ষধর্মকথনে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে বিক্ষিপ্তভাবে আধ্যাত্মিক সত্য সর্বত্রই দৃষ্ট হয়, তাহাই ভগবদগীতায় সারভূত হইয়া উজ্জল হীরক-রত্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতে তিনটি আধ্যাত্মিক জ্ঞান মুখ্যরূপে প্রচারিত দৃষ্ট হয়। প্রথম সাংখ্যজ্ঞান, দ্বিতীয় যোগ, তৃতীয় ভক্তি। সাংখ্যজ্ঞানের প্রথম প্রচারক ভগবান্ কপিলদেব। যোগের আদি প্রচারক হিরণ্যগর্ভ। ভক্তি সকলের সাধারণ সম্পত্তি, তবে সংঘাতভাবে তাহা ভগবান্ ব্যাসদেব গীতায় প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং অত্যন্ত ঋষিগণও তাহা করিয়া গিয়াছেন।

ব্যাসদেব গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বৈদিক কর্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের স্থাপনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অপণ্ডিতগণই বেদের অর্থবাদে বিমুগ্ধ হইয়া কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করিয়া থাকে। তাহাতে স্বর্গমাত্র প্রাপ্তি হয়। তাহার সাধনাকালে যজমানকে নানাপ্রকার ক্রিমার অজ্ঞান করিতে হয়। অবিদ্যানগণ তাহাতেই তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অল্প বলিয়া থাকে যে, স্বর্গ ছাড়া অল্প কোন নিঃশ্রেয়স নাই।\* ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, তাহাদের ভৌগৈশ্বর্যবৃত্ত বুদ্ধি কখন সমাধির উপ-

\* বাসিমায় পুণ্ড্রিতাং বাচং শ্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নাত্তদন্তীতি বাসিনঃ। ১২ কামান্নানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মকলপ্রদাম্। ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভৌগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ১৩ ভৌগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তরাপহতচেতনাম্। ব্যবসায়াজ্জিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিদীয়তে ॥ ১৪

হুক বা বোকেব্দ<sup>\*</sup> শব্দ হয় না। এ স্থলে বিজ্ঞাপিত হইতে পারে, ভগবান্ ব্যাসদেব বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা কোন্ সাহসে বলেন? তাহার উত্তর এই যে, ভগবান্ কপিলদেব ও উপ-নিষংকার ঋষিগণ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার দৃঢ়তার সহিত নির্ভয়ে বলিয়া গিয়াছেন যে, অবজ্ঞাকারীই নিবিষ্টচিত্তে আত্মাকে ও অক্ষরে ধ্যান করিলে পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। সহস্র শাস্ত্র পাঠ করিলে, মহামেধাবী বা মহাপণ্ডিত হইলেও পরমব্রহ্মকে লাভ করা যায় না। জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি দ্বারা আত্মা পরিশুদ্ধ হইলে, আত্মার আনুকূল্যেই মোক্ষলাভ হয়।<sup>†</sup> স্বর্গগণ ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ বজ্র ও পূর্ত্তকে শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক মনে করে, কিন্তু মুখেরা জানে না যে, পুণ্যক্ষেত্রে তাহার। স্বর্গ তাগ করিয়া পুনঃ এই মর্ত্তলোকে স্র বা কুবেরানিতে প্রবেশ করিবে।†

কপিলদেব বেদকে শব্দপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, শব্দ প্রত্যক্ষবৎ সত্য। তবে ইহাতে পশুহননরূপ বিধান থাকায় উহা অশুদ্ধ; ইহা স্বর্গপ্রাপকমাত্র—তাহার ক্ষয়ে পুনঃ জন্মভোগ করিতে হইবে; ইহাতে অতিশয় বা মিথ্যা কথাও আছে, যেমন অমুক বজ্র করিলে অমুক কল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথচ তাদৃশ ফলের প্রাপ্তি কল্পিন কালেও ঘটে না। স্মৃতরাং ইহার বিপরীত পক্ষবিশিষ্ট তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ করাই সম্ভব।‡

ভগবান্ ব্যাসদেব পশুহননরূপ বৈদিক যজ্ঞেরই নিন্দা করিয়াছেন—অন্নযজ্ঞের নিন্দা করেন নাই। প্রত্যুত তাহার অননুষ্ঠানকেই পাপকর্ম্ম বলিয়াছেন, যেহেতু একমাত্র উহার দ্বারা দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ প্রভৃতি সকল যজ্ঞেরই কার্য্য কৃত হয়। §

ভগবান্ ব্যাসদেবের মতে সাংখ্যযোগ ও ভক্তি এক ও অভিন্ন বস্তু—একটির অনুরূপে অন্যটির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।\*\* তবে তিনি ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, যেহেতু ইহার দ্বারা

\* যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যকরন্তি, তৎ তে পদং সংগ্রহেণ ব্রহীম্যোমিত্যেত্যং ১৫

তমক্রতুঃ পশুতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রদারামহিমানমান্ননঃ ১২০

নারমান্না এবচনেন লভ্যো ন যেষা ন বহন্য প্রভেন

যমেবৈষ বৃগুতে তেন লভ্যাত্মৈষ আত্মা বিবৃগুতে তমুং খাম্ ২৩ কঠোপনিষৎ, ২য় ব্রহ্মী।

† ইষ্টাপূর্ত্তং মন্তমানা বরিষ্ঠং নান্তং শ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমুঢ়াঃ।

নাকস্তু পৃষ্ঠে স্মৃতেতৎস্মৃত্বা ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ১১০,

১ যুগ, ২য় ষণ্ড, গীতা ৯২/৯২ এই ভাব।

‡ দৃষ্টবদ্যপ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষমাতিশয়যুক্তঃ।

তস্মাত্তর্ষিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তবিজ্ঞানং ২—সাংখ্যকারিকা, ২।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পজ্ঞান্ভাবনসংভবঃ।

যজ্ঞাত্তবতি পর্জন্তো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ১১৪

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।

তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ১—১৫ অধ্যায়।

সাংখ্যযোগো পুণ্যবীলাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।

একমপ্যাহিতঃ সম্যক্তত্ত্বেরীক্সিতে কলম্ ১—৫ম অধ্যায়

শীঘ্র মোক্ষপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হইয়া যায়। তিনি কোথাও সাংখ্যজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কোথাও যোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, আবার কোথাও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতাপিত করিয়াছেন। ইহা বিরোধোক্তি নহে—ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ব্রহ্মের গুণত্রয়ের স্বায় এক ও অভিন্নবোধক।

দ্রব্যযজ্ঞান্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞান্তথাপরে।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতনঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।

সর্কেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্মনিতকন্মবাঃ ॥ ৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। ৪।৩১

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্বতে। ৪।৩৮, ৪র্থ অধ্যায়

তপস্বিভোহধিকো যোগী জ্ঞানিভোহপি মতোহধিকঃ।

কর্শ্চিভ্যশ্চাধিকো যোগী তন্মাদ্যোগী ভবাক্ষুণ্। ৬।৪৫

তেবাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে। ৭।১৭

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসজ্ঞানান্ধ্যানং বিশিষ্যতে। ১১।১২

ব্যাসদেব কর্ম্ম অর্থে যোগ ও যজ্ঞ উভয় বুঝিয়াছেন। তিনি চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, কর্ম্মের গতি বড় জটিল, সুতরাং ধীর ব্যক্তির কর্ম্ম-বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মগুলি ভালরূপে বুঝিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যে কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিতে পাইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই বুদ্ধিমান—তাহারই সকল কর্ম্ম কৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।\*

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্চাদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মহুষ্যোষু স যুক্তঃ ক্লেশকর্ম্মক্লেশ ॥ ১৮

এ স্থলে প্রথম কর্ম্মের অর্থ যজ্ঞকর্ম্ম, বাহাতে পশুহিংসা আছে, সুতরাং উহা অকর্ম্ম অর্থাৎ গর্হিত কর্ম্ম হইল। দ্বিতীয় অকর্ম্ম অর্থে প্রাণায়ামাদি যোগকর্ম্ম। এ স্থলের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্কর গীতার ১৮ অধ্যায়-লিখিত মত ধরিয়াছেন এবং প্রাচীন ভাষ্যকারের—“নিত্যে কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্চাৎ” এই সহজ ব্যাখ্যাটি অব্যক্ত বলিয়াছেন। শ্রীধর প্রাচীন ভাষ্যকারের মতই সমর্থন করিয়াছেন।† এ অধ্যায়টি যোগকর্ম্মবিষয়ক, ইহাতে যজ্ঞকর্ম্মের বিষয় আসিতে পারে না—২১ শ্লোকে “শারীরং কেবলং কর্ম্ম” দ্বারা প্রাণায়ামই বুঝাইতেছে।

ভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সকল রূপেই উপস্থিত হইতে পারেন—তাঁহাকে বহু

\* কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ।

অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ১।৭

† মধ্বদেব সরস্বতী শঙ্করের ব্যাখ্যাই অনুসরণ করিয়া শ্রীধরের দোষ দিয়াছেন। শঙ্কর, এখানে, ইচ্ছাকাঙ্ক্ষারী করিয়া বোকাহু ব্যক্তির তীরহু ব্রহ্মাদির চলন ব্যাপাররূপ অকর্ম্ম উপস্থাপ্ত করিয়াছেন।



দেবতাভাবে উপাসনা করা যাইতে পারে, তাঁহাকে একব্রহ্মরূপেও চিন্তা করা যাইতে পারে, আবার তাঁহাকে দ্বৈতভাবেও আরাধনা করা যায়—এ সকলগুলিই জ্ঞানযজ্ঞেরই অন্তর্গত।  
যথা,—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিখ্যতোমুখম্ ॥—৯ অধ্যায়, ১৫ ।

এই বচনের অবশ্রুতাবী ফল দশম অধ্যায়-কথিত ভগবানের বিভূতি । সূত্ররাং ভগবান্ ব্যাসদেব যে অবতারবাদে বিশ্বাসবান্, তাহার সন্দেহ নাই ।

জগৎ-সৃজন প্রকৃতির কর্ম, না দৈশ্বরের—এ সম্বন্ধে ব্যাসদেব উভয় মতই সমর্থন করেন । তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, দৈশ্বর প্রকৃতির বশবত্তী হইয়া এই জগৎ সৃজন করিতেছেন, আবার অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন যে, প্রকৃতি আমাকে (দৈশ্বর) অধীশ্বর স্বীকার করিয়া এই চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন ।\* ইহার দ্বারা ব্যাসদেবের পূর্ব্বদ্বিগণের প্রতি সম্মান প্রকাশিত হইতেছে ।

ভগবান্ ব্যাসদেবের উপরিউক্ত বচনগুলির খণ্ডন গীতার শেষ অধ্যায়দ্বয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় । যাহারা প্রাণায়াম দ্বারা যোগসাধন করে, তাহাদের আত্মরত্নাবাগম বলা হইয়াছে । সূত্ররাং ইহা যোগীর নিন্দা । অতএব এ অংশ কোন অযোগীর রচনা ।† কোন কোন মনীষীর মতে যজ্ঞকর্ম দোষযুক্ত বলিয়া পরিত্যাগ্য; অপরে যজ্ঞ, দান, তপঃকর্ম পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করেন ।‡ ইহার প্রথমটী কপিলদেবের মত, দ্বিতীয়টী জৈমিনির মত—কারণ, জৈমিনিই ধর্ম্মমীমাংসায় ইহা সমর্থিত করিয়া গিয়াছেন, ব্যাসদেবের জনৈক শিষ্য জৈমিনি আছেন । তাঁহার উপর সামবেদ প্রচারের ভার পড়ে । তিনি যে যজ্ঞদেবের মত খণ্ডন করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে । কারণ, তাহাতে কালবিপর্য্যয় (anachronism) দোষ আসিয়া পড়ে । আবার তৃতীয় স্তরের লেখক ব্যাসই জৈমিনির মত সমর্থন করিতেছেন, সূত্ররাং নিজেরই বিরোধোক্তি করিতেছেন—ইহা একরূপ অসম্ভব । অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রথম স্তরের লেখক ব্যাসদেব হইতে তৃতীয় স্তরের লেখক ব্যাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি এবং ধর্ম্মমীমাংসাকার জৈমিনিও ব্যাসশিষ্য জৈমিনি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি ।

ভূতগ্রামমিমাং কুংস্রমবশং প্রকৃতোবপাং ।৮

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্রুতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরিসর্ভতে । ১০।১২ অধ্যায়

গীতা, ১৩শ অধ্যায় ।৬

ত্যাগ্যং দোষবদিত্যেকৈ কর্ণ প্রাহম্নদীবিণঃ ।

- যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে ।

নিত্য কৰ্ম্মের সন্ন্যাস অৰ্থাৎ ত্যাগ হইতে পারে না। যে তাহা ত্যাগ করে, তাহার কাজ তামস বলিয়া কথিত। তারপর নিত্য কৰ্ম্মের অত্যাগীই কলভাগী হয়, সন্ন্যাসী তাহা প্রাপ্ত হইবে না। ইহাও ব্যাসদেবের উক্তির খণ্ডন—ইহা যোগ ও যোগীর একরূপ নিন্দা।

ব্রহ্মকে সৰ্ব্বভূতে এক অখণ্ডরূপে চিন্তাই সাধিক জ্ঞান। সৰ্ব্বভূতে তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ৰূপে চিন্তাই রাজসিক জ্ঞান। আর এক ব্যক্তি বা বস্তুতে ব্রহ্মের তত্বহীন অহৈতুক আরোপই তামস জ্ঞান।† ইহা এক দিকে যেমন ভগবান্ ব্যাসদেব ও ভগবান্ কপিলদেবের মতের বিরোধোক্তি, তত্ব নিজের কথারও খণ্ডন। যদি ব্রহ্ম সৰ্ব্বভূতে অখণ্ডভাবেই রহিলেন, তাহা হইলে এক ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বা তিনি কেন বিরাজিত থাকিবেন না? ইহা যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ অবতারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ, তাহার সন্দেহ নাই। স্মৃত্যায় এ লেখক যে দেবদেবী ও অবতার-বাদের ঘোর বিদ্রোহী, তাহার ভুল নাই।

ভগবান্ ব্যাসদেব ঐ শব্দকে ব্রহ্মের জ্ঞাপক প্রণব বলিয়াছেন (ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ... চম, ১৩)। প্রাচীন উপনিষদেরও ঐ মত। এই শেষ লেখক তাহার সহিত তৎসংগু যোগ করিয়া দিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন—ইহার প্রত্যেক অংশই ব্রহ্মের রূপ, বাহার দ্বারা পুরা-কালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছে!!!‡ এ লেখক যে কি ভাব প্রকাশ করেন, তাহা কিছু বোঝা যায় না। ইহাতে সরলতা নাই, এই কারণে লেখকের ছরতিসন্ধির বিষয় মনে স্বত উদ্ভিত হয়।

দ্বিতীয় স্তরের লেখকের সহিত ব্যাসদেবের অধিক বিরোধ নাই। তিনি কপিলদেবের সম্পূর্ণ মত অমূল্য করিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—ঐশ্বর্যনিরপেক্ষে প্রকৃতি জগৎসৃষ্টি

নিয়ন্তব্য তু সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণৌ নোপপত্ততে ।

মোহাৎ ভস্য পরিত্যাগতামসঃ পরিকীর্তিতঃ ।৭

অনিষ্টমিষ্টং মিত্রং চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেতা নতু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ।১২

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহর্ষোপঃ তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।৬৪ ২

সৰ্ব্বভূতান্ধভূতান্ধা কুবর্জপি ন লিপ্যতে ।৫৪।৭

আত্মন্যোব চ সত্ত্বঃ সত্য কার্যং ন বিভক্তে ।৩৪ ।১৭ কার্য-বজ

সৰ্ব্বভূতেষু বৈনৈকং ভাবমব্যয়মীকতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাধিকম্ ।২০

পৃথক্বেন তু বজ্জ্ঞানং নানাতাবান্ পৃথগ্ধিধান্ ।

যেহি সৰ্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ।২১

যৎতু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সত্তমহৈতুকম্ ।

অতদ্বার্ষবদগ্নং চ তৎ তামসম্ভ্রাজতম্ ।২২

ও তৎসমিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাতেন বেদান্ত বজ্জ্ঞানং বিহিতাঃ পুরা ।২৩

করিয়াছেন। তিনি আত্মাকে পরমাত্মা ও ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন। ব্রহ্ম যে সৎ অসৎ উভয়ই, এ বিষয়ে তিনি ও ব্যাসদেব ঐকমত্য। কিন্তু শেষ লেখক ভিন্ন মতপোষক— ইহার মতে ব্রহ্ম সৎই—অসৎ নহেন। নিগূর্ণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সমুদ্র প্রাকৃতিক নিয়ম প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ জ্ঞানটি তাঁহার নাই। সুতরাং ব্রহ্ম সৎ অসৎ দুই হইতে পারেন।

একপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেখকের রচনা আন্তোপাস্ত অল্পসঙ্কান করিয়া উভয় লেখকের নাম প্রকাশ করিতেছি। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আলোচনার পূর্ণ। এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ব্রহ্মহৃদের উল্লেখ আছে। যথা,—

ঋষিভিবহুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মহৃদপদৈশ্চৈব হেতুমন্তিবি নিশ্চিতৈঃ ॥

এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধে উপনিষদে ঋষিগণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাই ব্রহ্মহৃদে হেতুর সহিত সুনিশ্চিত হইয়াছে। পণ্ডিত মাত্রেই জানেন, ব্রহ্মহৃদ বাদরায়ণের রচনা। বাদরায়ণ ব্যাসদেবের অপর নাম, ইহাও তাঁহার জানেন। ব্রহ্মহৃদে সাংখ্যপ্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের খণ্ডন আছে এবং জড় প্রকৃতি যে জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন না, ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে “ঈক্ষতে নারীশব্দং” প্রকৃতির সৃজন ব্যাপার অবৈদিক বলিয়া নিরাকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে কপিলের মত অবৈদিক বলিয়া তিরস্কৃত ও মহুর মত বৈদিক বলিয়া বহুমত করা হইয়াছে। যথা—“স্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ন অন্তস্বত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।” ইহার ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্কর অনেক কথাই লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে ভগবান্ কপিল স্বৈরাচারের উপনিষদুক্ত আদিবিশ্বান্ ও সিদ্ধ পুরুষ হইলেও তাঁহার অবৈদিক কথাগুলি গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ, তাহা হইলে বেদমূলক মহুসৃষ্টির নিরাকরণ করিতে হয়। তার পর শঙ্কর নারায়ণের জগৎসৃষ্টির কথা মহাভারতের একটি শ্লোক হইতে দিয়াছেন। এই শ্লোকটি মহাভারত শান্তিপর্বে ৩০১ অধ্যায়ের ১১৪ তম শ্লোক। এই অধ্যায়ে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সাংখ্যজ্ঞানের উৎকর্ষতা বর্ণন করিতেছেন; সুতরাং এই নারায়ণ শব্দ দ্বারা ভগবান্ কপিলদেবকেই বুঝাইতেছে। ভগবান্ শঙ্কর আরও বলিয়াছেন যে, সগরের পুত্রগণের দম্ভকারী কপিল ও সাংখ্যপ্রবক্তা কপিল ভিন্ন; কারণ, উহা সাধারণ বৈদিক নাম। ইহাও ভাষ্যকারের ভ্রম। যেহেতু রামায়ণ আদিপর্বে ৪০ অধ্যায়ে কপিলকে নারায়ণের অবতারই বলা হইয়াছে এবং ইহা “ঋতিসামান্য নাম”ও নহে—ইহা সাংখ্যপ্রবক্তা কপিলদেবকেই বুঝাইতেছে।†

বাদরায়ণ ব্রহ্মহৃদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে “এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ” বলিয়া যোগদর্শনেরও

\* যো যোনিঃ যোনিমধিষ্ঠিত্যেকো বিধানি রূপাণি যোনিশ্চ সর্বাঃ ।

ঋষিঃ প্রমুখঃ কপিলঃ বস্তুমগ্রে জ্ঞানৈবিত্ত্বি জায়মানঞ্চ পশ্যৎ ॥—শেত, ৫মঃ

† বা তু ঋতিঃ কপিলস্ত জ্ঞানাতিলয়ঃ প্রদর্শয়তী প্রদর্শিতা, ন তয়া ঋতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতঃ অদ্ব্যাক্তং শব্দ্যং কপিলমিতি ঋতিসামান্যমাত্রদ্বাৎ । অন্ততঃ চ কপিলস্ত সগরপুত্রাণাং প্রতপ্ত বাহুদেবনামঃ স্মরণাৎ ।

খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ, উহাতে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি ভাষের নাম ও কথা আছে। এইরূপ ঈর্ষাপূর্ণ ভাব সম্বন্ধে ব্রহ্মহুত্র নামের গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্থান প্রাপ্ত হওয়া একটু সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হয়। কারণ, দ্বিতীয় লেখক উহা লিখিলে তাঁহাকে উন্নতপ্রাণী বলিতে হয়—তাঁহার রচনায় সেরূপ ভাবের কোন নিদর্শন নাই। সুতরাং এই শ্লোকটি যে উহাতে ভ্রান্তিসন্ধি চরিতার্থের জন্য প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ থাকিতেছে না।

গীতার তৃতীয় লেখক ১৮শ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে “সাংখ্যকৃতান্ত” নামক তাঁহার কোন গ্রন্থের কথা লিখিয়াছেন। যথা,—

পঠৈকতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।

সাংখ্যো কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্বকৰ্ম্মণাম্ ॥

সকল কর্ম্মের দিক্‌কিমে পাঁচটি কারণের আবশ্যকতা হয়, ইহা আমি সাংখ্যকৃতান্ত গ্রন্থে বলিয়াছি। সেই পাঁচটি কারণ এই;—অধিষ্ঠান, কৰ্ত্তা, করণ, চেষ্টা ও দৈব। সাংখ্য অর্থে

যস্যোগং বহুধা কৃৎস্না বাহুদেবত ধীমতঃ। মহিবী মাধবৈস্তথা স এব ভগবান্ প্রভুঃ ॥২

কাপিলং রূপমাহার ধারয়তামিশং ধরাম্। তস্ত কোপায়িনা দক্ষা ভবিষ্যতি নৃপায়কঃ ॥৩

রামায়ণ, বালকণ্ড, ৪০।

বঙ্গীয় রামায়ণের পাঠ সম্ভরূপ হইলেও উভয়ের ভাবের বিভিন্নতা নাই। যথা,—

বিশ্তর্জি যো ভগৎ কৃৎস্নং বস্তোৎপত্তির্ন বিদ্বতে। তেনাথো বাহুদেবেন কপিলেনাপবাহিতঃ।

পৃথিব্যাশ্চৈব ভেদোহয়ং দৃষ্টেণেনেতি মে মতিঃ। সগরস্ত চ পুত্রাণাং বিনাশোহস্মিতভেজসাম্ ॥

এ স্থলে মাধব বাহুদেব অর্থে বিজ্ঞানারমণ, তাহার তিলাক্ষ সন্দেহ নাই।

অতন্ত সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং—শব্দর উদ্ধৃত বচন—এতদ্ব্যয়োক্তং নরদেবতত্ত্বম্। মহা, শান্তি, ৩০.১ অঃ।

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সাংখ্যের প্রণয়সার অনেক কথা বলেন, তাহার কতকগুলি বচন নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহার মতের সার এই যে, সাংখ্যই অমূল্য পরব্রহ্মের সাকার মূর্তি।

সাংখ্যো বা যন্নহাশ্রাজ্ঞা গচ্ছন্তি পরমাং পতিম্।

জ্ঞানেনানেন কোন্তেয় তুলাং জ্ঞানং ন বিদ্বতে ॥ ১০০

অত্র তে সংশয়ো মাতুং জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্।

অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১০১

অমূল্যেত্তস্ত কোন্তেয় সাংখ্যং মূর্তিরিত্তি জ্ঞতিঃ ॥ ১০৬

জ্ঞানং মহদ্বৎ হি মহৎ স্বরাজন্, বেদেনু সাংখ্যেনু তর্ধৈব বোপে।

যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে, সাংখ্যাগতং তন্নিবিলং মরেন্ন ॥ ১০৮

যচ্চেতিহাদেনু মহৎহ দৃষ্টং, যচ্চাৰ্শ্শাশ্রো নৃপ শিষ্টেভুতে।

জ্ঞানং হি লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ, সাংখ্যাগতং তচ্চ মহমহাজন্ ॥ ১০৯

সাংখ্যং বিশালং পরমং পুরাণং, মহার্হবং বিমলম্বদারকাস্তম্।

কৃৎস্নক সাংখ্যং নৃপতে মহাজ্ঞা, নারায়ণো ধারয়তেহপ্রমেরম্ ॥ ১১৪

এতদ্ব্যয়োক্তং নরদেব তত্ত্বং নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্।

স সৰ্বকালে চ করোতি সৰ্গং সংহারকালে চ তদন্তি ভুগঃ ॥ ১১৫

সব্যাক্ জ্ঞান । কৃতান্ত অর্থে সিদ্ধান্ত বা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যাহা প্রমাণাক্রম হইয়া নিশ্চিত হইয়াছে । সুতরাং কৃতান্ত শব্দ সাংখ্যের বিশেষণ হইতেছে । সম্যক্ জ্ঞানের আর শ্রেষ্ঠতা হয় না ; কারণ, উহাই চরম সীমা । সুতরাং এই সাংখ্যকৃতান্ত দ্বারা কপিলপ্রচারিত সকলজনবিদিত সাংখ্যশাস্ত্র বুঝাইতেছে না—ইহা যে কোন বিভিন্ন গ্রন্থ, তাহা বোধ হইতেছে । অপিচ সাংখ্যকারিকার কোন স্থলেই উপরিউক্ত পঞ্চ কারণের কথা নাই, তবে ব্রহ্মসূত্রে এগুলির কথা আছে । সুতরাং সাংখ্যকৃতান্ত অর্থে যে ব্রহ্মসূত্র, তাহা জানা যাইতেছে । পাছে কেহ অভিনবদ্বি শীত্র ধরিয়া ফেলে, এই কারণে ব্রহ্মসূত্রের নাম অত্র লেখকের রচনার মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছে । সুতরাং স্থির হইল, গীতার তৃতীয় লেখকের নাম বাদরায়ণ । অতএব ইনি যে মহাকূটকারী, তাহা প্রকাশিত হইতেছে—ইনি আপনাকে ব্যাসদেব বলিয়া প্রচারিত করিয়া তাঁহার পবিত্র গ্রন্থ কলঙ্কিত ও প্রাতঃস্মরণীয় ঋষির নামে কালিমা লেপিত করিয়াছেন । সূত্রের বিষয়, ইনি ভগবান্ ব্যাসদেবের পবিত্র গ্রন্থের তাৎপর্য্য কোন ব্যত্যয় করিতে পারেন নাই । তাহার দুইটি কারণ আছে ;—প্রথম স্মৃতি উপনিষৎগ্রন্থ ; ইহা রচনার মাদুরীতে ও বিষয়ের ক্রমিক সন্নিবেশে সকল প্রাচীন উপনিষদের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, ঋষিগণ ইহা কর্তৃত্ব করিয়া রাখিতেন এবং শিষ্যপরম্পরায় অবিকৃতভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ইহার বিপর্য্যয় করা দুঃসাহসিকের কার্য্য । দ্বিতীয় ইহা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ ; তাহার অঙ্গহানি করিতে মহাপাপগুরু মনে আশঙ্কা হয়, অপিচ ইহাতে কোন গ্রন্থের নামও নাই ।

দ্বিতীয় লেখকের রচনার গ্রন্থের নামের আভাস আছে । তাই বাদরায়ণ তাহাতে ব্রহ্মসূত্র নামের যোগাঙ্গিলন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন । পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, আমি (ঈশ্বর) সকলের হৃদয়ে বিরাজমান । আমি হইতে লোকে স্থিতি, জ্ঞান ও অজ্ঞানতা লাভ করে । সকল বেদেরই আমি জাতব্য বিষয় । আমি বেদজ্ঞ ও বেদান্ত-কার । বলা,—

সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ

মন্তঃ স্থতিজ্ঞানমপোহনং চ ।

বেদৈশ্চ সটেকৈরহমেব বেভে

বেদান্তকৃৎবেদবিদেব চাহম্ ॥

এই সহজ অর্থ ভগবান্ ব্যাসদেব ও নারায়ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণ সৰ্ব্বদে প্রবুক্ত হইতে পারে, কিন্তু লেখকের সৰ্ব্বদে ইহার প্রয়োগই জিজ্ঞাস্ত বিষয় । এই অধ্যায়ে অনেক নূতন কথা আছে ; যেমন উর্দ্ধমূল অধঃশাখ অথবা । ইহা যে ব্রহ্ম, আত্মা বা শরীরের ষট্চক্রমূলক বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই । প্রাচীন মুনিগণের মধ্যে এই জটিল অর্থবোধক কথাগুলি যোগী যাজ্ঞবল্ক্যই লিখিয়া গিয়াছেন । তিনি সূর্য্যের প্রদাদে গুরুবল্লভর্ষেদ, শতপথব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রাপ্ত হন, ইহা মহাত্মারত শাস্ত্রিপুর্বে ৩৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে । এগুলিতেও অনেক নূতন কথা আছে । বৃহদারণ্যকের অনেক তাৎপর্য্য সহিত গীতার দ্বিতীয়

স্তরের রচনার মিল দৃষ্ট হয়। ইহাতে বোধ হয়, দ্বিতীয় স্তরের লেখক এই বাজবল্য। তাহা স্তম্ভীকার করিলে শ্লোকস্থ সকল সমস্তার পূরণ হইয়া যায়। বেদান্ত অর্থে উপনিষৎ। বাজ-বল্য বৃহদারণ্যক উপনিষৎ লেখেন। তিনি বেদবিৎও বটে; কারণ, তিনি গুরুগুরুর্বেদ রচনা করেন। তিনি স্মৃতিকারও বটে; কারণ, তন্মামনুক্ত স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র মিথিলা ও উত্তর-পশ্চিমে আজও ধর্মনিয়ামকরূপে বর্তমান রহিয়াছে। ইনি উচ্চতরপ্রকৃতির মূনি ছিলেন—

স্বীয় মাতুল বৈশম্পায়নপ্রমুখ চারি ব্যাস-শিষ্যকে জনক-সত্যার অপমানিত করেন এবং যজ্ঞের অর্দ্ধ দক্ষিণা স্ব বলে আহরণ করেন। তাহাতেই তাঁহারা জনককে পরিত্যাগ করিয়া জনমেজয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার ঔদ্ধত্য ভাব তাঁহার সকল রচনার অনবিস্তার সংক্রামিত হইয়াছে।

বাজবল্যের শতপথব্রাহ্মণের একটি বচনদ্বারা জানা যায় যে, তাঁহার সমসময়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদয়কালে বাসস্তিক বিশ্ববান সংঘটিত হইত; সূতরাং গণনার দ্বারা জানা যায় যে, খৃষ্টাব্দের প্রায় ২৩৫০ বৎসর পূর্বে বাজবল্য প্রাদুর্ভূত হন।\*

নাগার্জুন নামে অটনেক বৌদ্ধ নৃপতির কথা বৌদ্ধ ইতিহাসে স্মৃত হওয়া যায়। ইনি হীনযানসম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের নেতা ও মাধ্যমিক মতের প্রবর্তক ছিলেন। ইনি ঋষি-প্রণীত সূত্র-সংহিতার প্রতिसংস্কার করেন। চরক-সংহিতাতেও ইহার কোন পারিষদের হস্ত-কোশল আছে। এইরূপে তাঁহার সমসময়ে ও তাঁহার পরবর্তী কালে আমাদের বাবতার শাস্ত্রগ্রন্থের অনবিস্তার প্রতিসংস্কার সম্পাদিত হয়। মহাভারতেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কোন ঐতিহাসিক বলেন, নাগার্জুন বুদ্ধনির্কীর্ণের ১৫০ বৎসর পরে, আবার কেহ বলেন, বুদ্ধনির্কীর্ণের ৪০০ কি ৪৫০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। বুদ্ধদেব খৃষ্টাব্দপূর্বের ৫৪৩ বৎসরে নির্কীর্ণ প্রাপ্ত হন। তাহা হইলে এক গণনার নাগার্জুন খৃষ্টাব্দপূর্ব ৩৯০ বৎসরে ও দ্বিতীয় গণনামতে খৃষ্টাব্দপূর্ব ১৪৩ কি ১৩৩ বৎসরে প্রাদুর্ভূত হন। বাহা হউক, তাঁহার সময় হইতে ধর্মগ্রন্থে প্রক্ষেপ ও লবনব বিধানগণ আধ্যাত্মগ্রন্থের প্রণেত্বরূপে উদ্ভূত হইতে লাগিলেন। ইহার ফলেই বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন। ব্যাস নামে অটনেক লেখক পতঞ্জলির যোগদর্শনের ভাষ্য রচনা করেন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে ইনি ভগবান্ ব্যাসদেব। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। ইনি সম্ভবতঃ বাদরায়ণ-ব্যাস হইতে পারেন। তট্টোৎপল-

\* একং যে জীশি চত্বারি বা অন্তানি নক্ষত্রানি। অথৈতা এব ভূমিষ্ঠা বৎ কৃত্তিকাঃ। তদুমানমেব এতদুপৈতি ভস্মাৎ কৃত্তিকাবাদ্যত। এতাহ বৈ প্রাটো দিশো ন চ্যবন্তে সর্কশিহৈ বৈ অন্তানি নক্ষত্রানি প্রাটো বিশম্ভবন্তে। তৎপ্রাচ্যামত এতদ্বিত্তিহিতৌ ভবতঃ ভস্মাৎ কৃত্তিকাবাদ্যত।—অন্ত নক্ষত্রগুলিতে এক, দুই, তিন, চারি নক্ষত্র আছে, কিন্তু কৃত্তিকার অনেকগুলি নক্ষত্র আছে। অতএব কৃত্তিকাতেই অগ্নির আধান করিবে, যেহেতু উহাতে ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা কখন পূর্বদিক হইতে বিচলিত হইবে না, অন্ত নক্ষত্রগুলি পূর্বদিক হইতে বিচলিত হয়। সূতরাং কৃত্তিকাতেই অগ্নি আধান করিবে, কারণ, বহুমানের ইহাতে দুইটি দিক মল হইবে। এ ঘটনটী বর্গীয় শব্দর বালকক দীক্ষিত প্রথম প্রচার করেন।

বৃহজ্জাতক টীকার জটিল কলিতজ্যোতিষকার বাদরায়ণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাভারত তীর্থপর্যায়ের পারিষাদ পর্ব্বতের নিকট সরস্বতীতীরে বদরী আশ্রম বলিয়া একটি স্থানের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই স্থানের অধিবাসিগণ আপনাকে বাদরী ও বাদরায়ণ বলিতেন। ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের হিমাগমস্থ প্রধ্যাতনামা বদরিকাশ্রম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থান। সূক্ষ্মতে পারিষাদের বৈরূপ প্রশংসা আছে, তাহাতে সম্ভবতঃ উহাই নাগার্জুনের নিবাস ও রাজধানী ছিল। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, এই বাদরায়ণ নাগার্জুনকে পৃষ্ঠপোষক পাইয়া নানাক্রম বিভূতিতে সংস্কৃত-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন !!!

মহাভারতের বিশেষ বিশেষ স্থলের সময় নিরূপণ করিবার পূর্বে হিন্দু জ্যোতিষের মাস, তিথি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করি এবং হিন্দু জ্যোতিষের স্বরূপ সম্বন্ধে স্থূল ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে আমার বক্তব্যটি সরল ও সহজবোধ্য হইবে। মাস অর্থে লোকে ৩০ দিন পরিমিত সময় বুঝিয়া থাকে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ চন্দ্রদেবের ৩০টি তিথি অথবা চন্দ্রের পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমান্তর কাল। জগতে দুই কালপরিমাপক জ্যোতিষ বর্তমান—প্রথম সূর্য্যদেব, দ্বিতীয় চন্দ্রদেব। ভাবুক মাঝেই ইহাদের নিয়মিত গতি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন। তাই তাঁহারা বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহাদের সাহায্যে অনন্ত কালকে সীমাবদ্ধ করিয়া স্বকার্য্যে আনিবার চেষ্টা করেন। আমাদের পূজাপাদ ঋষিগণ বড় ভাবুক ছিলেন—তাঁহারা প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ঈশ্বর ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপাসনা করিতেন। তাই তাঁহারাও বহু প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্যদেব ও চন্দ্রদেবের সহায়তায় কাল পরিমাপ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র দ্বারা ক্ষুদ্র সময়—তিথি, দিন ও মাস পরিমিত হইত এবং সূর্য্য দ্বারা ঋতু, অয়ন, বিষুব, বৎসর আদি বৃহৎ কাল নিরূপিত হইত। রাজ্যে গগনপট নিরীক্ষণ করিলে অনেক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। সেগুলির মধ্যে চন্দ্রদেব যে-গুলিতে অতি রাজ্যে বিরাজিত দৃষ্ট হইতেন, তাঁহারা ই আমাদের ঋষিগণের নক্ষত্রচক্ররূপে অভিহিত হইয়া থাকে। তুম্বাক্ষরঃ গগন দর্শন করিয়া ঋষিগণ অবগত হইয়াছিলেন যে, চন্দ্রদেবের কোন নির্দিষ্ট নক্ষত্রে উদিত হইয়া পুনঃ তাহাতেই উদিত হইতে প্রায় ২৮ দিন লাগিত অর্থাৎ তাঁহাকে প্রায় ২৮টি নক্ষত্র অতিক্রম করিতে হইত। এইরূপে চন্দ্রদেব প্রায় ২৭১০ দিনে নক্ষত্রচক্র পরিক্রমণ করিয়া আসিতেন। এই কারণে আমাদের প্রাচীন নক্ষত্রচক্রে আটশটি নক্ষত্রের নাম লিখিত আছে।\*

কেবল চন্দ্রের নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে অবস্থিতির দ্বারা কাল পরিমাপের সুক্ষ্মরূপে সহায়তা হইবে না, এই কারণে চন্দ্রের গতি সূর্য্যের দ্বারা নিয়মিত হইল। মা ও মাস দুই

চিহ্নাণি সাবাং দিবি রোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনজীবানি ।

অষ্টাবিংশঃ যমতিনিজ্জন্মাম্যে অহাদি দীর্ঘিঃ সপর্ধ্যাদি নাকং ॥ অথর্ব্ববেদ, ১৯ অধ্যায় ।

শকেরই অর্থ চন্দ্র, সুতরাং তিনি যখন গগনে অদৃষ্ট থাকিতেন, সেই সময়ের নাম অমা প্রদত্ত হইল। কিন্তু বর্ধন তিনি পূর্ণ আকার ধারণ করিয়া গগনে উদিত হইতেন, তখন তাহাকে লোকে পূর্ণিমা বা পূর্ণমাস বলিত। সুতরাং মাস অর্থে যে পূর্বকালে পূর্ণিমা তিথিটি বুঝাইত, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্বকালে চান্দ্র মাস অর্থে পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমাস্তর পর্য্যন্ত কাল বুঝাইত। কারণ, আমাবস্তাকে অর্দ্ধমাসও বলা হইয়া থাকে। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময়ে প্রায় ৩০ সৌর দিন হয়, তাই চন্দ্রদেবের ৩০ দিন ব্যাপী সময় কালক্রমে মাস অর্থবোধক হইয়া দাঁড়াইল। ঋষিগণ দেখিলেন যে, চন্দ্র সংক্রমণের প্রায় দুই তিন নক্ষত্র পরে পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইত। এইরূপে তাঁহারা চন্দ্রের দ্বাদশ মাস প্রাপ্ত হন। কিন্তু চন্দ্রের দ্বাদশ মাসের সহিত সৌর দ্বাদশ মাসের ঐক্য হইত না—চান্দ্র মাস প্রায় দ্বাদশ দিবস নূন হইত। এই কারণে প্রাচীন ঋষিগণ চান্দ্র ও সৌর মাসের পরস্পরে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্ত বৎসরান্তে দ্বাদশ দিবস সংযুক্ত করিয়া দিতেন। এই দ্বাদশ দিবসকে পূর্ণ্যাহ বলা হইত, যেহেতু এই সময়ে একাষ্টকা নামে যজ্ঞোৎসব পড়িত, ইহা সপ্তমসরের পত্নী বলিয়া পূজিত হইত। এই সময়েই পর বৎসরের জন্ত দীক্ষা গ্রহণ ও সোম ক্রয় করা হইত।\*

ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ চান্দ্র ও সৌর উভয় মাসই ব্যবহৃত করিতেন। পিতৃযজ্ঞ চান্দ্র মাস অনুসারে সম্পন্ন হইত এবং দেবযজ্ঞ সৌর মাস অনুসারে অনুষ্ঠিত হইত। আবার বাহাতে ঋতুটি স্পষ্ট হয় এবং নক্ষত্রও চন্দ্রের সহিত সযৎসুত হয়, তজ্জন্ত পূর্ণিমা ও আমাবস্যার ব্যবহারও সৌর মাসের সহিত করা হইত। যেমন ক্ষত্বনীপূর্ণ মাসে দীক্ষা গ্রহণ কর, চিত্রাপূর্ণ মাসে দীক্ষা গ্রহণ কর। কারণ, ইহা সপ্তমসরের মুখ বা আদি।† তাঁহাদের প্রাচীন মাসের নাম ঋতুর ধর্ম্মানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে মনে একটা বিতর্ক হয় যে, ঋষিগণ পুরাকালে চান্দ্র মাস ব্যবহার করিতেন কি না।‡ কারণ, যে যে স্থলে তাঁহারা পূর্ণিমার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে চান্দ্র মাস না বুঝাইয়া নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিই বুঝাইত। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার orion গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তৈত্তিরীয় সংহিতাদির রচনা-সময়ে বসন্তকালে মধু মাসের প্রারম্ভ হইতে বৎসর গণনা করা হইত। তাহার পূর্বেও যে সেই প্রথা বলবতী ছিল, তাহা দীক্ষাগ্রহণরূপ উপরি উক্ত বচন দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল বিষয় ধীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া বেশ জানা বাইতেছে যে, সুনি-ঋষিগণের প্রাচীন মাস ক্রম-প্রতিপদে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা তিথিতে শেষ হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতা রচনার সময় পর্য্যন্ত এই প্রথাই অব্যাহত থাকে। তার পর পরাশরের ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ

\* সংবৎসরায় দীক্ষিষ্যমানা একাষ্টকারাঃ দীক্ষেরন্ এষা বৈ সংবৎসরস্য পত্নীবদেকাষ্টকা ... তৈত্তিরীয় সংহিতা।

† ক্ষত্বনীপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্ চিত্রাপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্ মুখরা এতৎ সপ্তমসরস্য যৎ ক্ষত্বনীপূর্ণমাস চিত্রাপূর্ণমাস ... তৈত্তিরীয় সংহিতা।

‡ মধু মাধব চৈত্র বৈশাখ, শুচি শুক্ল জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, মতঃ মতস্য আষাঢ় তাদ্র, ইব উর্জ আষিন কার্তিক, সহ সহ্যঃ অগ্রহারণ পৌষ, ভগ ভগ্য মাঘ কাশ্বর।



রচনাসময়ে ঋতুর সহিত তিথির সামঞ্জস্য রক্ষার্থে চান্দ্র মাসটি আমাৎস্যাস্ত করিতে হয়। ইহা অপরিবর্তিত ভাবেই রহিয়া গিয়াছে। কারণ, ভারতে এখন সায়ন গণনা নাই—নিরয়ন গণনাই বরাহের সময় হইতে প্রচলিত।

যদি পূর্ণিমাস্ত ভাবই মাসের প্রাচীন স্বরূপ বলিয়া নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে চান্দ্র ও সৌর মাসের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হওয়া বাইতেছে। প্রাচীন ঋষিগণও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অথর্ববেদে আটশটি নক্ষত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচনার সময়ে ইহা নূন করিয়া সপ্তবিংশ করা হয়। অর্থাৎ অভিজিৎকে নক্ষত্রমধ্য হইতে নিষ্কাশিত করা হয়। ইহার দ্বারা নক্ষত্রচক্রকে সমান ২৭ অংশে বিভক্ত করিবার সুবিধাও হইয়াছিল। এই সময় নক্ষত্রগুলি হইতে মাসের নামকরণের প্রথা প্রচলিত হয় এবং উহা চান্দ্র সৌর উভয় মাসবোধক অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন সৌর মাসের ও ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই এইরূপ গণনার প্রচলন হইয়াছিল। ইহাতেই মধু মাধবাদি প্রাচীন মাস চৈত্র বৈশাখাদি নূতন মাসের বোধকস্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়া যায়। তাহার পূর্বে সম্ভবতঃ একরূপ কোন বাধাবাধি নিয়ম ছিল না। সুতরাং বেশ বোধ হইতেছে যে, ঋষিগণ গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং ঋতুর সহিত ঐক্য রাখিয়া এইরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ করিবার একটি সুবিধা এই হইয়াছিল যে, পূর্ণিমার সময় চন্দ্রের অবস্থিতি দ্বারা সূর্য্যের ঋতু সম্বন্ধীয় অবস্থানও অবগত হওয়া বাইত। যথা—ফল্গুনী পূর্ণমাসে উত্তরায়ণ হইলে চন্দ্র যে তৎকালে ফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা জানা বাইতেছে; সুতরাং তাহার ১৮০ অংশ অন্তরে সূর্য্য অবস্থিত অর্থাৎ সূর্য্য রাশিচক্রের ৩২০ অংশে অথবা শতভিষা নক্ষত্রের অন্তে অবস্থিতি করিলে তৎকালে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইবে। ইহাতে ৯০ অংশ যোগ করিলে সূর্য্যের বাসস্তিক অবস্থিতিও অবগত হওয়া বাইবে। সুতরাং এক চন্দ্রের ফল্গুনী পূর্ণমাসে উত্তরায়ণ দ্বারা ঋতুর সকল অবস্থিতি নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া বাইতেছে। উক্ত সময়ে সূর্য্যদেবের বাসস্তিক বিষুবান যে ৫০ অংশ বা রোহিণী নক্ষত্রে হইত, তাহা স্থূলভাবে জানা বাইতেছে এবং দক্ষিণায়ন যে ফল্গুনী নক্ষত্রেই হইত, তাহাও অবগত হওয়া বাইতেছে। এইরূপে মঘা ও চিত্রা পূর্ণমাসে উত্তরায়ণ হইলে সূর্য্যদেবের মঘা ও চিত্রা নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে যে দক্ষিণায়ন হইবে, তাহা জানা বাইতেছে; সুতরাং তাঁহার উত্তরায়ণ ক্রমান্বয়ে ধনিষ্ঠার শেষে ও রেবতীর শেষে হইবে, ইহাও বুঝা বাইতেছে এবং বাসস্তিক বিষুবান ক্রমান্বয়ে কৃত্তিকার শেষে ও পুনর্বসু নক্ষত্রে হইবে।

( ক্রমশঃ )

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

## শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

### ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—স্থল না হইবে, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমলনের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উদ্ভাষণের অপচয়, কলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৮ ছই টাকা মাত্র।

### ২। কৰ্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধৰ্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধৰ্ম্ম-প্রযুক্তি—আচার—ধৰ্ম্মের প্রমাণ—ধৰ্ম্মের অহুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধৰ্ম্মের জয়—বজ্র। মূল্য ১০ পাঁচ নিকা মাত্র।

### ৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্মহোলৎজ—আচার্য্য মক্ষমুল্লর—উমেশচন্দ্র বট্টা—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১৬০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—শ্রীঅনুভূতচন্দ্র ঘোষ

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির বৃষ্টি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি; প্রলয়। মূল্য ১৮ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)

টাকা ও পরিমিষ্ট সমেত। সাধারণের পক্ষে—৩৮, সদস্য পক্ষে—২১০, মূল্যের বিশেষ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত দ্রষ্টব্য।

প্রকাশক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

### ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণাধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্তৃক সম্বলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১১০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## তিনটি আবশ্যকীয় কথা।



প্রথম।—আমাদের কেশরঞ্জন তৈল অগ্নকে অতুলনীয়। একবার “কেশরঞ্জন” মাখিরা মন করিলে বোধ হইবে, মাথার কে যেন পারি-জাতের স্বাস সিক্ত করিয়া, অগ্নি-সত্ত্বারে দিক্ সমূহকে আকুল করিতেছে! প্রত্যহ ইহা ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা থাকে—মস্তিষ্ক কার্যক্ষম হয়, মাথাঘোরা, মাথাধরা প্রভৃতি যেন মস্তবলে চলিয়া যায়।

দ্বিতীয়।—বঙ্গরমণীর অঙ্গরাগের সহস্র উপকরণ থাকিলেও অগ্নিকির জন্ত, কেশবর্দ্ধক শক্তির জন্ত, কেশ কুঞ্চিত ও ঘন কৃষ্ণ করিবার জন্ত আর দ্বিতীয় উপকরণ নাই। এই জন্ত বঙ্গীয়-মহিলাকুল “কেশরঞ্জনকে” স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বঙ্গীয় যুবতীগণ, কোনও সমাজে

নিমন্ত্রণে বাইতে হইলে,—বাড়ীতে কোন কাজকর্ম হইলে “কেশরঞ্জন” না মাখিলে তৃপ্ত হন না। তৃতীয়।—বাহারী বিজালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্র, বাহারী জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, অধ্যাপক, উকীল, ব্যারিষ্টার—তাহারা বিনা বিচারে “কেশরঞ্জন” পক্ষপাতী। কেন না—তাহারা ক্রমাগত পরীক্ষার বুঝিরাছেন—মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, চিন্তাশীলতা পরিপূর্ণ করিতে—গভীর মস্তিষ্ক চালনা—ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে সতেজ ও কর্মক্ষম রাখিতে আমাদের “কেশরঞ্জন” অধিতীয়।

ছোট এক শিশি কেশরঞ্জনের মূল্য ১ এক টাকা, মাণ্ডলাদি ১/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা, মাণ্ডলাদি ২/০ এগার আনা। ডজন ২০ টাকা, মাণ্ডলাদি সত্তর।

## অশ্বগন্ধার অশেষ গুণ।

অশ্বগন্ধার গুণ।—শাস্ত্রে অশ্বগন্ধার বৈদ্য গুণ বর্ণিত আছে, তাহাতে এই সকল রোগে তদ্ব্যতিত ঔষধ ব্যবহারে যে অধিক ফল পাওয়া যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। নানা দিক্ দেখিরা, আমরা নূতন রাসায়নিক উপায়ে শাস্ত্রসম্মত প্রণালীতে দেশীয় অশ্বগন্ধা হইতে প্রভূত কল্যাণকর অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়াছি। বাহাদের শরীর প্রভূত পীড়ার ক্ষীণ; বাহারী গুরুমেহ, গুরুভারল্যা, অগ্নিমান্দ্য, রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শিরোবুর্ন, চুটীক্ষীণতা, শ্রবণশক্তির হ্রাসতা এবং শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য ইত্যাদি পীড়ার ভুগিতেছেন, তাহার আমাদের প্রস্তুত “অশ্বগন্ধারিষ্ট” হইতে প্রভূত উপকার পাইবেন।

সময় ও উপায় থাকিতে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেন শরীরকে রোগের কেন্দ্রভূমি করিয়া রাখেন? আমাদের অশ্বগন্ধারিষ্ট আপনাকে আশাতীত ফল প্রদান করিবে।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং ১/০ সাত আনা।

## বিনামূল্যে ব্যবস্থা

সকলের রোগিগণের অবস্থা অর্ধ আনার টিকিট সহ আত্মপূর্কিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

ড্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কাবরাজের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮১ ও ১৮২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

“—অক্ষয় হউক—”

কবির দাক্ষিণ্যরঞ্জন-প্রণীত  
বঙ্গগৌরব

কচি কথার  
ভোরের  
উৎসব  
‘আমাল-  
বই’

শিশুরাজ্যের  
উষার কিরণ  
৮ খানি সুন্দর ছবি সহ  
।



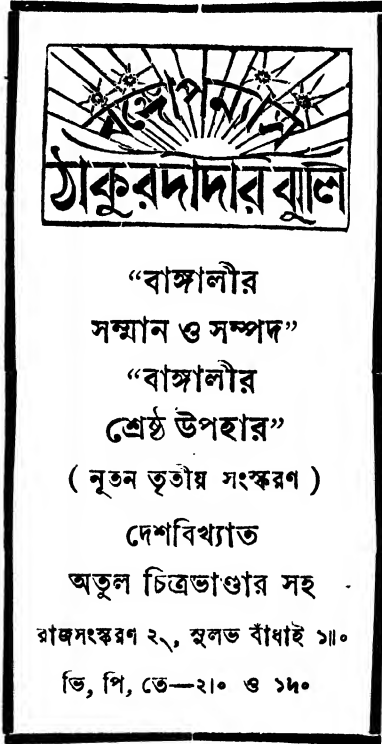
[ প্রকাশিত  
হইতেছে ]

“পৃথিবীর  
দেশ-বিদেশের  
কথা”

“ইতিহাসের  
গল্প”

‘রাগায়ণ’

\*\*\*



“বাঙ্গালীর  
সম্মান ও সম্পদ”

“বাঙ্গালীর  
শ্রেষ্ঠ উপহার”  
( নূতন তৃতীয় সংস্করণ )

দেশবিখ্যাত  
অতুল চিত্রভাণ্ডার সহ  
রাজসংস্করণ ২১, মূল্য বাঁধাই ১।।  
ভি, পি, তে—২।০ ও ১৮০

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাট্টা, এম. এ.

কিশোর-পাঠ্য  
সোণার  
রাজ্য  
‘সোণার  
শৈশব’

অমৃতমাধা  
নূতন বই  
বিস্তার সুন্দর ছবি সহ  
।।



[ প্রকাশিত  
হইতেছে ]

“ইতিহাস-কথা”  
“আর্য্য-বালক”  
“সরল পুরাণ”

“সরল  
রাজস্থান”  
‘ভারতবর্ষ’

\*\*\*



৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা ।

—অভ্যন্তরীণ প্রাপ্তিস্থান—আমাদের স্পেশিয়াল এক্সেসের নিকট—

মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ।  
শ্রীমন্তোষ-লাইব্রেরী—৫০।১ নং কলেজ স্ট্রীট, ইন্ডেন্টস-লাইব্রেরী—৬৭ নং কলেজ স্ট্রীট,  
মেসার্স চক্রবর্তী চাটার্জী এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ।  
মি এমিউজমেন্ট লাইব্রেরী এণ্ড পাবলিশিং হাউস —১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ।

এতদ্বিধে—সমগ্র বাঙ্গালীর অন্যান্য সকল পুস্তকালয়

অস্থান

বা

## “অস্থগন্ধা-এলিকসার”

এই ঔষধ প্রাচীন ঋষিগণের বহু প্রশংসিত ; অস্থগন্ধা রসায়নের উপাদানসমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণাণাতে প্রস্তুত। ইহা সুস্বাদু, অত্যন্ত তেজস্কর, বলবৃদ্ধিকর ও স্ফূর্তিকর, সর্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারিরিক দৌর্বল্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্ককাজনিত ক্ষীণতা, মস্তকঘূর্ণন, কার্যে অমনোযোগিতা ও সর্বপ্রকার মানসিক বিকারে ইহা সেবনে আশ্চর্য্য ফল দর্শে।

মূল্য—প্রতি বোতল ১১০ দেড় টাকা।

## “চিরেতার এসেন্স”

চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক। ইহা সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত হইতে পারে। কুইনাইন সেবনের পর কিছু দিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান করিলে কুইনাইনজনিত দোষ-সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহসা ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ত্রণ ও কৃমি জন্মাইতে পারে না, চক্ষু ও হস্ত-পদাদির জ্বালা, গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শাস্তি হয়।

মূল্য—৪ আউন্স শিশি ১ টাকা।

## “এলিকসার পেপেয়িন্”

ঘাঁহাদের পেপ্সিন্ ওয়াইন্ সেবনে আপত্তি আছে ও যে সকল দুর্বল রোগীর সহজে পরিপাক হয় না, তাঁহাদের জন্য পেপে ফলের নির্যাস হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। অল্প, অজীর্ণ, পেটকাঁপা ও অজীর্ণজনিত বুক কনকনানি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলদায়ক। অল্পবয়স্ক বালক ও দুর্বল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা।

**রেন্ডেল কেমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড  
কলিকাতা**

দেশীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষ ।

## ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর সাবান



মূল্য স্থলভ,

গুণে,

সৌরভে

ও

স্বায়িত্বে

অতুলনীয়

— — —

অটো কহিমুর ১ বাস্ক (৩ খানা)	...	১১০
বকুল	" "	১০০
জেসমিন (যু'ই)	" "	১০০
খস	" "	১০০
গোলাপ	" "	১০০

## ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরী,

গোয়াবাগান, কলিকাতা ।

টেলিগ্রাম :—“কোস্তভ”, কলিকাতা ।

## যকুৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobiitch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.**

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—“Doctor Batliwalla Dadar.”

## সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী

১। কবি হেমচন্দ্র (সচিত্র)—বঙ্গের সাহিত্যে দেবকী-শ্রীমন্ত-অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয়কৃত কবির হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আশ্রয়ে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, মূল্য ৯০ দশ আনা।

২। মহিলা-ব্রতকথা—মহিলাগণের ব্রত-সম্বন্ধীয় অপূর্ণ পুস্তক। মূল্য সাধারণ পক্ষে ১০, সদস্য পক্ষে ১০।

৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—অধ্যাপক শ্রীমন্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় প্রণীত। মূল্য সাধারণ পক্ষে ১০, সদস্য পক্ষে ১০।

৪। সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)—স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ ব্যাস সংগৃহীত। ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রালোচনা ও নানা প্রদোশক ভাষার প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান সংগ্রহ, আকার বৃহৎ, ডিমাই ৪ পেজি, ৭০৩ পৃষ্ঠার ১ম খণ্ডের মূল্য ১৫, ২য় খণ্ড ১০, ৩য় খণ্ড ৫ টাকা।

৫। ভাষাতত্ত্ব (১ম খণ্ড)—শ্রীমন্ত ত্রিনাথ সেন মহাশয় কর্তৃক প্রণীত। ভাষা-তত্ত্ববিষয়ক অনেক জটিল সমস্যা এই গ্রন্থে বিশেষ নিপুণতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

নিম্নলিখিত গ্রন্থ পুজার পূর্বে বাহির হইবে।

১। ধর্মপূজাবিধান—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীমন্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীমন্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্ববিষয়ক পক্ষে বিশেষ অরোজনীয়। প্রাচীন বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য। মূল্য—সদস্যপক্ষে ১০, সাধাসভার সদস্যপক্ষে ১০, সাধারণপক্ষে ৫।

২। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীমন্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। বাহারী কবিকল্প চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্তান্ত ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজনক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হইলেও অতি প্রাঞ্জল ও মধুর। ভাষাতত্ত্ববিষয়ক জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৫০, সাধা-সভার সদস্য পক্ষে ৫০, সাধারণ পক্ষে ১৫।

৩। গঙ্গা-মঙ্গল—বিজ্ঞ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যভৌতিক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষার অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে ছই একখানি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীমন্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মন্ত অতীব বিদ্রুিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। অমূল্যবিশেষ ভাষাতত্ত্বজ্ঞের জানিবার ও শিখিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধা-সভার সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৫।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩/১নং অপারি-সকুলার-রোড, কলিকাতা।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( বার্ষিক )

ত্রয়োদশ ভাগ - তৃতীয় সংখ্যা

— ০ —

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি

( এককের সভাসভের সভ্য পত্রিকাধ্যক্ষ দ্বারী নহেন )

## মুচী

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। মহাত্মার জন্মের সময়	কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী	১৬১
২। ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম বৃত্তিত		
বাঙ্গালা পুস্তক	শ্রীহরীশচন্দ্রকুমার দে এম এ, বি এল	১৭৯
৩। কৃষ্ণার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও		
বাঙ্গালা উচ্চারণত	শ্রীহরীশচন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ	১৯৭
৪। প্রসঙ্গেক্ট পাহাড়ের তৃত্ব	শ্রীহরীশচন্দ্র দ্বাশগুপ্ত এম এ	২১৯
৫। ভাগলী-গুপ্তন আরা	ডাঃ আব্দুল গফ্ফর সিদ্দিকী	২২৩
৬। প্রতাপাদিত্যের গৃহসেবতা	শ্রীঅম্বিনীকুমার সেন	২২৯

## কলিকাতা

২৪০১ আগার সাকুল্যের রোড, বদীর-সাহিত্য-পরিষৎ দপ্তর হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৩

Printed by—R. C. Mitra at the 'Visvakosha Press',  
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

প্রাকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩/৬ ডিম টাকা।

[ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ বার আনা।

মুদ্রণে ৩/৬ ডিম টাকা হয় আনা।



হাজার বছরের পুরাণ

বাঙ্গালা ভাষায়

# বৌদ্ধ-গান ও দোহা

ইহাতে (১) চর্য্যচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাল্পপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাঁকার্ণব এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মন্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা (এবং অবিলম্বে প্রকাশিতব্য চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। আদর্শ চারিখানি পুথিই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩, শাখা-মভার সদস্তপক্ষে—২৥, পরিষদের সদস্তপক্ষে—২।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

২৪৩১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

## মহাভারতের সময়

( ২৩শ ভাগ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর )

আর্য্যগণ সকল বিষয়ে স্বীয় মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। অস্ত্র দেশের কাল-পরিমাপ স্বর্ঘ্য চক্ষের একটিকে অবলম্বন করিয়া সাধিত হইত—তাই কোন স্থলে নিরবচ্ছিন্ন চাক্স বৎসরই প্রচলিত আছে, আর কোন স্থলে কেবল সৌর বৎসরই ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। সৌর বৎসর স্বর্ঘ্যের দ্বাদশ রাশি সংক্রমণ দ্বারা গণিত হয়—এইরূপ গণনা প্রাচীন মিশর, বাবীলন ও রোমদেশে হইত এবং অধুনা ইউরোপের সর্বত্রই প্রচলিত। চক্ষের দ্বাদশ উদয়ে যে বৎসর, তাহাই চাক্স বৎসর—ইহা সম্ভবতঃ প্রাচীন ইহুদী জাতিগণ ব্যবহৃত করিত; অধুনা ইহা মুসলমান-জগতে প্রচলিত। চীনগণ আর্য্যগণের স্থায়ী দুইরূপ গণনাই ব্যবহার করেন—তবে তাঁহাদের বৎসর সৌর। প্রাচীন আর্য্যগণের গণনা চক্ষ, স্বর্ঘ্য ও নক্ষত্রের সহায়তায় সাধিত হইত। বাসস্তিক বিশ্ববানে স্বর্ঘ্যের নক্ষত্রাবস্থান দ্বারা তাঁহাদের বৎসর আরম্ভ হইত এবং সেই নক্ষত্রে স্বর্ঘ্যের অবস্থিতি ধরিয়া পঞ্জিকা গণিত হইত। এইরূপ বৎসরকে সৌর নাক্ষত্র বৎসর বলে (sidereal)। প্রাচীন সময়ে অয়নের পূর্বে অগ্রসর প্রযুক্ত-ঋতুর সহিত নক্ষত্রের ব্যত্যয় ঘটিলে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন বলিয়া কথিত হইত, কিন্তু পঞ্জিকার শৈশববশতঃ নক্ষত্রের কোন সংশোধন করা হইত না। ইহার নিদর্শন বেদে আছে। যেমন অয়ন পরিবর্তিত হইয়া মৃগশিরা হইতে রোহিণী অভিমুখে সরিলে প্রাচীন ঋষিগণ তাহা প্রজাপতির স্বীয় ছাঁহতার প্রতি কামভাবে ধাবন ব্যাপাররূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহিষাস্তোত্রে ইহারই প্রতিধ্বনি আছে।\* এইরূপে অয়নের পূর্বে অগ্রসরণ দ্বারা স্বর্ঘ্যদেব বিশ্ববৎ সময়ে রোহিণীকে পরিভ্রমণ করিয়া কৃত্তিকায় উদিত হইতে লাগিলেন। ইহার স্পষ্টভাবে উল্লেখ তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে এবং স্পষ্টতরভাবে শতপথব্রাহ্মণে আছে। তারপর বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনা সময়ে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইল এবং পঞ্চ বৎসর পরিমিত যুগের জ্যোতিক নির্দেশ স্থিরীকৃত হইল। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে উত্তরায়ণ ধনিষ্ঠায় ও দক্ষিণায়ন অশ্লেষায় আরম্ভের কথা লিখিত আছে। তখন ক্রমান্বয়ে মাঘ ও শ্রাবণ মাস প্রবৃত্ত হইত। আবার ইহাও লিখিত আছে যে, যুগপঞ্চের প্রথম যুগের আরম্ভ মাঘ শুক্লপক্ষে ও শেষ পৌষ কৃষ্ণ-

---

প্রজানাথঃ নাথঃ প্রসভমভিঃ স্বাঃ ছাঁহিতঃ

গন্তঃ রোহিত্যঃ রিরময়িষ্যস্য বপুঃ।

ঋতুশ্রাবণাঃ দিবমপি সপত্রাকৃতময়ঃ

ত্রয়স্বঃ তেহ্যাপি ত্যজতি ন যুগব্যাহরতসঃ ॥

পক্ষে সম্পন্ন হইত ।\* সূর্য্যদেবের বিষুবে অবস্থিতি কোন্ নক্ষত্রে হইত, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও যে তাহা কৃত্তিকার প্রথম পাদে ও ভরণীর শেষ পাদে হইত, তাহার সন্দেহ নাই । কারণ, নক্ষত্রের দেবতা উল্লেখকালে তাদিতে অগ্নির উল্লেখ হইয়াছে—অগ্নিই কৃত্তিকা নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সেই দিন অগ্নিস্থাপন করিয়া সজ্জের আরম্ভ হইত । তারপর বরাহের ও আৰ্য্যভট্টের সময় সূর্য্যদেবের মেঘের আদি অথবা অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থিতিকালে বাসন্তিক বিষুবান আরম্ভ হইত । এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, আৰ্য্যগণ যজ্ঞের সূচাকল্পে অম্বুষ্ঠানের নিমিত্ত নক্ষত্রের ঋতু সহকীর্য্যধারাবাহিক গণনা রাখিয়া গিয়াছেন ।

মাস ও ঋতু সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য জানাইয়া এক্ষণে মহাভারত-লিখিত ভীষ্মদেবের যুত্মসময় হইতে সেই অংশের প্রণয়নকাল নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছি । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠার দিন ব্যাপিয়া চলিয়াছিল । ইহাতে ভীষ্মদেব দশ দিন যুদ্ধ করেন । তিনি যুদ্ধের পর উত্তরায়ণ প্রতীকার শরশয্যায় পড়িয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট সেই অবসরে ধর্ম্ম ও মোক্ষতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া লন—ইহাই মহাভারত শাস্তিপর্বে ভগবান্ ব্যাসদেব বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন । যুধিষ্ঠির ক্রমাগত পঞ্চাশ দিন তাঁহার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । শেষ দিবসে যুধিষ্ঠির গমন করিলে তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠির, তুমি সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত হইয়াছ । ভগবান্ সূর্য্যদেবও পরিবর্তিত হইয়াছেন । অত্র ৫৮ আটাল দিবস আমি শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছি, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন, এক শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । অত্র মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষ অষ্টমী তিথি বলিয়া বোধ হইতেছে । সম্ভবতঃ মাসের তিন ভাগ শেষ হইয়াছে ।† ঋতুর এইরূপ নির্দেশ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মাঘ অমাবস্যায় তখন দক্ষিণায়ন শেষ ও উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত । অর্থাৎ সূর্য্যদেব রাশিচক্রের ঐ প্রান্তসীমায় বিরাজিত ছিলেন । মঘা পূর্ণিমা উহার ১৫ দিবস পরে হইতেছে । নক্ষত্রচক্রে মঘার ব্যাপ্তিস্থান সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মতে ১৩৩ অংশ ২০ কলা, সূত্ররং স্থলতঃ জানা যাইতেছে যে, রাশিচক্রের ৮ ( ১৩৩°—২০° ) †

প্রপত্তেতে শ্রবিষ্ঠাদৌ সূর্য্যচন্দ্রসাব্দদক্ ।

মাপার্ক্যে দক্ষিণার্কস্ত মাঘজ্যৈষ্ঠয়োঃ সদা ।

মাঘশুক্লপ্রবৃত্তস্ত পৌষকৃষ্ণমাপিনঃ ।

যুগন্ত পঞ্চবর্ষস্য কালজ্ঞানং প্রচক্ষতে ॥

দ্বিষ্টা প্রাপ্তোহসি কোন্তেয় সহামাত্য যুধিষ্ঠিরঃ ।

পরিবৃত্তো হি ভগবান্ সহপ্রাপ্তোঃ দিবাকরঃ ॥২৬

অষ্টপঞ্চাশতং রাজিঃ শয়নস্যাপ্ত মে পতা ।

শরেহু নিশিতাগ্রেহু যথা বর্ষতঃ তথা ॥২৭

মাবোহয়ং সমমুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্য যুধিষ্ঠির ।

ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোহয়ং শুক্লো তবিতুমহর্তি ॥—অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৭ অধ্যায় ।

১৮০°) ৩১৩°—২০° কালর উত্তরায়ণ সংঘটিত হইত। ইহা নিরংশ সময়ের প্রায় ৪৩°—২০° পশ্চাদ্ভর্তী সময়। শকাব্দ ২০৬ বৎসরে ও খৃষ্টাব্দ ২৮৪ বৎসরে অয়নাংশ শূন্য ছিল অর্থাৎ তখন সকল ঋতুই বর্তমান নির্দিষ্ট রাশির প্রারম্ভে হইত। ভীষ্মদেবের মৃত্যুর যে নির্দেশ পাওয়া গেল, তখন হইতে ঋতুর পরিবর্তন হইতে হইতে নিরংশ সময়ে অয়নাংশ ৪৩°—২০° অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরাজি সূক্ষ্ম গণনামতে অয়নাংশ (precession of equinox) প্রতি বৎসর ৫০.১" বিকলা করিয়া পূর্বে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ৭১.৮৫ বৎসরে অয়নাংশ ১° অংশ অগ্রসর হয়। সুতরাং ৪৩°—২০° অগ্রসর হইতে অয়নের ৩১১৩ বৎসর অতিবাহিত হয়। ইহা শকাব্দপূর্ব ২৯০৭ বৎসর ও খৃষ্টাব্দপূর্ব ২৮২৯ বৎসর। ইহা বর্তমান কলির প্রায় ৩০০ বৎসর পরবর্তী সময়।

জ্যোতিষীর মধ্যে বরাহ-মিহির তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও মহাভারতস্থ এই ঋতুর নির্দেশ অবলম্বন করিয়া বৃহৎসংহিতায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসময়জ্ঞাপক আখ্যাটি লিপিবদ্ধ করিয়া যান।\* তিনি সূর্য্য-সিদ্ধান্তে অয়ন-গতি ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ ধরিয়াছেন। তাঁহার সময়ে তিনি লিখিয়াছেন, রাশির প্রারম্ভেই ঋতুর পরিবর্তন ঘটিত। আখ্যাভট্টও তাই লিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে ৪২১ শকাব্দকে নিরংশ সময় ধরা যাইতে পারে। বরাহ উপরিউক্ত ৪৩°—২০°কে ৪৪° অংশ ও ৬৬ বৎসর ৮ মাসকে ৬৮ বৎসর ধরিয়াছেন। এই দুইটা গুণ করিলে ২৯৪৮ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা হইতে ৪২১ বাদ দিলে শকপূর্ব ২৫২৬ বৎসরই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসময়-কালস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পাছে শুদ্ধ কথায় ইহা কেহ গ্রহণ করে কি না, সেই জন্ত মুনিগণের প্রতি নক্ষত্রে শত বৎসর অবস্থিতিরূপ গর্গ মুনির মতের সহিত তাহা সংযোজিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গর্গ মুনি লিখিয়াছেন,—মুনিগণ কলির প্রারম্ভে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। পক্ষান্তরে কাশ্যপ মুনি বলেন,—সেই সময়ে তাঁহারী শ্রবণা নক্ষত্রে ছিলেন। এই সকল বিষয় ভট্টোৎপল বৃহৎসংহিতায় টীকায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।†

ভীষ্মদেবের মৃত্যুনির্দেশক প্রোক্তের শেষ চরণে “জিতাগশেষ” পদটি দ্ব্যর্থ প্রকাশ করি-

\* আসন্ন মঘাহ মসুরা শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতে।

বড় বিষ্ণুপদ্যবিমুক্তঃ শককালম্বুজ রাজ্যান্তঃ।—১৩শ অধ্যায়, ৩

† এই উভয় মুনিই অমশূন্য। তাঁহাদের উভয়ের মত গুণম পর্য্যবেক্ষণের ফলের উপর স্থাপিত। গর্গ উদয় ধরিয়া এবং কাশ্যপ মুনিগণের অর্দ্ধরাত্র সময়ের অবস্থিতি ধরিয়া গণনা করিয়াছেন। সুতরাং উভয়েরই মত সত্য। মুনিগণ বিচলিত হন না। তাঁহারী বর্তমান সময়ও মঘা শ্রবণা লক্ষ্যে প্রাচীন নির্দেশের অনুসরণই অবস্থান করিতেছেন। গর্গ কাশ্যপ কাল পরিমাপের হবিধার জন্ত মুনিগণের প্রতি নক্ষত্রে শত শত বৎসর অবস্থিতি করনা করিয়া যান। ইহার দ্বারা উভয়ের প্রাচুর্য্য-কালও একরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহারী কলির ২৭০০ ও ৩১০০ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে প্রাপ্ত হইত হন। Dr. Kern গর্গের সময় খৃষ্টাব্দপূর্ব ৪৪ বৎসর লিখিয়াছেন।

তেছে।—(১) যে মাসের তিন ভাগ অবশিষ্ট রহিয়াছে, (২) যে মাসের তিন ভাগ গত হইয়াছে। মহাভারতের তিন স্থলের বর্ণন অবলম্বন করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচার করিলে প্রথম অর্ধটিকে ঠিক বলিতে হয়। আবার মহাভারতের অত্র এক স্থল, রামায়ণের ঋতুজ্ঞাপক স্থল, মনুসংহিতার উপকর্ষবিধির স্থল এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থের স্পষ্ট উক্তি ধরিয়া বিচার করিলে শেষ অর্ধটিকে যথার্থ বলিতে হয়।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অজ্ঞাতবাস অবসানের পর দুর্যোধন বিরাটের গোধন হরণের কল্পনা করেন। কল্পনামাত্রেই সৈন্ত সজ্জিত হইল। ভীম বিরাটপতির সহায়তা করিতে তাঁহার পূর্বশত্রু জিগর্তের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। নগরে কেবল বিরাটপুত্র উত্তর ছিলেন। তিনি জীর্ণের নিকট বাহ্যাক্ষাট করিয়া সারথির অভাবে কিংকর্তব্য-বিস্মৃত হইয়া বাসিয়া ছিলেন, দ্রোণদ্বী রাজমহিষীকে বলিলে, বৃহন্নলা অর্জুন তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিয়া গোহরণ নিবারণকল্পে গমন করিলেন। নৃত্য-গীতকুশলা মুক্তবেণী বৃহন্নলা উত্তরকে শমীবৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাকে বৃক্ষস্থ শবাকারে লম্বিত শরাশনগুলি নামাইতে বলিলেন। তাহা কৃত হইলে, তিনি কোরব-সেনার সন্মুখীন হইলেন। উত্তর বিশাল বাহিনী দেখিয়া ভয়ে পলায়নপন্ন হইলে, অর্জুন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তাঁহার অগ্রাশিষায় ধারণ করিয়া রথের নিকট আনয়ন করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া কোরবমুখ্য ভীষ্ম, দ্রোণ জীবেশধারীকে অর্জুন বলিয়া অবধারণ করিয়া ফেলিলেন। তখন কুটিলপ্রকৃতি দুর্যোধনের বড় আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন যে, পাণ্ডবগণের একজনও যখন অজ্ঞাত-কালের মধ্যে দেখা দিয়াছেন, তখন তাঁহাদের সত্যপালনার্থ পুনঃ বনবাসে যাইতে হইবে। তখন ভীষ্মদেব কালচক্রের বিষয় বিস্তারিতরূপে জ্ঞাপন করিয়া দুর্যোধনের ভ্রম দূর করিয়া দিয়া বলিলেন,—যাঁহাদের নারক ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তাঁহারা কখন অসত্য ব্যবহার করিতে পারেন না ও করিবেন না। সময়ের অতিরেক ও জ্যোতিষের ব্যতিক্রম প্রযুক্ত প্রতি ৫ বৎসরে দুই মাসের আধিক্য হওয়ায় ১৩ বৎসরে ৫ মাস ১২ দিনের আধিক্য হইয়াছে, সুতরাং ত্রয়োদশবর্ষীয় অজ্ঞাতবাস কাটিয়া গিয়া উক্ত সময় উপচিহ্নিত হইতেছে।\* এ স্থানের

এবং কালবিভাগেন কালচক্রং প্রবর্ততে ।২

তেষাং কালান্তরে কৈশ জ্যোতিষাৎ ব্যতিক্রমাৎ ।

পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপটীয়তে ।৩

এবামপ্যধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ বাদশ কপাঃ ।

ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ।৪

সর্ব্বং যথাবৎ চরিতং যদ্যদেতিঃ প্রতিশ্রুতম্ ।

এবমেতদ্ব্যবং জ্ঞাত্বা ততো বীতব্য়হরাগতঃ ।৫

সর্ব্বৈ চৈব মহাজ্ঞানঃ সর্ব্বৈ ধর্ম্মার্থকোবিদাঃ ।

যেযাং যুধিষ্ঠিরো রাজা কস্মাদ্ব্যধর্ম্মেহপরাধঃ ॥৬—বিরাট, ৫২ অধ্যায় ।

লিখন দৃষ্টে এইমাত্র জানা বাইতেছে যে, তাৎকালিক দৈনন্দিন গণনার চান্দ্র মাস ব্যবহৃত হইত এবং পঞ্চ বর্ষান্তে দুই মাস বৃদ্ধি করিয়া ঋতুর বা সৌর বৎসরের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা হইত। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষেও এই পঞ্চবার্ষিক গণনা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা মাসের সহিত তিথির যে কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানা বাইতেছে না, কিন্তু বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে প্রকাশিত রহিয়াছে যে, এই পঞ্চবর্ষপরিমিত যুগের প্রথম বৎসরে চন্দ্র, সূর্য্য দক্ষিণায়নের শেষে বাসব তিথি বা আমাবস্যা় ও বাসব নক্ষত্র\* বা ধনিষ্ঠায় অবস্থিতি করিতেন, সূতরাং তখন উত্তরায়ণ মাঘ শুক্ল প্রতিপদে আরম্ভ হইত। তাহা হইলে জানা বাইতেছে যে, বিরটপর্ব্বীয় এই বচনটি অন্ততঃ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সমসমন্বয়ের রচনা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবার্ধে পঞ্চ গ্রাম ভিক্ষা করিতে যখন হস্তিনাপুরে গমন করেন, তখন কৌমুদ মাসের রেবতী নক্ষত্রে শরতের শেষ হইয়া হেমন্তের আরম্ভ হইয়াছিল, এইরূপ লিখিত আছে।† তিনি বিহুরের গৃহে থাকিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন। উভয়ের নানাবিধ ধর্ম্মকথায় পুণ্যরাত্রি যাপন হইল। উক্ত রাত্রে চন্দ্রদেব শিবা নক্ষত্রে ছিলেন।‡ টীকাকার কৌমুদ অর্থে কাস্তিক মাস লিখিয়াছেন। শিবা শব্দের কোন অর্থ দেন নাই, তবে বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদকগণ তাহার অর্থ “আর্দ্রা”নক্ষত্র করিয়াছেন। তারপর ভগবান্ পাণ্ডবার্ধে পঞ্চগ্রাম প্রাপ্তিবিশয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে কর্ণকে সপ্তম দিবসে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিলেন, যেহেতু সে দিবস আমাবস্যা। পড়িবে—উহা শক্রদৈবত্যা তিথি, সূতরাং উহা যুদ্ধের পক্ষে বড় প্রশস্ত কাল। তিনি হেমন্ত ঋতুরও বিশেষভাবে যুদ্ধের পক্ষে উপযোগিতা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সকল কথা বলিবার পূর্বে ভগবান্ কর্ণের প্রতি সামদানভেদ-নীতির পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার চুর্য্যোধন-শ্রীতি ক্ষুণ্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া, জলদগন্তীয়স্বরে ভবিষ্যৎ দণ্ডপ্রয়োগের কথা বিবৃত করিয়া তাহার ভীষণতার চিত্র কর্ণের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভগবান্ বলিলেনঃ—যখন কৃষ্ণসারথি অর্জুনকে ঐশ্র্য অস্ত্র ধারণ করিতে ও আমাদের উভয়কে অগ্নি-বায়ু তুলা পরম্পরের সহায়করূপে দেখিবে এবং বজ্র-নির্ঘোষের ভায় গাণ্ডীবের শব্দ শ্রবণ করিবে,

যরাক্ষেতে সোমাকৌ বলা সাকং সবাগবৌ।

তাং তদাদিযুগং মাঘঃ তপঃ শুক্লোহয়নং হৃদক্‌ ।

কৌমুদে মাসি রেবত্যাং শরদস্তে হিমাগমে ।

শ্রীভগবান্‌ যুগে কালে কল্যাঃ সম্বতঃ বরঃ ।—উত্তরাংশ পর্ব্ব, ১৩ অঃ ৭।

শিবানন্দসম্পন্ন সা ব্যতীরার শর্ব্বরী ।—উৎপর্ব্ব, ৯৪ অঃ ১।

যদা ত্র্যমসি সংগ্রামে যেতাং কৃষ্ণসারথিঃ।

ঐশ্রমস্তং বিকূর্ণায়ুভৌ চৈবান্নিমাক্তৌ।৬

গাণ্ডীবস্ত চ নির্ঘোষং বিকুর্জিতমিবাশনৈঃ।

ন তদা ভবিতা ত্রোতা ন কৃতং যাপরং ন চ।৭

যদা ত্র্যমসি সংগ্রামে কৃতীপুত্রং যুধিষ্ঠিরং।

জগৎসামসামুজং ধ্বং রক্তন্তং মহাচয়ং।৮

তখনই বুঝিতে পারিবে যে, একরূপ যুদ্ধ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কোন যুগেই সংঘটিত হয় নাই। যখন অপরোক্ষপরায়ণ যুদ্ধিষ্ঠিরকে স্বীয় সেনার রক্ষা ও তেজোবান্ সূর্য্যের জ্ঞান পরসেনাকে উত্তম করিতে দেখিবে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে, এমন যুদ্ধ কোন কালেই ঘটে নাই। যখন ভীমসেনকে হুঃশাসনের রুধির পান করিয়া রণাঙ্গনে নৃত্য করিতে দেখিবে, তখনই যুদ্ধের ভীষণতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। যখন দেখিবে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, জয়দ্রথ—সকলের আক্রমণ একা অর্জুন প্রতিরুদ্ধ করিতেছেন, তখনই বুঝিবে যে, যুদ্ধ কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। যখন দেখিবে যে, ঘন শত্রুবারিষণেও নকুল সহদেব বলশালী হস্তীর জ্ঞান শত্রুসেনা বিক্ষোভিত করিতেছেন, তখনই যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। বাহা হউক, এ স্থান হইতে গিয়া দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপকে বল, ইহা হেমন্তকাল, বড় উত্তম মাস, পৃথিবী শস্য-ইন্ধনে পূর্ণা, বনফলে পূর্ণ, মক্ষিকার উপদ্রব নাই এবং জল শীতল, নির্মল ও সুস্বাদু হইয়াছে। অস্ত্র হইতে ৭ম দিবসে আমাবস্যা পড়িতেছে। সেই দিনে যুদ্ধ হইলে

আদিত্যমিব দুর্দ্ধবঃ তপন্তঃ শত্রুবাহিনীঃ ।

ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥৯

যদা ত্রক্ষসি সংগ্রামে ভীমসেনং মহাবলং ।

হুঃশাসনস্ত রুধিরং পীড়া নৃত্যন্তমাহবে ॥১০

প্রভিরমিব মাতঙ্গঃ প্রতিধিরব্যাতিভং ।

ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥১১

যদা ত্রক্ষসি সংগ্রামে দ্রোণং শান্তনবং কৃপং ।

সুযোধনঞ্চ রাজানং সৈন্ধবঞ্চ জয়দ্রথং ॥১২

যুদ্ধারামততন্তুর্ণং বারিতাঃ সবাসাচিনা ।

ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥১৩

যদা ত্রক্ষসি সংগ্রামে মাদ্রীগৌ মহাবলৌ ।

বাহিনীঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রানিঃ কোভয়ন্তৌ গজাবিবি ॥১৪

বিগাড়ে শত্রুসম্পাতে পরবীররথাক্রজৌ ।

ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥১৫

ত্রয়াঃ কর্ণ ইতো গজা দ্রোণঃ শান্তনবঃ কৃপঃ ।

সৌম্যোহয়ং বর্ত্ততে মানঃ সুপ্রাপববসেন্ধনঃ ॥১৬

সর্বোবধিবদক্ষীতকলবানল্পমক্ষিকঃ ।

নিঙ্কলঃ সসবৎ তোরো নাত্যাকশিরিঃ স্থথঃ ॥১৭

সপ্তমার্জিব দিবসাদামাবস্তা ভবিষ্যতি ।

সংগ্রামে যজ্যতাং ভাসাং তামিহঃ শত্রুদেবতাং ॥১৮

তথা রাজৌ বনেঃ সর্বান্ যুদ্ধায় সমুপাগতান্ ।

যযৌ মনীষিতং তটৈব সর্বং সম্পাদয়াম্যহং ॥১৯

রাজানৌ রাজপুত্রাশ্চ হুৰ্যোধনবশাশুপাঃ ।

প্রাপ্য শত্রেণ মিধনং প্রাপ্যান্তি গতিমুত্তমাং ॥২০

ভাল হয়। কারণ, উহাকে ইন্দ্রদেবত তিথি বলে—উহা যুদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত। তারপর রাজগণকেও বল যে, তাঁহারা যাহা অভীষিত করিয়াছেন, আমি তাহা সকলই সম্পাদন করিব। তাঁহারা হুঁয়োধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হইবেন।

ভগবান্ যখন আমাবস্তায় যুদ্ধের কথা বলিয়াছেন, তখন যে যুদ্ধ ঐ তিথিতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অপিচ উহার সমর্থন ভীষ্মদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে কথিত বচনেও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ভীষ্মদেব যুদ্ধটিরকে তাঁহার ৫৮ দিবস শরত্রে শয়নের কথা বলেন। ইহার সহিত তাঁহার দশ দিবস যুদ্ধের কথা যোগ করিলে জানা যায় যে, তিনি যুদ্ধারম্ভের ৬৮ দিবস পরে দেহত্যাগ করেন। ইহার আট দিবস বাদ দিলে দক্ষিণায়নের শেষ ও উত্তরায়ণের আদি পাওয়া যায়; সুতরাং তাহার ৬০ দিবস বা ২ মাস পূর্বে যে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতেছে। আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মাস আমাবস্তায় দক্ষিণায়নের শেষ হইয়াছিল, সুতরাং অগ্রহায়ণ আমাবস্তায় যে যুদ্ধারম্ভ হইবে, তাহার জ্ঞান নাই। অতএব ভগবানের কর্ণের প্রতি উক্তি সার্থক হইতেছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই উক্তির সহিত ঋতুর অন্ত নির্দেশের ঐক্য হয় কি না? যদি অগ্রহায়ণ আমাবস্তায় যুদ্ধারম্ভ হইল, তাহা হইলে অগ্রহায়ণের ১৫ দিবসই শরতের শেষ ১৫ দিবস হয়, সুতরাং “কৌমুদে মাসি” অর্থে কার্তিক মাস না বুঝাইয়া অগ্রহায়ণের পূর্বাংশ বুঝাইবে। মৃগশিরা অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ধরিলে তাহার পূর্বে অগ্রহায়ণ আমাবস্তা মূলা নক্ষত্রে পড়িতেছে এবং চন্দ্রের হস্তা নক্ষত্রে অবস্থিতকালে ভগবান্ কর্ণকে উপরিউক্ত কথাগুলি বলিতেছেন। ইহার সহিত ভগবানের বিহুরের সহিত আর্দ্রা নক্ষত্রে রজনী যাপন এবং শরৎশেষে রেবতীর অবস্থিতির সামঞ্জস্য হইতেছে না। ইহা হইল পূর্ণিমাস্ত মাসগণনার ফল। এখন আমাবস্তাস্ত মাস গণনা ধরা যাক। ইহা স্বীকার করিলেও ভীষ্মদেবের মৃত্যুসময়ের নির্দেশ এবং অগ্রহায়ণ আমাবস্তায় যুদ্ধারম্ভরূপ ছুইটি ঘটনার কোন ব্যত্যয় হয় না। তবে ঋতু যে ১৫ দিবস ব্যতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ হইতেছে। ইহা বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে লিখিত সময়ের অনুরূপ হয়। তখন পরাশর মুনির মতে ঋতুর অবস্থিতি নিম্নরূপ ছিল;—

ঋতু	আরম্ভ		শেষ		অয়ন
শিশির	ধনিষ্ঠার আদি	হইতে	রেবতীর অর্ধ	পর্যন্ত	উত্তরায়ণ
বসন্ত	রেবতীর শেষার্ধ	”	মৌলিনীর শেষ	”	
গ্রীষ্ম	মৃগশিরা আদি	”	অশ্লেষার অর্ধ	”	
বর্ষা	অশ্লেষার শেষার্ধ	”	হস্তার শেষ	”	দক্ষিণায়ন
শরৎ	চিঞ্জার আদি	”	জ্যেষ্ঠার অর্ধ	”	
হেমন্ত	জ্যেষ্ঠার শেষার্ধ	”	শ্রবণার শেষ	”	



এ মতে শ্রবণা নক্ষত্রের অন্তিমে দক্ষিণায়ন শেষ হইতেছে; সুতরাং তাহার ৬০ দিবস বা দুই মাস পূর্বে অগ্রহারণ আমাবস্তায় বিশাখা বা অম্বুবাধা নক্ষত্রের ভোগ হইতেছে ও বৃদ্ধারজ হইতেছে। সুতরাং কর্ণের সহিত ভগবানের কথোপকথন মধ্য বা পূর্বকল্ভনীর ভোগকালে পড়িতেছে। ইহার ৫৬ দিবস পূর্বে বিহুরের সহিত ভগবানের রাজ্যধাপন সময় আর্দ্রায় পড়িতেছে এবং ১১১১ দিবস পূর্বে রেবতীর ভোগকাল হইতেছে। সুতরাং এ গণনার দ্বারাও পরস্পরের সামঞ্জস্য হইতেছে না; যেন বোধ হইতেছে যে, ঋতু যখন ৫৬ অংশ পূর্বে অগ্রসর হইয়াছে, তখন এই রচনার একটি রচিত হয়। পরবর্তী বর্ণনার সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

মহাভারত অশ্বমেধপর্ক ৪৪ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রহ্মা তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলী ঋষিগণকে বলিতেছেন যে, নক্ষত্রের আদিতে শ্রবণা, ঋতুর আদি শিশির, অহোরাত্রির আদি দিবস, তার পর রাজি এবং মাসের আদি শুক্লপক্ষ।\* এই রচনার দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে, লেখকের সময় ঋতুর পরিবর্তন প্রযুক্ত বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের রচনা-সময় হইতে ঋতুর এক নক্ষত্র পূর্বে অগ্রসর হইয়াছিল। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের রচনা-কালেও পরাশরের সময় ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ণ হইত। নক্ষত্রের আদিতে উত্তরায়ণে আরজ হওয়া এবং শিশির ঋতু বা উত্তরায়ণের প্রারম্ভে কোন নক্ষত্রের অবস্থিতি, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। একটির দ্বারা নক্ষত্রচক্রের সপ্তবিংশ সমান ভাগ করিয়া, তাহাই প্রত্যেক নক্ষত্রের ভোগ বা ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়া, তাহার আদি ধরা হইয়াছে এবং অপরটির দ্বারা বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থিতি বুঝাইতেছে। সুতরাং ধনিষ্ঠার আদি বলিলে বিভাগীয় ধনিষ্ঠার আদি ধরিতে হইবে এবং উত্তরায়ণ বা শিশিরের আদিতে শ্রবণা বলিলে তারজরবিশিষ্ট উক্ত নক্ষত্রের অবস্থিতি বুঝিতে হইবে। সূর্যাসিদ্ধান্তের মতে ধনিষ্ঠা গণনার ত্রয়োবিংশতিতম নক্ষত্র এবং শ্রবণা দ্বাবিংশতিতম। সুতরাং ধনিষ্ঠার আদি বলিলে রাশিচক্রের  $(১৩^{\circ}-২০' \times ২২) = ২৯০$  অংশ ২০ কলার পরবর্তী স্থান বুঝিতে হইবে। আর বিভাগীয় শ্রবণার আদি বলিলে  $(১৩^{\circ}-২০' + ২১) = ২৮০$  অংশের পরবর্তী স্থান বুঝাইবে। সূর্যাসিদ্ধান্তমতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগতারা রাশিচক্রের ২৮০ অংশে অবস্থিত।† আর ধনিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, উহার যোগতারা বিভাগীয় শ্রবণার তিন চতুর্থাংশে অবস্থিত।‡ অর্থাৎ রাশিচক্রের ২৯০ অংশে ধনিষ্ঠার যোগতারা অবস্থিত। সুতরাং শ্রবণা নিজের অবস্থিতি হইতে ১৩ অংশ ২০ কলা এবং ধনিষ্ঠা ১৬ অংশ ৪০ কলা ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। অর্থাৎ শ্রবণার ব্যাপ্তিস্থান  $২৯৩^{\circ}-২০'$  পর্যন্ত এবং ধনিষ্ঠার ব্যাপ্তিস্থান  $৩০৬^{\circ}-৪০'$  পর্যন্ত।

অহঃ পূর্বঃ ততো রাজির্দ্বিঃশাঃ শুক্লাদয়ঃ স্তুতাঃ।

শ্রবণাদানি ঋকানি ঋতবঃ শিশিরাদয়ঃ।

বৈশ্বান্তে শ্রবণস্থিতিঃ। বৈশ্ব=উত্তরায়ণ।

ত্রিচতুঃপাদয়োঃ সঙ্কৌ শ্রবীষ্ঠাশ্রবণস্য তু।

পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, পশ্চাৎ গণনার দ্বারা ছই নির্দিষ্ট সময়ের পরস্পরে কোন সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারা যায় না। কারণ, একটির ৫১৬ নক্ষত্র ও অন্যটির ৮ নক্ষত্রের অন্তর থাকিয়া যায়। এই ছই প্রভেদের মধ্যম ৭ নক্ষত্র হয়। এই সাত নক্ষত্র গমন করিতে চন্দ্রের ৭ দিবস লাগিতে পারে, আবার ৭ দিবসে সূর্যের গতি প্রায় ৭ অংশ হয়। ইহা ধনিষ্ঠায় আদি ২৯৪ অংশ হইতে বাদ দিলে ২৮৭ অংশ হয়, অপিচ শ্রবণার ব্যাপ্তির মধ্যম লইলে ২৮৬-৪০' হয়। সুতরাং অখমেধীয় ঋতুনির্দেশটি নক্ষত্রের ঐ অংশ ধরিয়া যে নিরূপিত হইয়াছিল, তাহা স্কুলতঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহার দ্বারা ভগবানের কৌমুদ মাসে শরতের শেষে রেবতীর ভোগকালে হস্তিনা গমনের সামঞ্জস্য হইতে পারে। পূর্বতন রচয়িতৃগণের একটি বিশিষ্ট রীতি এই ছিল যে, তাঁহারা নিজ সময়ের ঋতু ধরিয়া পূর্ববর্তী ঘটনার বর্ণন করিতেন। পুরু-ঘটনার সহিত তাহার সামঞ্জস্য হইল কি না, সে দিকে তাঁহারা বড় আক্ৰমণ করিতেন না। ইহা যে চাতুরী, তাহা বলিতে পারি না। ইহা সরল মুনি লেখকগণের প্রকৃত ঘটনার বর্ণন মাত্র। তাঁহারা ঘটনা প্রত্যক্ষ না করিলেও তাহা স্বীয় সময়ের ঋতুর উপযোগী করিয়া প্রত্যক্ষ-দৃষ্টব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের মার্কণ্ডেয়-সমস্তায়, রামায়ণের ঋতুবর্ণনে এবং মহাসংহিতার উপাখ্যম ও পিতৃতর্পণ নির্দেশে ইহার স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ধনিষ্ঠার আদি হইতে যখন অন্নন-গতি পূর্বে অগ্রসর হইয়া ২৮৬-৪০' দাঁড়াইয়াছিল, তখন ঐ রচনা মহাভারতে সংযোজিত হইয়াছিল। Asiatic Researches এর জ্যোতিষী লেখক Davis সাহেব গণনা করিয়া স্থির করেন যে, ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ণের সংঘটন ঋতাক্ষপূর্ব ১৩৯১ বৎসরে ঘটিতে পারে।\* সুতরাং ঋতুর ৬-৪০' পূর্বে সরিতে প্রায় ৫০০ বৎসর অতিবাহিত হয়। তাহা হইলে অখমেধ পর্বের ঐ অংশ এবং উত্তোগ-

\* কোলকাতা ইহা ঋতাক্ষপূর্ব ১২৮০ বৎসর এবং বেটলা উহাই ১১৮১ বৎসর স্থির করিয়াছেন। বেটলা অনেক আবিড়তাভূ বকিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি কোলকাতার নিকট তিরকুত হইয়াছেন। এই বেটলার গণনাই বখার্শ বলিয়া খীব্রমুখ আধুনিক গ্রন্থকারগণও স্বীকার করিয়াছেন। বেদাঙ্গজ্যোতিষের নব্য ব্যাখ্যাতা বার্ষস্পত্যও ইহাই সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন এবং বেদাঙ্গজ্যোতিষের গণনা যে লগধনামা কোন বাবীলনবাসীর রচনা, তাহাও প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এ বিসদৃশ মতের যে কি তাৎপর্য, তাহা তিনিই ভাল জানেন। ইনি তিলকের Orion গ্রন্থের প্রতি স্নেহও প্রয়োগ করিয়াছেন—তাঁহার মতে বেদের তিলক-লিখিত গ্রানিতা অসম্ভব। ইহা যে ঈর্ষা-প্রণোদিত ভাব, তাহার ভুল নাই। তর্কানুরোধে লগধকে না হয় বাবীলোনীয় বলিয়াই ধরিলাম। পরাশরও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অমূল্য ঋতু নির্দেশ করিয়াছেন, আর অখর্ববেদের ১৯ কাণ্ডেও স্পষ্ট ঋতুর নির্দেশ রহিয়াছে। এগুলিকেও বাবীলোনীয় গণনা বলিতে হইবে? ভারত কোন বিষয়ে কাহারও নিকট নগ্ন নহে—এগুলি ভারতের মনীষী মুনিগণের উপজ্ঞান। ঋগগ্রন্থ করিলে ভারতের সত্যশীল ঋষিগণ তাহা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন না। স্লেচ্ছ জ্যোতিষীর প্রশংসাসূচক গর্গের বচন তাহার অলঙ্কার প্রমাণ,—

“স্লেচ্ছা হি যবনাণ্ডেবু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং হিতম্।

ঋষিবৎ তেহপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্কেদবিদ্বিজঃ।”

ভারতবর্ষের বাৎসরিকভাবে চাণক্য মুনি স্লেচ্ছগণের সত্যবাক্যকে আপত্তিক অমূল্য প্রমাণ বলিয়াছেন।

পূর্বের উপরিউক্ত অংশ খৃষ্টাব্দপূর্ব ৮২০ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে রচিত হইয়া যুল গ্রহে অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

মার্কণ্ডেয়-সমস্যাধায়ে অনেক ধর্ম সম্বন্ধীয় কথা বিবৃত হইয়াছে; অনেক উপদেশবৃত্ত আখ্যানিকা কথিত হইয়াছে; গীতার অনেক ভাব ভিন্নাকারে প্রকটিত হইয়াছে। আবার ভবিষ্যদ্বর্ণনে ভগবান্ কবির সমুল গ্রামে জন্মবিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। দেবতা পূজনের সহিত এড়কা বা ভিত্তিহু অস্থি পূজার কথাও দ্বারা বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্য্যবের ইঙ্গিতও রহিয়াছে। ইহা ছাড়া জ্যোতিষ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ছই একটি তথ্যও রহিয়াছে। নক্ষত্রচক্র হইতে অভিজিৎ কেন যে পরিত্যক্ত হইল, তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে নক্ষত্র-চক্রের আদিতে রোহিণীর গণনা হইত এবং উত্তরায়ণের আদিতে ধনিষ্ঠার অবস্থিতি ছিল— ইহা ব্রহ্মা কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছিল।\* তারপর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ জ্যোষ্ঠা রোহিণীর প্রতি দীর্ঘাষিতা হইয়া, জ্যোষ্ঠা লাভ সঙ্কল্প করিয়া তপস্কার্থে বনে গমন করিলেন; তাই তিনি নক্ষত্র-পর্য্যায় হইতে বিচ্যুতা হন।† তারপর অগ্নিদৈবত স্বল্পমাতা সপ্ত নক্ষত্রবৃত্তা কৃত্তিকা নক্ষত্রচক্রের আদি স্থান অধিকার করিলেন।‡ এই কৃত্তিকার মধ্যে অরুন্ধতী ব্যতীত ষট্ঋষিপত্নীকে অন্তর্নিবেশিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, ইহার দ্বারা এই মাত্র সার বোঝা যায় যে, লেখক যে সময়ের বর্ণন করিতেছেন, তখন বাসন্তিক বিষুবান রোহিণী হইতে সরিয়া কৃত্তিকায় এবং উত্তরায়ণ ধনিষ্ঠায় সংঘটিত হইত। অপিচ তখন নক্ষত্রচক্রের পূর্বনির্দিষ্ট অষ্টাবিংশ নক্ষত্র হইতে অভিজিৎটিকে বাদ দেওয়া হয়। কৃত্তিকার নক্ষত্রসংখ্যা সাত দেওয়া হইয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ। কারণ, উহাতে ছয়টি নক্ষত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে—কার্ত্তিকের বড়ানন, যাগ্নাতুর নামের উহাতেই সার্থকতা আছে; তাহা হইলেই ষট্ঋষিপত্নীর তাঁহাকে পোষণরূপ বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য হইতে পারে—কৃত্তিকার সপ্তশীর্ষ হইলে তাহা হয় না— সুতরাং সপ্ত স্থলে ষট্ ক হওয়াই সম্ভব।§

সমস্তার প্রারম্ভে যুধিষ্ঠিরের কাম্যক-বনে অবস্থানের কথা বিবৃত হইয়াছে। তখন বর্ষাকাল কাটিয়া গিয়া শরৎকাল আরম্ভ হইয়াছে এবং তথায় বাসকালে পাণ্ডবগণ শারদীয়া কার্ত্তিকী

\* ধনিষ্ঠাদিস্তদা কালো ব্রহ্মণা পরিকল্পিতঃ।

রোহিণী হভবৎ পূর্বমেবং সংখ্যা সমান্তবৎ।—২২৯অ—১০।

† অভিজিৎ স্পর্ধমানা তু রোহিণ্যাঃ কন্তসী ঘনা।

ইচ্ছন্তী জ্যোষ্ঠতাং দেবী তপস্তপং বনং গতা।

তত্র যুটোহস্মি ভজন্তে নক্ষত্রং গর্গনাচ্যুতম্।—৮৯ ঐ

‡ এবমুক্তে তু শক্রেণ ত্রিবিং কৃত্তিকা গতা।

নক্ষত্রসপ্তশীর্ষাভং ভাতি ভবহির্দৈবতম্।—১১ ঐ

§ বাইবেলে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বা Pleiades সাতটি সূর্য সূর্য তারার অন্তর্গত হইয়াছে। ইহা সাক্ষ্য দর্শনের বল, না কোন জাতির গগনদর্শনের চর্কণ, তাহা ঠিক জানি না। মার্কণ্ডেয় যদি কৃত্তিকাকে সপ্ত-নক্ষত্রবৃত্তাই বলিয়া থাকেন, বাজবল্য তাঁহার সম্ভবতঃ পূর্বের উহাকে ষট্ নক্ষত্রবৃত্তা বলিয়া গিয়াছেন এবং নক্ষত্রও যীর অঙ্গে ঐ সত্যেরই সাক্ষ্য দিতেছে।

পূর্ণিমা-রজনীর উৎসব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ স্থলে পূর্বসন্ধি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।\* ইহার অর্থ আমাবস্তা ও পূর্ণিমা দুই হইতে পারে; কিন্তু প্লোকের পরচরণে “কার্ত্তিকী” শব্দের উল্লেখ থাকায় উহা পূর্ণিমাই ধরিতে হইবে। কারণ, কার্ত্তিকী বলিলে কৃত্তিকাসুপ্ত পূর্ণমাসীই বুঝাইয়া থাকে। আবার সময়ের শেষাংশে উক্ত-রায়ণের আদিতে ধনিষ্ঠার কথাও আছে, তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। পরাশর ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষকার তাঁহাদের সমসময়ের ঋতুর স্বরূপ ঐরূপই বর্ণন করিয়াছেন। তবে উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ হইতেছে যে, তাঁহাদের দক্ষিণায়ন শেষে পৌষ আমাবস্তা পড়িত, আর মার্কণ্ডেয়ের গণনার দ্বারা তখন পৌষ-পূর্ণিমা পড়িতেছে। মহাসংহিতার লিখন-ভঙ্গী দ্বারাও বোধ হয় যে, তাহার বিধি প্রচলনসময়ে পৌষ-পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন শেষ হইত।

শ্রাবণ্যং শ্রোষ্ঠপত্তাং বাপ্যাপ্যবৃত্য যথাবিধি।

যুক্তছন্দাস্যধীয়াত মাসান্ বিপ্রোহর্দ্রপঞ্চমান্ ॥২৫

পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্যাদবহিষ্কৃতসর্জনং বিজঃ।

মাঘশুক্রস্ত বা প্রাপ্তে পূর্ণীকে প্রথমেহহনি ॥—২৬, ৪র্থ অধ্যায়।

যথাবিধি শ্রবণা-পূর্ণিমা বা ভাদ্রপদা পূর্ণিমায় উপাকর্ষ করিয়া সাড়ে চারি মাস ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করিবেন। তারপর পৌষ বা মাঘ শুক্রপক্ষ প্রাপ্তে বেদের উদ্‌ঘাপনবিধি অশুষ্টিত করিবেন। মেঘাতিথি ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, সামবেদিগণ ভাদ্রপদা এবং ঋগ্বেদী ও যজুর্বেদিগণ শ্রবণা পূর্ণিমায় বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিতেন। ভাদ্রপদা ও শ্রবণা পূর্ণিমায় উপাকর্ষ প্রাচীন প্রথা ছিল; তাহা সংহিতাকারের সময় অয়নের অগ্রসরণ প্রযুক্ত স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহার অশুষ্ঠানের নিমিত্ত ধর্ম্মবিধির বিধান করিতে হয়, নতুবা বহু প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণায়নের আরম্ভেই বেদাধ্যয়নের নিয়ম প্রচলিত ছিল। আমাবস্তা যে অর্দ্ধমাস ও পূর্ণিমা যে মাসের শেষ, তাহাও চতুর্থ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে স্পষ্টীকৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।† সুতরাং সংহিতাকারের সময় যে আষাঢ়ী বা উত্তরাষাঢ়াসুপ্ত পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত, তাহা বোধ হইতেছে।‡ রামায়ণের লিখিত ঋতুও তাহাই প্রকাশ করিতেছে।§ অতএব দেখা গেল যে, মার্কণ্ডেয়, মহাসংহিতাকার ও রামায়ণের উক্ত অংশ-লেখক—ইহঁারা তিন জনেই পরাশর ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষকারের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহারা জ্যোতিষী ছিলেন না—

\* তেজঃ পুণ্যতমী রাত্রিঃ পূর্বসন্ধৌ স শারদী।

তৈজস বসতা মাসীঃ কার্ত্তিকী জনমেজয় ॥—১৮২৯ঃ—১৬।

† অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদ্যন্তে দ্ব্যধিপোঃ সন।।

ধর্শন চার্কমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি।

‡ মাসি শ্রোষ্ঠপদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং বিবক্ষতান্।

অয়মধ্যায়সমঃ সামগানানুপস্থিতঃ। ৫৪

নিবৃত্তকর্ণায়তনো নুনং সঙ্কিতসঙ্করঃ।

আষাঢ়ীমভ্যুপপত্তো ভরতঃ কোশলাধিপঃ ॥—৫৫, কিকি, ২৮ অধ্যায়।

সুতরাং ঋতুর ব্যতিক্রম অবগত ছিলেন না ; তাই প্রাচীন রীতিই অনুসরণ করিয়া পূর্ণিমাস্ত মাসই ব্যবহৃত করিয়া আসিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে জ্যোতিষিগণ গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ঋতুর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাই আমাবস্থান্ত করিয়া যান। সুতরাং মার্কণ্ডেয়-সমস্যার এই অংশ যে খৃষ্টাব্দপূর্ব ১৩৯১ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে রচিত হয়, তাহা বোধ হইতেছে। কিন্তু ভগবান্ কঙ্কির বর্ণনযুক্ত অংশটি যে ইহার পরে সংযুক্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, সে বৃত্তান্তে এড়ুকচিহ্নবহনরূপে পৃথিবীর বর্ণন আছে। ভগবান্ বুদ্ধের নির্ঝাণের পর সম্ভবতঃ একরূপ প্রথাটি প্রচলিত হয়। ইহাতে চন্দ্র-সূর্য্য, বৃহস্পতি ও তিস্যা নক্ষত্রের এক রাশিতে অবস্থিতরূপ সত্যযুগ প্রবৃত্তির আভাসও আছে। অপিচ অনেক যুগক্ষয়লক্ষণের বর্ণনও আছে।\* এগুলি বৌদ্ধ-যুগের রচনা বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, অহি প্রোথিত করিয়া তাহার উপর ত্তূপ নির্মাণ করা তদবধি প্রচলিত হয়। অথবা ইহার দ্বারা পারদীক, ববন ও স্নেচ্ছরাজ্যগণের করতলগত ভারতের অবস্থাও বুঝাইতে পারে। তাঁহারাই তাঁহাদের শব প্রোথিত করিয়া তাহার উপর মৌধ নির্মাণ করিতেন। এই বর্ণনগুলি প্রকৃত ভবিষ্যৎ ঘটনার উল্লেখ, না সংঘটিত অতীত বিষয়ের আবৃত্তি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

শান্তিপর্বে নারদ পঞ্চরাত্র নামক অধ্যায়তত্ত্ব বিবৃত করিতেছেন। ইহাতে বাহুদেবকে পরমাত্মা, সংকর্ষণকে জীব, প্রহ্লাদকে মন ও অনিরুদ্ধকে অহঙ্কার কল্পনা করিয়া উপাসনার বিধি প্রচারিত হইয়াছে। ইহা ভাগবতগণের মত। তাঁহাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র এই যে, পশুহনন না করিয়া অন্ন-সাহায্যে যজ্ঞকার্য্য নির্বাহ করা। ইহাঁদের মতপ্রচারকের নাম উপরিচর বহু-- তিনি নারায়ণের ভক্ত। তাঁহার সভাসদের মধ্যে অনেক প্রাচীন ঋষির নাম কথিত হইয়াছে। যথা—তাণ্ড্য, মেধাতিথি, কপিণ ও তৎপুত্র শালিহোত্র, কঠ, তিত্তিরি ও তৎকনিষ্ঠ বৈশম্পায়ন, কব প্রভৃতি। একদা দেবগণ ও ঋষিগণ অন্ন-পক্ষ ও পশুহনন-পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিবাদ মীমাংসার্থে রাজসমীপে গমন করেন। রাজা উভয়ের মনস্তত্ত্বির জন্ত “ছাগেনাজেন যষ্টব্যৎ”

শরদ্ব্যপারে হেমন্তঋতুরিষ্টঃ প্রবর্ততে । ১

নিবৃত্তাকালশরনাঃ পু্যানীতাহিমাক্রণা ।

শীতবৃদ্ধতরা বামা ত্রিযামা ষাতি সাম্র্যতন্ । ১২

জ্যোৎস্না তুবারমলিনা পৌর্ণমাস্তাং ন রাজতে ।— ১৩ আরণ্য, ১৬ অধ্যায়।

এড়ুকচিহ্ন। পৃথিবী ন দেবগৃহভূমিতা । ৩৭

বদা সূর্য্যাস্ত চন্দ্রো তথা তিস্যাবৃহস্পতী ।

একরাসৌ সমেষ্যন্তি প্রপংক্ততি তদা কৃতন্ । ১০

কক্ষী বিকৃষণা নার দ্বিজঃ কালপ্রচোদিতঃ ।

উৎপৎজতে মহাবীৰ্য্যো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ । ২৩

সন্তুতঃ সম্ভলগ্রামে ব্রাহ্মণাবসথো শুভে ।

মনসা তস্ত সর্বাণি বাহনাত্মাযুধানি চ । ২৪

স ধর্ম্মবিজয়া রাজা চক্রবর্তী ভবিষ্যতি ।— ২৫, বনপর্ব্ব, ১২০ অধ্যায়।

হাগরূপী অঙ্গ দ্বারা যন্ত্র করা বিধেয় বলিলেন।\* ইহাতে ঋষিগণ সংশয়িত হইয়া আপনাদিগকে অপদস্থ মনে করিয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন; কিন্তু নারায়ণে অচলা ভক্তিপ্রযুক্ত তিনি শাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এ স্থলের লিখিত ঋষিগণ সম্ভবতঃ সমসাময়িক লোক ছিলেন। উহাতে অপর একজন কপিলমুনির নামও আছে। ইহারই পুত্র সম্ভবতঃ অশ্বচকিংসার প্রচারক শালিহোত্র—সিদ্ধ কপিল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তিনিই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রচারক। এই সময় হইতেই বোধ করি, ভাগবত মত প্রচারিত হয়। ইহাতে দশ অবতারের কথাও লিখিত হইয়াছে—তাঁহাতে হংস ও সাযত সংযোজিত ও বুদ্ধ পরিত্যক্ত হইয়াছেন। সাযত অর্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ই বুঝাইতে পারে। এ স্থলে কবির কথাও লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সংশয় হয়, তিনি অতীত—না ভবিষ্যৎ অবতার। ইহাতে বেদ-সঙ্কলনকাল জেতা যুগ দেওয়া হইয়াছে। তিষ্য আরম্ভে কবির প্রবৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। কালম্ববনের মন্ত্রী জ্যোতিষী গার্য্য ছিলেন। এই সকল বিষয় স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, ইহা পরবর্তী কালের রচনা—মহাভারতে সংযোজিত হইয়াছে। ব্রহ্মহত্রে এ মতও খণ্ডিত হওয়ার ইহার রচনা-কাল উহার রচনাকালের পূর্ববর্তী, তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা বরাবর জানিতাম, ভগবান্ ব্যাসদেবই একমাত্র বেদবিভাগকর্তা ছিলেন, কিন্তু মহাভারত শাস্তিপর্ক ৩৪৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সারস্বতকুলপ্রসূত অপাস্তুরতমাতা বেদের মন্ত্র, গান ও গল্প অংশ সজ্জিত করেন। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই কার্য্য করিয়া ভগবান্ শ্রীহরির প্রীতিবিধান করেন। পরে তিষ্য বা কলিকাল প্রাপ্ত হইলে ভগবান্ ব্যাসদেব সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ব্যাসদেবই অপাস্তুরতমাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। এগুলি অতিপ্রাকৃত কথা; সুতরাং ইহাতে কুটকারীর হস্তকোশল আছে, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। কারণ, এই অধ্যায়ের পরেই ব্রহ্মের জীবজগতে অখণ্ডরূপে বিস্তারিতাবিষয়ক ব্রহ্মহত্রে-প্রতিপাদিত মত কোশল পূরক আলোচিত হইয়াছে। কপিলাদি মহাঋষিগণ সাংখ্য ও বোগে উপসর্গ ও অপবাদ অর্থাৎ বিধি ও নিবেদন বা অমুকুল ও প্রতিকূল মুক্তির সহায়তার শাস্ত্রের সত্য প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ব্যাসদেব সংক্ষেপ ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে বাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অমুগ্রহে প্রকাশ করিতেছি। এইরূপে লেখক বৈশম্পায়নের মুখে গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদিয়া যৌর বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আখ্যায়িকাটি রুদ্র ও ব্রহ্মহত্রে। রুদ্র পিতা ব্রহ্মকে তাঁহার একবোনিদ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন—তাঁহার তিনি উত্তর দিয়াছেন। ইহা আবর্জনার পূর্ণ, উহা মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত বর্ণিত সাংখ্য-প্রশংসার সহিত মিশ খায় না। পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্ত শেষে লিখিত হইয়াছে, সাংখ্য ও বোগে বৈদ্যুত সত্য বর্ণিত, ইহাও তাহাই অমুসরণ করিয়া কথিত। সাংখ্য বোগে

\* অঙ্গ অর্থে বীজ, বাহ্যর অকুরোপাসমঞ্জি রহিত হইয়াছে। ধান, যব বা গম তিন চার বৎসর থাকিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি তিরোহিত হয়। ঋষিগণ অঙ্গ অর্থে তাই বুঝিয়াছিলেন—অঙ্গসংজ্ঞাি বীজনি হাগং নো হস্তমর্থঃ। অঙ্গের অর্থ বীজ, সুতরাং হস্তমর্থ করিও না।—শাস্তিপর্ক, ৩৪২ অধ্যায়।

এরূপ বর্ণন নাই—ইহা স্তোক ও মিথ্যা কথা। এই রচনা যে ব্রহ্মহুজ্জকারের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারই কথার পূরূপার সামঞ্জস্য নাই—তিনি ও তাঁহার সহযোগী জৈমিনি যে কত প্রকারে সত্যের আবরণে মিথ্যা প্রচার করিয়া হিন্দুদের সাংখ্যিক সনাতন ধর্মের অঙ্গ কলুষিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

ভীষ্মপর্কের প্রারম্ভে যুগকথনে লিখিত আছে যে, সত্য যুগের পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর, ত্রেতার ৩০০০ ও দ্বাপরের ২০০০ বৎসর; কিন্তু তিষ্য বা কলির কোন পরিমাণ নিরূপিত নাই। এবং গীতার লিখিত আছে যে, চারি জন মনু ও সপ্ত ঋষি হইতে বাবতীর প্রজার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু মহাসংহিতা ও মার্কণ্ডেয়-সমস্তায় যুগ-পরিমাণ ক্রমান্বয়ে ৪৮০০, ৫৬০০, ২৪০০ ও ১২০০ বৎসর প্রদত্ত হইয়াছে। মহাসংহিতায় অধিক এই লিখিত আছে যে, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে ৬ জন মনু জন্মগ্রহণ করেন; সপ্তম মনুর নাম বৈবস্বত মনু। ইহারই মন্বন্তর বর্তমান কালে প্রবহমান। আর ঋষিগণ নারদ, ভৃগু ও প্রোচেতস বোণে দশ জন। এই দুই পুস্তকের যুগ-পরিমাণ ও মনু ঋষির সংখ্যায় অনৈক্য আছে। বর্তমান মহাসংহিতার উত্তম পরিমার্জিত ভাষা এবং অনেক স্থলের বিকল্প বিধির লিখন দ্বারা স্বতঃ প্রকাশিত হয়, ইহা প্রাচীন স্মৃতিরই দ্বিতীয় সংস্করণ—ভৃগুপ্রোক্ত কথাও তাহাই দোষাতিত করিতেছে। সুতরাং ইহা মহাভারতীয় বিষয় রচনার পরম্পরিক বলিয়া বোধ হইতেছে।

মহাভারতে বৈষ্ণব ভাবে লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয়, উপরিউক্ত বৎসরগুলি সেই সেই যুগে মনুষ্যের পরমায়ু; সুতরাং ইহা বৈদিক “শত বৎসর মনুষ্য-পরমায়ু” মতের বিরোধী হয়। অতএব উহার অর্থ যুগপরিমাণ ধরাই যুক্তিসঙ্গত। তখন দ্বাপর যুগ প্রবহমান এবং তিষ্য বা পুণ্ড্র নক্ষত্রের যোগ প্রযুক্ত চতুর্থ যুগের জন্ম-কল্পনার আভাসও পাওয়া যাইতেছে। ইহার ভাব অনেকটা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনুরূপ; সুতরাং এ অংশের রচনা-কালও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালের সমান ধরা যাইতে পারে।

মহাভারত ভীষ্মপর্কে সঙ্কল-যুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, উত্তর সৈন্ত সন্ধ্যার সময় রীতিমত বিশ্রাম করিলেন; কিন্তু নীলীথে ধূসর চন্দ্র উদিত হইলে পুনঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাতে বোধ হয়, তখন কক্ষপদের অন্ততঃ বগ্নী সপ্তমী হইয়াছে। এখন কর্ণের প্রতি ভগবানের বচন

চম্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ভরতর্ষভ ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ তিষ্যং কুরুবর্ধন । ৬

চম্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং কুরুসত্তম ।

আয়ুঃসংখ্যা কৃতযুগে সংখ্যাতা রাজসত্তম । ৭

তথা ত্রিণি সহস্রাণি ত্রেতারায় মনুজাধিপ ।

যে সহস্রে দ্বাপরে তু ভূবি তিষ্ঠন্তি সাম্রাজ্যম্ । ৮

ন প্রমাণহিতির্হ্যস্তি তিষ্যেহস্মিন্ ভরতর্ষভ ।

গর্ভহান্ত ত্রিযন্তে চ তথা জাতা ত্রিযন্তি চ ।—১ ভীষ্ম, ১০ অধ্যায় ।

সহস্রমঃ সপ্ত পূর্বে চম্বারো মনবন্তথা ।

সত্যাবা নামস্যা জাতা যেষাং লোক ইমা প্রভাঃ ।—২ গীতা, ১০ অধ্যায়, ৬ ।

দ্বারা জানা বাইতেছে যে, দ্রোণের পঞ্চ দিবস যুদ্ধকালে গুরুপক্ষ ছিল, সুতরাং সমুদ্র-যুদ্ধের সময় অন্ততঃ গুরুর চতুর্দশী হওয়া উচিত ছিল—কৃষ্ণা যগী বা সপ্তমী হইবে না। সুতরাং এ রচনাসময়ে অন্নব্রতের ৭ অংশ পূর্বে অন্নব্রত হওয়ার যে এইরূপ ঋতুর ও তথির ব্যতিক্রম হইয়াছিল, তাহার কুল নাই। অতএব এ অংশটি সম্ভবতঃ অশ্বমেধ পূর্বের রচনা-কালের সমসাময়িক রচনা অথবা তাহার পরবর্তী রচনাও হইতে পারে। উদারভাবে গণনা করিলে অশ্বমেধপর্বীয় ঋতুর নির্দেশের যে সময় আমরা উপরে প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে পারে, কিন্তু বেটলীর দ্বারা অনুদার ভাবে গণনা করিলে সেই সময়ই ৫০০ বৎসর অর্ধাচীন হইয়া যায় অর্থাৎ ঐ রচনার সময় খৃষ্টাব্দপূর্ব ৫০০ বৎসর হয়।

মহাভারতে তিনটি গীতার উল্লেখ আছে। প্রথম ভগবান্ ব্যাসদেবের রচনা, দ্বিতীয় সনৎকুমারকথিত উত্তরাংশপর্বস্থ অধ্যায়তম; তৃতীয় অশ্বমেধপর্বীয় অমুগীতা। ভগবানের গীতার তিনটি স্তরের কথা বিস্তারিত ভাবে পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। এই শেষ দুইটি গীতা অমুক্ৰমণিকা অধ্যায়ের সূচীতে নাই, সুতরাং এইগুলি যে ব্যাসদেবের রচনা নহে, তাহা ঠিক। এগুলির পর্বসংগ্রহে উল্লেখ আছে। সনৎকুমার-কথিত গীতা ধৃতরাষ্ট্র শ্রবণ করিতেছেন। ইহাতে অনেক বেদবাহ্য কথার বর্ণন আছে। প্রমাদকেই মৃত্যু বলা হইয়াছে—যমরাজ মৃত্যু নহেন। মৃত্যু ব্যাঘ্র নহে যে, উহাকে ভয় করিতে হইবে। ব্রহ্ম এক, সুতরাং বেদও এক হওয়া উচিত ছিল—তার পরেই অথর্ববেদের প্রাণংসা আছে। ব্রহ্মকে বেদে লাভ করা যায় না, তাঁহাকে মানসিক চিন্তার দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা এক প্রকার শূন্য চিন্তা। সর্প মনুষ্যকে লংশন করিয়া বিবরে প্রবেশ করে। ইহা নাগজাতির প্রতি ইঙ্গিত—ইহারা যে উপাংশ-হত্যায় সিদ্ধহস্ত ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। তপস্তার প্রভাবে সূর্য্য প্রত্যহ উদয় হন এবং অঙ্গরাগণ চিরযৌবনে ভূষিত। ইহার দ্বারা বৌদ্ধগণের কণিক বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত আছে। হীনোমনীষিগণই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, আর কেহ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। ইহার দ্বারা হীনযান সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইতেছে। সুতরাং বোধ হয়, লেখকও ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত। এইরূপে দেখা বাইতেছে যে, এই গীতা কোন বৌদ্ধ কর্তৃক রচিত।

অমুগীতার আরম্ভে লিখিত আছে যে, অর্জুন নারায়ণের নিকট পুনঃ গীতার সত্য শুনিতে ইচ্ছুক হওয়ার নারায়ণ পূর্বের আংশিকরূপে তাঁহার মনস্কামনা চরিতার্থ করেন। ইহা যে পরবর্তী রচনা, তাহা উহার গানে “অমু” শব্দ দ্বারা ছাপ দিয়া চিহ্নিত রহিয়াছে। সুতরাং অমু-গীতার রচনাই ভগবদ্গীতার প্রাচীনতা প্রকাশ করিতেছে। ইহাতেই ব্রহ্মকথিত নন্দ্রের আদিত্যে শ্রবণার অবস্থিতরূপ ঋতুর নির্দেশ রহিয়াছে। ইহাতেই তাৎকালিক অনেকগুলি ধর্ম্মমতের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে ব্রহ্মের অশ্বমেধভাবে জগতে বর্তমানরূপ ব্রহ্মহ্ম-প্রতিপাদিত মীতের এবং বৌদ্ধ ও জৈনগণের ধর্ম্মমতেরও আভাস আছে। অপিচ এই সকল ধর্ম্মমত যে ব্রাহ্মণগণ বিশ্বাস ও পোষণ করিতেন, তাহাও লিখিত আছে। ইহাতে সকল ধর্ম্মের সার “অহিংসাকেই” নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কারণ, ইহাকেই মনীষিগণ শ্রেষ্ঠ নিঃশ্রেয় জানে ও



অনুবিদ্য ধর্মলক্ষণ বলেন।\* এই অংশকেই উপজীব্য স্বরূপে অবলম্বন করিয়া স্বার্থপর ধর্ম-  
বৈশিষ্ট্য সনাতন ধর্মে আবর্জনা অহুপ্রবেশিত করিতে সমর্থ হন। এই আবর্জনার ফল  
ব্রহ্মসূত্র, মীমাংসাদর্শন, ছান্দোগ্য, কেন, কোষীতকী, ঐতরেয় প্রভৃতি তথাকথিত শাস্ত্রীয়  
গ্রন্থ। এইগুলি পরস্পরে তুলনা করিয়া দেখান বাইতে পারে যে, ব্রহ্মসূত্র ও ছান্দোগ্য উপ-  
নিষৎ বাদরায়ণের রচনা; মীমাংসা দর্শন ও কেন বা তলবকারোপনিষৎ জৈমিনির রচনা এবং  
অন্তগুলি তাঁহাদেরই সহযোগীগণেরই রচনা। কিন্তু উহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া করিলাম না। এ  
সবগুলিতে বেদবাহ্য বিজাতীয় ভাবের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভগবান্ বাসদেব তিন বেদের কথাই গীতার লিখিয়াছেন;† স্মৃতরাং তাঁহার সময় বেদজ্ঞরই  
ভারতে প্রচলিত ছিল—এই কারণে “ঐয়ী” শব্দদ্বারা সাম, ঋক্ ও যজুঃ—তিন বেদই বুঝাইত।  
অথর্ববেদ পরে প্রচারিত হয়। ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের সময় অথর্বঋগিরসরূপে বিদ্যমান ছিল এবং  
তাঁহার পরে অথর্ববেদও ছন্দস্ব বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই ছন্দস্ব হইতে পারস্যীদের  
“জেন্দাবস্তা” নামক ধর্মগ্রন্থের উৎপত্তি—হুই শব্দের ধ্বনিগত সৌসাদৃশ্যই তাহা প্রকাশিত  
করিতেছে।

ভগবান্ বাসদেবের সময় সম্ভবতঃ প্রাচীন ঋতুজ্ঞাপক মাসগুলিই প্রচলিত ছিল। তিনি  
শুক্র, শুক্রি, তপ ইত্যাদি বলিয়া তাহার কোথাও কোথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গীতাতে  
বিভূতিকথনে “মাসানাং মার্গশীর্ষোহং” মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ লিখিত আছে এবং তাঁহার  
পরেই “ঋতুনাং কুসুমাকরঃ” ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত ঋতু লিখিত আছে। অন্ত প্রমাণের সহিত  
এই বিষয়ও অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক Orion গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক  
প্রাচীন বাসস্তিক বিষুব যুগশিরা বা অগ্রহায়ণী নক্ষত্রে সংঘটিত হইত। সম্ভবতঃ ব্যাসদেবের  
সময় বিষুব রোহিণী নক্ষত্রের পূর্বপাদে ঘটিত। কারণ, ইহার আভাস মার্কণ্ডেয়-সমস্যার পাওয়া  
যায়। স্মৃতরাং তিনি যে বর্তমান কলির পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

মহাভারতে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারঘটিত অনেক সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকার বর্ণন আছে।  
এগুলির সহিত রামায়ণের রচনার সাদৃশ্য আছে। ইহাতে বোধ হয়, ঐ ঐ অংশগুলির  
রচনার সময় এক।

এইবারে নিরংশ স্থানের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার  
করিতেছি। যে সময় অন্যান্য শূন্য, তাহাকেই নিরংশ স্থান বলে। রাশিচক্রের হুই

অহিংসা সর্বভূতানামেতৎ কৃত্যতমং মতম্।

এতৎ পদমহুঃসিঃ বরিতং ধর্মলক্ষণম্।

জ্ঞানং নিঃশ্রেয় ইত্যাহবুদ্ভা নিশ্চিতদর্শনঃ।—অথ, ৫০ অধ্যায়।

বেদ্যং পবিত্রমোক্ষারং ঋক্ সাম যজুরেব চ।

পিতাহমন্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। ১৭

ত্রেবিদ্যাঃ সাং সোমপাঃ পুতপাণা বজ্রৈরিষ্টা। বর্গতিঃ প্রার্থয়ন্তে।—২০, ২ম অ°।

এবং ঐয়ীধর্মমহুঃপ্রণা পতাগতং কামকামা লভন্তে।—২১

বিষুবানই এই নিরংশ স্থানের আধার। সকল দেশের গণনা সাধন গণিত-সাধিত, স্তত্রাং তাহাতে অয়নাংশের আবশ্যকতা নাই। আমাদের গণনা নক্ষত্র সম্বন্ধ-ঘটিত। সূর্য্যদেব প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট নক্ষত্রে পরে এবং বিষুবানে পূর্বে উপস্থিত হওয়ার নক্ষত্র ক্রমে পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে এবং অয়ন পূর্বে অগ্রসর হইতেছে, এই কারণে নক্ষত্র সম্বন্ধে পূর্বে অয়নের প্রভেদ ঘটিতেছে—এই প্রভেদের নামই অয়নাংশ বা precession of equinox। ইউরোপীয় মতে এই অয়নাংশ বৎসরে ৫০.১" বিকলা, সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ৫৪ বিকলা। অর্থাৎ প্রথম মতে ৭১.৮৫ বৎসরে ১ অংশ ও শেষ মতে ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ। অথবা ইউরোপীয় গণনায় ২৫৮৬৮ বৎসরে অয়নাংশ রাশিচক্রকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনঃপূর্ব্বনক্ষত্রে অবস্থিত করে। আমাদের সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে অয়নাংশ পরিধিবৎ ভ্রমণ করে না—উহা রাশিচক্রের দুই নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে ঘোড়লামান হয়। ইহা গণিতমতে অন্তর্জ, কারণ, ভাস্করাচার্য্য ও বাসনাভাষ্যে ইহার প্রতি নম্র কটাক্ষ করিয়াছেন। বাপুদেব শাস্ত্রী, বালগঙ্গাধর তিলক-প্রমুখ আধুনিক গণিতজ্ঞগণও ইহা অন্তর্জ বলেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহার উল্লেখ থাকিলেও অর্ধ্যভট্ট ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ জ্যোতিষিগণ ইহার উল্লেখ না করায় ভাস্কর বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, সূর্য্যসিদ্ধান্তে ইহা কি করিয়া আসিল? প্রাচীন জ্যোতিষীর মধ্যে বরাহমিহির যেমন জ্যোতিষের সকল জ্ঞাতব্যগুলি কালের হৃদমণীয় ও অলঙ্ঘনীয় ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়া একত্রিত ও প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন এবং অত্র অকথিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এমন কেহ করেন নাই। তাই তিনি অয়নাংশের কথাও সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় রোমক, পোলিশ সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন। স্তত্রাং তাঁহার গ্রীক জ্যোতিষিগণের অয়নগতি সম্বন্ধে কতক জ্ঞান ছিল। তাহার সন্দেহ নাই। গ্রীসীয় জ্যোতিষিগণের মধ্যে প্রথমে হিপার্কস অয়নের বিচলন প্রকাশ করেন। তিনি পূর্ব্বগজিকার ঋতু নির্দেশ ও তাঁহার নিজ সময়ের ঋতু নির্দেশের প্রভেদ দেখিয়া ইহা ৭৫ বৎসরে ১ অংশ স্থির করেন। টলেমী তাঁহার গগন পর্য্যবেক্ষণ আয়সাৎ করিয়া, তাঁহার প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া, উহা ১০০ বৎসরে ১ অংশ স্থির করিয়া যান। হিপার্কস (Hipparchus) খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৪৫ বৎসরে গগন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানিতে পারেন যে, শারদীয় বিষুবানের সময় Spica বা চিত্রা নক্ষত্র রাশিচক্রের ১৮৬ অংশে অবস্থিত ছিল অর্থাৎ চিত্রা নক্ষত্র বিষুবানের ৬ অংশ পশ্চিমে উদ্ভিত হইত। সার বিলিয়ম হার্শেল তাঁহার বৃহৎ দূরবীক্ষণের সহায়তায় ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ ১লা জানুয়ারীতে ঐ নক্ষত্রের বিষুবান হইতে ২০° অংশ ২১' কলা পূর্বে অগ্রসরণ স্থির করেন। অর্থাৎ ১৮৯৫ বৎসরে অয়নাংশ যে ২৬°-২১' পূর্বে অগ্রসর হয়, তাহা বুঝিতে পারেন। ইহারই অনুপাত ধরিয়া ইউরোপীয় অয়নগতি প্রতি বৎসরে ৫০.১" বিকলা স্থির করা হয়। এ গণনাটি সূক্ষ্ম, তাহার সন্দেহ নাই। স্তত্রাং রাশিচক্রের ১৮০ অংশে বিষুবান হইলে চিত্রার অবস্থিতিও ঐ স্থলে হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে চিত্রার অব্যবহাও তাই। তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, হিপার্কসের

( ৭১.৮৫ X ৬ ) ৪২১ বৎসর পরে অর্থাৎ ২৮৬ খৃঃ অন্নন নিরংশ ছিল। ইহা ২০৮ শকাব্দ হয়। বরাহ ঊহার অন্ননগতির ভাব মনুসংহিতা ও মার্কণ্ডেয়-সমস্তা-লিখিত যুগপরিমাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয়। চারি যুগের সমষ্টি ১২০০০ বৎসর হয় এবং আটটি যুগের সমষ্টি ২৪০০০ বৎসর হয়। এই সময়ের মধ্যে আটটি যুগ ব্যত্যয়ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কারণ, যেমন ক্ষুদ্র বৎসরের দুইটি বিষুবানে ক্রান্তির অংশ থাকে না, তদ্বৎ এই বৃহৎ যুগবৎসরের দুই বিষুবান বা মধ্যস্থলে কোন অংশ না থাকিবার কথা। এক বিষুবানে যদি সত্যযুগের আদি থাকে, তাহা হইলে অপর বিষুবানে কলির শেষ হইবে এবং পুনঃ ঐ বিষুবানে কলির আরম্ভ হইয়া অন্য বিষুবানে সত্যের শেষ হইবে। এইরূপে কালচক্র রাশিচক্রকে পরিধিবৎ ভ্রমণ করিতেছে। ইহাই হইল সত্য ও সাম্ভব ( rational ) গণনা। সুতরাং এই মতে জানা যাইতেছে যে, অন্নন ২৪০০০ বৎসরে একবার রাশিচক্রকে পরিধিবৎ ভ্রমণ করিয়া আসে। অথবা উহা ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক অংশ পূর্বে অগ্রসর হইতেছে—ইহাই সূর্যাসিদ্ধান্তলিখিত গণিত দ্বারাও জানা যায়। বরাহ সূর্যাসিদ্ধান্তে সকল বিষয়ের বর্ণনাই মৌলিকতা অনুসরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাই অন্য জ্যোতিষীর সহিত প্রভেদ রাখিবার জন্য অন্ননচক্রের দোহুল্যমান গতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা পূর্ণচক্র হয় না—চক্রের ১০৮ অংশ গাঢ় হয়। তিনি ঊহার গ্রন্থ সূর্য্যকথিত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা চাতুরী হইলেও এমন সর্বোৎকৃষ্ট জ্যোতিষ-গ্রন্থ ভারতে নাই।

যুগের পরিধিবৎ ভ্রমণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ৪২১ শকে কলিকালের শেষ ও আরম্ভ হয় এবং বর্তমান কলির আরম্ভই উহার জ্যেষ্ঠার শেষ ও দ্বাপরের আদি। মহাভারতে লিখিত আছে যে, বুদ্ধকালে দ্বাপর প্রবহমান থাকিলেও তাহার সংক্ষেপ করিয়া তিন কাল প্রচলনের জন্ম-বল্লভা মুনিসমাজে হইতেছিল। ঐ সময়েই বর্তমান কলি নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

পূর্বে Davis সাহেবের পরাশর বা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের নিরূপিত যে কাল লিখিয়া আসিয়াছি, তাহা হার্বেলের গণনা অনুসারে গণিত হয়। অন্ননের ধর্মিষ্ঠার আদি হইতে মকরের আদি ২৭০ অংশে অগ্রসর হইতে ( ২০°-২০' X ৭১.৮৫ ) ১৬৭৭ বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং অন্ননের তাদৃশ স্থিতিকাল খৃষ্টাব্দপূর্ব ( ১৬৭৭—২৮৬ ) ১৩৯১ বৎসরে হয়। কিন্তু কোলচক্র সাহেব নিজ সাধিত গণনামতে ও বেটলী দেশপ্রচলিত অন্ননাংশ ধরিয়া গণনা করিয়াছেন।

ভাস্কর-লিখিত মঞ্জুলাদির নিরূপিত অন্ননগতির পরিমাণ ভীষ্মপর্ববিবৃত যুগসমষ্টির পরিমাণ হইতে সাধিত হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, ইহার দ্বারাও অন্ননগতির পরিমাণ বৎসরে এক কলার কিছু অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

# ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক\*

( “রূপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” । )

ইংরাজ আবির্ভাবের পর কোনখানি সর্বপ্রথম ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে দীনেশ বাবুর নবপ্রকাশিত বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে ( *History of Bengali Language and Literature*, 1911, p. 848) হালহেদের ব্যাকরণের (১৭৭৮ খ্রীঃ অঃ) পূর্বে অল্প কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সম্পাদিত বিখ্যাত গ্রন্থে ‘বঙ্গসাহিত্য’ শীর্ষক গ্রন্থকে বেণ্টো-রচিত প্রলোত্তরমালা সর্বপ্রথম মুদ্রিত পুস্তক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং ইহার রচনা-কাল ১৭৬৫ খ্রীঃ অঃ, এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। আমি মাঘ, ১৩২২ সালের প্রতিভা পত্রিকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, নগেন্দ্রবাবুর অনুমান নিতান্ত অমূলক এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত তারিখও নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

বেণ্টো বা হালহেদের বহু পূর্বে কতগুলি ইউরোপীয়-লিখিত পুস্তক ও পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রিয়ারসন্ এসিয়াটিক সোসাইটির অর্জনের দুইটি গ্রন্থকে † দেখাইয়াছেন যে, ১৭৬৫ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত চেম্বারলেন ( Chamberlayne ) ও উইলকিন্স (Wilkins) সম্বলিত সিলোগ্ ( *Sylloge* ) নামক পুস্তকে তথাকথিত বাঙ্গালা ভাষার যীশুখ্রীষ্টের প্রার্থনার (Lord's Prayer) একটি অনুবাদ আছে এবং ইহাই বোধ হয়, ইউরোপীয় লেখকের সর্বপ্রথম বাঙ্গালা রচনা। এই পুস্তকে প্রায় ২০০ বিভিন্নদেশীয় ভাষায় উক্ত প্রার্থনার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং “বেঙ্গলিকা” (‘Bengalioa’) শীর্ষক কোনও ছর্ব্বোধ্য ভাষায় একটি নমুনা পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী অনুসন্ধান প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই অপরূপ অবোধ্য ভাষা বাঙ্গালা নহে, মলয়-দেশের ( Malay ) ভাষা এবং উইলকিন্স উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও বাঙ্গালা ভাষার নমুনা না পাইয়া ( তাঁহার বিশ্বাস, বাঙ্গালাভাষা লুপ্তপ্রায় ! ), বাঙ্গালা হরফে ( প্রকৃত বাঙ্গালা হরফও নয় ) মলয়ভাষার নমুনা দিয়াছেন। গ্রিয়ারসন্ তাঁহার *Linguistic Survey* ( Calcutta, 1903, Vol V. pt i p. 23 ) গ্রন্থে আর এক-খানি পুস্তকের নাম করিয়াছেন। যোহান ফ্রিডরিখ ফ্রিড্জ (Johann Friedrich Fritz) রচিত ওরিয়েন্টালিশ-উণ্ড-অক্সিডেণ্টালিশর প্রাথম্যইষ্টার ( *Orientalisch-und-Occidentalischer Sprachmeister*, Leipzig, 1748 ) নামক পুস্তকে তিনি জর্জ জ্যাকব ক্যার ( Georg Jacob Kehr ) প্রণীত ‘আউরংকজেব’ (Aurenokzeb) নামধের একখানি

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ, ৩য় দ্বাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† *Journal of the Asiatic Society, Bengal*, Vol. XLII, 1893, p. 42 ff and *Proceeding of the Society*, 1895, p. 89 ; vide also, Grierson, *Linguistic Survey*. Vol. V pt. I. p. 23.

প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উল্লেখ পাইয়াছেন। কিন্তু এই আউরংজেব-চরিত এখন একেবারে হুস্তাপ্য এবং ইতার কোনও বিবরণ বা তারিখের ঠিকানাও পাওয়া যায় না।

এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত বা লুপ্ত রচনা ছাড়িয়া দিলেও, বাঙ্গালা দেশে পর্তুগীজ আবির্ভাবের পর ইউরোপীয়-লিখিত আরও কতকগুলি গ্রন্থের অসুসন্ধান পাওয়া যায়। ১৫৩০ খ্রীঃ অঃ মধ্যে পর্তুগীজগণ এই দেশে, বালেশ্বর হইতে চট্টগ্রাম, হুগলী হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত, বহু স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং অষ্টাদশ খ্রীঃ অঃ মধ্যে পর্তুগীজ ভাষা এই দেশের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণেও ‘ফিরাদি’ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং মার্মান প্রভৃতি উনবিংশ খ্রীঃ অঃ প্রারম্ভেও পর্তুগীজ ভাষাকে এই দেশের *Lingua Franca* বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যদিও জলদহা ও বাণিজ্য-ব্যবসায়িকগণের মধ্যে আমরা কোনও সাহিত্য বা পুস্তক রচনা আশা করিতে পারি না, তথাপি পর্তুগীজ মিশনারীগণ এই প্রসঙ্গে অনেক কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ১৬৬০ খ্রীঃ অঃ বার্মিয়ে বাঙ্গালা দেশে “*Jesuits and Augustins*”দের কথা লিখিয়াছেন। (Bernier, *Travels*, Ed. Irving Brock, vol ii. p 184-5)। এই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মবাজকগণ কেরী, মার্মান প্রভৃতির বহু পূর্বে যে বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং এই ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। \* জেমস্‌হিট পাদরী মার্কস আন্টনিও সাটুচি (Marcos Antonio Satuchi S. J) ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৪ পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন— “পাদরীগণ তাঁহাদের কর্তব্যসাধনে বিরত নহেন; তাঁহারা এই দেশের ভাষা উত্তমরূপ শিখিয়াছেন; অভিধান, ব্যাকরণ, confessionary ও প্রার্থনাপুস্তক প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তৃত করিয়াছেন; ইহার পূর্বে এ সমস্ত কিছুই ছিল না।” পাদরী হঠেন আর একখানি পুস্তকানুবাদের কথা জানাইয়াছেন। † পাদরী ফ্রান্সিস ফারনান্দেজ (Francis Fernandez) সিরিপুর (Siripur) নামক বাঙ্গালার (“Bengalla”) কোনও সহর (বোধ হয়, আধুনিক ঢাকার অন্তর্গত ত্রিপুর) হইতে ১৭ই জাম্বুয়ারী ১৫৯৯ খ্রীঃ অঃ কোনও চিঠিতে লিখিয়াছেন যে, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক এবং কথোপকথনচ্ছলে একটি ক্ষুদ্র ধর্ম্মজিজ্ঞাসাগ্রন্থ (Cate-

\* সেন্ট জেম্সবার কলেজের ফারার হঠেন এই সম্বন্ধে *Journal of Asiatic Society, Bengal* (Feb. 1911); *Bengal Past and Present* Vol. IX. pt. I. প্রভৃতি পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন; তাহা দ্রষ্টব্য।

† *O Christao do Tissuary, Goa*, Vol II. 1867, p. 12. quoted by Hosten, S. J in *Bengal, Past and Present*, Vol IX. pt. I

‡ *Bengal, Past and Present*. July to Dec. 1910, p. 220, quoting *Extrait des Lettres du P. Nichola Pimenta.....Anvers, Trognese, 1601.* see also Peirre Du Jarric, *Histoire des Indes Orientales*. 1610. pt IV. chap. xxix to xxxiii. Also see *Relatio Historica de India Orientali*. Anno 1598-9. A. R. P. Nicalao Pimenta, Anno. M D C I.

chism) রচনা করিয়াছেন এবং পাদরী ডমিনিক ডি সোজা (Father Dominio De Souza) এই ছইটি পুস্তকই বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়াছেন। *Lettres Edifiantes*\* হইতে জানা যায় যে, পাদরী বার্বিয়ার (Father Barbier) একটি প্রস্তোত্তরমালা পুস্তিকা (Catechism) বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পরবর্ত্তী যুগের কেন্দ্রী, মার্শমান প্রভৃতির দ্বারা এই সকল রোমান ক্যাথলিক পাদরীগণ এক অপক্লপ পৰ্তুগীজ-বাঙ্গালা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কত দূর এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল, বলা যায় না। কারণ, এই সাহিত্যের কোন বেশী চিহ্নাবশেষ বা খোঁজখবর পাওয়া যায় না।

এই পৰ্তুগীজ-বাঙ্গালা মিশনারী সাহিত্যের যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে তিনখানি প্রাচীন পাদরী-লিখিত পুস্তক অত্যন্ত কোতুলোদ্ধীপক। এই তিনখানি পুস্তকই ঢাকার নিকটবর্ত্তী ভাওয়ালের অন্তর্ভূত সেন্ট নিকোলাস টলেটিনো মিশনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ মানোএল দা আসামসাও কর্তৃক রচিত বা সম্পাদিত।

হঠেন সাহেব-লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহার প্রথম পুস্তকখানি একেবারেই পাওয়া যায় নাই; তবে তিনি ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। ইহা খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-গ্রন্থ (Catechism of Christian Doctrine)। এক জন রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ও হিন্দু ব্রাহ্মণ (Bramene or Master of the Gentoos) এই উভয়ের মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত এবং Francisco da Silva কর্তৃক লিসবন নগরীতে ১৭৪৩ খ্রিঃ অব্দে মুদ্রিত। ইহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ও অজ্ঞাত ধর্ম্মের ভ্রমসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। কথিত আছে, বুসনা (ভূষণা?) রাজ্য ধ্বংসের পর, বুসনার কোন রাজপুত্র এই খ্রীষ্টান পাদরীদের আশ্রয়ে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং Don Antonio de Rozario এই নামে পরিচিত হন। নবগৃহীত ধর্ম্মের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তক আগুস্তিনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষ মানোএল দা আসামসাও (Manoel da Assumpcao) পৰ্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং বাঙ্গালা ও পৰ্তুগীজ এই উভয় ভাষায় প্রকাশিত করেন। যদিও এই পুস্তক দুইখাপ্য, ইহার একখানি হস্তলিখিত কপি খবর হঠেন সাহেব এভোরা (Evora) সাধারণ-পুস্তকালয়ে পাইয়াছেন।

দ্বিতীয় পুস্তকখানি উক্ত মানোএল দা আসামসাওর রচিত বাঙ্গালা-পৰ্তুগীজ ব্যাকরণ-অভিধান। হঠেন সাহেব এ পুস্তক কোথাও খুঁজিয়া পান নাই, তবে গ্রিয়ার্সন (*Linguistic Survey* Vol, V.) ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন এবং ব্রিটিশ মিউজিয়াম পুস্তকালয়ের তালিকাতে আমি এই পুস্তকের উল্লেখ পাইয়াছি। গ্রিয়ার্সন এই গ্রন্থের পরিচয়-পত্র (Title page) উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন; তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহা আগুস্তি-

\* *Lettres Edifiantes et Curieuses*. XIII<sup>es</sup>. Nouvelle Ed. Paris. 1781, p. 278

† যথা : Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez, dividido em duas Partes

নিম্নান সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবর্ষস্থ মিশনের মানোএল দা আসামসাও কর্তৃক রচিত ও লিসবন নগরীতে ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত। এভোরার আর্চবিশপ Senhor D. F. Miguel da Tavora নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত—১ম ভাগ, বাঙ্গালা-পর্তুগীজ অভিধান (পৃঃ ৪৭—৩০৬) ; ২য় ভাগ, পর্তুগীজ-বাঙ্গালা অভিধান (পৃঃ ৩০৭—৪৭৭)। আরম্ভ হইতে ৪০ পৃঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহার সমস্তটা রোমান অক্ষরে মুদ্রিত এবং পর্তুগীজ উচ্চারণের নিয়মামুসারে লিপ্যন্তর (Transliteration) করা হইয়াছে।

তৃতীয় পুস্তকখানি আমাদের অঙ্ককার আলোচ্য গ্রন্থ। ইহা আমি এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।\* এই পুস্তকের উল্লেখ আমি ১৩২২ সালের মাঘ মাসের ‘প্রতিভা’ পত্রিকায় করিয়াছিলাম এবং সেই সময় বর্তমান প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এ পর্যন্ত এই প্রবন্ধ পাঠ বা মুদ্রণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। ইতিমধ্যে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার হস্টেন এই পুস্তক সম্বন্ধে *Bengal Past and Present* নবম খণ্ডে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমি এইরূপ বন্ধুর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ের নিকট অবগত হই। পরে হস্টেন সাহেবের নিকট হইতে তাঁহার প্রবন্ধের এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধ রচনার উপরোক্ত প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথাস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার উপর দখল না থাকাতে হস্টেন সাহেব শুদ্ধ পর্তুগীজ অংশের উপর নির্ভর করিয়া এই পুস্তকের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষার দিক্ হইতে বেশী উপকারে লাগে না।

আলোচ্য গ্রন্থখানির নাম Crepar Xaxtror Orth, bhed (কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ) বা Cathecismo da Doutrina Christãa † গ্রন্থের মুখবন্ধ হইতে জানা যায় যে,

dedicado ao Excellent. e Rever. Senhor. D. F. Miguel de Tavora Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade Foy Delegencia do Padre Fr. Manoel da Assumpcam Religioso Eremita da Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental. Lisboa 1743.

\* কাদার হস্টেনও এই এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিবরণ দিয়াছেন। (*Bengal, Past and Present* vol. IX. pt i. p. 40.)

† এই স্থলে পুস্তকের পর্তুগীজ মুখবন্ধ ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া গেল ;—

Certifico eu Fr. Manoel da Assumpcao Reitor da Mis( si )o de S. Nicolao Tolentino, e (ac)tor deste Compendio ; (e)star O( ) Compendio tresladado ao pé (da) letra assim o Bengalla, como o (Po)rtugez ; e certifico mais ser es( ) Doutrina que os naturaes mais tendem, e entre todas a mais (pu)rificada de erros, em fé de que esta Certidão, e se necessario a juro In Verbo Sacerdotis. Ba( )l. aos 28, de Agosto de 1734.

Translation—I, Fr. Manoel da Assumpcao, Rector of the Mission of S. Nicholas of Tolentino, and author of this compendium, certify that this compendium is translated literally

গ্রন্থকারের নাম Frey Manoel da Assumpcao,\* এবং ইহার রচনা ২৮শে আগষ্ট ১৭৩৪ খ্রীঃ অব্দ সমাপ্ত হইয়াছিল। এই পর্ন্তগীজ পাদরী গ্রন্থকার ও উপরোক্ত দুইটি পুস্তকের রচয়িতা বা সম্পাদক মানোএল যে এক ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা বইখানি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইয়াছি। প্রথম দুই একটি পৃষ্ঠা স্থলে স্থলে খণ্ডিত। গ্রন্থের পরিচয়-পত্র (Title page) নাই এবং মধ্যে অনেকগুলি পত্রেরও অভাব। ৩২ হইতে ৪২, ১৫৪ হইতে ১৫৯, ৩২০ হইতে ৩৩৭ এবং ৩৭০ হইতে ৩৭৩ পৃষ্ঠা নাই। শেষ পত্রের সংখ্যা ৩৮০, কিন্তু এইখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি নহে; শেষের অনেকগুলি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কীটদষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইলেও ছাপা অতি স্পষ্ট ও সুন্দর এবং এ হিসাবে কালের ক্রুর হস্ত বেশী কিছু অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

বইখানি কোথা হইতে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, Title page-এর অভাব। তবে মানোএলের অন্ত্যস্ত পুস্তক বেক্রপ লিসবন নগরীতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত, সম্ভবতঃ এ গ্রন্থখানিও সেইরূপ। এদিস্যাতিক সোসাইটির পুস্তকের তালিকাতে এই পুস্তকের প্রকাশস্থান 'Lisbon' ? এইরূপ চিহ্নিত আছে; উক্ত পুস্তকাগারে এই পুস্তক বোধ হয়, Maroh ৪, 1845 (1875 ?) খ্রীঃ অব্দে প্রথম অধিগত হয়; সে সময় ইহার Title page ছিল কি না, বলা যায় না। হুস্টেন সাহেব যাহার নিকট এই গ্রন্থকার সম্বন্ধে সংবাদ লইয়াছিলেন, তিনি ডালাদলিদ নগরস্থ অগষ্টিন কলেজের ফাদার লোপেজ (Lopes) নামক কোনও পাদরী। লোপেজ বলেন যে, এই গ্রন্থের প্রকাশস্থান লিসবন এবং

---

into Bengali and Portuguese; and furthermore certify that it is the belief most liked by the natives and is most free from all errors; in truth of which I make this statement, and if it is necessary, I swear in the sacred words of the priest. Ba(wa)l. Aug 28, 1734.

হুস্টেন সাহেবের প্রবন্ধে ফাদার লোপেজ যে নোট পাঠান, তাহাতে এই পুস্তককে Abridgment of the Mysteries of Faith বা Compendio dos mistrios de fe এইরূপ বলা হইয়াছে এবং Ossinger (Bibl. Augustiniana p, 84) এই গ্রন্থকে "Catechismus doctrinae christianae per modum dialogi." এইরূপ অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহার কোনটাই পুস্তকের নাম নহে, বর্ণনা মাত্র। আলোচ্য গ্রন্থের title-page না থাকিলেও, ২য় পৃষ্ঠা হইতে ৩৮০ পৃঃ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরিভাগে এক দিকে ক্রুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, অল্প দিকে Catechismo da Doutrina Christaa, এই নাম স্পষ্টাকরে রহিয়াছে। ফাদার গেয়েনের সংস্করণে (১৮৩৬) "ক্রুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" এই নামই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও কার্তিক সংখ্যার মানসী পত্রিকার অনুল্যাবানু যে এই পুস্তককে Compendio dos misterios de fa বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা দোষী নহে।

\* বাঁহারা বলেন যে, এই পুস্তকের পর্ন্তগীজ অংশ St. Xavier রচিত, তাঁহাদের অনুমান নিতান্ত অমূলক বলিয়াই মনে হয়। আলোচ্য গ্রন্থ যখন রচিত হইয়াছিল, তখন Francis Xavier বহু কাল Saint হইয়াছেন এবং পুস্তকের মধ্যেই Xavier-এর জীবনের একটি পন্ন পাওয়া যায়। চন্দন নগরের সংস্করণে গেয়েন সাহেব লিখিয়াছেন, ইহার রচয়িতা Manoel da Assumpcao। তন্নিম্ন Burnell, *Tentative List of Portuguese Books & Manuscripts*, Mangalore, 188০, এবং ফাদার লোপেজের নোটে উক্ত পুস্তকসমূহ উল্লেখ।



ইহার তারিখ : ১৯৩। ইহার সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত পুস্তকসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, বর্ণা—Barbosa Machado, *Bibliotheca Lusitana Historica Critica e Chronologica*, t. III. p. 183; Ossinger, *Bibliotheca Augustiniana*, p. 84; Da Cunha Rivara, *Catalogo dos Manuscriptos da Bibliotheca Publica Eborense* t. I. p. 345; Silva, *Diccionario Bibliographico Portuguez*, t. v. p. 367; ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ সকল পুস্তক এখানে হুস্তাপ্য। বারনেল (Burnell) তাঁহার *Tentative List of Portuguese Books & Manuscripts*, 1880, গ্রন্থে পূর্বোক্ত Machado ও Ossinger-এর উপর নির্ভর করিয়া ইহার তারিখ ১৭৩৩ ও প্রকাশস্থান লিসবন দিয়াছেন। এই সমস্ত হইতে অনুমান করা যায় যে, যদিও এই পুস্তক ১৭৩৩ খৃঃ অব্দে রচিত, কিন্তু ইহার প্রকাশকাল বোধ হয় ১৭৪৩।

পুস্তকের মুখবন্ধে যে স্থলে রচনাস্থান নির্দেশ ছিল, সেখানটি কীটদষ্ট; শুধু Ba( )।, এইরূপ পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায়। তবে গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠায় Baval ও Nagori এই দুই স্থলের উল্লেখ আছে। অনুমান করা যায়, ইহা আধুনিক ঢাকার অন্তর্গত নাগরী, ভাওয়াল, এবং হাটেন সাহেব এই অনুমান সমর্থন করিয়াছেন। ভাওয়ালে যে পূর্বকালে এক পর্তুগীজ উপনিবেশ ছিল, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি এবং তাহার প্রমাণের অভাব নাই। হাটেন সাহেবের বিবরণ (*Bengal Past and Present* Vol IX. pt i, p 4 ff) এবং *Lettres Edifiantes* হইতে জানা যায় যে, সেখানে St Nicholas of Tolentinoর একটি গির্জা ও মিশন ছিল; ইহা অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত। তাভার্নিয়ে (Tavernier) তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ঢাকার নিকটে এইরূপ একটি গির্জার উল্লেখ করিয়াছেন।\* আলোচ্য পুস্তকের গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি St. Nicholas Tolentino Mission-এর Rector বা অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বাঙ্গালা-পর্তুগীজ অভিধান হইতে জানা যায় যে, তিনি অগষ্টিনিয়ান ধর্মপ্রাণক। আধুনিক সময়েও শুনিয়াছি যে, উক্ত ভাওয়ালের নিকটে St. Nicholas of Tolentino Mission-এর পুরাতন গির্জা ও অনেক পর্তুগীজ খুঁটানের বসতি আছে। তার পর গ্রন্থের ভাষা যে পূর্ববঙ্গীয়, তাহা আমার বহু স্মৃতি বাবু তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই গ্রন্থ ঢাকা ভাওয়ালে রচিত।

গ্রন্থকার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। উল্লিখিত মুখবন্ধ হইতে জানা যায় যে, মানোএল, Missio de S Nicolao Tolentino নামক মিশনের রেক্টর বা কর্তা ছিলেন। এই মিশন অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত। এই Manoel যদি পর্তুগীজ ব্যাকরণ-অভি-

\* Tavernier, *Travels*, Ed. V. Ball. London, 1889. Vol. I. p. 128.

† হাটেন সাহেবের প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, 'কুপার শাস্ত্র' দে সমস্ত গান আছে, তাহা এখনও উক্ত গির্জার গীত হইয়া থাকে

খানের রচয়িতার সহিত এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থের পরিচয়-পত্র হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, তিনি আগষ্টিন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন (Padre Fr. Manelda Assumpcao Religioso Eremita da Santo Agostinho Congregacao da India Oriental)। হাষ্টেন সাহেব লিখিয়াছেন, মানোএল পোর্তুগাল অন্তর্কর্ত্তী এভোরার (Evora) অধিবাসী এবং ১৭৪২ খৃঃ অঃ এই মিশনের Rector পদ প্রাপ্ত হন। শেষোক্ত কণাটি যদি ঠিক হয়, তবে ১৭৩৪ খ্রীঃ অঃ মানোএল কিরূপে আপনাকে উক্ত মিশনের Rector বলিয়া মুখবন্ধে পরিচয় দিলেন, তাহা বুঝা যায় না।

গ্রন্থখানির নাম হইতে বোঝা যাইতেছে যে, ইহার আলোচ্য বিষয় খ্রীষ্টধর্ম। ভাওয়াল অভিমুখে গমন উপলক্ষ্য করিয়া গুরুশিষ্যের মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে খ্রীষ্টধর্মের বিবৃতি, এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। বইখানি বাঙ্গালা ও পর্তুগীজ—এই উভয় ভাষাতেই রচিত; বাম দিকের পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও ডান দিকের পৃষ্ঠায় পর্তুগীজ। বাঙ্গালা অংশ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত (তখন বাঙ্গালা হরফ ছিল না) এবং কথামূলি প্রায়ই পর্তুগীজ উচ্চারণের নিয়মামুসারে বানান করা হইয়াছে। কিন্তু নিয়ম যে সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই এবং বানান যে সব স্থলে বিস্তৃত নহে, তাহা বলা বোধ হয় বাহুল্য। পূর্বোক্ত বাঙ্গালা-পর্তুগীজ ব্যাকরণ-অভিধানও এই নিয়মে মুদ্রিত। এই Transliteration বা লিপ্যন্তর-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ও কোতূহলোদ্দীপক এবং কেরী, জোন্স প্রভৃতির পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক পুরাতন। এই হিসাবে ইহা সুযোগের আলোচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুহৃদ্বর শ্রীমুনীতীকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহার ভাষা ও লিপ্যন্তর-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন; স্মরণ্যঃ এ বিষয়ে আমার কোন কথা বলা বাহুল্য।

বইখানি বত দূর আমরা পাইয়াছি, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ বা Puthi I এর নীচে লেখা আছে, Xo(col ...) ouer ortho, ebong Prothoqhie prothoqhie buzhan [স(কল...) অনের অর্থ এবং প্রথমে প্রথমে (পৃথক পৃথক) বুঝান]। ইহা আবার কয়েক অধ্যায়ে বিভক্ত—অধ্যায়ের নাম Tazel.

Tazel I. (পৃঃ ২-১৮)—Xidhi crucer orthobhed (সিদ্ধি ক্রুসের অর্থভেদ)•  
Sign of the cross.†

Tazel II (পৃঃ ১৮—)—Pitar poron, ebong tahan ortho (পিতার পড়ন এবং তাহান অর্থ)। Of our father and Explantion thereof.

Tazel III (পৃঃ—৭৬)—এই অংশ খণ্ডিত; স্মরণ্যঃ কোথা হইতে এই অধ্যায় আরম্ভ এবং ইহার প্রতিপাত্ত বিষয় কি, তাহা জানা যায় না। Hail Mary ও Rosaryর কথা আছে।

\* বাঙ্গালা অক্ষরে লিপ্যন্তর এই লেখকের, গ্রন্থকারের নহে।

† ইহা পর্তুগীজ অংশের অনুবাদ; কেবল প্রতিপাত্ত বিষয় বুঝাইবার জন্য দেওয়া গেল। ইহা গ্রন্থকারের নহে।

Tazel IV ( পৃ: ৭৬—১৩৬ )—Mani xobbio Niranzon, Axtlar ohodo bhed ebong Tahandiguer ortho ( মানি সত্য নিরঞ্জন, আখার চৌদ ভেদ এবং তাহান্দিগের অর্থ )। The Creed and Articles of Faith and Explanation thereof.

Tazel V ( পৃ: ১৩৬—২৪৪ )—Dos Agguia, ebong tahandiguer ortho ( দশ আঙ্গা এবং তাহান্দিগের অর্থ )। Of Ten Commandments and Explanation thereof.

Tazel VI ( পৃ: ২৪৪—২৭২ )—Pans agguia, ebong tahandiguer ortho ( পাঁচ আঙ্গা এবং তাহান্দিগের অর্থ )। Of Five Commandments and Explanation thereof.

Tazel VII ( পৃ: ২৭২—৩১৩ )—Xat Sacramentos, ebong Tahandiguer ortho ( সাত সাক্রামেন্টোস্ এবং তাহান্দিগের অর্থ )। Seven Sacraments and Explanation thereof.

দ্বিতীয় ভাগ ৩১৩ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ ও ৩৮০ পৃষ্ঠায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ । এই ভাগে প্রার্থনা ও খ্রীষ্টানদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে । ( Poron Xaxtro xocool, ar ze uehit zanite xorgue zalbar, পড়ন শাস্ত্র সকল, আর যে উচিত জানিতে স্বর্ণে যাইবার )। ইহার মধ্যে দুইটি অধ্যায় বা Tazel আছে । যথা—

Tazel I ( পৃ: ৩১৪—৩৫৬ )—Axthar bhed blohar xotto coria xiqhibar xiqbaibar upae toribar ( আখার ভেদ বিচার, সত্য করিয়া শিখিবার শিখাইবার উপায় তরিবার )। Mystries of the Falth.

Tazel II ( পৃ: ৩৫৬ ৩৮০ অসম্পূর্ণ )—Paron Xaxtro niralá [ পড়ন শাস্ত্র নিরাল (৭) ] Prayer of the Doctrine.

Tazel I এর মধ্যে আবার ৩৪৮ পৃষ্ঠায় একটি গান আছে । এই “অংশটির উপরে পবিত্র গীত ভাষায় লিখিত আছে,—*Cantiga sobre os misterios de fe ; ortho bheder dhormo guit* ( অর্থভেদের ধর্মগীত )। পুনরায় ৩৫৩ পৃষ্ঠায় সজোজাত বালক বীণের উদ্দেশে আর একটি গান আছে ; *Cantiga Ao Menino Jesus. Recem nascido ; Baloq Jesuzer guit zormo xttane xola* ( বালক যেশুসের গীত জন্মস্থানে গাইয়া )।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার সামর্থ্য আমার নাই এবং বোধ হয়, তাহার প্রয়োজনও নাই ; কারণ, আলোচ্য বিষয়ের সৌকুমার্যের জন্য এই পুস্তকের দাম নহে, বরং উহাতে পুরাতন “ধুটানী” বাক্যলার যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহার একটু পরিচয় সাহিত্য-সমালোচকের নিকট বেশী মূল্যবান । ইহাই বোধ হয়, খ্রীষ্টানী বাক্যলার সর্বপ্রথম নমুনা

কেরীর “ধর্মপুস্তকে”র অর্জনতাকী পূর্বের এই বাঙ্গালা যে শুধু কৌতুকপ্রদ, তাহা নহে, বাঙ্গালা গল্পের ইতিহাসেও ইহার স্থান উপেক্ষণীয় নহে। ইহার ভাষাও নিতান্ত নিন্মনীয় নহে ; কেরীর “ধর্মপুস্তকে”র ভাষা হইতে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। নিম্নে ইহার কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল। প্রথম উদ্ধৃত স্থানটি গ্রন্থের আরম্ভ হইতে লওয়া।

Puthi I.

Xo( col... ) oner ortho, ebong Prothoquie prothoqbie buzhan. (১)

Tazel I.

Xidhi orucer orth bhed. (২)

(G) Guru. (৩)

X. xixio. (৪)

X. Puzio houq xidhi poromo N(ir)mol dhormo. (৫)

G. Tini tomare axirbad deuq, ebong tomare bhalo coruq : aixo, Pola, tomi quetta ? (৬)

X. Ami christaö, Poromexorer crepae. (৭)

G. Cothae zao. (৮)

X. Barite zai. (৯)

G. Tomar bari cothae ? (১০)

X. Baval dexé : ami tomar raloto : Nagorité boxí. (১১)

(১) স(কল) অনেক অর্থ এবং প্রথমে প্রথমে [ পৃথক পৃথক ] বুঝান।

(২) সিদ্ধি ক্রমের অর্থভেদ।

(৩) গুরু।

(৪) শিষ্য।

(৫) পুঁজ্য হউক সিদ্ধি পরম নিম্নলিখিত ধর্ম।

(৬) তিনি তোমাতে আশীর্বাদ দেউক, এবং তোমাতে ভাল করুক : আইস, পোলা, তুমি কেটা ?

(৭) আমি খ্রীষ্টাঙ, পরমেশ্বরের কৃপায়।

(৮) কোথায় যাও ?

(৯) বাড়ীতে বাই।

(১০) তোমার বাড়ী কোথায় ?

(১১) বাঙ্গাল দেশে, আমি তোমার রহিয়ত, নাগরীতে বাঁস।

- G. Amító xeqhané zai : amar xougnó aixó : amító ortho bhed buzha-  
ibo, tomito buzhiba. (১)
- X. Zə agguia : cholo zai. (২)
- G. Tomi ni axthar nirupon zauó ? (৩)
- X. Tthacur, quissu xonilam gurur casse, tomito ziguiaxa coro ; amito  
utor dibo z(emot) poromexor loaen. (৪)
- G. (Tobe) zigniáxá cori : coho, cothae ho'te pailá) christaor nam ? (৫)
- X. Christoe hoté. (৬)
- G. Con xomoe pailá christaor nam ? (৭)
- X. Baptismor xomoe. (৮)
- G. Christaor nixan qui ? (৯)
- X. Xidhi crux. (১০)
- G. Coro deqhl. (১১)
- X. xidhi crucer + sinote ; Roqhia coro poromexor, + amardiguer  
Tthacur ; Amardiguer + xotre hote. (১২)

- (১) আমি তো সেখানে বাই, আমার সঙ্গে আইস, আমি তো অর্থভেদ বুঝাইব, তুমি তো  
ঝুঁকিবা।
- (২) ঘে আজ্ঞা, চল বাই।
- (৩) তুমি নি আহ্মার নিরূপণ জানো ?
- (৪) ঠাকুর, কিছু গুনিলাম গুরুর কাছে, তুমি তো জিজ্ঞাসা করো, আমি তো উত্তর  
দিব, যে(মত) পরমেশ্বর, লয়ানেন।
- (৫) তবে জিজ্ঞাসা করি, কহ কোথায় হ'তে পাইলা খ্রীষ্টাঙর নাম ?
- (৬) খ্রীষ্টই হতে।
- (৭) কোন্ সময়ে পাইলা খ্রীষ্টাঙর নাম ?
- (৮) বাপ্তিসমর সময়ে।
- (৯) খ্রীষ্টাঙর নিশান কি ?
- (১০) সিদ্ধি ক্রুশ।
- (১১) করো দেখি।
- (১২) সিদ্ধি ক্রুশের + চিহ্নে ; রক্ষা কর পরমেশ্বর, + আমারদিগের ঠাকুর ; আমার-  
দিগের + শত্রু (?) হতে।

Pitar nam. (১)

(ebong) Putrer. (২)

(ebong) Espirito Santo. (৩)

(Amen) Jesus. (৪)

G. (Qu)eno cor(ilo) (xidhi c)ruux copalé ? (৫)

X. Zenó Poromexor ghuchauq amar xocol mondó colponá. (৬)

G. Queno corilá xidhi crux muqhé ? (৭)

X. Zeno Poromexor ghuchauq amar xocol mondó ootha (৮)

G. Queno corilá xidhi crux buqhe ? (৯)

X. Zenó Poromexór ghuchauq amar ze mondo carzio prane thaquia zorme. (১০)

মধ্যে মধ্যে উপদেশচ্ছলে গল্পের অবতারণা আছে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। ইহা হইতে লেখকের গল্পরচনা ও গল্পলিখনভঙ্গীর বেশ নমুনা পাওয়া যাইবে। গল্পটি কোমার্যা বা জিতেজিরতার প্রশংসা।

Moncadá xuhoré eq gorib maiha ocumari assiló, tahar nam Ignex, xei maiha, eq din Valencia xuhoré guelo xag torcari bexibar caron. Xag torcari bexia dhormo ghore guelo. Xidha Vincenté Ferreira xiqha diló. Xidhi Teclar purob assiló xidhi Tecla ocumari hoiló; e caron xidha Vincente zitendrier gun buzhailen, eha xonia Ignex xidhar cotha praneté raqhiló; ocumari rohibar xottio manon coriló, ebong ocumari rohiló. Emot phiquir coria aponer ghore guelo. Oneq puniô oorité laguilo. Pitamatar taharé bibhao dite chahiló. Ignex bibhao hoite chahiló na : cohiló, amar batar Poromexor ; amar ar cono bibhao nahi. Eha diqhia pita mata bal coria

(১) পিতার নাম।

(২) এবং পুত্রের।

(৩) এবং এসপিরিতো সান্তো।

(৪) আমেন য়েশুস্।

(৫) কেন করিলা সিদ্ধি ক্রুশ কপালে?

(৬) যেম পরমেশ্বর ঘুচাউক আমার সকল মন্দ কল্পনা।

(৭) কেন করিলা সিদ্ধি ক্রুশ মুখে?

(৮) যেম পরমেশ্বর ঘুচাউক আমার সকল মন্দ কথা।

(৯) কেন করিলা সিদ্ধি ক্রুস বুথে(ক)?

(১০) যেম পরমেশ্বর ঘুচাউক আমার যে মন্দ কার্য্য প্রাণে থাকিলা ; অর্থে [অশ্রে]।

bibhao dite chahilo; Ignex bibhao no hoibar malhar caporr ghoxaiá mordur caporr pindia palaiá guelo ; boner moidhe lucaiá rohiló ; bonobuxi hoiló ; eq unchó parbaté baxot coriló ; xeqhané oneq dugh pailó ; caporer dugh ; xiter dugh, gormir dugh, quidar dugh, tiraxer dugh, ar ar zato dugh xocoli pailó, oneq prachit coriló. Meguer zol o boner gax o qhaíto, emot prachit coria cori bosser bauxiló ; cori bosserer por poromexorer crepaté moriló ; ebong xorgue guia zitendrler bhog pailó, xidhi hoiló. Tahan nam Ignex de Moncadà. ( pp. 206-7 )।\*

নিম্নোক্ত গল্পটিতে “ভূত ছাড়াইতে” জুশের কিয়দংশ ক্ষমতা, তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

G. Boro Axchorzio cotha cohila ; emat hoe : Ar coho ; Xidhi crux corile Bhuter cumoti ni dur zao ?

X. Hoe ; Bhuter onmati durzac ebong Bhute o polae. Ehi xonxar proman xono.†

\* মনকাধা স্নহরে (সহরে) এক গরিব মাইয়া অকুমারী আছিল। তাহার নাম ইগ্নেস্, সেই মাইয়া এক দিন ভালেমসিয়া স্নহরে গেল শাগ তরকারী বেচিবার কারণ। শাগ তরকারী বেচিয়া ধর্ম্মঘরে গেল। সিদ্ধা ভিন্সেস্টে ফেরিরা শিক্ষা দিল। সিদ্ধি তেফলার পরব (পর্ক) আছিল; সিদ্ধি তেফলা অকুমারী হইল; এ কারণ সিদ্ধা ভিন্সেস্টে জিতেস্ত্রিয়ার গুণ বুঝাইলেন, এহা শুনিয়া ইগ্নেস সিদ্ধার কথা প্রাণেতে রাখিল, অকুমারী রহিবার সত্য মনন করিল, এবং অকুমারী রহিল। এমত ফিকির করিয়া আপনার ঘরে গেল। অনেক পুণ্য করিতে লাগিল। পিতামাতা(র) তাহারে বিবাহ (বিভাও) দিতে চাহিল, ইগ্নেস বিবাহ হইতে চাহিল না, কহিল, আমার ভাতার পরমেশ্বর; আমার আর কোন বিবাহ নহি। এহা দেখিয়া পিতা মাতা বল করিয়া বিবাহ দিতে চাহিল, ইগ্নেস বিবাহ ন হইবার মাইয়ার কাপড় বুচাইয়া মরদের কাপড় পিন্দিয়া পলাইয়া গেল, বনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল, বনবাসী হইল, এক উঁচ পর্কতে বসত করিল, সেখানে অনেক ছুঁ (ছুঃখ) পাইল। কাপড়ের ছুঁ, শীতের ছুঁ, গর্শ্বির ছুঁ, খিদার (জুখা) ছুঁ, তির্যশের (ত্ব্যার) ছুঁ, আর আর ষত ছুঁ সকলই পাইল, অনেক প্রাচিৎ (প্রায়শ্চিত্ত) করিল। মেঘের জল ও বনের ঘাসও খাইত, এমত প্রাচিৎ করিয়া কুড়ি বছর বাঁচিল, কোড়ি বছরের পর পরমেশ্বরের কৃপাতে মরিল, এবং স্বর্গে গিয়া জিতেস্ত্রিয়ার ভোগ পাইল, সিদ্ধি হইল। তাহান্ নাম ইগ্নেস্ দে মনকাধা।

† শু। বড় আশ্চর্য্য কথা কহিলা : এমত হয় : আর কহ : সিদ্ধি জুশ করিলে ভূতের কুমতি নি দূর যায় ?

শি। হোঁএ, ভূতের কুমতি দূর যায়, এবং ভূতেও পলায়। এহি সন্দার (?) প্রমাণ শোন।

Eq rahoal merir assilo ; tahare Bhute bazi dia cohiló ; tui zodi amar nophor hoite chahix, ami tore oneq dhon didam ; Raceale oohiló ; bhalo, tomar dax hoibo tomi amaré dhon dibá. Bhute cohilo : tobe amar golam hoile ; ter uchit nohe dhormo ghore zaite ; ebong xidhi crux ar codachitio coribi na, emot ze core xe amar golam ; ehi amar agguia, taha palon coribi ; emot zodi na corix, tomare boutthbouth tarona dibam. Raqhoale cohilo : Zaha agguia coro, taha coribo ; zodi emot na cori, tomar za iccha, xei hoibeq.

Oneq din obhaguia Raqhoale bhuter xacri coriló ; tahar por eq din munixio bol coria raqhoalque dhoria dhormo ghore loa guelo. Dhormo ghore eq Padri assilen, xei boro xadhu ; tini loq xocolere cohilen : Tomara raqhoaler upore xidhi crux coró. Emot loq xocole corilo. Taqhon bhute boró cord coria raqhoalerá oneq tarona dite laguilo. Eha deqhia Padre raqhoalque dhorilen, bhutere taroná dite mana corilen. Tobe Bhute ar o bex cord coria Padriré cohiló : Ehi monixió amar dax, amar agguia bhanguilo, taharé xaxtti dibar uchit ; tahare eria deo : na : tomare o xaxtti dibam. Padri cohilen : tahare eria dibo na ; amare zaha corite parix, taha coró. Tobé bhuté emot cumontro corilo, ze Padrir muqh beca hoilo. Eha deqhia loq xocoló dhore polaia guelo.

Taqhon Padri xidhi crux corilen ; ebong muqh xidhá hoilo. Tahar por ar crux corilen raqhoaler upore : ebong Crux coria Bhuté polaia gueló. Raqhoale o calax hoilo, calax hoia tahar xocol oporá confessar corilo ; Nirmol dhormo o bhoeti rupe hoilo, ebong punorbar pailo, ze crepa haraia-assilo pap coria.\*

---

\* এক রাহোয়াল (রাখাল) মেড়ির (ভেড়া) আছিল ; তাহারে ভূতে বাজি দিয়া কহিলো, তুই যদি আমার ন্যায় হইতে চাহিস, আমি তোরে অনেক ধন দিবাম। রাখোয়ালে কহিলো, ভাল, তোমার দাঁস হইব তুমি আমারে ধন দিবা। ভূতে কহিল, তবে আমার গোলাম হইলে, তোরে উচিত নহে ধর্ম-ঘরে ঘাইতে এবং সিদ্ধি ক্রুশ আর কদাচিতিও করিবি না, এমন যে করে, সে আমার গোলাম, এহি আমার আজ্ঞা, তাহা পালন করিবি ; এমন যদি না করিস, তোমারে বহুত বহুত তড়াই দিবাম। রাখোয়ালে কহিল, বাহা আজ্ঞা কর, তাহা করিব। যদি এমন না করি, তোমার বা ইচ্ছা, সেই হইবেক।

অনেক দিন অভাগ্য রাখোয়ালে ভূতের চাকরি করিলো, তাহার পর এক দিন মহুষা বল করিয়া রাখোয়ালকে ধরিয়া ধর্মঘরে লইয়া গেল। ধর্মঘরে এক পাদ্রী আছিলেন, সেই বড় সাধু ; তিনি লোক সকলেরে কহিলেন, তোমরা রাখোয়ালের উপরে সিদ্ধি ক্রুশ করো। এমন লোক সকলে করিল। তখন ভূতে বড়ো কোধ (ক্রোধ) করিয়া রাখোয়ালেরা অনেক



Lord's Prayer বা গস্পেলবর্ণিত বীশুখ্রীষ্টের প্রার্থনার অনুবাদ দেওয়া গেল,—

Padre Nosso

Padar thoná

Pitá amardiguer, poromo xorgué assó: Tomar xidhi nameré xeba houq: Aixnq amardigueré tomar raizob ; tomar zé leha, xei houq ; zemon porthi-bité temon xorgué ; Amardiguer protidiner ahar amardigueré azica dió, Amardiguer corzó qhemo, zemoto amorá qhemí ; Amardiguer corziore ; Amardiguere cumotité porrité na dío. Ar amardigueré xocel mondo hobe roquiá coro. Amen Jesus. ( p. 20 )।\*

পরিশেষে দুইটি গীত উদ্ধৃত করিয়া অত্কার প্রবন্ধ মধুরেণ সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমটি ধর্মবিশ্বাসমূলক গীত, দ্বিতীয়টি বালক বীশুর উদ্দেশ্যে আনন্দপ্রকাশ।

G. Poromexor que zodi tomi paro cohibar

Tobe ami cohibó upae tomar ? (১)

তাড়না দিতে লাগিল। এহা দেখিয়া পাদ্রী রাথোয়ালকে ধরিলেন, ভূতেরে তাড়না দিতে মানা করিলেন। তবে ভূতে আরও বেশ ক্রোধ করিয়া পাদ্রীকে কহিলো, এহি মনুষ্যো আমার দাস, আমার আজ্ঞা ভাঙ্গিল, তাহারে শাস্তি দিবার উচিত, তাহারে এড়িয়া (৭) দিও, না, তোমারো শাস্তি দিলাম। পাদ্রী কহিলেন, তাহারে এড়িয়া দিব না, আমারে বাহা করিতে পারিস, তাহা করো। তবে ভূতে এমত কুমন্ত্রণ করিল, যে পাদ্রীর মুখ বেকা (বাঁকা) হইল। এহা দেখিয়া লোক সকলে ধরে (৭) পলাইয়া গেল।

তখন পাদ্রী সিদ্ধি ক্রুশ করিলেন, এবং মুখ সিধা হইল। তাহার পর আর ক্রুশ করিলেন রাথোয়ালের উপরে, এবং ক্রুশ করিয়া ভূতে পলাইয়া গেলো। রাথোয়ালেও খালাস হইল। খালাস হইয়া তাহার সকল অপরাধ কনফেসার করিল ; নির্মল ধর্ম ও ভক্তিরূপে লইল, এবং পুনর্জার পাইল, যে কৃপা হারাইয়াছিল পাপ করিয়া।

• পদার্থনা ।

পিতা আমারদিগের, পরম স্বর্গে আছ : তোমার সিদ্ধি নামেরে সেবা হউক : আইনুক আমারদিগেরে তোমার রাজ্য (রাজ্য) ; তোমার যে ইচ্ছা, সেই হউক : যেমন পোর (পু)-ধিবীতে তেমন স্বর্গে : আমারদিগের প্রতিদিনের আহাৰ আমারদিগেরে আজিকা দিও : আমারদিগের কর্জ ক্ষেমা, যেমত আমরা ক্ষেমি : আমাদের কর্জেরে : আমাদেরদিগেরে কুমতিতে পড়িতে না দিও। আর আমারদিগেরে সকল মন্দ হ'তে রক্ষা কর। আমেন যেহুস্।

(১) পরমেশ্বর কে যদি তুমি পার কহিবার

তবে আমি কহিব উপায় তোমার ?

- X. Eq poromó Tthacur xorbo corta xorbozon,  
Xeí trilôquer nath quehô nahi tahan xoman. (১)
- G. Coto zon tini zodi tomi paro cobibar  
Tabé ami cohibó que upae tomar ? (২)
- X. Tini tin zon : pita putro, Doeamoe,  
Tin zon xotontor poromexor eq oi  
Poromexor pita, putra poromexor,  
Poromexor Doeamoe, tin zon xotontor. (৩) ( p. 349 )

Cantiga ao menino Jesus.

- ( Baloq Jesuzer guib zormo xttane xoia ) (৪)

He Baba Jesus

Baloq Nirmol

Bibi Mariar udorer

Xidhi dhomro phol.

Amar doear Jesus.

He baba Jesus

He xonar baba,

Tomaquê ami toi

Cori tomar xeba.

Amar doear Jesus (৫) ইত্যাদি । ( p. 353 )

- (১) এক পরম ঠাকুর সর্বকর্তা সর্বজন,  
যেই ত্রিলোকের নাথ কেহ নাহি ভাহান্ সমান ।
- (২) কত জন তিনি যদি তুমি পার কহিবার  
তবে আমি কহিব কি উপায় তোমার ?
- (৩) তিনি তিন জন, পিতা পুত্র দয়াময়,  
তিন জন সতস্বর (স্বতন্ত্র) পরমেশ্বর এক হয়  
পরমেশ্বর পিতা, পুত্র পরমেশ্বর  
পরমেশ্বর দয়াময় তিনজন সতস্বর (স্বতন্ত্র) । ইত্যাদি ।
- (৪) বালক যেশুজের গীত জর্শ্ব স্থানে শুইয়া ।
- (৫) হে বাবা যেশুস্  
বালক নির্মল

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমার বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে এই পুস্তকের প্রত্নি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় এই পুস্তক এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে আমার ব্যবহারের জন্য আনিয়া দিয়াছেন ও অত্যাশ্চর্য বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্রীসুশীলকুমার দে

### পরিশিষ্ট

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কুপার শাস্ত্রের অর্পভেদের ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দিত একটি সংস্করণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি তিনি কলিকাতা ধর্মতলা Sacred Heart of Jesus গির্জার অন্ততম পাদরী Rev. Father L. Wanters S. J. এর নিকট হইতে পাইয়াছেন। ইহার টাইটেল পেন্স নাই এবং ইহা মোট ১০৫ পৃষ্ঠার “সমাপ্ত”। পুস্তকের নাম এইরূপ — “কুপার শাস্ত্রের অর্পভেদ”। হট্টেন সাহেব এই সংস্করণের কথাও লিখিয়াছেন, (*Bengal, Past and Present* Vol IX. pt i. p, 59)। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহা ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে Father J. F. M. Guerin কর্তৃক বাঙ্গালা হরফে সম্পাদিত। এট Father Guerin চন্দননগরের St. Louis' গির্জার Vicar ছিলেন। শুধু

বিবি মারিয়ার উদরের

সিদ্ধি ধর্ম ফল

আমার দয়ার যেহুস্।

হে বাবা যেহুস্

হে সোণার বাবা,

তোমাকে আমি ভাই (?)

করি তোমার সেবা।

আমার দয়ার যেহুস্।

হট্টেন সাহেব লিখিয়াছেন যে, গানটি এখনও ভাওয়াল গির্জার গীত হইয়া থাকে।

নামে সম্পাদিত, বইখানি একেবারে আমূল নূতন করিয়া লেখা। হঠেন সাহেব উদ্ধৃত title-page এইরূপ ;—

Catéohisme | suivi | de trois dialogues | et de la liste | des Eclipses de soleil et de lune | calculées pour le Bengale | à partir de 1836 jusqu'en 1904 inclusivement | Nouvelle édition, revue et corrigée. |

কুপার শাস্ত্রের অর্থবেদ | সূর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ বৎসরের | আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি | সহর চন্দননগর | এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশের নিমিত্তে। | করিয়াছেন জাকবছ ফ্রান্সিস্‌মারিয়া গেরেন | চন্দননগরের সর্কগ্রাহর পাদরী। নিয়োজিত প্রেরিত সম্পর্কীয় এবং ধর্ম্মাচার সভা হ। | দ্বিতীয়বার এবং শুদ্ধরূপে শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সং ১৮৩৬।

ইহার লাতিন (Latin) ভাষায় লিখিত মুখবন্ধ (তারিখ ৬ই মে, ১৮৩৬) হইতে জানা যায় যে, মানোএলের পর্তুগীজ পুস্তকের বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বহুল প্রচার ছিল, কিন্তু এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত না হওয়ায় এবং রোমান অক্ষরে পুস্তক লিখিত হওয়ায়, ফাদার গেরেন বাঙ্গালা অক্ষরে ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। এই মুখবন্ধে গেরেন আরও লিখিয়াছেন যে, এই আদি পর্তুগীজ পুস্তক অনেক ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। এই সমস্ত ভুল ঠিক করিতে এবং সমস্ত বাজে গল্প বাদ দিতে, পুস্তকের অর্দ্ধেকের উপর বাদ দিতে হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার নয় মাস খাটিতে হইয়াছে এবং দুই জন খ্রীষ্টান, দুই জন ব্রাহ্মণ ও একজন মুসলমান - এই সকলের সাহায্য লইতে হইয়াছে। তিনটি নূতন কণোপকথন সংযোজিত করা হইয়াছে এবং ১৮৩৬ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত যে সূর্য্য-চন্দ্রের গ্রহণ-গণনা আছে, তাহাও সম্পূর্ণ নূতন। এইখানে বলা উচিত যে, ফাদার গেরেন স্বয়ং একজন জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্যার পণ্ডিত ছিলেন এবং ১৮৪০ সালে বিলাত প্রত্যাগমনের পর তিনি ভারতবর্ষের জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন ( ১৮৪৭ )।

এই পুস্তকের বাঙ্গালা আদৌ ভাল নহে : এ হিসাবে এ সংস্করণে কিছু উন্নতি দেখা যায় না। ১৮৩৬ সালে ইহা অপেক্ষা ভাল বাঙ্গালারী অভাব ছিল না।

শ্রীমশীলকুমার দে



## ‘কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’

৩

### বাক্সালা উচ্চারণতত্ত্ব\*

বঙ্কুবর শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকদের কাছে বাক্সালা ভাষার সকলের চাইতে পুরাণ ছাপা বই, রোমান অক্ষরে লেখা ‘কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ নামে একখানি বইয়ের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ বইখানি খ্রীষ্টান রোমান কথলিক ধর্মসংক্রান্ত এবং উচ্চ বাক্সালা গণ্ডের এক প্রাচীন ও মূল্যবান নমুনা। সুনীল বাবুর অনুরোধে এই বইয়ের রোমান অক্ষরে বানানের রীতি ও ইহার ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

এই অভিনব বইয়ের সন্ধান সুনীল বাবুর কাছে আমি প্রথম পাই। ইহা এখন কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে আছে। শ্রদ্ধাঙ্গদ হুহুং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুরোধে সোসাইটির পুস্তকালয়ে আমি এই বই দেখি এবং ইচ্ছা হইতে কতকটা অংশ যেমনটি আছে, তেমনি নকল করিয়া আনি। সেই নকল অংশটুকুর উপর নির্ভর করিয়া ছই চার কথা বলিব।

বাক্সালা ভাষা জন্মকাল হইতেই ভারতীয় লিপির সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ। বাক্সালা বর্ণমালা মহারাজ অশোকের কালের ব্রাহ্মী লিপি হইতে উৎপন্ন, ব্রাহ্মী লিপির কঙ্কাহানীয় গুপ্তলিপির বংশজাত ‘কুটিল’ বর্ণমালাগুলির মধ্যে অন্ততম। কান্দীরা, সিন্ধী এবং মুসলমানী - হিন্দী ( অর্থাৎ উর্দু ) প্রভৃতি কয়েকটি এ দেশী ভাষা যেমন মুসলমান-প্রভাবের ফলে ভারতীয় বর্ণমালা পরিত্যাগ করিয়া আরবী লিপির আশ্রয় লইয়াছে, এবং পর্তুগীসদের চেষ্টায় গোয়া প্রদেশের দেশী খ্রীষ্টানদের ভাষা কোঙ্কণী-মরাঠী যেমন বহু দিন হইতেই রোমান অক্ষরে লিখিত হইয়া আসিতেছে, বাক্সালা ভাষাকে সেরূপ নিজ লিপি ছাড়িয়া অন্য বিদেশীয় লিপি ধরাইবার কোনও বিশেষ চেষ্টা কখনও হয় নাই। ইংরেজ আমলের পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের পড়িবার সুবিধার জন্ত বাক্সালা কাব্য আরবী ( বা ফারসী ) অক্ষরে লিখিতেন এবং পূর্ববন্ধের স্থানে স্থানে ‘সিলেট নাগরী’ নামে এক রকম ভালা ভালা নাগরী অক্ষরে বাক্সালা লেখা হয়,† তাহা দেখা যায় বটে, কিন্তু কান্দীরা বা উর্দুর মত বাক্সালায় ফারসী অক্ষর চালাইবার চেষ্টা বঙ্গদেশের মুসলমান শাসকদের মনে আসে নাই। বাক্সালা যে কখনও

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বৎসরের ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† মুনসী শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সংকলিত, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ‘প্রাচীন বাক্সালা পুথির বিবরণ’ ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ৮৭, ৯৯, ১২৪, ২১১, ২৭৮ নম্বরের পুথির বিবরণে উল্লেখ্য। ‘সিলেট নাগরী’ সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৫ সালের ৪র্থ সংখ্যাতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দেবশর্মার লিখিত প্রবন্ধে উল্লেখ্য।

আরবী অক্ষরে লেখা হইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালা ভাষা জানেন না—এমন পাত্রীরা বাহাতে সহজে পড়িতে পারে, সেই চেষ্টায় ছই চারখানা খ্রীষ্টানী বই রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছে এবং ‘হুর্গেশনন্দিনী’ ধানিরও রোমান অক্ষরে ছাপা একটি সংস্করণ কলিকাতায় সাহেব বইওয়ালাদের দোকানে পাওয়া যায়; কিন্তু বাঙ্গালা বাহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। বছর সত্তর আশী পূর্বে একবার এ দেশে কতকগুলি ইংরেজ দেশী ভাষাগুলিতে রোমান লিপি চালাইবার জন্ত খবরের কাগজে আন্দোলন করিয়াছিলেন, এবং এ বিষয়ে স্ত্রু চার্ল্‌স্‌ টিভোলিয়ান ও ডাক্তার ডফ্‌, ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌ প্রভৃতি জন কয়েক মিশনারী অগ্রণী ও উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ প্রিন্সেপ্‌ ও আরবীতে পণ্ডিত টাইটলার, ইহাদের ঘোর আপত্তি ছিল। ইহার পরে টোলবর্ট্‌ প্রভৃতি ছই একজন সিভিলিয়ান্‌ উদ্‌যোগী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ দেশী কোন ভাষায় রোমান-লিপি না চলিলেও ইউরোপে ও আমেরিকায় অনেক সংস্কৃত ও ‘পালি’ বই রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছে ও হইতেছে।

রোমান বর্ণমালা অর্থাৎ a, b, c, d প্রভৃতি ছাব্বিশটি অক্ষর গ্রীক বর্ণমালার রূপভেদ মাত্র, যেমন বাঙ্গালা ও দেবনাগরী। ফিনীশিয়ানদের কাছে গ্রীকেরা লিপিবত্তা শেখে এবং গ্রীকদের কাছ থেকে রোমানেরা। এই রোমান লিপিতে আগে ২৩টি অক্ষর ছিল\* এবং কেবল লাতিন ভাষার ধ্বনি (sound) জানাইবার উপযোগী ছিল মাত্র। লাতিনে মোটে ১৭টি ব্যঞ্জনধ্বনি ও ৬টি স্বরধ্বনি ছিল। গ্রীকে স্তোটিকতক বেশী ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। এই অল্প সংখ্যক অক্ষর যুক্ত লাতিন বা রোমান বর্ণমালাদ্বারা সকল ভাষার ধ্বনি জানান সম্ভব নয়, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষাগুলির। লাতিনে ও গ্রীকে তালব্য ধ্বনি নাই, তাই ভারতীয় নামে ‘চ’ বা ‘জ’ থাকিলে গ্রীক ও লাতিন লেখকেরা s বা ti (ত্য) এবং z বা di (জ) দ্বারা ঐ ছই ধ্বনি নির্দেশ করিতেন। যেমন চন্দ্রগুপ্ত=Sandrakoptos, চটন=Tiastenes ও উজ্জয়িনী (উজ্জেনী)=Ozone, ধমুন (জমুনা)=Diamouna। লাতিনভাষা ভাঙ্গিয়া যখন ফরাসী, ইটালীয় প্রভৃতি ‘রোমান্স্‌’ ভাষাগুলির উদ্ভব হইল, তখন সেই ভাষাগুলিতে তালব্য ধ্বনি নুতন করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া পড়িল; তখন নুতন কোন অক্ষর উদ্ভাবন না করিয়া পুরাতন রোমান অক্ষরের দ্বারাই নানা উপায়ে এই সকল ধ্বনি জানাইবার চেষ্টা হইল, যেমন ইটালীয়ান্‌ ভাষায়, oia, cio, ciu, ca, ci=চ; gia, gio, giu, go, gi=জ; soia, scio, ইত্যাদি=শ; পুরাণ ফরাসীতে chতে ‘চ’, jতে ‘জ’ ও sch, sh=শ; এবং পুরাণ ফরাসীরা বানানের অন্তরঙ্গ করিয়া ইংরেজীতেও ch, j, shতে চ, জ, শ। রোমান অক্ষর ব্যবহার করে, এমন অস্ত্রান্ত ইউরোপীয় ভাষায় এখন নানা জটিল উপায়ে এই ধ্বনিগুলি জানান হইয়া

\* A (=অ), B, C (=ক), D, E, F, G, H, I (=ই, ঈ), K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V (=উ, ঙ্গ,) X, Y, Z.

থাকে। যেমন জার্মানে tsch, dsch, sch; ওলন্দাজে tj, dj, sh; পোলাণ্ডের ভাষায় cz, gz, sz; মাক্যার বা হঙ্গেরী দেশের ভাষায় cs, ds, s; নরওয়ের ভাষায় kj, gj, skj। এই সকল বন্ধটি হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টায় সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভিন্ন বর্ণমালার ভাষার বহি বা কথ্য রোমান অক্ষরে অনূদিত হইলে o = চ, j = জ, s' = শ, s = ষ—এইরূপ সরল উপায়ে উক্ত বর্ণগুলি জানান হয়। যে সকল ধ্বনির উপযুক্ত বর্ণ লাতিন বর্ণমালার মিলে না, সেগুলি ফুট্‌কি-দেওয়া বা অপর কোনও বিশেষ চিহ্ন-দেওয়া হরফের দ্বারা জানান হয়। এইরূপে একটি বিস্তারিত রোমান বর্ণমালার সাহায্যে সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি, নাগরী ও আরবী লিপিতে যেমনটি লিখিত হয়, ঠিক তেমনটি লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া গড়া একটি রোমান বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়, এ কথা বলিতে হইবে।

আবার সাধারণ সাধারণ স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি (sound) জানাইবার জন্ত, রোমান অক্ষর ব্যবহার করে, এমন দুইটি ইউরোপীয় ভাষায় মিল নাই। k, l, p, q প্রভৃতি তিন চারটি বর্ণ ছাড়া আর বর্ণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় একটু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, কোথাও বা একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারিত হয়। ভাষাতত্ত্বের শাখা উচ্চারণতত্ত্ব (Phonetics) নামক নবীন বিজ্ঞান পক্ষে, মানব-ভাষার সমস্ত প্রচলিত ও সম্ভাব্য স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি যথাযথ নির্দেশ করে, এমন একটি মান বা sound-value যুক্ত অক্ষরমালার সাহায্যে ভিন্ন একটুকুও চলা অসম্ভব। যেমন ইংরেজী Henryর উচ্চারণ ‘হেন্‌রি’, ফরাসীতে কিন্তু Henriর উচ্চারণ ‘আঁরি’; রোমান অক্ষরে দুইটিই লেখা হইয়াছে, কিন্তু উচ্চারণে কত তফাৎ। উচ্চারণতত্ত্বের অনুযায়ী বানান রোমান অক্ষরে করিতে হইলে ইংরেজী Henry = [hen-ri], ফরাসী Henri = [ãri]। Siege—ইংরেজীতে [siidʒ] (সীজ্—dʒ = ইংরেজী জ), কিন্তু জার্মানে [zi-gə] (জী-গ্য—উণ্টা o = her এর er মত ধ্বনি); man—ইংরাজীতে [man] (মান, -æ = অ্যা), জার্মানে [man] (মান), ফরাসীতে [mã] (মঁ)। উচ্চারণ ঠিক জানাইতে গেলে দেখা যায় যে, প্রচলিত রোমান অক্ষর একটু আধটু বদলাইয়া বাড়াইয়া না লইলে চলে না; কারণ, ইউরোপে এক অক্ষরের হরেক ধ্বনি বা উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে। এই জন্ত একটি Phonetic Alphabet অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই Phonetic Alphabet তৈরী করার মূলমন্ত্র হইতেছে one symbol, one sound: একটি অক্ষরে মাত্র একটি ধ্বনি, d-o = ডু, s-o = সো, এরূপ চলিবে না; (মেনেজার = ম্যানেজার, ইহাও এই নিয়মে unphonetic বানান); s+h তে ‘শ’ বা o+h তে ‘চ’—এইরূপ দুই অক্ষর জুড়িয়া এক ধ্বনি—তাহাও চলিবে না। এইরূপ Phonetic Alphabet উদ্ভাবন ও প্রচলনের জন্ত ইউরোপে অনেকে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিছু কাল হইল, পারিসের ‘আসোসিআসিঅঁ ফনেতিক্‌ অ্যাসোসিয়াসিওনাল্’ (Association Phonétique Internationale\*) নামক সমিতি ইউরোপের ও অন্তর্দেশের ভাষার উচ্চারণ ঠিক ধরিবার জন্ত রোমান বর্ণমালার অক্ষর লইয়া ও তাহার দরে নূতন অক্ষর উদ্ভব করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালী-

\* Phonetic বানানে ইহা এইরূপ লিখিত হইবে—asosiasio fnetik xentarnasional।



সম্ভব এক বর্ণমালার প্রচার করিতেছেন। তাহার দ্বারা পৃথিবীর যে কোনও ভাষার শব্দের কথিত ( বা লিখিত ) রূপ সেই ভাষার নিজের বর্ণমালার চাইতেও সুন্দররূপে ধরিতে পারা যায়। ইউরোপে Phonetics সম্বন্ধে ও কোনও ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল বই আজকাল লেখা হইতেছে, সেগুলিতে সাধারণতঃ এই বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়।

বাঙ্গালা নাম আজকাল যখন ইংরেজী অক্ষরে লেখে, তখন দেখা যায় যে, ইংরেজী ভাষার চলিত উচ্চারণ ও বানানের রীতি ধরিয়া লেখে না। কিন্তু কিছু পূর্বের ইংরেজী বইয়ে ও পুরাতন ইংরেজী কাগজপত্রে এ দেশী নামের যে ইংরেজী বানান পাওয়া যায়, তাহা এখন আমাদের চোখে বড়ই অদ্ভুত লাগে। Bridgenarran, Colly Kishto, Tutto-bodheeney, Nana Furnvese, Hurrish, Chytun, Awlley Cawn, Sooraj Dowla প্রভৃতি বানানে 'ব্রজনারায়ণ, কালীকৃষ্ণ, তত্ত্ববোধিনী, নানা ফডনবীস, হরিশ, চৈতন্ত, আলী খাঁ, সিরাজুদ্দৌল' ইত্যাদি দেশী নাম পুরাতন ইংরেজী বই ও কাগজে পাওয়া যায়। Dacca, Burdwan, Chittagong, Cawnpore, Tagore, Law, Dawn প্রভৃতি বানান এ যুগের চিহ্নবশেষ। আগেকার কালে ইংরেজ যখন নিজ অক্ষরে বিদেশী নাম লিখিতেন, তখন নিজের ভাষায় সেই অক্ষরের যেকোন প্রয়োগ হইত ও নিজের কানে বিদেশী কথা যেমন শুনাইত, এবং নিজে যতটা তাহার ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিতেন, সেই অনুসারে চলিতেন। সেইরূপ ফরাসী ও পোর্টুগীসও এ বিষয়ে নিজ নিজ ভাষার রীতি অবলম্বন করিতেন। কিন্তু আজকাল ভাষাতত্ত্বের ও উচ্চারণতত্ত্বের চর্চার ফলে, কোনও বিদেশীয় নাম বা শব্দ যখনও ইউরোপীয় কোনও বইতে আসিয়া পড়ে, তখন ইংরেজী বা ফরাসী বা জার্মান বা অন্য কোনও ভাষা অনুযায়ী বানানে লিখিত হয় না, প্রায়ই একটি মোটামুটি চলিত মান বা Standard ধরিয়া চলা যায় এবং সেই Standardটি বেশীর ভাগ বইয়ে এই—Vowels as in Italian, consonants as in English, অর্থাৎ a, e, i, o, u এর ইটালীয় উচ্চারণ, ( আ, এ, ই, ও, উ ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মোটামুটি ইংরেজী উচ্চারণ—এই অনুসারেই চলা হয়।

আলোচ্য বইখানি খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪ সালে বা তাহার কিছু পরে লিসবনে ছাপা, পোর্টুগীস পাত্রীর লেখা। সে কালে কোথাও বাঙ্গালা ছাপার হরফ তৈরী হয় নাই, বাঙ্গালী বই ছাপাইতে গেলে রোমান অক্ষরের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। রোমান কাণলিক পাত্রীর কাছে হয় ত ইহা খুব সুখেরই কথা ছিল; কারণ, ইহার কিছু পূর্বে গোয়ার গোঁড়া খ্রীষ্টান শাসনকর্তারা দেশী বর্ণমালার প্রচলন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, এমন কি, দেশী ভাষা উঠাইয়া দিয়া তাহার জায়গায় পোর্টুগীস চালাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। যাহা হোক, তখন ইউরোপে ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই, উচ্চারণতত্ত্বের কথা দূরে থাক; Phonetic Alphabetএর কথা কেহ ধারণাও করিতে পারিত না। পাত্রী মান্নএল-দা-আসমুসাউ পোর্টুগীস ভাষার প্রচলিত বানান অনুসারে, বাঙ্গালা শব্দ তাহার কানে যেমন লাগিত, সেই রকম লিখিয়া গিয়াছেন।

তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে, যে কেহ রোমান অক্ষরে লেখা বই, অর্থাৎ পোর্টুগীস বই পড়িতে পারে, ( সে কালে ইংরেজী বা ফরাসীর কোনও প্রভাব এ দেশে ছিল না ) সে এই বইও পড়িতে পারিবে। কোনও বাঙ্গালী এই বাঙ্গালা বই আন্দাজে আন্দাজে পড়িয়া যাইতে পারেন; বানানের রীতির সঙ্গে পরিচয়ের অভাব তাহার ভাষাজ্ঞান দ্বারা কতকটা দূর হইবে বটে, কিন্তু পোর্টুগীস বানানের রীতি জানা থাকিলে রোমান অক্ষরে লেখা এই বাঙ্গালা বই পড়িয়া একটি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ে আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। এই বই যদি বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইত, তাহা হইলে সেই বিষয়টিতে ইহা আমাদের তেমন কাজে আসিত না। বিষয়টি হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব ( Phonetics )।

বাঙ্গালা ভাষার ‘ব্যাকরণ’, অর্থাৎ ইহার বিভক্তি প্রত্যয় প্রভৃতি প্রাচীন যুগে কি ছিল, তাহা প্রাচীন বাঙ্গালী সাহিত্য পড়িয়া জানা যায়। কেমন করিয়া বৈদিক স্মৃতিও প্রাকৃতিক বিকৃত ও বহু স্থানে লুপ্ত হইয়া পড়িল এবং কেমন করিয়া আধুনিক ভাষাগুলিতে নূতন নূতন বিভক্তি আদি উদ্ভাবিত হইল, সে কথা বৈদিক ও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ও পুরাতন যুগের বাঙ্গালা, হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি চর্চা করিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভাষার উচ্চারণ তাহার ব্যাকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ। মুখে মুখে ঠিক যেমনটি উচ্চারিত হয়, সেইটিই হইতেছে জীবন্ত, প্রাণযুক্ত শব্দ, এবং উহার লিখিত ‘স্বধ্ব’ বা ‘শুদ্ধ’ রূপ উহার প্রাণহীন প্রতিকৃতি মাত্র। অন্ততঃ যে সকল ভাষা ধ্বনিযাজ্ঞক বর্ণমালার সাহায্যে লেখা হয়, সেইগুলির সম্বন্ধে এ কথা খাটে; চীনা, প্রাচীন মিসরীয় প্রভৃতি ভাষা, যেগুলি বস্তুচিত্র ( pictogram ) বা ভাবচিত্র ( ideogram ) দ্বারা মুখ্যতঃ লিখিত হয়, সেগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে না খাটিতে পারে। উচ্চারণের ভেদ বা স্বাভাবিক পরিবর্তনকে উচ্চারণ-শাস্ত্র সম্বন্ধে উদাসীন পণ্ডিতেরা হয় ত উচ্চারণের ‘বিকৃতি’ বলিবেন; কিন্তু এই ‘বিকৃতি’ই ভাষার ব্যাকরণ বদলিয়া দেয়। উচ্চারণের উপরই ভাষার ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত উচ্চারণের সঙ্গে সংস্কৃত সন্ধি পৃথ্যায় জড়িত। তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Philology) চর্চা করিলে দেখা যায় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক জটিল বিষয়, আদি আৰ্য্য-মাতৃভাষার অতি প্রাচীন অবস্থার উচ্চারণের আলোচনা করিলে স্পষ্ট হইয়া যায়। বৈদিক যুগের চলিত কথা-বার্তার ভাষার উচ্চারণের পরিবর্তনেই প্রাকৃতের উদ্ভব। উচ্চারণের বৈষম্যের জন্ত পূর্ক, দক্ষিণ ও পশ্চিম-বাঙ্গালার কথিত ভাষার ব্যাকরণ পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে ও আরও পড়িতেছে। এই কারণে যাহারা বাঙ্গালা বা অপর কোনও ভাষার ব্যাকরণ অল্প-শীলন করেন, তাহাদের পক্ষে সেই ভাষার প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত তাহার উচ্চারণ-প্রণালীর, তাহার historical phonetics বা phonologyর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন অবস্থায় কি কি ধ্বনি ( sound ) ছিল, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই; অন্ততঃ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না। সংস্কৃতের বা বৈদিক ভাষার

উচ্চারণ কি ছিল, নানা উপায়ে সে বিষয়ে একটা মোটামুটি স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছ'একটি খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের সন্দেহ একেবারে দূর হয় নাই। পাণিনির সময়ে সংস্কৃত 'অ'-এর উচ্চারণ 'কণ্ঠ্য' বা 'বিবৃত' উচ্চারণ ছিল—অর্থাৎ আদিম যুগের ভাষায় 'অ' ইংরাজী 'father'-এর 'আ'-এর মত ছিল, তবে এই হ্রস্ব ঋ দীর্ঘ 'আ'-কারের চাইতে একটু মৃদু উচ্চারিত হইত। পরে 'সংবৃত' উচ্চারণ ভাষায় দাঁড়াইয়া যায়, এই 'সংবৃত' উচ্চারণ ইংরেজী 'hub', 'her', 'china' প্রভৃতি পদের u, e, er মত; এই উচ্চারণ এখনও হিন্দী, পঞ্জাবী, মরাঠী ও ড্রাবিড়-ভাষাগুলিতে আছে। কিন্তু বাঙ্গালায় 'অ'-এর চলিত উচ্চারণ 'hot'-এর or মত,—আবার অনেক স্থলে, বিশেষতঃ সমতটে (দক্ষিণবঙ্গে), একেবারে ও-কারের মত। কত দিন হইল, বাঙ্গালায় এই উচ্চারণ আসিয়াছে? বাঙ্গালায় সংস্কৃত অন্তঃস্থ 'ব'-এর লোপ পাইয়াছে; 'অ'-কারের এই ও-ঘোষা উচ্চারণের সঙ্গে অকারান্ত অন্তঃস্থ 'ব'-এর অন্তর্ধানের কোনও সম্বন্ধ আছে কি? এবং বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ 'ব'-এর লোপ কত দিন হইতে হইয়াছে? 'এ'-কারের (=e), অ্যা (=æ) বা অ্যা-কার ঘোষা উচ্চারণই বা কত দিন হইল আসিয়াছে? 'র'-ফলার পূর্বে 'শ'-এর দস্ত্য উচ্চারণ (=s) কত দিনের? বাঙ্গালা উচ্চারণ-পর্যায়ে এইরূপ শত শত প্রশ্নের সমাধান হয় নাই, এবং এই সকল বিষয়ের মধ্যেই বাঙ্গালা ব্যাকরণের যাহা কিছু গোলমালে বিষয় সবটাই নিহিত আছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ণ, বাঙ্গালীর পক্ষে ঐ বই ও উইঁার বাঙ্গালা শব্দকোষ গৌরবের বস্তু। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ লিখিতে গেলে এ বিষয়ে যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হইবে। আজকাল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে,—ভাষা দখলের জন্ত নয়, ভাষার ইতিহাসের জ্ঞানের জন্ত—ইউরোপে ও আমেরিকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় যে সকল ব্যাকরণ লেখা হইতেছে, সেগুলিতে দেখা যায় যে, Morphology বা শব্দ ও ধাতুরূপ প্রভৃতি লইয়া যতটা আলোচনা করা হয়, Phonology বা সেই ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস এবং সেই কারণে তাহার ব্যাকরণের পরিবর্তন লইয়া তাহার চাইতে কম আলোচনা হয় না। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, উচ্চারণ-তত্ত্ব লইয়াই বেশী মাথা ঘামান হইয়াছে; ১০০ পাতার একখানি বইয়ে হয় ত ২৫০ পাতা Phonology লইয়া, বাকীটুকু Morphology ও Syntax লইয়া। কারণ, ভাষায় ব্যাকরণের ও পদবিভক্তির সমস্ত গুণ রহস্ত তাহার উচ্চারণের ইতিহাসের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

বিষয়টি বিশেষ জটিল ও দুর্বল, এবং ইহার যথাযোগ্য আলোচনা ও সমাধান শিক্ষা ও পরিভ্রমসাপেক্ষ। ঠিক মত ধরিতে গেলে আমাদের দেশে ত একটি ভাষা নয়,—রাঢ়, বাগড়ী, বরেন্দ্র, বঙ্গ, চট্টল, সকল স্থানেরই চলিত ভাষা স্ব স্ব প্রধান, উচ্চারণে, ব্যাকরণে স্ব স্ব মতাবলম্বী; ভিন্ন অক্ষরে লেখা হইলে হয় ত ওড়িয়া, মৈথিল, ভোজপুরিয়া, অসমিয়ার মত ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন ভাষা হইয়া দাঁড়াইত। বাঙ্গালা সাধুভাষার অপভ্রংশে বাঙ্গালা দেশের প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি হয় নাই, বরঞ্চ বাঙ্গালা সাধুভাষার অর্থাৎ আধুনিক গদ্য সাহিত্যের ভাষারই উদ্ভব ইহাদের হইতে। বাঙ্গালা দেশের ভাষার ইতিহাস চর্চা করিতে হইলে এই প্রাদেশিক

ভাষাগুলির ব্যাকরণ আলোচনা করা যত আবশ্যক, ইহাদের উচ্চারণ-রীতিরও আলোচনা সেইরূপ আবশ্যক। বাঙ্গালা উচ্চারণ বদলাইয়াছে, এখনও আমাদের চোখের সামনে আরও বদলাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে এই পরিবর্তন ধরিবার উপায় নাই। বাঙ্গালা অক্ষরগুলি প্রাচীন কালে বাঙ্গালা ভাষার কি কি ধ্বনি জানাইত এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন যুগে সেই সকল ধ্বনি কতটাই বা পরিবর্তিত হইয়া পড়ে, তাহা ভাল করিয়া জানিবার ও বুঝিবার পথ নাই। বৈদিক ও সংস্কৃতের বানান উচ্চারণ অমুখ্যায়ী ছিল, এবং ‘প্রাকৃত’ ও ‘অপভ্রংশ’ সম্বন্ধে সে কথা অনেকটা খাটে। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষা বানান বিষয়ে যেন নিরক্ষণ; এ বিষয়ে মৈথিল, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা বরাবর বাঙ্গালার চেয়ে সংযত। বৈদিক ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া, মাগধী অপভ্রংশ পর্য্যন্ত কোন একটি পদ কেমন করিয়া রূপ বদলাইয়া আসিতেছে, তাহা বেশ ধরিতে পারা যায়; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সেই পদটির ‘খাঁটা বাঙ্গালী ভাবে’ যে গতি চলিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সেই পদটির ইতিহাস পর্যালোচনা আবশ্যক। যেমন ‘লক্ষ্মী’ এই পদটি; প্রাকৃত হইয়া বাইবার পূর্ব অবস্থায় ইহার উচ্চারণ ছিল ‘ল-কৃষ্মী’; মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ধৃত ভাষাগুলির মধ্যে এক আধুনিক বাঙ্গালার ‘লোকৃষি’, এইরূপ ‘ম’কারহীন রূপ পাই; অসমিয়াতে ‘লখিমী’, মৈথিলে ‘লখিমী’, ওড়িয়াতেও মকার আছে। বাঙ্গালার এই ‘ম’ লোপ কত দিন হইল হইয়াছে? পুরাতন বাঙ্গালা বইয়ে ‘লখিন্দর’, ‘লখাই’ নাম দেখিয়া বুঝা যায় যে, পুথি লেখার কালে আঞ্জ-কালের মত ‘ম’-লুপ্ত উচ্চারণই ছিল। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালার কোন্ সময়ে অসমীয়ার ও মৈথিলের মত এই ‘ম’ চলিত ছিল? ইহার উত্তর বাঙ্গালার পুরাতন পুথিতে পাওয়া বাইতে পারে। কিন্তু বাইরের কাহারও সাক্ষ্য এ বিষয়ে বড়ই কাজ দিবে, সকল সন্দেহ দূর করিবে। ফারসী বইয়ে এই প্রাচীন যুগের ছই চারিটি নাম লেখার ধরণ হইতে এই সাক্ষ্য আমরা পাইতে পারি। ‘তবকৎ-ই-নাসিরী’র মত প্রাচীন ফারসী ইতিহাসে যখন راى لخمى, ‘রায় লখ্মনিরহ্’ এইরূপ বানানে লাক্ষণের সেনের নাম পাই, তখন আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় তেরের শতে বাঙ্গালা ভাষায় ‘ক্ষ’-এর ‘ম’ একেবারে লোপ পায় নাই। আবার لخمى লখনবতী—বানান দেখিয়া বোঝা যায় যে, ‘ম’ এই যুগে সব জায়গায় উচ্চারিত হইত না; ইহার লোপ এই যুগে আরম্ভ হইয়াছিল, ধরিয়া লইতে পারা যায়। আবার এই لخمى লখনবতী لخمى দেবকেটি لخمى নুও

\* এরূপ যুক্ত বর্ষে বাঙ্গালার ‘ম’ লোপ পায় এবং অনেক স্থলে অমুনাসিক হইয়া যায়। প্রাকৃতে ‘ম’ লোপ পায় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বিপ্রকর্ণণ হয়; যেমন অ—অরণ=সরণ, হমরণ। বাঙ্গালার লোপই স্বাভাবিক, তবে সাধারণতঃ নূতন করিয়া আমদানী পণ্ডিতী শব্দের প্রভাবের ফলে চম্ভবিলু করিয়াই পড়া হয়। পদ্ম=‘পদ্মা’; হুম্ম=হুম্ম, আধুনিক ‘গুর্খ’। প্রাকৃত উচ্চারণের সঙ্গে পণ্ডিতী বানানের একটা আপোষ হইয়াছে। ভাষার ইতিহাসের পক্ষে এই আপোষটুকুরও বিচার আবশ্যক।

নবদীঅহ্, نودىء ( সাহেবেরা আধুনিক ফারসী উচ্চারণ ধরিয়া লেখেন Nûddiah অর্থাৎ 'নুদীঅহ্') প্রভৃতি বানানে জানা যায় যে, তখন বাঙ্গালা দেশ হইতে অন্তঃস্থ ব নিক্রাসিত হয় নাই, এখন যাহা 'লখনাবতী' বা 'লখনাবতী', 'দেবকোট' ও 'নদীয়া' উচ্চারিত হয়, তখন সেগুলির উচ্চারণে মুসলমান বিজ্ঞেতাদের কানে ব-এর ধ্বনি আসিত, তাই তাঁহারা ফারসী, (=w, v) অক্ষর দিয়া লিখিয়াছেন।\*

এইরূপ দুই চারিটি কথা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এ দেশী শব্দের ফারসী বানান পুরাণ উচ্চারণ ধরিবার জন্ত কতকটা সাহায্য করে। এই রকম বিষয়ে যেখানে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা বইয়ের সাহায্যে মীমাংসা হওয়া শক্ত, সেখানে যদি বিদেশী বর্ণমালায় সাহায্য পাই, তবে বড় কাজের হয়। ভিন্ন ধরণে তৈরী ফারসী কি আর কোন বিদেশী বর্ণমালায় অক্ষরে, বাঙ্গালা শব্দের তখনকার চলিত উচ্চারণ ধরিয়া লেখা রূপ যদি পাই, তাহা হইলে এ সকল সন্দেহের অনেকটা খণ্ডন হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আবার সেই কালে সেই বিদেশী ভাষার অক্ষরগুলির কি ধ্বনি (sound) ছিল, তাহা জানা দরকার। ইরান দেশের ফারসীতে আজ-কাল 'এ' 'ও', অর্থাৎ বাহাকে 'মজহুল' উচ্চারণ বলে, তাহা অপ্রচল হইয়া আসিতেছে; তাহার স্থানে 'জ' 'উ' ('ম'ক্কফ্' উচ্চারণ) চলে; 'আ' সাধারণতঃ 'আও', 'আউ' বা 'উ'রূপে উচ্চারিত হয়; ব (w) সর্কজ v হইয়া গিয়াছে। ফারসী চার পাঁচ শ' বছর আগে কেমন করিয়া পড়া হইত, সে দিকে নজর না রাখিয়া বাঙ্গালা কথার ফারসী রূপ আলোচনা করিলে কোনও ফল হইবে না। মুন্শী শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম মহাশয় যে সকল আরবী (ফারসী) অক্ষরে লেখা বাঙ্গালা পুথির কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি যদি খুব পুরাতন হয়, তাহা হইলে সেগুলি বড়ই উপকারে লাগিবে। কিন্তু আরবী লিপির অসম্পূর্ণতা অনেক, ইহাতে স্বরবর্ণ ভাল করিয়া জানাইবার বন্দোবস্ত নাই, অনেক সময়ে স্বরবর্ণের রেওয়াজ থাকেই না, আন্দাজে আন্দাজে বুঝিতে হয়। এ বিষয়ে রোমান অক্ষরগুলি জগতে সর্কশ্রেষ্ঠ; আমাদের দেশী বর্ণমালায় চাইতেও; কারণ, রোমান লিপিতে শব্দের প্রাণ স্বরবর্ণগুলি স্পষ্ট ও পৃথক্ করিয়া লেখা হয়, ব্যঞ্জনবর্ণের পায়ের তলায়, পাশে, মাথায়, গায়ে লুকাইয়া থাকে না। এখন, রোমান অক্ষর ব্যবহার করেন, এমন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও ব্যবসায়ী মার্কো পোলোর সময় হইতে এ দেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এশিয়ার ও অন্তান্ত মহাদেশের যেখানে যেখানে তাঁহাদের গতিবিধি হইত, তাঁহারা সেখানকার সম্বন্ধে বই লিখিয়া, নক্সা আঁকিয়া

\* এই সবকিছু শ্রীযুক্ত রাণালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। মুসলমান যুগের বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার ব্যাপ্ত থাকার দরম ইহাঁকে পুরাণ কার্দী পুথি দেখিতে হইতেছে। কার্দী বইয়ে যে সকল এ দেশী নাম পাওয়া যায়, সেগুলির বর্ধা আদিম কার্দী রূপ আমরা পাই কি না, সে বিষয়ে রাখাল বাবু বিশেষ সন্নিহান। পুরাণ কার্দী 'তোষ্-রা' ছাঁদে লিখিত হইত, বিশেষতঃ নামগুলি; এবং পুথি নকল করিবার সময় নকলনবীসেরা অনেক সময়ে বিপর্যয় ঘটাইয়া বসিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়টি ধরিলেও, অল্পকাল যে সাহায্য কার্দী বই হইতে পাওয়া বাইতে পারে, তাহা আমাদের উপেক্ষণীয় নহে।

নিজদেশের দেশের লোকের জ্ঞান বাড়াইতে চেষ্টা করিতেন। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বইয়ে এবং খ্রীষ্টীয় সতেরর শতে ভারতবর্ষের যে কতকগুলি ম্যাপ্ ইটালী ও হলাণ্ডে ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে এ দেশী নাম যাহা পাওয়া যায়, তাহাও আমাদের কাজে আসিবে।” রোমান অক্ষরে লেখা প্রাচীন বাঙ্গালার কোনও বই যদি আমরা পাই এবং সেই বইয়ে যদি বাঙ্গালা উচ্চারণের—বাঙ্গালা বানানের নয়,—একটা মোটামুটি অনুকরণের চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়।

‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ বইখানি ঠিক এই প্রকারের; তবে ইহা খুব বেশী পুরাতন নয়। খ্রীষ্টীয় ১৭৩১ সাল, এখন হইতে ১৮২ এক শ’ বিরাশী বছর, মোটামুটি ইহাকে শ’ দুই বছরের আগের সময়ের ভাষার নমুনা হিসাবে ধরিতে পারা যায়। বইখানির মুখপত্র নাই; পোর্টুগীস ভাষায় একটি ছোট ভূমিকা আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ভাওয়ালে (Ba-[va]) লেখা হইয়াছিল। ভাওয়ালের কাছে ‘নাগরী’+ বলিয়া একটি জায়গার বিষয় উল্লেখ আছে। সুশীল বাবু বইয়ের যে অংশটুকু পত্রিকায় তুলিয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কথা পাওয়া যাইবে। বইখানিতে পোর্টুগীস ভাষায় রচিত একটি গুরু-শিষ্যের আলাপ অর্থাৎ খ্রীষ্টানধর্ম ও অমুষ্ঠানবিষয়ক প্রশ্নোত্তরমালা ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ আছে। অনুবাদক পাদ্রী আসমুন্সমাউ’ ঢাকা অঞ্চলের চলিত ভাষা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার ভাষা পূর্ব-বঙ্গে ছই শ’ বৎসর পূর্বে চলিত ভাষার সুন্দর নিদর্শন। উচ্চারণে, ব্যাকরণে, কথার ঢঙে এ ভাষা একেবারে পূর্ববঙ্গের, এবং বইখানি বাঙ্গালা উচ্চারণের আলোচনার পক্ষে সহায়ক বলিয়া অমূল্য।

বাঙ্গালা কথাগুলি পোর্টুগীস রীতি অনুসারে লেখা হইয়াছে। পোর্টুগীস উচ্চারণ ও বানানের নিয়ম ইংরেজী হইতে অনেকটা আলাদা; সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। পোর্টুগালের রাজধানী লিসবনের আধুনিক উচ্চারণ পাইয়াছি; ছ শ’ বছর আগেকার উচ্চারণটি সব জায়গায় ঠিক কেমন ছিল, জানিতে পারি নাই, তবে একটু আধটু তফাৎ হইলেও মূলে আজকালকার মতই ছিল, ধরিয়া লইতে পারা যায়। এই ছ শ’ বছরে উচ্চারণ বিষয়ে এক

\* গ্রীকদের যুগে যখন ভারতীয় নাম গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকেরা লিখিতেন, তখনকার সেই বিদেশী রূপ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ভারতে তখন চ-বর্গীয় বর্ণগুলির ছই রকম উচ্চারণ ছিল। এ বিষয়ে কতকগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণকার যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় নামের গ্রীক বানানে সে কথা কতকটা সমর্থিত হয়। গ্রীসার্ন সাহেবের প্রবন্ধ The Pronunciation of the Prakrit Palatals, JRAS, ১৭১৩, ৩৯ পৃষ্ঠা ও খ্রীষ্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ লিখিত প্রবন্ধ—“চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ”—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২০, তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

+ এই ‘নাগরী’ সম্বন্ধে কলিকাতা, ধর্মতলা ষ্ট্রিটের রোমান কাথলিক গির্জার পাদ্রী ওয়াটন্ সাহেব (the Rev. Father L. Wauters, S. J.) আমাদের বলিয়াছেন যে, নাগরী ভাওয়ালের ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি জায়গা, সেখানে একটি পুরাতন গির্জা আছে ও এ স্থান এ দেশে কাথলিক খ্রীষ্টানদের একটি পুরাতন কেন্দ্র ছিল।

ইংরেজী ও ফরাসীর বা কিছু বিশেষ পরিবর্তন ঘটয়াছে, ইউরোপের অল্প ভাষাগুলি এ বিষয়ে বেশ রক্ষণশীল।

১। a, e, i, o, u—accent বা ঝাঁক দিয়া উচ্চারিত হইলে, যথাক্রমে=আ, এ, ই, ও, উ।

২। a, e, o—মূহ উচ্চারিত হইলে যথাক্রমে ‘অ্যা’ (অর্থাৎ ইংরেজী ‘her’এর ওর মত), ই, উ। যেমন *chuvā=chúva=শু-ভ্যা* (বৃষ্টি); *padre=পাদ্রি* (পাদ্রি); *vento=ভেত্ত* (বাতাস); *amamos=অ্যা-ম্যা-মুশ্* (ভালবাসি), *amamos=অ্যা-ম্যা-মুশ্* (ভালবাসিয়াছি); *desajoso=দি-জি-ঝে-ল-ত্* (ইচ্ছুক)।

৩। ai=আই; aho (পদান্তস্থিত)=আই; ei=এই; eu=এউ; ou=ওউ, উ; oi=ওই; ao (পদান্তস্থিত)=আউ : pao=পাঁউ (কুটী)।

৪। ca, co, ou=কা, কো, কু; ce, ci=সে, সি (s); ç=স (s)।

৫। ch=শ, য (লিসবনের ভাষায়)। প্রাচীন উচ্চারণ ছিল ‘চ’, এই উচ্চারণ উত্তর-পোর্টুগালের ট্রাস-ওস-মন্টিশ্ (Tras-os-montes) প্রদেশে এখনও প্রচল আছে। ২০০ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ যখন ‘কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ লেখা হইয়াছিল, তখন ‘চ’ ছিল, কি ‘শ’ হইয়া গিয়াছিল, জানিতে পারি নাই; তবে বালালা ‘চ’ জানাইবার জন্য chএর যেমন প্রয়োগ দেখা যায়, সও তেমন পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে তালব্য ও দন্ত্য উচ্চারণ দুইই বোধ হয় তখন চলিত ছিল এবং হয় ত তখনও দন্ত্য ts বা s জাতীয় উচ্চারণ তালব্য ‘চ’কে একেবারে অপ্রচলন করিতে পারে নাই। এই সময়ে chএর উচ্চারণ ‘চ’ই ছিল ধরিয়া লইতে পারা যায়।

৬। d=দ; f=ফ. (=ফারসী ف)।

৭। ga, go, gu=গ; gue, gue=গে, গি; gua, guo=গুয়া, গুয়ো।

ge, gi=ঝে, ঝি.=ফরাসী j, ইংরেজী zh বা ফারসী ج;।

৮। h প্রায় সর্বত্রই অনুচ্চারিত।

৯। j ফরাসীর মত=ঝ, sh,—z নয়। ‘কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদে’, বালালা z=z, ইংরেজীর মত jর ব্যবহার নাই।

১০। বিদেশী শব্দ ভিন্ন অল্প কয় ব্যবহার নাই।

১১। l=ল; lh=ল্যা, কতকটা llএর মত; =স্পেনীয় ll, ইটালীয় gl।

১২। m=ম, যখন পদের আগে বা দুইটি স্বরের মাঝে থাকে। পদান্তস্থিত m=ম্; bom=বোঁ (ভাল), um=উ (এক)।

১৩। n=ন; ইহার প্রয়োগ m এর মত; তবে পদান্তস্থিত n, যখন অনুনাসিক উচ্চারিত হয়, তখন ইহার রূপ ং হইয়া যায়, ও চন্দ্রবিন্দুর মত এই চিহ্ন স্বরের মাধ্যমে

বসে। ~ চিহ্নের পোটুগীস নাম ‘ভিল’ (til)। যেমন cao (=cano)=কাউ (কুকুর); Camoës (Camoens) কামোইশ্ (পোটুগালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির নাম)। pão=পাউ (অর্থে রুটি, বাঙ্গালার পাউরুটি); boião=বোতাউ=বোতাঙ, বোতাম [ ইংরেজী button ‘ব্য-টুন’ হইতে বাঙ্গালা শব্দ আসে নাই]। nh=এ, স্পেনীয় ñ, ইটালীয় ও ফরাসী gn; senhor=সেঞ্হোর (মহাশয়)।

১৪। p=প।

১৫। q=ক; qua, quo=ক্বা, ক্বো; que, qui=কে, কি।

১৬। r=র (বাঙ্গালার মত, ইংরেজীর মত ড-যেঁষা র নহে)।

১৭। s=স; ছই স্বরের মধ্যে থাকিলে জ. (z) এর মত উচ্চারিত হয়। পদান্তস্থিত ও অক্ষরের (সিলেবুলের) শেষে s ‘শ’, এবং এই অবস্থায় ঘোষবর্ণ (b, d, g) ও m এর পূর্বে থাকিলে ঙ. (zh) এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন gostos=গোশ্‌তুশ্ (স্বাদ); esta=এস্তা (আছে); pasmo=পাক্‌ম (আশ্চর্য্য); dezde=দেভ্‌দি (তৎপর)।

১৮। t=ত (ট নহে); v=ভ, ব (ওঅ); w নাই।

১৯। x=সাধারণতঃ শ; কিন্তু ঞ্, স (s), জ. (z) উচ্চারণও দেখা যায়।

২০। y বিয়ল, যেখানে মিলে, সেখানে=ই।

২১। z=জ.; কিন্তু luz=লুশ্ (আলো) cruz=ক্রুশ্।

এই বইতে রোমান অক্ষরে উপরে লেখা উচ্চারণ-মত বাঙ্গালা লেখা হইয়াছে। এখনও গোয়াতে ওই রকমের বানানে রোমান হরফে কোঙ্কণী ভাষা লেখে। এই ভাষার ইহাদের খবরের কাগজ প্রভৃতিও বাহির হয়।

বাঙ্গালা বর্ণমালার অক্ষরগুলি ‘কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদে’ এইরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে। এই বানানের নিয়ম বেশ বাঁধা-বাঁধির সঙ্গে সব জায়গায় পালিত হইয়াছে।

### স্বরবর্ণ

১। অ। .(ক) অ=প্রায় সর্বত্রই o : যেমন debota (দেবতা), proloe (প্রলয়), orth (অর্থ), xotontro (স্বতন্ত্র, ‘শতন্ত্র’), odibax (অধিবাস), poromexor (পরমেশ্বর)। ইহার কিছু কাল পূর্বে ইউরোপে প্রকাশিত বাঙ্গালার ম্যাপে—Sirote (সিরটে=শ্রীহট্ট), Sornagam (স্বর্ণগ্রাম), Cospetir (গজপতি), Gouro (গোড়), Mog-en (=মগ-দেশ) প্রভৃতি নাম দেখিয়া জানা যায় যে, বাঙ্গালা ‘অ’ ২৫০ বছর আগেও ইউরোপীয়দের কানে ‘o’র মত লাগিত। কিন্তু বাঙ্গালা ‘অ’কারের এই oর মত উচ্চারণ আরও পূর্বে ছিল; পুরাতন বাঙ্গালা পুথিতে ‘ও’কার ‘আ’কারের অদল-বদল দেখা যায়।

অ কারের ‘অ’ উচ্চারণ এ দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে এক গোয়ানীজেরই দেখিতে পাওয়া যায়, অস্ত্র কোথাও নয়। যেমন গোয়ানীজ sorop=সরপ (সর্প); chicol (চিকল, প্রাকৃতিক চিহ্নিত)=পাঁক; udoo=জল, vinob=বিনতি, patoo=পাতক।



(খ) কিন্তু ছই চার জায়গায় ‘অ’র প্রতিরূপ aও পাওয়া যায়; এরূপ উদাহরণ কিন্তু খুব বিরল; habila ( অভিশাষ ), naroo ( নরক ), zianta, zianta (জীৱন্ত), raqbia (রক্ষা), tomara (তোমরা), laxcor ( লক্ষর )।

(গ) আবার পূর্ববঙ্গস্থলত ‘অ’কার স্থানে ‘উ’কারের প্রয়োগও ছই এক স্থানে পাওয়া যায়; অকার হইতে ওকার, এবং ওকার হইতে উ। xuhor ( শুহর=শহর ); bidhuba (বিধুবা=বিধবা); puxu (=পশু); munixie ( মুনিষিয়ে=মন্ত্রষো; ‘মুনিম’ পশ্চিমবঙ্গে আছে বটে, কিন্তু এখানে এই কথাটি কলিকাতার ‘মনিষি’র রূপভেদ ); xubhaie xubhai que doea oore (সুতায় সুতাইকে দয়া করে=সবাই সবাইকে দয়া করে)। এ স্থলে পূর্ববঙ্গের ‘মুশর’, বঙ্গের অন্তর্গত ‘মোশাই, মশাই, মশার’; বুন্=বহিন, ব’ন্, বোন্ প্রভৃতি পদ তুলিত হইতে পারে। [ সংস্কৃত বক্ষঃ=চলিত বাঙ্গালা ‘বৃক্’; হলদ—হলুদ, আগণি হইতে আগুন, ছান্নী হইতে ছাউনী, গণ হইতে গুলা প্রভৃতি অনেক কথায় ‘অ’ স্থানে আধুনিক বাঙ্গালার ‘উ’ পাওয়া যায় ]। ‘ও’কার দ্রষ্টব্য।

(ঘ) ছই চার স্থলে যুক্তবর্ণের পর বাঙ্গালার যেখানে অকার উচ্চারিত হয়, তাহা নির্দেশ করা হয় নাই; orth (অর্থ), xingh (সিংহ)।

২। অ।=a; পদের অন্তে অনেক স্থলে ã; bhat ( ভাত ), capor ( কাপড় ), noiracar ( নৈরাকার, নিরাকার ), paibe (পাইবে), tarona (তাড়না), corila (করিল), doeã (দয়া), cothã (কথা), buzhiã (বুঝিলাম)। এই মাত্রা (accent) চিহ্ন দেওয়া ã লিখিবার কারণ পোটুগীস বানান (২) এর সূত্র পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে।

৩। ই, ঈ। (ক) i: booti ( =ভক্তি ), betibar ( ভেটিবার ), xidhi ( সিদ্ধি ), bari ( বাড়ী )। ছই এক জায়গায় কথার শেষে i পাওয়া যায়—deqhi (দেখি) ইত্যাদি।

(খ) e, é; খুব কম। (পোটুগীস উচ্চারণ (২) দ্রষ্টব্য)। padre ( পাদ্রি ), ebate (ইহাতে)।

(গ) tthay (ঠাই)—এই শব্দে ই=y।

৪। উ, উ। (ক) u: buzila (বুঝিলা), cruz (ক্রুশ), rup (রূপ), nirupon (নিরূপণ), du (হু)।

(খ) o (পোটুগীস উচ্চারণ (২) অনুসারে): tomi (তুমি), xori, chorl (চুরি, চোরী?), boiconte (বৈকুণ্ঠ), gopto (গুপ্ত), bhoq (ভূখ), xoibar (ভুইবার), xonia (শুনিয়া), boxto (বস্ত), xonilam (শুনিলাম), xondor (শুন্দর; কলিকাতায় ছোট ছেলেরা ‘শোল্ডার’ বলে)।

৫। ঞ। বাঙ্গালার অক্ষরটির নাম ‘রি’ হইলেও ইহার নানা উচ্চারণ আছে। ‘রূপার শাক্সের অর্থভেদে’ ঞ-স্থানে re, ri, er, ir, or, ro এবং e—এতগুলি পাওয়া যায়। পাদ্রী সাহেব যে বাঙ্গালার উচ্চারণ কানে যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনি লিখিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে

কোনও সন্দেহ নাই। crepa (কুপা), obretha (অবৃথা=বৃথা), (‘ব্রত’ বানানের মত), xrixtti (খৃষ্টি), omerto (অমৃত—কলিকাতার ‘অমের্তো’ শুনা যায়), birdho (বুদ্ধ), ghirna (ঘুর্ণা—ঘির্না হইতে ঘিরা, কলিকাতার ‘ঘেরা’), mirbica (মুক্তিকা), porthibi (পৃথিবী), prothoghie (‘প্রথক্য’—পৃথকে; ‘প্রথক্য’ ১৮০০ সালের বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা বাইবেলে আছে); tetio (তৃতীয়)। গোয়ানীসে ‘খ’র জন্ত ur, ru ব্যবহার করে; ইহা মরাঠী উচ্চারণের অম্লরূপ—curpa (কুপা), druxtti (দৃষ্টি)।

৬। ঐ=e, é; é (মাত্রা দেওয়া) ব্যবহারের কারণ পোর্টুগীস উচ্চারণ (২) দৃষ্টব্য। পোর্টুগীসে e=ঐ, এবং কতকটা ‘অ্যা’-ঘেঁষা ঐ, ঠিক ‘অ্যা’ নয়—হুইই আছে। বাঙ্গালার ‘ঐ’কারের তিন প্রকার ধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু এই বইতে কোনও পার্থক্য করিবার চেষ্টা হয় নাই। zeno (বেন), etobar (এতবার), xorirer (শরীরের), cale (কালে), ebong (এবং), ehi (এই), lengra (লেঙ্গড়া)। বীকা ‘এ’র উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত ভাবে জানিবার উপায় নাই; তবে বীকা এ ছিল; যেমন beca (বৈকা=বীকা=বীকা)। ‘খেদাইয়া’ লিখিবার জন্ত এক স্থানে cadaia লেখা হইয়াছে; এখানে বোধ হয়, বীকা ‘এ’ a দ্বারা জানান হইয়াছে।

৭। ঐ=oi : boicontte (বৈকুন্ঠে), nolracar (নৈরাকার), hoilo (হৈল, হইল)।

৮। ও। (ক)=o, ó : ghoxanio (গোক্ষানি), xonó (শোনো), golam (গোলাম), tomare (তোমারে) ইত্যাদি।

(খ)=u : ‘অ’কার দৃষ্টব্য; nuq dia cazunite (নুক [নখ] দিয়া খাজোয়াইতে) (খাওজাইতে=চুলকাইতে); xudhon (খোদন), zut (জ্যোৎ, জ্যোতি), xuag (সোহাগ), muta (মোটা)। ওকার স্থলে ‘উ’ বাঙ্গালা পুথিতেও পাওয়া যায়।

৯। ও=ou : houq (হৌক), choudo (চৌদ); ohoqui (চৌকী—এই শব্দে ও=o; হয় ত তখন ‘চৌকৌ’ বলিত)।

### ব্যঞ্জনবর্ণ

১০। ক। পদের আদিতে ও মধ্যে ‘আ’কার, ‘ও’কার, ‘উ’কারের পূর্বে থাকিলে ক=o; অন্তে থাকিলে q; que, qui=কে, কি। k নাই। এক Christ, Christiaó (ক্রিস্তাও, ক্রিস্তান) শব্দে ‘ক’এর স্থানে oh এর ব্যবহার; এটি লাতিন বানানের অম্লরূপে। orepa (কুপা), coina (কনা, কন্না), xocol (সকল), tthaour (ঠাকুর), cotha (কথা); houq (হৌক), eq (এক), noroq (নরক), thaonq (থাকুক); queno (কেন), thaquia (থাকিয়া)। ohonqhar (অহঙ্কার); buq (বুক), কিন্তু buqhe (বুকে); হুই এক স্থলে এইরূপ ক=qhও দেখা যায়; ‘বৃথ’ উচ্চারণ হইত কি? অর্থাৎ বকঃ (বক্‌যস্) শব্দের প্রাকৃত রূপ (বক্‌থ) তখন পুরাপুরি বাঙ্গা। (বুক) হইয়া যায় নাই কি? ‘ক’ স্থানে ‘গ’ এই এক জারগার

মিলে ; pag-porox (পাগ পরশ = পাকস্পর্শ) । পূর্ববঙ্গের 'হগল' (সকল), ও বাঙ্গালা 'কাগ', 'বগ' তুলনীয় ।

১১। খ = qh : zoqhou (যখন), qhoda (খোদা), qhaibar (খাইবার), xeqhane (সেখানে) । হুই এক স্থানে c, q : ooraq (খোরাক), calax (খালাস), cadaia (খেনাইয়া), cazuaita (খাজোয়াইতে, খাওজাইতে), racoal, raqoal, আবার raqhoal, rahoal (রাখোয়াল, রাখাল শব্দের পুরাণ রূপ) ; rahoal বানান পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালায় হুই শব্দের মধ্যস্থিত 'ক' বা 'খ' এর 'হ' এর মত উচ্চারণের অমুসারে ।

১২। গ = g, কথার আগে ; gu—'এ'কার ও 'ই'কারের আগে, এবং কদাচিত্ gh । guru (গুরু), golam (গোলাম), onugroho (অনুগ্রহ), goroz (গরজ) ; guelen (গেলেন), amardiguere (আমারদিগেরে), xorgue (বর্গে), xongue (সঙ্গে) ; aghe (আগে), ghoxanio (গোশাঞি) ।

১৩। ঘ = gh ; কচিত্ g ; ghuchauq (ঘুচাউক), ghirna (ঘুনা), ghor (ঘর) ; gori (ঘড়ি) ।

১৪। ঙ = ng ; (ঙ = ঙ) ; ngh ; ngu ; xingh (সিংহ), angul (আঙ্গুল), gori tauguibar (ঘড়ি টাঙ্গিবার = টাঙ্গাইবার) । ওয়টস সাহেবের কাছে 'কুপার শাস্ত্রের অর্থবেদ' বইয়ে christiaō (= ক্রিস্তান) শব্দটি বাঙ্গালা হরকে 'কৃস্তাঙ' ছাপা দেখিয়াছি । ঠ = ঙ = ঙ ; পুরাণ বাঙ্গালায় 'ঙ'র উচ্চারণ 'ব' (= ঙঅ, ঙঅ) ছিল ।

১৫। চ। (ক) = ch : uchit (উচিত), cholo (চল), tobacho (তবাচ), ghuchilo (ঘুচিল), prachit (প্রাচিত = প্রারম্ভিত), ohinia (চিনিয়া) ।

(খ) s : sinio (চিল, 'চিন্ন'), sair (চোর = চারি ; chair পাওয়া যায়) ; xansa (সাঁচা), panse (পাঁচে), setona (চেতনা), sinta (চিন্তা) ।

(গ) x (অর্থাৎ 'শ') : হুই এক আয়গার মাত্র, অতি বিরল । xacri (চাকরী), xori (চুরি), banxilo (বাঁচিল) ।

পূর্ববঙ্গে 'চ'-কারের উচ্চারণ ২০০ বছর আগে কি ছিল—তালব্য অর্থাৎ ইংরেজী ch এর মত, না দন্ত্য অর্থাৎ ts এর মত, তাহা ঠিক বুঝা যায় না । হুই উপায়ে 'চ' নির্দেশের চেষ্টা হইতে বুঝা যায় যে, হুই উচ্চারণই ছিল, তবে পোর্টুগীসে ch এর উচ্চারণ এই সময়ে কি ছিল, তাহা জানিতে পারিলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইত । এ অপেক্ষা ch এর প্রয়োগ বেশী দেখা যায়, আবার একই কথা (যেমন চার) ch, এ হুই দিয়াই লেখা পাওয়া যায় । 'চ'র জন্ত x বোধ হয় তুল করিয়া s এর বদলে লেখা হইয়াছিল । ফার্সী چاچا 'চাত্‌গাম্' (চাটগী), چاند راي 'চান্দ্রায়', প্রভৃতি বানানে পূর্ববঙ্গের নামে ছ অর্থাৎ তালব্য 'চ'ই পাওয়া যায় ।

১৬। ছ = s, ss, সর্সজই । পশ্চিমবঙ্গেও এই উচ্চারণ পাওয়া যায়, তবে সাধারণ

নহে। হিন্দী শব্দের স্ত (s) জানাইবার অস্ত্র পুরাণ বাঙ্গালারও ‘ছ’ ব্যবহার হইত; ‘ঐছন’, ‘জৈছন’, ‘আলগোছে’ প্রভৃতি পদ দেখিয়া ইহা বুঝা যায়। কিন্তু musalman এই পদের বাঙ্গালা রূপ ‘মোছলমান’ লেখার ফলে, কলিকাতা অঞ্চলে ‘ছ’এর s উচ্চারণ রীতি প্রবল না থাকায়, ‘মোচোরমান’ এইরূপ শুনা যায়, ইহাকে ‘সাধু’ করিবার চেষ্টায় ‘মুহল-মান’। saol (ছাওয়াল), saria (ছাড়িয়া), assilo (আছিল), paissilo (পাইয়াছিল), soee (ছয়ে), asse (আছে), casse (কাছে), bossor (বছর), xoiasso (সহিয়াছে)। কথার আদিতে s, মধ্যে ss।

১১। চ্ছ=ch, och; icha, iccha (ইচ্ছা)। ‘চ্ছ’র দ্ব্যুচ্চারণ কখনও হয় না। শ্রীযুক্ত মদনমোহন চৌধুরী, বি-এল মহাশয় পুরুলিয়া হইতে যে বাঙ্গালা অনুবাদে সহিত বাঙ্গালা অক্ষরে ভুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে হিন্দী ছ পাছে বাঙ্গালার s হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে তিনি ‘চ্ছ’ ছাপাইয়াছেন।

১৮। জ্জ, য়=z: zaoa (বাওয়া), zigguiaza (জিজ্ঞাসা), xurzier zub (সূর্যের জ্বল=জ্যোতি), carzio (কার্য), axchorzio (অশ্চর্য্য), zorom (জরম=জন্ম)। পোর্টগীসে ‘জ’ ছিল না; jর ধ্বনি ছিল zh; এই অস্ত্র কখনও j দিয়া ‘জ’ জানান হয় নাই। কেবল পোর্টগীস নাম Joã (ঝোআউ=যোহন, জন্) বাঙ্গালা অংশে j দিয়া লিখিত হইয়াছে।

১৯। ঝা=zh: buzhan (বুঝান)।

২০। ঞ্ণ=খুব কম; ni-, nio দ্বারা জানান হইয়াছে; ghoxanio (গোশাক্রি)।

২১। ট=tt, t; বোধ হয়, যেখানে লেখক অনবধান হইয়াছিলেন, সেইখানেই কেবল একটি t লিখিয়াছেন। গোয়ানীজ ভাষায়ও সর্বত্রই ট=tt, তদ্রূপ ড=dd। drixtti (দৃষ্টি), bettibar (ভেটিবার), chattilo (চাটিল), noxtto (নষ্ট); muta (মোটা), tanguibar (টাক্জিবার=টাকাইবার)।

২২। ঠ=tth; tthaur (ঠাহুর), tthay (ঠাই), utthibar (উঠিবার)। ‘ঠ’ বেশী পাওয়া যায় না।

২৩। ড=dd; ddaquite (ডাকিতে), ddaocit (ডাকাইত), monddob (মণ্ডব, মণ্ডপ)।

২৪। ঢ পাই নাই; ণ এর বাঙ্গালার বর্ণমালা ছাড়া অস্ত্রজ অস্তিত্বই নাই। যেখানে বানানে আছে, সেখানে রোমান অক্ষরে n দ্বারা দেখান হইয়াছে। ইউরোপে আজকাল মূর্খণ্য বর্ণগুলি ফুটকি দেওয়া অক্ষরের সাহায্যে লেখা হয়; t, th, d, dh, n, s।

২৫। ত=t: hoite (হৈতে, হইতে), prott (প্রতি), tini (তিনি), hat (হাত); কচিং বোধ হয় ভুলক্রমে tt লেখা হইয়াছে।

২৬। থ=th; t; এবং tt: axtha (আস্থা), thaquilen (থাকিলেন), zothartho (থার্থ), ath (হাথ, হাত); totacho (তথ্য), onat (অনাথ); axtha (আস্থা)।

২৭। **দ**=d; dunia (দুনিয়া), drixtti (দৃষ্টি), amardiguer (আমারদিগের); কিন্তু xadha phul (সাদা ফুল), monddo (মন্দ)—এইরূপ দুই এক স্থানে dh ও dd লেখা হইয়াছে; বোধ হয় অনবধানতার জন্ত।

২৮। **ধ**=dh, d: bidhuba (বিধবা), xudhon (শোধন), xudhu (অধু), moidhe (মধ্যে, ম'কে), badit (বাধিত), xondhe (সন্দেহ, 'ন্দ এর সঙ্গে 'হ' যোগে—তুং বিভা=বিবাহ), odibax (অধিবাস)।

২৯। **ধ**=dh; d; xidbi (সিদ্ধি), xudha (শুদ্ধ), moidhe (=মকে, ম'ধ্যে)।

৩০। **ন**=n; সর্ষত্র। Nagori (নাগরী), sinta (চিন্তা), setona (চেতনা)।

৩১। **প**=p; proti (প্রতি), zape (জপে); কিন্তু ophrad, oprad (অপরোধ), দুইই পাওয়া যায়; এবং 'মণ্ডপ' স্থলে monddob।

৩২। **ফ**=ph: nophor (নফর), phol (ফল)। 'ফ'কে f দিয়া কোথাও জানান হয় নাই। আজকাল কিন্তু বাঙ্গালায় ফ (ph) এর f উচ্চারণ খুব শোনা যায়, এবং তাই Fani, Profull, Fotik প্রভৃতি বানান অনেকে লেখেন। এই বইয়ে কেবল দুই একটা কিশোরী নামে f পাইয়াছি; যেমন Francisco।

৩৩। **ব**=b: কচিং bh; bine (বিনে), dibà (দিবা), bhanaite (বানাইতে), xorbo (সর্ক), xubhaie (সবাইয়ে—পুরাণ বাঙ্গালায় 'সভে'), bibhao (বিবাহ, 'বিভাও')।

৩৪। **ভ**=bh; bও পাওয়া যায়। bhoq (ভুখ), bhaguio (ভাগ্য), bhalo (ভাল), bhut (ভূত), labh (লাভ), bhozona (ভজনা), bhocti, bocti (ভক্তি), bettibar (ভেটিবার), Baval (ভাওয়াল)। 'ভ'এর জন্ত v ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু আজকাল Protiva (প্রতিভা), shova, sova (সভা), Vromor (ভ্রমর), Visma (ভীষ্ম), Shulov (শূলভ) Vandar (ভাণ্ডার) প্রভৃতি বানানের কারণ এই যে, ভাষায় মহাপ্রাণ (aspirate) 'ভ'এর spirant বা উন্ন উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে; ভ=bh (যেমন সভা='সব্হা')কে আমরা বহু স্থলে (অনুতঃ দক্ষিণবঙ্গে) ইংরেজীর vএর সঙ্গে একই মনে করি। Government, Viceroy, Victoria প্রভৃতি হিন্দী ও গুজরাণীতে গবর্নমেন্ট, বাইসরয়ী, বিক্টোরিয়া রূপে লেখে; মরাঠীতে অন্তঃস্থ ব-এ হ-কার যোগ করে; অর্থাৎ মরাঠীতে ওচ (wh)=v; কিন্তু বাঙ্গালায় 'ভ' লেখা হয়। এইরূপ 'ফ'এর f ও 'ভ'এর v উচ্চারণ এ দেশে খুবই সম্ভ্রান্তি আসিয়াছে, এবং 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর ছেলেলিলেদের মুখেই বেশী শুনা যায়। অনেকে bh ভাল করিয়া জোর দিয়া বলিতেই পারে না; একটা ছেলেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইবার সময় 'স্বনীভাম্' কিছুতেই ঠিক উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না; যত বলি—[sud-hib-hyām], সে বলে, [s'u-dhiv-væm]—(æ=আ)। বুদ্ধ লোকদের মধ্যে কেহ কেহ কিন্তু বাঙ্গালায় যে ভএর v উচ্চারণ আসিয়াছে, তাহা স্বীকার করেন না।

৩৫। **ম**=m; poromo nirmol (পরম নির্মল), dhorm (ধর্ম), dibam (দিবাম)।

৩৬। য়=০; xomoe (সময়), hoe (হয়, হএ), sooe (ছয়, এ, ছয়), hoen (হয়েন), doea (দয়া)। আগেকার বাঙ্গালায় প্রকৃতপক্ষে ‘য়’ [y] ছিল না; syllable এর শেষে থাকিলে, এ-কারের মতই শুনাইত; পুরাতন পুথিতে ও ছাপা বইয়ে ‘হএ, লএ, হএন, সমএ’ পাওয়া যায়। এখন কেবল ‘অ’ ও ‘আ’ এবং ‘এ’ ও ‘আ’র পরেই ‘য়’-কারের অস্তিত্ব আছে; যেমন হয়, আয়, মায়, নীচয়, দেয়; অতঃপর যে স্বরকে আশ্রয় করে, সেই স্বরেই লোপ পায়। ‘য়ি’ ‘য়া’ = ‘ই’ ‘আ’। বাঙ্গালার যার [yār] (= বহু), ইয়ার [iār] হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জার্মান নাম Jacobi (যাকোবি) ত্রিযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভাষার প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ‘ইয়াকোবি’ লিখিয়াছেন। ‘য়ু’ [yu] উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী ছাড়া অপরের মুখে ‘উ’। এই জন্ত ‘ইউরোপ ইউরোপ,’ ‘য়ুরোপ’ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী বানান।

loya—এই কথ্যটিতে যে y পাই, তাহা iএর বদলে ব্যবহৃত হইয়াছে; =loia (লইয়া, লয়া)।

৩৭। র=r: rup (রূপ), tor (তোর), ghore (ঘরে)। ছই চারিটা পণ্ডিতী কথায় ‘শুদ্ধ উচ্চারণ’ করিবার জন্য বাঙ্গালায় যেমন অনাবশ্যক ‘র’ আসিয়া পড়ে (যেমন ‘সাহায্য’, ‘চিন্তার্ণিত’), সেইরূপ রোমান বানানেও ছই এক স্থলে ‘র’এর আগম আসিয়া গিয়াছে; যেমন zirbha (জির্ভা=জিহ্বা), zormo, zormilen (জন্ম, জন্মিলেন) ‘জন্ম’ রূপটি ধর্ম, কর্ম, চর্ম প্রভৃতির সাদৃশ্যে; ধর্ম, কর্ম, চর্ম প্রভৃতি প্রাকৃত রূপের মূল যদি রেফযুক্ত হয়, তাহা হইলে ‘জন্ম’রও হইবে না কেন? ‘জন্ম’=জনম, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনেও আছে; এই শব্দটি নূতন করিয়া তৈরী ‘বর্ণচোরা’ ‘জন্ম’ শব্দের বিপ্রকর্ষণে জাত। (কিহা ‘ন’ স্থানে ‘র’ আসিয়া গিয়াছে; ‘নীলদর্পণের’ তোরাপ মণ্ডলের ‘কবিতা-নচন’ মনে করাইয়া দেয়)।

৩৮। ল=l; labh (লাভ), xocol (সকল), guelo (গেল)।

৩৯। ব=৫অ, ওয়; oa, v; raqhoal (রাধোয়াল), Baval (ভাওয়াল)।

৪০। শ, ষ, স—তিনটির উচ্চারণ শ = x; xocol (সকল), xotro (শক্ত), xidhi (সিদ্ধি), xudha (ভুজ্জা), xex (শেষ)। পোর্টুগীস বানান অনুযায়ী orucer (=ক্রুসের) কথায় ce=‘সে’ পাই। বাঙ্গালায় শু, স্ব, স্র, শ্র অস্র প্রভৃতি স্থানে s উচ্চারণ আসে। কিন্তু সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয় নাই। মাগধী প্রাকৃতে সর্বত্রই শ; শু, স্ব, স্র সবই শত, শ্ধ, শ্র; হয় ত শু স্ব প্রভৃতির s যুক্ত উচ্চারণ হালের। boxtc (বস্ত), axtha (আস্থা), xtob (স্তব), xtan (স্থান), xirzon (স্বজন), xrixtti (স্থিতি), xaxtro (শাস্ত্র; কিন্তু xastor—s দিয়া বানানও এক জায়গার দেখিয়াছি)।

‘চ’ এর জন্য ch, s না হইয়া ছই তিন স্থানে যেমন x (শ) পাইয়াছি, সেই প্রকারে ‘শ’-এর জন্য x এর বদলে ch লেখাও এক আধ জায়গায় পাইয়াছি; যেমন tamacha (তামাশা)।

৪১। হ=h; hoe ( হয় ), cohila ( কহিলা ), hate ( হাতে ), chahix ( চাহিস ), taha ( তাহা ), ohonghar ( অহকার, অংখারে 'খ' আসে, সেইজন্য বোধ হয় ছই রূপের মধ্যে পড়িয়া 'অহকার' qh দিয়া )। পোটুগীসে h উচ্চারিত হয় না, তাই খালি পোটুগীস ধরণে বানান mahia, maiha ( মাইয়া=মেয়ে ), habilax ( অভিলাষ ) এ h আসিয়াছে। এইরূপ অনাবশ্যক 'h' দেওয়া বানান গোয়ানীজ্ঞেও ছই একটি কথায় দেখিয়াছি: haz ( হাজ =আজ ), hostori ( অন্তরী=স্ত্রী )। পূর্ববঙ্গে আবার 'হ'এর উচ্চারণ অতি মুহু; অনেক স্থলে লুপ্তও হয়; সেই কারণে ath (=হাত ), auxite ( হাঁসিতে, হাসিতে ), xuag ( সোহাগ ) বানানও পাইয়াছি।

৪২। ড=r,rr; porrite ( পড়িতে ), tarona ( তাড়না ), boro ( বড় ), bari ( বাড়ী ), capor, caporr ( কাপড় ), eria ( এড়িয়া )। 'ড' এখন পূর্ববঙ্গে শুনা যায় না। কিন্তু rr দিয়া ড লিখিবার চেষ্টায় বুঝা যায় যে, 'ড' তখন একেবারে সব জায়গায় 'র' হইয়া যায় নাই। 'ড'এর ধ্বনি বিশেষ কোনও চিহ্ন না দিলে রোমান r অক্ষরের দ্বারা জানাইতে পারা যায় না; ইংরেজী 'hard', 'arduous' এর 'rd' ছাড়া ইউরোপীয় কোনও ভাষায় 'ড'এর কাছাকাছি ধ্বনি নাই।

৪৩। ৎ এর প্রয়োগ পাই নাই। 'র জায়গায় n ব্যবহার হইয়াছে : xansa ( সাঁচা ), panse ( পাঁচে )। এই সকল শব্দে n দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ববঙ্গে তখন অল্প-নাসিক উচ্চারণ বিরল হয় নাই। ঃ পাই নাই।

৪৪। উগু=ggui : agguia ( আজ্জা=আগ্গেআ ), zigguiaxa ( জিজ্জাসা=জিগ্-গেয়াসা )। জ (=জ্ঞ)র পুরাণ উচ্চারণে অনুনাসিক আসিত না; যেমন চলিত বাঙ্গালায় 'গেয়ান', হিন্দীতে গিয়ান; যজ্ঞ (=য়জ্ঞ) বাঙ্গালায় মেয়েলী উচ্চারণে 'জোগ্গি', কোথাও বা 'জোগ্গি'। সংস্কৃত বর্ণ 'জ' এক তৎসম শব্দেই পাওয়া যায়, এবং এই 'গেয়া' বা 'গি' উচ্চারণ সাবক কালের পণ্ডিতী বা 'তৎসম সদৃশ' উচ্চারণ; আধুনিক শিক্ষিত উচ্চারণেই চঞ্জবিন্দু আসে, 'গ্জান্' 'জোগ্গো' শুনিতে পাওয়া যায়। খাঁজী প্রাকৃত বা বাঙ্গালা (তত্ত্ব) পদে জ ( গ, গেয়া ) আসে না। প্রাকৃতে 'জ'র রূপ হইতেছে 'ঞ' বা 'গ্জ'; বাঙ্গালায় তাহা 'র' ও 'ন' হইয়া যায়। যেমন—'সজ্ঞানক' ( সজ্ঞানক )—সঞ্ঞান্‌অ—সয়ানা, সেয়ানা; অজ্ঞানিক—অজ্ঞানিঅ—আনাড়ী; রাজ্ঞী—রঞ্জী—রাণী। 'জ' যেখানে ভাষায় পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃতের প্রভাবে, এবং হালের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রতি অনুসরণ করিয়া 'গ'র ধ্বনি লইয়াছে।

৪৫। য-ফলা=i; ক্ষ ('খি')তে ও বাঙ্গালায় য-ফলা আসে বলিয়া ক্ষ=qhi; xixio ( খিষ্য ), munixio ( মুনিষ্য, মনুষ্য ), punio ( পুণ্য ) carzio ( কার্ষ্য ); roqhia ( রক্ষা )।

'য'-ফলা বা 'ক্ষ'যুক্ত পদে যে 'র' বা 'ই' আসে, তাহা, এবং ইকারান্ত অনেক খাঁজী বাঙ্গালা পদের 'ই', পশ্চিম বঙ্গে লুপ্ত হয়, কিন্তু নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ পূর্ববর্তী বা পরবর্তী

অরধ্বনিকে বদলাইয়া দিয়া জানাইয়া যায়; পূর্ববঙ্গে এই ‘ই’ লুপ্ত হয় না, কিন্তু স্থান ত্যাগ করিয়া আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে আসে ও মুহূর্ত্তাবে উচ্চারিত হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় এই মুহূর্ত্ত ‘ই’-কারকে [ɪ] এবং [i] চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত এই চিহ্ন বাঙ্গালা বর্ণমালার পক্ষে চমৎকার হইয়াছে। যেমন কন্ডা—[kanyā=কন্ডা], পশ্চিমের ভাষায় ‘কোন্নে’, [konné] পূর্বে ‘কন্না’ [ko'inna]; রাজ্য=রাজ্জ; যথাক্রমে ‘রাজ্জ, রাজ্জো’, [rājjo] ও ‘রোজ্.জ.’ [rā'izzo]; রাজ্জি—রত্তি—রাতি ‘রাৎ’, [rāt], ‘রাৎ’ [rait]; হইল—‘হোলো’, ‘হল’; মধ্য, মধ্য—‘মোদ্ধো’ [moddho] ‘মদ্ধ’ [mo'ddho]; কল্য—কল্লিং (প্রাকৃত); কল্লি—কালি—‘কাল’ ‘কোল’। অজ্ঞ—অজ্জি—আজ্জি—‘আজ্জ’ [āj], ‘আজ্জ’ [a'iz]; রক্ষা—রক্ষ্যা—‘রোক্খো’ [rokkhe], ‘রক্খা’ [ro'k-kha]; লক্ষ—লক্ষ্য—‘লোক্খো’, ‘লক্খ’। ‘কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদে’ ও পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ বিষয়ে এই বিশেষত্ব পাই। যেমন ooina (কন্ডা=কন্না), rait (রাতি—রাৎ), moidhe (মধ্যে—মদ্ধে), raizzo (রাজ্য—রাজ্জ.), roiqha (রক্ষা—রক্খা), baix bia (বাসি বিষা), obhaigua (‘অভাগিয়া’) প্রভৃতি। এই প্রকার বানানে দেখা যায় যে, দুশ’ বছর পূর্বেও পূর্ববঙ্গে এই উচ্চারণ বিদ্যমান ছিল।

‘কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’এ বানান লইয়াকিছু আলোচনা করা গেল। পাঠকেরা দেখিবেন যে, ইহা হইতে বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস উদ্ধার বিষয়ে আমরা কতটা সাহায্য পাইতে পারি। সমস্ত বইখানি বেশ ভাল করিয়া না পড়িয়া ইহার ভাষা, ব্যাকরণ ও শব্দাবলী (vocabulary) সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, সে জন্ত এ বিষয়ে হাত দিব না। তবে ছ একটা জিনিষ বাহা চোখে পড়িয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

পূর্ববঙ্গের ভাষার বিশেষত্বগুলি বানানে দেখিতে পাইলাম। বাক্যের (sentence) এর চণ্ডে ও ‘বাঙ্গাল্যে ভাষা’র অনেক লক্ষণ পাওয়া যায়; যেমন—aixo pola, tomi quebba ? (আইস গোলা, তুমি কেটা ?), tomi ni axthar nirupon zano ? (তুমি নি আহার নিরূপণ জান ?)। পূর্ববঙ্গের প্রচলিত শব্দের ও রূপভেদের ব্যবহারও আছে; saoul (ছাওয়াল), mala (মাইয়া=মেয়ে), hoe (=হয়, হ’=হাঁ), dibar lagul (দিবার লাগি=দিবার জন্ত), xuhor (খুহর=শহর), cazuaite (খাওয়াইতে=চুলকাইতে) ইত্যাদি। শব্দরূপে ও ক্রিয়াপদ-সাধনেও পূর্ববঙ্গের ভাষার বিশেষত্ব পাওয়া যায়। প্রথমা বিভক্তিতে ‘এ’র ব্যবহার খুব সাধারণ; mahiae punorbar zia utthilo (মাইয়ায়ে পুনর্বার জীয়া উঠিল), saouler matae protti raite saouler upore xidhi orux coriassilo (ছাওয়ালের মাতাএ (মায়ে) ছাউয়ালের উপরে প্রতি রাতে সিজ্জি কুশ করিয়া-ছিল), xadhue eq crux bhauaia boner moidhe raqhilen (সাধুয়ে এক কুশ বানাইয়া বনের মধ্যে রাখিলেন), ohiutlt deghia tahare xtrie zigguiaxilo (চিন্তিত দেখিয়া তাহারে জীয়ে জিজ্ঞাসিল)। এই ‘এ’ প্রত্যয় বাঙ্গালার এখন সাধারণতঃ আকারান্ত



শব্দের পরে বসে ও 'ম'রূপে লিখিত হয়; যেমন 'ঘোড়ায় বাস খায়', 'মায়ে ছেলেকে আদর করে', 'মায়ে ঝোরে'। অত্র বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে; অনেক স্থলে সপ্তমী বিভক্তির 'এ' ও 'তে' মিশিয়া গিয়াছে, প্রথমা বিভক্তিতে সপ্তমীর 'ে'ও আসিয়া পড়িয়াছে। ( সপ্তমীর 'এ' = অপভ্রংশে অঁ, ঠঁ, প্রাকৃত্তে অম্মি, অম্মিহি ও সংস্কৃত = স্মিন্ )। অসমিয়াতে 'বাবুয়ে' = বাবুতে; অসমিয়ার এই 'এ' বিভক্তি জোরের সহিত এখনও চলিতেছে। দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'রে' এবং 'কে' দুই ব্যবহৃত হইয়াছে; tomare ( তোমারে ), bhutere ( ভূতেরে ), xoolque ( সকলকে )। 'রে' ক্রমশঃ অপ্রচল হইয়া পড়িতেছে; কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে খুব পাওয়া যায়, কিন্তু আধুনিক গল্পের ভাষায় 'কে'র চল বেশী। পঞ্চমী বিভক্তির hoite (হইতে) ও thaquia ( থাকিয়া = থেকে ) দুইই আছে। ক্রিয়াপদে dibam ( দিবাম ), buzhibam ( বুঝিবাম ), zaiba ( যাইবা ), cohila ( কহিলা ) corila ( করিলা ) প্রভৃতি পদও সাধারণ; bo (=ব, উত্তম পুরুষে),—be (বে—মধ্যম ও প্রথম পুরুষে), এবং lo (লে—মধ্যম পুরুষে) প্রভৃতি রূপগুলিও আছে। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রমবাচক সংখ্যার ( ordinal number-এর ) চল নাই বলিলেই হয়; হিন্দীতে যেমন পহিলা, দ্বিতীয়া, তিসরা, চোথা, বাঁসবা, তীসরা, একতীসরা প্রভৃতি সংখ্যার চলন আছে, আজকালকার বাঙ্গালায় সেরূপ নাই। প্রতি পদেই বাঙ্গালাকে অসহায় অবস্থায় সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হয়; 'অষ্টচত্বাংশতম, চতুরশীতিতম' প্রভৃতি দীর্ঘ-ভাঙ্গা কথা ব্যবহার না করিলে যেন উপায় নাই। পুরাতন বাঙ্গালায় পহিল, দোয়জ, তেয়জ প্রভৃতি পদের চলন ছিল, এখনও কচিং দেখা যায়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। মাসের দিন গণিতে পয়লা, দোঙ্গরা, তেঙ্গরা, চোঠো প্রভৃতি যে পদ ব্যবহার করা হয়, তাহা হিন্দী হইতে লওয়া। এখন এক, দুই, তিন, চার প্রভৃতি সংখ্যায় 'এর' বা 'এ' বিভক্তি যোগ করিয়া খাঁটি বাঙ্গালা ক্রমসংখ্যা গড়িতে পারা যায়; যেমন একের, দুয়ের, বা সাতের, একত্রিশে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' সংস্কৃত সংখ্যায় জায়গায় বাঙ্গালা eque ( একে ) ( prothom প্রথম ও পাওয়া যায় ), duie ( দুয়ে ), tine ( তিনে ) saire ( চোরে ), soee ( ছয়ে ) প্রভৃতি ক্রমসংখ্যাই সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বিষয়টা উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের ছ'চারখানি পুরাতন পুথিতে বেরূপ 'কুমারী' স্থলে 'অকুমারী', 'বুধা' স্থলে 'অব্রুধা', 'রঙ্গীন' অর্থে 'অরঙ্গা' পদ পাওয়া যায়, এই বইতেও সেই-রূপ ocumari, obretha কথা পাইয়াছি।

বইখানির ভাষা মোটের উপর বেশ সরল, স্বরবরে বাঙ্গালা; যে যুগে বাঙ্গালার সহজ গল্পের বই ছিল না বলিলেই হয়, সে যুগে একজন বিদেশীর হাত দিয়া এমন বাঙ্গালা বাহির হওয়া খুবই বাহাহরীর কথা। গল্পের ভাল বা মন্দ কোনও আদর্শ না পাওয়ায় ফিরিঙ্গী-ফিরিঙ্গী ভাব অনেক জায়গায় ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা কানে ততটা লাগে না। পোটুগীসের মূলধর্মসি অম্মুবাদের চেষ্টায় এরূপ ঘটিয়া থাকিবে; যেমন ami christao, poromexorer orepae ( আমি ক্রিস্তান, পরমেশ্বরের কৃপায় ); পোটুগীসে আছে sou christao, pela

graça de Dios; zeno pitar putro xorgue thaquila axilen prothibite; purax hoilen, coumari Mariar udore; ar abar axiben mohaproloer din bichar corite zianta morar (যেন পিতার পুত্র স্বর্গে-থাকিয়া আসিলেন পৃথিবীতে; পুরুষ হইলেন, অকুমারী মারিয়ার উদরে; আর আবার আসিবেন মহাপ্রলয়ের দিন, বিচার করিতে জীয়াস্ত মরার)। কতকগুলি কথাই মানে বুঝিতে পারি নাই; সেগুলি পূর্ব-বাঙ্গালার ভাষার কথা হইতে পারে। পোর্টুগীস ভাষার কথাও আছে; espirito santo (এস্পিরিতু সান্ত = ‘পবিত্র আত্মা’), baptismo (‘বাপ্তিস্ম’), ‘গির্জা’ (পোর্টুগীস igreja, লাতিন ecclesia) শব্দের জায়গায় কিন্তু dhormo-ghor (ধর্মঘর) পাইয়াছি। ফারসী কথাও অনেক আছে। এই সকল অপ্রচলিত ও বিদেশী শব্দের তালিকা কারবার মত ভাল করিয়া সমস্ত বইটি আমার পড়া হইয়া উঠে নাই।

গোয়ানীজ ভাষা বাঙ্গালারই মত আর্থ্যাভাষা ও অনেক সংস্কৃত কথা ছুইয়েতেই পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে ধর্ম প্রচারের চেষ্টার পূর্বে পোর্টুগীসেরা গোয়ায় অনেক কাল ধরিয়া সেই কাজ করিতেছিলেন; গোয়ানীজেও বাইবেল এবং খ্রীষ্টানী উপাসনা-পদ্ধতিরও তর্জমা হইয়াছিল; গোয়ানীজের প্রভাবে যে খ্রীষ্টানী কথার সংস্কৃত রূপ বাঙ্গালায় না আসিয়াছিল, তাহা নহে। যেমন paradise অর্থে boiconto (বৈকুণ্ঠ), গোয়ানীজে bovoiment; heaven অর্থে বাঙ্গালায় xorgo (স্বর্গ), গোয়ানীজে sorg। এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে গোয়ানীজে একটু দখল চাই। কিন্তু অত করিয়া এই বই পড়িবার দরকার নাই। বাঙ্গালা ভাষার গণের পুরাতন নমুনা ও রোমান অক্ষরে লেখার দরুন বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনার পক্ষে সাহায্য করে বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষা যাহারা চর্চা করেন, তাঁহাদের নিকট এই বইয়ের আদর হওয়া উচিত। এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হওয়া উচিত; অন্ততঃ ইহার বাঙ্গালা অংশটুকু, রোমান অক্ষরে যেমন আছে, তেমনি ছাপাইতে পারিলে ভাল হয়। সাহিত্য-পরিষদের পরিচালকবর্গ এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখিবেন।

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়



# প্রস্বেপেট্ট পাহাড়ের ভূ-তত্ত্ব

## ভূমিকা

প্রস্বেপেট্ট পাহাড় শিমলা সহরের অতি নিকটে অবস্থিত। গত ১৯০৯ ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমার পক্ষে এই পাহাড় দেখার সুযোগ ঘটিয়াছিল। দুই বার এই পাহাড় দেখিয়া ইহার প্রস্তরসমূহ সম্বন্ধে বাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইল।

হিমালয়ের যে প্রদেশে এই পাহাড় অবস্থিত, মিঃ মেডলিকট প্রথমে সেই অংশের বর্ণনা প্রকাশ করেন।<sup>১</sup> কিন্তু তাঁহার বর্ণনাতে এই ক্ষুদ্র পাহাড়ের বিশেষ উল্লেখ নাই। অতঃপর মিঃ ওল্ডহাম শিমলা ও তন্নিকটবর্তী স্থাননিচয়ের ভূতত্ত্ব প্রকাশ করেন ও এই প্রসঙ্গে এই পাহাড় সম্বন্ধে তাঁহার পরীক্ষার ফল বিবৃত হইয়াছে।<sup>২</sup> তৎপরে এই পাহাড় সম্বন্ধে না হইলেও ইহার নিকটেই অবস্থিত ক্ষুদ্রোত্তর পাহাড় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে।<sup>৩</sup> ডাঃ হেডেন ও বাডার্ড হিমালয়ের ভূগোল ও ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তকে মিঃ ওল্ডহাম-প্রণীত মানচিত্রই প্রকাশিত হইয়াছে।<sup>৪</sup>

## বর্ণনা

এই পাহাড়ে তিন প্রকারের প্রস্তর পাওয়া যায়। একটি প্রস্তরে করতলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী; অপরটি গার্গেট ও সবুজ খনিজবাহী এবং তৃতীয়টি স্ফটিকীনচূর্ণ প্রস্তর। এই তিন প্রকারের প্রস্তরের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

এই পাহাড়ে করতলজিট প্রস্তরের অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। করতলের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, এক্ষণে একটি প্রস্তরের কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে ও সেই প্রস্তরই করতলজিট আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে এই প্রস্তরে স্লেট প্রস্তরের অনেক গুণ বিস্তারিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তর দেখিতে মোটের উপর শ্বেতবর্ণের, কিন্তু ইহাতে লৌহযুক্ত পদার্থের দাগ আছে এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতাল কণা বিস্তারিত আছে। প্রস্তরের যে অংশ আবহাওয়ার দিকে আছে, সেই অংশে এইরূপ অস্ত্রের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই প্রস্তরে করতলের দানা বেশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সমস্ত দানা ছাড়া একাধিক অস্বচ্ছ উপাদানও এই প্রস্তরে আছে। বালুগঞ্জ করতলজিট প্রস্তর আছে, কিন্তু সেই প্রস্তর প্রস্বেপেট্ট পাহাড়ের প্রস্তর হইতে বিভিন্ন। বালুগঞ্জের প্রস্তর প্রাদেশে সম্বারজানীর আকৃতিবিশিষ্ট। কিন্তু ইহা সেরূপ নহে।

(১) Mem. Geol. Surv. Ind. Vol III.

(২) Rec. Geol. Surv. Ind. Vol. xx, pp. 143—153.

(৩) Ibid. vol. xxx, pp. 5-6.

(৪) A Geology and Geography of the Himalayan Mountains and Tibet. Pl xl.

গার্গিট—হর্ণত্রেণ্ডবাহী প্রস্তর ;—ইতিপূর্বে গার্গেট ও সবুজ খনিজবাহী প্রস্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই প্রস্তর এই নামে মিঃ ওল্ডহাম দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রস্তর অত্যন্ত ভারী ও ইহার বর্ণ সবুজ। এই প্রস্তরের প্রধান উপাদান গার্গেট, অগিট ও হর্ণত্রেণ্ড। হর্ণত্রেণ্ড প্রথম হইতেই এই প্রস্তরে বিদ্যমান ছিল না বলিয়া মনে হয় ; ইহা পরে অগিট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকগুলি অগিট হর্ণত্রেণ্ড বা উরাগিটে পরিণত হইলেও প্রাথমিক অগিট এই প্রস্তরে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাথমিক অগিট দুই আকারের। কতকগুলি বড় ও কতকগুলি খুব ছোট ছোট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক অগিট একটি বড় অগিটের দানা ঘেরিয়া আছে। চেহারা দেখিতে অনেকটা মিনে-করার জায়। যে সমস্ত অগিট হর্ণত্রেণ্ড পরিণত হয় নাই, সেগুলিতে অস্বচ্ছ ধূসর বর্ণের পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত পদার্থ অনেক স্থলে এলোমেলো ভাবে সজ্জিত আছে ও আবার অনেক স্থলে অগিটের সমতলি রেখার সহিত সমান্তরাল ভাবেও অবস্থিত আছে। এই প্রস্তর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, শিমলা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে এইরূপ প্রস্তর এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এই পাহাড়ের উপরে এক মন্দির আছে ও সেই মন্দির এই প্রস্তরের উপর নির্মিত হইয়াছে।

ক্ষটিকিন চূর্ণপ্রস্তর,—এই প্রস্তর এই পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জুতোগ পাহাড় বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ আমার ঘটে নাই ; তবে জুতোগের দক্ষিণ দিক দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তাতে চলিতে চলিতে এই পাহাড়ের ক্ষটিকিন চূর্ণপ্রস্তর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই প্রস্তরে দুইটি প্রধান উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়,—কালসিট ও করতজ। প্রস্পেক্ট পাহাড়ের চূর্ণ প্রস্তর ও জুতোগের ক্ষটিকিন চূর্ণ প্রস্তরে বিশেষ প্রভেদ নাই—কিন্তু যেখানে এই চূর্ণপ্রস্তর পূর্ববর্ণিত গার্গেট হর্ণত্রেণ্ডবাহী প্রস্তরের সংস্রবে আসিয়াছে, সেইখানে এই চূর্ণ প্রস্তরের মধ্যে বোলাটোনিট নামক খনিজের দাগ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পাহাড়ের অল্প স্থানে প্রাপ্ত চূর্ণপ্রস্তরে এই খনিজ দেখিতে পাওয়া যায় না।

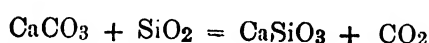
### উপসংহার

এই বক্ষ্যমাণ প্রদেশের যে স্তরহটী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রস্পেক্ট পাহাড়ে প্রাপ্ত গার্গেট হর্ণত্রেণ্ডবাহী প্রস্তরের বয়সই সর্বাপেক্ষা অল্প। এই প্রস্তর সম্বন্ধে মিঃ ওল্ডহাম বলিয়াছেন ;—

It is difficult to account for this rock, it has not yet been examined in detail ; but the most probable explanation would be that it is an altered impure volcanic ash ; if so, the absence of any similar or related rocks either

on this hill or in a corresponding position at Jutogh is peculiar : the rock may be intrusive but to the naked eye it has not that appearance.\*

এই প্রস্তর পরীক্ষা করিয়া আমার বত দূর অনুমান হয়, তাহাতে ইহা কখনই altered impure volcanic ash হইতে পারে না। এই প্রস্তর অনেকটা এক্সিগিটের জায়—যদিও এই উভয় প্রস্তরের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান আছে। আমার বোধ হয় যে, মিঃ ওল্ডহামের শেষোক্ত অনুমানই ঠিক এবং যখন এই আগ্নেয় প্রস্তর নিম্নদেশ হইতে উর্দ্ধে উঠিতেছিল, তখন চূর্ণপ্রস্তর এই আগ্নেয় প্রস্তরের সংস্পর্শে আসিয়া পরিবর্তিত হইয়াছে এবং ইহারই ফলস্বরূপ নির্মাণিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে বোলাষ্টোনিট খনিজের উৎপত্তি হইয়াছে ;—



পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জুতোগেও এইরূপ আগ্নেয় প্রস্তরের উত্থান সম্বন্ধে প্রায় একরূপ স্থির নির্ণয় হইয়াছে ;—

Mr Hayden's observation indicates the probability that in the case of Jutogh at least, there is a central core of igneous rock to whose intrusion the metamorphism of the beds is due.†

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

(\*) Ibid. vol. xx, p 148.

(†) Ibid. vol. xxx, pp 5-6.



## তাপসী রওশন আরা

তাপসী রওশন আরার পুণ্যময় জীবনকাহিনী বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই পবিত্রহৃদয়া আবেদার পবিত্র সমাধি-মন্দির ( রওজা শরীফ ) বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহাকুমার মধ্যে কাথুলিয়া পরগণার তারাগুণিয়া গ্রামে বর্তমান থাকিয়া প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিন্তু ইনি কে এবং কোথা হইতে কি প্রকারে তারাগুণিয়া গ্রামে আসিলেন, নিয়ে তাহাই প্রকাশ করিব।

১২৭২ খৃষ্টাব্দে মক্তার জমজম মহান্নায় ইঁহার জন্ম হয়। এই বিহুসী মহিলার আসল নাম রওশন আরা, কিন্তু জনসমাজে ইনি রওশন বিবি নামে পরিচিতা। মহাত্মা সৈয়দ করিম উল্লাহ ঠরসে এবং বিহুসী ও ধর্মশীলা মহিলা মেরুত-উন্-নেসার গর্ভে এই প্রাতঃস্মরণীয়া আবেদা রওশন বিবির জন্ম হইয়াছিল। পুণ্যাত্মা সৈয়দ করিম উল্লাহ চারিটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম সন্তান, বঙ্গদেশের বিখ্যাত পীর হজরৎ সৈয়দ আব্বাছ আলি ওরফে গোরচাঁদ শাহ। দ্বিতীয় তাপসী-শ্রেষ্ঠা সৈয়দা রওশন আরা ওরফে রওশন বিবি। তৃতীয় সন্তান পুণ্যাত্মা সৈয়দ শাহাদৎ আলি এবং চতুর্থ সন্তান সৈয়দা মেহের আরা। হজরৎ শাহ সৈয়দ আব্বাছ আলী ব্যতীত, মহাত্মা সৈয়দ করিম উল্লাহ অপর তিন সন্তান, রাজর্ষি শাহ আলালের আশীর্বাদে খোদা তায়ালার কৃপায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পরিচয় আমরা গোরচাঁদ শাহের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতে প্রকাশ করিয়াছি।

১২৬৫ খৃষ্টাব্দে হজরৎ শাহ গোরচাঁদ ওরফে সৈয়দ আব্বাছ আলী জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহাকুমার অন্তর্গত বাংলাড়া পরগণায় হাড়োয়া নামক গ্রামে, আজিও তাঁহার পবিত্র সমাধি-মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। গোরচাঁদ শাহের জন্মের ১৫ বৎসর পর, অর্থাৎ ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে এই পুণ্যশীলা, তাপস-কুলশ্রেষ্ঠা বিহুসী তাপসিনী ও চিরকোমার্য-ব্রত অবলম্বনকারিণী আবেদা রওশন আরার জন্ম হয়। রওশন আরার জন্মের দুই বৎসর পর, ১২৮১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ শাহাদৎ আলীর এবং তাহার দুই বৎসর পরে ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়দা মেহের আরার জন্ম হয়।

রওশন আরার হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই ধর্মতাব জাগিয়াছিল এবং তিনি ঈশ্বরে ভক্তিমত্তা ছিলেন। তিনি সর্বদাই খোদা তায়ালার আরাধনা-উপাসনা ও নাম জপ করিতেন এবং কোরাণ শরীফ পাঠ ( তলাওয়াৎ ) করিতে ভাল বাসিতেন। সদা সত্য কথা কহিতেন, কখনও—কোন ক্রমেই তিনি মিথ্যা কহিতেন না; মিথ্যাবাদীদিগকে তিনি আন্তরিক দ্বন্দ্ব করিতেন। এমন কি, তিনি বাল্যকালে দুষ্টপ্রকৃতির বালক-বালিকাদিগের সহিত "খেলা-ধুলা" করিতেও ভালবাসিতেন না। ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে, পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার "হাতে খড়ি" হইয়াছিল। বিভাগিকার জন্ত তাঁহাকে যে মক্তবে দেওয়া হইয়াছিল, সেই



মক্তবের শিক্ষক (ওস্তাদ) সর্বদাই বলিতেন,—“কালে এই কথা ( রওশন আরা ) আধ্যাত্মিক সাধনায় অসাধারণ উন্নতি লাভ করিবে।” রওশন আরার পরবর্তী জীবনে, তাঁহার শিক্ষকের ( ওস্তাদের ) এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

ইসলাম ধর্মের ব্যবস্থানুসারে বালক-বালিকাদিগের “হাতে খড়ি” দিয়া প্রথমেই স্বর্গীয় গ্রন্থ কোরাণ শরীফ পাঠ করান হয়। সুতরাং রওশন আরার জন্মও যে এই নিয়ম পালন করা হইয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। ১২৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল তিনি মক্তবে শিক্ষকের ( ওস্তাদের ) নিকট আরবী-সাহিত্য ও ব্যাকরণাদি পাঠ করিয়াছিলেন। ১১২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্তবে যাওয়া বন্ধ করেন এবং গৃহে বসিয়াই ভাষাতত্ত্ব, অলঙ্কার শাস্ত্র ও দর্শন-শাস্ত্রাদি বিবিধ গ্রন্থাবলী টীকা-টিপ্পন ও ব্যাখ্যা সহ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় ইমনের বিখ্যাত দরবেশ—শাহ আহমদ কবিরের অগ্রতম প্রাধান শিষ্য রাজ্জর্বি শাহ হাসানের নিকট তিনি মুরিদ ( দীক্ষাগ্রহণ ) করেন।

বিহুদী রওশন আরা অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। সমস্ত মক্কা নগরে তাঁহার সৌন্দর্যের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার উপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞা শিক্ষাও করিয়াছিলেন। ধর্মের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও ধর্মের অনুশীলনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ থাকার সংবাদ পুন্স-সৌরভের ছাত্র সমস্ত মক্কা নগরে ছড়াইয়া পড়ায়, মক্কার কোরেশ-বংশের অনেকেই তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, মহাত্মা করিম উল্লাহ নিকট পরগাম ( প্রস্তাব ) প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ দিকে সৈয়দ করিম উল্লাও ক্রমশঃ কত্থার বয়োবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, মনে মনে উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান কার্যেছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর একটি সদ্‌বংশজাত, সু-পাত্রের সন্ধানও পাওয়া গেল। কিন্তু ইসলাম শাস্ত্রের বিধানানুসারে, বয়স্থা কত্থার জন্ত পাত্র স্থির করা ও বিবাহ দেওয়া, কত্থার বিনামুমতিতে হইতে পারে না; সে কারণ করিম উল্লা উক্ত বিবাহ সম্বন্ধে কত্থার মতামত জানিবার জন্ত জনৈক আত্মীয়ের প্রতি ভারার্ণণ করিয়াছিলেন।

এক দিন মধ্যাহ্নকালে যখন রওশন আরা তাঁহার উপাসনা-গৃহে বসিয়া, তন্ময়—তদগত হইয়া কোরাণ শরীফ তেলাওয়াৎ ( পাঠ ) করিতেছিলেন, সেই সময় উক্ত বৃদ্ধা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কোরাণ শরীফ তেলাওয়াৎ ( পাঠ ) শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যথাসময় কোরাণ শরীফ পাঠ শেষ হইলে, রওশন আরা বৃদ্ধাকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন,—“আপনি ত এরূপ সময় কখনও আইসেন না, অল্প অসময়ে আগমন কি জন্ত?” উত্তরে বৃদ্ধা, বিবাহ সম্বন্ধীয় সকল কথা আত্মপূর্বিক রওশন আরাকে কহিলেন। রওশন আরা বৃদ্ধাকে কহিলেন,—“আমি এক জনকে হৃদয় দান করিয়াছি। যদি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিতে পারেন, তবেই আমি বিবাহ করিব।” ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা কোতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“কাহাকে হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছ, বল; আমরা তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া, তোমার ঐ শূন্ত সিংহাসনে বসাইয়া দিব।” এ কথা শুনিয়া রওশন আরা কহিলেন—

“পরামারাধ্য খোদা তায়লাকে আমি আমার এ হৃদয় দান করিয়াছি। তিনিই আমার একমাত্র প্রণয়-পাত্র। আপনারা কি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিতে পারিবেন? যদি না পারেন, তবে অপর কাহারও সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন না।”

বৃদ্ধা বধাসময়ে মহাত্মা করিমউল্লাকে এ কথা জানাইলেন এবং তিনি কত্ভার এইরূপ মনোভাব জ্ঞাত হইয়া, তাহার মত পরিবর্তনের জন্ত, মহর্ষি হাসানের শরণাপন্ন হইলেন। মহর্ষি হাসান আব্দুলপুরিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—“আপনি রওশন আরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিবেন না। কারণ, সে এখন ‘মাকামে কাণা ফিল্লায়’ পহুঁছিয়াছে। এখন সে আর রিপূর অধীন নহে। পৃথিবীর কোন ব্যাপারেই এখন আর তাহার আসক্তি নাই।” অগত্যা করিমউল্লা রওশন আরার বিবাহের আশা ত্যাগ করিয়া, পুত্র সাহাদৎ আলী ও কনিষ্ঠা কস্তা মেহের আরার বিবাহ দিলেন। সাহাদৎ আলী ও মেহের আরার বিবাহের কিছু দিন পরে কাল পূর্ণ হওয়ায় করিমউল্লা ও তাঁহার সহধর্মিণী একে একে ইহধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হইলেন। রওশন আরা পিতা-মাতার মৃত্যুতে বড়ই শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিধাতার বিধান যে অখণ্ডনীয়, এ বিধানের নিকট লক্ষ রওশন আরাকেও হারি মানিতে হয়। লক্ষ রওশন আরার সমবেত শক্তিও যে এ বিধানের নিকট অতি তুচ্ছ।

এই সকল ঘটনার পর কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, এক দিন মহর্ষি শাহ হাসান রওশন আরার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ তসওক (দর্শন) শাস্ত্র আলোচনার পর কহিলেন,—“খোদাতায়ালার আদেশে আমি নীচ্রই ভারতবর্ষাভিমুখে রওয়ানা হইব স্থির করিয়াছি। তোমার যদি কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, জানিয়া লইতে পার।” ইহা শুনিয়া রওশন আরা কহিলেন,—“হজরৎ কি একাকীই ভারতবর্ষে যাইবেন?” উত্তরে শাহ হাসান কহিলেন,—“না। আমার শিষ্যবর্গের মধ্যেও অনেকেই যাইবেন।” তখন রওশন আরা কহিলেন,—“যদি হজরৎ আদেশ করেন, আমিও সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করি। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সমাধিক্ষেত্র জেরারাৎ (দর্শন) করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।” রওশন আরার এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি শাহ হাসান দ্বয় হস্তে কহিলেন,—“তোমার ভ্রাতার সমাধি জেরারাৎ তোমার ভাগ্যে নাই। তবে তুমি আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাইতে পার, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।” তাঁহাদের এই প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, সাহাদৎ আলী এবং তাঁহার স্ত্রী জিন্নাত-উন্নেসাও ভারতবর্ষে আগমনের ইচ্ছা, শাহ সাহেবের নিকট প্রকাশ করিলেন। মেহের আরা স্বামিসোহাগিনী, স্নতরাং তাঁহার প্রবল ইচ্ছা দমন করিতে হইল। বধাসময়ে মহর্ষি শাহ হাসান, স্ত্রীপুরুষনির্কিংশেবে ১৬৫ জন শিষ্য সহ ভারতবর্ষাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং ১৩২১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, সম্রাট গায়াস্ উদ্দিনের রাজত্বকালে সম্মলবলে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

সম্রাট গায়াস্উদ্দিন, মহর্ষি শাহ হাসান এবং তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গকে অতি সম্মানের

সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মহর্ষি শাহ হাসান, শিষ্যবর্গ সহ কিছু দিন দিল্লীতে অবস্থান করার পর, শিষ্যদিগকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করিয়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শাহ সাহেব মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত দিল্লীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। দিল্লী নগরে আজিও তাঁহার মকবারা বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের সেই পুণ্যাগাধা প্রচার করিতেছে। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, শাহ সাহেব শিষ্যবর্গকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশেও একটি দল প্রেরিত হইয়াছিল। এই দলের সহিত আবেদা রওশন আরা এবং তাঁহার ভ্রাতা শাহাদৎ আলি ও তাঁহার জী ছিলেন। সম্রাট গায়াসুদ্দিন যখন বিজৌহ দমনার্থ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় এই সন্ন্যাসীর দল তাঁহার সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। শিষ্যদিগকে বিদায় দিবার সময় মহর্ষি শাহ হাসান তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। কে কি ভাবে কোথায় অবস্থান করিবে, প্রত্যেককে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সকল শিষ্যের হস্তে এক এক মুষ্টি মুক্তিকা প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—“এই মুক্তিকার ভ্রাণের সহিত, যে যে স্থানের মুক্তিকার ভ্রাণ একরূপ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তোমাদের আস্তানা (আশ্রয়) সেই সেই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিও।” কেবল রওশন আরাকে সর্ধোধন করিয়া কহিয়াছিলেন,—“তুমি যে স্থানে দিবাভাগে নক্ষত্র দেখিতে পাইবে, তথায় তোমার আশ্রমের স্থান বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। তুমি তথা হইতে স্থানান্তরে যাইও না।”

সন্ন্যাসীর দল বঙ্গদেশে আসিয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমেই তাঁহাদের লোকসংখ্যা কমিতে লাগিল। কারণ, মহর্ষি শাহ হাসান-প্রদত্ত ঈহার নিকটস্থিত মুক্তিকার ভ্রাণের সহিত যে স্থানের মুক্তিকার ভ্রাণ একরূপ বলিয়া বুঝা যাইতে লাগিল, তিনি তথায়ই থাকিলেন। কিছু দিন এই ভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর, তাপসী রওশন আরা তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজ্ঞানকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে ইচ্ছামতী নদীর উপর দিয়া, দক্ষিণ-তাটা অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক দিন হঠাৎ দিবা ত্রিপ্রহরের সময় এক স্থানে তাঁহারা কয়েকটি নক্ষত্র (তারার) দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের আর অগ্রসর হওয়া হইল না। দিবাভাগে তারা (নক্ষত্র) দেখা গিয়াছিল বলিয়া, সেই স্থানের নাম “তারাগুণিয়া” হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন যে, তারা শব্দ আরবী বা পার্শী শব্দ নহে। আরবী বা পার্শীতে সেতারা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে আজিও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। পূর্বে ঐ স্থানে কোন বস্তু বা জনপদ ছিল না। রওশন বিবির শুভাগমনের পর ঐ স্থানে লোকালয় স্থাপিত হয় এবং এখন সে স্থানে (ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম ধারে) তারাগুণিয়া নামক বৃহৎ গ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে। তারাগুণিয়া গ্রামে এখন কয়েক সহস্র হিন্দুমুসলমানের বাস। ঐ স্থানে (তারাগুণিয়া গ্রামে) একটি পুলিশ আউটপোস্ট স্থাপিত হইয়াছে এবং নিত্য বাজার বসিয়া থাকে। ঐ গ্রামখানি এখন বাহাড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বেই বলিয়াছি, দিবাভাগে একাধিক নক্ষত্র দৃষ্ট হওয়ার পর তাঁহারা তথায় অবস্থান করাই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু নিকটে কোন লোকালয় না থাকায়, তাঁহাদিগকে কয়েক দিন নৌকাতেই অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বৃক্ষতলে কুঁড়ে ঘর প্রস্তুত করিয়া, তাঁহারা তাহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহাদের আগমন-সংবাদ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং চারি দিক্ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পূণ্য সঞ্চয় করিতে লাগিল ও রওশনু বিবির নিকট হইতে সহপদেণ প্রাপ্ত হইয়া ধস্ত হইতে লাগিল। আপনাপন মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্ত, যে আসিয়া তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে লাগিল, তিনি তাহাকেই আশীর্বাদ দানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশীর্বাদে, নিঃসন্তান সন্তান লাভ করিল, রোগী রোগমুক্ত হইতে লাগিল, নিরুদ্ধনের গৃহে ধনাগম হইতে লাগিল। ক্রমে এই ভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া তথায় এক সুদৃশ্য জনপদের সৃষ্টি হইল। সেই জনপদই বর্তমান তারাগুণিয়া। তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রকার ফলে, তারাগুণিয়ার নাগবাবুদিগের বিপুল সম্পত্তি ও জমিদারী লাভ হইয়াছিল; আবার তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া, তাঁহার প্রতি অভক্তি প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের পতন হইয়াছে। শুনা যায়, তিনি নাকি জমিদার নাগবাবুদিগের পূর্ক-পুরুষকে তিনটি কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—“জমিদারীর কোন প্রজাকে কখনও পীড়ন করিও না। অহঙ্কার ও তমোভাবকে কখনই হৃদয়ে স্থান দিও না। আমার সেবায়েৎদিগের প্রতি কখনও অভক্তি ও অশ্রদ্ধার ভাব প্রদর্শন করিও না। যদি ইহার অশ্রদ্ধাচরণ কর, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।”

কয়েক বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ এক দিন রওশনু বিবির শরীর অরাক্রান্ত হইল। দুই দিনের অরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসিনী হইয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার সেবা-সুশ্রাব্য কোনই ক্রটি হয় নাই। তাঁহার ভ্রাতা চিকিৎসক আনিবার প্রস্তাব করায়, তিনি বলিয়াছিলেন,—“আমার এ রোগ আরোগ্য হইবে না। আমার মহা-প্রস্থানের জন্ত ইহা প্রভুর আহ্বান ইঙ্গিত। তারাগুণিয়া গ্রামে ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম উপকূলে, তাঁহার পবিত্র সমাধি-মন্দির আজিও বর্তমান রহিয়াছে। সৈয়দ শাহাদাৎ আলির বংশধরেরা আজিও রওশনু বিবির দরবার সেবায়েৎরূপে তথায় বাস করিতেছেন। বিগত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন ইচ্ছামতী নদীর পশ্চিম উপকূল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, আমরা সেই সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। নদীর পশ্চিম উপকূল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে দর্গার ভিত্তিগাত্র স্পর্শ করিল। প্রাচীর কাটিয়া গেল; দর্গা যায় যায় হইল। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, বুঝি বা দর্গা আর রক্ষা হয় না। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মহা চিন্তাভিত হইয়া পড়িলেন।

দর্গার এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া, স্থানীয় জনৈক হিন্দু এক দিন দর্গার সেবায়েৎদিগকে

লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞপত্রিলে বলিলেন,—“নেড়ের মাকে বুঝি এবার মা ইচ্ছাময়ী বে-দখল না করিয়া ছাড়িবেন না।” দুর্বল ও নিরীহ সেবায়ংগণ নীরবে এই বিজ্ঞপ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ছিলেন। দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যা আসিল, ক্রমে রাত্রি হইল। পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমান দর্গার পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-হৃদয়ে শয্যা গ্রহণ করিলেন—নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে উঠিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, বহু দূর পর্য্যন্ত নদীতে চর পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা আরও দেখিল, দর্গার প্রাচীরগাত্রে সে ফাটার চিহ্নমাত্র নাই। যে ব্যক্তি ঐ প্রকার বিজ্ঞপ করিয়াছিল, শুনা যায়, সেই রাত্রেই তাহার রক্ত বমন আরম্ভ হইয়াছিল। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া, সকলেই তাহাকে দর্গায় মিশ্রি অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ক্রন্দন করিতে করিতে দর্গায় গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং কিছুক্ষণ পরেই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল। তার-শুগিয়া অঞ্চলে অনুসন্ধান করিলে, এরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আবেদা রওশন বিবি স্বর্গবাসিনী হইয়াছিলেন; (ইল্লালিলাহ)।

সেই যুগযুগান্তরের পুণ্য-ক্ষেত্রের জন্মজন্ম মহাল্লার ভাগ্যবান্ করিমউল্লার আঙ্গিনাপ্রান্তে স্বর্ণের সমস্ত সুবমা ও মর্তের সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয়া যে কয়েকটি নিষ্কলঙ্ক কুসুম-কোরক আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, বাঙ্গালার মাটিতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। এই হেজাজ-কন্ডাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বঙ্গজননী ধন্ডা হইয়াছেন। ত্যাগ ও প্রেমের এই পুণ্য-কাহিনী বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ও বঙ্গ-মহিলাগণের প্রাণে প্রাণে জাগিয়া উঠুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। শক্তিশালী ও কুতূহী লেখকগণ ইচ্ছা করিলে, এইরূপ বহু আদর্শের উদ্ধার সাধন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস কেবল হিন্দুর বা কেবল মুসলমানের ইতিহাসের নাম নহে। বাঙ্গালীর ইতিহাস ও বাঙ্গালার ইতিহাস সন্ধান করিতে হইলে, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক সংখ্যক অধিবাসীকে বাদ দিয়া রাখিলে চলিবে না। যাহারা মোসলেম-শত্রুদিগের দ্বারা সংগৃহীত ও কামনিক উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতিরঞ্জিত ভাবে উপেক্ষার সহিত মুসলমান চরিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, আমি সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতির পক্ষ হইতে অনুরোধ করিতেছি যে, তাহাদের সেই বিপুল শক্তি অতঃপর তাহারা দেশের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করুন।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী

## প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে মোগল সেনার অধিনায়ক মহারাজ মানসিংহ শিলা-ময়ী যশোহরের শ্রী দেবীকে স্বীয় রাজধানী অধরে লইয়া গিয়াছিলেন—শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই পূর্বাপর এই ধারণা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি জয়পুর রাজকীয় দপ্তরে প্রাপ্ত ‘বংশাবলী’ নামক পুরাতন পুথিধারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অধরের শিলাদেবী যশোহরের শ্রী নহেন—ইনি বার ভূঁইয়ার অশ্রুতম কেশরী রায়ের রাজধানী শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। প্রতাপাদিত্যের যশোহরের শ্রী আজিও ঈশ্বরপুরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার পুরাতন কালের সেবাইতের বংশধরগণ কর্তৃক সেবিত ও পূজিত হইতেছেন। যশোহরের শ্রী বাতীত প্রতাপাদিত্যের লক্ষ্মীনারায়ণচক্র ও রাজরাজেশ্বরচক্র নামক দুই গৃহদেবতা ছিলেন। কিন্তু এখন বিগ্রহঘরের একটিও যশোহরে নাই—লক্ষ্মীনারায়ণ খুলনা জিলার মূলধর গ্রামে এবং রাজরাজেশ্বর করিমপুরের কাজুলিয়া গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। বিগ্রহ দুইটি কি হুজ্রে, কোন সময়ে, কে যশোহর হইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং বর্তমান সময়ে কিরূপে বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন, এ স্থলে আমরা সেই কথা বলিবার প্রয়াস পাইব।

মুলতানপুর খড়িরয়ার ভূতপূর্ব জমীদার বৈষ্ণৱ রায়চৌধুরী-বংশের স্থাপয়িতা জানকীবল্লভ সরকার খড়িরয়া পরগণার অন্তর্গত মূলধরের নিকট কোনও চতুষ্পাঠীতে শিক্ষকতা করিতেন। তৎকালে এ অঞ্চলে বহু ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী লোক বাস করিত—ভদ্রলোক খুব কমই ছিলেন। এই খড়িরয়া পরগণা যশোহরের প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল; সুতরাং প্রজাদের অভাব অভিযোগ তাঁহার নিকটই করিতে হইত। এক সময় এ প্রদেশে বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় পরগণার প্রজাবর্গ একযোগে তাহার প্রতীকারার্থী হইয়া মহারাজের নিকট আবেদন করিলে মহারাজ এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার ভার রামদাস দেওয়ান নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর অর্পণ করেন। রামদাস পরগণায় উপস্থিত হইয়া, তদন্তে প্রজাগণের আবেদনের বিবরণ স্বার্থ জানিয়া, মূলধর গ্রামে এক বৃহৎ জলাশয় খনন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।\* এই স্থানেই জানকীবল্লভের সহিত রামদাসের আলাপ-পরিচয় হয়। এক দিনের আলাপেই দেওয়ান জানকীবল্লভের বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া জলাশয় খনন-কার্যের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার তাঁহার প্রতি স্তম্ভ করিলেন। জানকীবল্লভের বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আরক্ত কার্য সূচারূপে সম্পন্ন হইল।

\* মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন সেই জলাশয় এখনও মূলধর গ্রামে বর্তমান। কয়েক বৎসর হইল, খুলনা জিলাবোর্ড কর্তৃক স্থানান্তরিত হইয়া ইহা প্রজন্মের ‘রিজার্ভ টাঙ্ক’ রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে।—লেখক

জানকীবল্লভের কার্যতৎপরতা ও কার্যক্ষমতা দেখিয়া দেওয়ান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—“আপনি এরূপ কুৎসিত স্থানে অবস্থিত করিতেছেন কেন? আমার সহিত রাজধানীতে চলুন। আপনি যেরূপ বিচক্ষণ ও কর্তব্যপরায়ণ, তাহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আপনি উন্নতি করিতে পারিবেন।” জানকীবল্লভ দেওয়ানের সহিত যশোহরে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় রাজকীয় অরিপী সেরেস্তায় মোহরের কার্যে নিযুক্ত হইয়া কার্যদক্ষতা-শূণ্যে কালে প্রধান কানন-শুইর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

কিছু কাল পরে মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন ‘কল্লতরু যাগ’ আরম্ভ করেন, তখন জানকীবল্লভের উপর অনেক কার্যের ভার ছিল। এ বারও সকল কার্য অশূন্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়া তিনি বিশেষ যশোলাভ করেন। মহারাজা জানকীবল্লভের কার্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কোনও পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলায় জানকীবল্লভ সময় বুঝিয়া সুলতানপুর, খড়িয়য়া এবং বেলকুলিয়া প্রভৃতি পরগণার জমিদারী প্রার্থনা করেন। মহারাজও ঐ পরগণাগুলির জমিদারী-সনন্দ সহ ‘মজুমদার’ উপাধি প্রদান করিয়া জানকীবল্লভকে সন্মানিত করেন। জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া, জানকীবল্লভ মূলঘরে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া পরগণা শাসন ও সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর দিল্লীর সম্রাটের সহিত যশোহরেখরের যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন তৎকালীন প্রথা অনুসারে মহারাজ অধীনস্থ জমিদারদিগের নিকট রসদ, সৈন্ত ও নৌকা চাহিয়া পাঠাইলেন। রাজ্যদেশে জানকীবল্লভও নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্ত, নৌকা ও রসদ লইয়া স্বয়ং যশোহরে উপস্থিত হইলেন। জানকীবল্লভ কেবল যে নৌকা, সৈন্ত ও রসদ যোগাইয়া নিশ্চিত ছিলেন, তাহা নহে। মোগল-সেনাপতি মানসিংহের সহিত শেষ যুদ্ধের সময় তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রতাপাদিত্যের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন, আর বিজয়ী মোগলবাহিনী ‘আল্লা-হো-আকবর’ রবে দিক্ প্রকম্পিত করিয়া রাজপুরীতে প্রবেশোক্ত হইল। জানকীবল্লভ দেখিলেন,—রাজা গিয়াছেন; এখন বুঝি রাজার গৃহ-দেবতাও মুসলমান-হস্তে বিধ্বস্ত ও লাহিত হইবেন। তাই তিনি অতি দ্রুত দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত ‘লক্ষ্মীনারায়ণ’ ও ‘রাজরাজেশ্বরচক্র’ নামক শালগ্রামশিলা ছুইট আনিয়া একেবারে স্বীয় বাগভূমি মূলঘরে প্রস্থান করিলেন। জানকীবল্লভ বিগ্রহদ্বয়কে তথায় রীতিমত প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবার ও পূজার ব্যয় নির্বাহ জন্ত স্বীয় জমিদারী হইতে কতকটা জমী দেবোত্তর করিয়া দেন। ইহার পরে জানকীবল্লভের মৃত্যু হইলে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে যখন সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায়, তখন স্থাবর সম্পত্তির ছায় গৃহদেবতাদ্বয়ও বিভক্ত হইয়া ‘লক্ষ্মীনারায়ণ’ দশআনী অংশের ও ‘রাজরাজেশ্বর’ ছয়আনী অংশের হস্তে আইসেন। কিছু দিন পরে ছয়আনী অংশের প্রধান শাখা মূলঘর হইতে উঠিয়া গিয়া ফরিদপুর জেলার কাছুলিয়া গ্রামে উপনিবিষ্ট হইলেন। মূলঘর হইতে বাইবার সময় ইঁহার ‘রাজরাজেশ্বরকে’

লইয়া গিয়াছিলেন। সেই হইতেই ‘রাজরাজেশ্বর’ কাকুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ এখনও মূলধর গ্রামে থাকিয়া দশমানী শাখার সরিকগণ কর্তৃক পালাক্রমে পূজিত হইতেছেন। জানকীবল্লভের বংশধরগণ এখন বিত্তচ্যুত হইয়াছেন বটে; কিন্তু এখনও তাঁহারা সেই দেবোত্তরের উপস্থে অতি ভক্তির সহিতই বিগ্রহদ্বয়ের সেবা-পূজা চালাইয়া আসিতেছেন।

জানকীবল্লভের অন্ততম বংশধর শ্রীযুত বসন্তকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের মূলধরের বাটাতে আমরা লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিবার যোভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। বসন্তবাবু যখন লক্ষ্মীনারায়ণ দেখাইয়া আমাদেরিগকে তাঁহার পূর্বেতিহাস বলিতেছিলেন, তখন আমার মনে হইল, যেন একজন তীর্থের পাণ্ডা অতি গৌরবের সহিত তাঁহার অধিকারভূক্ত তীর্থস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেখাইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। তীর্থস্থান ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী-বিগ্রহ দেখিলে যেমন চিত্তশুদ্ধি হয়, সে দিন আমারও সেইরূপ হইয়াছিল। আর মনে হইয়াছিল, যিনি সুশিক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন, যাহার নামে ফিরিঙ্গি, মগ প্রভৃতি জলদস্যুগণ ব্যাধতোত পশু সম দিশাহারা পলায়ন করিয়াছিল—যাহার প্রবল প্রতাপে দিল্লীশ্বরের সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সেই অমিত-তেজা যশোহরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য আজ কোথায়—আর কোথায়ই বা তাঁহার সেই অতি সাধের, অতি গৌরবের পবিত্র গৃহ-দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাজরাজেশ্বর বিগ্রহদ্বয়! সকলই কালের গতি।

শ্রী অশ্বিনীকুমার সেন





## শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

### ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—স্থল না স্থল, সভা, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীতি-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, কলিত জ্যোতিষ, নিরমের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, যুক্তি, যোগপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৮ ছই টাকা মাত্র।

— \* —

### ২। কল্প-কথা

সূচী—যুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম—বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম-প্রযুক্তি—আচার—ধর্মের প্রমাণ—ধর্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্মের ভয়—বজ্র। মূল্য ১।০ পাঁচ টাকা মাত্র।

— \* —

### ৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্মহোলৎজ—আচার্য্য মফমুলয়—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেজনাথ ঠাকুর। মূল্য ১।০ দশ আনা মাত্র।

উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থের প্রকাশক—শ্রীঅনুকুলচন্দ্র ঘোষ

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৪। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্তি—পরমাণু—যুত্যা—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১। এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৫। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

## কেশরঞ্জন গুণের তুলনায় অদ্বিতীয় ।



### কেশ কোমল ও মসৃণ করিতে—

কেশরঞ্জনের দ্বায় দ্বিতীয় উপাদান আর নাই ।  
কেশের উন্নতি, উজ্জলতা বৃদ্ধি ও মসৃণতা  
সাধন করিতেই কেশরঞ্জনের আবির্ভাব ও  
নাগের সার্থকতা । টাক-নিবারণে ও অকালে  
কেশপকতা নিবারণে ইহা অদ্বিতীয় ।

দিনরাত স্নগন্ধে বিভোর  
রাখিতে—কেশরঞ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বী আর  
কিছু নাই । কেশরঞ্জন মাথায় মাথিলে,  
বোধ হয়, যেন চারি দিকে কত শত গন্ধরাজ,  
কত শত চামেলি, কত শত গোলাপ ফুটিয়া—  
মিশ্র-গন্ধ বিতরণ করিতেছে ।

সর্ববিধ শিরঃপীড়া নিবারণে—ইহা অদ্বিতীয় । ঝাঁহাদের মাথা ধরে, মাথা  
ঘোরে, মাথার ভিতর দপ্-দপ্ করে, হাত, পা, চক্ষু, জালা করে—ঐহারা কেশরঞ্জন  
ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইবেন ।

কেশরঞ্জনই অতুলনীয়—কারণ, হিতকর গুণের জগৎ ভারতবাসীর নিকট ইহার  
বিশেষ আদর । রমণীগণের চিকুররাজির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করণে ইহা অদ্বিতীয় ।

এক শিশি ১০ এক টাকা, মাগুলাদি ১০ পাঁচ আনা । তিন শিশি ২০ ছই টাকা চারি  
আনা, মাগুলাদি ১০ এগার আনা । এক জন ৯ নম্বর টাকা, মাগুলাদি স্বতন্ত্র ।

### অমৃতবল্লী-কষায়ের শক্তি বড় কম নয় ।

প্রথমতঃ—ইহা দূষিত রক্তকে নির্দোষ ও বিষশূন্য করিতে সক্ষম । বিসৃদ্ধ শোণিত প্রবাহ  
জীবের জীবন । সেই শোণিত-প্রবাহ ঘেঁষনোচিত ভ্রমপ্রমাদে পরিদূষিত হইলে, অমৃতবল্লী-  
কষায়ের গুণে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয় ।

দ্বিতীয়তঃ—ইহা উপদংশের দ্বায় ভীষণ ব্যাধির সকল অবস্থাতেই সমান ফলপ্রসূ । প্রথম  
হইতে সেবন করিলে ছই সপ্তাহে রোগী নিরাময় হইয়া পূর্বস্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন ।

তৃতীয়তঃ—ইহা সকল ঋতুতে সেবনীয় সহজপ্রাপ্য সালস । নিয়মের বাধাবোধ নাই,  
অথচ সেবনে যথেষ্ট ফল । অসংখ্য দৌর্ভাগ্যগ্রস্ত রোগী হরারোগ্য ক্ষত-বিক্ষত হইতে বিমুক্ত  
হইয়া, আমাদিগের নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন ।

মূল্য—প্রতি শিশি ১০০ দেড় টাকা । প্যাকিং ও ডাকমাগুল ১১০ এগার আনা ।

### বিনামূল্যে ব্যবস্থা ।

সকলঃষলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আত্মপূর্বক লিখিয়া পাঠাইলে,  
ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি ।

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আত্মকর্মেদীয় ঔষধালয়

১৮১ ও ১৯ নং লোরার চিংপুর রোড, কলিকাতা

## অশ্বান

বা

## “অশ্বগন্ধা-এলিকসার”

এই ঔষধ প্রাচীন ঋষিগণের বহু প্রশংসিত ; অশ্বগন্ধা রসায়নের উপাদানসমূহ হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। ইহা স্নায়ু, অত্যন্ত তেজস্কর, বলবৃদ্ধিকর ও ক্ষুধীকর, সর্বপ্রকার স্নায়বিক, মানসিক ও শারীরিক দৌর্বল্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, বার্কাক্যজনিত ক্ষীণতা, মস্তকঘূর্ণন, কার্যে অমনোযোগিতা ও সর্বপ্রকার মানসিক বিকারে ইহা সেবনে আশ্চর্য্য ফল দর্শে।

মূল্য—প্রতি বোতল ১১০ দেড় টাকা।

## “চিরেতার এসেন্স”

চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক। ইহা সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত হইতে পারে। কুইনাইন সেবনের পর কিছু দিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান করিলে কুইনাইনজনিত দোষ-সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহসা ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ত্রণ ও কৃমি জন্মাইতে পারে না, চক্ষু ও হস্ত-পদাদির জ্বালা, গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শাস্তি হয়।

মূল্য—৪ আউন্স শিশি ১৮ টাকা।

## “এলিকসার পেপেয়িন্”

ষাঁহাদের পেপসিন্ ওয়াইন্ সেবনে আপত্তি আছে ও যে সকল দুর্বল রোগীর সহজে পরিপাক হয় না, তাঁহাদের জন্য পেপে ফলের নির্যাস হইতে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। অন্ন, অজীর্ণ, পেটকাঁপা ও অজীর্ণজনিত বুক কন্কনানি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলদায়ক। অল্পবয়স্ক বালক ও দুর্বল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

মূল্য প্রতি শিশি ১৮ টাকা।

**বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড  
কলিকাতা**

১। **ধর্মপূজাবিধান**—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্ববেদীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য। মূল্য—সদস্যপক্ষে ৯০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ৬০, সাধারণপক্ষে ৫০।

২। **মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা**—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। বাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সপ্তদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অস্ত্রাঙ্গ ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হইলেও অতি প্রাঞ্জল ও মধুর। ভাষাতত্ত্ববেদীর জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৬০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৫০, সাধারণ পক্ষে ২৫।

৩। **গঙ্গা-মঙ্গল**—বিজ্ঞ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যজ্ঞাতক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষায় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মন্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। অল্পসঙ্কিৎস ভাষাতত্ত্বজ্ঞের জানিবার ও শিখিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৯০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৬০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

**পুস্তক পাইবার ঠিকানা**—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির  
২৪ ৩১নং অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

## যকুৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re. 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.**

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রয়োবিংশ ভাগ—

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহানমোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ

(প্রবন্ধের মতামতের মত পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

## সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	২৩৩
২। বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	শ্রীতারাশ্রম তর্কচর্চা	২৪১
৩। বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্সী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখনপ্রণালী	ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	২৫১
৪। গ্রীনপত্র	শ্রীশুভদাস সরকার এম্ এ	২৫৭
৫। দশম স্বতঃসিদ্ধ	শ্রীবোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	২৬৩
৬। নবাবিকৃত সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি	শ্রীননী গোপাল মজুমদার	২৮৩
৭। ১৩২২ সালের কার্য্য-বিবরণী		১—১২৪

## কলিকাতা

২৪৩। আপার লাকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দপ্তর হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৩

Printed by—R. C. Mitra at the 'Visvakosha Press',  
৬, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকগণকে বার্ষিক মূল্য ৩ তিন টাকা]

[প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ বার আনা।

মকমলে ৩৫০ তিন টাকা হয় আনা।

## হাজার বছরের পুরাণ

বাংলা ভাষায়

# বৌদ্ধ-গান ও দোহা

ইহাতে (১) চর্য্যচর্য্যাবিশিষ্ট, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কান্দুপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন, বাংলা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মন্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা (এবং অবিলম্বে প্রকাশিতব্য চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাংলা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্বোপরি। আদর্শ চারিখানি পুথিই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইহাতে প্রকাশিত। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে—২।০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

২৪৩১ আপার মাকুলার রোড, কলিকাতা।

## শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

### ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত রূপে গ্রন্থ। সুচী—মুখ না হুংখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ষতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিরমের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পুজা।

মূল্য ২৭ ছই টাকা মাত্র।

### ২। কৰ্ম্ম-কথা

সুচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধৰ্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধৰ্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধৰ্ম্মের প্রমাণ—ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধৰ্ম্মের জয়—বজ্র। মূল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র।

### ৩। চরিত-কথা

সুচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্মহোলৎজ—আচার্য্য মঙ্গুমুদ্র—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেদ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১৮/০ দশ আনা মাত্র।

### ৪। শব্দ-কথা

সুচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বান্ধালা কুৎ ও তদ্ধিত—বাগালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বান্ধালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১৭ এক টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,

৩০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সুচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৭ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধৰ্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধৰ্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। ত্রীকুকের গোপালস্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১১/০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।



## আপনার ব্যবহারের জন্মই কেশরঞ্জনের অস্তিত্ব।



**আপনি যদি জজ হ'ন**—তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে কেশরঞ্জন ব্যবহার করিতে হইবে। বিচার-বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ কার্যের জন্ত আপনার স্থির মস্তিষ্ক সর্বদাই নানা চিন্তা-ভারে পরিপূর্ণ। এজন্য অনেক সময় আপনি কার্যে মনোস্থির করিতে পারেন না। কেশরঞ্জন মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্পাদনে অধিতীয়।

**আপনি যদি ম্যাজিস্ট্রেট হ'ন**—তাহা হইলেও কেশরঞ্জন আপনার নিত্য প্রয়োজনীয়। বিচার ও শাসন-বিভাগের কার্যে যথেষ্ট দায়িত্ব—এ দায়িত্বের জন্ত রাত্রে আপনার অনিদ্রা ও চিন্তের অপ্রসন্নতা জন্মে। কেশরঞ্জন মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে অধিতীয় শক্তিসম্পন্ন। কাজেই ইহা আপনার নিত্য প্রয়োজনীয়।

**আপনি যদি পরিষ্কারী হ'ন**—তাহা হইলে ত কথাই নাই। বি, এ, এম, এ

প্রকৃতি উচ্চ পরীক্ষার—অসংখ্য পাঠ্য আয়ত্তকরণে আপনার মস্তিষ্ক দৌর্য্য-সমাজ হইতেছে। আপনার স্মরণ-শক্তি চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। নিত্য কেশরঞ্জন ব্যবহারে মস্তিষ্ক সলব হইবে।

**আপনি যদি সৌখীন হ'ন**—তাহা হইলে ত কথাই নাই। আপনার কেশরাশি কোমল, মসৃণ, কৃষ্ণ ও সুকণ্ঠ করিতে কেশরঞ্জনই সক্ষম। মুখমণ্ডলের ও ত্বকের লাভ্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জনই সক্ষম। আপনার গৃহের মহিলাগণের কেশকলার সৌন্দর্য্য সাধনে কেশরঞ্জনই সক্ষম। আর মনোপ্রাণহারি স্নগন্ধে ইহা প্রীত্বন্বীবিহীন।

এক শিশি ১/২ এক টাকা; মাগুলাদি ১/০ পাঁচ আনা।

### অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন ?

ভ্রমে পড়িয়া মানুষ কি না করে ? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাতই ভাবিতে হইবে ! দিন-রাতই রোগ চিন্তায় নিস্তেজ হইতে হইবে ! প্রতিকারের সহজ পথ যখন রহিয়াছে, তখন আর ভাবনা কেন ? সত্য বটে, উপদংশ অতি লজ্জার ব্যাধি। ইহা অতিশয় ল্পর্শাক্রমক ও ইহার বস্ত্রাণ্ড অবর্ণনীয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অল্প। আমাদের **অমৃতবল্লী-কষায়** নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক সালসা সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপদংশের একমাত্র প্রতিষেধক—স্বার্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অত বড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি ? অপরন্তু ইহা ব্যবহারে পারদ সেবন-জনিত সর্ববিধ ক্ষত, মানসিক ও দ্বারবিক দৌর্য্য সম্পূর্ণ নিরাসন্ন হয়।

মূল্য—প্রতি শিশি ১১০ দেড় টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাগুল ১১০ এগার আনা।

### বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

সকঃবলের রোগিগণের অবস্থা অর্ধ আনার টিকিট সহ আত্মপূর্বিক লিখিয়া পাঠাইলে,

ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

ত্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়

১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা



বেঙ্গল কেমিক্যাল

এণ্ড

ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়াক সু  
লিমিটেড ।

৯১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ।

১। **ধর্মপূজাবিধান**—রামাই ক্ষণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাণু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্বাভ্যাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য। মূল্য—সদস্তপক্ষে ১০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ১০/০, সাধারণপক্ষে ৫০।

২। **মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা**—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রক্তচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। ষাঁহার কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অস্ত্রাশ্র ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হইলেও অতি প্রাঞ্জল ও মধুর। ভাষাতত্ত্বাভ্যাসের জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্ত পক্ষে ৫০, শাখা-সভার সদস্ত পক্ষে ৫০/০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৩। **গঙ্গা মঙ্গল**—দ্বিজ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যজ্ঞাতক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষার অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মন্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। অল্পসংখ্যক ভাষাতত্ত্বজ্ঞের জানিবার ও শিখিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১০/০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

**পুস্তক পাইবার ঠিকানা**—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির  
২৪৩।১নং অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

## যক্ষ্ম, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tablets gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tablets gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re. 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. K. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.**

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

“—বঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা—”

‘বঙ্গালীর চিরকালের সামগ্রী’

# দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

✽

বঙ্গালার কথাসাহিত্য

✽

“বঙ্গালীর  
স্বথে ও দুঃখে  
বিশ্রামে  
ও  
উৎসবে”

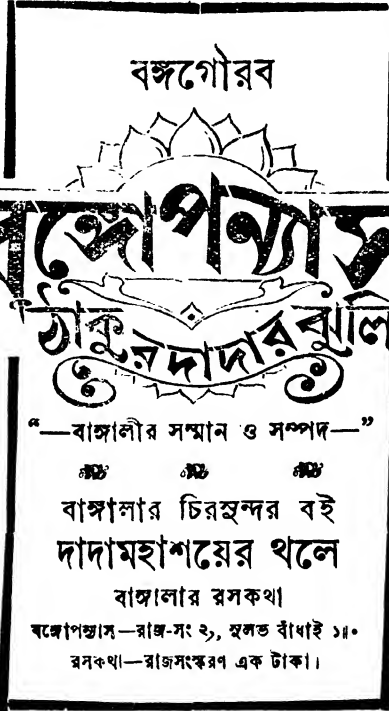


বঙ্গালার  
পবিত্র বই  
ঠানুদিদির  
থলে

বঙ্গালার ত্রুতকথা  
রাজ সংস্করণ  
এক টাকা  
মুদ্রা

—অস্তিত্ব গ্রন্থ—  
খোকা গুহুর খেলা ১০/০  
এসর ও রজন প্রণীত  
আর্য্য-নারী ১।০  
সরল চণ্ডী ৫০

১৯৩৩



“বিশ্বসাহিত্যে  
বঙ্গালীর  
গৌরবের  
চির-উজ্জ্বল  
মানিক”



বঙ্গালার  
সোণার বই  
ঠাকুরমার  
ঝুলি

বঙ্গালার রূপকথা  
রাজ সংস্করণ  
এক টাকা  
মুদ্রা

—অস্তিত্ব গ্রন্থ—  
ছেলেদের উপভাস  
চারু ও হারু  
আমালু বই  
সোণার শৈশব

১৯৩৩

—প্রকাশিত হইতেছে—

“দেশবিদেশের কথা”—“ইতিহাস-কথা”—“ইতিহাসের গল্প”

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাট্টা, এম. এ.

সমগ্র গ্রন্থাবলী  
উপহারে,  
লাইব্রেরীতে,



সমগ্র গ্রন্থাবলী  
গৃহে, পাঠ্যে,  
পুরস্কারে

৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

এবং

সমগ্র বঙ্গালীর সকল পুস্তকালয়

# শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মান্দর

সংস্কার জন্য সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত

## টাদার তালিকা

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১০০	জের—	২৪৩
” হোরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ষটক ( হাবড়া )	২১
” হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	২১	” নন্দলাল দে ( চুঁচুড় )	২১
” কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায়	৪১	” জামাকিশোর মুন্সী ( শেরপুর )	২১
” দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		” জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	
( গোরাবাজার )	৫১	( নিমতিতা )	২১
” কৃষ্ণনাথ সেন ( দিনাজপুর )	২১	” জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	২১
” প্রভাসচন্দ্র মিত্র ( ভবানীপুর )	২১	” বাসন্তীচরণ সিংহ ( মজঃফরপুর )	৫১
” সুরেন্দ্রকুমার বসু ( শিবপুর )	২১	” কুঞ্জবিহারী সেন	৫১
” মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ( নিমতিতা )	২১	” রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী	
” বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়		( রংপুর )	৫১
( নাটোর )	২১	” অতুলচন্দ্র গুপ্ত ( কলিকাতা )	৫১
” কুঞ্জমোহন মৈত্র ( ষোড়ামারা )	২১	” কৃষ্ণচরণ সরকার ( কলিগাঁও )	৪১
” সতীশচন্দ্র সিংহ ( পুর্নালিয়া )	২১	” জে, এম, রায় ( ভাগলপুর )	৪১
” প্রিয়নাথ দত্ত ( বর্ধমান )	২১	” উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য ( রংপুর )	২১
” বামাপদ দত্ত ( খাগড়া )	৫১	” ভোগনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
” তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়		( বহরমপুর )	২১
( ভদ্রকালী )	২১	” পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় ( পাঁচখুপী )	২১
” বসন্তকুমার চৌধুরী ( পাবনা )	২১	” যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ( দিনাজপুর )	২১
” জিশানচন্দ্র ঘোষ ( মেদিনীপুর )	২১	” ভূপতি মুখোপাধ্যায় ( জিওর্গগাঁড়া )	২১
” কুমার প্রমথনাথ মালিঙ্গা	২১	” নরেন্দ্রনাথ রায়	২১
” পরমেশপ্রসন্ন রায় ( আসানসোল )	২১	” জে, এম, রায় ( রাইপুর )	২১
” রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী		” বিপিনচন্দ্র দাসগুপ্ত ( রংপুর )	২১
( শ্রীরামপুর )	২১	” জানকীনাথ রায় ( মালদহ )	২১
” রাজা নরেন্দ্রলাল খান	২১	” মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ( কাশী )	২১

জের—	৩০১
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু মুন্সী	২১
„ বেবেজনাথ মল্লিক	২১
„ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২১
„ রাজা বিজয়সিংহ ছোধোরিয়া	২১
„ মোহান্ত ভগবানদাস ( জফরগঞ্জ )	২১
„ দ্বারকানাথ রায় ( পীরগঞ্জ )	২১
„ মহিমচন্দ্র ঘোষ ( পাবনা )	২১
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য ( গোহাটা )	২১
„ বলিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২১
„ সুকুমার হালদার	২১
„ কালীপদ ভাঙ্কড়ী	২১
„ নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ( লাভপুর )	২১
„ শচীন্দ্রমোহন ঘোষ	২১
„ নরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী	২১
„ এন, রায় ( গুয়ারী, ঢাকা )	২১
„ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী ( হরিপুর, বড়বাড়ী )	২১
„ হরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২১
„ উমাপদ বসু	২১
„ কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	২১
„ রাধিকানাথ সাহা	২১
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২১
„ অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ( ঢাকা )	১১
„ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ( পাবনা )	২১
„ বেণীমাধব ঘোষাল	২১
„ নগেন্দ্রনাথ মিত্র ( হাটুরিয়া )	২১
„ জে, এন, বসু ( কটক )	২১
„ রাজগোপাল আচার্য্য গোস্বামী	২১
„ এস, সি, ভট্টাচার্য্য ( মগলাবাজার )	২১
„ সার বিপিনকৃষ্ণ বসু ( নাপপুর )	১০১

জের—	৩৮৪
শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় চৌধুরী ( বেনারস )	২১
„ আর, সি, মিত্র ( সদরবাজার )	১১
„ রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়	৩১
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বসু	২১
„ অটলবিহারী ঘোষ	২১
„ শ্রামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়	২১
„ যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২১
„ বি, কে, মিত্র	১১
„ অতুলানন্দ দাস	২১
„ যোগেশপ্রসন্ন ভাঙ্কড়ী	২১
„ মাননীয় অধিকাচরণ মজুমদার	২১
„ কুমুদনাথ চৌধুরী	২১
„ সুবোধচন্দ্র মজুমদার	২১
„ উপেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত	২১
„ সম্ভবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১
„ যোগেশচন্দ্র রায়	১১
„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( বালুরঘাট )	২১
„ জ্ঞানাজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়	২১
„ গঙ্গাচরণ সেন ও ভুবনমোহন সেন	২১
„ বিপিনচন্দ্র গুহ	২১
„ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ( মীরট )	২১
„ সৈয়দ আউলাদ হোসেন	২১
„ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী	২১
„ কুমার মন্থনাথ মিত্র বাহাদুর	১০১
„ পান্নালাল মল্লিক	২১
„ সার শুকুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার	২১

জের—	৪৫৯	জের—	৪৬০
শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫৯	শ্রীযুক্ত হরিবিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
„ সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৯	„ ডাঃ চুলীলাল বসু রায় বাহাদুর	২৯
„ অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১০৯	„ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
„ জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী	২৯	„ এন, সিংহ ( ডালটনগঞ্জ )	২৯
„ বরদাপ্রসাদ বসু	২৯	„ রাখালদাস মজুমদার	২৯
„ জে, সি, দত্ত	২৯	„ ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত ( চট্টগ্রাম )	২৯
„ রাজা জগদীশচন্দ্র দেও ধবলদেব	২৯	„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৯
„ সত্যেন্দ্রনাথ রায়	২৯	„ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৯
„ ডাঃ আর, জি, কর	২৯	„ দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৯
„ রাজা শ্রীনাথ রায়	২৯	„ মুকুন্দলাল লাহক	২৯
„ রায় বিনোদবিহারী বসু বাহাদুর	২৯	„ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
„ মাননীয় ডাঃ নীলরতন সরকার	২৯	„ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
„ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৯	„ কালীকুমার বসু	২৯
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৯	„ মাননীয় ডাঃ হরেশপ্রসাদ	
„ গোপালদাস চৌধুরী	৪৯	„ সর্বাধিকারী	২৯
„ হরিচরণ সেন ( বদনগঞ্জ )	১৯	„ ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৯	„ অধিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯
„ গিরিশচন্দ্র সেন ( বর্ধমান )	২৯	„ মাননীয় ব্রজেনকিশোর রায়চৌধুরী	৫৯
„ মাননীয় ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়	২৯	„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিভাগমহাৰ্ষ	২৯
„ কালীভূষণ সেন	২৯	„ রমেশচন্দ্র দত্ত ( নাওগাঁও )	২৯
„ মাননীয় কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ		„ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( চুচুড়া )	২৯
„ বাহাদুর	২৯	„ গোরচন্দ্র রায় ( দিল্লী, দেওয়ানগঞ্জ )	২৯
„ শরৎকুমার দত্ত ( আগড়তলা )	২৯	„ বিক্রমকুমার বসু	২৯
„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী ( গুজাদিয়া )	২৯	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৯
„ রাখালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়		„ গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল	২৯
„ ( ষারভাঙ্গা )	২৯	„ বীরচন্দ্র সিংহ ( ভাগলপুর )	২৯
„ দেবেন্দ্রনাথ সিংহ ( ষারভাঙ্গা )	২৯	„ বতীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী ( বরাহী )	২৯
„ অতুলকৃষ্ণ নিয়োগী	২৯	„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ( এলাহাবাদ )	৫৯
„ গণপতি সরকার	২৯	„ পাঁচকড়ি ঘোষ	২৯
„ বোগেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী ( মাণিকগঞ্জ )	২৯	„ সার চন্দ্রনাথ ঘোষ	৫৯

জের—	৩১৮	জের—	৩১৯
শ্রীযুক্ত মনোদ্রজেন গুহ ঠাকুরতা	২১	শ্রীযুক্ত এস, সি, বানার্জি	২১
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস	২১	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	২১
দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	২১	সুরেন্দ্রনাথ সেন	২১
সুরেন্দ্রনাথ রায়	২১	নগেন্দ্রনাথ দে	২১
ক্ষেত্রমোহন বসু	২১	ভার্যচরণ চক্রবর্তী	২১
যামিনীকান্ত সোম	২১	পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু	২১
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (কৃষ্ণনগর)	২১	সারদামোহন বসু	২১
রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১	ভাণীগোবিন্দ চৌধুরী	২১
যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	২১	হরিদাস সাহা	২১
বীরেন্দ্রকুমার বসু	২১	হরেন্দ্রনারায়ণ রায়	২১
প্রভাসচন্দ্র বসু	২১	অমৃতলাল শীল	৫১
কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য	২১	গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	২১
কালিদাস রায়চৌধুরী	২১	নগেন্দ্রনাথ বসু	২১
যোগেন্দ্রনাথ দে	২১	যোগেন্দ্রনাথ সেন	২১
হেমচন্দ্র সেন	২১	পুলিনবিহারী দত্ত	২১
কিরণচন্দ্র ঘোষ	২১	ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	২১
মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমান	২১	শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু	২১
এম, এন ঘোষ	২১	অমরেশ শিকদার	২১
শিবচন্দ্র শীল	২১	বিপিনচন্দ্র চন্দ্র	১১
সারদানাথ দত্ত	২১	কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী	২
যজ্ঞনাথ ঘোষ	২১	গোষ্ঠবিহারী আচ্য	২
বনমালী চক্রবর্তী	২১	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ)	২১
শ্রীশচন্দ্র সিংহ রায়	২১	রজনীকান্ত রায় দত্তদার	২
মদ্যখেশচন্দ্র সাত্তাল	২১	চন্দ্রনাথ চৌধুরী	২
রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	২১	সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২
মোলবী দৌলত আহম্মদ	২১	রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়	২
নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়	২১	বাহাদুর সিং সিংহী	২
রাইকিশোর ঐশ্বর্য্যিক	২১	শ্রীমাদাস কবিরাজ	৫
কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২১	শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত	৫
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	৫১	কালীকৃষ্ণ ঘোষ	৫



ভের—	১৪১	ভের—	৮০৫
শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি	২১	শ্রীযুক্ত দামোদরদাস বর্ষণ	৫
„ সেধ আব্দুল জব্বার	১১	„ সত্যচরণ লাহা	৪
„ অভয়কুমার গুহ	২১	„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২১
„ বজ্রেশ্বর ঘোষ	২১	„ বীরেশ্বর সেন	২১
„ সার প্রভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫	„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	২১
„ কালীকুমার ভট্টাচার্য	২১	„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	২১
„ গোকুলচন্দ্র সিংহ	২১	„ শরচ্চন্দ্র মজুমদার	২১
„ বহুপতি চট্টোপাধ্যায়	২১	„ রাধিকান্ত রায়	২১
„ সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২১	„ দেবনারায়ণ ঘোষ	২১
„ বিমলচন্দ্র সিংহ	২১	„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত	২১
„ অনাথনাথ ঘোষ	২১	„ এ, সি মুখার্জি	২১
„ সার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	„ বসন্তকুমার বসু	২১
„ ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার	২১	„ বরদাকান্ত রায় ( পুষ্কলিরা )	২১
„ শ্রীরাম মৈত্রের	২১	„ অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২১
„ সত্যীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১	„ নিখিলনাথ মৈত্র	২১
„ অমৃতলাল দত্ত	২১	„ এস. কে সেন	২১
„ অক্ষয়কুমার সরকার	২১	„ রামেন্দ্রনাথ ঘোষ	২১
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	২১	„ কালিদাস মিত্র	২/০
„ কলীন্দ্রলাল সেন	২১	„ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	২১
„ কালীমোহন সেন	২১	„ বলাইচাঁদ মল্লিক	২১
„ চারুচন্দ্র ঘোষ	২১	„ ভূপতিচন্দ্র দাসগুপ্ত	২১
„ এস কে চৌধুরী	২১	„ কালীপদ সরকার	২১
„ বিধুভূষণ গোস্বামী	২১	„ ভূদেব শ্রীমানী	২১
„ ললিতমোহন মৈত্র	২১	„ কিরণচন্দ্র দত্ত	২৫
	৮০৫		৮০৫/০

১০২৩। ২৭শে চৈত্র পর্যন্ত এই টাকা আদায় হইরাছে।

শ্রীরামকমল সিংহ

প্রধান কৰ্মচারী।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি

কলিকাতা

২৪৩১ আপার সাকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত ।

১৩২৩

---

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ]

[ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৮০ বার আনা

মফঃস্বলে ৩৮০ তিন টাকা ছয় আনা ।

Printed by  
R. C. Mittra, at the **Visvakosha-Press**  
*9, Visvakosha Lane, Bagbazar,*  
**CALCUTTA**

## ত্রয়োবিংশ ভাগের সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। আলোচনা	শ্রীঅম্বুজাঙ্ক সরকার	৭৯
২। ইউরীডের প্রথম স্বীকার্য	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	১২৩
৩। ইউরীডের স্বতঃসিদ্ধ	ঐ ঐ	১
৪। ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক	শ্রীমুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্	১৭৯
৫। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব	শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	১৯৭
৬। তাপসী রওশন আরা	ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	২২৩
৭। তৃতীয় বিএইপালদেবের তাম্রশাসন	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	২৩৩
৮। দশম স্বতঃসিদ্ধ	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	২৬৩
৯। নবাবিকৃত সূর্য্যবস্ত্রীর শিলালিপি	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	২৮৩
১০। প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা	শ্রীঅখিনীকুমার দে	২২৯
১১। প্রসপেক্ট পাহাড়ের ভূতত্ত্ব	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ	২১৯
১২। বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখনপ্রণালী	ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	২৫১
১৩। বাঙ্গালা শব্দকোষ [ সমালোচনা ]	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	১৫
১৪। বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	২৪১
১৫। বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	৬৯
১৬। মহাভারতের সময়	শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী	১৩৯ ও ১৬১
১৭। মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য	ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	৯৫
১৮। রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ	শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ	৭৫
১৯। শ্রীনগর	শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ	২৫৭
২০। সমালোচনার উত্তর	রায়বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিভানিধি, এম্ এ	৫৯
২১। সম্বোধন	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি আই ই, এম্ এ	৮১



## তৃতীয় বিব্রিহপালিদেবের তাম্রশাসন\*

এই তাম্রশাসনখানি নবাবিকৃত নহে। শতাব্দিক বর্ষ পূর্বে ইহা আবিকৃত হইয়াছিল এবং তদবধি বহু দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত ইহার পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যার উত্তম করিয়াছেন, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত “Palas of Bengal” এবং “বান্দালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ” নামক গ্রন্থ-দ্বয় রচনাকালে আমাকে এই তাম্রশাসনখানি পুনর্বার পাঠ করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে যে পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

“১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদালের [ কোম্পানি বাহাদুরের ] কুঠীর প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরবর্তী [ সুলতানপুরের অন্তর্গত ] আমগাছি নামক একটি পুরাতন ইষ্টকাচ্ছাদিত পরিভাস্ত্র স্থানে এক কৃষক মৃতিকার খনন করিতে গিয়া, এই তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়া, পুলিশের হস্তে সমর্পণ করায়, ইহা দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাট্রল সাহেব কর্তৃক কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল এবং ইহার আবিকার-কাহিনী সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শাসনখানি তদবধি সোসাইটির পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইতেছে।”

“সুবিখ্যাত অধ্যাপক কোলব্রুক এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষর বিলোপের জন্ত, তিনি ইহার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতে অশক্ত হইয়া, একটি আংশিক বিবরণ মাত্রই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন। সোসাইটির শত-বার্ষিকী বিবরণী প্রকাশিত করিবার সময়, অধ্যাপক হরগলি আর একবার পাঠোদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যত দূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহাই মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে এই শাসনলিপির পঞ্জাংশের পাঠ অধ্যাপক কিলহর্ণ কর্তৃক উদ্ধৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ লিপির পাঠ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।”

“অধ্যাপক কোলব্রুক এবং অধ্যাপক হরগলি যত দূর পর্য্যন্ত পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তত দুরূহ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। বংশবিবৃতি-স্বচক শ্লোকাবলীর মধ্যে অনেক শ্লোকই নারায়ণপালদেবের [ ভাগলপুরে আবিকৃত ] এবং মহীপালদেবের [ বাণগড়ে আবিকৃত ] তাম্রশাসন হইতে গৃহীত বলিয়া, এই দুইটি শাসন-লিপির সাহায্যে অধ্যাপক কিলহর্ণ পঞ্জাংশের একটি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বারা কাহাকে ভূমি দান করা হইয়াছিল, তাহা নির্ণীত হইতে পারে নাই; “দূতকে”র পরিচয়ও উদ্ঘাটিত হইতে পারে নাই। অধ্যাপক কোলব্রুক ইহাকে “দ্বাদশ সংবৎসরের লিপি” বলিয়া এবং অধ্যাপক

কিল্হর্ণ “বাদশ বা ত্রয়োদশ সংবৎসরের লিপি” বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন” ১।

“গৌড়লেখমালা” সঙ্কলনকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাত্ত্বশাসনের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া, স্বর্গগত অধ্যাপক কিল্হর্ণ যে অংশের পাঠ উদ্ধার করিয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন, মাত্র সেই অংশের উদ্ধৃত পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন ২। আমার অনুরোধে এসিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত জি, এচ., টিপার (G. H. Tipper) তাত্ত্বশাসনগানি চারি বৎসর কাল আমার নিকট রাখিয়াছিলেন। “Palas of Bengal” প্রকাশকালে এই তাত্ত্বশাসনের ভূমিগ্রহীতার নাম সম্পূর্ণরূপে পড়িতে পারা যায় নাই। তাত্ত্বশাসনখানি আমার হস্তগত হইলে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, তখনও পর্য্যন্ত উহা পরিত্যক্ত হয় নাই, উহার অক্ষরসমূহের মধ্যে যুক্তিকা ও তাত্ত্বকলঙ্ক প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। তাত্ত্বশাসনের যে স্থানে ভূমিগ্রহীতার নাম ও বংশপরিচয় আছে, পরিত্যক্ত হইলে দেখা গেল যে, ঐ অংশের যে আনুমানিক পাঠ “Palas of Bengal” ৩ গ্রন্থে ও “বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগে” ৪ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা মূলানুগত নহে।

তাত্ত্বশাসনখানি পরিত্যক্ত হইলে দেখিতে পাওয়া গেল যে, ভাগলপুরে আবিস্কৃত নারায়ণ-পালের ও বাণগড়ে আবিস্কৃত প্রথম মহীপালের তাত্ত্বশাসনের সাহায্যে স্বর্গীয় অধ্যাপক কিল্হর্ণ, এই তাত্ত্বশাসনের প্রথম বিংশতি পংক্তির যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ পরিবর্তন সম্ভব নহে। তাত্ত্বশাসনের উৎকীর্ণ লিপির অনেকাংশ ক্ষয়ের জন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাল-রাজবংশের যে সমস্ত তাত্ত্বশাসন অস্তাবধি আবিস্কৃত হইয়াছে, তৎসমূহের মধ্যে এই তাত্ত্বশাসনখানির অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। একখানি তাত্রপট্টের উভয় দিকে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাত্রপট্টখানি ১৪ $\frac{১}{২}$  দীর্ঘ ও ১০ $\frac{১}{২}$  প্রশস্ত। তাত্রপট্টের উর্দ্ধ দিকে রাজকীয় মুদ্রা সংলগ্ন আছে। মুদ্রাটি গোলাকার এবং এই বৃত্তের পরিধি উচ্চ, বৃত্তের পার্শ্বে গোলাকার বিন্দুর বৃত্তাকৃতি মালা আছে। বৃত্তের বাহিরে চারি দিকে লতাপত্র আছে এবং ইহার উর্দ্ধে একটি ক্ষুদ্র চৈত্য এবং তদুপরি একটি ছত্র আছে। বৃত্তমধ্যে উর্দ্ধাঙ্গে ধর্মচক্র আছে; মধ্যস্থলে একটি চক্র, চক্রের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট এক একটি যুগ এবং চক্রের নিম্নে “শ্রীবিগ্রহপালদেবঃ” লিখিত আছে। বৃত্তের নিম্নার্দ্ধ লতাপত্রে পরিপূর্ণ। রাজকীয় মুদ্রা ৭ $\frac{১}{২}$  দীর্ঘ এবং বৃত্তের ব্যাস ২ $\frac{১}{২}$ ।

এই লিপিতে যে সমস্ত অক্ষর আছে, সেগুলির উচ্চতা ১ $\frac{১}{২}$  হইতে ১ $\frac{১}{৪}$ । অক্ষরগুলি সাবধানতার সহিত উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বহু কাল ভূগর্ভে অবস্থান হেতু লিপির অনেক স্থল

১। গৌড়লেখমালা, পৃ: ১২১-২২।

২। গৌড়লেখমালা, পৃ: ১২০-২১।

৩। Palas of Bengal, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. p. ৪০.

৪। বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃ: ২৩৬।

ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। প্রথম বিংশতি পংক্তিতে, আরম্ভে বিংশ হইতে পঞ্চবিংশতি অক্ষর পর্যন্ত লিপি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাম্রপট্টের দ্বিতীয় দিকে ঐতি পংক্তিতে শেষের তিন চারিটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪৮ ও ৪৯ পংক্তির অধিকাংশ একবার লিখিত হইবার পরে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে পূর্বলিখিত অক্ষরগুলি এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, সুতরাং সেই অংশ সেই স্থানে দ্বিতীয় বার লিখিত হইলে পূর্বলেখ ও উত্তরলেখের রেখাসমূহ একত্র মিশ্রিত হওয়ায় লিপির এই অংশের পাঠোদ্ধার অসম্ভব হইয়াছে। আমগাছি লিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা প্রথম মহীপালদেবের বাণগড়-লিপির বর্ণমালা অপেক্ষা সাদৃশ্যে বর্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার নিকটতর। স্বরবর্ণের মধ্যে “অ” এবং “আ” সম্পূর্ণরূপে বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে “জ” এবং “ত” বর্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার আকার ধারণ করিয়াছে। এই সময় হইতে উত্তর-পূর্ব-ভারতের বর্ণমালায় “ত” ও “হ”এর প্রভেদ সহজে নির্ণয় করা যায়।

লিপির ভাষা সংস্কৃত, ইহার প্রথম বিংশতি পংক্তিতে পালরাজ-বংশের বংশপরিচয় সম্বন্ধে চতুর্দশটি শ্লোক আছে, তাহাতে প্রথম গোপালদেব হইতে তৃতীয় বিগ্রহপালদেব পর্যন্ত কুল-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই চতুর্দশটি শ্লোকের মধ্যে ষাটশটি পুরাতন, ইহার প্রথম চারিটি শ্লোক ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে এবং ষাটশটি বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। আমগাছি-লিপির চতুর্দশ শ্লোকটিও বাণগড়-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা উক্ত লিপির একাদশ শ্লোক। আমগাছি-লিপির ষাটশ ও ত্রয়োদশ শ্লোক নূতন।

এই তাম্রশাসন হ (৭) রখা (৭) ম সমাবাসিত শ্রীমজ্জবুদ্ধাবার হইতে পরমসোগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমপালদেবের পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেব (তৃতীয়) কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং এতদ্বারা চন্দ্রগ্রহণকালে বিধিবৎ গঙ্গাস্নান করিয়া বিগ্রহপালদেব শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডলে বিষমপুরাংশে দণ্ডত্রয়েশ্বর সমেত তিন কাকিনী, দুই উন্নান, দুই দ্রোণ এবং ষট্কুলাপ্রমাণ ভূমি শাণ্ডিল্য-গোত্রজ শাণ্ডিল্যাসিত-দেবলপ্রবর সামবেদের কোথুম্না-শাখাধারী হরিসত্ত্বক্ষারী মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিজ্ঞাবিদ ক্রোড়ঞ্চি ও মন্ত্রাবাস হইতে আগত, ছত্রাগমবাসী, বেদান্তবিৎ পদ্মাবনদেবের পৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেবের পুত্র, খোছল দেবশর্মাকে ভগবান বুদ্ধভট্টারকের উদ্দেশ্যে, তাঁহার রাজ্যের ষাটশ সংবৎসরে, চৈত্র মাসের নবম দিবসে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের দূতকের নাম অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই মাত্র গড়িতে পারা যায় যে, তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন। পোদগৌ গ্রামনিবাসী মহীধরদেবের পুত্র, শিল্পী শশিদেব কর্তৃক এই লিপি উৎকর্ণ হইয়াছিল। মহীধরদেব বিজয়া-দিত্যের পুত্র এবং বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন তৎকর্তৃক উৎকর্ণ হইয়াছিল।



প্রবন্ধের সহিত যে প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল, তাহা কলিকাতা চিত্রশালার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শিল্পী মুন্সী ওয়াহিদউদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল।

### প্রশস্তি-পাঠ

#### প্রথম দিক্

১। ঔ স্বস্তি ॥ [মৈ]ত্রী[ং] কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেমসীং সন্দধানঃ  
২। [স]ম্যক্ সখে[ধিবি]জ্ঞাসরি [দমলজলক্ষা] লিতাজ্ঞানপ-  
৩। -স্বঃ। জিহ্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভব[ং] শাশ্বতী[ং]  
৪। আপ শাস্তি[ং]স শ্রী-মান্-লোকনাথো জয়তি দশবলোহিতশ্চ  
৫। গোপালদেবঃ ॥(১\*) লক্ষ্মী-জন্ম-নিকেতনং . সমকরো বোচু[ং] ক্ষমঃ স্মাভরং  
পক্ষচ্ছেদ-ভয়াহুপস্থিতবতামেকাপ্রয়ো ভূভূত[ং]। মর্যাদা-পরিপালনৈকনিরতঃ সৌ (শৌ)-  
র্য [ং]-

৬। -[লয়োহস্মাদভূদু] ঋগ্ভোধিবিলাসহাসিমহিমা শ্রীধর্মপালো নৃপঃ ॥ (:\*) রাম-  
শ্বেব গৃহীতসত্যতপসস্তস্মাহুরূপো ঋগৈঃ সৌমিলৈকদপাদি তুল্য-

৭। [মহিমা বাক্পা]ল-নামাহুজঃ। যঃ শ্রীমাম্মবিক্রমৈকবসতিভ্রাতৃঃ স্থিতঃ শাসনে  
শূন্তাঃ শক্রপতাকিনৌভিরকরোদেকাতপজ্ঞা দিশঃ ॥(\*) (৩\*)<sup>৩</sup> তস্মাহু-

৮। [-পেজ-চারিতৈ 'গ]তৌ স্পুনানঃ পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা। ধর্মদ্বিষা[ং]  
শময়িতা যুধি দেবপালে যঃ পূর্বজো ভুবনরাজ্যসুখাতবৈ(নৈ)ষীৎ ॥ (৪\*) শ্রীমা-

৯। -[নু বিগ্র]হপালন্তংসুহৃদজাতশক্ররিব জাতঃ। শক্রঘনিতা-প্রসাধনবিলাপি-বিমলা-  
সিজলধারঃ ॥ (৫\*)<sup>৬</sup> দিক্পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহবিভ-

১০। -[জ্ঞান্ গুণান্] শ্রীমন্তং জনসাম্বভূব তনয়ং নারায়ণং স প্রভুং। যঃ ক্ষেণীপতিভিঃ  
শিরোমণিক্চাশ্লিষ্টাংঘি[ ] পীঠোপল[ং] তায়োগাপ্তমলঙ্কার চরিতৈঃ<sup>৭</sup>।

১১। [শ্বে]রৈব ধর্মাসনং ॥ (৬\*)<sup>৮</sup> তোয়াশরৈর্জলধিমূলগভীরগর্ভদেবালধৈশ্চ কুল-  
ভুবরতুল্যকৈঃ। বিখ্যাত-কীর্তিরভবন্তনয়শ্চ তস্ত শ্রীরাজ্যপাল ই-

১২। -তি ম[ধ্যম]লোকপালঃ ॥ (৭\*)<sup>১০</sup> তস্মাৎ পূর্বকিত্তিপ্রাশ্লিধিরিব মহসা[ং] রাষ্ট্র-  
কূটাঘরেন্দ্রোজ্ঞজ্ঞোভূসুমৌলেদুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যা[ং] প্রসূতঃ ॥(\*) শ্রীমা-

১। বক্ষরা।

২। শার্দূলবিক্রীড়িত।

৩। শার্দূলবিক্রীড়িত।

৪। তাত্রাশাসনে এই পাঠ আছে, মৈত্রেয় মহাশয় কর্তৃক অনুরূপ সংশোধন-চিহ্ন মূলে নাই—গৌড়লেখমালা,  
পৃঃ ১২৪, পাদটীকা ৪।

৫। বসন্ততিলক।

৬। আর্ধ্যা।

৭। এই স্থানে ছেদ অনাবশ্যক।

৮। শার্দূলবিক্রীড়িত।

৯। "কুলভূষণ"। মূলে "কুলভূষণ" উৎকীর্ণ আছে।

১০। বসন্ততিলক।

১৩। -[ন-গোপাপদেব]শিরতরমবনৈরেকপত্ন্যা ইতৈকো ভর্ত্তাভূম্নৈকরস্বহ্যতিথচিত্তচতুঃ-  
সিদ্ধুচিত্রাংগুকারাঃ ॥১১ (৮\*) য[৭] স্বামিন[৭] রাজশুগৈরনুনমাসেবতে চা-

১৪। -[কৃতরাভু]রক্তা। উৎসাহমস্ত্রপ্রভুশক্তিলাক্ষ্মীঃ পৃথো-[৭] সপত্নীমিব শীলয়ন্ত[৭] ॥

(৯\*)<sup>১২</sup> তস্মাৎভূব সবিতুর্বহুকোটিবর্ষা। কালেন চজ্জ ইব বিগ্রহপালদেব

১৫। -[ঃ। নেত্রপ্রিয়েণ] বিমলেন কলা[ময়েন যে]নোদিতেন দলিতো ভুবনস্ত তাপঃ ॥  
(১০\*)<sup>১৩</sup> হতসকলবিপক্ষঃ সত্তরে বাহুদর্পাদনধিকৃত-বিলুপ্তং রাজ্যমাগত পিত্রাম্ ॥\*

১৬। [নিহিত-চরণপদ্মো ভূভূতাং মূর্ধি] [তস্মা] দত্তবদবনি-পালঃ শ্রীমহাপালদেবঃ ॥\*(\*)<sup>১৪</sup>  
(১১\*) ত্যজন্মোবাসজ[৭] শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভূতা[৭] বিতগ্ন সর্কাসাঃ প্রসত-

১৭। [মুদয়াত্রে]রিব রবিঃ [।\*] হত[ধ্বাস্তঃ সিন্ধু]প্রকৃতিরমুরাগৈকবসতিস্ততো ধন্যঃ  
পুণ্যায়জনি নয়পালো নরপতিঃ ॥ (১২\*)<sup>১৫</sup> পীতঃ সজ্জনলেচনৈঃ<sup>১৬</sup> অরিরিণোঃ পূজা-

১৮। [মুরক্তঃ স]দা। সংগ্রামে [চতুরোহ]ধিক[ঞ্চ] হরিতঃ কাল[ঃ] কুলে বিধিবাং।  
চাতুর্কর্কাসমাপ্রয়ঃ সিতবশ[ঃ] পু[ঞ্জৈ]র্জগজ্জয়ন্ত শ্রীমহিগ্রহপালদেবনৃপতিঃ)

১৯। [পুণ্যৈর্জনা]মভূতং ॥ (১৩\*)<sup>১৭</sup> [দেশে] প্রাচি প্রচুরপরসি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং  
শৈবং ভ্রাতৃ তদনুমলয়োপত্যাকাচন্দনেমু। কৃতা সাংগৈস্তত্ত্বমু জড়তাং শীকটৈর-

২০। [-ভ্রতুল্যঃ প্রালেয়াদ্রেঃ] কটক[মভজ] রস সেনাগজেন্দ্রাঃ ॥ (১৪\*)<sup>১৮</sup> স খলু  
ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান নানাবিধনোবাটকসম্পাদিতসেতুবন্ধনিহিত-

২১। [শৈলশিখরশ্রেণী বিভ্রমাৎ] ॥ নিরতিশয়ধনঘনাবনঘটাশ্রামায়মানবাসরলক্ষ্মীসদারক-  
সম্ভত-জলদসময়গন্ধেহাৎ। উদীচীনানেক-

২২। -নরপতি প্রাক্ত[তি কৃতাপ্রামেয় হ]য়বাহিনী খ[রথুরোংখাত] ধূলিধূসরিতদিগন্ত-  
রালাৎ। পরমেশ্বর-সেবা-সমাবাতাশেষজম্বুদ্বীপভূপালানন্ত

২৩। -পাদাতভর[নমদবনৈঃ। (হ?)র] ধা (?) য সমাবাসিত [শ্রী]মজ্জয়স্বক্কাবারাৎ।  
পরমসোগতো মহারা[জা\*]ধিরাজ শ্রীনয়পালদেবপাদামুখ্যাতঃ পরমে-

২৪। -শ্বরঃ [পরমভট্টারকো মহা]রাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ বিগ্রহপালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুণ্ড্র-  
বর্দ্ধনভুক্তো কোটাবর্ষবিষমাস্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রাম-

২৫। মণ্ডল[াস্তঃপাতি স্ব] সম্বন্ধকাবচ্ছিন্নতলোপেত অধুনা হলকলিত ॥ কাকিনীজয়ো-  
ধিকোদমানঘরোপেত<sup>১৭</sup>।

১১। প্রজ্ঞা।

১২। ইন্দ্রবজ্রা।

১৩। বসন্তভিলক।

১৪। মালিনী।

১৫। শিখরিণী।

১৬। মূলে 'লোচনৈঃ' স্থানে 'লেচনৈঃ' লিখিত আছে।

১৭। শিখরিণী।

১৮। মলাকান্তা।

১৯। মূলে "কাকিনীজয়োধিকোদমানঘরোপেত" স্থানে "কাকিনীজয়োধিকোদমানঘরোপেত" উৎকর্ষ আছে

২৬। স.....সীমান্তঃ। দ্রোণধ্বসমেত। ষট্ কুল্যপ্রমাণ দত্ত (?) জহেশ্বরসমেত বিষম-  
পুরাংশে সমুপগতাশে-

২৭। -ষ-[রাজপুরুষান্ রাজ] রাজত্বক। রাজপুত্র। রাজানাত্য। মহাসাক্ষিবিগ্রহিক।  
মহাক্ষপটলিক। মহাসামন্ত। মহাসেনাপতি। মহাপ্রতীহার।

২৮। দৌ (: সাধসাধনিক। মহা] দণ্ডনাগক। মহাকুমারামাত্য। রাজস্থানীয়েপরিক  
দাসাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিক। দাণ্ডপাসিক। সৌ—

২৯। -[ক] [ক। গোত্রিক। ক্ষেত্রপ। ] প্রান্তপাল। কোটপাল। অঙ্গরক্ষ। তদাঙ্ক  
বিনিযুক্তক। হস্ত্যশোভনোবলব্যাপ্তক। কিশোরবড়বাগোমহিষাজা-

৩০। -[বিকাধ্যক্ষ দূতপ্রেষণিক। গমা] গমিক। অভিভ্বরমাণ। বিষয়পী১১। গ্রামপতি।  
তরিক। গোড়। মালব। খস। হুণ। কুলিক। কর্ণাট। লাট। চাট।

৩১। [ ভট। সেবকাদান্। অতাংশ্চ। ] কীর্তিতান্। রাজাপাদোপজীবিন [ঃ\*]। প্রেতি-  
বাসিনো। ব্রাহ্মণোত্তরান্। মহন্তমোত্তমকুটুম্বপুরোগা মেদাক্চণ্ডালপর্যাস্তা-

৩২। -[ন যথার্থং মানয়তি। বোধয়তি] সমাদিশতি চ। বিদিতমন্ত ভবতা[ং]।  
যথোপরিপলিখিতোয়ং গ্রামঃ। স্বপীমান্ত্রণয়তি-[গোচ]রপর্যাস্তঃ সতলঃ সো[দ্দেশঃ]

৩৩। [ নাত্রমধুকঃ। সজলস্থলঃ সগর্ভো। ] যরঃ সদশাপচারঃ সচৌরোদ্ধরণঃ পরিত্ত-  
সর্বপীড়ঃ। অচাটভট [ প্রবেশঃ ] অকিঞ্চিদপ্রগ্রা[হঃ সমস্ততা- ]

### দ্বিতীয় দিক্

৩৪। -গ ভোগকর হিরণ্যাদিপ্রত্যায়সমেতঃ ভূমিচ্ছিদ্রজ্ঞায়েনা-

৩৫। -চক্ষার্কক্ষিতিসমকালম্ মাতাপিত্রোরাশ্রয়নশ্ [ চ পৃণ্য ]

৩৬। -যশোভিবৃদ্ধয়ে ভগবন্তঃ বুদ্ধভট্টারকমুদিশ্চ [ শাণ্ডি ]-

৩৭। -ল্যসগোত্রায়। শাণ্ডিলা-অসিত-দৈবলপ্রবরা[য়]

৩৮। -হরিসম্রাট্যারিণে। সামবেদিনে। কোথুমীশাধাধ্যায়ি-

৩৯। -নে। মীমাংসাম্যা(ব্যাকরণতর্কবিজ্ঞাবিদে। ক্রোড়িক্বিনির্গতমৎস্ত্রাসাবিনির্গ-  
তায়। ছত্রাগ্রামবাস্তবায়। বেদান্তবিৎপদ্মানদেবট্টপ(পৌ)ত্রায়। মহো-

৪০। পাধ্যায় অর্কদেবপুত্রায়। খোদ্রলদেবশর্মণে। সোমগ্রহে বিধিবৎ গজায়াং স্নাত্বা  
সাসনৌকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভিঃ। অতো ভবন্তিঃ সর্কেরেবানুসমস্ত[ব্য]-

৪১। ম্ ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ। ভূমেদানফলগোরবাং। অপহরণেন চ মহানরক-  
পাতভয়াং। দানমিদমহুমোক্তানুমোক্তানুপালনীয়ম্ প(্র)ত(তি)বাসিভি-

৪২। -শ্চ ক্ষেত্রকর্ট্রৈঃ। অজ্ঞাপ্রবণবিধেয়ীভূয় যথাকালং সমুচিতভাগভোগকরহিরণ্যাদি-  
প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য ইতি ॥ সম(ৎ) ৭ ১২ চৈত্র দিনে ৯ ভবন্তি

১১। মূলে “বিষয়পতি” হানে “বিষয়পী” লিখিত আছে।

৪৩। চাত্র ধর্ম্মাশুশ [৭] সিনঃ শ্ৰোকাঃ ॥ বহতি ( ' ) বস্তু দত্তা রাজতিঃ সগরাতিভিঃ ।  
যন্ত যন্ত যদা ভুমিস্তন্ত তন্ত তদা ফল[৭] ॥ ভূমি[৭] যঃ প্রতিগৃহ্যতি বশচ ভূমি[৭] প্র-

৪৪। -বচ্ছতি । উভে ভৌ পুণ্য[ক]র্মাণো নিয়তং স্বর্গ-গামিনৌ । [।\*] গামেকাং  
স্বর্গমেকাঞ্চ ভূমেরপ্যর্কমকুলং । হরন্নরকমায়াতি যাবদাহুত[সংপ্র]বম্ ॥ ষষ্টিষর্ষ-

৪৫। সহস্রাণি স্বর্গে মোদ[তি] ভূ[মি]দঃ ॥ (।) আক্ষেপ্তা চাহুমন্তা চ তামেব নরকে  
বসেৎ ॥ স্বদত্তা[৭] পরদত্তা[৭] বা যো হরেত বহুধরাম্ । স বিষ্ঠায়াং কৃমি[ ] ভূষা পি-

৪৬। -ভূভিঃ সহ পচ্যতে ॥ সর্বানৈতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেজ্জাং (ন) ভূয়ো ভূয়ঃ প্রার্থযতোষ  
রামঃ । সামাশ্রোয়ম্ [ধ]র্ম্মসেতুন্ পাণা [৭] কালে কালে পাল[নীয়ঃ] ক্র[মেণ] ॥ ই-

৪৭। -তি কমলদলাশু-[বিন্দু]লোলাং শ্রিয়মহুচিন্ত্য মহুষ্য-জীবিতঞ্চ । সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ  
বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ন্তয়ো বিলো[প্যাঃ] ॥ ] সৌমা-

৪৮। -বস্ত্রিমাধ্যাং [দার (৭) সং সত্যদ(৭) সানিধিঃ ব্রহ্মাণি সুরধামাধনোঃ শ(৭)ক্র(৭)  
ণাম্ দণ্ড] ভূভুজাং ॥ শ্রীমদ্বিগ্রহপালক্ষিত্তিপতিভিলকৌ ম্ পি ... । শ্রীবর্ষায় [ রাজ  
ম (৭) কৌ ] যাম্-

৪৯। মজ্জিমিহ শাসনে দুতং ॥ পোসলীগ্রামনির্যাত-মহীধরদেবহুহনা ইদং শাসন-  
মুৎকীর্ণং শশিদেবেন সি (শি) স্নিনা [৮]

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়



## বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য\*

আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা শব্দকোষ রাঢ় বা পশ্চিম-বঙ্গের প্রদেশ-বিশেষের শব্দ-কোষ; ইহা সমগ্র বাঙ্গালার শব্দকোষ নহে। কেন না, আমরা এই গ্রন্থে উক্ত দেশ বা প্রদেশের গ্রাম্য এবং কথ্য ভাষার শব্দাদি যে পরিমাণে উদ্ধৃত দেখিতে পাই, পূর্ব বা উত্তর-বঙ্গের সেরূপ দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ এক জনের পক্ষে সমগ্র বঙ্গের শব্দ সংগ্রহ করা একরূপ অসাধ্য। তবে আশা করা যায়, অদূর-ভবিষ্যতে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের কোনও মনীষী এ বিষয়ে অধ্যাপক যোগেশ বাবুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া সেই সেই দেশের শব্দকোষ সংকলন করিলে, বাঙ্গালা শব্দকোষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

যে সকল শব্দ প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালার আগত, শব্দকোষে সেই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হইতে নির্ণীত হওয়ায় অনেক স্থলে কষ্ট-কল্পনা হইয়াছে। নিম্নে তাহার বিস্তারিত আলোচিত হইতেছে।

(১) “অকস্মা” শব্দ শব্দকোষে গ্রাম্য বলিয়া নির্দিষ্ট এবং গ্রাম্য শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে—“গ্রাম্য, অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষায়।” “অকস্মা” শব্দ যে কেবল অশিক্ষিতেরাই ব্যবহার করে, ইহা ঠিক নহে। কথা কহিবার ভাষায় শিক্ষিতদিগকেও উহা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ‘কস্ম’ শব্দ শিষ্ট প্রাকৃত এবং ইহারই পরিণতিতে ‘কাম’ শব্দ জাত। স্মৃতিরূপে কথ্য ভাষায় ‘কস্ম’ ও ‘কাম’ উচ্চারণই স্বাভাবিক। বাহা স্বাভাবিক, শিক্ষিত লোকেরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না। এ অবস্থায় এই শ্রেণীর শব্দকে “অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষায়” না বলিয়া “কথিত ভাষায়” বলিলেই শোভন হইত।

(২) “অকাজ” শব্দ সংস্কৃত “অকার্য্য” শব্দ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের পরিণতির দ্বারা আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কৃ—ধর্ম—ধরম, কস্ম—করম, ভ্রম—ভরম, প্রীতি—পিরীতি প্রভৃতি। উপরোক্ত নিয়মে “কার্য্য” শব্দের পরিণতিতে “কারম” শব্দ উৎপন্ন হওয়া এবং ‘জ’ স্থানে ‘ব’ হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রাকৃত ‘কজ্জ’ শব্দ হইতে ‘কাজ’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা বলিলে কোন গোল-যোগ হয় না। কজ্জ=কাজ, তথা অকজ্জ=অকাজ, ইহা সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে।

(৩) “অতিথি” শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—“ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী।” ইহা ঠিক হয় নাই। শ্রীধরস্বামী অতিথি শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“অজ্ঞাতপূর্ব্বগৃহাগত ব্যক্তিঃ।” অতিথির লক্ষণে লিখিত হইয়াছে,—

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, বষ্ট মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, বিভূতিমিথি, এম্ এ, বাহাদুর-প্রদীত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গালা শব্দকোষ।

“যন্ত ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ ।

অকস্মাৎ গৃহমায়ান্তি সোহিতিথিঃ প্রোচ্যতে বৃধেঃ ॥”

অমরকোষে—“আগন্তুঃ গৃহাগতঃ ।” হেমচন্দ্রে—“অভ্যাগতঃ ।” এই সকল প্রমাণে অপরিচিত কোন ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে, তাঁহাকেই অতিথি বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহা জানা গেল। কিন্তু আজকাল পরিচিত কোন ব্যক্তি গৃহে আসিলে তাঁহাকেও ‘অতিথি’ বলা হয়। তা তিনি সাধু-সন্ন্যাসীই হউন, আর সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ব্যক্তিই হউন। ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী অর্থে অতিথি শব্দের ব্যবহার কোথাও নাই। অতিথ-অভ্যাগত সহচর শব্দ নহে, উহা অতিথি শব্দের এক পর্যায়ের শব্দ। সহচর ও এক পর্যায়—এই দুইটি শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। সমান অর্থে ব্যবহৃত যে শব্দ, তাহাই এক পর্যায়; আর শব্দের পর নিরর্থক যে সব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাই সহচর।

(৪) “অভরণ” শব্দটি গ্রাম্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন এবং পদাবলী-সাহিত্যে শব্দটির এত অধিক শিষ্ট-প্রয়োগ দেখা যায়, বাহাতে ইহাকে কোনরূপেই গ্রাম্য বলা যায় না। নিম্নে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—

কৈলাস জিনিয়া শিব দেহের বরণ ।

প্রতি অঙ্গে শোভিয়াছে নানা অ ভ র ণ ॥—গঙ্গামঙ্গল ।

ঝলকত অ ভ র ণ চমকিত চন্দন :—শারদামঙ্গল ।

আপন কন্ডারে নানা অ ভ র ণ দিল ।

গন্ধ চন্দন মাণ্ডে সুবেশ করিল ॥—চৈতন্যমঙ্গল, বঙ্গবাসী সঃ ।

সুতরাং ‘অভরণ’ শব্দটিকে গ্রাম্য বলা আমাদের মতে সমীচীন নহে। হিন্দী ভাষাতেও ‘অভরণ’ শব্দ আছে।

(৫) “অমিয়” শব্দটির ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে অনেক দেখা যায়। উহার অর্থ অমৃত। অমিয়, ইহার উচ্চারণ-বৈষম্যে অমিয়া—এই শব্দটির প্রয়োগও প্রাচীন সাহিত্যে প্রচুর আছে। প্রাকৃত ‘অমিঅ’ এবং শেষের স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু ‘অমিআ’ শব্দ হইতেই যে উক্ত শব্দ দুইটি আগত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু ত্রিষুক্ত ষোগেশ বাবু সংস্কৃত ‘অমৃত’ শব্দ হইতেই উক্ত শব্দটিকে জাত ঠিক করিয়াছেন এবং ‘অমিয়’ শব্দের জ্বলিলে ‘অমিয়া’ এইরূপ বলিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, ‘অমিয়’ শব্দের জ্বলিলে ‘অমিয়া’—এরূপ বলা ঠিক নহে। রামা, শ্রামা, কেঠা প্রভৃতি শব্দ যেরূপ অন্ত্য স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু জাত, প্রাকৃত ‘অমিঅ’ শব্দও সেইরূপ কথ্য বঙ্গভাষার উচ্চারণে অন্ত্য স্বরের বলবৃদ্ধিবশতঃ ‘অমিআ’ রূপের মধ্য দিয়া ‘অমিয়া’ আকার পাইয়াছে, ইহাই আমাদের মত।

(৬) “আ” ধাতুর প্রয়োগে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে—“আমি আই,” এরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালায় হয় না। কিন্তু আমরা জানি, পূর্ববঙ্গে এরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে শিক্ষিত লোকে প্রায়ই এরূপ প্রয়োগে অভ্যস্ত নহেন।

(৭) “আই, আউ” শব্দ দুইটি গ্রাম্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে;—অর্থ আয়ু। ‘আই’ শব্দটির প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে আছে কি না, আমরা জানি না; কিন্তু ‘আউ’ শব্দ প্রাচীন শিষ্ট-সাহিত্যে অনেক দেখা যায় এবং শব্দটি প্রাকৃত। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু ‘শূত্রপুৰাণ’ হইতে ‘আউ’ শব্দের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া উহাকে গ্রাম্য বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, শূত্রপুৰাণের বানান-পদ্ধতি প্রাকৃতের নিকটবর্তী বলিয়া, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু উহাকে মূর্খ লোকের লিখিত অন্তর্ভুক্ত বানান-বোধে ‘আউ’ শব্দটিকে গ্রাম্য বলিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত ব্যাকরণ এবং বঙ্গভাষার প্রাচীন রূপ আলোচনা করিলে উহাকে অন্তর্ভুক্ত বানান বলা যায় না। প্রাচীন সাহিত্য হইতে ‘আউ’ শব্দের দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল,—

অ া উ থাকিতে কাঙ্ক্ষাঞি মরণ ইছসি।—চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন।

নমস্কার কৈলে নাথ বোলে দীর্ঘ অ া উ।—গোরক্ষবিজয়।

এই সকল দেখিয়া ‘আউ’ শব্দটিকে কোন মতেই গ্রাম্য বলা সমীচীন নহে।

(৮) “আই আই” শব্দ দুইটি সংস্কৃত “অগ্নি” সম্বোধন হইতে জাত বলা হইয়াছে এবং “আই মা” শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—“অগ্নি মাতঃ।” আমরা কিন্তু মনে করি, মাতৃবাচক ‘আই’ শব্দ হইতেই ‘আই মা’ এবং ‘আই আই’ শব্দের জন্ম অনুমান করা সম্ভব। “অগ্নি মাতঃ” একরূপ সম্বোধন কোথাও শোনা যায় না, পক্ষান্তরে “মা জননি” একরূপ সম্বোধন আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। ‘মা জননি’ সম্বোধনে যে রূপ একার্থক দুইটি শব্দ বর্তমান এবং তাহা ঋতিকটু বা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, সেইরূপ ‘আই’ শব্দের মাতা অর্থ হইলেও তাহার পরে আবার ‘মা’ শব্দ সংযোগ করিয়া ‘আই মা’ সম্বোধন হইতে পারে, ইহা মনে করা অসম্ভব নয়। বিস্ময়সূচক “আই আই” শব্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতচন্দ্র হইতে শব্দকোষে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

নাকে হাত এয়োগণ বলে অ া ই অ া ই।

কোন একটা বিষয়ের বিষয় উপস্থিত হইলে জীলোকেরা কেহ কেহ “ওমা ওমা” বা কেহ কেহ “আই আই” এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহার অর্থ একই মাতৃবাচক বটে। কিন্তু সংস্কৃত ‘অগ্নি’ শব্দ হইতে ‘আই’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা স্বীকার করিলে এ স্থলে “আই আই” শব্দের কোন সদর্থ হয় না। পক্ষান্তরে জীলোকেরা বিষয়ে নাকে হাত দিয়া আই আই অর্থাৎ ও মা ও মা বলিতেছে—এইরূপ অর্থ বেশ সংলগ্ন হইতে পারে; সুতরাং আমাদের মনে হয়, বিস্ময়, নিন্দা, ঘৃণা প্রভৃতি অপরাপর অর্থে যে সব ‘আই’ শব্দ প্রযুক্ত হয়, মাতৃবাচক ‘আই’ শব্দ হইতেই তাহার উৎপত্তি অনুমান করা অযুক্ত নহে।

(৯) ‘আঁখর’ শব্দটি সংস্কৃত ‘অক্ষর’ শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহা না বলিয়া প্রাকৃত “অক্খর” শব্দ হইতে জাত হইয়াছে, এই কথা বলিলে ভাল হয়। কেন না, ‘আঁখর’ শব্দের ‘খ’ সংস্কৃত ‘অক্ষর’ শব্দ হইতে পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রাকৃত হইতে পাওয়া যায়।



(১০) সংস্কৃত ‘আকুল’ শব্দের পরিণতিতে প্রাকৃত ‘আউল’ শব্দ জাত হইয়াছে,— উহার অর্থ আকীর্ণ অর্থাৎ ছড়ান। প্রাকৃত এই ‘আউল’ শব্দই বাঙ্গালা ভাষায় ‘আউল’ তথা ‘আউলা’ ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। শব্দরত্নাবলী ও অভিধানচিন্তামণি প্রভৃতি সংস্কৃতকোষে আকুল শব্দের উপরোক্ত অর্থই দ্রুত হইয়াছে এবং প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালার আউল, আউলা ধাতুর প্রচলিত অর্থও এইরূপ বটে। কিন্তু শব্দকোষে আউল ও আউলা ধাতুর অর্থ লিখিত হইয়াছে,—“আউলাই—মোচন করি” এবং ইহার যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই,—“আউলিয়া কবরী, আউলাইল মাথার কেশ।” উদ্ধৃত দুই স্থলে ‘আউল’ ধাতুর ‘আকীর্ণ’ ও ‘ছড়ান’ অর্থ হইতে মোচন বা খোলা—এই গৌণ অর্থ (Secondary meaning) কোন মতে স্বীকার করিয়া লইলেও ‘সুতা আউলান, কাপড় আউলান’ প্রভৃতি স্থলে ‘খোলা’ বা ‘মোচন করা’ অর্থ কোনরূপেই কল্পনা করা যায় না। কোনও শৃঙ্খলা বা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিস্তৃত জিনিষকে বিপর্যস্ত করা অর্থেই আউলা ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে। পুরোক্ত ‘আউলিয়া কবরী ও আউলাইল মাথার কেশ’ এই দুই স্থলে মোচন অর্থ কোনরূপে মানিয়া লইলেও, এখানে যে ‘বিপর্যস্ত’ অর্থই অধিক সমীচীন, তাহা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং আউলা ধাতুর কেবল ‘মোচন’ অর্থ না করিয়া ‘আকীর্ণ’ ও ‘ছড়ান’ অর্থও গ্রহণ করা উচিত। আবার ‘ব্যাকুল’, ‘উৎকর্ষা’ অর্থেও ‘আউলা’ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—

“দেখিতে কি সুখ উঠে কি বলিব তা।

দরশ পরশ লাগি আ উ লা ই ছে গা ॥”—প-ক-ত, ৭৪৮ পদ।

(১১) সংস্কৃত ‘আবর্ত’ শব্দ প্রাকৃতে ‘আবট্ট’ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ব-কারের উচ্চারণ ও-কারে পরিণত হয়, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন, আবাস—আওয়ার। এইরূপে প্রাকৃত ‘আবট্ট’ শব্দ ‘আওট’ রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ‘আওটা’ ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। দ্রুত আওটান অর্থে দ্রুত জ্বালালে চড়াইয়া আলোড়িত করা; ইহার অর্থ কখন ‘জ্বীভূত করা’ হইতে পারে না। তবে ‘ধাতুজ্বা আওটান’—ইহাতে জ্বীভূত অর্থ আসিতে পারে। ধাতু জ্বাবের উল্লেখ না করিয়া, দ্রুত আওটানের দৃষ্টান্তের পূর্বে ‘জ্বীভূত করি’ এই কথা বলায় সাধারণ পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণা হইবার সম্ভাবনা। আর ‘আওটা’ ধাতুর উৎপত্তি সংস্কৃত আবর্তিত শব্দ হইতে না করিয়া প্রাকৃত ‘আবট্ট’ শব্দ হইতে করাই উচিত।

(১২) “আছ” ধাতু সংস্কৃত অস্ ধাতু হইতে জাত, শব্দকোষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই ধাতুটি খাঁটি প্রাকৃত। নিম্নে একটু দৃষ্টান্ত দিলাম,—

পরিহুন্নিঅ কেনু গআ বণ অ । ছে ।—প্রাকৃতপৈঙ্গল।

(১৩) প্রাকৃত ‘অজ্জ’ শব্দ হইতে বাঙ্গালার আজ, আইজ, আজি ও আজু প্রভৃতি শব্দ জাত হইয়াছে, ইহাই ভাষাতত্ত্ববিদগণের অভিমত। কিন্তু শব্দকোষে দেখিলাম,—“স অজ্জ—

অইদ—আইদ—আইজ আসিয়াছে, সংপ্রাং অজ্ঞ হইতে নহে। অজ্ঞ হইতে আসিলে উচ্চারণ আজ হইত, আজি হইত না।” আমরা এই কথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। “অজ্ঞ হইতে আসিলে উচ্চারণ আজ হইত,” এই কথায় আমরা বুঝিয়াছি যে, বঙ্গভাষায় যে ‘আজ’ শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই এবং এই অল্প উক্ত ‘আজ’ শব্দটিও ভ্রমবশতই শব্দকোষে লিখিত হয় নাই। যে নিয়মে ‘আজ’ শব্দ হইতে ‘আজু’ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নিয়মেই আজ শব্দের শেষে ই-কার আগম হইয়া ‘আজি’ এবং এই ই-কার পৃথক্ উচ্চারিত হইয়া ‘আইজ’ শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বলা অসম্ভব নহে। এই সকল বিবেচনা করিয়া এবং ‘আজ’ শব্দ যখন বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত, তখন প্রাকৃত ‘অজ্ঞ’ শব্দ হইতেই উপরোক্ত শব্দ সকল উৎপন্ন, ইহা বলা সম্ভব।

(১৪) সংস্কৃত অষ্ট শব্দ হইতে ‘আঠ’ ও ‘আট’ শব্দের উৎপত্তি না বলিয়া, প্রাকৃত ‘অট্ঠ’ শব্দ হইতে বলিলেই ভাল হয়। কেন না, ‘অষ্ট’ শব্দ হইতে অষ্ট=অষট=আষট শব্দ উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

(১৫) অষ্টাদশ শব্দ হইতে বাঙ্গালায় ‘আঠার’ শব্দের উৎপত্তি হয় নাই। প্রাকৃত ‘অট্ঠারহ’ শব্দ হইতেই উক্ত শব্দ জাত।

(১৬) “আঠি” শব্দ সংস্কৃত ‘অস্থি’ শব্দ হইতে উৎপন্ন না বলিয়া, প্রাকৃত ‘অট্ঠি’ শব্দ-জাত বলাই বিধেয়।

(১৭) “আধ” শব্দটিকে গ্রাম্য বলা চলে না। শিক্ষিত লোকের লিখিবার বা কহিবার ভাষায় যে শব্দের ব্যবহার নাই, তাহাকেই গ্রাম্য বলা বাইতে পারে। যে শব্দ শিক্ষিত লোকে কহিবার ভাষায় ব্যবহার করেন, কিন্তু সাহিত্যে যাহার প্রয়োগ দেখা যায় না, একরূপ শব্দকেও গ্রাম্য বলা ঠিক নহে। পরন্তু যাহার প্রয়োগ কথিত এবং সাহিত্য উভয় ভাষাতেই পাওয়া যায়, সেই শব্দ কোনরূপেই গ্রাম্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না। ‘আধ’ শব্দের ব্যবহার প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্য ও কহিবার ভাষায় এত অধিক যে, ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। আর ‘আধ’ শব্দ সংস্কৃত অর্দ্ধ শব্দ হইতে জাত নহে—উহা প্রাকৃত ‘অদধ’-শব্দজ। সংস্কৃত ‘অর্দ্ধ’ হইতে ‘অরধ’ শব্দ হওয়াই সম্ভব। অদধ=অধ=আধ। অদধ শব্দের পরবর্তী ‘অধ’ রূপ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে; যথা,—

আকাশের তারা যেন ছুটি পেল নাএ।

অ ধ নদী গেলোঁ পুনি বহে খর বাএ ॥—কৃষ্ণকীর্তন।

(১৮) “অদ্ধল” শব্দটি প্রাকৃত-সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে—অর্থ ‘অদ্ধ’। ‘অদ্ধল’ শব্দের পরবর্তী রূপ ‘আদ্ধল’ প্রাচীন বাঙ্গালায় পাওয়া যায়; যথা,—

কামে আ দ্ধ ল হঅঁ বাট নাহিঁ দেখ ॥—কৃষ্ণকীর্তন।

ইহার পরবর্তী রূপ ‘আধল’। যথা—“আধলের লড়ি”—কবিকল্প। “আধল প্রেম পহিলে

নাহি হেরলু ।” — প্রাচীন পদ । সুতরাং “অঁধল” শব্দটি প্রাকৃত ‘অন্ধল’ শব্দের রূপভেদ মাত্র । কিন্তু শব্দকোষে ‘অন্ধ’ শব্দ হইতে ‘অঁধল’ শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা হইয়াছে ।

(১৯) “আন্ধার” এবং “অঁধার” শব্দ সংস্কৃত ‘অন্ধকার’ শব্দ অপেক্ষা প্রাকৃত ‘অন্ধার’ বা ‘অন্ধআর’ শব্দের খুব নিকটবর্তী । প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাপদে ইহারই সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

নিসিঅ অন্ধা রী সুসার চোরা ।

(২০) “আপন” শব্দ সংস্কৃত আত্মন শব্দ হইতে উৎপন্ন না বলিয়া প্রাকৃত ‘অপ্পন’ শব্দজাত বলাই উচিত বোধ হয় । কারণ, প্রাচীন বাঙ্গালায় ‘অপন’ শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা—

অ প ন রচি রচি ভবনির্ক্ষাণা ।

মিছে লোঅ বন্ধাবএ অ প ন ॥—চর্যাপদ ।

ইহার পরবর্তী রূপ ‘আপন’ আমরা কৃষ্ণকীর্তনে দেখিতে পাই । যথা,—

অ প ন গৌরব রাধা রাখহ অ প ন ॥

বর্তমান রূপ ‘আপন’ ।

(২১) সংস্কৃত অহং শব্দ হইতে বাঙ্গালায় ‘আমি’ শব্দ আসিয়াছে, ইহা বড় কষ্ট-কল্পনা । ত্রিযুক্ত যোগেশ বাবু যদি কতক পরিমাণে সংস্কৃতের পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় মূলে প্রাকৃতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তবে এরূপ গোলযোগ হইত না । ‘অহং’ অর্থে প্রাকৃত ‘অন্নি’, ‘হং’ এবং ‘মম’ এই তিন রকম প্রয়োগ হইয়া থাকে । যথা, —

অহমর্থে অন্নি-হং-মমাঃ ।—প্রাকৃতসর্বস্ব ।

এই ‘অন্নি’ হইতে বাঙ্গালায় ‘আমি’ শব্দ সহজেই আসিতে পারে ।

(২২) “আবার” শব্দের ব্যুৎপত্তিহলে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে—“(অপর বার, আর বার=আবার) ।” কিন্তু আবার বার=আর বার=আবার, এটরূপ বলিলেই ভাল হইত । অপর-শব্দজাত এই ‘আবার’ শব্দের দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায় । যথা,—

অ প অর সন্দেশ লণ্ড বাহর কহনে ।—কৃষ্ণকীর্তন ।

(২৩) যোগেশ বাবুর সিদ্ধান্ত—“আলগ” এবং “আলগা” শব্দ সংস্কৃত ‘অলগ্ন’ শব্দ হইতে জাত । বস্তুতঃ উহা প্রাকৃত ‘অলগ্গ’ শব্দ হইতেই উৎপন্ন । ‘অলগ্ন’ শব্দের পরিণতিতে ‘অলগন’ তথা ‘আলগন’ শব্দ উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব এবং বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে । হিন্দী ভাষাতেও প্রাকৃতের অল্পরূপ ‘অলগ্’ শব্দ আছে ।

(২৪) “আলোনা, লোণ, লোনা” প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ‘অলবণ’ ও ‘লবণ’ শব্দ হইতে বাঙ্গালায় আসে নাই । প্রাকৃত-সাহিত্যে ‘আলোণ’, ‘লোণ’ শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে । ইহা হইতেই বাঙ্গালায় “আলোনা, লোণ ও লোনা” শব্দ জাত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোম সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই ।

(২৫) “আহীর” শব্দটি প্রাকৃত। সংস্কৃত ‘আতীর’ হইতে বাঙ্গালার ‘আহীর’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বলা অনাবশ্যক।

(২৬) “উকি” শব্দ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—“উকি (ওঠা) · ব্য, (সং হিঙ্গা)। হেচকি।” এ সম্বন্ধে আমাদের মত অন্তরূপ। প্রাকৃতে ‘ওক্কিঅ’ বলিয়া একটি শব্দ আছে; উহার অর্থ বাস্ত, বমি করা। এই বাস্ত এবং ‘বাস্তকালীন শব্দ’ অর্থে ‘ওক’ শব্দ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। প্রাকৃত ‘ওক্কিঅ’ শব্দের পরিণতিতে পূর্ববঙ্গে ‘ওক’ শব্দ যে যে অর্থে প্রচলিত, ‘ওক্কিঅ=ওক=উকি শব্দও পশ্চিমবঙ্গে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ ‘হিঙ্গা’ বা ‘হেচকি’ নহে, বমি বা বমিকালীন শব্দ। পূর্ববঙ্গে “ওক উঠা” শব্দের অর্থ বমি ওঠা। বঙ্গের সমস্ত জায়গার থবর অবশ্য আমরা জানি না। ‘হিঙ্গা’ অর্থে ‘উকি’ শব্দের ব্যবহার কোথাও থাকিলে উহা যে বাস্তকালীন শব্দের ভ্রান্ত সাদৃশ্যে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(২৭) বাঙ্গালা ‘উবাড়’ ধাতু প্রাকৃত ‘উগ ঘাড়’ ধাতু হইতেই জাত। সংস্কৃত ‘উৎঘাটি’ ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

(২৮) ‘উচ্ছব’ শব্দ সংস্কৃত ‘উৎসব’ শব্দ হইতে আসে নাই এবং উহা গ্রাম্যও নহে। সেতুবন্ধ নামক প্রাকৃত মহাকাব্যে শব্দটি পাওয়া গিয়াছে, ইহা শিষ্টপ্রাকৃত। যথা,—

মহারাত্রীশ্রিয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।

সাগরঃ স্তম্ভিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি বদ্যম্ ॥—কাব্যাদর্শ।

(২৯) বাঙ্গালা “উঠ” ধাতুর মূলে প্রাকৃত “উট্ঠ” ধাতু বর্তমান। ইহার সহিত সংস্কৃত ‘উৎ-স্থ’ ধাতু বা ‘উস্থান’ শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই।

(৩০) “উড়নী” শব্দের মূল প্রাকৃত “ওড়ঢণ”; অর্থ—উত্তরীয়। ইহা হইতেই হিন্দী ওড়না, ওড়নী; ওঃ ওড়ণা; বাঙ্গালা ওড়না ও উড়নী শব্দ জাত হইয়াছে। সংস্কৃত “(আ)বরণ শব্দ স্বচ্ছন্দে ওরণ, ওড়ণ, ওড়না হইতে পারে” না।

(৩১) “উড়ি” শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা হয় নাই। উহা প্রাকৃত ‘উড়িদ’ শব্দ হইতে আসিয়াছে।

(৩২) “সং উৎ-লুট, লুঠ বা লুঠ ধাতু” হইতে বাঙ্গালা ‘উলট’ ধাতুর জন্ম কল্পনা করিবার আবশ্যক মোটেই নাই। উহা প্রাকৃত “উল্লট্” ধাতু হইতে আসাই সহজ। উলট ধাতুর “প্রাচীন রূপ উলুটা” বলা হইয়াছে। ইহার একটি সুপ্রাচীন দৃষ্টান্ত দিলে ‘উলুটা’ ধাতুর প্রাচীনত্ব বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিতাম। প্রাচীন এবং পদ্যবলীসাহিত্যে আমরা এ পর্য্যন্ত ‘উলট’ ধাতুর প্রয়োগই লক্ষ্য করিয়াছি।

(৩৩) এগার, বার, তের, চৌদ্দ, পনের প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে প্রাকৃত এগারহ, বারহ, তেরহ, চৌদ্দহ, পনেরহ প্রভৃতি শব্দ হইতে জাত। ইহাতে সংস্কৃতের কোন সংশ্লবই নাই।

(৩৪) “এবে” শব্দ প্রাকৃত ‘এবহিং’ শব্দের পরিণতি। উহার অর্থ ‘ইদানীং’; ‘অজ্ঞাপি’ নহে। যথা—

দাণিং এনহিং এত্তহে এ ব হিং ইদাণীমঃ।—প্রাকৃতলক্ষণ।

মরাঠী এবহী, প্রাচীন বাঙ্গালায় এবে।

(৩৫) “ওথা” শব্দ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—“ওথা...ব্য. (সং তত্র)।” এই অর্থ আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হইল না। সংস্কৃতে আমরা যে স্থলে ‘তত্র’ শব্দ ব্যবহার করি, বাঙ্গালায় সেই স্থলে ‘তথা’ শব্দের ব্যবহার হয়। সেইরূপ সংস্কৃতে যেখানে ‘অমুত্র’, ‘অমুগ্নিন্’ শব্দের প্রয়োগ হইবে, বাঙ্গালায় তথায় ‘ওথা’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; উহা সংস্কৃত অদস্ শব্দজাত, তদৃশব্দজাত নহে।

(৩৬) “কই” শব্দ সংস্কৃত ক, কহি শব্দ হইতে জাত নহে। উহার মূলে প্রাকৃত ‘কহিং’ শব্দ বর্তমান। চর্যাপদে ইহার পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

কাহ্, কহিঁ গই করিব নিবাস।

বলা বাহুল্য, এই ‘কহিঁ’ শব্দ প্রাকৃত ‘কহিং’ শব্দেরই অমুরূপ এবং কহিঁ=কহি=কই, ইহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।

(৩৭) “কড়াই, কড়া” এই শব্দ দুইটি সংস্কৃত ‘কটাহ’ শব্দ হইতে জাত না বলিয়া, প্রাকৃত “কড়াহ” শব্দজ বলিলে খুব সহজ হইত। মুচ্ছকটিকে—“লোহকড়াহ।”—১ম অ°।

(৩৮) “কনয়” ও “কনয়া” শব্দ দুইটি প্রাচীন সাহিত্যে সুপরিচিত। প্রাকৃত “কণঅ” শব্দ হইতে বাঙ্গালায় এই শব্দটি আগত হইয়াছে এবং ইহার অবিকৃত রূপও প্রাচীন বাঙ্গালায় বর্তমান। যথা,—

“ক গ অ। সদৃশ রাধা তোমার গাঅ।”—কৃষ্ণকীর্তন।

প্রাকৃত ‘কণঅ’ শব্দের অ-কার য-কারে এবং গকার সংস্কৃত ‘কনক’ শব্দের আদর্শে ন-কারে পরিণত হইয়াই যে ‘কনয়, কনয়া’ শব্দ জাত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু ইহা স্বীকার না করিয়া, সংস্কৃত ‘কনক’ শব্দ হইতেই ‘কনয়’ শব্দের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালা শব্দকোষ দেখিয়া যাহারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের শব্দগত ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। আর একটি কথা এই যে, ‘কনয়’ শব্দ আমরা শব্দকোষে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ইহার প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক আছে। এ স্থলে একটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

ক ন য-খচিত অবলম্বনদণ্ড।—গোবিন্দদাস।

(৩৯) “কমন” শব্দ সম্বন্ধে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে,—“কমনে...ব্য. (সং কিং

হান)। কোথায়।” সংস্কৃত ‘কিং হান’ হইতে ‘কমন’ শব্দের উৎপত্তি আমাদের অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া ইহার মৌলিক অর্থ যে “কোথায়”, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। “কোন” এবং “কি” অর্থে প্রাকৃত “কমণ” শব্দের প্রয়োগ আছে। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও উক্ত অর্থে অবিকল এই শব্দটি পাওয়া যায়। যথা,—

“ইহার মরণ হএ ক ম ণ উপাএ ॥”—কৃষ্ণকীর্তন।

অতরাং “কমণ” শব্দের মৌলিক অর্থে যে “কি” এবং প্রাকৃত “কমণ” শব্দ হইতেই যে ইহা আগত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। ‘কোথায়’ অর্থেও অধুনা ‘কমন’ শব্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু ইহা ঐ শব্দটির গৌণ অর্থ (Secondary meaning)। কমনে যাও—কোথাও যাও।

(৪০) “ঘুম” শব্দ অপ্রাচীন বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহার বিপরীত প্রমাণ পাইয়াছি। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল,—

ঘু ম ই ন চেবই সপরিভাগা।—চর্যাপদ।

তবে কেহে কাল ঘু ম বাইবো।—কৃষ্ণকীর্তন।

ঘু ম ক আলসে জদি পলটি হোউ পাস।—বিজাপতি।

পালঙ্কে শয়ন ঘু মে ম অচেতন।—

ঐ

আঁখি ঢুলুঢুলু ঘু মে তে আকুল।—চণ্ডীদাস।

লগাই বিপ্লী হৈল ঘু মে ম অচেতন।—পদ্মাপুরাণ, (বংশীদাস)।

ইহা ছাড়া প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যে ইহার আরও অনেক প্রয়োগ আছে।

‘ঘুম’ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু সন্দেহঃপ্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও এ পর্যন্ত ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি নাই। কিন্তু চর্যাপদে অপরাপর প্রাকৃত রূপের মত ইহার “ঘুমই” রূপ দেখিয়া আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, উক্ত শব্দটি প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালার আসিলেও আসিতে পারে। তবে বর্তমান দিন না ঐ শব্দটি প্রাকৃত-সাহিত্যে বা কোষগ্রন্থে পাওয়া বাইতেছে, তত দিন নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা বাইবে না।

বাঙ্গালা শব্দকোষের ১ম খণ্ডের ধানিকটা মাত্র এ পর্যন্ত আমরা দেখিবার অবসর পাইয়াছি। তাহার মধ্যে যে কয়টি বিষয় আমাদের নিকট ভুল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা সে সম্বন্ধে বৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। শব্দকোষের এই সামান্য অংশ পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, সংস্কৃতের দিক্ দিয়া বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন নাই। বক্তব্যের যে সংস্কৃত শব্দ বহু পরিমাণে প্রচলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃতি আলোচনা করিলে বুঝা বাইবে যে, প্রাকৃত ভাষাই বক্তব্যের জননী। অতরাং যে সকল শব্দ প্রাকৃত ভাষা

হইতে আগত বা উৎপন্ন, সে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃতের ভিতর দিয়া করা ঠিক নহে। তা ছাড়া আমরা এত দিন যে সকল শব্দকে খাঁটি সংস্কৃত বলিয়া জানিতাম, এখন দেখিতেছি যে, তাহাদের অনেকগুলিই তৎসম। সময় ও সুযোগ হইলে শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য



## বঙ্গদেশের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখন-প্রণালী\*

বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সাত কোটি, এবং এই সাত কোটি অধিবাসীর সাধারণ নাম বাঙ্গালী। বর্তমান সময়, করেকটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের সমবায়ে বাঙ্গালী জাতি গঠিত। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুইটি ধর্ম-সম্প্রদায়ই প্রধান। আমার বিশ্বাস, কোন ধর্মের নামে কোন জাতির নামকরণ হয় নাই। মাতৃভাষা, এবং মাতৃভূমির নামানুসারেই জাতির নামকরণ হইয়া থাকে। ঐহারা কেবল হিন্দুকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, এবং মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান প্রভৃতিকে বাদ দেন, আমার মতে তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ, বঙ্গদেশে ‘বাঙ্গালী’ নামে কোন ধর্ম নাই। বাঙ্গালার হিন্দু-সম্প্রদায়ের ধর্মের নাম ‘আর্য্য-ধর্ম’ এবং মুসলমান-সম্প্রদায়ের ধর্মের নাম ‘ইসলাম-ধর্ম’। বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ নাম যেমন বাঙ্গালী, সেই প্রকার মাদ্রাজের হিন্দু-মুসলমান মাদ্রাজী, গুজরাতের হিন্দু-মুসলমান গুজরাভী, বেহারের হিন্দু-মুসলমান বেহারী, পঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান পাঞ্জাবী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বাঙ্গালার ভ্রায় ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশেই হিন্দু-সম্প্রদায় বাস করেন। বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া, হিন্দু-সম্পাদিত সংবাদপত্রাদিতে, কেবল হিন্দুদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করার কলে, “ক্যালকেশিয়ান” (কলিকাতাবাসী) মুসলমানেরা হিন্দুমাত্রকেই বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ক্রমে হুদ্র পঞ্জীগ্রামেও এই সংক্রামকতা প্রবেশ করিতেছে। ইহা যে অমঙ্গলের চিহ্ন, সে কথা বলাই বাহুল্য। ক্রমে হয় ত ইহা এক প্রকাণ্ড বিধ-বৃক্ষের সৃষ্টি করিবে—হিন্দু-মুসলমানের মিলনে অন্তরায় ঘটাইবে।

যে সকল মুসলমান, বাঙ্গালা দেশের মুসলমান অধিবাসীদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আরবের মুসলমানদিগকে ‘আরবী’, পারস্যের মুসলমানদিগকে ‘পার্সী’ এবং আফগানের মুসলমানদিগকে ‘আফ্গানী’ বলা হয় কেন? আমাদের এই প্রশ্নের কি কোন সহুত্তর তাঁহারা দিতে পারেন? যে কারণে আরবের, পারস্যের অথবা আফগানের মুসলমানদিগকে ‘আরবী’, ‘পার্সী’ ও ‘আফ্গানী’ বলিয়া উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না, সেই কারণে বাঙ্গালার মুসলমানদিগকেও ‘বাঙ্গালী’ বলিয়া উল্লেখ করা ভ্রাসঙ্গত হইবে না কেন?

কিন্তু বঙ্গদেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসিবৃন্দের বাঙ্গালী নাম

\* বর্ত দিন ইহা অপেক্ষা কোন উত্তর প্রণালী আবিষ্কৃত না হয়, তত দিন বঙ্গসাহিত্যে এই প্রণালীরই প্রচলন বাহ্যবীর।



সার্থক করিতে হইলে, সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগকে ‘বাঙ্গালী’র যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্য—তথা বাঙ্গালী সাহিত্যকে একরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, বাহার ফলে, ঐ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব ও প্লাবা অল্পভব করিতে পারেন।

‘বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ’ বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য-সভা। ইহা কেবল হিন্দুরও নহে, এবং কেবল মুসলমানেরও নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি বঙ্গভাষাভাষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এখানে সমান অধিকার। এক কথায় ইহাই বলা উচিত যে, এই “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির” বাঙ্গালীমাত্রেয়ই মহাতীর্থ। মধ্যে মধ্যে এই তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই অবশ্য-কর্তব্য-কার্য্যমধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমান ধর্মপ্রাণ জাতি। এ জাতি সকল প্রকার অত্যাচারই সহ করিতে পারে, কিন্তু ধর্মের প্রতি আক্রমণ, ধর্মের নিন্দা সহ করিতে অক্ষম। পরন্তু বাঙ্গালা দেশে ইহাই একমাত্র স্থান, যে স্থানে একে অপরের ধর্মের প্রতি আক্রমণ ও ধর্মের নিন্দা করিতে বিধি অল্পসারে অক্ষম। কেবল তাহাই নহে, এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের অল্পশাসন মান্ত করিয়া, ধর্মশাস্ত্রাদির বিধি-ব্যবহা অল্পসারে ধর্ম-কর্ম সমাধার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা ও চর্চা করিতে সক্ষম। অতএব একরূপ মহাহ্রসোগ ত্যাগ করা হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কোনক্রমেই উচিত নহে।

হিন্দুর সংস্কৃত, মুসলমানের আরবী ও পার্শী-উর্দু, এবং খৃষ্টিয়ানের ইংরাজী, ল্যাটিন ও হিব্রু ধর্মভাষা। কিন্তু ঐ সকল ভাষা, এ দেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কথিত ভাষা নহে। এ দেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কথিত ভাষা বাঙ্গালা। সুতরাং ঐ সকল ভাষার লিখিত ধর্মশাস্ত্রগুলি বত দিন পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার অনূদিত ও বঙ্গাকরে আমূল উদ্ধৃত হইয়া প্রকাশিত না হইবে, তত দিন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত সর্বসাধারণের ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও উন্নতি লাভ একপ্রকার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, এবং তত দিন সম্পূর্ণরূপে বঙ্গসাহিত্যের গুণিলাভ ঘটবে না। সুধের বিষয়, হিন্দু-ব্রাহ্মণ পূর্ব হইতেই এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার লিখিত ধর্মগ্রন্থাদির বঙ্গভাষার অল্পবাদ ও বঙ্গাকরের সাহায্যে আমূল উদ্ধৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং এই কার্য্যে তাঁহারা অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছেন। কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানেরা এই কার্য্যে এখনও তত মনোযোগী হয়েন নাই।

খৃষ্টিয়ান ব্রাহ্মণ, ইংরাজী, ল্যাটিন ও হিব্রুভাষার লিখিত ধর্মগ্রন্থাদি হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তিকা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমার মনে হয়, তাহা যথেষ্ট নহে। মুসলমানেরা, আরবী ও পার্শী-উর্দুভাষার লিখিত ধর্মগ্রন্থাদি হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় যে সমস্ত পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা অনেক অধিক হইলেও, ঐ সকল গ্রন্থ বিত্তহীন বঙ্গভাষার লিখিত নহে বলিয়া, শিক্ষিত হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান ব্রাহ্মণ তাহার কোনই

ধবর রাখেন না, এবং আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদিগের নিকটও তাহার কদর কম। বঙ্গদেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের লিখিত ভাষা যে একপ্রকার হওয়া উচিত, বোধ হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। বর্তমান দিন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের লিখিতভাষা একপ্রকার না হইবে, তত দিন পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হইবে না,—তত দিন পরস্পরের মধ্যে সম্ভাবের বৃদ্ধি হইবে না। আবশ্যক হইলে সকল ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার হইতে নূতন নূতন শব্দ গ্রহণ করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। কেবল সংস্কৃতভাষার শব্দ অথবা কেবল আরবী, পার্শী ভাষার শব্দ বঙ্গভাষার নামে চালাইলে চলিবে না, এবং ‘বাহা চলিয়াছে, কেবল তাহাই চালাও’ বলিলেও চলিবে না।

বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজে এক দল লোক আছেন, তাঁহারা আরবী ও পার্শী-উর্দুভাষার লিখিত ইসলাম ধর্মগ্রন্থগুলির বিস্তৃত বঙ্গভাষায় (সম্পূর্ণ অথবা আংশিক) অমুবাদ করা বা হওয়া পছন্দ করেন না। তাই তাঁহারা ‘মুসলমানী বাঙ্গালার’ পক্ষপাতী।\* এ দলের যুক্তি এই যে, “মুসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থ কোরাণের ভাষা আরবী, এবং তাঁহাদের দৈনিক ধর্মকার্য উপাসনাদি কোরাণের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। পরন্তু আরবী ও পার্শী-উর্দুভাষার বর্ণমালার মধ্যে এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, বাহার উচ্চারণ অতি কঠিন। পার্শী ও উর্দুভাষার বর্ণমালাগুলি, আরবী ভাষার বর্ণমালার অনুরূপ। তাই আরবী ভাষার শব্দ, পার্শী-উর্দু বর্ণমালার সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোন ব্যাঘাত জন্মে না। মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল পুস্তক রচনা করা হয়, তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আরবী, পার্শী ও উর্দু অক্ষর ব্যবহার করিবার সুযোগ ঘটে। কিন্তু বিস্তৃত বঙ্গভাষায় ও তাহার বর্ণমালার সাহায্যে, মুসলমানী ধর্মগ্রন্থাদি অমুবাদ, এবং উদ্ধৃত করিতে হইলে, মূলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। কারণ, আরবী বর্ণমালার মধ্যে এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, বাহার উচ্চারণ বাঙ্গালা বর্ণমালার কোন অক্ষরের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। আবার উচ্চারণ ঠিক না হইলে অর্থের পার্থক্য উপস্থিত হয়। সুতরাং বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে আরবী, পার্শী ও উর্দু ভাষার লিখিত মুসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থের মূল ও অমুবাদ-কার্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।”

আমার মনে হয়, যদি বাঙ্গালা বর্ণমালার মধ্যে দুই চারিটি অক্ষরের রূপান্তর উপস্থিত করতঃ কয়েকটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত দলের আপত্তি খণ্ডন হইতে পারে, এবং পরিষদেরও উদ্বেগ মিট হয়। আরবী বর্ণমালার দিকে লক্ষ্য করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, মোট ত্রিশটি অক্ষর আরবী বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। পার্শী ও উর্দু বর্ণমালার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; এতদুভয়ের অক্ষরের সংখ্যা প্রত্যেকটিতে ৩৮টি। বাঙ্গালা বর্ণমালার মধ্যে মোট অক্ষরসংখ্যা ৪৬টি। সুধীষ্মের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে আরবী ও পার্শী-উর্দু অক্ষরগুলি পর পর সন্নিবেশিত করিলাম।

\* ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ ভাষার লিখিত পুস্তকগুলিতে আর দশ, কি বাস আনা রকম শব্দ আরবী ও পার্শী।

## আরবী-বর্ণমালা

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه لا ا ي

## পাশা-উর্দু-বর্ণমালা

ا ب پ ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك  
گ ل م ن و ه لا ا ي ي

এইবার আমরা বর্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার কোন্ কোন্ অক্ষরের সাহায্যে, আরবী ও পাশা-উর্দু বর্ণমালার কোন্ কোন্ অক্ষর লেখা যাইতে পারে, এবং তাহা যথাযথভাবে উচ্চারিত হইবে কি না, নিম্নে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আরবীর ‘আলেফ’ ও পাশা-উর্দুর ‘আলেফ’ বঙ্গভাষার বর্ণমালার ‘আ’র সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোন পার্থক্য ঘটবে না। আরবীর ‘বে’ ও পাশা-উর্দুর ‘বে’ বাঙ্গালার ‘ব’র সাহায্যে লিখিলে কোনপ্রকার অসুবিধার কারণ নাই। আরবী বর্ণমালার মধ্যে ‘পে’ ও ‘টে’ অক্ষর নাই; পাশা-উর্দু বর্ণমালায় ঐ দুইটি অক্ষর দেখা যায়। সুতরাং বাঙ্গালার ‘প’র সাহায্যে ‘পে’ ও ‘ট’র সাহায্যে ‘টে’ লিখিলে কোনই ক্ষতি নাই। আরবীর ও পাশা-উর্দুর ‘তে’ অক্ষর, বাঙ্গালার ‘ত’র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পাশা-উর্দুর ‘সে’ অক্ষর বাঙ্গালার ‘স’র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হইবে না; সে কারণ আমার মনে হয়, বাঙ্গালার ‘স’এর নিম্নে ‘সু’ ছোট ড্যাগ দিয়া একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আরবী ও পাশা-উর্দুর ‘জিম’ বাঙ্গালার ‘জ’র সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোনই ক্ষতি হইবে না। আরবীতে ‘চে’ অক্ষর নাই, পাশা-উর্দুতে আছে; সুতরাং উহা বাঙ্গালার ‘চ’ অক্ষরের সাহায্যে লেখার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আরবী ও পাশা-উর্দুর ‘হে’ (বড় ‘হে’) বাঙ্গালার ‘হ’র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পাশা-উর্দুর ‘থে’ বাঙ্গালার ‘থ’র সাহায্যে লিখিলে ঠিক হয়।

আরবী ও পাশা-উর্দুর ‘দাল’ বাঙ্গালার ‘দ’র সাহায্যে লেখার পদ্ধতি প্রচলন হওয়া উচিত। আরবীতে ‘ডাল’ অক্ষর নাই, পাশা-উর্দুর ‘ডাল’ অক্ষর বাঙ্গালার ‘ড’র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পাশা-উর্দুর ‘জাল’ বাঙ্গালার ‘জ’ দিয়া লেখার ব্যবস্থা হউক। আরবী ও পাশা-উর্দুর ‘রে’ অক্ষর বাঙ্গালার ‘র’ অক্ষরের সাহায্যে লেখা হউক। আরবীতে ‘ডে’ অক্ষর নাই। বাঙ্গালার ‘ড’ অক্ষরের সাহায্যে পাশা-উর্দুর ‘ডে’ অক্ষর লিখিলে ঠিক হয়। আরবী ও পাশা-উর্দুর ‘জে’ অক্ষর বাঙ্গালার ‘জ’র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হয় না। সে কারণ ‘জ’র নিম্নে একটি বিন্দু ‘জ’ দিয়া, একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করতঃ, উক্ত ‘জে’ অক্ষর লেখার ব্যবস্থা করা হউক। আরবীতে ‘জে’ অক্ষর নাই। পাশা-উর্দুর ‘জে’ অক্ষর, বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে লিখিতে হইলে, আরও একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। আমার মতে বাঙ্গালা ‘জ’

অক্ষরের নিয়ে দুইটি ক্ষুদ্র ড্যাস দিয়া, একটি নূতন অক্ষর-সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'সিন' অক্ষর, বাঙ্গালার 'স' দিয়া লেখা উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'শিন' বাঙ্গালার 'শ'র সাহায্যে লিখন-পদ্ধতি আছে। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'সোয়াদ' বাঙ্গালার 'স'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হইবে না। সে কারণ 'স'র নিয়ে একটি বিন্দু দিয়া "স্" একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যিক। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'দোওয়াদ' বা 'জোয়াদ' বাঙ্গালার 'দ' বা 'জ' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। কিন্তু যিনি 'দোওয়াদ' উচ্চারণ করিবেন, তাঁহার কোন গোলযোগ না হইলেও, 'জোয়াদ' উচ্চারণ-কারীর পক্ষে বাঙ্গালার 'জ' ব্যবহার ঠিক হইবে না। সে কারণ 'জ'র নিয়ে দুইটি বিন্দু যোগ করিয়া, আর একটি নূতন ( ) অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যিক।

আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'তো'এ' অক্ষর বাঙ্গালার 'ত'র সাহায্যে লিখিলে কোন দোষ হয় না। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'জো'এ' লিখিবার জন্য বাঙ্গালার 'জ'র নিয়ে তিনটি বিন্দু দিয়া ( জ ) আর একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'আয়েন' বাঙ্গালার 'আ' অক্ষরের নিয়ে একটি বিন্দু ( আ ) দিয়া, অপর একটি নূতন অক্ষর সৃষ্টি করতঃ লেখার ব্যবস্থা করা উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'গায়েন' অক্ষরের জন্য বাঙ্গালার 'গ' অক্ষরের নিয়ে একটি বিন্দু ( গ ) দিয়া একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'ফে' অক্ষর বাঙ্গালার 'ফ'র সাহায্যে লেখা যায়। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'ছোট কাক' বাঙ্গালার 'ক'র সাহায্যে লিখিলে চলিতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'বড় কাক' অক্ষর লেখার জন্য, বাঙ্গালার 'ক' অক্ষর ব্যবহার করিলে ঠিক হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'লাম', 'মিম', 'হু' ও 'ওয়াও' অক্ষর বাঙ্গালার 'ল', 'ম', 'ন' ও 'ও' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। কিন্তু 'ওয়াও' কখনও কখনও 'ব'র স্থায় উচ্চারণ হয়। যখন এই প্রকার ঘটে, তখন বাঙ্গালার শেষ 'ব' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'ছোট হে' বাঙ্গালার 'হে' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'লা'মালেক' একমাঝে যুক্ত অক্ষর। সুতরাং এই অক্ষরটি, বাঙ্গালার 'লাম-আলেক' রূপে লিখিলে ভাল হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'হামজা' ও 'ইয়া' বাঙ্গালার 'হ' ও 'ই' অক্ষরের সাহায্যে লেখা উচিত। হিন্দির ইয়া নামক পার্শী-উর্দূর 'ঈ' অক্ষরের সাহায্যে লিখিলে ভাল হয়।

উল্লিখিত ব্যবস্থানুসারে যদি আরবী ও পার্শী-উর্দূর ভাষাকে বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আবশ্য-কালব্যায়ী উচ্চৃত করা যায় এবং ঐ ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি আরবী ও পার্শী-উর্দূর ভাষার লিখিত ইসলাম-ধর্ম-গ্রন্থগুলির বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না। ভরসা করি, বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলী আমার এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার করিয়া স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী



## শ্রীনগরঃ

রাণাঘাটে অবস্থানকালে প্রায়ই শ্রীনগরের কথা শুনিতাম। সরকারী কার্য ব্যপদেশে কয়েক বার শ্রীনগর যাইতে হইয়াছিল। প্রথম যখন সেখানে উপস্থিত হই, তখনও বসন্ত ঋতুর অবসান হয় নাই। বর্ষাকালে জঙ্গল সর্বত্রই বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এ সময়ে এরূপ জঙ্গলপূর্ণ স্থান পূর্বে কখনও দেখি নাই। বাস্ত-ভিটাগুলি কণ্টক-শুল্মে লুপ্তপ্রায়, পথের উভয়পার্শ্ব বৃক্ষশাখাগুলি বনজ লতা প্রভৃতির সহিত আবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে স্বাভাবিক তোরণের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবেশ-পথের দক্ষিণ ধারে একটি সুদীর্ঘ পরিখা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন রাজপুরী এই পরিখায় বেষ্টিত ছিল বলিয়া শুনা যায়। পরিখার উভয় পার্শ্ব জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখিলাম, কেবল একটি Kiosque জলটুকীর কঙ্কাল। ইহারই অপর পার্শ্বে কাজী সাহেবের দর্গা স্থানীয় মুসলমানগণের মধ্যে বিশেষ জাগ্রত স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে অনেকে এখানে মূর্গী জবাই করিয়া “শীর্দি” দিয়া থাকে। ব্যাঘ্র-ভয় নিবারণার্থও অনেককে গাজী সাহেবের শরণাপন্ন হইতে হয়। স্থানীয় কৃষকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিল যে, গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত জমীদার মহাশয় গাজী সাহেব কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এখানে ব্যাঘ্র শীকার করিতে বিরত হইলেন। তাহার। সরল বিশ্বাসে ইহাই সত্য বলিয়া মনে করে।

গাজী সাহেবের দর্গার উপর তোত্রা আরবী লিপি-খোদিত একখানি প্রস্তরখণ্ড আছে। বোধ হয়, ইতিপূর্বে কেহই উহা স্থানচ্যুত করে নাই। প্রথমে অত্রস্থ মুসলমান দক্ষাদ্বারের সাহায্যে প্রস্তরখানি উল্টাইয়া দেখিতে পাই যে, উহা কোনও বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠ হইতে সংগৃহীত। গুরুড়ের মূর্ত্তি স্বন্দররূপে খোদিত রহিয়াছে এবং উহারই শিরোদেশে বিষ্ণুদেবের কিরদংশ এখনও দেখা যাইতেছে। আরবী লিপির একখানি ছাপ উঠাইয়া, বহুবর শ্রীবৃদ্ধ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্নতত্ত্ববিদ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি। ছাপ সম্পূর্ণ উঠে নাই বলিয়া তখন লিপিখানির সম্ভাবজনক পার্ঠোদ্ধার হয় নাই। তবে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, এই অনাবিকৃতপূর্ক লিপিখানি প্রাক্-মোগল-যুগের—বঙ্গদেশের কোনও স্বাধীন বাদসাহগণের রাজত্বকালে রক্ষিত। স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ যে, গাজী সাহেব রাজবাটীর সান্নিধ্যে “আস্তানা” স্থাপন করিয়া লগুন পলাণ্ডু সহযোগে অখাদ্য পাক আরম্ভ করিলে স্থানীয় হিন্দু রাজা তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং এই অবিস্মৃৎকারিতার ফলেই নগরটি ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৮ দেওয়ান কার্ত্তিকের চন্দ্র রায়ের বাজালা ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে দেখিতে পাই যে, নদীয়ার বিখ্যাত সংক্রামক অর বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপেই শ্রীনগর

উৎসন্ন হইয়াছিল। ককির সন্ন্যাসীর শাপের অপেক্ষা ম্যালেরিয়ার শাপ যে সমধিক ভয়াবহ, তাহা নদীরাবাসিগণ ভালরূপেই বুঝিয়াছে। নিকটবর্তী পরিখা ও জলাশয় প্রভৃতির অবস্থা পরিদর্শন করিলে ম্যালেরিয়াই এইরূপ ধ্বংসের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। স্থানীয় কোনও প্রাচীন পুথি বা লিপিতে এই জনপদবিধ্বংসী মহামারীর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না; সুতরাং কোন্ বৎসর হইতে ত্রীনগর রাজপরিবারবর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অসম্ভব। নগর প্রতিষ্ঠার কাল নির্ণয়ের জন্য আমি প্রথমে আরবী লিপির উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। বটতলা খানার ইন্সপেক্টর মিঃ এম, হোসেনের সাহায্যে আমি উহার যে আংশিক অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রস্তরফলকটি গোড়ের বাদশাহ হুসেন সাহার রাজত্বকালেই উৎকর্ণ এবং সম্ভবতঃ পূর্বে উহা কোনও মসজিদে সংলগ্ন ছিল। এক্ষণে নূতন ছাপ আনাইয়া ষেটুকু পাঠাঙ্কোর হইয়াছে, নিয়ে পাদটীকায় আরবী অক্ষরে তাহা অনুবাদ সহ প্রদত্ত হইল।\* ফলকটি যে অন্য কোনও স্থান হইতে আনীত, এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। কারণ, গাজী সাহেবের দরবার নিকট কোনও মসজিদ দেখিতে পাই নাই। কেবল একটি পর্যাপ্ত পুষ্প-স্তবক-বিনয় অশোকতরু স্থানটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিল। নিকটে একটি পাতাল-ঘরের প্রবেশদ্বার দেখিলাম। এ সম্বন্ধে আমাদেরই অনুসন্ধিৎসা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই; কারণ, স্থানটি সর্পাদির আবাস বলিয়া পরিচিত। স্থানীয় লোকেরা বলিল,—রমজানের রোজার সময় গাজী সাহেব এই পাতাল-ঘরে প্রবেশ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ৪০ দিবস ভগবদারাধনায় কালাতিপাত করিতেন। গাজী সাহেবের আবির্ভাব বা তিরোভাব-কাল জানিবার উপায় নাই বটে—কিন্তু ত্রীনগরের প্রাচীনত্ব নিরূপণ হুঃসাধ্য নহে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত “ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতং” নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা রাঘব “মাদর্ণাথ্যগ্রামে চৈকাং পুরীং চকার” এবং তৎপুত্র রত্ন রাঘ “মহর্গতি ষ্যাত ইতি গ্রামে পদ্মপুষ্পাণাং বহীঃ ত্রিনিবিশ্ত ত্রীনগরেতি তন্ত সংজ্ঞাং চকার”। উপস্থিত ত্রীনগরে দুইটি মাত্র পুষ্করিণী আছে, তাহার একটিতে এখনও পদ্ম পুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে। রাজা রাঘবের পুত্র রাজা রামচন্দ্রই প্রথমে এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ তৎপূর্বে ইহা নদীরাধিপতিগণের বিশ্রাম-

\* قال الله تعالى ان المساحدين لا تدع مع الله احدا قال النبي صلى الله عليه وسلم

... ابوالمظفر حسبي شاة السلطان خلد الله ملكه و سلطانه ...

অনুবাদ—পরম শক্তিমান্ ভগবান্ কহিয়াছেন, মসজিদসমূহ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের, ঈশ্বর বাতীত অপর কাহারও আরাধনা করিও না। ... আমাদেরই ঈশ্বরশ্রেয়িত, ব্যক্তি—ভগবানের কৃপা তাঁহার ঐতি বার্ষিত হউক ... বলিয়াছেন ... আবুল সুজান্ হোসেন শাহ ভগবান্ তাঁহাকে ও তাঁহার বেণ (বাণ্য) ও রাজত্বকে রক্ষা করুন।

নিবাসরূপেই ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয়বংশাবলীচরিতং গ্রন্থের জন্মণ টীকাকার W. Pertsch ১৮৫২ খৃঃ অব্দের বার্লিন সংস্করণে লিখিয়াছেন যে, রাজা রামচন্দ্র জাহাঙ্গীরের শাসনকর্তা কোনও মুসলমান রাজপুরুষের সাহায্যে পিতৃরাজ্যের কিয়দংশ উত্তরাধিকার-স্বত্বে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনগর অধিকার করেন এবং তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থানে Pertsch-এর অনুবাদ বর্থাবধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মূল সংস্কৃতে দেখিতে পাই— “হুগলী-কোজদারোহি মহাশৌর্য্যাদিনা পরিতোষিতো রামচন্দ্র রামজীবনস্ত চ ব্যবসায় জাহাঙ্গীরনগরাধিকৃতেন”<sup>১</sup> জবনং স্বীয়লিখনেন বিজ্ঞাপ্য তৎস্বাক্ষরাক্রিতং রামচন্দ্র রাজ্যাধিকারিস্বত্বকং লিখনমানাষ্য সমর্পিতরাজ্যং রামচন্দ্রে স্বদেশং প্রস্থাপয়ামাস। ততস্তেন প্রস্থাপিতঃ শ্রীনগরস্থিতরাজধানীমাক্রম্য রাজ্যং শাসিতুং উপচক্রমে।” এই “জাহাঙ্গীরনগরাধিকৃতেন” পংক্তিটি স্বরণ করিয়া “শ্রীনগর” শব্দের টীকায় Pertsch লিখিয়াছেন,— When the (Rām chandra) had obtained from the governor of Jām-hāgira the permission to hold Government over a part of the realm of his father”। ঢাকার পূর্বতন নাম জাহাঙ্গীর নগর; সুতরাং “জাহাঙ্গীরনগরাধিকৃতপ্রধান-জবনং” প্রভৃতির দ্বারা ঢাকার আদেশিক শাসনকর্তাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

Pertsch সাহেবের মতে শ্রীনগর হুগলীর উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত। বৈদেশিক পণ্ডিতের এরূপ ভ্রম স্বাভাবিক। ৮দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের গ্রন্থে শ্রীনগরের নিকটস্থ গোপালনগর গ্রাম আচ্য ব্যবসায়িগণের বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। গোপালনগর সেন্ট্রাল সেক্সান্ ই, বি, এস রেলপথের একটি অনতিদূর ষ্টেশন। এখন বশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইলেও পূর্বে ইহা নদীয়া জেলারই অন্তর্গত ছিল। উভয় স্থানের ব্যবধান তিন চারি মাইলের অধিক হইবে না। শ্রীনগরে বঙ্গাক্ষরে খোদিত ছইখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বিবৎসমাজে এ সম্বন্ধে পূর্বে কোনও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। এই শিলাখণ্ডদ্বয় পরস্পর সন্নিহিত দুইটি প্রাচীন শিবমন্দিরে সংলগ্ন ছিল। মন্দির দুইটি এখনও বর্তমান। একটিতে এখনও পূজা হইয়া থাকে, অপরটিতে কোনও বিগ্রহাদি নাই। এখন উহা অসংখ্য চর্চাটিকার আবাসস্থান এবং এরূপ জঙ্গলে সমাকীর্ণ যে, উহাতে দিবাতাগেও ব্যাজ্রাদি হিংস্র জন্তু থাকি অসম্ভব নহে। মন্দিরদ্বারে পঁহুছিতে আমাদিগকে দা, কুড়াল প্রভৃতির দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল। মন্দির দুইটি প্রাচীন বঙ্গদেশীয় রীতি অনুসারে নির্মিত। তাৎকালীন স্থপতিগণ বোধ হয়, আমাদিগের সনাতন পর্ণশালার অনুকরণেই মন্দির নির্মাণ করিতেন। উত্তর মন্দিরেই উদগত স্তম্ভগুলি (ornamental pilasters) কাককাঠ-শোভিত ইষ্টকে বিনির্মিত। অমেকগুলি ইষ্টকে শিব-মন্দিরের চিত্র ও পৌরাণিক মূর্তি প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে; কিন্তু স্তম্ভের বিবর, কোথাও অঙ্গীলতার চিহ্নমাত্র নাই। আমরা সাহিত্য-পরিবং-চিহ্নশালার জন্ত যে ছইখানি ইষ্টক আনয়ন করিয়াছি, তাহা পরিত্যক্ত মন্দিরটির ইষ্টকত্ব প হইতে সংগৃহীত। শুনা যায়, দেবপ্রতিষ্ঠার অল্প কাল পরেই কোনও অনাথা জীলোক মন্দি-



রাভ্যস্তরে প্রসব হওয়ার এখানে আর কখনও পূজার্তনা হয় নাই। এই মন্দিরের শিলা-  
ফলকটিই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। উহাতে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে মন্দির সংস্থাপনবিষয়ক নিম্ন-  
লিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে ;—

“১৫৯৬

শাকে রসগ্রহশরদ্বিজরাজসংখ্যে

সংখ্যাবদদ্বজবিজ্ঞপ্তগভাহুবিদ্বদ্ ।

শ্রীরাজবল্লভপতী\* নিজনির্ধিতেশ্চি-

ন্নতা(হ্মা)পরং পরমবেশ্বনি বিশ্বনাথং ॥”

সম্ভবতঃ তক্ষণকার্যে নিযুক্ত শিল্পীর প্রমাদবশতঃ “অস্থাপরং” স্থানে অস্তাপরং এইরূপ  
লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শিলালিপিতে এরূপ রচনা-চাতুর্য্য নাই ; কেবল মাত্র লিখিত আছে,—

“১৫৯৩

শাকে রামাকবাণে দ্বে

রাজেন্দ্রুরিহ রাঘবঃ ।

রাঘবেশ্বরনামানং

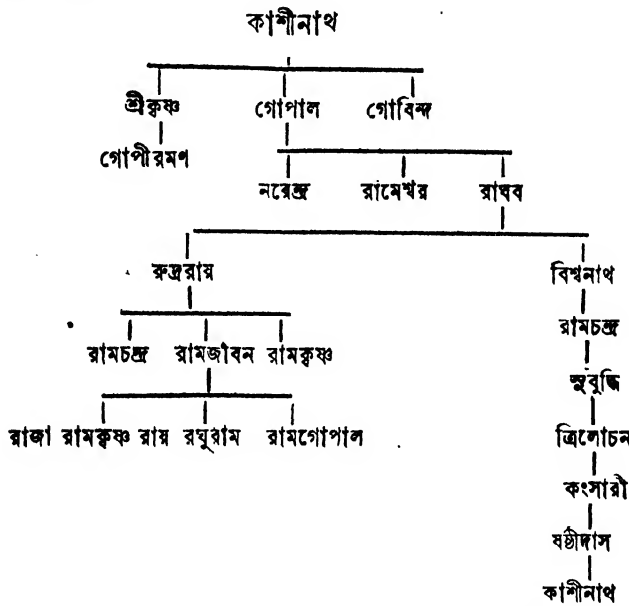
মঠে শিবমতিষ্ঠিপং ॥”

ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীনগরস্থাপয়িতা রাজা রাঘব প্রায় ২৪৪ বৎসর পূর্বে  
এই মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অধুনা-বিলুপ্ত রাজপুরী ও অন্তান্ত অট্টালিকাাদি সম্ভবতঃ  
একই সময়ে নির্মিত হইয়া থাকিবে। রাজা রাঘব বোধ হয়, শৈব মতাবলম্বী ছিলেন।  
তিনি দিঘীনগর বা দিগুনগর† গ্রামে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া সেখানেও একটি শিব-  
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজা রাঘবই বহু গোপ-অধ্যুষিত রেউই গ্রাম কৃষ্ণনগর নামে  
অভিহিত করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। রাঘবের পুত্র রুদ্ররায় অবসর  
বিনোদনার্থ মধ্য মধ্য শ্রীনগরে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা রামচন্দ্রের  
পূর্বে তথায় রীতিমত রাজধানী সংস্থাপিত হয় নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র\* বোধ হয়, মধ্য  
মধ্যে নোকাযোগে শ্রীনগরে গমন করিতেন। চূর্ণী নদী হইতে বাচ্‌কুয়ার খাল দিয়া তাৎকালীন  
নোকার আড্ডা, নোকাড়ি বা নোকাড়ি গ্রাম এবং সেখান হইতে মাঝের গ্রামের সন্নিকটস্থ বিল  
দিয়া শ্রীনগর পর্য্যন্ত জলপথে যাতায়াত চলিত বলিয়া বোধ হয়। ৮কালীময় ঘটকের  
চরিতাষ্টক গ্রন্থেও এ প্রবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাচ্‌কুয়ার খাল এখন অপ্রশস্ত  
পরঃপ্রণালী মাত্র।

\* বঙ্গভিত্তিক ছন্দ, পত্নী লিখিত হইলে পূর্ব্ববর্ণের শুদ্ধ হইবে বলিয়া পতী লিখিত হইয়াছে।

† দিগুনগর রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর লাইট রেলওয়ের একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন। কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় ৫১০ মাইল  
দূরে অবস্থিত।

আমি “ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং” হইতে নদীয়া-রাজগণের যে বংশলতিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল,—



শ্রীনগরের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রাজা রুদ্র ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে আলমগীর বাদসাহের নিকট কার্শান প্রাপ্ত করেন। তাঁহার পিতা—শিলালিপি-বর্ণিত রাজা রাঘব—মোগল-সম্রাট সাজাহানের সমসাময়িক ছিলেন এবং উক্ত বাদসাহের নিকট হইতে রায়পুর, খারিজুড়ি, আলুইয়া, মুলগড় প্রভৃতি পরগণা প্রাপ্ত করেন। রুদ্র ও তাঁহার পোত্রের রাজত্বকালে শ্রীনগরের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। রাজা গোপাল বা তৎপুত্র রাজা রাঘবের সমসাময়িক, পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক, শিলালিপি-কণ্ঠিত রাজবল্লভ যে কে ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। পূর্বোক্ত ভগ্ন মন্দিরের পূজারী একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরিত্যক্ত মন্দিরটি “রাজসখা” কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশ করেন। রাজার সখাস্থানীয় কোনও অশাঠ্য বা তৎপত্নী কর্তৃক এরূপ ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। আমি বরেন্দ্র-অম্ব-সন্ধান-সমিতির মেধকণ্ড, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সাহায্যে শিলালিপি দুইটির যে ছাপ লইতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। প্রস্তর-খণ্ড দুইখানি স্থানীয় জমিদারগণের অমুমতিক্রমে বরেন্দ্র অম্বসন্ধান-সমিতির জ্ঞাত সংগৃহীত হইয়াছে। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় আমার নিকট শ্রীনগরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তথায় স্তভাগমন করেন। ইহার পূর্বে মন্দির-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেও আমি ছাপ লইবার অবসর পাই নাই। শ্রীনগর সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ

অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কথিত আছে যে, কুজরার তাঁহার রাজপুরীর সন্নিধানে কয়েক লক্ষ টাকা গুপ্তভাবে রাখিয়া দেন এবং ধনাধ্যক্ষকে শপথ করাইয়া লয়েন যে, রাজপরিবারবর্গের বিশেষ বিপদ উপস্থিত না হইলে তিনি এই গুপ্তধনের কথা ব্যক্ত করিবেন না। ধনাধ্যক্ষ এই সত্যভঙ্গ করিতে অস্বীকার করায় কুজের কোনও পুত্র—সম্ভবতঃ রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহাকে একরূপ নির্দিষ্টভাবে প্রহার করেন যে, তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। কুজের পুত্রগণ এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা এই লুণ্ঠিত ধন বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই সফলমনোরথ হয়েন নাই। বর্তমান মহারাজার পিতামহ মহারাজ সতীশচন্দ্রের রাজত্বকালে কোনও এক ব্যক্তি এই গুপ্ত ধনের সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া জনরব হয়, কিন্তু মহারাজা উহাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই। ত্রীনগরের বর্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সুবহু গ্রাম-বেটনীর মধ্যে ১২১৩ ঘরের অধিক লোকের বাস নাই। ২২৪ ব্রাহ্মণ, ২১০ ঘর শূদ্র ও ৮১২ ঘর মুসলমান। মুসলমানেরা গাজীর দরগার নিকটেই বাস করে। পূর্বে পটুয়া, কাংশকার প্রভৃতি শিল্পিগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পল্লী নির্দিষ্ট ছিল, এখন উহার নিদর্শন মাত্র পাওয়া যায় না। রাজ্যে বাঘের উপদ্রবে লোকে ঘরের বাহির হইতে সাহসী হয় না। সন্ধ্যার পর গোবৎসাদি ফিরিয়া না আসিলে উহা আর পরদিবস খুঁজিয়া পাইবার ভরসা থাকে না। কয়েক বৎসর পূর্বে একবার ডাকাইতের উপদ্রব হওয়ায় জনসংখ্যা আরও হ্রাস হইয়া গিয়াছে। সম্পন্ন গৃহস্থগণ আর কেহই এ স্থানে বাস করেন না। শুনিয়াছি, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নীলাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ত্রীনগরের উন্নতি-কল্পে মাঝেরগ্রাম পর্যন্ত আগমন করেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৮ঘন্টানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রমুখ্যে গ্রামের বর্তমান অবস্থার কথা অবগত হইয়া আর অধিক দূর অগ্রসর করেন নাই। রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ পালচৌধুরী জমিদারগণ নদীয়ার মহারাজা বাহাদুরের নিকট এই গ্রাম পত্তনী গ্রহণ করেন। তাঁহাদেরই কোনও আত্মীয় দরপত্তনীদাররূপে এখন ত্রীনগরের দখলীকার আছেন। শুনিতে পাই, মন্দির দুইটি নাকি এখনও মহারাজা বাহাদুরেরই খাসদখলে আছে। এই প্রাচীন কৌর্ভির সংস্কার হওয়া বড়ই প্রয়োজনীয়। অল্প দিন হইল, সমাধায় গবর্ণমেন্ট চাকরদের এইরূপ একটি প্রাচীন মন্দির সংরক্ষিত সৌধরূপে পরিগণিত করিয়া জীর্ণসংস্কারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আপনাদের ধৈর্য্যগুণের আর অধিক পরীক্ষা করা উচিত নহে। ত্রীনগরের শ্রী বহু-দিন বিলুপ্ত হইয়াছে। উহার আধুনিক প্রসিদ্ধি অধিবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নহে—কেবল হিংস্র ব্যাঘ্রের আবাসভূমি বলিয়া। Kipling-এর Jungle Book-এর নায়ক মোগীর পিতৃগরিভাক্ত গ্রামের বাস্তবতাগুলির ন্যায় জনহীনপ্রায় ত্রীনগরের বাস্তবতাও নিবিড় অজল-সমাবৃত। বোধ হয়, প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের তিক্তস্বাদ স্মরণ করাইবার জন্যই—

Karela—the wild Karela  
grows over them all.

শ্রীগুরুদাস সরকার

## দশম স্বতঃসিদ্ধ\*

“ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, আধুনিক জ্যামিতিকারগণ, ইউক্লিডের পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধের সহিত আরও নূতন পাঁচটি বোগ করিয়া, তৎসঙ্গে ষষ্ঠ ও ষে স্বীকার্য সম্মিলন পূর্বক স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা দ্বাদশটিতে পরিণত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম নয়টি (ইউক্লিডের পাঁচটি ও আধুনিক চারটি) “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক গ্রন্থেই বিবৃত হইয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশ স্বতঃসিদ্ধ ইউক্লিডের স্বীকার্য হইতে গৃহীত। সুতরাং ইহারা অপরাপর স্বীকার্যের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বিবৃত হইবে। অবশিষ্ট দশম স্বতঃসিদ্ধটি প্রথম স্বীকার্যের সহিত বিশেষরূপে ঘনিষ্ঠতা বিধায় উহার অব্যবহিত পরেই সন্নিবেশিত হইল। স্বতঃসিদ্ধটি এই,—

ছুইটি সরল রেখা দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। রেখা দ্বারা মাত্র তলই পরিবেষ্টিত হইতে পারে। সুতরাং স্থানের পরিমার্কে তল শব্দ ব্যবহার করাই সঙ্গত। তদবস্থায় স্বতঃসিদ্ধটি এই হইবে ;—

ছুইটি সরল রেখা দ্বারা কোন তলের অংশ পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।

ইউক্লিডের জ্যামিতির একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞায় দেখান হইয়াছে যে, ছুইটি সমতল অবচ্ছিন্ন হইলে, তাহাদের অবচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত ছুইটি বিন্দুর যোজক সরল রেখা উক্ত সমতলদ্বয়ের যে কোনটিতেই অবস্থিত করিবে। কিন্তু দশম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে উক্ত বিন্দুদ্বয়ের যোজক সরল রেখার সংখ্যা ছুইটি হওয়া অসম্ভব (প্রচলিত সংস্করণ)। অতএব উক্ত অবচ্ছেদ রেখাই সরল রেখা।

এখানে উক্ত রেখা দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হওয়ার কথা জ্যামিতিতে উল্লিখিত থাকিলেও কার্যতঃ তদ্রূপ কোন প্রকারের স্থানের আভাষ পাওয়া যায় না। কারণ, চিত্রে উক্ত ছুইটি সমতল ব্যতীত অন্য কোন তলই নাই; অথচ রেখা দ্বারা তল ব্যতীত অন্য কোন স্থানও পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় এই প্রতিজ্ঞার দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ কিরূপে সম্ভবে?

ছুইটি রেখা দ্বারা কোন স্থান অর্থাৎ তলাংশ পরিবেষ্টিত হইলে, তাহাদের উভয় প্রান্ত নিশ্চয়ই সংযুক্ত থাকিবে। যে ছুইটি রেখা কোন তলাংশ পরিবেষ্টন করে না, তাহারা উভয় প্রান্তে সংযুক্ত হইতে পারে না। পুনশ্চ উক্ত তৃতীয় প্রতিজ্ঞার দ্বিবিভেদে, যদিও চিত্রস্থিত রেখা দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টন দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপি উহারা উভয় প্রান্তে সংযুক্ত আছে এবং ইহার উপরই নির্ভর করিয়া দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব ছুইটি

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বাকীপুর, ১০ম অধিবেশনে গঠিত।

সরল রেখার উভয় প্রান্তে সংযোগে অসমর্থতা প্রকাশই দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাহা হইলে স্বতঃসিদ্ধটি এইরূপে পরিবর্তিত হইবে ;—

যে কোন দুইটি সরল রেখা উভয় প্রান্তে সংযুক্ত থাকিতে পারে না।

সাধারণতঃ “একটি রেখা তাহার প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে আছে,” এইরূপ বলা হয়। অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধটিকে এরূপভাবে লিখা যাইতে পারে ;—

যে কোন দুই বিন্দুর মধ্যে দুইটি সরল রেখা থাকিতে পারে না।

“ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য” নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে,—“রেখার প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের যে কোনটিকে আরন্ধি ও সমাপ্তি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।” অতএব স্বতঃসিদ্ধটিকে নিম্নলিখিত-রূপে আরও পরিবর্তিত করা যায় ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত দুইটি সরল রেখা টানা যায় না।

দুইটি টানা না গ্মেলেই পাঁচটি, সাতটি অথবা দশটি টানা যাইবে না। অতএব স্বতঃসিদ্ধটি এই হইবে ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে পারে না।

আমি একটি পাখী দেখিতেছি, মাঝে একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল। আর পাখীটি দেখা গেল না। কারণ, পাখী হইতে যে পথে দৃষ্টি আসিতেছিল, সে পথে বাধা পড়িল। তবেই একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে অপর একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্টি আসিবার মাত্র একটি পথ। ইহা দশম স্বতঃসিদ্ধের ব্যবহারিক প্রমাণ। “ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য” নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, দৃষ্টিপথ দ্বারাই সরল রেখার জ্ঞানের উৎপত্তি। এখন দেখিতেছি, এক স্থান হইতে অপর স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্টির পথ মাত্র একটি। অতএব সরল রেখার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দশম স্বতঃসিদ্ধের অতিজ্ঞতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই স্বতঃসিদ্ধটিকে যে আকারে পরিণত করা হইল, তদ্বারা সরল রেখার ধর্ম্মই প্রকাশ পায়। সরল রেখার জ্ঞানের সঙ্গে এই ধর্ম্মের উপলব্ধি হওয়ায় অর্থাৎ সরল রেখার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যুক্তি দেওয়ার পূর্বেই দশম স্বতঃসিদ্ধের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ নামে কথিত হইয়াছে।

ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্যটি এই ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।

“এক” শব্দ সাধারণতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা ;—( ১ ) একটি টাকা দেও অর্থাৎ দুই, কি ততোধিক নহে। ( ২ ) একটি পথ হইবেই। এখানে দুই, কি ততোধিক পথ হইবে না, এরূপ কথা প্রকাশ করে না। শব্দ মাত্রই এক অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব। এমতাবস্থায় গণিতশাস্ত্রে “এক” শব্দের সংখ্যাবাচক অর্থ রাখাই উচিত। তাহা হইলে প্রথম স্বীকার্য অল্পসারেই এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে পারে না।

অর্থাৎ প্রথম স্বীকার্য দ্বারাই দশম স্বতঃসিদ্ধের কার্য নিশ্চয় হইতে পারে। অবশ্য আমি গ্রীক-ভাষা জানি না। সুতরাং ইউক্লিড তাঁহার নিজের ভাষায় প্রথম স্বীকার্যকে যে আকারে লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ কি এবং তাহাই উক্ত স্বতঃসিদ্ধটি অমূল্য রাখিবার কারণ কি না, তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালায় স্বীকার্যটি যে আকারে পাইয়াছি, তাহারই অর্থ করা গেল।

ভাষার জটিলতা দূর করিবার নিমিত্ত এক শব্দের পূর্বে মাত্র শব্দ রাখিয়া দশম স্বতঃসিদ্ধকে অন্তর্নিহিত করতঃ প্রথম স্বীকার্যের নিম্নলিখিত আকার প্রদত্ত হইল ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্যন্ত মাত্র একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।

ইউক্লিড সরল রেখার এই সংজ্ঞা দিয়াছেন ;—

যে রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিন্দুগুলি যখন পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিত, তখন কাজে কাজেই তাহার অংশস্থিত বিন্দুগুলিও, উক্ত সমস্ত বিন্দুর অভ্যন্তরে অবস্থিত কতকগুলি বিন্দু হওয়ায়, পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিত। অতএব সরল রেখার অংশও সরল রেখা।

আমরা “ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য” নামক প্রবন্ধে সরল রেখার উক্ত সংজ্ঞাকে সংজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করি নাই। অতএব—

যে কোন সরল রেখার অংশও সরল রেখা

এই একটি অতিরিক্ত অপ্রমাণিত সত্য হইয়া পড়িল।

ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সরল রেখাকে সীমাবদ্ধ আকারে দেখা যায়। কিন্তু বিশ্লেষক জ্যামিতিতে (Analytical Geometry) ইহার আকৃতি অসীম। অর্থাৎ ইউক্লিডের জ্যামিতিতে বাহা সরল রেখা নামে কথিত, বিশ্লেষক জ্যামিতি অমূল্যে তাহা সরল রেখার অংশ মাত্র।

ইউক্লিড দ্বিতীয় স্বীকার্যে সরল রেখাকে উভয় পার্শ্বে যথেষ্টা বৃদ্ধি করিবার সমর্থতা স্বীকার করিয়াছেন। এতদবস্থায় আমরা পূর্বে হইতেই একটি অসীম সরল রেখার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, যে সরল রেখা বর্দ্ধিত করিতে হইবে, তাহাকে উক্ত অসীম সরল রেখার অংশ মাত্র ধরিলে দ্বিতীয় স্বীকার্যের কোন আবশ্যকতা থাকে না। অধিকন্তু সরল রেখার সংজ্ঞা অস্বীকার করার দরুণ যে অতিরিক্ত সত্যটি হইয়া পড়িল, তাহাও বাদ দেওয়া চলে।

তাহা হইলে প্রথম স্বীকার্যটি এইরূপ দাঁড়াইবে—

যে কোন দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি সরল রেখা অতিক্রম করে।

একণে আর দশম স্বতঃসিদ্ধের স্বাতন্ত্র্য রহিল না। তবে নবপঠিত স্বীকার্যের অন্তর্নিহিত

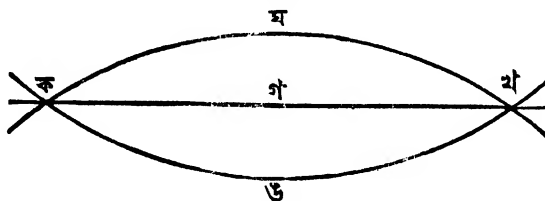
উক্ত স্বতঃসিদ্ধের ভাবপ্রকাশক “হুই বিন্দু দিয়া একাধিক সরল রেখার অতিক্রমণে অসমর্থতা” বিশ্লেষণ করিয়া সরলত্ব ধর্ম সম্বন্ধে বাহ্য অবগত হইতে পারা যায়, তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইউক্লিড সরল রেখার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা সংজ্ঞা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ উক্ত সংজ্ঞা দ্বারা প্রমাণেরও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। প্রমাণ সময়ে বিশেষত্ব উপস্থিত করিতে না পারিলে, “সরল” শব্দ-প্রয়োগই নিশ্চয়োজন। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে, এক্রূপ কতকগুলি সত্য জ্যামিতির অঙ্গীভূত আছে যে, উহা সরল রেখার বিশেষত্ব জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত যথাসময়ে প্রমাণ-কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। অবশ্য এতাদৃশ দ্বিবিধ সত্য জ্যামিতির মূলভাগে উল্লিখিতও আছে। ইহার স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য। ইহাদের মধ্যে দশম স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্বীকার্য্যে “সরল রেখা” শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্মধ্যে দশম স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য প্রথম স্বীকার্য্যের অন্তর্নিহিত হইল। অতএব প্রথম ও পঞ্চম স্বীকার্য্যই অবশিষ্ট রহিল। পঞ্চম স্বীকার্য্যে সরল রেখার ধর্ম প্রকাশ করে সত্য, কিন্তু তাহা সমধিক জটিল ভাবাপন্ন এবং পরবর্তী প্রতিজ্ঞায় প্রযোজ্য। কারণ, প্রথম অধ্যায়ের উনত্রিংশতি প্রতিজ্ঞা প্রমাণেই পঞ্চম স্বীকার্য্যের প্রথম প্রয়োগ। প্রথম অষ্টাবিংশ প্রতিজ্ঞায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরল রেখার ধর্মপ্রকাশক একমাত্র প্রথম স্বীকার্য্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। (যেহেতু দশম স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য ইহার অন্তর্নিহিত।) এমতাবস্থায় প্রথম স্বীকার্য্যে সরল রেখার সংজ্ঞা অল্পব্যয়ী ধর্ম নিহিত আছে কি না, প্রথমতঃ তাহাই দেখা কর্তব্য।

প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞায় পরিণত করিতে হইলে, তাহার আকার এই হইবে;—

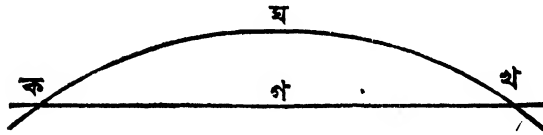
কোন দুইটি বিন্দু দিয়া যে জাতীয় মাত্র একটি রেখা অতিক্রম করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

উক্ত সংজ্ঞায় নিম্নলিখিত দুইটি আপত্তি আছে,—



(১) ক ও খ দুই বিন্দু দিয়া গ একটি সরল রেখা এবং ঘ ও ঙ একই জাতীয় অপর দুইটি রেখা অতিক্রম করিয়াছে। এখন ঘ ও ঙ রেখাঘরে কি সাদৃশ্য থাকার তাহারা একই জাতীর অন্তর্ভুক্ত এবং গ সরল রেখায় কি বিশেষত্ব থাকার ঘ, ঙ প্রভৃতি ক ও খ বিন্দুর সহ্য দিয়া অতিক্রান্ত অপর যাবতীয় রেখার সঙ্গে ঐসাদৃশ্য উৎপন্ন করিয়া সজাতীয়

সমস্ত রেখার সঙ্গে সাদৃশ্য সম্পাদন করে, তাহা অবগত না হইলে, সরল রেখাসমূহকে অপরাপর রেখা হইতে পৃথক্ করিয়া কি প্রকারে একজাতির অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে ?



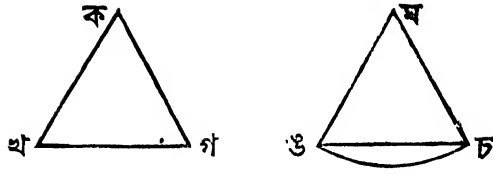
(২) ক ও খ যে কোন দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত গ ও ঘ দুই জাতীয় রেখা। গ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা ক ও খ বিন্দু দিয়া অতিক্রম করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় গ রেখা সরল রেখা। কিন্তু গ রেখা সরল রেখা হইলে, ঘ রেখা কেন সরল রেখা হইবে না ? অর্থাৎ গ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা ক ও খ বিন্দু দিয়া অতিক্রম করা অসম্ভব হইলে, ঘ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা কোন না কোন ক ও খ বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবেই, তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে সত্যটি স্বতঃই উপলব্ধি হয়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি রেখার উৎপত্তির কারণ নহে। অতএব সত্যটি দৃষ্টিশক্তির উপরে নির্ভর করা যায় না।

সাধারণতঃ দ্রব্যের অবস্থিতি দ্বারাই স্থান সঞ্চকীয় জ্ঞান জন্মে। সুতরাং বিভিন্ন স্থানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যটিত জ্যামিতিক বা জ্ঞান ও ব্যবহারতঃ দ্রব্যের অবস্থিতিজ্ঞান হইতেই লব্ধ। “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধেও উক্ত হইয়াছে,—“একমাত্র চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধই বাবতীয় সমানতা নিরূপণের ভিত্তি।” পুনরায় সমানতা নিরূপণ ব্যতীত কোন জ্যামিতিক প্রমাণ সম্ভবে না। সুতরাং বাবতীয় জ্যামিতি প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ উপরিপাতনের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব উপরিপাতনরূপ দ্রব্যের অবস্থিতি সঞ্চকীয় জ্ঞানের (“ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ”) উপরেই জ্যামিতি-শাস্ত্র স্থাপিত।

ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞায় দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রথম প্রয়োগ। পূর্বে লিখিত আটটি প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞায় সরল রেখার ধর্ম প্রকাশের আবশ্যক, তাহা চতুর্থ প্রতিজ্ঞার সাহায্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ হইতেই দশম স্বতঃসিদ্ধের স্বভাবটি গৃহীত। চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণের মধ্যে আরও দুইটি সত্য অপ্রমাণিত অবস্থায় ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। নিম্নে প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ প্রদত্ত হইল এবং তাহা হইতে উক্ত সত্য দুইটি সঙ্গলিত হইল।

যদি দুই ত্রিভুজের একের দুই বাহু যথাক্রমে অন্তের দুই বাহুর সমান হয় এবং সমান সমান সরল রেখার মধ্যবর্তী কোণদ্বয়ও পরস্পর সমান হয়, তবে একের ভূমি অন্তের ভূমির সমান হইবে এবং একের সমান সমান বাহুর সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ও যথাক্রমে অন্তের সমান সমান বাহুর সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমান হইবে।





ক খ গ এবং ঘ ঙ চ দুইটি ত্রিভুজ। ইহাদের ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় যথাক্রমে ঘ ঙ ও ঙ চ বাহুদ্বয়ের সমান এবং খ ক গ কোণ ও ঘ চ কোণের সমান।

খ গ ভূমি ও চ ভূমির সমান হইবে এবং অবশিষ্ট কোণদ্বয়ের মধ্যে ক খ গ কোণ ঘ ঙ চ কোণের এবং ক গ খ কোণ ঘ চ ঙ কোণের সমান হইবে।

কারণ, যদি ক খ গ ত্রিভুজকে ঘ ঙ চ ত্রিভুজের উপরে পাতিত করা যায়

এবং ক বিন্দুকে ঘ বিন্দুর উপরে স্থাপিত করা যায়,

এবং ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার উপরে স্থাপিত করা যায়,

তবে খ বিন্দু ও বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইবে। কারণ, ক খ, ঘ ঙ এর সমান।

পুনরায় ক খ, ঘ ঙ এর সঙ্গে মিলিত হইলে,

ক গ সরল রেখাও ঘ চ এর সঙ্গে মিলিত হইবে; কারণ, খ ক গ কোণ ও ঘ চ কোণের সমান;

তাহা হইলে গ বিন্দুও চ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইবে, কারণ, ক গ, ঘ চ এর সমান।

কিন্তু খ, ঙ এর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে;

তাহা হইলে খ গ ভূমি ও চ ভূমির সঙ্গে মিলিত হইবে।

[ কারণ, যদি খ, ঙ এর সঙ্গে এবং গ, চ এর সঙ্গে মিলিত হওয়াতেও খ গ ভূমি ও চ ভূমির সঙ্গে মিলিত না হয়, তবে দুইটি সরল রেখা একটি স্থান পরিবেষ্টন করে। বাহা অসম্ভব।

সুতরাং খ গ, ঙ চ এর সঙ্গে মিলিত হইবে ] এবং তাহার সমান হইবেন [ ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ

তবে সমগ্র ক খ গ ত্রিভুজ সমগ্র ঘ ঙ চ ত্রিভুজের সঙ্গে মিলিত হইবে।

এবং তাহার সমান হইবে।

এবং অবশিষ্ট কোণদ্বয়ও অবশিষ্ট কোণদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হইবে এবং তাহাদের সমান হইবে,

অর্থাৎ ক খ গ, ঘ ঙ চ এর

এবং ক গ, খ, ঘ চ ঙ এর সমান হইবে।

সুতরাং ... ..

ইহাই প্রমাণ করিবার আবশ্যক ছিল।

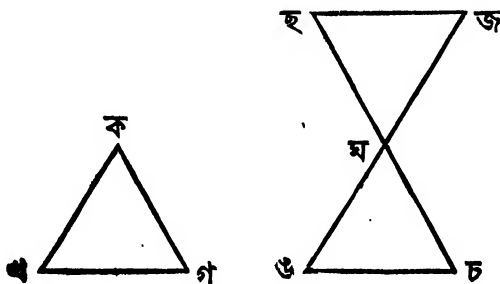
(১) ক বিন্দুকে ঘ বিন্দুর উপরে পাতিত করিয়া ক থ সরল রেখাকে ঘ ও সরল রেখার উপরে পাতিত করা হইয়াছে এবং এই উপরিপাতন একরূপভাবে সিদ্ধ হইয়াছে যে, ক থ সরল রেখা ঘ ও সরল রেখার সমান হওয়ার থ বিন্দু ও বিন্দুর সঙ্গে মিলিয়া বাইবে। অর্থাৎ উপরিপাতন দ্বারা সরল রেখা দুইটি একই সরল রেখার পরিণত হইয়াছে। এই উপরিপাতনে সাধারণ জাতীয় দুইটি রেখা না মিলিয়াও থাকিতে পারে। একটি সরল রেখা একটি বৃত্তের সঙ্গে কিছুতেই মিলিত হয় না। একই জাতীয় রেখার মধ্যে একটি লম্বুতর বৃত্তের ধনুর সঙ্গে একটি বৃত্তের বৃত্তের ধনু মিলান অসম্ভব। এমন কি, একই বৃত্তাভাবের (ellipse) একাংশ অপর সকল অংশের সঙ্গে মিলান যায় না। অতএব বলিতে হইবে, সরল রেখাকে এইরূপ ভাবে মিলাইবার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া ইউক্লিড ইহার একটি বিশেষত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই স্বীকৃতিকে হজ্রাকারে বিধিবদ্ধ করিয়া সরল রেখার অপর একটি ধর্ম পরিষ্কাররূপে দেখাইতেছি।

ক থ সরল রেখাকে ঘ ও সরল রেখার সঙ্গে মিলাইবার সময় এইরূপে পাতিত করা হইয়াছে যে, ক বিন্দু ঘ বিন্দুর উপর পড়ে। ইহা হইতে আমরা নিয়মিত হজ্রাটি পাইতেছি।

একটি সরল রেখার প্রান্ত বিন্দুকে অপর একটি সরল রেখার প্রান্ত বিন্দুতে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সরল রেখাটিকে দ্বিতীয় সরল রেখার উপরে এইরূপ ভাবে রাখা যায় যে, সরল রেখা দুইটি মিলিয়া এক হইয়া যায়।

আমরা সরল রেখাকে অসীম ধরিয়া নিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতিতে স্থিত সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে তাহার অংশরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছি। অতএব হজ্রাটি এই হইবে,—

যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সরল রেখাটিকে দ্বিতীয় সরল রেখার উপরে এইরূপ ভাবে রাখা যায় যে, সরল রেখা দুইটি মিলিয়া এক হইয়া পড়ে।



ক থ গ ত্রিভুজকে যে ত্রিভুজের উপর পাতিত করা হইয়াছে, তাহার বাহু ঘ ও না হইয়া, ঘ সরল রেখার বর্ধিতাংশেও থাকিতে পারিত। অর্থাৎ বাহুটি ঘ বিন্দুর উত্তর পার্শ্বেই

ধাকিতে পারে। যথা,—য ছ জ ত্রিভুজ। এরূপ অবস্থায় ক বিন্দুকে য বিন্দুর উপর স্থাপিত করিয়া ক খ বাহকে, য ও চ ত্রিভুজের য ও বাহ এবং য ছ জ ত্রিভুজের য জ বাহ এই উভয়ের সঙ্গেই মিলান যাইতে পারে। অতএব সূত্রটি এইরূপে পরিবর্তিত হইবে,—

যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন পূর্বক প্রথমোক্ত সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বকে অপর সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্ব রাখিয়া সরল রেখা দুইটি মিলান যাইতে পারে।

আমরা এই সত্য অল্পসারে যে কোন সরল রেখাকে অপর যে কোন সরল রেখার সঙ্গে মিলাইতে পারি। এতদ্বারা অপরোপর রেখা হইতে সরল রেখার বিশেষত্ব নিরূপিত হইলে, ইহা নিশ্চয় যে, অপর কোন রেখা তদ্রূপ মিলাইবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইতে পারা যায় না। পুনশ্চ অকৃতকার্যতা প্রকাশ পাইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, উক্ত চেষ্টার পরিণামও আমরা অবগত আছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের পর্য্যবেক্ষণের (experience) সাহায্য নিতে হইতেছে।

বিভিন্ন আকারের শলাকা বিভিন্ন প্রকারের রেখারূপে গ্রহণ পূর্বক তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থানকে বিন্দুরূপে করণা করিয়া দেখিতে পাই,—যে কোন একটি রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি বিন্দুকে অপর যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন করা যায়। পরে বিন্দুদ্বয় উক্তরূপে সংলগ্ন রাখিয়া রেখাদ্বয়ের একটিকে আবর্তনপূর্বক তাহার অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট নিকটবর্তী অপর একটি বিন্দুকে অপর রেখাটির যে কোন পার্শ্ব অপর একটি বিন্দুর উপরে স্থাপন করা যায়। তদবস্থায় রেখাদ্বয়ের উভয়ে সরল হইলে উহারা পরস্পর মিলিয়া যাইবে। যেহেতু দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি সরল রেখা অতিক্রম করিতে পারে।

অতএব আমরা উক্ত প্রকারে উল্লিখিত চেষ্টার পরিণাম অবগত হইয়া নিম্নলিখিত সত্যটি পাইতেছি,—

(ক) যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন পূর্বক প্রথমোক্ত রেখাকে এরূপভাবে পাতিত করা যায় যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট নিকটবর্তী অপর একটি বিন্দু উক্ত অপর রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বস্থিত একটি বিন্দুর উপর স্থাপন করা যায়।

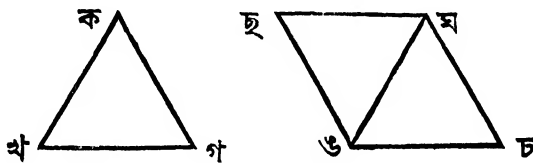
উক্ত রেখাদ্বয়ের উভয়ে সরল রেখা হইলে নবগঠিত প্রথম স্বীকার্য অল্পসারে তাহারা পরস্পর মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। সুতরাং তদ্বারা উক্ত ক সত্যের পূর্ববর্তী সত্যটি প্রমাণিত হইল।

(২) ক খ গ ত্রিভুজকে য ও চ ত্রিভুজের উপর এইরূপে পাতিত করা হইয়াছে যে,

ক খ সরল রেখা য ও সরল রেখার উপর স্থাপিত হয়, তাহাতে ক খ গ কোণ ও ঘ চ কোণের সমান হওয়ার ক গ সরল রেখা য চ সরল রেখার সঙ্গে মিলিত হইবে।

“ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য” নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, আমরা কোণ সম্বন্ধীয় বাব-  
তীয় জ্ঞান সমতল হইতে প্রাপ্ত হই। অতএব ক খ গ কোণ য ও চ কোণের সঙ্গে মিলিত  
হওয়ার উক্ত ত্রিভুজের যে যে সমতলের উপর স্থাপিত, তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়াছে বলিতে  
হইবে। অধিকন্তু ত্রিভুজের তিন বাহু ও তিন কোণ মিলিয়া বাওয়ার ত্রিভুজের পরস্পর  
মিলিত হইল, এই কথায় উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছে। অতএব ইহা হইতে আমরা নিম্ন-  
লিখিত সত্যটি পাইতেছি।

যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখাকে অপর যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত  
একটি সরল রেখার উপরে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সমতলকে দ্বিতীয় সমতলের সঙ্গে মিলান  
বাইতে পারে।



ক খ গ ত্রিভুজটি যে ত্রিভুজের উপর পাতিত করা হইয়াছে, তাহা ঘ ও চ ত্রিভুজ না  
হইয়া ঘ ও সরল রেখার অপর পার্শ্বেও থাকিতে পারে। যথা,—ঘ ও ছ ত্রিভুজ। একরূপ  
অবস্থায়ও ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর মিলান বাইতে পারে। অতএব সূত্রটি এই দাঁড়াইবে;—

(খ) যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখাকে অপর যে কোন সমতলের  
অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখার উপরে স্থাপন পূর্বক প্রথমোক্ত সমতলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন  
পার্শ্বকে অপর সমতলের অন্তর্ভুক্ত সরল রেখাটির যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সমতল দুইটি  
মিলান বাইতে পারে।

এই সত্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনা অনাবশ্যক বোধে বর্তমান প্রবন্ধে স্তব্ধ রাখা গেল।  
প্রসঙ্গানুযায়ী পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

প্রথম স্বীকার্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করা সম্বন্ধে যে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল,  
তাহাতে প্রথম আপত্তিটি ক সত্য দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে। কারণ, সরল রেখাসমূহ মিলিত  
করার ক্ষমতায়ই তাহাদের একজাতির অন্তর্ভুক্ত করার বাধা অপনোদিত হইবে।

কিন্তু তাহাতেও দ্বিতীয় আপত্তিটি থাকিয়া যায়। কারণ, ক সত্য অনুসারে অন্তর্ভুক্ত বিন্দু-  
দ্বয় মিলান গেলে, যে যে রেখা মিলিয়া পড়ে, তাহারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হইলে, তদ্রূপ  
অপর এক জাতি কেন থাকিতে পারিবে না যে, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটি উক্তরূপ অব-

স্থায় পরস্পর মিলিত হওয়া সম্ভব থাকিলেও তাহারা প্রথম জাতীয় রেখার সঙ্গে নাও মিলিত হইতে পারে।

আমরা নিম্নে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিয়া এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

### সংজ্ঞা

১। যে রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন অংশকে উক্ত রেখার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া যে কোন পার্শ্বে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করা যাইতে পারে, তাহাকে নিয়মিত (Homoeomeric) রেখা বলে।

### ১ম প্রতিজ্ঞা

যে কোন সরল রেখা নিয়মিত রেখা হইবে।

ক ————— খ ————— গ

ক একটি সরল রেখা, ইহা নিয়মিত রেখা হইবে।

মনে কর, ক সরল রেখার, খ গ যে কোন একটি অংশ।

খ গ অংশের অন্তর্ভুক্ত খ বিন্দুকে ক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে রাখিয়া তাহাকে তদবস্থায় ক সরল রেখার সঙ্গে মিলান যায়। [ ক সত্য

অতএব খ গ অংশের অন্তর্ভুক্ত খ বিন্দুকে ক সরল রেখার যে কোন পার্শ্বে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে ক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া অপসারিত করা যাইতে পারে।

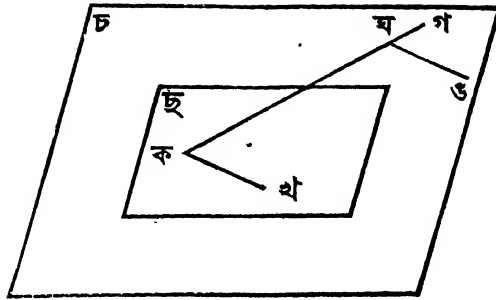
অতএব ক একটি নিয়মিত রেখা।

### সংজ্ঞা

২। যদি কোন তল একরূপ হয় যে, তাহার যে কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু উক্ত তলে অবস্থিত যে কোন রেখায়ই চালিত হউক, তৎসঙ্গে অংশটিকে উক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াই চালিত করা যায়, তবে উক্ত তলকে নিয়মিত তল বলে।

### ২য় প্রতিজ্ঞা

যে কোন সমতল নিয়মিত হইবে।



চ একটি সমতল ; ইহা নিয়মিত হইবে।

মনে কর, চ তলের ছ যে কোন একটি অংশ।

মনে কর, ছ তল্যাংশের অন্তর্ভুক্ত ক খ যে কোন একটি সরল রেখা এবং চ তলের অন্তর্ভুক্ত ক গ যে কোন একটি রেখা।

ক গ রেখার অন্তর্ভুক্ত ঘ যে কোন বিন্দু হইতে চ সমতলে ক খ সরল রেখার সমান ঘ ও একটি সরল রেখা টান।

ক খ সরল রেখাকে ঘ ও সরল রেখার সঙ্গে একরূপভাবে মিলিত কর, যেন ক বিন্দু ঘ বিন্দুর উপরে পড়ে।

ঘ ও সরল রেখা চ তলে অবস্থিত।

অতএব উক্ত পাতিত ক খ সরল রেখাও চ তলে অবস্থিতি করিবে।

ঘ, ক, গ সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু।

অতএব ক বিন্দুকে ক গ সরল রেখার উপরে বসাইয়া অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে ক খ সরল রেখাকে চ সমতলে রাখিয়া অপসারিত করা যাইতে পারে।

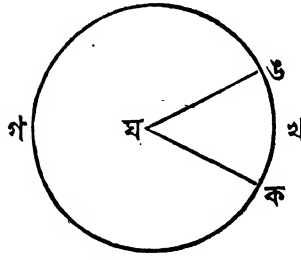
ক খ সরল রেখা চ সমতলে থাকিয়া অপসারিত হইলে তৎসঙ্গে ছ তল্যাংশও চ সমতলে থাকিয়া অপসারিত হইতে পারে।

অর্থাৎ ক বিন্দুকে ক গ রেখার উপরে বসাইয়া অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে চ সমতলে অবস্থিত থাকিয়া ছ তল্যাংশও অপসারিত হইতে পারে।

অতএব চ সমতল নিয়মিত।

### ৩য় প্রতিজ্ঞা

যে কোন বৃত্ত নিয়মিত রেখা হইবে।



ক থ গ একটি বৃত্ত, ইহা নিয়মিত হইবে।

মনে কর, ক থ গ বৃত্তের য কেন্দ্রে এবং ক থ যে কোন একটি ধ্রু।

মনে কর, ক থ গ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত উ যে কোন একটি বিন্দু, য ও ক এবং য ও উ যোগ কর।

য ক সরল রেখাকে য উ সরল রেখার সঙ্গে একরূপভাবে মিলিত কর, যেন য বিন্দু য বিন্দুতেই অবস্থিত থাকে।

উ, ক থ গ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি বিন্দু।

অতএব য বিন্দু স্থির রাখিয়া য ক সরল রেখাকে যত ইচ্ছা অপসারিত করা যায়।

উক্ত সরল রেখার সঙ্গে ক থ গ বৃত্ত যে সমতলে অবস্থিত, সেই সমতলটি উক্ত সমতলের সঙ্গে মিলিত ভাবেই অপসারিত করা যায়।

তদবস্থায় য উ ব্যাসার্ধ হওয়ায় উ বিন্দু সর্বদাই বৃত্তের পরিধিতে থাকিবে।

কিন্তু উ, ক থ গ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত বিন্দু।

অতএব উক্ত অপসারণে ক থ ধ্রু সর্বদাই ক থ গ বৃত্তের সঙ্গে মিলিত ভাবে অপসারিত হইবে।

অতএব ক থ গ বৃত্ত একটি নিয়মিত রেখা।

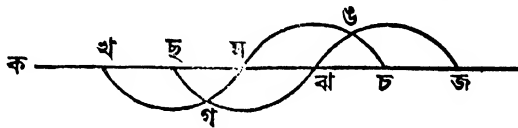
৪র্থ প্রতিজ্ঞা

যে কোন বর্জুল নিয়মিত হইবে।

[ প্রমাণ পূর্বাহ্নরূপ।

৫ম প্রতিজ্ঞা

সাম্যতলিক নিয়মিত রেখা মাত্রই হয় সরল রেখা, না হয় বৃত্ত হইবে।



ক একটি সামতলিক নিয়মিত রেখা; ইহা হয় সরল রেখা, না হয় বৃত্ত হইবে।

মনে কর, ক রেখার সঙ্গে থ, ঘ ও চ এই যে কোন তিন বিন্দুতে সংলগ্ন, এরূপ থ গ ঘ ও চ যে কোন অপর একটি রেখা।

ক নিয়মিত রেখার থ চ অংশ ক রেখার সঙ্গে মিলিত ভাবে ছ জ অংশ পর্যন্ত অপসারিত কর।

উক্ত থ চ অংশের সঙ্গে থ গ ঘ ও চ রেখা অপসারিত হইয়া মনে কর, তদবস্থায় ছ গ বা ও জ রেখায় পরিণত হইল।

মনে কর, তখন ঘ বিন্দু বা বিন্দুতে পরিণত হইলে এবং থ গ ঘ ও চ রেখা ছ গ বা ও জ রেখার সঙ্গে গ ও ও বিন্দুতে সংযুক্ত হইল।

অতএব থ গ ঘ ও চ রেখাই অপসারিত অবস্থায় উৎপন্ন ছ গ বা ও চ রেখার সঙ্গে গ ও ও সাধারণ বিন্দুদ্বয়ে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে এক রেখায় পরিণত হইল না।

অতএব থ গ ঘ ও চ রেখা সরল রেখা নয়।

কিন্তু ইহা ক রেখার সঙ্গে থ, ঘ ও চ এই যে কোন তিন বিন্দুতে সংযুক্ত, এরূপ যে কোন রেখা।

অতএব ক উর্দ্ধশক্তির (degree) রেখা না হইয়া প্রথম অথবা দ্বিতীয় শক্তির রেখা হইবে।

যদি ক রেখা প্রথম শক্তির রেখা হয়, তবে ইহা সরল রেখা।

যদি ক দ্বিতীয় শক্তির রেখা হয়।

মনে কর, ক রেখার ঘ শীর্ষবিন্দু (vertex)।

ক রেখার সঙ্গে মিলিত ভাবে থ চ অপসারিত হইলে চ শীর্ষবিন্দু তৎসঙ্গে অপসারিত হইবে।

অর্থাৎ ক রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু ক রেখার শীর্ষবিন্দুরূপে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

অতএব ক রেখা বৃত্ত।

### ৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞা

নিয়মিত তল মাত্রই হয় সমতল, অথবা বর্তুল হইবে।

[প্রমাণ পূর্বরূপ। রেখার স্থলে তল, সরল রেখার স্থলে সমতল এবং বৃত্তের স্থলে বর্তুল ধরিতে হইবে।]

### ৭ম প্রতিজ্ঞা

বার্তুলিক নিয়মিত রেখা মাত্রই বৃত্ত হইবে।•



[ প্রমাণ ৫ম প্রতিজ্ঞার দ্বারা। প্রভেদের মধ্যে ক' দ্বিতীয় শক্তির তলের অন্তর্ভুক্ত রেখা হওয়ার ইহা প্রথম শক্তির রেখা হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ ক সরল রেখা হইতে পারে না। ]

নিয়মিত রেখা ও নিয়মিত তলের নিয়মিত শব্দ একই অর্থবাচক। তবে রেখার অন্তর্ভুক্ত পঞ্চ মাত্র একটি—উক্ত রেখা। তলের অন্তর্ভুক্ত একই বিন্দু হইতে বিভিন্ন পঞ্চ নির্গত হইতে পারে। সুতরাং নিয়মিত তলের সংজ্ঞায় “যে কোন বিন্দু উক্ত তলে অবস্থিত যে কোন রেখায়ই হউক,” এই অতিরিক্ত একটি কথা প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা সাধারণতঃ কথায় বলিয়া থাকি,—“ঘটিত যে স্থানে আছে, আসনটি সে স্থানে ছিল।” ঘটি ও আসনের আকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের স্থান অবরোধ করে। একটি যে স্থান অবরোধ করে, অপরটি সে স্থান অথবা তাহার অংশ অবরোধ করিতে পারে না, তবে উভয়ে একই স্থানে ছিল বলিলে, আমরা মাত্র এই বুঝিতে পারি যে, ঘটি যে স্থানে আছে, তাহার অভ্যন্তরে একই একটি স্থান আছে যে, আসনটি যে স্থানে ছিল, উহা সেই স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থিত। আমরা উপরোক্ত পরবাক্যচিহ্নের অন্তর্ভুক্ত বাক্য সাধারণতঃ এইরূপ অর্থেই ধরিয়া থাকি। উক্ত অর্থ ধরিয়াই “ইউক্লিডের দ্ব্যন্তঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে ;—

“একটি দ্রব্য যে কোন একটি স্থানে নেওয়া বাইতে পারে।”

তজ্জন্তই উক্ত প্রবন্ধে বাক্যটি দার্শনিক ভাষায় নিয়মিত আকারে পরিণত হইয়াছে ;—

“যে কোন একটি দ্রব্যের অংশ যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিতি করিতে পারে।”

একটি বাক্য দার্শনিক ভাষায় নির্দোষ ভাবে বলা যায় সত্য, কিন্তু কথিত ভাষায় দোষ থাকিলেও কথ্যটি সহজে আয়ত্ত হয়। সুতরাং উক্ত সত্যটিতে দার্শনিক ভাষায় জটিলতা প্রকাশ পাইলেও কথিত ভাষায় কোন সন্দেহের নিমিত্ত আপত্তির কারণ, অথবা বোধ-সৌকর্য্যার্থে প্রমাণের আবশ্যকতা আদবেই অনুভূত হয় না।

আমরা সত্যটিতে দ্রব্যের অংশ ও স্থানের অংশের স্থলে কণিকা ও বিন্দু শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি। তাহা হইলে সত্যটি এইরূপ হইবে ;—

একটি দ্রব্যকে একরূপ ভাবে চালিত করা বাইতে পারে যে, তাহার একটি নির্দিষ্ট কণিকা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে উপস্থিত হয়।

অবশ্য তদবস্থার কণিকাটি কোন একটি পথে চালিত হইবে এবং কণিকাটি একরূপ ভাবে যে কোন পথেই চালিত হইতে পারে। অতএব সত্যটি এই দাঁড়াইবে ;—

একটি দ্রব্যকে একরূপ ভাবে চালিত করা বাইতে পারে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি কণিকা যে কোন রেখায় যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত চালিত হয়।

অর্থাৎ দেশ একটি নিয়মিত ক্ষয়।

তবেই দেশের সঙ্গে সমধর্মবিশিষ্ট কোন জাতীয় তল ও রেখাকে যথাক্রমে সমতল ও সরল রেখা নাম দিয়া জ্যামিতিক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং উক্ত ধর্ম অঙ্গুলর্য করিয়া যে কোন দ্রব্য যে কোন স্থানে বাইতে সমর্থ হওয়ায়, তৎসাহায্যে উপরিপাতনের প্রয়োগ দ্বারা সমগ্র জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার মূলস্বরূপ ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ও অষ্টম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে পারা গিয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তূল ও বৃত্তও দেশের সঙ্গে সমধর্মবিশিষ্ট। তবে সমতল ও সরল রেখার একরূপ একটি বিশেষত্ব আছে যে, শুধু ইহারাই জ্যামিতিক শাস্ত্রের আরম্ভে প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ত। বর্ত্তূল ও বৃত্তে সেই বিশেষত্ব না পাওয়াতেই তাহার সাহায্যে জ্যামিতি আরম্ভ করা হয় নাই। বিশেষত্বটি এই,—যে কোন একটি সরল রেখা অপর যে কোন সরল রেখার উপরে, কি যে কোন একটি সমতল অপর যে কোন সমতলের উপরে পাতিত করিয়া পরস্পর মিলান বাইতে পারে। কিন্তু কি বৃত্ত, কি বর্ত্তূল, ইহাদের যে কোন জাতীয় ছইটির পরিমাণ সমান হইলেই তাহার মিলিত হইবে। পরিমাণ অসমান হইলে তাহাদের মিলান অসম্ভব।

আমরা সরল রেখার যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তিটি এইরূপে উত্থাপিত হইয়াছিল ;—

এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত একজাতীয় একাধিক সরল রেখা টানা বাইতে না পারিলেও বিভিন্ন জাতির একাধিক সরল রেখা টানার অসম্ভবতা কি থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশায় আমরা নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

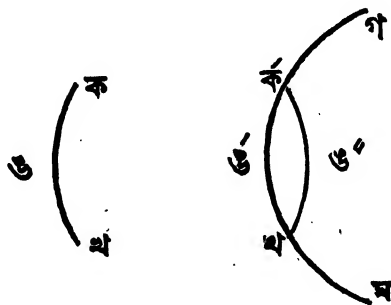
বৃত্ত হইতে সরল রেখা এবং বর্ত্তূল হইতে সমতলের উপরোক্ত বিশেষত্ব বিশ্লেষণের উপরেই উক্ত আপত্তির সীমাংশ নির্ভর করে। যেহেতু ইহার যথাক্রমে সাধারণ জাতি (genus) নিম্নমিত রেখা ও নিম্নমিত তলকে বিশেষ জাতিতে (species) বিভক্ত করিতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সরল রেখা সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশ্লেষক জ্যামিতিতে ইহার আকৃতি অসীম। সমতল উভয় জ্যামিতিতেই সীমাবহিত। আমাদের জ্ঞান সাস্ত। অতএব কি সাস্ত, কি অনাস্ত, যে কোন পদার্থের যুক্ত আমরা সাস্ত পদার্থের সাহায্যেই গ্রহণ করিয়া থাকি। একরূপ অবস্থায় কি সরল রেখা, কি সমতল, উভয়ের সাস্ত অংশই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তদবস্থায় সরল রেখা পার্শ্ববর্তী বিন্দুদ্বয় দ্বারা এবং সমতল কতিপয় রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে। কিন্তু বৃত্ত ও বর্ত্তূল তদ্রূপ বিন্দুদ্বয় দ্বারা, কি রেখাসমষ্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। কাজে কাজেই আমরা সরল রেখা ও সমতলের সঙ্গে তুলনা করিবার নিমিত্ত বৃত্ত ও বর্ত্তূলের পরিবর্তে যথাক্রমে ধ্রু ও বর্ত্তুলাংশ গ্রহণ করিব।

সমতলে সরল রেখা ও ধ্রু এই উভয় জাতীয় রেখাই টানা বাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তুলাংশে একমাত্র ধ্রুই অঙ্গণের যোগ্য।

সমতলস্থিত যে কোন সরল রেখা অপর সরল রেখার সঙ্গে সর্বতোভাবে মিলান যায়। কিন্তু সমতলস্থিত ধ্রুগুলির মধ্যে যেগুলি সমান সমান বৃত্তের ধ্রু, মাত্র তাহারাই মিলিত

হইবে। পুনরায় সরল রেখাগুলি ছই বিন্দুতে মিলাইতে গেলে এব কোন অবস্থাতেই মিলিবে। কিন্তু সমান সমান বৃত্তের ধনুগুলির যে কোন দুইটি মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থাতেই থাকিতে পারে।



ক খ ও গ ঘ দুইটি সমান সমান বৃত্তের ধনু। ক খ ধনুকে যদি গ ঘ ধনুর উপর এইরূপে পতিত করা যায় যে, ক ও খ বিন্দুয় গ ঘ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ক ও খ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে ক খ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ও বিন্দু গ ঘ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ও বিন্দুতে পতিত হইরা উভয় ধনুকে মিলিত করাইরা দিতে পারে। পুনশ্চ ও বিন্দু গ ঘ ধনুর বহির্ভাগে ও বিন্দুতে পতিত হইরা ক খ ধনুকে ক ও খ ধনুরূপে স্বতন্ত্র ভাবেও রাখিতে পারে।

বর্তুলাংশে সরল রেখার অবস্থিতি সম্ভবে না। সমতলের তার ইহাতেও অসমান বৃত্তের ধনুগুলি মিলান যায় না। সমান সমান বৃত্তের ধনুগুলি সমতলস্থিত বৃত্তের তার উভয় ভাবেই অবস্থিতি করিতে পারে। কিন্তু বর্তুলাংশ যদি অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়, তবে ইহাতে এরূপ কতকগুলি সমান সমান বৃত্তের ধনু আছে, বাহাদিগকে উক্ত বর্তুলাংশের অন্তর্ভুক্ত রাখিরা যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলে যে কোন অবস্থায়ই পরস্পর মিলিত হইবে। ইহার বৃহৎ বৃত্তের (great circle) ধনু দুইটি বৃহৎ বৃত্ত দুই বিন্দুতে সংযুক্ত হইলে উভয় বৃত্তই উক্ত বিন্দুদ্বয়ে সমদ্বিখণ্ডিত হইবে। সুতরাং অর্ধ বর্তুল অংগেকা ক্ষুদ্রতর বর্তুলাংশে উহাদের দুই বিন্দুতে সংযোগ অসম্ভব।

এই আভীর রেখাকে আমরা বর্তুল রেখা নামে অভিহিত করিব। বর্তুল রেখা মাত্রই বর্তুলার্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বর্তুলাংশে অবস্থিতি করিতে পারে। অতএব ইহার পরিমাপ বৃত্ত বৃত্তার্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। অর্থাৎ বৃহৎ বৃত্তের লঘু (minor) ধনুর নাম বর্তুল রেখা। ইউক্লিড জ্যামিতিক প্রমাণের নিমিত্ত যে পাঁচটি স্বীকার্য পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে পঞ্চম স্বীকার্যটি প্রথম আটাশটি প্রতিজ্ঞার প্রযুক্ত হয় নাই। সমতল ও সরল-রেখার স্থলে বর্তুলাংশ ও বর্তুল রেখা প্রযুক্ত হইলে অপর স্বীকার্য ও স্বতঃসিদ্ধ কয়টিতে কোন ব্যত্যয় উপস্থিত হয় না।

স্বতঃসিদ্ধ করটিতে সরল রেখা ও সমতল সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। সুতরাং উত্তর কোণেই ইহাদের প্রয়োগের কোন ইতর-বিশেষ থাকিতে পারে না।

সমতলের পরিবর্তে বর্জ্জলাংশ ধরিয়া লইলে বর্জ্জলাংশস্থিত বৃত্তের কেন্দ্রে উক্ত বর্জ্জলাংশের উপরেই অবস্থিতি করিবে এবং কেন্দ্রে হইতে পরিধি পর্যন্ত বর্জ্জল রেখা উক্ত বৃত্তের ব্যাসার্ধ হইবে। এমতাবস্থায় বর্জ্জলাংশেও তৃতীয় স্বীকার্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

ত্রিকোণমিতি অনুসারে সমতলের উপরে সরল রেখার আবর্তনে কোণ উৎপন্ন হয়। উক্ত রূপে বর্জ্জলাংশের উপরে বর্জ্জল রেখাও আবর্তিত হইতে পারে। অতএব বর্জ্জলাংশে চতুর্থ স্বীকার্য প্রয়োগেরও কোন বাধা নাই।

অবশিষ্ট নবগঠিত প্রথম স্বীকার্যটি এইরূপ হইবে ;—

যে কোন ছই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি বর্জ্জল রেখা অতিক্রম করিতে পারে।

মাত্র এই করটি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্যের সাহায্যে ইউক্লিডের প্রথম আটশটি প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শেষ ছইটি প্রতিজ্ঞা সমান্তরাল সরল রেখা নিরা। সমান্তরাল সরল রেখার জ্ঞান অনন্ত-সাপেক্ষ। অপর ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞার সমতল ও সরল রেখার স্থলে বর্জ্জকমে বর্জ্জলাংশ ও বর্জ্জল রেখা গ্রহণ করিলে উক্ত স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য করটিতে কোনরূপ ব্যত্যয় না হওয়ার, প্রমাণের পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হইবে না।

তবে বাহ্যের পাদরেখা (quadrant) অপেক্ষা লঘুতর না হইলে ষোড়শ প্রতিজ্ঞার উক্ত ত্রিকূলের বহিঃস্থ কোণ অন্তরস্থ দূরবর্তী কোণদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা লঘুতর হইতে পারে না। এরূপ স্থলে বর্জ্জল রেখার পরিমাণ পাদরেখার অর্ধাংশ অপেক্ষা লঘুতর ধরিয়া নিলেই আপত্তি চুকিয়া যায়।

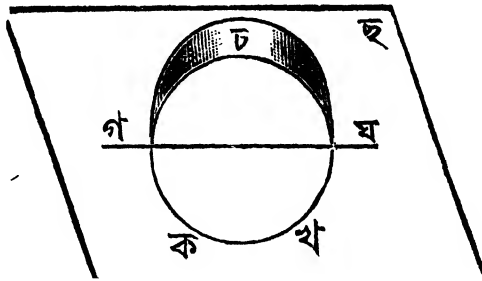
আমরা দেখাইয়াছি, চতুর্থ প্রতিজ্ঞা প্রমাণে অতিরিক্ত ছইটি সত্যের আবশ্যক। ইহা-  
দ্বিপকে ক ও খ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ক সত্য সাধারণ রেখা সম্বন্ধেই উক্ত। কিন্তু খ সত্য বার্জ্জলিক জ্যামিতিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে বার্জ্জলিক জ্যামিতিতে তদবস্থায় ত্রিকূলদ্বয়ের ভূমি, ভূমিস্থিত অবশিষ্ট কোণদ্বয় ও কোণদ্বয়ের সমানতা যেখান হই-  
রাছে। অর্থাৎ ত্রিকূলদ্বয়ের একটিকে অপরটির উপরে পাতিত করিতে না পারিলেও এবং তাহার। যে সর্বতোভাবে সমান, ইহা উক্তজন জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণিত হইলেও প্রতিজ্ঞাটি যে সত্য, তদ্বিবরে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বর্জ্জলাংশে উক্ত ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা প্রমাণের একমাত্র যে আপত্তি ছিল, তাহাও অপনোদিত হইল।

পরবর্তী প্রতিজ্ঞাগুলি সমান্তরাল নামক এরূপ একপ্রকার যুগ্ম সরল রেখার উপর নির্ভর করে, বাহার প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে বর্জ্জল রেখার প্রয়োগ করা যায় না। সমতল ও সরল রেখাকে সাত বর্জ্জল ও বর্জ্জল রেখার সঙ্গে উক্ত ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা নিরায়ী তুলনা করিতে হইবে।\*

\* আমরা ভবিষ্যতে ইহা দেখাইব যে, বর্জ্জলাংশে এরূপ কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইতে পারে, বাহার, বর্জ্জলের পরিমাণ লক্ষ্যে পরিণত হইলে সমান্তরাল সরল রেখাসমূহের প্রতিজ্ঞা হইয়া পড়ে।

এখন দেখা বাইত্বেছে, বর্তুলের সঙ্গে বর্তুল রেখার যে সম্পর্ক, সমতলের সঙ্গে সরল রেখার সেই সম্পর্ক। পুনরায় সাম্যতলিক জ্যামিতিতে সরল রেখা এবং ঘন জ্যামিতিতে সমতল, উভয়েই প্রথম শক্তির সমীকরণ দ্বারা (equation) প্রকাশিত। অতএব সমতলের সঙ্গে সরল রেখা এবং ঘনের সঙ্গে সমতল একই রূপ সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ ঘন, সমতল ও বর্তুল, ইহাদের সঙ্গে যথাক্রমে সমতল, সরলরেখা ও বর্তুল রেখার একই রকমের বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে। এমতাবস্থায় আমরা উক্ত সম্পর্ক জ্ঞাপনের নিমিত্ত “সম” শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি এবং ঘনের সঙ্গে উক্ত সম্পর্ক থাকার নিমিত্ত সমতল নাম হইয়াছে, একরূপ ধরিয়া নিয়া সমতল ও বর্তুলের সঙ্গে সেই সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত সরল রেখা ও বর্তুল রেখার সাধারণ নাম সমরেখা দেওয়া হইল।

“সমরেখা” কোন আতিবাচক নাম নহে। ইহা দ্বারা নিরূপিত তলের সঙ্গে কোন একটি বিশেষ সম্পর্ক জ্ঞাপিত হয়, এইমাত্র। একটি নিরূপিত তলে অবস্থিত সমরেখা অপর নিরূপিত তলেও থাকিতে পারে এবং তদবস্থায় শেযুক্ত তলের সমরেখা উক্ত রেখা না হইয়া অপর রেখাও হইতে পারে।



উদাহরণ। ক খ ঘ চ বর্তুল ও ছ সমতল এই উভয় তলেই অবস্থিত। ক খ ঘ চ বর্তুলের বর্তুল রেখা। অতএব ইহা চ বর্তুলের সমরেখা। কিন্তু ক খ ঘ ছ সমতলের সমরেখা নহে। পক্ষান্তরে গ ঘ সরল রেখা ছ সমতলের সমরেখা।

একণে ক সত্যাত্মসারে নিরূপিত তলে অবস্থিত যে কোন ছুইটি সমরেখা উক্ত তলে রাখিয়া যে কোন ছুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই তাহারা পরস্পর মিলিয়া বাইবে এবং উক্ত তলে অবস্থিত অপর কোন রেখা, কি সম, কি অসম, কোন রেখার সঙ্গেই, ছুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই মিলিয়া বাওরা সম্ভব নহে। অতএব সমরেখার সংজ্ঞা এইরূপ হইবে;—

একই নিরূপিত তলে অবস্থিত যে যে রেখা উক্ত নিরূপিত তলে রাখিয়া যে কোন ছুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহার নাম সমরেখা।

অতীত ছুইটি বিন্দু মিলাইতে গেলে, একই অথবা বিভিন্ন সমতলে অবস্থিত যে কোন সমরেখা অপর সমরেখার সঙ্গে পরস্পর মিলিয়া যায়। পুনরায় একই অথবা সমান সমান

বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাও তুচ্ছ মিলিত হয়। কিন্তু সমতলস্থিত সমরেখা বর্ত্তুলস্থিত সমরেখার সঙ্গে কোন রূপেই মিলিতে পারে না। অপিচ অসমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখারও যে কোনরূপ মিলান অসম্ভব।

আমরা বাবতীর সমতলে অবস্থিত সমরেখাসমূহকে এক জাতিতে এবং সমান সমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক এক জাতিতে পরিণত করিলে দেখিতে পাই, যে সমস্ত সমরেখা মিলান যায়, তাহারা একজাতীয় এবং বাহাদিগকে মিলান যায় না, তাহারা ভিন্ন-জাতীয় সমরেখা হইয়া পড়ে।

এরূপ অবস্থার বহিঃ সমরেখাধারা কোন জাতি প্রকাশিত না হউক, তথাপি বিভিন্ন জাতীয় সমরেখার অন্তর্ভুক্ত সরল রেখা একটি বিশেষ জাতি এবং সমান সমান বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত বর্ত্তুল রেখাগুলিও এক একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। একই নিয়মিত তলে অবস্থিত দুইটি সমরেখা যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই পরস্পর মিলিয়া যায়। অতএব যে কোন দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া যে কোন নিয়মিত তলে অবস্থিত মাত্র একটি সমরেখা অতিক্রম করে।

দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া সমতল এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহুবিধ পরিমাণবিশিষ্ট বর্ত্তুল অতিক্রম করিতে পারে এবং তদবস্থার ইহাদের প্রত্যেক নিয়মিত তলে অবস্থিত এক একটি সমরেখা উক্ত বিন্দুদ্বয় দিয়া অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ দুইটি বিন্দু দিয়া একজাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করা অসম্ভব হইলেও বিভিন্নজাতীয় বহুবিধ সমরেখা অতিক্রম করিতে পারে।

নবগঠিত প্রথম স্বীকার্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করা সযত্নে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, এত ক্ষণ তাহার রহস্তভেদে কৃতকার্য হওয়া গেল। স্বীকার্যটি সরল রেখার দ্বারা বর্ত্তুল রেখারও প্রযোজ্য হইতে পারে। অর্থাৎ ইহা বাবতীর সমরেখার সাধারণ ধর্ম জ্ঞাপন করে।

২৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, প্রথম স্বীকার্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করার প্রথম আপত্তিটি ক' সত্য দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও দ্বিতীয় আপত্তিটি সযত্নে কোন মীমাংসা হয় না। সংজ্ঞাহারী সমরেখা বলিয়া বাচাই করিবার নিমিত্ত দুইটি রেখা মিলান ক' সত্য দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং দুই বিন্দুতে মিলানে সমরেখাদ্বয় মিলিত হইবার নিমিত্তই দুই বিন্দু দিয়া এক জাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করিতে অসমর্থ। অর্থাৎ ক' সত্যের বর্ত্তমানতার গতিকে ১ম স্বীকার্যের অন্তর্নিহিত ধর্ম পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করিয়া সমরেখার সংজ্ঞা গঠিত হইয়াছে। অথচ উক্ত দ্বিতীয় আপত্তিটিও নিরর্থক সন্দেহ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কারণ, দুই বিন্দু দিয়া বিভিন্নজাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করিতে পারে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিয়মিত তল নির্যাই চর্চা করা গেল। সমরেখা সযত্নে যন অ্যামিতির আলোচনা ভবিষ্যতের নিমিত্ত স্থগিত রহিল।



# নবাবিকৃত সূর্য্যবর্মার শিলালিপি

[ হারহা-প্রশস্তি ]

এই শিলালিপি যুক্ত-প্রদেশে বড়বাকী জেলার অন্তর্গত হারহা গ্রামে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ নগরের প্রাদেশিক চিত্রশালার অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুত হীরানন্দ শাস্ত্রী, এম. এ মহাশয় সর্বপ্রথম জনৈক লোকের মুখে ইহার সম্ভাবন অবগত হন। সম্প্রতি যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী শ্রীযুত আর্ন বার্ন [ R. Burn, I. C. S. ] মহোদয়ের যত্নে উহা লক্ষ্ণৌ-চিত্রশালার আনীত হইয়া রক্ষিত হইতেছে। হারহার রাজা শ্রীযুত রঘুরাজ বাহাদুর সিংহ এই লিপিখানি উক্ত চিত্রশালার সংরক্ষণের জন্ত অর্পণ করিয়াছেন।<sup>১</sup> উৎকীর্ণ লিপির একখানি ছাপ উক্ত রাজা বাহাদুর কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে গত বৎসর প্রেরণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুত সত্যশঙ্কর বিদ্যভূষণ মহাশয় সোসাইটির এক অধিবেশনে হারহা-লিপির উদ্ধৃত পাঠ বিবৃত করেন। কিছু দিন পূর্বে 'সরস্বতী' নামক একখানি হিন্দী পত্রিকার [ মাঘ, ১৩২২, পৃঃ ৮০—৮৬ ] পণ্ডিত শ্রীযুত হরিরামচন্দ্র দিবেকর এম্ এ, উক্ত লিপির ছাপ ও উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য লিপি সম্বন্ধে পণ্ডিত হীরানন্দের লিখিত এক ইংরাজী প্রবন্ধ 'এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার প্রেরিত হইয়াছে। তনিরাহি, তাহা উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইবে। বিগত শারদীয় পূজার পূর্বে মহীর শিক্ষক, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী পরিদর্শক শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আমাকে বাল্যলার হারহালিপি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন এবং আমার ব্যবহারের জন্ত পণ্ডিত হীরানন্দের নিকট হইতে উহার দুইখানি স্কলর ছাপ আনাইয়া দেন। তদনুসারে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

লক্ষ্ণৌ-চিত্রশালার ১৯১৪-১৫ সালের বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে শিলাপট্টের আয়তন ও উহার আত্মবৃত্তিক অস্তিত্ব-বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে।<sup>২</sup> এক খণ্ড স্মৃৎসন-বালুকা-প্রস্তরের উপরিভাগে অত্যন্ত যত্নসহকারে অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রস্তরখণ্ডের দৈর্ঘ্য ২' ২½"—ও প্রস্থ ১' ৪½"—। সর্বসমেত বাবিশশক্তি ছত্রে লিপি সমাপ্ত হইয়াছে। কাল-বশে প্রস্তরের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই, কতিপয়-সংখ্যক অক্ষরের অংশবিশেষ ভগ্ন

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৭৭ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1916, p. 3 ; Appendix, D. p. 8.

২। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1915, p. 3.



হইয়াছে নাকি। শুণ্ডনরপালগণের সমসাময়িক উত্তর-ভারতীয় লেখমালায় যে শ্রেণীর অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শ্রেণীর অক্ষরে লিপিবানি উৎকীর্ণ। মন্দেশোর নগরে আবিষ্কৃত কুপ-প্রশস্তি<sup>১</sup>, মহানামের বুদ্ধগয়ালিপি<sup>২</sup>, মহারাজ আদিভাসেনের অক্ষগড়-লিপি<sup>৩</sup>, মহাশিবগুপ্তের সিরপুর-লিপি<sup>৪</sup> প্রভৃতির অক্ষরের সহিত হারহা-লিপির অক্ষরের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। প্রথম হইতে শিল্পীর নামোল্লেখের পূর্ব পর্য্যন্ত এই লিপি সংস্কৃত শ্লোকে রচিত। শুণ্ডগুপ্তের সংস্কৃত-সাহিত্যে কৃত্রিম-পদবিভাগ-পদ্ধতি সর্বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠে। এই কালের প্রশস্তি-সমূহ ভাষার আড়ম্বর এবং উপমার বাহুল্যহেতু তাৎপর্য সর্বল বা সহজবোধ্য নহে। বাহারা সমসাময়িক সংস্কৃত-কাব্যসাহিত্য এবং উৎকীর্ণ প্রশস্তি-সমূহের একত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বীকার করিতে হইবে যে, উত্তর শ্রেণীর রচনাই একই প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। হারহা-লিপি শুণ্ড-নরপালগণের রাজ্যকালে রচিত বলিয়া ইহাও সমসাময়িক যুগের সাধারণ প্রভাব অভিক্রম করিতে পারে নাই। শেষের আড়ম্বরে ইহার প্রকৃত অর্থ অধিকাংশ স্থলেই অলপষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং নানারূপ উপমার চক্রে পড়িয়া প্রশস্তি-রচয়িতার বক্তব্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয় নাই।

কবির ভাবের দৈহিক ও বর্ণনার বৈচিত্র্যহীনতা স্থানে স্থানে অত্যন্ত বিবহূশ ভাবে আশ্রয়-প্রকাশ করিয়াছে। শুণ্ডম ও দশম শ্লোকের ভাবা স্বতন্ত্র, কিন্তু ভাব অভিন্ন। উত্তর শ্লোকেই, আকাশে সমুদ্রিত, হোমারি-সঙ্গীত ‘ধুমজালে’ মেঘ বলিয়া ভ্রম হওয়ার শিথিলগণ উন্নত ও সুখর হইয়া উঠিতেছে। অস্ত আর একজন প্রশস্তিকারও হোমারি হইতে অভ্যর্থিত ধুমরাশিকে মেঘ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন।

বশোধর্ষদেবের মন্দেশোরে আবিষ্কৃত একখানি প্রশস্তিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়,—

“সিদ্ধস্তামাছুদাভৈঃ স্থগিতদিনকৃতো বজ্রনামাজ্যধূমৈ-

.. রস্তো মেঘাং মঘোনাবধিবু বিদধতা গাঢ়সংগমসম্ভৈঃ।”

—প্রাচীন-লেখমালা, কাব্যমালা-সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০।

কবির অন্ধকার হইতে পৃথিবীর উদ্ধারের কল্পনা হারহা-প্রশস্তির একাধিক শ্লোকে লক্ষিত হয়। একই ভাবের পুনরুক্তি কবির ভাব-বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। লিপির কুজাপি রচয়িতার বর্ণনার বিশেষত্ব প্রকাশ পায় নাই। তবে উহার কোনও কোনও শ্লোকে চমৎকার ললিত পদ-বোজন্যের পরিচয় আছে। অনেকাংশে আলোচ্য লিপির রচনা উল্লিখিত মন্দেশোর-লিপির রচনার অনুরূপ। প্রশস্তির আরম্ভে মহাদেবের বন্দনা করিয়া উত্তর কবিই সুখবন্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়িয়া দিলেও একটি স্থলবিশেষে উত্তর প্রশস্তির রচনারীতির সাদৃশ্য

১। Fleet's Gupta Inscriptions, pl. xxii.

২। Ibid. pl. xii.

৩। Ibid. pl. xxviii.

৪। Epigraphia Indica, Vol. xi, pl. (after p. ১৭০)

লক্ষিত হইবে। হারহা-লিপির যে শ্লোকে লিপির তক্ষণাবধি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পরবর্তী শ্লোকেই বৎসরের কোন কালে অর্থাৎ কোন ঋতুতে তক্ষণ-কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আছে। মন্মথোর-লিপিতেও ঠিক এই রীতিই অদৃশ্য হইয়াছে। হারহা-লিপি বর্ষাকালে উৎকীর্ণ হয়, তাহার আরম্ভ এইরূপ,—‘বসিন্ কালেহুবাহা নব-গবলকচঃ প্রান্ত-লয়েচ্চাপাঃ’। মন্মথোরলিপি বসন্তকালে উৎকীর্ণ হয়, তাহার আরম্ভ এইরূপ,—‘বসিন্ কালে কলম্বুগিরায় কোকিলানাং প্রাণাঃ।’ দুইটি শ্লোকেরই রচনা এক রকম। আরও কৌতূহলের বিষয় এই, উভয় প্রশস্তিই একই বৎসরে উৎকীর্ণ হয়। হারহা-প্রশস্তি ও মন্মথোর-প্রশস্তির পদবোজন্য হইতে আমরা খ্রীষ্টীয় বর্ষ শতাব্দীর সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। এই যুগের সংস্কৃত কাব্যের ভাষা কিরূপ বিশেষবহীন, কৃত্রিম ও জটিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পরিচয় হারহা-প্রশস্তির হজে হজে প্রকাশ পাইতেছে।

আলোচ্য লিপির বর্ণবিভাগ-সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

- দুই রকম ‘আ’-কার, যথা—‘কারণ’ (১), ‘বেধসাং’ (১)  
 „ ‘উ’-কার, যথা—‘হতভূমি’ (৬), ‘ত্রিপুরাস্তকঃ’ (১)  
 „ ‘ঊ’-কার, যথা—‘ভূতাস্মা’ (১), ‘সূর্য্যবন্দ্য’ (১৬)  
 „ ‘ঐ’-কার, যথা—‘কুলেন’ (৮), ‘ভেন’ (১৬)  
 „ ‘ও’-কার, যথা—‘লোক’ (১), ‘যোগিনঃ’ (১)  
 „ ‘ঔ’-কার, যথা—‘গোড়ান্’ (১৩), ‘মৌ’ (১৫)  
 „ ‘ঋ’-কার, যথা—‘শিখিগণা’ (১০), ‘রেণুনা’ (১৪)  
 „ ‘ব’-কার, যথা—‘বলার্গ’ বা ‘ভিগমন’ (১৩), ‘বারিতার’ (১০)  
 „ ‘ব’-কার, যথা—‘বিরতি’ (৬), ‘বৌবনং’ (৮)

লিপিতে ‘ঋ’-হানে ‘র’-এ ‘ব’-কলা সংযুক্ত হইয়াছে, যথা—‘ঋং প্রাণ্য’ (৫), ‘শৌর্য্যং’ (৮)

রেকাক্রান্ত ‘ক’-বর্ণের বিঘ সাধিত হইয়াছে, যথা—‘দিক্চক্ বালে’ (২), ‘ক্ৰতু’ (৭)

রেকসংযুক্ত ‘ণ’-এরও বিঘ হইয়াছে, যথা—‘উৎকীর্ণা’ (২২), ‘বর্গপ্রমাচার’ (৫)

অবগ্রহচিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই, যথা—‘অর্দ্ধস্থিতযোবিতোপি’ (১), ‘নৃগোষণতি’ (৩)

কাব্য্যাংশে-নগণ্য হইলেও ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা বিশেষ মূল্যবান বলিয়া কথিত হইতে পারে। এই প্রশস্তি মৌখরিবর্গ-রাজগণের আধিপত্য-কালের অন্ততম অভিজ্ঞান। ইহার পূর্বে মৌখরিদিগের আর পাঁচখানি খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে,—

(১) জৌনপুরের আতালা মসজিদে প্রাপ্ত মৌখরি ঈশ্বরবন্দ্যার লিপি ;

(২) মধ্য-প্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত আশিরগড় নামক স্থানে আবিষ্কৃত শরৎবন্দ্যার উৎকীর্ণ ভাস্কর্যমোহর ;

(৩-৪) নাগার্জুনী-স্তোত্রাগত্রে উৎকীর্ণ অনন্তবর্মার দুইখানি খোদিত লিপি ;

এবং (৫) বরাবর-স্তোত্রাগত্রে উৎকীর্ণ অনন্তবর্মার একখানি খোদিত লিপি ।

এতত্তির দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেববরুণার [ দেওবরগাঁওর ] উৎকীর্ণ লিপি, আদিত্য-সেনের অক্ষসড়লিপি এবং লিচ্ছবিরাজ অংকুবর্ণী ও জয়দেবের খোদিত লিপিতেও কোনও কোনও মৌখরি নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গগত স্তর আলেকজান্ডার কানিংহাম গরার সন্নিহিতে মৌখরিদিগের এক মন্দির শিলামোহর<sup>১</sup> আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হর্ষচরিতের বহু স্থলে<sup>২</sup>, মুজারাকসের<sup>৩</sup> কোনও কোনও পুথিতে এবং কাদম্বরীর একটি শ্লোকে<sup>৪</sup> মৌখরিদিগের বা মৌখরি নৃপবংশের উল্লেখ আছে। কৈলাবান জেলার মৌখরিগণের বহুসংখ্যক মূর্ত্তা আবিষ্কৃত হইয়াছে<sup>৫</sup>। এই সকল বিক্ষিপ্ত উপাদান-পরম্পরা হইতে মৌখরি-রাজবংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইতে পারে। শর্কবর্মার আশিরগড়-লিপি হইতে<sup>৬</sup> এই বংশের নিম্নলিখিত বংশতালিকা সংগ্রহ করা যায়,—

হারিবর্মী + জয়সামিনী  
|  
আদিত্যবর্মী + হর্ষগুপ্তা  
|  
ঈশ্বরবর্মী + উপগুপ্তা  
|  
ঈশানবর্মী + লক্ষ্মীবতী  
|  
শর্কবর্মী + ?

হারহা-লিপি হইতে এই বংশের একজন নূতন লোকের নাম জ্ঞাত হওয়া বাইতেছে ; তিনি ঈশানবর্মার পুত্র সূর্য্যবর্মী। আশিরগড়-লিপিতে ঈশানবর্মার পুত্র রাজা শর্কবর্মার নাম আছে। দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেওবরগাঁও লিপিতেও শর্কবর্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়<sup>৭</sup>। এতত্তির ইহার নামাঙ্কিত কতিপয় মূর্ত্তাও আবিষ্কৃত হইয়াছে<sup>৮</sup>। ঈশানবর্মার রাজ্যকালের লিপিআবিষ্কারের পর এখন অবগত হওয়া বাইতেছে যে, তাঁহার দুই পুত্র ছিল—শর্কবর্মী ও সূর্য্যবর্মী। হারহা-লিপির অরোদশ শ্লোক হইতে মৌখরিদিগের

১। Ibid pp. 223-26 ; 226-28.

২। Ibid pp. 221-28.

৩। Ibid p. 216.

৪। Ibid p. 203.

৫। Indian Antiquary, Vol. ix. pp. 171, 178.

৬। Fleet's Gupta Inscriptions, Introduction, p. 14.

৭। *Harsacharita*, Edited and translated by Cowell and Thomas, pp. 122, 123, 124, 173, 194, 233, 238, 246.

৮। *Mudraraksasa*, Bombay Sans. series, Introduction, p. 21.

৯। *Kadambari*, Bombay Sans. series, p. 1.

১০। J. R. A. S. 1906. pp. 843-50.

১১। Fleet's Gupta Inscriptions, p. 220.

১২। Smith, J. A. S. B. 1894, p. 193.

১৩। J. R. A. S. 1906, p. 844.

সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ অভিনব ও কৌতুহলজনক তথ্য পাওয়া গিয়াছে। অন্ধ্রাধিপত্যিক সময়ে পরাজিত করিয়া এবং ‘সমুদ্রাশ্রয়’-স্থিত গোড়ারগণের [ ‘গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্’ ] রাজ্য জয় করিয়া, তৎপরে ঈশানবর্মার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই—অর্থাৎ শিতা ঈশ্বরবর্মার রাজত্বকালেই ঈশানবর্মার এই বিজয়কাব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পানিনি সূত্র করিয়াছেন,—“সম্মানকর্তৃকরোঃ পূর্বকালে” [ ৩।৪।২১ ], অর্থাৎ সম্মানকর্তৃক দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি অন্ততঃ ক্রিয়ার নিষ্পত্তির পূর্বে [ ‘পূর্বকালে’ ] হয়, সেই ক্রিয়ার ধাতু তৃত্ব-প্রত্যয়ান্ত হইয়া থাকে। ‘জিখা অন্ধ্রাধিপতিং সিংহাসনমধ্যাসিষ্ট’—এখানে সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে অন্ধ্রাধিপতির পরাজয় নিশ্চয় হইয়াছিল, এই অর্থ হুচিত্ত করিবার জন্যই ‘জি’-ধাতুর উত্তর তৃত্ব-প্রত্যয় করিয়া ‘জিখা’ পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ ‘সমুদ্রাশ্রয়ান্ গৌড়ান্ আয়তি-মোচিত্ত্বলকুবো কৃষা সিংহাসনমধ্যাসিষ্ট’, এই বাক্যেও হুচিত্ত হইতেছে যে, গোড়বিক্রয় পূর্বে এবং সিংহাসনে আরোহণরূপ ক্রিয়া পরে হইয়াছিল। অতএব ঈশ্বরবর্মার জীবিত-কালেই অন্ধ্ররাজ ও গোড়রাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পুত্র মোধরিকুলের গৌরববর্ধন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। গুপ্তরাজত্বকালে প্রাচীন অন্ধ্ররাজ্যের লোপ হইয়াছিল, সুতরাং এখানে ‘অন্ধ্রাধিপতি’ শব্দে কাহাকে বুঝান হইয়াছে, বলা যায় না। তৎকালে গোড়রাজাই বা কোন রাজবংশের শাসনাধীন ছিল, তাহাও হির করা অসম্ভব। জৌনপুরে ঈশ্বরবর্মার যে ভগ্ন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে অন্ধ্রগণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, [ ‘বিদ্যাস্রোঃ প্রতিরদ্ধম্ভপতিনা শঙ্কাপরেণাসিতম্’<sup>১)</sup> ]; কিন্তু লিপির অধিকাংশ ভাগ বিলুপ্ত হওয়ার তাহাদিগের সম্বন্ধে কি তথ্য প্রদান হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বিদ্যাসিরির সম্বন্ধে অন্ধ্রাধিপতির সম্বন্ধ অবস্থিতির উল্লেখমাত্র হইতে অবশ্য কোনও অনুমান করা সম্ভব নহে, তথাপি ঈশানবর্মার শিলালিপিতে ঈশ্বরবর্মার রাজত্বকালে সংঘটিত মোধরিকগণকর্তৃক অন্ধ্রদিগের পরাজয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আবিষ্কৃত হওয়ার সন্দেহ হয়, হয় ত জৌনপুরের ভগ্নপ্রাচীর শিলাপট্টেও প্রশস্তিকার উক্ত জয়বর্তাই সগৌরবে বোঝা করিয়াছিলেন। মোধরিকগণকর্তৃক গোড়বিক্রয়ও বাদালার ইতিহাস-লেখকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরপার্শ্বের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস এখনও অনাবিষ্কৃত। গুপ্তবংশের রাজত্বলোপের পূর্বেই যে মোধরিরাজবংশ উত্তর-পূর্ব ভারতে দৃশ্য-প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিকসমাজে কৌতুহলজনক বলিয়া গণ্য হইবে। গুপ্তরাজগণের সহিত মোধরিকবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, ইহার আভাস অক্ষয়লিপি হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্য সত্যই যে মোধরিকগণ গুপ্তরাজ্যের কিয়দংশ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, ইহার অবিসম্বাদিপ্রমাণ নবাবিকৃত হারহালিপি হইতেই পাওয়া বাইতেছে। মহাশিবগুপ্ত-বালার্জুনের সিরপুরলিপি হইতে জানা যায়, বর্ষ-উপাধিধারী এক রাজবংশ মগধে আধিপত্য করিতেন এবং এই বংশে সূর্যবর্মার

নামে একজন নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাশিবগুপ্তের মাতামহ<sup>১</sup>। সিরপুর-লিপিতে তারিখ নাই, ইহার অক্ষর আলোচনা করিয়া অন্তর্জ্ঞ দেখাইয়াছি যে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং মহাশিবগুপ্তের মাতামহ সূর্য্যবর্ম্মা খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন<sup>২</sup>। রায়বাহাদুর হীরলাল অহুমান করেন, এই সূর্য্যবর্ম্মার নাম আবিষ্কারে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ম্মরাজবংশের অর্থাৎ মোঘরিবর্ম্মবংশের বংশতালিকার একজন নূতন ব্যক্তির নাম আবিষ্কৃত হইল<sup>৩</sup>। নানা কারণে হারহালিপির সূর্য্যবর্ম্মা ও সিরপুরলিপির সূর্য্যবর্ম্মাকে এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়।

এ বাবৎ মোঘরিবর্ম্মের যত খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সবগুলিই তারিখশূন্য। কিন্তু হারহালিপিতে উহার তক্ষণকাল বর্ণিত আছে।<sup>৪</sup> ঈশানবর্ম্মার রাজত্বকালে, [ কোনও প্রচলিত অক্ষর ] ‘একাদশাতিরিক্ত’ বর্ষশত সষৎসর অতীত হইলে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে ৬১১ অব্দ পাওয়া যায়। লক্ষ্মো-চিঞ্জালাল কার্য্যবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে—“Taking *atirikta* in the sense of superfluous the other possible meaning will be ‘589’<sup>৫</sup>.” আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব, লিপির তক্ষণকাল ৬১১ অব্দ হওয়া সম্ভব নহে, ৫৮৯ অব্দই হইবে। আলোচ্য লিপির উল্লিখিত অক্ষকে বিক্রমাব্দ ধরিতে হইবে। অক্ষসড়লিপি হইতে জানা যায় যে, আদিত্যসেনের পিতা মাধবগুপ্ত স্বাধীশ্বররাজ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন<sup>৬</sup>। ভিলেটে রিথের মতে, হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে অহুমান ৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন<sup>৭</sup>; সুতরাং মাধবগুপ্ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ঈশানবর্ম্মা মাধবগুপ্তের প্রপিতামহ তৃতীয় কুমারগুপ্তের সমসাময়িক, ইহা উক্ত লিপি হইতেই জানা যায়<sup>৮</sup>; অতএব ঈশানবর্ম্মা নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক। হারহালিপির তক্ষণাব্দ ৬১১ অথবা ৫৮৯কে বিক্রমাব্দ বলিয়া গণনা করিলে ৫৫৫—৫৬ এবং ৫৩৩—৫৪

১। “নিম্পকে বগধাধিপত্যমহতায় জাতঃ কুলে বর্ম্মণাঃ

পুণ্যতিঃ কৃতিভিঃ কৃতী কৃতমনঃকম্পাঃ হৃদ্যতোজিহ্বাদ্।

বামাসাজ হতায় হিমাচল ইব ত্রীসূর্য্যবর্ম্মা নৃপঃ

প্রাপ প্রাক্সরমেবর-বগুপ্তা-পক্ষানিধর্ম্ম পদম্।”

—Epigraphia Indica, Vol. xi. p. 191.

২। নারায়ণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭৪৬।

৩। Epigraphia Indica, Vol. xi, p. 185.

৪। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1915, p. 3.

Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 203-4.

V. A. Smith, Early History of India, Third Edition, p. 359.

Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 203-4.

খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ অঙ্কে শকাব্দ বা অঙ্ক কোনও পরবর্তী অঙ্ক বলিয়া গণনা করিলে যথাক্রমে ৬৮৯ এবং ৬৬৭ বা ইহার পরবর্তী কোনও খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ৬৬৭, ৬৮৯ বা ইহার পরবর্তী কোনও বৎসরকে জৈশানবর্মার লিপির তক্ষণকাল বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, তৃতীয় কুমারগুপ্ত স্বীয় প্রপৌত্রের রাজত্বপ্রাপ্তির পর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতএব ৬১১ বা ৫৮৯ সৎসরকে বিজয়মাৎ না ধরিয়া অঙ্ক কোনও অপেক্ষাকৃত আধুনিক অঙ্ক বলিয়া গণনা করিলে এইরূপ ঐতিহাসিক বিজ্ঞাপিত্বটিবে সন্দেহ নাই।

কৈলাবাদ জেলার জৈশানবর্মার পুত্র শর্কবর্মার কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার কয়েকটিতে মুদ্রাক্ষণবৎসর গুপ্তাব্দে প্রদত্ত হইয়াছে। বার্ণ এই সকল মুদ্রার তারিখের অঙ্কগুলি পাঠ করিয়াছেন। উহার অন্ততঃ একটি ২৩৪ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে বা তাহার পূর্বে শর্কবর্মার পিতা জৈশানবর্মার মৃত্যু হইয়াছিল। বার্ণের কৃত পার্থোদ্ধার যদি সঙ্গত হয়, তবে জৈশানবর্মার ৫৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকা অসম্ভব এবং হারহালিপি কখনই উক্ত বৎসরে উৎকীর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং কাজে কাজেই উহা ৫৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল ধরিতে হইবে।

মৌখরিদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে বর্তমান শিলালিপির ওর ম্লোকে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে। এই ম্লোকে মহাভারত-বর্ণিত একটি অবদানের অংশবিশেষ প্রসঙ্গক্রমে উৎখাপিত করিয়া কবি বলিয়াছেন, নৃপ অশ্বপতি সমরাজের নিকট হইতে যে শত পুত্র লাভ করেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিবর্গই ‘মুখর’ নামে প্রসিদ্ধ হন। ইহার কত্রি—‘মুখরাঃ ক্ষিতীশাঃ ক্ষতারয়ঃ’। মৌখরি-গণের জাতিসম্বন্ধে কিছু দিন পূর্বে বর্ণগত ডাক্তার ব্লক (Theodore Bloch) যে মত প্রকাশ করেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা বাইতে পারে—“It is evident that southern Magadha \* \* \* must often have changed hands between the scions of the Imperial Gupta family and the Maukhari clan of Rajputs.” কিন্তু মৌখরিদিগকে রাজপুত বলিয়া বর্ণনা করিবার পক্ষে বিশেষ কোনও প্রমাণ আছে বলিয়া জানি না। আশাততঃ ইহার কত্রি এই পর্য্যন্ত বলা বাইতে পারে।

আলোচ্য প্রশস্তির প্রথম দুই ম্লোকে মহাদেবের স্তুতি করা হইয়াছে। এই বর্ণনার প্রায় সর্বাংশেই শিবের প্রচলিত মূর্ত্তিকল্পনারীতি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কেবল বিশেষত্বের মধ্যে এই যে, তাঁহার পরিধের বসন ব্যাজাজিনের পরিবর্তে সিংহাজিন [ ‘সৈভ্যীং বসানং স্বচম্’ ]। তৃতীয় ম্লোকে মৌখরিকুলের উৎপত্তির কথা, এবং চতুর্থ ম্লোক হইতে উনবিংশম্লোকপর্য্যন্ত মৌখরিনৃপতিগণের নাম, স্ব স্ব কীর্ত্তিকলাপ ও গুণাবলীর বর্ণনা আছে। বিংশ ম্লোকে কথিত হইয়াছে, একদা জৈশানবর্মার তনয় সূর্য্যবর্মী যুগয়ার বহির্গত হইয়া মহা-

১। J. R. A. S. 1916, pp. 848-49.

২। Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1908-9, p. 141.

দেবের একটি প্রাচীন [ 'আত্ম' ] ও তৎ [ 'বিশীর্ণ' ], দেবালয় দেখিতে পান। কুমারের ইচ্ছাক্রমে উহার সংস্কারকার্য সম্পাদিত হইয়াছিল। একবিংশ শ্লোকে শিলালেখের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজ জৈশানবর্ষার জীবিতকালে ৫৮৯ সনৎসরে উহার তক্ষণ হয়। দেবালয়ের সংস্কারকার্য যে বর্ষাঋতুতে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা ষাটবিংশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। জয়োবিশ শ্লোক হইতে জানা যায়, কুমারশাস্তির পুত্র গর্গরাকট-নিবাসী [ 'গর্গরাকটবাসিনা' ] রবিশাস্তি বর্তমান প্রশস্তির রচয়িতা। তৎপরে, সর্বশেষে শিল্পীর নাম। মহিষবর্ষা কর্তৃক এই লেখ উৎকীর্ণ হইয়াছে।

### উদ্ধৃত পাঠ

১। লোকাবিকৃতি-সংস্কর-হিতকৃতাং যঃ কারণং বেদসাম্ ধ্বন্তধ্বাস্তচয়াঃ পরান্তরজসো ধারন্তি যং যোগিনঃ [১] যন্তার্কহিতযোষিতোপি হৃদয়ে নাহ্মরি চেতোভূবা ভূতান্মা ত্রিপুরাস্তকঃ স

২। জয়তি শ্রেয়ঃ-প্রসুতির্ভবঃ (১)১ ॥ আশোপাং কণিনঃ কণোপলক্কা সৈজ্যীং বসানং স্বচম্ শুভ্রাং লোচনজয়না কণিশরস্তাসা কপালাবলিম্ [১] তদ্বীং ধ্বাস্তহৃদং যুগাকৃতি-ভূতো বিভ্রং কলাং যৌলিনা দিশ্তাদক্

৩। কবিষিযঃ সুরদহি-স্বেয়ঃ পদং বো বপুঃ (২)২ ॥ স্ততশতং লেভে নৃপোষগতি বৈকটৈক)বসত্যাদ্যুগোদিতম্ [১] তৎপ্রসুতা হুরিতবৃদ্ধি-কধো যুধরাঃ ক্ষিতীশাঃ ক্ষতারয়ঃ (৩)৩ ॥ তেষাপে হরিবর্ষগণাবনিভূজা ভূতিভূ

৪। বো ভূতয়ে কদ্ধাশেবিগন্তরাল-বশসা কুগ্ণারিসম্পদ্বিষা [১] সঙগ্রামে হতভূক্-প্রভা-কপিণিতং বক্ত্রং সমীক্ষ্যরিভিরো ভীতেঃ প্রগতস্ততস্ত ভুবনে জালামুখাখ্যাং গতঃ (৪)৪ ॥ লোকহিতীনাং হিতয়ে হি

৫। তস্ত মনোরিবার-বিবেক-মাগ্গে [১] অগাহিরে যন্ত অগন্তি রম্যাঃ সংকীর্তয়ঃ কীর্তয়িতব্যানারঃ (৫)৫ ॥ তস্মাৎ পরোথেরিব শীতরশ্মিরাদিত্যবর্ষা নৃপতির্কৃত্ব [১] বরী-শ্রমাচার-বিধি-প্রণীতে র্যং প্রাপ্য

৬। সাক্ষ্যমিয়ার ধাতা (৬)৬ ॥ হতভূজি মথমধ্যাসঙগিনি ধ্বাস্তনীলম্ বিয়তি পবনজন্ম-জ্ঞানবিক্ষেপভূয়ঃ [১] যুধরয়তি সমস্তাহংপতক্ মজালম্ শিখিকুলমুক্ মেঘাশঙকি বস্য

৭। প্রসক্তম্ (৭)৭ ॥ তেনাপীশ্বরবর্ষগণঃ ক্ষিতিপতেঃ ক্ষত্রপ্রভাবাশ্রয়ে জন্মাকারি কৃতান্বনঃ কৃতুগণেবাহত-ব্রজবিষঃ [১] যন্তোৎখাত-কলিম্বভাব-চরিতস্তাচারমাগ্গং নৃপা যন্তেনাপি যবান্তি-

১। শার্দূল-বিকীড়িত।

২। শার্দূল-বিকীড়িত।

৩। আৰ্য্য জাতি।

৪। শার্দূল-বিকীড়িত।

৫। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা-সংযুক্ত উপজাতি।

৬। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা-সংযুক্ত উপজাতি।

৭। দালিম্বী।

৮। তুল্যবশসো নান্যেহগন্তং ক্রমা (৮)১ ॥ নীত্যা শৌর্য্যে বিশালং স্তম্ভমকুঠিনেং (৭) নোভবেচ্ছাঙ্কুলেন ত্যাগং পাজেণ চিত্তপ্রভবমপি দ্বরা যৌবনং সংযমেন [১] বাৎ সত্যেন চেষ্টাং প্রতিপথবিধিনা প্রস্রয়ে

৯। গৌতমর্দিস্থ বো বগ্নং নৈব খেৎ ব্রজতি কলিমরক্ষাস্তমগেপি লোকে (৯)১ ॥ যন্তেজ্যাবনিশং বধাবিধিতজ্যোতির্জলজ্জগ্ননা ধূমেনাগ্ননভল-মেচককচা দিক্চক্ বালে ততে [১] আগ্রতা নব-

১০। বারিতার-বিনমগ্নেধাবনী প্রাবুড়িত্যাদ্যাদোদতচেতসঃ শিখিগণা বাচালতান-বহুঃ (১০)১ ॥ তস্মাৎ স্বর্ঘ ইবোদয়াত্রিশিরসো ধাতুর্ধরুধানিব ক্ষৌরোদাদিব তর্জিতেমুকিরণঃ কান্তপ্রভঃ কোম্ভভঃ [১]

১১। ভূতানামুদপত্তত স্থিতিকরঃ স্বেষ্টং মহিরঃ পদম্ রাজজাজক-মণ্ডলাধরশশি-আশানবন্দ্যো নৃপঃ (১১)১ ॥ লোকানামুপকারিগারিকুসুম-ব্যালুপ্তকান্তি-প্রিয়া মিত্রাত্ম-কহাগর-ছাতিকৃত্য তুরি-

১২। প্রতাপদ্বিবা [১] যেনাচ্ছাদিত-সংপথং কলিযুগ-ধ্বাস্তাবমগ্নগং স্বর্ঘ্যেনেব সমুত্ততা-কৃতমিদং ভূমঃ প্রবৃত্তিক্রিয়ম্ (১২)১ ॥ জিহ্বাক্ষাধিপতিং সহস্রগণিত-জ্যোৎস্নাররশম্ ব্যাবররি-বুততি-

১৩। সংখ্যাতুরগান্ ভঙ্ক্ রণেশ্ (মৃঃ) লিকাম্ [১] কৃদা চারতিমোচিতমুলকুবো গোড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ানধ্যাসিষ্ট নভ-কিতীশচরণঃ সিঙ্ হাসনং বো জিতী (১৩)১ ॥ প্রহ্মানেব বল্লবান্তিগমন-কোভ-ফুটভূতল-

১৪। প্রোভূত-হগিতাক-মণ্ডলকচা দিখ্যাপিতা রেণুনা [১] যন্তামুচ-দিনাদিমধ্যবিরতো লোকেককারীকৃতে ব্যক্তিং নাড়িকঠৈব বাস্তি জয়িনো যামাঙ্গিবাযাস্বি (১৪)১ ॥ অবিশতী কলিমাকৃত-বট্টিতা

১৫। কিতিরলক্ষ্য-রসাতলবারিধৌ [১] গুণশতৈরববধ্য সমস্ততঃ ফুটিতনোরিব যেন যলাচ্ছিতা (কৃত্য) (১৫)১ ॥ জ্যাঘাত-ব্রণরুহি-কক্শভূজ-ব্যাকৃষ্টশাণ্ড গচ্ছ্যতাত্তাবাপ্য পত জিগৌ রণমুখে প্রাণানমুঞ্চ

১৬। নৃধিঃ [১] বসিন্ শাসতি চ কিতিং কিতিপত্তৌ জাতেব ভূরবরী তেন ধ্বস্তকলি-প্রবৃত্তিভিমিরঃ সূর্য্যবন্দ্যাজনি (১৬)১ ॥ বো বালেন্দু-সকান্তি-কুংসকুবনপ্রেরো দখভৌ-বনম্ শান্তঃ শাস্ত্রবিচারণা-

১। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

২। সম্ভবতঃ “অকুঠিনেন” পাঠ করিতে হইবে।

৩। সম্ভবতঃ “বগ্নাধৈব” লিপিকরণমারে এই আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

৫। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

৬। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

৭। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

৮। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

৯। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

১০। পল্লবটিকা।

১১। শার্দূল-বিক্রীড়িত।



১৭। হিতমনাঃ পারকলানাঙ্ গতঃ [১] লক্ষ্মী-কীৰ্ত্তি-সরস্বতীশ্রুতরো বং (৪৭) অপর্য-  
বাপ্তিতা লোকে কামিত-কামিতাব-রসিকঃ কান্তাজনো ভূমসা (১৭) ১ ॥ সদ্বৃন্তেন বলাৎ  
কলেবরনতং তাবৎ প্রবৃদ্ধাঙ্গনো বাণে

১৮। স্বাবদবস্থিতং স্মৃতিভুবঃ কান্তা-শরীরকতো [১] লক্ষ্মী ভাবদকাণ্ড-ভজ-ভয়ং ত্যক্তম্  
পর্যাপ্তম্ বাবদাবিরকারি বস্ত জনতাকান্তং বপুর্কেধসা (১৮) ২ ॥ লক্ষ্মী (স্রীঃ)  
শক্তভুবঃ কচগ্রহ-ভরাবেশ-ভ্রম-

১৯। লোচনা বেনাক্ষয় ভূজেন বিস্ময়দসি-জ্যোতিঃকণা-সঙ্গিনা [১] কান্তা মন্থখিনেব  
কামিতবিদা গাঢ়ং নিপীড়োরসা প্রায়েণাত্মমহুয়া-সংশ্রয়কৃতং ভাবং পরিত্যজিতা (১৯) ৩ ॥  
ভেনানতোন্নতিকৃত

২০। সুগয়াগতেন দৃষ্টান্তমন্ধকভিদো ভবনং বিশীর্ণম্ [১] যেচ্ছাসমুদ্রতমকারি ললামভূমেঃ  
কেমেশ্বর-প্রথিতনাম শশাকণ্ডম্ (২০) ৪ ॥ একাদশাতিরিক্তেযু ষট্শ শাতিতবিধিষি [১]  
শতেযু শরদাং

২১। পতৌ ভুবঃ শ্রীশানবর্ষগি (২১) ৫ ॥ বস্মিন্ কালেষু বাহা নব-গবলকচঃ  
প্রান্ত-লগ্নেচ্চাপা তবজ্যাশাবিতানং ক্ষুরহরুতড়িতঃ সাক্ষধীরং কণন্তঃ [১] বাতাচ্চাবান্তি  
নীপান্ নব-কুন্তমচরানত্র-সুদ্রে ১

২২। ধুনানাত্ময়িন্ মুক্তাশ্বমেঘ-ছাতি-ভবনমদো নির্মিতং শূলপাণেঃ (২২) ৬ ॥  
কুমারশান্তেঃ পুত্রং গগর্গরাকট-বাসিনা [১] নৃপাহুয়াগাৎ পূর্বেয়মকারি রবিশান্তিনা (২৩) ৭ ॥

### উৎকীর্ণা মিহিরবর্ণনা

#### অনুবাদ

১। ত্রিভুবনের স্থষ্টি-স্থিতি-লয়কারী প্রজাপতিগণের [‘বেধসাম্’] ৮ উপত্তির যিনি  
কারণ, তমঃশূত্র [‘ঋতুধ্বাস্তচরা’] ও রজোগুণহীন যোগিগণ বাহার আরাধনা করেন,  
অর্ধনারীশ্বর [‘অর্দ্ধস্থিত-যোষিতঃ’] হইলেও বাহার হৃদয়ে কন্দর্প অবস্থিত নহেন, জীব-  
সমূহের যিনি পরমাত্মা [‘ভূতাত্মা’], ত্রিপুর নামক দৈত্যকে যিনি নাশ করিয়াছেন,  
কল্যাণের প্রসবিভা [‘শ্রেয়ঃ-প্রসুতিঃ’] সেই মহাদেব অসমুদ্র হউন ৷

২। যে দেহ সর্পের কণাস্থিত মণির [‘কণোপল’] ৯ জ্যোতিঃহেতু মুহু রক্তাত  
[‘আশোপাং’] সিংহাধিনে [‘সৈব্যোং ষসম্’] সমাবৃত, লোচনজাত দীপ্তিতে যে দেহের

১। শার্দ্দূল-বিকীড়িত।

২। শার্দ্দূল-বিকীড়িত।

৩। শার্দ্দূল-বিকীড়িত।

৪। বসন্ততিলক।

৫। অমৃতপু।

৬। প্রকার।

৭। অমৃতপু।

৮। ‘প্রজা প্রজাপতির্বেধা’—অমর। মরাচি, অত্রি, অদ্রি, পুলভ্য, পুলহ, ক্রতু, বক, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও  
নারদ—এই বংশ জন্ম প্রজাপতি।

৯। ‘উপলঃ প্রান্তরে মণৌ’—বিষ।

(দোহল্যমান) শুভ নরকপাল-মালা কপিলাত হইয়াছে, বাহার শিরোভাগে চক্রে [‘সুগাক্তি-ভূতো’] ভিমিরনাশিনী [‘ধ্বান্তমুখ’] কীর্ণকলা, মহাদেবের [‘অন্ধকবিধিঃ’] সেই ক্ষুরিত নর্পে বেষ্টিত দেহ তোমাদের হির আশ্রয় হউক।

৩। অম্বপতি বমের [‘বৈবস্বতাং’] নিকট হইতে গুণশালী শতসংখ্যক পুত্র লাভ করেন। ইহাদের বংশ হইতে পাণাচরিতগণের শাসয়িতা [‘হুরিতংবৃত্তিকথো’] মুখর নামক ক্ষত্রিয়রাজকুলের উৎপত্তি হইয়াছিল।

৪। এই বংশে ধরিত্রীর কল্যাণকর হরিবন্দী নামে অবনীপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বশোরাশির দ্বারা ‘অশেষ’-দিগ্‌মণ্ডল অবরুদ্ধ হইয়াছিল। অরিকুলের সম্পৎ-রূপ তেজঃ ইনি প্রভাহীন [‘কগণ’] করিয়া দিয়াছিলেন। সংগ্রামস্থলে ইহার বজ্রাঘি প্রভা সজ্ঞাত-কপিশবর্ণ-মুখমণ্ডল-দর্শনেই রিপুগণ ভীতিহেতু (তৎসকাশে) ‘প্রপত’ হইত বলিয়া ইনি জগতে ‘আলামুখ’ বা বহিমুখ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৫। বাহার জনসমূহের জন্ত জীবন ধারণ করেন [‘লোকপহিতীনাং’], তাঁহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত সেই নরপতি মহুর ভ্রায় আচার ও বিবেকের মার্গে অবহিত করিতেন। সেই কীর্তনীয়নামা নৃপতির রম্য-সদৃশগাবলীর কীর্তন জিহ্বগৎ গান করিত।

৬। সমুদ্র-বক্ষঃ হইতে চক্রে উদয়ের ভ্রায় সেই নৃপতি হইতে লোকপাল আদিত্য-বন্দীর উদ্ভব হয়। বর্ণাশ্রম ও আচারবিধি-প্রণয়নের সাফল্য ব্রহ্মা [‘ধাতা’] ইহাকে পাইয়াই লাভ করিয়াছিলেন।

৭। বাহার বজ্রমধ্যস্থ হোমাদি প্রজালিত হইলে চতুর্দিক হইতে আকাশে সমুখিত, বজ্রাঘি-সজ্ঞাত [‘পবন, জন্ম’] অন্ধকারের ভ্রায় কৃষ্ণবর্ণ [‘ধ্বান্তনীলমুখ’], ভ্রাম্যমান ‘ধূম-জাল’ মেঘের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিয়া (১) প্রগাঢ়-মেঘাশক্তি-শিথিকুলকে মুখর করিয়া তুলিত।

৮। সেই নরপতি হইতে ক্ষত্রিয়গণের প্রভাবপ্রতিষ্ঠার কৃতবর [‘কৃতান্বনঃ’] ক্রিতিপতি দীপ্তবন্দী জাত হন। তিনি ক্রতুক্রিয়ার শতক্রতু ইন্দ্ৰেরও সহিত স্পর্ধা করিতেন [‘ক্রতুগণেবাহুতবুজ্জিহ্বঃ’]। তিনি কলহ-সভাববৃত্ত [‘কলিষতাবঃ’] নরসমূহকে উৎখাত করিয়াছিলেন। অজ্ঞাত নৃপগণ বরসহকারেও তাঁহার আচারমার্গের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

১। মহাভারত, বনপর্ব।

২। “হুরিতং হুতম্”—অমর।

৩। “লোকস্ত ভুবসে জনে”—অমর। লোকানাং হিতির্থে তেভ্যাম্।

৪। “The sacred fire, Theodore Benfey’s Sanskrit English Dictionary, p. 534.

৫। “কৃকে দীপাসিতভ্রামকালভায়লমেকাঃ”—অমর।

৬। আহুতঃ বুজ্জিট্, যেন সঃ, তত্। “সধার্যমাণঃ” [পাণিনি—১।৩।৩১]। আঙ-পূর্বক স্বে-বাহু স্পর্ধা করা [‘challenge’] অর্থে প্রযুক্ত হয়।

৭। “কলিঃ দ্বী কলিকার্য না শরাসিকলহে যুগে”—মেঘিনী।

৯। তিনি নীতি-পালনের দ্বারা অসামান্য শক্তি, অপক্লব ব্যবহারদ্বারা [অকঠিনেনঃ] বান্ধব, সংকুল-জন্মদ্বারা শোভন-ইচ্ছা, সংপাদ্যে বিনিয়োগের দ্বারা ভাগ্য, লজ্জাশীলতার দ্বারা কন্দর্প [‘চিত্তপ্রভবঃ’], সংযমের দ্বারা বোবন, সত্যকথনশীলতার দ্বারা বাক্য, বেদ-মার্গানুসারিত অমুষ্ঠানাদির দ্বারা [‘ঋতিপথবিধিনা’<sup>১</sup>] কাৰ্য্য এবং বিনয়ের [‘অশ্রয়েণ’] দ্বারা ঐশ্বর্য্যকে বন্ধন করিয়াছিলেন (?)। এই বিবেচনায় ও তামস-[সাগর]-ময় জগতে তিনি কখনও দুঃখ প্রাপ্ত হন নাই।

১০। বীহার বজ্রসমূহে বধবিধি দিবানিশি হোমানল প্রজালিত হইত এবং তাহা হইতে উৎপন্ন কঙ্কলতরঙ্গের দ্বারা ক্লক-আতাবুক [‘অন্ননভজমেচকক্কা’<sup>২</sup>] ধূমে ‘মিক্চক্র-বাল’ বিতত হইলে, বর্ষাকালে জলভারনত নব মেঘাবলীর উদয় হইল তাবিয়া উন্নত এবং উন্নতচিত্ত ময়ূরবৃন্দ বাচাল হইয়া উঠিত।

১১। (সেই লোকপাল হইতে) উদয়াজি-শির হইতে সমুখিত সূর্য্যের দ্বারা, ব্রহ্মা হইতে সমুদ্রত দেবরাজের দ্বারা, অথবা কীরোদসাগর হইতে উত্তোলিত ‘নিদ্ভিতেমুকিরণ’ [‘ভর্জিতেমুকিরণঃ’], ‘কান্তপ্রভ’ কোমলতমশির দ্বারা, জীবগণের সংরক্ষণকর্তা, মহিমার স্বরতম আশ্রয়স্থল, রাজাধিরাজগণের অধররূপ মণ্ডলের শশী ত্রীকেশনবর্ষা নৃপতির জন্ম হয়।

১২। বিনি প্রজাগণের কল্যাণকারী, রিপূরূপ কুসুদের কান্তি ও ত্রী বিনি বিলুপ্ত করিয়াছেন, মিত্রগণের সুধরূপ কমলের বিনি অমৃতময় বিকাশ সম্পন্ন করিয়াছেন [‘অগরহ্যতি-কৃত্য’], সেই প্রভূত-প্রভাপ্রতিশালী নরপতি, ধর্ম্মমার্গ হইতে বিচ্যুত, কলিযুগ-ভাসসাবনয় এবং অভ্যুদয়পাপ জগৎকে পুনরায় ধর্ম্মাচরণে প্রবর্তিত [‘প্রবৃত্তক্রিয়ম্’] করিয়াছিলেন।

১৩। সমরে অক্ল্যাধিপতিকে পরাজিত করিয়া তিন সহস্র [‘সহস্রগণিতজৈবা’] মহাবীৰ্য্য গজ ও মূলিকানামকঃ (?) রাষ্ট্র জয় করিয়া [‘ভঙ্ক’] নিযুতাবিক সামরিক

১। ঋতিপথবিধিনা—‘ঋতি’র অর্থ বেদ। ‘বিধি’র অর্থ অনুষ্ঠান। ‘কমে বিধি ক্রমো’—অমর। বিধি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কোলক্রক বলেন, “Practice prescribed by the Vedas for the effecting of certain consequences.”—*Umara Kosha*, p. 185, note d.

২। ভঙ্ক=ভরস। ‘ভঙ্গভরস উদ্বিগ্নাঃ স্রিগং বীচিরথোদ্বিগ্ন’—অমর। মেচক=ক্লকবর্ণ। “ক্লকভ মেচকঃ”—হেমচন্দ্র।

৩। অগর=ন+গর। গর=বিষ। অগর=অমৃত।

৪। অজ্ঞ রাজ ঐসাতকর্ণি গোতমিপুত্রের মাতা বলজীর নাসিকগুহাশিপিতে ‘মূলক’-শব্দের উল্লেখ আছে। সাতকর্ণি মূলকশৈল অধিকার করিয়াছিলেন—*Epigraphia Indica*, Vol. viii, pp. 60, 62. রূপসন্ বলেন, এই ‘মূলক’ ও ‘মূলিকা’ অভিন্ন। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ‘মৌলিক’ জাতির নাম পাওয়া যায়। ফিটের মতে ইহা উত্তরগুপ্তসাম্রাজ্যে অবস্থিত একটি জাতি এবং ‘মূলিকা’ ও ‘মূলিকা’ অভিন্ন—*Catalogue of Coins of the Andhra Dynasty*, p. xxxi; বৃহৎসংহিতা—১৪৮৮, ২০; *Indian Antiquary*, 1893, p. 186.

অথ [‘সংখ্যাকুরগান’] লাভ করেন এবং [‘সমুদ্রাশ্রয়ান’] সমুদ্রাশ্রয়বিশিষ্ট গোড়ীর জন-  
গণকে উত্তরকালে দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করাইয়া সেই বিজয়ী [‘জিতী’]<sup>১</sup>  
নরপতি সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিখিল-কিতীশমণ্ডলী তাঁহার চরণে অবনত  
হইরাছিল।

১৪। যে বিজয়ী নরপতি প্রস্থিত হইলে, সেনাকল্প অৰ্ণবের চাক্ষু্যজনিত আঘাতে  
ভূমিতল হইতে উখিত, স্বর্ষ্যের তেজোমণ্ডল-রোধকারী ধূলিকণায় দগ্ধ পরিবাণ হইত।  
‘আনু’ অর্থাৎ দিগ্‌বিনিক্ষুভ (১) দিবসের আদি ও মধ্যভাগবিরহিত হইলে এবং জগৎ  
অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে, যেন একনাড়িকামধ্যে [‘নাড়িকঠৈবৎ’] (দিবাভাগের) প্রহরসমূহ  
নিশাকালের প্রহরে পরিণত হইত। (?)

১৫। কলিমান্তচালিতা বসুধা গভীর রসাতলবারিধিরধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তিনিই  
বিরীণ নৌকার ভ্রায় সেই বসুধাকে অসংখ্য গুণধারা সর্বাংশে অববদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক ধারণ  
করিরাছিলেন।

১৬। বাঁহার জ্যাঘাতব্রণহেতু-কর্কশবাহ-ধারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে নিষ্কিপ্ত  
[‘ব্যাকৃষ্টশাক্‌ছুতানি’] বাণসমূহে আহত হইয়া শঙ্কবৃন্দ ‘রণমুখে’ পক্ষীর ভ্রায় গ্রাণ বিসর্জন  
করিরাছিল, এবং বাঁহার কিতীশাসনকালে পুনরায় যেন বেদজয়ের [‘জয়ী’] উৎপত্তি হইরাছিল,  
সেই নরপতি হইতে কলিকালোৎপন্ন তিমিরতরনের নাশরিতা [‘ধ্বংসকলিপ্রবৃত্তিতিমিরঃ’]  
ত্রীসূর্য্যবর্নার জন্ম হয়।

১৭। যৌবনশালী, বালশশীর ভ্রায় কান্তিযুক্ত, নিখিল ভুবনের সর্বাংগে প্রিয়, শান্ত  
এবং শান্ত্রিচায়ে আরোপিতচিত্ত [‘আহিতমনাঃ’] (সেই কুমার) সর্বকলাবিভার বিশারদ  
হইরাছেন। (ঐশ্বর্য্য, কীর্তি ও বিজ্ঞান অধিষ্ঠাত্রী দেবতাপণ) লক্ষ্মী, কীর্তি ও সরস্বতী  
যেন প্রতিযোগিতা করিয়াই তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিত করেন। এই ভুলোকে, দৈন্দিত ও  
কামিজানোচিত রতিভাবের তিনি রসিক [‘কামিত-কামিতাবরসিকঃ’], এবং (সেই হেতুই)  
সর্বাংশে রতিপতির তুল্য হইতে পারিরাছেন।

১৮। বাঁহার জনচিত্তবিসোহন [‘জনতাকান্তঃ’] বণুঃ বত দিন না বিধাতা সৃষ্টি করিরা-  
ছিলেন, তত দিন ‘প্রবুদ্ধ’ কলির বলহেতু ধর্ম্ম অবনত হইরাছিল; রতির দেহকতসম্পাদনে  
তত দিন কন্দর্পের বাণ নিবৃত্ত ছিল, এবং কমলা আকর্ষক পরাজয়জনিত [‘অকাণ্ড-  
তলজতরং’] ভীতিহেতু পরের অপকৃষ্ট আশ্রয় পরিত্যাগ করিরাছিলেন।

১। জিতী—জিতঃ জয়ঃ অতীতী জিতী।

২। নাড়িকা—‘কণ্ঠে বড় ভিত্ত নাড়িকা’—হেমচন্দ্র। ‘Equivalent to 24 minutes’—Cole-  
brooke’s *Umura kosha*, p. 313, note d.

৩। ভাব—‘শূদ্ধায়ে রসতাপি কারণে চান্ত্রাভিনি’—দানার্ণব-সংকেপ, Edited by Ganapati  
Sastri, p. 119.

১৯। কেশাকর্ষণ-শঙ্কা-জনিত-আসহেতু বিচলিতলোচনা রতিপ্রতিম অরিকুল-লম্বীকে তিনি বিস্মুরিত-অঙ্গির জ্যোতিঃকণা-সংযুক্ত জুজপাশের দ্বারা সমাকর্ষণপূর্বক কামবিন্দু মন্মথের ভায়, তাঁহার উরঃস্থল প্রগাঢ়ভাবে নিপীড়িত করিয়া অশ্রুপূর্ণবাশ্রম-জনিত শঙ্কা প্রায়শঃ বিদূরিত করিয়াছিলেন।

২০। (সেই রাজতনয়) বিনি পতিতকে উন্নয়িত করেন, তিনি (একদা) যুগয়ার বহির্গত হইয়া মহাদেবের [‘অন্ধকুন্ডিনঃ’] এক প্রাচীন [‘আভ্যম্’] তথ্য দেবালয় দেখিয়া, শক্তির আশ্রয়ভূত [‘ললামভূমেঃ’] (সেই দেবাদিদেবের) ক্ষেমেশ্বরনামে প্রসিদ্ধ (এবং) ‘শশাঙ্কপুত্র’ নিকেতন স্বেচ্ছায় সমুন্নত করিলেন।

২১। (অশ্বের) ‘একাদশাতিরিক্ত’, ষট্শুণ্ডিত শতসংখ্যক অতীত হইলে, নিপাতিতারি [‘শাতিতবিবিধি’], ভূমিগতি জৈশানবন্দ্যার রাজ্যকালে (এই নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইল)।

২২। যৎকালে আরণ্য মহিবিশিষ্টরূপ-প্রতীয়মান [‘নব-গবলম্ভকচঃ’] ঘনবিদ্যাৎ-স্মুরিত জলধরগণ প্রাক্তভাগে ইন্দ্রচাপসংযুক্ত (ইন্দ্রচাপদ্বারা আহত) হইয়া দিগন্ত (দিগন্তরূপ বিতানস্থল) সমাচ্ছন্ন করিয়া ঘন ও যুদ্ধ গর্জ্জন করিতেছিল, এবং নবকুম্ভম-ভারাবনস্ত্র কম্বতরুর শীর্ষদেশে গুপ্তরাজি পবনের দৈবৎ-আন্দোলনে বিকম্পিত হইতেছিল, সেই কালে বর্ষণ-নিঃশেষিত মেঘের কান্তির দ্বারা কান্তিযুক্ত, তগবান্ শূলপাণির এই মন্দির নির্মিত হইল।

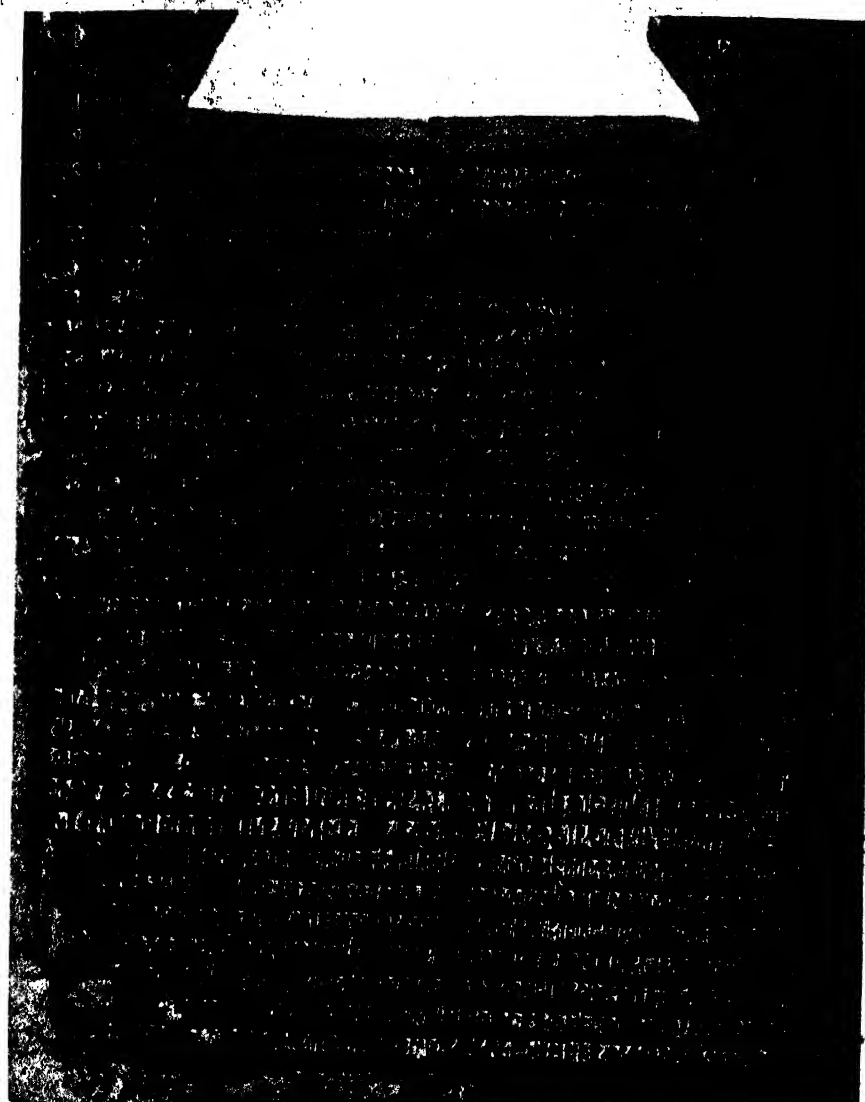
২৩। কুমারশান্তির পুত্র গর্গরাকট-বাসী [‘গর্গরাকট-বাসিনা’] রবিশান্তি নৃপাহুস্রাগ-বশতঃ পূর্বো ইহা (এই প্রশস্তি) রচনা করিয়াছিলেন।

বিহিরবর্ষকর্তৃক উৎকীর্ণ হইল।

শ্রীননীগোপালঃমজুমদার







আবদুল হক, আবদুল হক





আবদুল হকের তত্ত্বাবধানে, বিভিন্ন দিক



[illegible]





শ্রীমঙ্গলের পরিত্যক্ত মন্দিরের  
কাক্ষকাণ্ডে বর্ণিত ইহকের প্রতিমূর্তি

শ্রীমঙ্গলের মাক্ষা মন্দিরের শিলামূর্তি



# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

## কার্য্য-বিবরণী

### একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৯ই শ্রাবণ, ১৩২২, ২২শে জুলাই, ১৯১৫, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। একবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ। ৪। ১৩২২ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নিয়োগ ও কার্য্যনির্বাহক-সমিতি গঠন। ৫। ১৩২২ বঙ্গাব্দের আত্মমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ। ৬। সহায়ক-সদস্য-নির্বাচন। ৭। পদক ও পুরস্কার বিতরণ। ৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিভাভূষণ মহাশয় কর্তৃক ১৩২১ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ পাঠ। ৯। প্রদর্শন—(ক) রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তি। (খ) শ্রীযুক্ত রাণী ভুবনমোহিনী দাসী মহোদয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের ব্যবহৃত গাউন, হাত, শালের চোপা ও পাগড়ি, দোয়াত প্রভৃতি। (গ) স্বর্গীয় উদয়েন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত শক ও অক্ষরাজগণের এবং মুসলমান বাদশাহগণের ২৬টি মুদ্রা। (ঘ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিভাভূষণ মহাশয় কর্তৃক নবাবিকৃত লক্ষণসেনের তাম্রশাসন। ১০। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১১। শোক-প্রকাশ—(ক) বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস, (খ) ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল, (গ) অধ্যাপক সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম এ, (ঘ) রাজচন্দ্র চন্দ্র এম এ, (ঙ) মঙ্গধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল ও (চ) অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ বি এল মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ১২। সাধারণ সদস্য নির্বাচন। ১৩। বিবিধ।

গত ৯ই শ্রাবণ, ২২শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ন ৫টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরিষদের একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন,—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই (সভাপতি)

ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিভাভূষণ এম এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল

শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী

সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এ

রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ষ,

নিবারণচন্দ্র মটক

এম এ, বি এল



## শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

- বভীজ্ঞনাথ দত্ত
- শুদ্ধানন্দ স্বামী
- রসিকলাল রায়
- নিত্যানন্দ রায়
- চারুচন্দ্র বসু
- যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
- জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র
- প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ
- মৃণালকান্তি ঘোষ
- ব্যোমকেশ মুস্তাকী
- কবিরাজ বসন্তকুমার রায়
- ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
- হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ
- বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
- রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
- শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
- ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
- জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস
- রমণীমোহন ঘোষ
- তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
- ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
- নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
- অমূল্যধন রায়
- প্রমথনাথ দত্ত
- ডাঃ আবহুলগকুর সিদ্দিকী
- কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
- মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
- প্রফুল্লকুমার সরকার
- হরপ্রসাদ মজুমদার
- কুঞ্জবিহারী বসু
- কালীচরণ মিত্র

## শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার

- সত্যচরণ ধর
- রমেশচন্দ্র মজুমদার
- সুরেশচন্দ্র বসু
- নরেশচন্দ্র সিংহ
- সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- অনন্তকুমার ঘোষ
- হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত
- পশুপতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
- রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাছর
- কিরণচন্দ্র দত্ত
- মন্থনমোহন বসু
- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যাবল্লভ
- তারাপদ চট্টোপাধ্যায়
- নিকুঞ্জমোহন কবি-সার্কীভৌম
- হেমচন্দ্র ঘোষ
- ভ্রামসুন্দর দত্ত
- রামকমল সিংহ
- নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
- জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
- জগদ্বন্ধু মোদক
- দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
- সরোজবন্ধু নিরোগী
- অতুলচন্দ্র মিত্র
- ননীপোপাল রায়
- হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
- বাণীনাথ নন্দী
- শচীন্দ্রসেবক নন্দী
- ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যাকর্ষ
- পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
- রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

- „ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
- „ বসন্তকুমার রায়
- „ আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়
- „ বিভবকুমার মল্লিক
- „ জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ সতীশচন্দ্র মিত্র
- „ উপেন্দ্রনাথ মিত্র
- „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ বোগেশচন্দ্র সিংহ
- „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
- „ ললিতমোহন পাল
- „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
- „ শ্রীশচন্দ্র সেন
- „ কৃষ্ণবিহারী দত্ত-চৌধুরী
- „ কুঞ্জবিহারী দত্ত
- „ বিনোদবিহারী গুপ্ত
- „ অক্ষয়কুমার নন্দী
- „ সত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ ষষ্ঠীমোহন রায়
- „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
- „ চুণীলাল বসু
- „ পরশুরাম মিত্র

শ্রীযুক্ত চিরসুন্দর লাহিড়ী

- „ সহদেব বিশ্বাস
- „ জীবনধন চক্রবর্তী
- „ বিপিনবিহারী ঘোষ
- „ ননীগোপাল মজুমদার
- „ নরেন্দ্রনাথ দে
- „ রামহরি ভট্ট
- „ গিরিশচন্দ্র দত্ত
- „ গিরিজাকুমার বসু
- „ নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত
- „ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
- „ পুলিনবিহারী দত্ত
- „ অমৃতলাল দত্ত
- „ দাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ অমৃতচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
- „ তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য
- „ নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
- „ পঞ্চানন মিত্র
- „ গৌরহরি সেন
- „ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
- „ বামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
- „ সুর্য্যকুমার পাল
- „ ভোলানাথ কৌট
- „ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

মহানন্দোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রী প্রভাবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রী যুগলকান্তি ঘোষ	শ্রী প্রমথলাল সরকার
		৫১ শাখারীটোলা লেন, কলিকাতা।
শ্রী যুগলকান্তি ঘোষ	শ্রী বাণীনাথ নন্দী	শ্রী নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ বিএ
		৩ আনন্দ চাটুর্ঘ্যের লেন, কলিকাতা।

প্রভাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীবেগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনির্মলচন্দ্র পেন এম্ এ ব্যারিষ্টার, এডিশনাল জজ, ছোট আদালত, ১৬ পার্ক-লেন, কলিকাতা।
শ্রীবেগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগগনবিহারী সেন পোর্টাল ইনস্পেক্টর, ৫৯৩ তবানীচরণ দস্তের লেন।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীহরিচরণ মিত্র ৯ গৌরমোহন সুখার্জীর হাট।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীবেগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকুমারবিহারী বসু ডিরেক্টর সাহেবের অবসরপ্রাপ্ত পার্সনাল আফিসিট্যান্ট, বারাসত।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীবিপিনবিহারী সেনগুপ্ত ৯১ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।
রায়সাহেব শ্রীবেগেন্দ্রনাথ রায়	"	শ্রীজয়কালী দত্ত এম্ এ, বি এল, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীকান্তভোষ রায় এম্ এ, বি এল, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল, রাঁচী।
"	"	শ্রীহরিশ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীএককড়ি সেন বি এল উকীল, রাঁচী।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীরসিকরঞ্জন ঘোষ শিক ক্যান্ট্রী, জীনগর, কাশ্মীর।

# কার্য-বিবরণী

৫

প্রভাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি বোষ	শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় ৭৩ ল্যান্সডাউন রোড। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী বি এন্স সি Calcutta Training Academy. ১৩ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীভানুলাল গোস্বামী		
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বি এন্স উকীল, আশ্রামবাগ, হুগলী। শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞানরত্ন, এন্স এ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কলকাতা। ইণ্ডিয়া ট্রেজারির অফিস, কলিকাতা। শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত রায় বভীন্দ্রনাথ চৌধুরী এন্স এ, বি এন্স মহাশয়ের বাটা, কুটীবাটা, বরাহনগর।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র বোষ	
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তাফী		
শ্রীকামাধ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি বোষ	শ্রীদীপেন্দ্রনাথ সান্নাল ম্যানেজার মেসার্স এইচ পি মৈত্র এন্ড কোং, চক্রধরপুর। শ্রীকরালীচরণ বিশ্বাস দেওয়ারকিরা এন্ডেট, চক্রধরপুর। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ ৮৬।১ হুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেন বি এ ডেপুট ম্যাজিস্ট্রেট, উয়ারী, ঢাকা। শ্রীমরেন্দ্রকুমার মজুমদার এন্স এ, ইউনিভারসিটি কলেজের অধ্যাপক, ২১ বামাপুকুর লেন, কলিকাতা। শ্রীবোগীন্দ্রনারায়ণ সেন এন্স এ, বি এন্স, উকীল, বহরমপুর। শ্রীবোগীন্দ্রনারায়ণ দত্ত উকীল, রত্ননাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। শ্রীচাক্রচন্দ্র সরকার এন্স এ ৬৭ হুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র এন্স এ প্রেসিডেন্সী কলেজের ডিমনস্ট্রেটর, ১৮।১।১ বীডন রো, কলিকাতা।
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি বোষ	
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	
শ্রীহর্গাদাস রায়		
শ্রীসত্যীশচন্দ্র বিজ		

প্রণেতা	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন এম্ এম্ সি কায়স্থ পাঠশালার অধ্যাপক, বাদসাহীমুণ্ডী, এলাহাবাদ।
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীকানাইলাল মিত্র ৩৭ রামকান্ত বসুর স্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	রায় শ্রীকৃপানাথ দত্ত বাহাদুর ১২ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, টালা।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এল হাইকোর্টের উকীল, ১৩২২ বি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুম্ভম লক্ষ্মীপাশা এইচ, ই, স্কুল, লক্ষ্মীপাশা, বশোহর।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদক্ষিণামোহন সেনগুপ্ত ৯১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
"	"	শ্রীচাক্রচন্দ্র ঘোষ
"	"	ঐ ঐ।
"	"	শ্রীশঙ্করনাথ দে
"	"	ঐ ঐ।
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ইষ্ট এণ্ড হাউস, উন্নয়নী, ঢাকা।
শ্রীরামহরি ভট্ট	"	শ্রীআন্তোভাব মুখোপাধ্যায় এল, এম্, এম্, ১৪ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	"	শ্রীকলীন্দ্রনাথ গাল বি এ ২৬৩ স্ট্রটস্ লেন, কলিকাতা।
"	"	শ্রীপ্রমোদকুমার আন্তর্ধী ১৪ সরকার লেন, চোরবাগান।
শ্রীরাম বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	ডাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী অধ্যাপক, কালীনাথ হাউস, বরাহনগর।
"	"	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী এম্ এ, ডি এল, University College, Darbhanga Building, কলিকাতা।

প্রতাবক  
ডাঃ শ্রীআব্দুল গফুর

সমর্থক  
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তাকী

সদস্য  
ডাঃ শ্রীসৈয়দ আব্দুরবর সাহেব  
ভাতশীলা, পোঃ কালীমোহর, ফরিদপুর।  
মোলবী শ্রীআব্দুররহিম খাঁ চৌধুরী  
মোক্তার, সাতক্ষীরা, খুলনা।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীমুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ  
বঙ্গীয় এসিরাটিক সোসাইটির পণ্ডিত, কলিকাতা।

শ্রীমুরেশচন্দ্র ধর বি এ

Senior Sanskrit Teacher, C. M. S. School, Garden Reach,

৬৮৪ বেচু চাট্টোয়ের স্ট্রীট, কলিকাতা।

১। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তাকী ৮কবির কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চিত্র প্রতিষ্ঠা-সভার বিশেষ বিবরণ ও দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পড়িয়া শুনাইলে তাহা গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ মহাশয় বার্ষিক কার্য-বিবরণ সংক্ষেপে পড়িয়া শুনাইলেন। এই বার্ষিক কার্য-বিবরণ হইতে জানা গেল, আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদে সকল প্রকার সমস্তের সংখ্যা ২১৪৮ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ২৪ জন সমস্তের ও সদস্য ব্যতীত ১২ জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে। এই বর্ষে গ্রন্থশালার গ্রন্থ-সংখ্যা সকল প্রকার বাড়িয়া ৩২৫৭৮ এবং পুথিশালার পুথির সংখ্যা ৩০৯০ হইয়াছে। এই বৎসর চিত্রশালার অনেক নতুন মূর্তি ও কয়েকটি ছাত্রাধ্যাপ্য প্রাচীন মুদ্রাও আনিয়াছেন। এই বৎসর সর্বপ্রকারে ৫১৬৯৩৫০০ আনা জমা হইয়াছে এবং সর্বপ্রকারে ২৭৭৮৩১১ পাই ব্যয় বাদে বর্ষশেষে ২৩৯১০১/১ পাই উদ্ধৃত আছে। গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ হইতে এ বৎসর চণ্ডীদাসের পদাবলী, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা এর খণ্ড, শ্রীভাষ্যের ৬র্থ খণ্ড ও সঙ্গীতরাগকল্পরত্ন প্রকাশিত হইয়াছে এবং আর তিন চারিখানি গ্রন্থের মূল্যংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে, ভূমিকাদি ছাপা হইতেছে। এই বৎসর স্থায়ী তহবিলে লালগোলায় রাক্ষা বাহাদুরের দান ১৩০০০ হাজার টাকা ও বর্ধমানাধিপতির দান ৫০০০ হাজার টাকা একুনে ১৮০০০ টাকা বাড়িয়াছে। রবেন্দ্র-ভবনের ভক্ত মহারাজা সার্ব মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ভূমিদানের ট্রাষ্টভিড (ভ্রাসপত্র) রেজিষ্টারী হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর বাল্যালার একটি, বাল্যালার বাহিরে দুটি শাখা-পরিবহ স্থাপিত হইয়াছে। এ বৎসর পরিবহ হইতে ক্যামেল মেডিক্যাল কলেজে বাহাতে পূর্বের ভার বাল্যালার ভাবার ডাক্তারী শিকার দেওয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার বাহাতে বাল্যালার ভাবার প্রকার বৃদ্ধি ও পঠন-পাঠনের এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়, তাহার ভক্ত চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদে অধ্যাপক-সমস্তের ভার মোলবী-সদস্য লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বৎসর লালগোলায় রাক্ষা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বেদান্তদর্শন সংক্রান্ত প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও তাব্যাদি অনুবাদ সহ প্রকাশের ভক্ত সমস্ত ব্যয়

দিতে স্বীকার করিয়াছেন। লালগোলায় রাজা বাহাদুরের প্রদত্ত স্থায়ী তহবিলের ১৩০০০ টাকা কর্তৃক সুদ হইতে আরও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ উদ্ধারের পথ আলোচ্য বর্ষে আরও সুগম হইয়াছে।

এতদ্বির রাজা বাহাদুর দশ হাজার টাকা ব্যয়ে মুদ্রিত সঙ্গীতরাগকল্পক্রমের বাবতীর স্বল্প পরিবর্তে দান করিয়াছেন। উহার বিক্রয়কৃত অর্থ গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নিয়মিত দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল ও তিনটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৮প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুরের) শতবার্ষিক জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান সর্বপ্রধান। কবিবর নবীনচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চিত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আর দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেন্দী মহাশয়ের বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ার তাঁহাকে অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা করা হইয়াছিল। বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে গ্রন্থপ্রকাশের সাহায্যার্থে যে ১২০০ টাকা বার্ষিক দান পাওয়া যায়, তাহা আলোচ্য বর্ষে বজায় আছে এবং মিউনিসিপ্যালিটি হইতে পুস্তকালয়ের জন্য যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা বাড়িয়া ৫২৫ হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের সকল বিভাগেই কাজের উন্নতি হইয়াছে। হেমবাবু এই বলিয়া এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্থধনাথ বোষ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—গ্রন্থশালায় খরচ-পত্রের মধ্যে এক দফা বেতন খরচ লেখা আছে, আর বেতন শীর্ষকে এক দফা বেতন খরচ লেখা আছে। ব্যাপার কি? শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন—বেতন শীর্ষকে নিয়মিত বেতনগুলিই ধরা হইয়াছে, আর পুস্তকের তালিকাদি করাইতে যে অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হইয়াছে, তাহা গ্রন্থশালায় ব্যয়মধ্যে ধরা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মন্থধনাথ বোষ বলিলেন,—উভয় বেতন একত্র লিখিলেই চলিত।

রায় শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—এরূপ আলোচনার বোধ হয়, আমরা অনধিকারী। কোন খরচটা খাতার-কেমন করিয়া লিখিলে ভাল হয়, তাহা বলিয়া দেওয়া আর-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য। এ বিষয়ে যদি কাহারও কিছু বলিবার থাকে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে কার্য্যনির্বাহক-সমিতি তাহার আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলিলেন,—গ্রন্থশালায় খরচগুলির বিশেষ বিবরণ দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—গ্রন্থশালায় খরচের দপ্তরী, বেতন, পুস্তক-খরিদ ইত্যাদি শীর্ষক দিয়া যে বিবরণ পড়িয়াছি, তাহার অধিক বিশেষ কথা জানাইবার মত কাগজ-পত্র লইয়া আজ আমরা এখানে আসি নাই, কাজেই তাহা বলিতে পারিব না। আর আজ বার্ষিক অধিবেশনে এ সকল বিষয়ের আলোচনার অবসর আছে বলিয়া মনে হয় না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শুভানন্দ স্বামী বলিলেন,—কার্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার সংক্ষেপে ছই চারি কথা শুনিলাম মাত্র। সমস্ত না শুনিয়া, না জানিয়া, কি গ্রহণের প্রস্তাব শুনিব? যদি জানাইবারই প্রয়োজন ছিল, তবে বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে কার্য-বিবরণ ছাপাইয়া সকলকে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আমরা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আসিয়া মতামত দিতে পারিতাম। লাট সাহেবের আসা উপলক্ষে একটা মন্ত খরচ-পত্রের ব্যাপার শুনিলাম, অথচ তাহার বিন্দুবিসর্গ আমরা জানি না। সমস্তদের সকলকে নিমন্ত্রণ হয় নাই। লাট-বেলাটের দর্শন পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এমন সব স্থানেও যদি তাহার সন্যোগ দেওয়া না হয়, তবে আর কিরূপে হইবে? বাহার ফল আমরা পাইলাম না, পাইবার সন্যোগ সত্ত্বেও কেহ দিল না, তাহার খরচ আমরা কেমন করিয়া মঞ্জুর করিব? কার্য-নির্বাহক-সমিতি কি করিয়াছেন, কেন করিয়াছেন, তাহা এক বৎসরান্তে আমরা এক-বার শুনিতে পাই, তাহাও যদি পুরা না শুনিয়া মঞ্জুর করিতে হয়, তবে আমাদের শুনাইবার আবশ্যকই বা কি? গাড়ী ভাড়ার একটা মন্ত খরচ শুনিলাম। যদি এ খরচের বিশেষ বিবরণ না জানিতে পারি, তবে স্বভাবতঃই মনে হইবে, এ বিলাসের মঞ্জুর করিব কেন? সেই জন্ত বলি, বার্ষিক কার্য-বিবরণ ছাপাইয়া বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে সকলকে বিতরণ করা উচিত, নতুবা না দেখিয়া শুনিয়া কি গ্রহণ করিব?

ডাক্তার আবদুল গফ্ফার সিদ্দিকী বলিলেন,—প্রস্তাব যাহা হইল; সে তাহা কাক হইবে কিরূপে? প্রথমতঃ কার্য-বিবরণ এই বার্ষিক সভায় গৃহীত না হইলে ছাপা হইতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ যদি খসড়া ছাপাইয়া বিলি করিতে হয়, তবে এখন ৪ মাসের মাধ্যম বার্ষিক অধিবেশন হইতেছে, তখন খসড়া ছাপাইতে ছ-এক মাস, তাহা বিলি করিয়া সমালোচনা ও মতামত আনাইয়া কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে তাহার মীমাংসা করিয়া ঠিক করিতে এক মাস, পুনরায় সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ছাপাইয়া বিলি করিতে আরও এক মাস—এইরূপে আরও ৫।৬ মাসের থাকার পড়িবে। ইহার তিন বার ছাপার খরচা ও তিনবার বিলির ডাক-খরচা আছে, সে বোধ হয় হাজার টাকার উপর। অতএব বার্ষিক অধিবেশনের সময় ৯ মাস পরে না করিলে হইবে না।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—যাহাই হউক, বার্ষিক বিবরণ যখন বিচারের অস্ত আসিয়াছে, তখন না শুনিয়া বুঝিয়া বিচার করা যায় না। এ জন্ত ইহা স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাক্যকর্ষ মহাশয় বলিলেন,—বার্ষিক বিবরণ ছাপাইয়া বার্ষিক অধিবেশনে বিতরণ করা কর্তব্য।

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—লর্ড কারমাইকেল সাহিত্য-পরিষদে আসিয়াছিলেন,—তাঁহার আসার দিন সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই,—তাঁহার প্রধান কারণ এই, ছোট হলে ছই হাজার লোক নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার মধ্যে লাট সাহেবকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহার বৎসরোত্তি কষ্ট ও অসুবিধা হইত। তত্ত্বি বাহাতে ভিড় না হয়, সে জন্ত রাজপুরুষ-



গণের বিশেষ অহুরোধ ছিল। তাহার পর তিনি যে ভক্ত আসিয়াছিলেন বা যে ভক্ত তাঁহাকে আনা হইয়াছিল, মহা ভিড়ের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে সকল দেখান বা সে সকল কাজ করা অসম্ভব হইত। আপনাদের কার্য-নির্বাহক-সমিতি এই সকল বুঝিয়া বাহা ভাল, তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার আসায় যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা কিছু অস্তায় হয় নাই। তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের ছাপা সমস্ত পুস্তক, পত্রিকা উৎকৃষ্ট চামড়ার বাধাইয়া উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ-ধারে সাজাইয়া তাহাতে খোদাই-করা রূপার প্লেটে নাম লিখিয়া উপহার দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গেশ্বরের সম্মানের উপযুক্তরূপে সভাগৃহ সাজাইতেও ব্যয় হইয়াছে। প্রোগ্রাম ছাপাইতেও ব্যয় হইয়াছে, কাজেই কিছুই অস্তায় হয় নাই এবং যে উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তাহাতে অপ-ব্যয়ও হয় নাই। কার্য-নির্বাহক-সমিতি এই সমস্ত খরচ মঞ্জুর করিয়াছেন, আপনাদের কাছে সেই হিসাব অহুমোদনের ভক্ত আনা হইয়াছে মাত্র।

গাড়ীভাড়া, লাইব্রেরী প্রভৃতি খরচ সম্বন্ধেও যে আপত্তি হইয়াছে, তাহাও ঐরূপ। বিশেষতঃ এই বার্ষিক কার্যবিবরণে নূতন কিছুই নাই,—বার মাসে পরিবর্তন বাহা খরচ-পত্র করিয়াছেন, প্রতি মাসে কার্য-নির্বাহক-সমিতি তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন; সভায় অস্ত যে সমস্ত কাজ হইয়াছে, প্রতি মাসে মাসিক অধিবেশনে আপনাই তাহা মঞ্জুর করিয়া আসিয়াছেন। আজ সেই সকল অহুমোদন করা, মঞ্জুর করা কাজের আর খরচ-পত্রের একটা মোট বিবরণ আপনাদের সম্মুখে হাজির করা হইয়াছে মাত্র। আপনারা বাহা মাসে মাসে করিয়া আসিয়াছেন,—আজ সেইগুলি একত্র করিয়া লিখিয়া আপনাদের গুনাইয়া মঞ্জুর করাইয়া লইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে মাত্র। এই বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হেম বাবুর ছই মাস সময় লাগিয়াছে। সমস্ত পড়িতে হইলে ৪৫ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে। প্রতি বৎসরই, আজ বাইশ বৎসর কাল এই ভাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়া আপনারা বার্ষিক কার্যবিবরণ মঞ্জুর করিয়া আসিতেছেন। পূর্বে ছাপাইয়া কার্যবিবরণ বিলি করার যে কি অসুবিধা এবং অনর্থক কত ব্যয়, তাহা আপনারা শুনিয়াছেন। আর সেরূপ নিয়ম এখন আপনাদের নাই। আপনারা যদি সেইরূপ নিয়ম করেন, পূর্বে সে নিয়মে কাজ হইতে পারে। এ বার বোধ হয়, বর্তমান নিয়মেই কাজ হওয়া কর্তব্য। শ্রীযুক্ত মরেশ-চন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল বলিলেন,—যে রূপ বৃদ্ধিতেছি, তাহাতে সমস্ত কার্যবিবরণ ছাপাইয়া বিলি করা অসম্ভব, তবে কেবল হিসাবের কড়িটা ছাপাইয়া বিলি করা বাইতে পারে। অনেক স্থানে তাহাই হয়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলিলেন,—রায় যতীন্দ্রনাথ যে নিয়মের পরিবর্তন করার কথা বলিলেন, তাহা এখনই করা হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বলিলেন,—তাহা করিতে পারা যায় না, নিয়মাত্মক বাধা দিবে। এই বলিয়া হেমবাবু নিয়ম পড়িয়া শুভাইলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—সভার ভাব দেখিয়া :এবং আগ্রহ বুঝিয়া

বলিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, অন্ততঃ হিসাবের কড়টা বিলি করা হইলে যদি কাহারও কিছু দেখা শুনার দরকার হয়, তিনি বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে দেখিয়া শুনিয়া গইতে পারেন। ইহার জন্ত একটা নিয়ম করিতে পারা যায়।

শ্রীযুক্ত ঞগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,—যদি এখানে এই নিয়ম করার প্রস্তাব করা সম্ভব হয়, তবে হইয়া যাক, আমি বর্কাবকি করিবার পক্ষে নয়।

হেমবাবু তখন পুনরায় পূর্ব নিয়মের কথা শ্রবণ করাইয়া দিলেন। রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল নস্ব বাহাদুর বলিলেন,—আমি প্রস্তাব করিতেছি, অস্ত্রকার এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হউক এবং কার্য্যনির্কাহক-সমিতিতে অমুরোধ করিতেছি যে, আজিকার এই সভার আলোচনার ভাব বুঝিয়া বাহা কর্তব্য, তাহা করিবেন।

শ্রীযুক্ত ঞগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত গ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—ভালই হইল, এরূপ মীমাংসাই প্রয়োজন। যে সকল অসঙ্গত প্রস্তাব শুনিলাম, তাহা কোথাও নাই। স্কুলের বা লাইব্রেরীর রিপোর্ট বার্ষিক অধিবেশনে ছাপাইয়া বিলি করা হয় বটে, কিন্তু সেখানে কার্য্যনির্কাহক-সমিতিই তাহা দেখ মঞ্জুর করিয়া থাকেন, আর তাঁহাদের উপর বিশ্বাস করিয়া বার্ষিক অধিবেশনে রিপোর্ট adopt করা হয়। যে সকল বড় বড় কার্য্যবিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে মঞ্জুর হইবার অপেক্ষা রাখে, সেখানে ছাপা হয় না, সংক্ষিপ্ত বিবরণই পড়া হয়, নতুবা কাজ চলে না। যেখানে বড় বড় Report taken as read হয়, সেখানে কার্য্যনির্কাহক-সমিতির উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহাদের ছাপিয়া দেওয়া রিপোর্টকে এমন অস্বস্তি বলিয়া লওয়া হয় যে, আর পড়িবার অপেক্ষাও থাকে না। আমরা যদি আজ নুতন কিছু করি, তবে কার্য্য-নির্কাহক-সমিতিতে অবিবাস করা হইবে, অপমান করা হইবে, তাঁহারা একটা বা' তা' আনিয়া আমাদের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন, এমনটা মনে না করাই উচিত। সমিতির উপর যদি এতটুকু অবিবাস থাকে, তবে সমিতির লোক বদল করিল ফেলা ভাল।

অতঃপর সভাপতি কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইবে কি না, তাহার জন্ত মতামত চাহিলে গ্রহণের বিপক্ষে মাত্র ৪টি ভোট হওয়ার অধিক ভোট অজ্ঞানারে কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি জানাইয়া দিলেন।

তাহার পরে সভাপতি মহাশয় নিজের সঞ্চোধন পাঠ করিলেন। (পরিবৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যার ছাপা হইবে) এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত বৌদ্ধ সহজ-বানের গ্রন্থ-গুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। মুসলমান অধিকারের পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা এবং বাঙ্গালা ভাষার আকার কিরূপ ছিল, তাহার কতকটা আভাস ইহাতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সকল গ্রন্থ হইতে রচনার নমুনা এবং যে যে গ্রন্থকারের বড়টুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহারও বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। এই সকল কারণে এই প্রবন্ধটিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অজানা অবস্থার অনেক কথা জানা গিয়াছে।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ষাটবৎসর বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাহিত্য-পরিষদের কৰ্ম্মাধ্যক্ষ হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও কৰ্ম্মাধ্যক্ষের নামাদি লিখিত হইল।

সভাপতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল।

সমর্থক—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি।

সহকারী সভাপতি—

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল।

২। মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী এম্ এ, ডি এল, এল্ এল্ ডি, সি আই ই, সি এস আই।

৩। রাজারাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর।

৪। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস ওস্তাদ।

সহকারী সম্পাদকগণ—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

২। " ব্যোমকেশ মুস্তফী।

৩। " যুগলকান্তি ঘোষ।

৪। " বাণীনাথ নন্দী।

৫। " সুরেন্দ্রনাথ কুমার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকি।

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত হীতেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, এম্ এ, পি এইচ ডি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ দত্ত।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত চিরঞ্জয় লাহিড়ী।

ছাত্রাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এম এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল।

২। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু।

সমর্থক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ-নির্বাচনে দ্বাবিংশ বর্ষের অল্প কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ

" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব

" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

" রামধানদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

" রতন আলী চৌধুরী

শ্রীযুক্ত জে এন্ দাশগুপ্ত বি এ

" ডাঃ শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এম এ

" পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী

" অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বিএল

" হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ

" বোগীন্দ্রনাথ সমাদার বি এ

এবং নিম্নলিখিত চারি জন ব্যক্তি সমস্ত শাখা সমস্ত নির্বাচনে কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর)

” নরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল (ভাঙ্গলপুর)

” দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)

” সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ (বর্ধমান)

এই ২০ জন সদস্য এবং আর-ব্যয়-পরীক্ষকস্বরূপ ব্যতীত অপর সমস্ত কার্যস্বাধ্যকে হইয়া, ষাণ্মাসিক বর্ষের কার্য-নির্বাহক-সমিতি গঠিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ ওপ্ত মহাশয় এত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিষদের কাজের প্রতি তদন্ত হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদকের কাজ চালাইয়া আসিয়াছেন। তজ্জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এই বৎসর তাঁহারই হস্তে কার্যালয়ের সকল প্রকার ব্যবস্থা করার ভার ছিল। তিনি সকল দিকে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে কাজ করিয়াছেন। তিনি প্রয়োজন-মত রাজি ১২টা ১টা পর্যন্ত আফিসে বসিয়া পরিষদের কাজ করিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহার অগাধ জেহ ও অসীম শ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। এ জন্ত সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার কাছে বিশেষ ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই অনেক সময়ে সম্পাদকের কার্য নির্বাহ করিতেন। এ জন্ত ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। পরিষদের নিয়ম আছে, কোন কর্মস্বাধ্যক একই পদে একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিক কাল থাকিতে পারিবেন না। সেই নিয়মে যদিও হেমবাবু আর এক বৎসরকাল সহকারী সম্পাদক থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় এই বৎসরই আমরা তাঁহাকে ছাড়িতে বাধ্য হইতেছি, এ জন্ত আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে সুখের বিষয় এই যে, তিনি এ বৎসর সাধারণ-নির্বাচনে কার্যনির্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন; সুতরাং তিনি সহকারী সম্পাদক না থাকিলেও, তাঁহার সংস্কারার্শে ও স্নেহে সাহিত্য-পরিষৎ বঞ্চিত হইবেন না। আমাদের ভরসা আছে যে, আগামী বৎসর তাঁহাকে পুনরায় সহকারী সম্পাদকরূপে আমরা পাইব।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্য নিযুক্ত করা হইল,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন রায়

সমর্থক—রায় শ্রীকিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর

১। পণ্ডিত শ্রীবিদ্যুশেখর শাস্ত্রী

২। শ্রীযোদীন্দ্রপ্রসাদ বৈদ্য

৩। শ্রীপকানন ভট্টাচার্য

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ১৩২০ সালের পুরস্কার-প্রদত্ত রচনার কলাকল ও পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নামাদি জ্ঞাপন করিলেন,—

নাম	পুরস্কার
(১) শ্রীযুক্ত কুমুদম্বর রায় ঞগু	২০, মূল্যের পুস্তক
(২) " বোগেন্দ্রনাথ ভৌমিক	১৫, " "
(৩) " কালীদাস ভট্টাচার্য	১৪, " "
(৪) " রসিকলাল সেন	১২, " "
(৫) " শশিভূষণ পাল	১০, " "
(৬) " শিবেনচন্দ্র পাকড়াশী	৮, " "
(৭) " বিজয়দ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬, " "
(৮) " মোহিনীমোহন রায়	৫, " "
(৯) " প্রফুল্লকুমার সরকার	৫, " "
(১০) " সত্যেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	৫, " "

১০০,

ইহারা সকলেই পরিষদের ছাত্র-সভ্য। ছাত্রাধ্যক্ষের নির্দেশানুসারে ইহারা স্ব স্ব কৃতি অনুসারে প্রবন্ধ লিখিয়া এই সকল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহাদের ইচ্ছামত বহি ইহাদিগকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকে নিজ নিজ পাঠ্য পুস্তক লওয়ার, তাহাই তাঁহাদিগকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হেমচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির স্বর্ণপদক এ বৎসর "কবিবর হেমচন্দ্রের বৃত্তসংহার সমালোচনা" প্রবন্ধের জন্য দেওয়া হইবে, এরূপ ব্যবস্থা ছিল। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার এই সমালোচনা লিখিয়া এইবার এই স্বর্ণপদক পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় তত্ত্ব এ বার শিশিরকুমার ঘোষ স্মৃতি-পুরস্কারের নগদ ২৫ টাকা পাইয়াছেন।

অতঃপর "১০২১ সালের বাংলা সাহিত্যের বিবরণ" প্রবন্ধ অতি বড় হওয়ার এবং সভার অভ্যন্তরস্থ কার্য বাকী থাকায় স্থির হইল, প্রবন্ধটি আগামী বাৎসরিক বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে পড়া হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত স্বরাজনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় দিনাজপুরে রাজা রাও শ্রীযুক্ত বোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অনুমতি অনুসারে তাঁহার অমৌদারীর মধ্যে প্রাচীন স্মৃতি সংগ্রহ করিতে গিয়া যে যে গ্রামে গিয়াছিলেন এবং যেখানে হইতে বাহা সংগ্রহ করিয়াছেন- তাহা কবিবর সভাবনা আছে, তাহার বখাখব বিবরণ দিলেন। তিনি নিজের সঙ্গে যে কয়টি পাখরের ও ছাঁচে ঢালা ইটের ছবি আনিয়াছিলেন, সেগুলি দেখাইলেন। পাখরের স্মৃতিগুলির মধ্যে কার্তিকের জন্ম-সূক্তের এক খণ্ড তৎপরে দিনাজপুর কাটাবাড়ী গ্রামের বুড়া শিবের মন্দিরে পাইয়াছেন। একটি গণেশ ও মন্দিরের কারিকাব্যের একটু অংশ রাজসাহী সারতা গ্রামের এক মণ্ডপে পাইয়াছেন। ইটের

ছবিগুলি সমস্তই রাজসাহী মহাদেবপুরের এক ক্রোশ উত্তরে আতাবাড়ীর এক মন্দির-  
ধ্বংসের মধ্যে পাইয়াছেন। ইহাতে নৌকারোহী রাবণ, গোচারণে কৃষ্ণবলরাম, আর  
একটি মদুরমূর্তি আছে। একটি পদ্ম সায়তা গ্রামের গভীরাতলায় পাওয়া গিয়াছে।  
অন্ত সব বৃহৎ প্রস্তরমূর্তি রাজা বাহাদুরের কাকনের কাছারীতে জমা হইতেছে।  
সেটেলমেন্টের কাক চুকিয়া গেলে কৰ্মচারীরা সেগুলি পঠাইয়া দিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী মহাশয় জানাইলেন যে, ৮রাজা রাজেন্দ্রলাল  
মিত্র বাহাদুর বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনের যুগের অজ্ঞাতম নেতা ছিলেন। তাঁহার  
কোন স্মৃতি-নিদর্শন আমাদের নাই। শাস্ত্রী মহাশয় স্মৃতিনিদর্শন প্রার্থনা করিয়া  
তাঁহার পত্নী রাণী ভুবনমোহিনীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তদনুসারে রাণী মহোদয়  
রাজা বাহাদুরের নিত্য ব্যবহৃত শালের পাগড়ী, শালের চোগা, ডি.এল্ উপাধির গাউন  
ও হুড, নোট বুক, ডায়েরী ও দোয়াতটি সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। আমরা  
ছাত্র ও স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের ভ্রাতৃপোত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয়ের  
যত্নে এইগুলি পাওয়া গিয়াছে। আমি ইহাদিগকে সাহিত্য-পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতা  
এবং ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় কতকগুলি ছত্ৰাপ্য শকরাজ-মুদ্রা,  
অন্ধুরাজমুদ্রা, পালরাজমুদ্রা, পাঠান রাজমুদ্রা, মোগল রাজমুদ্রা উপহার দিয়া জানাইলেন,—  
তাঁহার পিতা ৮উদয়েন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারও  
এগুলি পরিষদেই দিবার ইচ্ছা ছিল। আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করা হইল।  
এইগুলি ব্যতীত বিভিন্ন দেশের আধুনিক মুদ্রাও অনেকগুলি আছে, সেগুলিও সাহিত্য-  
পরিষৎকেই দিব।

সভাপতি মহাশয় এই মুদ্রা দানের জন্ত পঞ্চানন বাবুকে ধন্যবাদ জানাইয়া মুদ্রাভিযোজ  
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে মুদ্রাগুলির পরিচয় দিতে অনুরোধ  
করিলেন।

রাখালদাস বাবু বলিলেন,—ইহার মধ্যে ইস্লাম শাহ সুলতান একটি, দিল্লীর  
প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা মহম্মদ বন্ সামের একটি, ফিরোজ শাহের একটি, মহম্মদ  
শাহের একটি এবং আরঙ্গজেবের একটি মুদ্রা আছে, আর শকরাজ নহপানের ৬টি,  
বিজয়নগরের একটি, অন্ধুরাজাদের ১৩টি আর লাবিন মুদ্রা একটি আছে। নহপানের  
একটি মুদ্রার উপর গোমতীপুত্র শতকর্ণীরাজের ছাপ দেওয়া আছে। এইটি কোতুবজমক  
এবং ছত্ৰাপ্য।

ইহার পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিভাজ্য মহাশয় লক্ষণ সেনের একখানি নূতন  
আবিষ্কৃত তাম্রশাসন দেখাইয়া বলিলেন,—এখানি ২৪পরগণা বাকইপুরের নিকট  
গৌবিশ্বপুর গ্রামে চারি বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রব্রি

কাটাইতে গিয়া মাটির মধ্যে পাইয়াছিলেন। এখানি লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-কালের ৩৭ বৎসরের দানপত্র। রাজ্যাভিষেককালে বাৎসগোত্রীর ব্যাসশর্মাকে বর্দ্ধমানভূক্তির অন্তর্গত গঙ্গাতীরে যে জমি দান করিয়াছিলেন, এখানি সেই জমি দানের দলীল। ইহার উপরে তাঁহার অস্ত্রাস্ত্র দানপত্রের ভায় সদাশিবমুদ্রা এবং তাঁহার সাক্ষি-বিগ্রহিক নারায়ণদত্তের নামই আছে। অমূল্য বাবুই ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় অমূল্য বাবুকে এই নূতন তত্ত্বাশাসন আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধারের জন্য ধন্যবাদ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন, বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠন-যুগের একতম নেতা, ৮রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরের স্মৃতি-নিদর্শন আজ আমরা তাঁহার পত্নীর অমুগ্রহে অনেকগুলি পাইলাম। সেই যুগেরই আরও একজন মহোদয়েরও কোন স্মৃতি-নিদর্শন সংগ্রহ করিতে পারি নাই,—তিনি মহারাজ সার বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর। আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আজ তাঁহার মধ্যম দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নলিন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন; তিনি অমুগ্রহ করিয়া তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের একটি প্যারীপ্রাণ্টারের অর্দ্ধমুর্তি দান করিবেন বলিয়া আমার জানাইয়াছেন। এই দানের জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতাদিগকে বধারীতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধন্যবাদ করা হইল এবং নূতন সভ্যের নির্বাচন হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
ডাঃ শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ মজুমদার	১। অত্যাগিনী ( নাটক )
নাগরীপ্রচারিণী সভা, কালী	২। পৃথ্বীরাজ রাসো (৬১ হইতে ৬২সর্গ)
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	৩। ঋণ পরিশোধ রাজপুত্র-কাহিনী সরল চণ্ডী
আভুতোষি মহলানবীশ	৬। লহর ৭। কৈবল্যতত্ত্ব ৮। রাসের বা কৃষ্ণের মজুমদারের জীবনী
পঞ্চানন নিরোগী	৯। আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন (১ম ভাগ)
বহুনাথ বগল বি এ	১০। বৈজ্ঞানিক জীবনী
প্রভাসচন্দ্র রক্ষোপাধ্যায়	১১। ইমার্সন সম্বন্ধে
রাজেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী	১২। গো-জীবন ১৩। রসায়ন-প্রবেশ



উপহারদাতা

উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেরী

১৪। সরল পদার্থবিজ্ঞান

১৫। সরল পদার্থবিজ্ঞান

১৬। সহজ পরিমিতি

১৭। ভূগোলসূত্র

১৮। কল্যাণমঞ্জর বা ন্যায় প্রকাশ

১৯। টেলিমেকস্

২০। ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর

" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২১। রুমেলি

২২। বৎ কিঞ্চিৎ

২৩। সাজের বাতী

" দেবালয়-সম্পাদক

২৪। নবযুগের সাধনা

২৫। ঐ

" বিপিনবিহারী দেবশর্মা বেদান্তভূষণ

২৬। আত্মবোধ

" কেশবচন্দ্র গুপ্ত

২৭। কনক-রেখা

" রত্নপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক

২৮। সভ্যনারায়ণের পাঁচালী

" নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

২৯। সঙ্গীত-শিক্ষা (১ম ভাগ)

৩০। ক্লিঙপেট্রা

৩১। জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি

৩২। সমাজচিত্র

" উদয়চাঁদ রায়

৩৩। কবি-জীবন

৩৪। আগের হিসাব (১ম ও ২য় খণ্ড)

" নবকৃষ্ণ ঘোষ

৩৫। তর্পণ

" চারুচন্দ্র বসু

৩৬। অপোক-অলুশাসন

" হরিদাস হালদার

৩৭। গোবর-পণেশের গবেষণা

" রত্নপুর সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক

৩৮। আর্থিক আচারতত্ত্বাবধিষ্ট

" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

৩৯। নানান্ বিধি

" কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

৪০। পুরাণ কথা

Supdt. Govt. Printing, India.

(41). Archaeological Survey of India, annual Report, 1911-12.

Chief Inspector of Explosives  
in India.

(42). Sixteenth annual Report of the  
Chief Inspector of Explosives in  
India, for the year ending 31st  
March 1915.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer in charge Bengal sectt Book- Depot.	(43) Statistical Returns with a brief Note of the Registration Department in Bengal 1914.
Director, Geological Survey of India, 27, Chowringhee Road.	(44) Records of the Geological Survey of India, vol. XLV. Part 2, 1915.
Asst. Secretary of the Government of Punjab, P. W. D.	(45) Annual Archaeological Progress Report, Northern circle, 1914.
Cambridge University	(46) Le museon tonce I no 1.
Sj. Ramendra Sundar Trivedi	(47) Public meeting on the Civil Service Question held at the Town Hall of Calcutta 1879.
do.	(48) Hindn Idolatry.
Supdt. Govt. Press, Madras	(49) A Descriptive catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. oriental, Mss. Library, Madras, Vol. 19
Officer in charge Bengal Sectt. Book- Depot.	(50) Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal for the years 1912, 1913 & 1914.
do.	(51) Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency, for 1914.
Supdt. Govt. Printing, India	(52) Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills. April 1915.
Registrar University of Calcutta	(53) Calcutta University Calendar, Part II. 1914.
Sj. Ramendra Sundar Trivedi	(54) A vocabulary of the Japanese & Aryan Languages hypothetically compared by Kinza Hirat.

উপহারপ্রাপ্ত পুথি

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বসুগোপাধ্যায়	১। অধ্যাত্ম রামায়ণ (সম্পূর্ণ)
	২। বর্ষজিহ্বাকৌমুদী (অসম্পূর্ণ)
	৩। নিরুক্তর তত্ত্ব (খণ্ডিত)
	৪। উদ্যোগর তত্ত্ব (অসম্পূর্ণ)

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রাখালনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫। মহাবংশাবলী ( অসম্পূর্ণ )
	৬। অমরকোষ ( খণ্ডিত )
	উদাহতত্ব ( সম্পূর্ণ )
	প্রারম্ভিতত্ব ( অসম্পূর্ণ )
	৯। শুদ্ধিত্ব ( খণ্ডিত )
	১০। তিথিত্ব
	১১। অগ্নি ব্যাকরণ ( সম্পূর্ণ )
	১২।
	১৩। হরিবংশ ( খণ্ডিত )
	১৪।
	১৫। ভক্তসার
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী	১৬।
	১৭। গঙ্গাজল ( স্মৃতিসংগ্রহ, সম্পূর্ণ )
	১৮। স্মার্ত ব্যবহার্য
	১৯। উদাহতত্ব ( খণ্ডিত )
	২০। প্রাকৃতত্ব ( সম্পূর্ণ )
	২১। প্রারম্ভিতত্ব
	২২। জ্যোতিত্ব
	২৩। তিথিত্ব
	২৪। হস্তার্ণব কাব্য
	২৫। ভট্টকাব্য ( খণ্ডিত )
	২৬। একাক্ষরাভিধান ( সম্পূর্ণ )
	২৭। অমরকোষ ( অসম্পূর্ণ )
	২৮। " ( সম্পূর্ণ )
	২৯। " ( খণ্ডিত )
	৩০। ভক্তিরসাবলী ( সম্পূর্ণ )
	৩১। ত্রিমতাপবত ( খণ্ডিত )
	৩২। চূর্ণাপূজাপদ্ধতি
	৩৩। মহাত্ম্যত, বিরটিগর্ভ
	৩৪। মণি-কঙ্কিকা ( ২য়, অসম্পূর্ণ )
	৩৫। রসমঞ্জরী ( খণ্ডিত )

উপহারদাতা  
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী

গ্রন্থের নাম

- ৩৬। সামুদ্রিক লক্ষণ ( সম্পূর্ণ )
- ৩৭। আনন্দলহরী "
- ৩৮। ভক্তিরসাবলী ( অসম্পূর্ণ )
- ৩৯। শাস্তিধতক ( সম্পূর্ণ )
- ৪০। শিবপূজা-বিধি "
- ৪১। কাতকবৃত্তি "
- ৪২। ঐয়োগরত্নমালা প্রকরণ
- ৪৩। ঐয়োগরত্নমালা
- ৪৪। ঐয়োগরত্নমালা ( সমাসবিন্যাস, সম্পূর্ণ )
- ৪৫। " ( কারক কি ) "
- ৪৬। " "
- ৪৭। " ( তত্ত্বিত প্রকরণ )
- ৪৮। " ( আখ্যাত )
- ৪৯। " ভাবা-বৃত্তি ( ১ম ২য় অঃ ) "
- ৫০। " ( ৩য় ৪র্থ অঃ ) "
- ৫১। " ( ৫ম ৬ষ্ঠ অঃ ) "
- ৫২। " ( ৭ম ৮ম অঃ ) "
- ৫৩। হর্যোর ব্রতকথা ( খণ্ডিত )
- ৫৪। দত্তিপর্ক "
- ৫৫। মহাতারত ( শাস্তিপর্ক ) "
- ৫৬। " আশ্বর্ষ্যপর্ক  
( আশ্রমিকপর্ক সম্পূর্ণ )
- ৫৭। " ( ভীষ্মপর্ক ) "
- ৫৮। " ( বনপর্ক, খণ্ডিত )
- ৫৯। " ( নারীপর্ক, সম্পূর্ণ )
- ৬০। " ( সভাপর্ক ) "
- ৬১। " ( অশ্বমেধপর্ক, খণ্ডিত )
- ৬২। " ( আহ্নিকপর্ক ) "
- ৬৩। " ( অশ্বমেধপর্ক ) "
- ৬৪। " ( সভাপর্ক, সম্পূর্ণ )
- ৬৫। রত্নশাস্ত্র ( . . )

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	৬৬ চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য খণ্ড, খণ্ডিত)
	৬৭ " (অন্ত্য খণ্ড, " )
	৬৮ মহাভারত (আশ্চর্য্যাপর্ক, আশ্রমিকপর্ক)
	৬৯ রামায়ণ (কিঙ্কর্য্যাকাণ্ড)
	৭০ মহাভারত, শান্তিপর্ক (খণ্ডিত)
	৭১ " দূরলপর্ক "
	৭২ " দ্বীপর্ক "
	৭৩ " বিরাটপর্ক "
	৭৪ " উত্তোপপর্ক (সম্পূর্ণ)
	৭৫ " বিরাটপর্ক "
	৭৬ " দ্রোণপর্ক "
	৭৭ সৌপ্তিকপর্ক
	৭৮ কল্পিলীহরণ (মাধব-চরিত)
	৭৯ চৈতন্য-সংহিতা
	৮০ শ্রবণমঙ্গল পদাবলী (খণ্ডিত)
	৮১ প্রাচীন পদ (সম্পূর্ণ)
	৮২ কুন্তকর্ণের সারসার "

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, আজ বার্ষিক অধিবেশনের আনন্দের মধ্যেও আমরাগিকে কয়েকটি শোক-সংবাদ প্রকাশ করিতে হইতেছে। তন্মধ্যে লুকাবি, হুগলীর লজ ৮ বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এম্ মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে সাধারণের নিকট হইতে আমরা একটি সভা আহ্বানের জন্ত অমুত্থ হইয়াছি, তাঁহার বিরোধে শোকপ্রকাশের ব্যবস্থা সেই বিশেষ অধিবেশনে হইবে। অপর কয়েক জনের মধ্যে এলাহাবাদের ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল-মৃত্যু বড়ই কোতের বিষয় হইয়াছে। তিনি অল্প বয়সে বিচার ও কৃতিত্বে বশবী হইরাছিলেন। গোড়পাড় ও নারায়ণের সাংখ্যদর্শনের যে টাকা আছে, তাহার ইংরাজী তর্জমা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৮ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমপ্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে বনামধত্ত অতি বশবী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার স্বস্তর ৮ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। ৮ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ এক জন সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন, ব্রজমোহন কলেজ, মেট্রোপলিটান কলেজ ও রিগন কলেজে তিনি অধ্যাপকতা করিয়া বশোভ করিয়াছিলেন। ৮ রাজচন্দ্র চন্দ্র কলিকাতার সনাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার বিভাহুয়াগ ছিল, তিনি বব্যবসারে বশবী ছিলেন। তাঁহার ঔপ্ত দান ছিল। তাঁহার দানের কথা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহার কাছে অনেকই

উপকৃত হইতেন। তিনি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ৮৮নংনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতবাজারের সহকারী সম্পাদক হইয়া বেশ বশোলাভ করিয়াছিলেন, নানা মাসিক পত্রে লিখিতেন। ইহঁারা সকলেই অল্প বয়সে অকালে পরলোকে গিয়াছেন। এক সঙ্গে এতগুলি কৃতবিদ্য, কৃতী, বশব্দী যুবকের অল্প আত্ম আত্মদের শোক করিতে হইতেছে। ৮৮নংনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৮৮নংবাজারের বংশধর ছিলেন, তিনি ছোট আদালতে ওকালতী করিতেন ও সাহিত্য-পরিষদের বহু পুরাতন সদস্য ছিলেন। ইহঁার কিছু দিন পূর্বে মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আমরা সম্প্রতি সংবাদ পাইয়াছি মাত্র। বাহা হউক, এই সকল ব্যক্তির শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান হউক। অতঃপর সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়

সভাপতি।

# প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে শ্রাবণ ১৩২২, ৮ই আগষ্ট ১৯১৫, রবিবার, ৩৯০টা।

সভাপতি—কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ (সহকারী সভাপতি)

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্ত-নির্বাচন। ৪। পরিষদের সহকারী সভাপতির সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব (২৭ ও ৫৭ সংখ্যক নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য)। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ,—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বোষ বিদ্যাকৃষ্ণ মহাশয়ের “১৩২১ বঙ্গাব্দের বাঙালা-সাহিত্যের বিবরণ” ও (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয়ের “শিলিমপুরের খোদিত লিপি” নামক প্রবন্ধের। ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এন্ড ও (গ) কান্তিচন্দ্র রাষ্ট্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বোষ
রায় সাহেব “ দীনেশচন্দ্র সেন বিএ	“ অম্বোরনাথ বোষ
ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত	“ সতীশচন্দ্র মিত্র
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ	“ সত্যচরণ পাল
“ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ	“ রাজকুমার চক্রবর্তী
“ নিখিলনাথ রায়	“ হেমচন্দ্র বোষ
“ রসময় লাহা	“ জ্ঞানচন্দ্র বোষ
“ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	“ হরেশচন্দ্র বসু
“ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	“ মহেন্দ্রনাথ ব্রূথোপাধ্যায়
“ বোধিসত্ত্ব সেন	“ কৃষ্ণনাথ সেন
“ অবুতলাল বসু	“ বতীন্দ্রমোহন মিত্র
“ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ	“ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
“ অমূল্যচরণ বিদ্যাকৃষ্ণ	“ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
“ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	“ কিরণচন্দ্র দত্ত
“ মনোমোহন বসু	“ ডাঃ বতীন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত এম্ এন্স সি

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ

- শুভানন্দ স্বামী
- শান্তকুচরণ বিশ্বাস
- নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
- নিত্যানন্দ রায়
- পণ্ডিত কস্তুরী রত্নচারী
- ললিতমোহন পাল
- বতীন্দ্রমোহন রায়
- রায়হরি ভট্ট
- বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- গিরিশচন্দ্র দত্ত
- ননীমোপাল সরকার
- গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
- বসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুভট্ট

- হর্যাকুমার পাল
- নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
- তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
- উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
- নলিন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
- রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
- দেবকুমার রায় চৌধুরী
- অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল
- নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বিএল
- জে, এন্ দাশ গুপ্ত বিএ ( অক্সন )
- অমৃতলাল বসু
- রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
- কৃত্তনাথ ঘোষ এম্ এ

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক ।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী

ব্যোমকেশ মুস্তকী  
বাণীনাথ মল্লী  
জরেন্দ্রনাথ কুমার  
মৃণালকান্তি ঘোষ

} সহঃ সম্পাদকগণ ।

সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এন্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয় গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল । তাহার পর পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল এবং নূতন সদস্য নির্বাচন করা হইল । নিম্নে উপহারদাতৃগণের নাম, উপহারের বিবরণ এবং প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম সহ নূতন সদস্যগণের নামাদি লিখিত হইল ।

প্রস্তাবক

সমর্থক

সদস্য

শ্রীবসন্তকুমার রায়

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী

শ্রীবাদানন্দ বসাক বি এ,

৫৯ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

শ্রীমহাদেব সেন

৯৪১ মঙ্গলবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।



প্রভাবক	সমর্থক	সদন্ত
শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ ঞুপ	শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত ১৮১ মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এন. ঞুপ	শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীকিরণশঙ্কর রায় বি এ (অক্সন) ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা. ৭৮১ বলরাম দেব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীনরীগোপাল রায়	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বরা ১০ শ্রামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিকদার C/o. St. Clear Marry & Co. ৫১১ রয়াল এক্সচেঞ্জ।
শ্রীধরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীনীলমণি গঙ্গোপাধ্যায় বি এ হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। ৬৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১। তত্ত্বসংহিতা
আশুতোষ দাশ ঞুপ মহলানবীশ	২। টিন্না না কি
গণপতি সরকার	ঞুতুসংহার
সুখেন্দ্রলাল মিত্র	পুষ্পবাণবিলাসঃ
	প্রভাত-কমল
	৬ মহৎ জীবন (১ম খণ্ড)
	ভারত উপন্যাস
	আদিশূর ও বজ্রাল সেৎ
	৯ চিতোর-চাতকিনী
	১০ মেঘনাদ বধ নাটক
	১১ ধর্মসম্বন্ধ, (১ম ভাগ)
	১২ নৈশ-কারিনী কাব্য
	১৩ চোর না সাধু
	১৪ দত্তকমীমাংসা
	১৫। রূপকরত্নঃ

উপহাতি

উপকৃত পুস্তক

Officer-in-Charge, Bengal Sect.

16. Report on the Maritime Trade of Bengal, 1914-15.

17. Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies.

V. S. Dalal Esq. B. A

18. History of India from the Earliest Times, Vol 1.

Supdt, Govt. Printing, India

19. Annual Report of the Archaeological Survey of India, pt. I, 1912-13.

উপহাতি

Smithsonian Institution, Washington. ( through the Agent for Govt. Consignments, Bombay )

উপকৃত পুস্তক

উপকৃত পুস্তক

20. List of Publications of the Smithsonian Institution.	41. Do	Pt. I for	1886
21. Smithsonian Misc. Collections Vol. 45 Parts 3 4.	42. Do	Pt. I for	1887
22. Do Vol 47, Part 1	43. Do	"	1888
23. Do " 2	44. Do	"	1889
24. Do " 3	45. Do	"	1890
25. Do " 4	46. Smith. Misc. Collections	1913	
26. Smithsonian Misc Collections Vol 48, Part 1	47. Smithsonian Contributions to Knowledge	Vol 27, no 3.	
27. Do " 2	48. Do	Vol	30
28. Do " 3	49. Do	"	31
29. Do " 4	50. Do	"	32
30. Do Vol 50, Part 1	51. Do	"	33
31. Do " 2	52. Do	" Part of	34
32. Do " 3	53. Do	" Pt. of 34 Record of Atmospheric Nucleation	
33. Do " 4	54. Do	" Pt. of Vol. 35	
34. Do Vol 52, Part 1		The young of the Crayfishes.	
35. Do " 2	55. Do	" Part of Vol. 35	
36. Do " 3		The Apodons Holothurians.	
37. Do " 4	56. Do	" Pt. of 34.	
38. Smithsonian Report for 1883		Glaciers of the Canadian Rockies and Selkirks.	
39. Do " 1884	57. Do	" no. 884.	
40. Do Pt. I up to July 1885		The Internal work of the wind.	

## উপহৃত পুস্তক

## উপহৃত পুস্তক

58.	Smith. Misc. Collections no. 801	69.	Smithsonian Misc. Collections
	Experiments in Aerodynamics.		Vol. I.
59.	Do " no. 353	70.	Do " " " 9
	Tables & Results of the	71.	Do Diptera of North America
	Precipitation in Rain and		Pt. 4
	Snow in the U. S.	72.	Do Vol. 10
60.	Do " no. 443	73.	Do " 11
	Results of Meteorological	74.	Do " 13
	Observations made at Provi-		( W. S. National Museum )
	dence.	75.	Smith. Misc. Collections
61.	Do " no. 1309		Vol. 14
	Experiments with Ionized air.	76.	Do " Do 15
62.	Do " no. 980	77.	Do " Do 16
	On the Densities of Oxygen	78.	Do " Do 17
	and Hydrogen and on the	79.	Do " Do 18
	ratio of their atomic weights.	80.	Do " Do 19
63.	Do " 989	81.	Do " Do 20
	The Composition of Expired	82.	Do " Do 21
	Air and its effects upon	83.	Do " Do 22
	animal life.	84.	Do " Do 23
64.	Do " no. 1033	85.	Do " Do 24
	Argon, a new constituent of	86.	Do " Do 25
	the atmosphere	87.	Do " Do 27
65.	Do " no. 1034	88.	Do " Do 29
	Atmospheric actinometry.	89.	Do " Do 30
66.	Do Pt. of Vol. 29	90.	Do " Do 31
	A Determination of the ratio of	91.	Do " Do 32
	the Specific heats, constant	92.	Do " Do 33
	pressure and at constant	93.	Mountain Observatories in
	Volume for air. etc.		America and Europe.
67.	Do The Structure of the		(M. C. 1035)
	Nucleus.	94.	Bibliography of the Platinum
68.	On the Absorption and Emission		Group
	of air and its ingredients for	95.	Index to the Literature of the
	light of wave lengths		Spectroscope.

# কাৰ্য্য-বিবৰণী

উপহাৰিতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

উপহৃত পুস্তক

- |   |   |
|---|---|
| 96. Bibliography of Chemistry of Manganese 1785—1900.                           | 115. The development of the American Alligator.               |
| 97. Phylogeny of Fusus.   | 116. Smith. Explorations in Alaska in 1907.                   |
| 98. Bibliography of Chemistry, 1492-1879—See. 8.                                | 117. Cambrian Geology and Paleontology no. 2.                 |
| 99. Do „ 1st Supplement.  | 118. Do „ 3.  |
| 100. Do „ 1492 to 1902—2nd Supplement.  | 119. Do „ 4.  |
| 101. Index to the Literature of Thorium.  | 120. Do „ 5.  |
| 102. „ „ Thallium ( 1861 to 1896 )  | 121. Do „ 6.  |
| 103. Researches in Helminthology and Parasitology.                              | 122. Do „ 7.  |
| 104. Researches on attainment of very low temperatures Pt. I                    | 123. Samua Pierpont Langley Memorial Meeting.                 |
| 105. Index to the Literature of Gallium 1874 1903.                              | 124. The Constants of Nature Pt. V. ( atomic weights )        |
| 106. Do of Indium 1868 to 1903.   | 125. A new rodent of the genus Saccostomus.                   |
| 107. Do of Germanium 1886-1903.   | 126. Five new rodents from British East Africa.               |
| 108. Smithsonian Exploration in Alaska in 1904.                                 | 127. A new sable antelope.                                    |
| 109. Report on the Crustacea collected by the North Pacific Expedition 1853-56. | 128. A new species of Hippopotamus                            |
| 110. Researches on the attainment of low temperatures Pt. II.                   | 129. Development of the Brain of American alligator.          |
| 111. Index to Cambrian Geology and Paleontology Pt. I.                          | 130. Landmarks of Botanical History Pt. I Prior to 1562 A. D. |
| 112. Cambrian Geology & Paleontology no. I.                                     | 131. Smith. Miscel. Collection.                               |
| 113. The Mechanics of the Earth's Atmosphere.                                   | 1929 Vol 56 no I.   |
| 114. The Taxonomy of the Muscoid Flies.   | Do 1930 „ 2   |
|   | Do 1931 „ 3   |
|   | Do 1933 „ 4   |
|   | Do 1935 „ 5   |
|   | Do 1936 „ 6   |
|   | Do 1937 „ 7   |
|   | Do 1941 „ 8   |

## Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

উপহৃত পুস্তক

137.	Smith Miscel. Collection,	1942	Vol 56 no 9	170.	Cambrian Geology and Paleontology II, Vol 57 no 4
138.	Do	1945	" 10	171.	Do " " 5
139.	Do	1946	" 11	172.	Do " " 6
140.	Do	1947	" 12	173.	Do " " 7
141.	Do	1988	" 13	174.	Do " " 8
142.	Do	2003	" 14	175.	Do " " 9
143.	Do	2004	" 15	176.	Do " " 10
144.	Do	2005	" 16	177.	Do " " 11
145.	Do	2006	" 17	178.	Do " " 13
146.	Do	2007	" 18	179.	Index to Cambrian Geology and Paleontology Vol. 57—
147.	Do	2008	" 19	180.	Smith. M. C. 1987 Vol 58.
148.	Do	2010	" 20		no 2
149.	Do	2015	" 21	181.	Do " 2077 59 2
150.	Do	2053	" 22	182.	Do " 2078 " 3
151.	Do	2054	" 23	183.	Do " 2079 " 4
152.	Do	2055	" 24	184.	Do " 2080 " 5
153.	Do	2056	" 25	185.	Do " 2081 " 6
154.	Do	2062	" 26	186.	Do " 2082 " 7
155.	Do	2058	" 27	187.	Do " 2088 " 8
156.	Do	2059	" 28	188.	Do " 2085 " 9
157.	Do	2064	" 29	189.	Do " 2086 " 10
158.	Do	2066	" 30	190.	Do " 2087 " 11
159.	Do	2067	" 31	191.	Do " 2088 " 12
160.	Do	2068	" 32	192.	Do " 2090 " 13
161.	Do	2069	" 33	193.	Do " 2092 " 14
162.	Do	2070	" 34	194.	Do " 2093 " 15
163.	Do	2072	" 35	195.	Do " 2094 " 16
164.	Do	2073	" 36	196.	Do " 2188 " 17
165.	Do	2074	" 37	197.	Do " 2184 " 18
166.	Cambrian Geology and Paleontology II, Vol 57 no 1.			198.	Do " 2189 " 20
167.	Do " "		2	199.	Do " 2141 60 1
168.	Do " "		2	200.	Do " 2142 " 2
169.	Do " "		3	201.	Do " 2143 " 3

202. Smith. Miscel. Collection,				236. Smith. Miscel. Collection,			
		2144	Vol 60 no. 4			2238	Vol 61 no 11
203.	Do	2145	5	237.	Do	2239	12
204.	Do	2146	6	238.	Do	2240	13
205.	Do	2147	7	239.	Do	2241	14
206.	Do	2148	8	240.	Do	2242	15
207.	Do	2149	9	241.	Do	2243	16
208.	Do	2150	10	242.	Do	2245	17
209.	Do	2151	11	243.	Do	2248	19
210.	Do	2152	12	244.	Do	2251	20
211.	Do	2153	13	245.	Do	2252	21
212.	Do	2157	14	246.	Do	2255	22
213.	Do	2158	15	247.	Do	2258	23
214.	Do	2159	16	248.	Do	2259	24
215.	Do	2163	17	249.	Do	2260	25
216.	Do	2164	18	250.	Do	2227	Vol 62 no I
217.	Do	2165	19	251.	Do	2253	2
218.	Do	2166	20	252.	Do	2273	3
219.	Do	2167	21	253.	Do	2254	Vol 63 no. I
220.	Do	2168	22	254.	Do	2261	2
221.	Do	2170	23	255.	Do	2262	3
222.	Do	2171	24	256.	Do	2264	4
223.	Do	2173	26	257.	Do	2266	5
224.	Do	2174	27	258.	Do	2272	7
225.	Do	2175	28	259.	Do	2275	8
226.	Do	2180	Vol 61 no 1	260.	Do	2315	9
227.	Do	2181	2	261.	Do	2316	10
228.	Do	2182	3	262.	Do	2269	6
229.	Do	2183	4	263.	(Smithsonian Physical Tables)		
230.	Do	2184	5		Do	2263	Vol 64 no I
231.	Do	2229	6	264.	Cambrian Geology & Paleontology Vol. 64 no II		
232.	Do	2231	7	265.	Do	Paleontology III no 2	
233.	Do	2232	8	266.	Do	2319	Vol 65
234.	Do	2236	9				no 1
235.	Do	2237	10				

## উপহারদাতা

Smithsonian Institution

## উপহৃত পুস্তক

267. Do „ 1087 A catalogue of Earthquakes on the Pacific Coast.
268. Methods for determination of Organic matter in air.
269. Air and Life.
270. The atmosphere in relation to human life and health.
271. The air of towns.
272. Equipment and Work of an Airo-Physical Observatory.

## পুঁথি

## শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রজচাঁদী

- ১। চৈতন্যচরিতামৃত—অষ্টা খণ্ড, সম্পূর্ণ
- ২। মহাভারত—উত্তোপ পর্ব, খণ্ডিত
- ৩। গদ্যভক্তি-ভরদ্বী
- ৪। পদ্মাস্ত সমুদ্র—শেষ নাই
- ৫। উপাসনাতত্ত্বনিরূপণ—সম্পূর্ণ
- ৬। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড, সম্পূর্ণ
- ৭। শ্রবণমঙ্গল
- ৮। প্রেমভক্তিচক্রিকা
- ৯। ভ্রমরগীতা

## মদেন্দ্রমোহন ঠাকুর

## পুলিনবিহারী দত্ত

সভার অল্প কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে রাণাঘাট কুন্ডিবাণ-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির তুতপূর্ব সম্পাদক শ্রুতি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে জানাইলেন যে,—বহু পূর্বে সাহিত্য-পরিষৎ হইতেই ফুলিয়া গোমে কবি কুন্ডিবাসের ভিত্তার কুন্ডিবাসের স্মৃতি-রক্ষার্থ চেষ্টা হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার ভিত্তার কতকটা অংশ কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর আজ কয়েক বৎসর হইতে রাণাঘাটে একটি সমিতি হইয়াছে। এই সমিতি কুন্ডিবাসের স্মৃতিরক্ষার্থ আজ কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়া ২২৭৭/১১ পাই টাকা টাকা ফুলিয়াছেন এবং আরও ৪৫০০ টাকা আদায় পাইয়াছেন। কোলার লক-ম্যাজিষ্ট্রেট সকলেই এ কার্যে বহু লইতেছেন। স্থির হইয়াছে—(১) কবি কুন্ডিবাসের “দোলমুক” নামে যে মাটির চিপিটা আছে, তাহা আর না ধসিয়া যায়, এমন করিয়া বেড়া দিয়া রক্ষা করা হইবে, আর তাহার নিকট একটা পাথরের ঘাস বসাইয়া তাহাতে স্মৃতিকলক লাগাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার লক্ষ্য ১৫০০ আনান্ন ব্যয় করা হইবে। ভিত্তি ইঞ্জিনিয়ার ইহার খরচা

এটিমেন্ট করিয়া দিবেন। (২) নিকটবর্তী বয়ড়া গ্রামের মহাইরাজী স্কুলটি কৃতিবাসের ভিটায় আনিয়া বসাইয়া তাহার “কৃতিবাস মেমোরিয়াল স্কুল” নাম করা হইবে। আশা আছে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এই স্কুল চালাইবার কতকটা ভার লইবেন। ইহার একটা পাকা বাড়ী করিয়া দিতে হইবে। শ্রুতিসমিতি তাহার জন্ত ৬০০ টাকা দিবেন, আর বাকী টাকা স্থানীয় লোকেরা দিবেন। স্কুলটা হইলে দোলমঞ্চের চিপটা থাকিবে ভাল। ইহার কাছে কৃতিবাসের নামে একটা কুয়া কাটান হইয়াছে, তাহাও স্কুল হইলে, ভাল থাকিবে। কবি কৃতিবাসের নাম বাঙ্গালার সর্বত্র। সর্বত্র চাঁদা উঠিলে বহু টাকা হইবে, আশা করা যায়। তাহার জন্ত কলিকাতাতেও সভা ডাকিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহাতে যদি আশাহুরূপ টাকা পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই টাকা দিয়া কৃতিবাসের নামে পদক ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গত দোলপূর্ণিমায় ডাঃ রবীন্দ্রনাথ গিয়া ভিত্তি স্থাপন করিবেন, এরূপ কথা ছিল, কিন্তু যোগাযোগ হইল না। এক্ষণে আগামী ৩রা অক্টোবর তারিখে মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কার্য্য সমাধা করিবেন, ঠিক হইয়াছে। যাহারা সেই উৎসব-সভায় যোগ দিবেন, তাহারা সেই সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাণাঘাটে পত্র লিখিলে যান-বাহনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ সাহিত্য-পরিষদেই পাইবেন। রাণাঘাট হইতে ফুলিয়া যাতায়াতে ১৪ মাইল; পূর্বে হইতে ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা না করিলে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয় কার্যানির্কাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিলেন যে, যখন সাহিত্য-পরিষদের সহস্রাধিক সদস্য ছিল, তখন সহকারী সভাপতির সংখ্যা ৪ জন করা হইয়াছিল, এখন সদস্য-সংখ্যা ছই সহস্রাধিক; এ জন্ত কার্য্য-নির্কাহক-সমিতি নানা বিষয়ে বিচার করিয়া অবস্থা বিবেচনার স্থির করিয়াছেন যে, এখন ইহার সহকারী সভাপতির সংখ্যা ৪ হইতে ৮ করা আবশ্যিক। অতএব আমি কার্যানির্কাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিতেছি যে, সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির সংখ্যা ৪ হইতে বাড়াইয়া ৮ জন করা হউক এবং সে জন্ত সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলীর ২৭ ও ৫৭ সংখ্যক নিয়মাবলীতে যে যে পরিবর্তন করা আবশ্যিক, তাহা করা হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় ইহা সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—যখন কার্যানির্কাহক-সমিতি সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া ইহা কর্তব্য এবং আবশ্যিক বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখন আর আমাদের এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। এই প্রস্তাব গৃহীত হউক। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞাত্বয় মহাশয় তাঁহার “১৩২১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ” নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেন।

গ্রন্থ পাঠের পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অমূল্য বাবুর গ্রন্থটিতে জ্ঞাতব্য বহু কথা আছে। তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া, যেরূপ বিচার করিয়া স্মৃতিত পুস্তকাদির



ও সাময়িক সাহিত্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই স্মার পণ্ডিতের উপযুক্ত। বিশেষতঃ প্রতি বৎসর এই কার্য্য করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অস্তুর পক্ষে দৃশ্য। প্রবন্ধটি শুনিতে আপাততঃ নীরস হইলেও প্রবন্ধের উপদেশতা এবং উপকারিতা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আজ আমাদের আরও একটি প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয় আজ উপস্থিত নাই, তাহার প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পড়িবেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন,—বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানার অন্তর্গত সিলিমপুর বলিগ্রাম গ্রামে একটি দীঘীর ধারে একটি প্রাচীন থাম পড়িয়া আছে শুনিয়া বরেন্দ্র অম্মসন্ধান-সমিতি হইতে আমরা তাহা আনিতে যাই। সেই থামটিতে, একটা লেখ আছে, ওয়েষ্ট মেকট সাহেব সেটা দেখিয়া তাহা ছাপাইয়া গিয়াছেন। সেই সময়েই আর একখানি শিলালিপির সন্ধান পাই। সিলিমপুর হইতে অধ্যাপক বসাক সেখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং তাহার পাঠ উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমার ইহা সমস্ত পড়া নাই। আমি শ্লোকগুলি পড়িয়া ব্যাখ্যাস করিয়া আপনাদিগকে মোট কথাটা শুনাইয়া দিব। বিচার-বিতর্ক ও মীমাংসা প্রবন্ধ ছাপা হইলে আপনারা দেখিয়া লইবেন। কাল কষ্টপাথরে লেখখানি খোদা। পাথরখানিও উৎকৃষ্ট জাতের এবং অক্ষরগুলি সুন্দর এবং বড় বড় করিয়া খোদা। পালিসও খুব ভাল। ভরদ্বাজ গোত্রের প্রহাস নামে কোন ব্রাহ্মণ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই লেখ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে জয়পাল নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। পুণ্ড্রদেশে শ্রাবস্তী নগরে এই ব্রাহ্মণবংশের আকরস্থান, বালগ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। শিল্পী এই লিপি খোদাই করিয়া শেষে নিজে একটি স্মিষ্ট শ্লোক রচনা করিয়া ইহাতে খুদিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার এই খোদাই কার্য্যের প্রতি কতটা যত্ন, কতটা শ্রীতি, তাহা জানা যায়। এই সকল কথাই পর তিনি প্রবন্ধ হইতে লেখখানির শ্লোকমালা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—অধ্যাপক বসাক মহাশয় যখন অম্ম-পস্থিত, তখন ইহার কোন সমালোচনা হওয়া ঠিক নহে। তবে দেখা বাইতেছে যে, ইহা হইতে আদিশুরের সময়ে ব্রাহ্মণাগমন প্রস্তাব সম্বন্ধে কুলশাক্তের উপাখ্যান ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত বোমাকেশ মুস্তাকী মহাশয় রাধাল বাবুর এই কথা লইয়া বহু আলোচনা করিলে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক যখন উপস্থিত নাই এবং প্রবন্ধেও যখন এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার সম্পূর্ণ নাই, তখন এ সম্বন্ধে আলোচনা এখন স্থগিত থাকাই উচিত।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিভাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয়

বলিলেন,—দেশের সমস্ত সাহিত্যিক সভাসমিতি, এমন কি, এসিয়াটিক সোসাইটী ধরিয়্যও আমাদের সাহিত্য-পরিষদের প্রয়োজনীয়তা বড় কম নহে। গত বার্ষিক অধিবেশনে এইখানে একখানি নূতন তান্ত্রশাসনের বিষয় শুনিয়া গিয়াছি। আবার ১৫ দিন পরে আজ আরও একখানি শিলালিপির কথা শুনিতেছি। সাহিত্যের সকল দিক্ ধরিয়্য বিবেচনা করিলে সাহিত্য-পরিষৎকে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক বসাক যদিও আসেন নাই, কিন্তু অক্ষয় বাবু আমাদের সে অভাব বুঝিতে দিলেন না। তিনি ইতিহাস আলোচনার জন্ত আসিয়া একটা উদ্বীপনা জাগাইয়া দিলেন। মতভেদ থাকিবেই, না থাকিলে আলোচনাই হয় না। তথাপি তিনি যে একটা নূতন উদ্বীপনা জাগাইলেন, এই জন্ত আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। প্রবন্ধ-লেখক এই শিলালেখ আবিষ্কার জন্ত ধন্যবাদার্থ। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি আজ আমাদের সভাপতি। তিনি আমাদের সহকারী সভাপতি হইলেও তাঁহাকে সৰ্ব্বদা পাই না। তাঁহাকে আজ ধন্যবাদ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে বরদা বাবুর কথাও বলিতেছি। তিনি আমার বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি মনোহর ছিল, আবৃত্তির কৌশল মুগ্ধকর ছিল। আমি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অধ্যাপক বসাক এই আবিষ্কার, পাঠোদ্ধার ও প্রবন্ধের জন্ত আমাদের ধন্যবাদার্থ। অক্ষয় বাবু আজ ইহা পড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কৃতিত্ব সম্বন্ধে সম্প্রতি নূতন সম্বাদ এই, তাঁহারা গুপ্তযুগের একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ঐ শিলালেখ ব্যতীত আরও পাঁচখানি তান্ত্রশাসন পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে গুপ্তযুগের তান্ত্রশাসনও আছে। গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তি আরও পাওয়া গিয়াছে কি না, জানি না; রাখাল বাবু বলিতে পারেন। রাখাল বাবু বলিলেন,—গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তি আরও অনেক পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফা মহাশয় জানাইলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের মৃত সদস্য মহেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ মহাশয় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। কান্তিচন্দ্র রায়ী মহাশয় হুগলীর মোক্তার ছিলেন ও “নবদ্বীপমহিমা” নামে নবদ্বীপের ইতিহাস-কথা লিখিয়া গিয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় একজন উকীল ছিলেন। ইহাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা বাইতেছে। বথারীতি ইহাদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান হইবে।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফা

সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## প্রথম বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে শ্রাবণ ১৩২৩, ৮ আগষ্ট ১৯১৫, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

সভাপতি—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ

সুকবি ও সুপ্রসিদ্ধ জেলাজজ বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস মহাশয়ের অকাল-মরণে শোক-প্রকাশের জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু গ্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয়ের সমর্থনে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতি হন।

সভাপতি দীনেশ বাবু আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ যে মহাত্মার অকালমরণে শোকপ্রকাশের জন্ত আমরা একত্র হইয়াছি, তিনি আমার হিতৈষী, বন্ধু ও পরম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার শোকসভায় আমার সভাপতির আসন দিয়া আপনারা আমার অত্যন্ত সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমি দুই চারি কথা লিখিয়া আনিয়াছি, তাহা পড়িয়া দিলেই আমার বাহা কিছু বক্তব্য, তাহা বলা হইবে। ইহা শোক-সভা, এখানে বেশী কিছু বলা কাহারও দরকার হয় না। নীচুবই শোকের কাজ বেশী হইয়া যায়, কাজেই সভাপতিরূপে আমি অল্প কথা বলিলেও তাহা অশোভন হইবে না। অন্তঃপর দীনেশ বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িলেন;—

“সম্ভবতঃ ইংরাজী ১৮৯২ সালে বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সেটলমেন্ট আফিসার হইয়া কুমিল্লা যান। তখন আমি ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার। আমরা একটা সাহিত্যিক ক্লাব খুলি, বরদা বাবু তাহার প্রেসিডেন্ট হন। এই সময়ে তাঁহার অবসরের অনেকগুলি কবিতা রচনা হয়। আমি সাহিত্যিক ক্লাবের সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত আমার প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইত। বিদেশে বাস করার সময় বরদা বাবু সাহেবী চাল-চলনে থাকিতেন, কড়া হাকিম বলিয়া লোকে তাঁহাকে ভয় করিত। সবজজ ডেপুটিরাও তাঁহার সঙ্গে খুব ঘেঁসিতে পারিতেন না; তিনি তাঁহাদের নিকট সাহেব সিভিলিয়ানদের মত পূর্ণ সম্মান আদায় করিয়া লইতেন—ইহাতে জ্যেষ্ঠ জবরদস্তী কিছু ছিল না, তাঁহার ব্যবহার, কথাবার্তা ও কার্য্যপ্রণালীতে সহজপ্রজ্ঞা আকর্ষণ করিত। সাহেবদের সঙ্গেও তাঁহার ব্যবহার তুল্যরূপই ছিল, তাঁহারাও মিষ্টার মিত্রকে শ্রদ্ধা করিতেন; কারণ, তাঁহার মত ইংরেজী লিখিতে, নিজের মত বজায় রাখিয়া কর্তব্য সাধন করিতে সাহেবেরাও অনেক সময় পারিতেন না। অনেক বড় বড় সাহেবের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু বরদা বাবু নিজে যৎপরোনাস্তি ভাল

মানুষ হইলেও বাধ্য হইয়া বিবাদে প্রবিষ্ট হইলে, প্রতিপক্ষ তাঁহার তেজ দেখিয়া হটতেন, মিষ্টার মিক্স এ বিষয়ে নাছোড়বান্দা ছিলেন। যাহারা মঞ্চস্থলে তাঁহাকে জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বরদা বাবু পুরুষসিংহ—সকলকে নিজের তেজস্বিতা দ্বারা চমৎকৃত করিয়া নির্ভীকভাবে কর্তব্য করিতেন। অগাধ পাণ্ডিত্যবলে তিনি অনায়াসে শিক্ষিত সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেন। কি ধর্ম, কি সাহিত্য, কি বর্তমান সামাজিক ভাব, যে সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতেন, তাহাতে তিনি এতটা আবেগ, এতটা পাণ্ডিত্য ও হৃদয়দৃষ্টির অবতারণা করিতেন যে, অধিকাংশ স্থলে তিনিই বক্তা হইতেন, অনেক বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি চুপ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেন এবং তাহা হইতে অনেক উপদেশ ও জ্ঞান লাভ করিতেন।

তিনি কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এম্ এ পরীক্ষায় সর্বপ্রথম হইয়া এবং ষ্টাটুটোরি সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু সুবর্ণ-পদক বক্ষে ঝুলাইয়া ও রাজকার্যের নেতা হইয়া তিনি লোকশ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন নাই, তিনি যেখানে ছ' দণ্ড কথা কহিতেন, সেখানে লোকে বৃদ্ধি পেত, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়; যখন লেখনী চালনা করিতেন, তখন সেই লেখনীর ক্ষিপ্ৰকারিতা ও তেজস্বিতা যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়। উচ্চ রাজকর্মচারীদের প্রতি সম্মানের ক্রটি না দেখাইয়াও বিবেকানুমোদিত পথে চলিতে তিনি একবারও দ্বিধা বোধ করিতেন না, ফলাফলের ভার ভগবানের উপর রাখিয়া তাঁহারই নির্দিষ্ট আলোপথে গন্তব্য স্থির করিতেন—যাহারা তাঁহার সেই নির্ভীকতা ও কর্তব্য-নিষ্ঠা দেখিতেন, তাঁহারা বুঝিতেন, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়। এই শ্রেষ্ঠত্বের তিলক তাঁহার ললাটে বিধাতা নিজ হস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন; তিনি যেখানে যাইতেন, সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর আঁগে পড়িত, যাহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও বিশ্বাসের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—‘এ লোকটি কে?’ বস্তুতঃ পরিচয় দেওয়ার যোগ্য মহৎ ব্যক্তি তিনি ছিলেন। আজ, হে বন্ধু, তোমার উন্নত বপু, তোমার প্রতিভাদীপ্ত গৌরবর্ণ মুখ, তিল-ফুল-হৃদয়ের নাগিকা ও পদ্মকঙ্ক আমার মনে পড়িতেছে, সেই মুখোচ্চারিত ভাগীরথী-প্রবাহ তুল্য কত পুণ্য কাব্য-কাহিনী আজ স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইতেছে।

বরদা বাবুর কাব্য আপনারা পড়িয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশে কবিতা লিখিয়া লব্ধ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা আপনাদের অনেকে তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন, কবিতার সেরূপ মধুর ও তেজস্বী আরুতি আমি আর শুনি নাই। বোধ হয়—এ জীবনে আর শুনিব না। জীবনের ভাবী ও বর্তমানে এই এক মহা রসধারার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল। বরদা বাবুর কতকগুলি শেষ কবিতায় বঙ্গভাষার নূতন সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় বাঙ্গালার একটা ওজস্বিতার স্রোত আনিয়াছেন, বরদা বাবুর শেষ কবিতাগুলি মিত্রাক্ষরে রচিত হইয়া যে গুরুগাভীর্ষ্য ও ওজস্বিতার প্রস্রবণ বহাইয়া

দিয়াছে—তাহা শুনিয়া মনে হয় যে, বাঙ্গালী কবিরা শুধু লবঙ্গলতার মত কোমলকান্ত পদ-রচয়িতা নহেন, তাঁহারা কেবল চুংরী বা একতালায় হাতবশঃ লইয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আসেন নাই, ঋপদ ও মধ্যমানেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। আপনাদের কেহ কেহ সেই সকল কবিতা তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন,—আমি যখন তাহা শুনিতাম, তখন মনে হইত, হিমালয় পর্বত গভীর নিশ্বনে কথা কহিতেছে, কিম্বা মহাসাগর বাতান্বলিত হইয়া মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই বাণী প্রকৃতই পিণাকপাণির বদনোচ্চারিত ওংকারের ত্রায় ভৈরব রবে বঙ্কিত হইয়া উঠিত।

বরদা বাবু বেশী লেখেন নাই; যাঁহা লিখিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই এখনও পুস্তকাকারে ছাপা হয় নাই। আপনারা তাহার ছাপার ব্যৱস্থা করিতে পারেন,—তাঁহার পুত্রগণ আপনাদের উৎসাহ ও আগ্রহের নিদর্শন পাইলে উদ্যোগী হইবেন, সন্দেহ নাই।

মাতৃষের দুই দিক আছে, একটা তাহার মস্তিষ্কের পরিচায়ক, অপরটা তাহার হৃদয়ের গুণজ্ঞাপক। বরদা বাবুর ত্রায় সহৃদয় লোক এ সংসারে অনেক নাই। তিনি পরের হুঃখ দেখিলে গলিয়া যাইতেন; কেহ নিজের হুঃখের কথা জানাইলে তিনি তাহার বিপদ নিজে কাঁধে করিয়া লইতেন। যখন আমি উৎকট মস্তিষ্করোগে আক্রান্ত হইয়া একরূপ অকর্মণ্য হইয়া ৬৭ বৎসর শয্যাগত অবস্থায় ছিলাম, তখন প্রধানতঃ বরদা বাবুর সহায়তাতেই আমি গবর্ণমেন্টের বৃত্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলাম; আমার জ্যেষ্ঠ কস্তার বিবাহের প্রায় সমস্ত টাকা বরদা বাবুই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর আমার নিদারুণ অর্থকষ্টের সময় উড়িয়া হইতে তিনি প্রায় ৩৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন,—বিপৎকালে আমি তাঁহারই মধ্যে আমার প্রতি ভগবৎরূপার সত্তা অনুভব করিয়াছিলাম; শুধু আমি নহি, অনেক সাহিত্যিক তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। আমার বন্ধু কবির শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি এল এখন উচ্চপদস্থ, কিন্তু এক সময়ে অর্থকষ্টে পড়িয়া বরদা বাবুর দ্বারা তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

লেখকমাত্রই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। তিনি নিজে সাহিত্যিক ছিলেন এবং সাহিত্যিকগণের অকুজ্বল বন্ধু ছিলেন। সাহিত্যাগোচনার রত হইলে তিনি অনেক সময় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। আপনারা অনেকেই এ সম্বন্ধে জানেন।

আমি পূর্বে লিখিয়াছি, বরদা বাবু বিদেশে সাহেবী চালচলনে থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়টি প্রকৃত হিন্দুর ছিল। শারদীয় পূজার আরতির সময় তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—নগ্নপদে, জোড়হস্তে, পূজকের ভাবে শাস্ত্রনেত্রে ভগবতীর মুখের দিকে বদ্ধলক্ষ্য হইয়া থাকিতেন, এই সময় তিনি কত ভক্তির কথা, কত ধর্মের কথা অপূর্ণ আনন্দ-সহকারে বলিতেন; যে শুনিত, সেই মুগ্ধ হইত। প্রবাস অর্থাৎ চাকুরীস্থল হইতে যখন তিনি গৃহে ফিরিতেন, তখন সাহেবী ঘুচিয়া ভট্টাচার্য্যের ভাব দেখা যাইত; নেকটাই, কোট, ওয়েস্টকোট ও হ্যাট পোটমেন্টের অংশায়িত হইত,—শাট ও চটিভূতা পরিয়া তিনি বাঙ্গালী

হইতেন,—দেবপূজার সময়ে তাঁহার ভক্তির ভাবের কথা আমি বলিয়াছি। কিন্তু কাষ্ঠ, পাষাণ ও মৃত্তিকার দেবতা অপেক্ষাও প্রকৃত দেবতা তাঁহার ছিল, সে রক্তমাংসের দেবতা। বেণীবাবুর নিকট বরদা বাবুকে আপনারা হয় ত অনেককেই অনেক বার দেখিয়াছেন। সে দৃষ্টের তুলনা নাই। পিতা স্বর্গ, পিতা মোক্ষ—এ কেবল কেতাবতী গৎ নহে, এই ভাব তাঁহার মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রৌঢ়বয়স্ক বিচারপতি পিতার নিকট চিরকাল একটি বালকের মত ছিলেন, পিতার প্রতি কথা সম্মানের সহিত শুনিতা তাঁহার চরণোপান্তে বসিয়া থাকিতেন; কখন বেণীবাবুকে পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেন, কখনও তাঁহার মুখে পূর্বকাহিনী শুনিতা নানা প্রশ্ন করিতেন। বেণীবাবুর একটু অসুখ হইলে তাঁহার ভাবনায় ঘুম হইত না। যে কয়েক দিন গৃহে থাকিতেন, অধিকাংশ সময় পিতার কাছে বসিয়া কাটাইতেন। পিতার গুণকাহিনী কীর্তন করিতে করিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। আমি তখন বেণী বাবুর গুণের অপেক্ষা বরদা বাবুর পিতৃবাৎসল্যের কথা বেশী ভাবিতাম। দুই তিন বৎসর হইল, বেণী বাবু ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন; তদবধি বরদা বাবুর অসুখ। তাঁহার মৃত্যুর কতক দিন পূর্বে আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন আমি বলিয়াছিলাম—“বেণীবাবুর মৃত্যুর পর হইতেই আপনি নানা পীড়াতে কষ্ট পাইতেছেন, আপনি কি পিতৃশোক বেণী বিহ্বল হইয়াছিলেন?” এই প্রশ্ন করিয়া বুকিলাম, বড় অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছি। কারণ, দেখিলাম, বরদা বাবু কোন উত্তর করিলেন না, তাঁহার দুইটি বিশাল চক্ষু অশ্রুতে পুরিয়া গেল ও গঙ বহিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বরদা বাবু বাক্য ও ব্যবহারে সংযত ছিলেন। পিতৃশোক সেই সংঘমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়াছিল। তাঁহার পীড়ার পক্ষে ইহা অনিষ্টকর বুকিয়া আমি ভৎসনাং অস্ত্র কথা পাড়িলাম এবং তাঁহার মন বিষয়াস্তরে ধাবিত করাইতে চেষ্টা করিলাম।

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি শীঘ্র সারিয়া উঠিবেন। তিনি নিজের রোগ উৎকট বলিয়া কখনই মনে করেন নাই। মৃত্যুর ২৩ মাস পূর্বে এক দিন আমি তাঁহাকে দেখিতে বাইরা ভীত হইয়াছিলাম। তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ উজ্জ্বল মুখশ্রী তখন একবারে গিয়াছে, মুখখানি অনেকটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বেণীবাবুর মত হইয়া গিয়াছিল। পিতা পুত্র যে মুখের এতটা সাদৃশ্য, তাহা সেই দিন আমি প্রথম উপলব্ধি করিলাম। বেণীবাবু নবতি বর্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বরদা বাবু মৃত্যুকালে বোধ হয়, ৫৩৫৪ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন।

বড় আশা ছিল, হাইকোর্টের জজ হইবেন। কুমারটুলিতে বাড়ী করিয়া তিনি কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন—নিজ বাড়ীতে থাকিয়া কাজ করিয়া এই ঋণ শোধ করিবেন, এই ভরসা ছিল। কিন্তু অবশেষে যখন তিনি হাইকোর্টের জজের পদের জন্য নির্বাচিত হইলেন—তখন উচ্চতম বিচারালয় হইতে তাঁহার নামে সমন পৌছিয়াছিল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত—সর্ব ঋতুতে বাহার গতিবিধি—বাহার আহ্বান অনিবার্য্য এবং অলঙ্ঘ্য, সেই কাল তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। আমাদের শোক-সভা করিয়া কিরূপে ব্যথাইব, আমাদের কতটা ক্ষতি হইয়াছে! আমাদের কবিতা-রাজ্যের কোকিল নীরব হইয়াছে, দয়ার প্রসবণ শুকাইয়াছে, সাহস

ও ভরসার মহীকুহ ভাঙ্গিয়াছে, পিতৃমাতৃ-বাৎসল্যের কুসুমিতা লতা ছিন্ন হইয়াছে ও ভক্তির ক্ষেত্র উষর হইয়াছে।

যখন তিনি বীরভূমের জঙ্গ ছিলেন, তখন চণ্ডীদাসের স্মৃতিমন্দির রচনার জন্ত তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন; এই জন্ত তিনি ৫০০০০ টাকা উঠাইবেন—সংকল্প করিয়া অনেক বড় বড় সাহিত্যিককে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে একটা চতুর্দশপদী কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিবার কথা ছিল। তিনি জীবিত থাকিলে এই কার্য শেষ করিয়া যাইতেন। আজ চণ্ডীদাসের স্মৃতিচিহ্নের পাশ্বে আমরা বরদাকবির স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিতে প্রস্তাব করিব কি? কবির স্মৃতিচিহ্ন কবিতা; মন্দিরের প্রস্তর ধসিয়া যায়—তাহার চূড়া বজ্রাহত হইয়া বিনষ্ট হয়,—কিন্তু চূর্দান্ত কাল কবিতার একটি অক্ষরও মুছিতে পারেন না,—কবির প্রতি সম্মান যে দেখায়, সেই কবির অমরত্বের অংশী হয়, কবি নিজ সাধনায় অমর। নবদ্বীপের কত রাজা রাজমুকুট রাখিয়া আশানে গিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র নিজের অমরত্বের ভাগ কৃষ্ণচন্দ্রকে দিয়া গিয়াছেন,—আমরা আজ কবির স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইয়া সাহিত্য-পরিষৎ-গৃহকে তীর্থে পরিণত করিব, এই চেষ্টা হউক,—তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিব, এই অহংকার যেন না হয়।”

ইহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তাফী মহাশয়ের লিখিত কবির একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পড়িয়া শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানগার্ণব মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থাপন করিলেন;—“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অঙ্ককার এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া বঙ্গ-জননী প্রিয় সন্তান, মাতৃভাষানুরাগী, সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।” পরে বলিলেন,—সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয় আমার বন্ধু, স্বজাতি ও কটুপ ছিলেন। তাঁহার জায় সজ্জন মহাপুরুষ অল্পই দেখা যায়। সভাপতি মহাশয়ের প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে বরদা বাবুর সঙ্গুণের বহু পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার মত লোক আর একটি শীঘ্র পাইব না। যখন তাঁহাকে আমাদের মধ্যে আমাদের মত করিয়া পাইব বলিয়া ভরসা করিয়াছিলাম, যখন তিনি রাজকার্য্যে অবসর পাইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে একত্র আসিয়া কাজে নামিবেন, বলিয়াছিলেন, সেই সময়েই কাল তাঁহাকে কাঁড়িয়া লইল! তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন; যা ধরিতেন, তা না করিয়া ছাড়িতেন না। বাচিলে জয়দেব-চণ্ডীদাসের পাটে সংস্কার ও স্মৃতিরক্ষা হইতই হইত। তাঁহার ওজস্বী রচনা, ওজস্বী কবিতা, গুরুগভীর স্বাক্ষর এখনও আমাদের কানে বাজিতেছে। তাঁহার আবৃত্তির একটা স্বতন্ত্র প্রথা ছিল, তাঁহার নিজের মুখে তাঁহার নিজের কবিতার আবৃত্তি যে একবার শুনিয়াছে, সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। আমাদের দূরদৃষ্ট, তাই এমন লোক অকালে চলিয়া গেল। তাঁহার সাহিত্যের কাজের পরিচয় বৎকিঞ্চিৎ পাইয়াছেন, তাঁহার স্বজাতিপ্ৰীতির কথা একটু বলিব। তিনি কামদূ-সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার বন্ধে বহরমপুরে, বীরভূমে

কায়স্থ-সভা হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের সময় তাঁহার কার্য্যশক্তির অদ্ভুত খেলা দেখিয়াছি; সকল বিষয়ের তদারক, সর্বত্র উপস্থিতি, সর্ববিষয়ের সংবাদ রাখা, সকলের আদর আভ্যর্থনায় সমান যত্ন দেখান তাঁহার মত আর কেহ পারিত কি না, সন্দেহ। তিনি সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য ছিলেন, তাঁহার জন্ত আজ আমরা বিশেষ শোকসন্তপ্ত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক-শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন;—“সুকবি বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এম্ মহাশয়ের স্মৃতিনিদর্শনস্বরূপ তাঁহার তৈলচিত্র সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হউক।” এ প্রস্তাবের জন্ত বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ বরদা বাবুর স্মরণ তৈলচিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, আপনারা অমুমতি দিলেই উহা এখানে রাখা হইবে। বরদা বাবুর সহিত একবার দার্জিলিঙ্গে আমার আলাপ হয়, সেই অবধি তাঁহার বন্ধুত্বালাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। অনেকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, হইতেছে, আরও হইবে। বায়স্কেপের ছবির মত কত পরিচিত মূর্ত্তি স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে, আবার মিলাইয়া যায়। বরদা বাবুর সঙ্গে যাহার একবার আলাপ হইয়াছে, সে কিন্তু কোন দিন আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। তাঁর অমায়িকতা, তাঁর আত্মনির্ভরতা, তাঁর প্রতিভা আমার তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল। এ শক্তি সকলের থাকে না। তাঁর চরিত্র যেমন উদার, তেমন নিম্নলব্ধ ছিল। আজকালকার কবিতার ভাব প্রায়ই অক্ষুণ্ণ; যেগুলি বুঝা যায়, সেগুলি প্রেম-বিরহের কথায় তরল ও মধুর। বরদা বাবুর কবিতার তেমন তারল্য ও মুহূর্ত্ত ছিল না। তাঁহার কোন কবিতা ভাবের দৈর্ঘ্যে মধুর নহে। তেজস্বিতা তাঁহার কবিতার প্রাণ। বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বাঙ্গালার তিন জন তেজস্বী কবিই রোগশয্যা গ্রহণ করেন, আর সেই শয্যাই তাঁহাদের শেষ শয্যা হয়। মাইকেল মধু, হেম, বিজেন্দ্র—সকলেরই এই দশা হইয়াছিল। বরদা বাবু এই শ্রেণীর শেষ কবি বলিলেই হয়। তাঁহারও সেই দশা হইয়াছে। সত্যাপতি মহাশয়, ব্যোমকেশ বাবু, নগেন্দ্র বাবু—সকলেই তাঁহার বহু গুণের কথা জানাইয়াছেন, কার্য্যশক্তির কথা জানাইয়াছেন। আমি আজ তাঁহার শোক-সভায় আমার দুটা প্রছার কথা নিবেদন করিতে পাইয়া সম্মানিত—গৌরবান্বিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—সত্যাপতি দীনেশ বাবুর বাড়ীতেই বরদা বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাহার পর তিনি যখন বহরমপুরে মুরশিদাবাদের গজ, তখন ডাঃ রামদাস সেনের লাইব্রেরীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ দেখা হইত। সেখানে নিত্যই সাহিত্যের আলোচনা হইত। কেবল সাহিত্য নহে, স্বদেশ, স্বসমাজ, স্বজাতি সম্বন্ধেও তিনি উৎসাহের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিতেন। দীনেশ বাবু বিদেশে তাঁহার সাহেবিয়ানার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মুরশিদাবাদে আদালতে ভিন্ন আর কোথাও



সাহেবিয়ানা দেখি নাই। সেখানে তাঁহার অমায়িকতা এত ফুটিয়াছিল যে, প্রীতিশ্রদ্ধার অভিজ্ঞত হইয়া বহরমপুরবাসীরা তাঁহার ছবি রাখিয়াছেন। বহরমপুরে কায়স্থ-সভায় তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই সময় পিতৃবিয়োগ হওয়ার তিনি থাকিতে পারেন নাই; সবজ্জ দেবেন্দ্রবিজয় বহু মহাশয় তাঁহার স্বজাতিপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার অভিভাষণ পড়িয়াছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি বরদা বাবুর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও দৃঢ় ভক্তি ছিল।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—ফরিদপুরে বরদা বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। তখন হইতেই হেম বাবুর উপর, তাঁহার কবিতার উপর অটল শ্রদ্ধা দেখিয়া-ছিলাম। তাঁহার রক্তসংহার মুগ্ধ ছিল। বরদা বাবুর জ্ঞান সম্বন্ধে কবির প্রতি শ্রদ্ধার পূর্ণাঙ্গলি দেওয়া আমাদের কর্তব্য। দীনেশ বাবুর প্রবন্ধে বরদা বাবুর সদাশয়তার কথায় আমার একটু উল্লেখ করিয়াছেন,—তা না তুলিলেই হইত। আধুনিক কবির সঙ্গে তাঁহার তুলনাই হয় না—পার্শ্বক্যের কথাটা না তুলিলেই ভাল হয়। তাঁহার বহু কবিতা—উৎকৃষ্ট কবিতা আমরা শুনিয়াছি,—সেগুলি ছাপা হয় নাই, লেখা গড়িয়া আছে; সেগুলি ছাপা হইলে কবি-হিসাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা শত গুণ বাড়িবে। তাঁহার সাহেবিয়ানা প্রথম জীবনে কিছু কিছু ছিল বৈ কি। এ বিষয়েও কাজের দায়ে বাধা হইয়া কিছু কিছু রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ভিতরটা একবারে বাগানী ছিল। হেমবাবুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এতটা গভীর ছিল যে, একখানি পুস্তকের নাম তিনি “হৈমী” রাখিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন। নগেন বাবু ঠিকই বলিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান একটা লোক আমরা আর শীঘ্র পাইব না।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন,—আমি এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। শোকের ভাষা অব্যক্ত; কিন্তু আমাদের মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে হইবে, তাই ছুটা কথা বলিতে হইবে। বরদা বাবুর সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র থাকায় হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার বিয়োগে আমি ভ্রাতৃবিয়োগের শোক পাইয়াছি। তাঁহার এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, বহু লোক তাঁহার কাছে ঘনিষ্ঠ না হইয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে, এমন ক্ষমতা কাহারও ছিল না। তাঁহার চরিত্র এমন মধুর, এত নিষ্কলঙ্ক ছিল যে, লোকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চারি দিকে সমবেত হইত। তাঁহার ভদ্রতার আকর্ষণ, আত্মীয়তার আকর্ষণ, অতি কর্কশ ব্যক্তিকেও টানিয়া আনিত। তাঁহার এই আন্তরিকতা তাঁহার কবিতাতেও বোল আনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে ভাবের উৎস পরিপূর্ণ ছিল। যে অল্প সংখ্যক কবিতা তাঁহার ছাপা হইয়াছে, তাহাতেই সে উৎস উথলিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, কাহারও কাজের পর পরিশ্রান্ত অবস্থায়ও তিনি সাহিত্য-বন্ধুদের পাহলে, সাহিত্যের আলোচনায় বিনা বিরক্তিতে, বিনা অবসাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেন। সাহিত্য-সন্মিলনে যোগ দেওয়া তাঁহার প্রীতিকর ছিল। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সন্মিলনে তিনি একপ্রকার উপষাটক হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে গিয়া, সেই উৎসবে

যোগ দিয়া, স্বভাব-মূলত আত্মীয়তা দেখাইয়া লোকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্যাপারে উৎসাহ দিবার জন্য মেডেল দিয়া আসিয়াছিলেন। শাজে কথা আছে,— মরণের পর বাহার নাম লোকে যত দিন করিবে, তার তত দিন স্বর্গলাভ হয়। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আমাদের কবি-বন্ধুর নিশ্চয়ই সেই স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল তাঁহাকে তাহা ভোগ করিতে হইবে। বাঙ্গালার কবির—প্রাচীন ধরণের কবির কবিতা আলোচিত আরও হবে। সেই আলোচনাতে বরদা বাবুর কবিতা কেমন স্থান পাইতে পারে, তাহা বলিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু যখন বসন্তাবা ও সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণেতা স্বয়ং দীনেশ বাবুই আজ আমাদের সভাপতি, তখন তিনিই সে কথা বলিয়া দিবার বেশী উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার স্বতিরক্ষার্থ তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা ত অন্য কথা। এখানি নষ্ট হইয়া বাইতে পারে, পোকার কাটিতে পারে, ছিঁড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু তিনি তাঁহার চরিত্রের যে চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, ভাব্য, হৃদয়ের যে চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, কবিতার যে ভাবের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা কাল আর কীটে নষ্ট করিতে পারিবে না। যাক্, আজ তাঁহার শোক-সভার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুসম্পন্ন হইল। হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আর তাঁহার সম্বন্ধে আমার প্রীতি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সুযোগ পাওয়াতে আমি আজ আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—“স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের চিত্রখানি সাহিত্য-পরিষদে উপহার দেওয়ার তাঁহার পুত্রগণ এবং তাঁহার নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন এবং তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানান যাইতেছে।” বোধিসত্ত্ব বাবু বলিলেন,—এই মূল্যবান ছবিখানি লাভ করার সাহিত্য-পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানান ব্যতীত আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

শ্রীযুক্ত রায় বত্ৰীজ্ঞানাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—মৃত মহাত্মার পুত্রেরা এই ছবিখানি উপহার দিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহারাই বদান্ততা ও সহদয়তা-গুণে সাহিত্য-পরিষদের একটা কর্তব্য কৰ্ম্ম সম্পূর্ণ সম্পন্ন করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের নিকট আমরা একান্ত কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে আর একটা অহুরোধ করিতেছি,—তাঁহারা যেমন সাহিত্য-পরিষদে তাঁহাদের পিতার স্মৃতিস্থাপনে সাহায্য করিয়া পুজোচিত কার্য্য করিলেন, সেইরূপ তাঁহাদের পিতার যে সকল রচনা আজিও ছাপা হয় নাই বা যেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছাপা হইয়াছে, সেগুলি পুস্তকাকারে ছাপিয়া বাহির করুন। ইহাই হইল তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য,—পিতৃকীর্ত্তি, পিতৃরচনা রক্ষা করাই তাঁহাদের বিশেষ কর্তব্য। আশা করি, এ অহুরোধ তাঁহারা রক্ষা করিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় কবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ, তাঁহার শোক-সভার আমি আমার শ্রদ্ধা-প্রীতি নিবেদন

করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কিছু বলিতাম, এখন সভাপতি মহাশয়ও অনুরোধ করিলেন। আমি গয়ায় বরদা বাবুর সহিত পরিচিত হই। তাঁহার সহিত আমার বিশিষ্ট বন্ধুতা হইয়াছিল। এতই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, অনেক সময়ে আমরা একত্র এক বিছানায় শুইয়া কাটাইয়াছি। গয়ায় তখন ৮ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ছিলেন। প্রত্যহ বরদা বাবুরই বাসায় সাহিত্যের একটা বৈঠক বসিত। এই বৈঠকে আমি তাঁহার হৃদয়জাত গুণজাতের এত পরিচয় পাইয়াছি যে, মোহিত হইয়াছি। দেশ-বাংসল্য তাঁহার প্রতি কথায় ফুটিয়া উঠিত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল—আপনারা বোধ হয়, জানেন না—নিজের রচনার আবৃত্তি করিতে গিয়াই ভাবের মোহে মারা গিয়াছেন,—“আমার দেশ” গান গয়ায় শিখাইতে গিয়া তিনি প্রথম এক দিন অজ্ঞান হইয়া পড়েন, দ্বিতীয় দিন ঐ গানের জগুই কৈলাস ডাক্তারের বাড়ীতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন, তৃতীয় দিন বামাপুত্রের রাম মিত্রের বাড়ীতে অজ্ঞান হন, তার পর নিজ বাড়ীতে মাধায় রক্ত উঠিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন—সেই শেষ। এই গান বধন গয়ায় হইত, বরদা বাবু আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। সুকবি রসময় লাহা এখানে উপস্থিত আছেন,—তিনি বরদা বাবুর অনেক কথা জানেন। তিনি তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বরদা বাবুর আবৃত্তিগুণ অতি মধুর এবং এত ওজস্বিতাপূর্ণ ছিল যে, শুনিলে রোমাঞ্চ হইয়া উঠিত।

শ্রীযুক্ত রসময় লাহা বলিলেন,—সভাপতি মহাশয় বরদা বাবু সম্বন্ধে আমার কিছু বলিতে বলায় আমি বড় বিপদে পড়িলাম। আমি তাঁহার সহিত এত ঘনিষ্ঠ ছিলাম,—তাঁহার এত কাছে ছিলাম যে, আজিও আমি তাঁহার মৃত্যুর কথা সম্পূর্ণরূপে ভাবিয়াই উঠিতে পারি না। যদি আমি আর সকলের মত একটু দূরে থাকিতাম, হয় ত ছ কথা বলিতে পারিতাম। তিনি আমার এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না,—আমায় ক্ষমা করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে স্বর্গীয় বরদা বাবুর ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত বি এ মহাশয় বরদা বাবুর রচিত “জগদ্ধাত্রী” কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। অমর বাবু বরদা বাবুর অন্তর্যমণে, তেমনি ওজস্বিতার সঙ্গে, উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন। সভাস্থ সকলেই সেই আবৃত্তি-কোশলে প্রীত হইলেন। অমর বাবু জানাইলেন, বরদা বাবু প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ইহা নিজে আবৃত্তি করিতেন এবং বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার সময় আরতির পরে তাঁহার উভয়ে ইহা আবৃত্তি করিতেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, বরদা বাবুর পুত্রগণ-প্রদত্ত এই ছবিখানি সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্ত ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাস্তম্ব হইল।

শ্রীযোমকেশ মুস্তফী

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

৬কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে

১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ন ৫।০টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল

माननीय महाराज श्रीयुक्त सार मणीलाल नन्दी के सि आई ई

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ গোস্বরত্ন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাবূষণ এম এ, পি এচ ডি

कुमार श्रीयुक्त मनीन्द्रचन्द्र सिंह बाहादुर

মাননীয় ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাণি বাহাদুর

ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

શ્રીયુક્ત નમિનશ્ચકાશ ગદ્ગાપાધ્યાય

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র সরকার

• **মতিলাল ঘোষ**

„ **সনাতন মহাস্তি**

কিশোরীলাল সরকার এম এ. বি এল

২৭ **ব্রাহ্মিকামোহন সিংহ**

রাস্তা, মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর এম এ

হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী এম এ

• **মণীন্দ্রনাথ লাহিড়ী**

৯. রাধাকুমুদ সুখোপাধ্যায় এম এ

কৃଷাধন দে

পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যାভূষণ

” কৃষ্ণলাল সেন ওপ্ত

সাতকড়ি সিদ্ধাস্তভূষণ

କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল

• জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

• ক্ষেত্রমার্গ বন্যোপাধায় কাব্যকৰ্ত্ত

“ অমরেন্দ্রনারায়ণ বসু

.. मन्मथनाथं त्रयम्

• **ନକୁଳେଶ୍ବର ସ୍ତବ**

• **শ্রমথনাথ মিত্র**

• **সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**

যোগেন্দ্রলাল সিংহ

” অনুকূলচন্দ্র সেনগুপ্ত

শ্রীমাদ্ভগবদ্গীতা

• **মরেন্দ্রনাথ সরকার**

• **ନଳିନୀରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡିତ**

„ मृगानकाक्षि ननु

• **ସତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକ**

• প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

• **আগুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবিশ**

., ସତୀଶଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ

• **রামচন্দ্র ভট্ট**

বাসাচরণ মহুমদার

শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ

- „ হরিন্দাস বসাক
- „ প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
- „ ডাঃ একেদ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি
- „ পান্নালাল মল্লিক
- „ কিশোরীবল্লভ সাহা
- „ গৌরগোপাল কুণ্ডু
- „ রসিকলাল দে
- „ ব্রজগোপাল ঘোষাল
- „ সত্যচরণ চন্দ্র
- „ নন্দলাল ঘোষ
- „ বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
- „ হৃদীকেশ ঘোষ
- „ অতুলচন্দ্র দে
- „ রমণীরঞ্জন শুহ রায়
- „ পঞ্চানন বসু

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

- „ ডাঃ ভুবনমোহন গাঙ্গুলী
- „ হেমচন্দ্র মিত্র
- „ প্রফুল্লকুমার বসু
- „ নটবর দাস
- „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
- „ নগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার
- „ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
- „ সতীশচন্দ্র মিত্র
- „ ললিতা প্রসাদ দত্ত
- „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ
- „ রামকমল সিংহ
- „ ভায়াপ্রসন্ন চট্টোচাৰ্য্য
- „ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
- „ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
- „ স্বর্ধ্যাকুমার পাল
- „ ভোলানাথ কৌচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্তৃ, এম্ এ, বি এল—সম্পাদক।

- „ সুগলকান্তি ঘোষ
- „ বাণীনাথ নন্দী
- „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
- „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সহঃ সম্পাদকগণ

মহানন্দোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর, শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়-বিরচিত একটি গীত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গীত হয়।

অতঃপর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অজিতনাথ স্তায়রত্ন উঠিয়া বলিলেন যে, এ সভা শোকসভা নয়। ভক্তের আবির্ভাবের দিবস আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়। সুতরাং গৌলোকগত কেদারনাথের জন্মদিনের সভা—আনন্দ প্রকাশের সভা।

অতঃপর তিনি অরচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন,—

“দত্তাব্যায়-জগদধেরবদাত-কীর্তিঃ

কেদারনাথ নিধিরুখিতবাহু হরিতং।

কায়স্থকৌস্তভমিমা স্বপদে নিবেশ্ত

দত্তাপহারক ইতি শ্রমমণি বাহু ॥”

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায়ুখে তিনি বলেন যে, দত্তবংশরূপ সমুদ্র হইতে ভগবান্, কেদারনাথ-রূপ নিখিটিকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কৌস্তভমণি শোভা পাইতেছে, তাই তিনি এই কায়স্থ-কৌস্তভটিকে স্বীয় চরণে রক্ষা করিলেন। একরূপ করিয়া তিনি “দত্তাপহারক” আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। দত্তবংশজাত কেদারনাথকে অপহরণ করার জন্তও তাঁহাকে “দত্তাপহারক” আখ্যা দান করা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যাখ্যার পর তিনি বলেন যে—“সকল ব্যক্তিকে মায়ায় মোহিত হয়—মায়াকে মুক্ত করিতে কেহ পারে না। কিন্তু ভক্ত কেদারনাথের জন্ত আজ মায়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। যেহেতু—“মায়াপুর” তাঁহার জন্মস্থান।

এই বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় “ভক্তি-বিনোদজীবনী” নামক কুত্র পুস্তিকা পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মুশালকান্তি ঘোষ মহাশয় পুরীধাম হইতে প্রেরিত একখানি পত্র পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও অতীত ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

অনন্তর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ;—কেদারনাথ ভক্ত ছিলেন—ভক্তচূড়ামণি ছিলেন এবং সাহিত্য-সেবী ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-সেবাও একরূপ ভগবৎ-সেবাই ছিল। কেদারনাথ ভক্ত এবং জ্ঞানী এ দুই ছিলেন। আমার মনে হয়, ভক্তই জগতে বড়। আবার ভক্ত যদি জ্ঞানী হন তবে তিনি সকলের চেয়ে বড় হন। কেদারনাথ এই দুই ভাবেই বড় ছিলেন। জ্ঞান এবং ভক্তি—পরস্পর বিরোধী নহে। গোড়ায় এ দুইটি পৃথক্ নয়—কিন্তু দূর গেলে জ্ঞান খামিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে পারে না। জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বিচরণ করে। অনন্তে মিশিতে হইলে ভক্তির সহায়তা চাই। যেখানে অপূর্ণ সদীম জীব, পূর্ণ অসীমে মিশিতে চায়,—জ্ঞান সেখানে পথহার হইয়া পড়ে। সেখানে পৌঁছিতে হইলে বিশ্বাস ও ভক্তিমার্গ ভিন্ন উপায় নাই। আমাদের শেষ গন্তব্য স্থানে যেতে গেলে, ভক্তিমাত্রই সম্বল। কেদারনাথ এই পথের পথিক ছিলেন। স্মৃতরাং তাঁর পদাঙ্কসরণ করা সকলের কর্তব্য। ভক্তির আর এক প্রাধান্ত আছে। জ্ঞান যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করে, ভক্তি দ্বারা তাহা সংশোধিত না হইলে, পতনের ভয় থাকে। কারণ, শুধু জ্ঞানে মনে দত্ত আসে। জগতে ভক্তি বস্ত, ভক্তও ধর্ম, আর ভক্তিবিনোদ কেদারনাথের গুণাঙ্ককীর্্তন ক’রে—আমরাও আজ ধর্ম।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিত্তাভূষণ মহাশয় বাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এইরূপ,—ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ ভগবৎরূপাশীর্বাদ-প্রেরিত ব্যক্তি ছিলেন। ছাঙ্গিন বৎসর পূর্বে টাঙ্গাইলে তাহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া গিয়াছিলেন। তখন দেখেছিলাম, শিক্ষিত কেদারনাথ—ভিখারী বৈরাগ্য

মত মালা তিলক ধারণ করে, এজলাসে বসিয়া আছেন। কাছারী বন্ধ হইবার পর তাঁহার সহিত আমার “অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ” সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সে সময়ে তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, “এখানে কাহারও মুখে হরিনাম শুনিতে পাই না, আপনি যদি এখানে নিরক্ষর লোকদিগের মধ্যে নাম প্রচার করেন তো বড়ই কৃপা করা হয়।”

শিশিরকুমার ও কেদারনাথ কেবল পণ্ডিতের জ্ঞান বিস্তৃত্ত ভক্তির শিক্ষা প্রচার করেন নাই—দেশের মধ্যে বারা অবহেলিত, অনাদৃত ও উপেক্ষিত, তাদের উন্নত করবার জন্ত তাঁরা বন্ধপরিকর হয়েছিলেন। সেই শিক্ষা, সেই দীক্ষা দিয়াছিলেন শ্রীগোরাঙ্গ-মহাপ্রভু। মোদীনিপুরে আচার ও ধর্মবিহীন লোকদিগকে ভক্ত কেদারনাথ যেরূপভাবে সদাচারী ও মালাতিলকধারী করিয়াছেন, তাহা দেখিলে প্রকৃতই আনন্দ হয়। মহাত্মা শিশিরকুমারও এই ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই দুই মহাপ্রাণের উদ্দেশে বার বার অয়োচারণ করিয়া আমরা আজ ধন্ত হইলাম।

অনন্তর কাসিমবাজারাধিপতি শ্রীমন্নরায়াজন্মার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাজুর বাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ ;—পূজ্যপাদ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সহিত আমার বহু দিন পূর্বে পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সহিত যখন আলাপ করিতাম, তিনি যখন উপদেশ দিতেন, তখন আমি তাহাতে এমন মুগ্ধ হইতাম যে, তাহা এখন ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন মনে হইত, পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রাপ্ত কেদারনাথের হৃদয়ে আমাদের সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব কি করিয়া স্থান পাইল? পাশ্চাত্য শিক্ষায় যখন আমাদের জীবনের স্রোত অস্ত্র দিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, তখন কেদারনাথের হৃদয়ে এ কি ভাব? তখন আমার মনে হইত, পূজ্যপাদ শিশিরবাবু যেমন বঙ্গদেশে ধর্ম্মের নব স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ মহাশয়ও সেই ভাবে দেশের উপকার সাধন করিতে পারিবেন। ক্রমশঃ যখন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল, তখন বুঝিলাম, তিনি এ যুগের মাহুষ নন, দেবতার মত—অপার্বিষ জীব। তিনি এ জগতে পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা পাঠ করিলে নূতন জীবন লাভ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই জ্ঞান তাঁর অভাব প্রত্যাহ প্রতি ক্ষণে বোধ করি। আজ এই সভায় উপস্থিত হ’য়ে তাঁহার সেই সৌম্য মূর্ত্তি মনে হইতেছে—আর মনে হইতেছে, যেন তিনি আমাদের সমক্ষে তাঁর হৃদয়ের ভাব-ভক্তিমাধা উপদেশগুলি এনে দিচ্ছেন। তাঁর মত লোক বঙ্গদেশে জন্মান্তে দেশ পবিত্র হইয়াছে। তাঁহার উপদেশ স্বর্ণাকরে খোদিত হউক। এই উপদেশ অহুসারে যদি আমরা আমাদের কর্তব্যের পথ নির্ণয় করি, তবে, পরম সুখী হইব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় বাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ ;—আমি শ্রীভগবানের পরেই আমার দাদা শিশিরবাবুকে ভক্তি করি। আর আমার দাদা কেদার বাবুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জ্ঞান ভক্তি করিতেন। কেদার বাবুর সহিত আমার আলাপ বহু দিনের। তিনি ও আমার দাদা যখন ভক্তিকথা আলোচনা করিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া

আমার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইত। আমার এ সোভাগ্য হইয়াছিল বলিয়া আমাকে কৃতার্থ মনে করি। কারণ, ইহারা সাধারণ ভক্ত ছিলেন না। ইহারা ভক্তির উপর প্রেম-রাজ্যে বিচরণ করিতেন—যে গুপ্ত রাজ্য সাধারণের অগোচর। দাদা ও কেদারনাথের এই ভাগ্য হইয়াছিল—আর তাই তাঁদের দর্শন করে আমি আমাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতাম। ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর এখন বৈকুণ্ঠে বাস করিতেছেন, ইহা স্বরণে যেমন আনন্দ—তাঁর মত রত্ন-হার হইলে পক্ষান্তরে আবার তেমনি শোক জেগে উঠে। তবে একটু বলি, যদি আমরা তাঁর উপদেশে চলি, তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করে জীবন চালিত করিতে পারি, তবে আমরাও কৃতকৃতার্থ হইব।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ ;— তিনি আমার স্বভাতি ও কুটুম্ব ছিলেন—প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহার সহিত আমার সংস্রব। সে হিসাবে এ সভায় তাঁর স্তুতিবাদ করা আমার পক্ষে বেশী কথা নয়। কিন্তু আমি সে অস্ত্র এ সভায় আসি নাই—কর্তব্য-বোধে—তাঁর প্রতি আমার যে ভক্তি ছিল— তাহারই আকর্ষণে আসিয়াছি। কেদারনাথ যে-সে ধরণের ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না—তিনি একনিষ্ঠ—অর্থাৎ যাকে “sincere” বলে—তিনি সেইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। আমাদের কর্তব্য, তাঁর উদ্দেশ্যে ভক্তির উপহার দেওয়া। তাঁর স্বর্গগত চরণে ভক্তির অঞ্জলি দান করা আমাদের উচিত।

অনন্তর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাবূষণ মহাশয় বলেন যে—স্বরূপগঞ্জে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। নবদ্বীপেও গিয়া তাঁর নাম প্রত্যেকের মুখে শুনিতে পাই। তার একটা কারণও তখন ছিল। তিনি “মায়াপুর” নামক স্থান শ্রীগোবিন্দের জন্মস্থান নির্ণয় করিয়া “মায়াপুর” নাম দিয়াছিলেন। ইহাতে ঘরে ঘরে শ্রীগোবিন্দের নূতন জন্মস্থান আবিষ্কারক বলিয়া নবদ্বীপে তখন তাঁর খ্যাতি হয়। স্বরূপগঞ্জে অবস্থানকালে নাম প্রচারের দ্বারা তিনি ঐ স্থানটিকে যেন শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি মুখে বাহা বলিতেন, মনে বাহা বিশ্বাস করিতেন, অহুষ্ঠানে ও ব্যবহারে তিনি তাই ছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল সরকার এম এ, বি এল মহাশয় সংক্ষেপে বাহা বলেন, তাহা এইরূপ,—“মানবের আত্মাই প্রধান—শরীর কিছুই নয়। ধার্মা আত্মানন্দ, তাঁরা সকল অবস্থাতেই সে আনন্দ ভোগ করেন। স্বর্গীয় কেদারনাথকেও সেই ভাবে থাকিতে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, দারুণ রোগের সময়ও তিনি আত্মানন্দে বিভোর হইয়া আছেন—তাঁর দেহ রুগ্ন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে আনন্দভাবের প্রবাহ যে ভিতরে বহিতেছে, তা তখনও বোধ হইত। তাঁর অপেক্ষে সেই আনন্দের বিকাশ তার মুখে ফুটিয়া উঠিত।

অনন্তর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি এল মহাশয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার পর অবশেষে সভাপতি মহাশয় বাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম এইরূপ,—“গোলোকগত শ্রীল কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রেম ও ভক্তির কথা আপনারা সকলে নানারূপে শুনিবেন। আমি সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। তবে



তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ার তাঁহার জীবনের যে কার্য দেখিয়াছি, তৎসম্বন্ধে ছই একটি কথা বলিব। আর আমার মনে হয়, এইরূপ স্মৃতি-সভায় মহাত্মার জীবনী-কথা আলোচিত হওয়াই উচিত। আমার বিশ্বাস, ভক্ত নির্ভীক ও তেজস্বী হয়েন। গোলোক-গত কেদারনাথের জীবনী হইতে তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ ছই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। সে ঘটনা বরিশালে ঘটয়াছিল। বারাসতে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর ক্যালিটার্ট সাহেবের জন্ত যে বাটা তৈয়ার হইয়াছিল, কেদারনাথ যখন ঐ স্থানে বদলী হয়েন, তখন তাঁহাকে ঐ বাটাতে রাখিবার বন্দোবস্ত হয়। সে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ অবধি ঐ বাড়ীতে কোন হিন্দু বাস করেন নাই—সাহেবদিগের জগ্ৰাই উহা নির্দিষ্ট থাকিত। কিন্তু কেদারনাথকে যখন ঐ বাটাতে বাস করিতে হইবে, ইহা স্থির হইল, তখন তিনি উহাতে প্রবেশ করিবার পূর্বে, বাটার উপর হইতে নৌচের তলা সর্বত্র গোবর-জল দিয়া ধুইয়া লন। ভাবন, ১৮৮২ সালে, যখন ইংরাজী শিক্ষার শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় দেশীয় আচারকে কুসংস্কার মাত্র বলিয়া মনে করিতেছিলেন, তখন কেদারনাথের এই সদাচার পালন সামান্য হৃদয়-বলের পরিচায়ক নহে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি, একটি মকদ্দমা সম্পর্কীয়। কেদারনাথ, কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত আসামীর বিচার করিতেছেন। আসামীর বিরুদ্ধে রাশি রাশি প্রমাণ আনা হইয়াছে, কোন ক্রমে তাহার অব্যাহতির আশা নাই; কেদারনাথ রায় লিখিবার উপক্রম করিতেছেন। তখন একজন প্রবীণ মোক্তার আদালতগৃহে দণ্ডারমান হইয়া বলিলেন যে—হজুর, আজ আমার মনে দারুণ আফেপ হইতেছে। আমি জানি, সুবিচারক ও জ্ঞানী বলিয়া, আপনার খ্যাতি আছে, কিন্তু আজ একজন নিরপরাধীর দণ্ড হইতেছে দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্রেশ পাইতেছি। এই বলিয়া মোক্তার কঁদিয়া ফেলিলেন। হৃদয়বান্ কেদারনাথ তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—“আজ এখনই ঘটনাগুলো ঘাইতে হইবে।” কিন্তু ঘটনাগুলি আদালত হইতে বহু দূরে অবস্থিত, অথচ কোন যান-বাহনের সুবিধা নাই, জানিয়াও তিনি পদব্রজে তথায় ঘাইতে উদ্ভূত হইলেন। অনেকে নিষেধ করিলেন; কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া পদব্রজে তথায় চলিলেন। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। তথায় গিয়া দেখা গেল যে, আসামীর বিরুদ্ধে যে স্থান, যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে—তৎসমস্তই মিথ্যা। কেদারনাথ ইহা অবগত হইয়া আসামীকে অব্যাহতি দান করেন। ভক্তের হৃদয় এইরূপ নির্ভীক ও তেজস্বী হইয়া থাকে। এই জগ্ৰাই ভক্ত প্রজ্ঞাদেব হিরণ্যকশিপু নারায়ণ শ্রবণে বিরত করিতে পারে নাই।”

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা শেষ করিয়া কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রতিকৃতির বক্তব্যোচিত করিলেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী কর্তৃক মধুর কণ্ঠে কীর্তন হইলে, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমুণীলালা কান্তি ঘোষ  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী  
সভাপতি।

## স্থগিত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৯শে ভাদ্র ১৩২২, ৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্যাদি (ক) সদস্যনির্বাচন, (খ) পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। গত মাসিক অধিবেশনে পরিপূর্ণিত নিয়মামুসারে চারি জন নূতন সহকারী সভাপতি নিয়োগ জন্ত কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব এবং সহকারী সভাপতি সংক্রান্ত ২৮ ও ৫৭ নিয়মের প্রয়োজনীয় অংশ সকল পরিবর্তন জন্ত কার্যনির্বাহকসমিতির প্রস্তাব। ৪। বার্ষিক কার্যবিবরণীর খসড়া এবং আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমস্ত সদস্যের নিকট বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে প্রেরণ জন্ত রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাব সম্বন্ধে কার্যনির্বাহকসমিতির মন্তব্য। ৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্ণীয় বিশদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র। ৬। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্তৃক নবাবিকৃত গুড়াকর দেবের তাম্রশাসন। ৭। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের “ষড়্দর্শন,” (খ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের “কয়েকটি প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত” নামক প্রবন্ধ। ৮। শোকপ্রকাশ,—রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুরের পরলোকগমনে। ৯। বিবিধ।

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন,	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়
এম এ, বি এল	„ বোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ হেমচন্দ্র সরকার এম এ	„ পুণ্ডিনবিহারী দত্ত
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ	„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ নিবারণচন্দ্র ষটক বি এ	„ অমৃতগোপাল বসু
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ	„ বামাচরণ মজুমদার
„ কিরণচন্দ্র দত্ত	„ বোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ	„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ	„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
„ চাক্রচন্দ্র বসু	„ ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ	„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	„ নগিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ	„ মন্বথনাথ রায়

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ

" নিত্যানন্দ রায়

" মণিমোহন মিত্র

" বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বকলিত

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ

" বাণীনাথ নন্দী

" সুরেন্দ্রনাথ কুমার

" মৃণালকান্তি ঘোষ

সহঃ সম্পাদকগণ

স্বাধীনহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় গত প্রথম মাসিক অধিবেশনের ও প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্বসম্মতি-ক্রমে মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ গৃহীত হইল।

২ (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রী রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বসু, ৫২ আমহাষ্ট' ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ দুর্গাপুস্তকালয়-সম্পাদক, হলদিয়া, ঢাকা।
শ্রীললিতারঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীহীহেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ৪৮ হারিসন রোড, কলিকাতা।
"	"	শ্রীঅম্বতোষ ধর ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরালাল চক্রবর্তী বিভাবিনোদ, বি এ হেড মাস্টার, সিদ্ধুর, মহাশায়া ইনস্টিটিউশন, সিদ্ধুর, হুগলী।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীনোবেশ্বর সুখোপাধ্যায় এম এ রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৭৬ হরিশ চাটুর্ঘ্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রী রায় ক্ষেত্রমোহন বসু বাহাজুর বি এ ৯০।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রী ব্রজেননাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমদ্রথনাথ রায়	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ এ মেট্রপলিটান ইন্সটিটিউশনের অধ্যাপক, ৫২ গ্রে ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীচরুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস জেলাস্কুলের সহকারী শিক্ষক, মালদহ।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	ডাঃ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এম্ এস ৩০২ বীডন ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	"	সেথ শ্রীআবহর জব্বার পশ্চাশী, চাপারকোণা, ময়মনসিংহ।
শ্রীগিরিকাকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীকালীসহায় বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ বেলতলা রোড, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে ৬২ সাউথ রোড, ইটালি।
শ্রীসৈয়দআলী আখতার	"	মৌলবি সিরাজউল ইসলাম এম্ এ ৬১১ সি ওয়েলিংটন ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত	"	শ্রীঅমৃতলাল মল্লিক ২ সিকদারপাড়া ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তকের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল,—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র মিত্র	১। মেঘদূত ২। অবসর
" শ্রীধতিরনাথ উকীল	৩। শ্রীশ্রীচূর্ণাপুরাণ
" মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	৪। সঙ্গীত-সুধাকর ( ১ম খণ্ড )
" মোহাম্মদ রেজাকুদ্দীন আহমদ	৫। আমার সংসার-জীবন
" হরিন্দাস ঘোষ	৬। ভাব-মাধব ( ১ম খণ্ড )
" অমৃতলাল সেনগুপ্ত	৭। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধনা ও উপদেশ
" রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী এম্ এ	৮। সমাজ-সংস্কার ও সভ্যপীর-ব্রতকথা
" তারকনাথ ভট্টাচার্য্য	৯। অর্ককালী
" নরকৃষ্ণ ঘোষ বি এ	১০। ইলিয়াডের গল্প
" রাধেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী	১১। গোড়ে ঘূর্ণবর্ষিক

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১২। চুপীর দেওয়ান মহাশয় ১৩। পদার্থ-বিজ্ঞান
„ পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৪। পরলোকতত্ত্ব
„ স্বর্ধ্যাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫। কর্ণাট-কুমার
„ কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স	১৬। ফুলঝুরি
„ ললিতা প্রসাদ দত্ত	১৭। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ( ১ম ও ২য় খণ্ড ) ১৮। চৈতন্যশিক্ষামৃত ১৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ( মাধব ভাষ্য ) ২০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ( রসিকরঞ্জন ভাষ্য ) ২১। শ্রীমদায়্যসুত্রং ২২। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ২৩। বিষ্ণুসহস্র নাম ২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ২৫। ঈশোপনিষদ্ ২৬। চৈতন্যোপনিষদ্ ২৭। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা ২৮। তত্ত্বমুক্তাবলী ২৯। প্রেমপ্রদীপ ৩০। বিজনগ্রাম ও সরাসী ৩১। শ্রীমদুপদেশামৃতং ৩২। কল্যাণ-কল্পতরু ৩৩। দত্তবংশমালা ৩৪। সজ্জনতোষণী ( ২য় খণ্ড ও ৪র্থ হইতে ১৭শ খণ্ড ) ৩৫। শ্রীপদ্মপূরণং ( সৃষ্টি, ভূমি ও স্বর্গখণ্ড ) ৩৬। ঐ ( পাতাল ও উত্তরখণ্ড ) ৩৭। শ্রীশ্রীশিষ্টকং
শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র মিত্র	(1) Meeting of the Witangemot (2) The English Influence on Bengali Literature.
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(3) Journal of the Asiatic Society, no. 37 March, 1835.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী	(4) Do Journal A.S.B. Feb. 1847
	(5) Do " March "
	(6) Do " April "
	(6) Do " May "
	(7) Do " Decr. "
	(9) Do " no. 3 1858
	(10) Do " 1 1861
	(11) Do " 2 1862
	(12) Do " 1&3 1863
	(13) Do " 1&2 1864
	(14) Do " 3&4 1866
	(15) Do " 1&2 1868
	(16) Proceedings Do 1865
	(17) South Indian Inscription Vol 3
Officer in Charge Bengal Sect. Book Depot.	(18) Report on the Workings of Hospitals for 1914.
	(19) Annual Reports on the Police Adminis- tration of Calcutta and its Suburbs for 1914.
Cambridge University	(20) Reports of the Cambridge University Library Syndicate 1914.
Supdt. Govt. Printing India	(21) Statistical Abstract for British India, Vol I.
	(22) Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1915.
	(23) Hookworms Disease.
শ্রীযুক্ত পঞ্চাননকিঙ্কর রায়চৌধুরী	(24) In Memoriam—Sarada Ch. Mahapatra Vol I.
Supdt. Govt. Press, Allahabad	(25) List of Sanskrit and Hindi Mss. Sanskrit College, Benares, 1913-15.
	(26) List of Sanskrit, Jain & Hindi Mss. in the Sanskrit College, Benares, 1914-15.
Registrar, University of Calcutta.	(27) Calcutta University Minutes, Ft. 6, 1914.
	(28) Do " " " 7, 1914.
Supdt. Govt, Printing Burma	(29) Reports of the Supdt. Archæological Survey, Burma, 1915.

উপহারদাতা

উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত

(30) Sri Sri Gourangaleela Smarana-mangala-Stotram.

(31) The Pariade or Adventures of Porus.

পুথি

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১। নামহীন সহজিয়া পুথি—দ্বিজ ব্রহ্ম হরিদাস

৩। কার্যনির্বাহক-সমিতির মুখপাত্রস্বরূপে শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় পরিষদের নিয়মাবলীর ২৮ ও ৫৭ ধারার সহকারী সভাপতির নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অংশ সকল পরিবর্তন সম্বন্ধে উক্ত সমিতির প্রস্তাব সভাস্থলে উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। বহু আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যবর্গ কর্তৃক অমুমোদিত ও গৃহীত হইল যে, পরিষদের নিয়মাবলীর ২৮ ধারার ১৬ জন স্থলে ২০ জন এবং নিয়মাবলীর ৫৭ ধারার ৪ জন স্থলে ৮ জন ও দুই জন স্থলে ৪ জন হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরস্ব, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিবর্তিত নিয়মাবলী অনুযায়ী নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে নির্বাচিত হউন—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

২। মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর কে সি এস আই, কে সি আই ই, আই ও এম্।

৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদ্বিনোদ রায় বাহাদুর।

৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত তিরণচন্দ্র দে আই সি এস্।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, কোন্ নিয়মসূত্রে এইরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইল। সম্পাদক মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, ৩০ ধারা অনুসারে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, কার্যনির্বাহক-সমিতি আপনা হইতেই সহকারী সভাপতি নিয়োগ বা নির্বাচন করিতে পারিতেন, কিন্তু এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া উক্ত সমিতি সাধারণ সভাস্থলে তাঁহাদের মন্তব্য উপস্থাপিত করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সাধারণ সভা কর্তৃক অমুমোদিত ও গৃহীত হইল।

৪। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার পূর্বে সকল সদস্যের নিকট উহা প্রেরণ জন্ত রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাব সম্বন্ধে ২য় কার্যনির্বাহক-সমিতির নিম্নলিখিত মন্তব্য পঠিত হইল,—

“স্থির হইল যে, কেবলমাত্র আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে

উপস্থাপিত করিবার পূর্বে সকল সদস্যের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট পাঠান হইবে। কিন্তু এই মন্তব্য সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং সাধারণ সভায় নিয়োগানুসারে কার্য্য করিতে হইবে।”

বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল, স্থায়ী তহবিল, গৃহনির্মাণ তহবিল ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার অন্ততঃ ১০ দিন পূর্বে সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত ৮বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় ৮বিপ্রদাস বাবুর বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চার পরিচয় দিলেন ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অপরেশ বাবু যে এই চিত্র পরিষদে উপহার দিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন।

৬। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের “শুভাকরদেবের তাম্রশাসন”-প্রদর্শন পরবর্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

৭। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের “ষড়্দর্শন” ও শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের “কয়েকটি প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত” নামক প্রবন্ধের পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৮। তৎপরে সভাপতি মহাশয় পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করিলেন,—

- (ক) ৮রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর বি এ, সি আই ই
- (খ) ৮গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্
- (গ) ৮মহেশচন্দ্র জায়রাম ( পায়রাডাঙ্গা, নেওগাশী, রঙ্গপুর )
- (ঘ) ৮রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আচা ( আরামবাগ )
- (ঙ) ৮আবদুর রহিম থা চৌধুরী

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল যে, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মৃত ব্যক্তিগণের শোকসম্প্রদায় পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মার  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ  
সভাপতি।



## তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৬শে ভাদ্র ১৩২২, ১২ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

আলোচ্য বিষয়,—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্যাদি ;—(ক) সদস্য নির্বাচন, (খ) পুঁথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধপাঠ ;—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণবের “সাতবাহন-রাজবংশ” নামক প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ।

### উপস্থিতি—

মহারহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানতত্ত্ব এম্ এ, পি এচ ডি

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
শ্রীযুক্ত গণপতি রায় বিজ্ঞানবিনোদ	„ শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	„ রমাপ্রসাদ চন্দ্র বি এ
„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	„ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ	„ বসন্তকুমার রায়
„ গিরিজাপ্রসন্ন সান্ন্যাল	„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	„ কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ
„ ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	„ অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য
„ সতীশচন্দ্র মিত্র	„ ভোলানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র ঘোষ	„ ঋগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ গিরিশচন্দ্র দত্ত	„ মনোজকুমার বসু
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ	„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ	„ রজনীকান্ত বক্সী
„ সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	„ রামচন্দ্র শাস্ত্রী
„ বতীন্দ্রমোহন রায়	„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ বতীন্দ্রনাথ দত্ত	„ মদ্যধনাথ রায়
„ আশুতোষ মহলানবীশ	„ গোপীকান্ত ভট্ট
„ আনন্দনাথ রায়	„ বিশ্বনাথ সেন
„ প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ	„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ নিত্যানন্দ রায়	„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
„ শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী	„ বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্ববল্লভ
„ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	„ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

ভোলানাথ কৈাচ

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ

„ বাণীনাথ নন্দী

„ অরেন্দ্রনাথ কুমার

} সহঃ সম্পাদকগণ

মহানবোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ।

১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল ।

২। (ক) নিম্নলিখিত মহাশয়গণ বধারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র সরকার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	কুমার শ্রীরাধিকান্তভূষণ রায় ১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট ।
শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী	শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, বি এল্ ৪০ সীতারাম রোড । শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্ এম্ সি ৭৮।১ হারিসন রোড ।
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক । শ্রীতুপেন্দ্রচন্দ্র বসু এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক । শ্রীজীবনমোহন বসু বি এস সি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক । শ্রীসিকলাল দত্ত এম্ এস সি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক । শ্রীকরণাম্বর খাস্তগীর এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক । শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এস্ সি রিপণ কলেজের অধ্যাপক । শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক

প্রভাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, আসানসোল। শ্রীজ্ঞানকী প্রসাদ আইচ সাবরেজিষ্ট্রার, আসানসোল। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু বি এ সাবডেপুটী কলেক্টর, আসানসোল। শ্রীজ্ঞানকীনাথ পাল পুলিশ ইন্স্পেক্টর, আসানসোল। শ্রীযুধিষ্ঠির গড়াই আসানসোল। মৌলবী মহাম্মদ সহিহুল্লাহ এম এ, বি এল উকীল, বসীরহাট, ২৪ পরগণা। শ্রীহিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথনাথ বসু এম এ, বার-এট-ল ৫০ গোয়ালটুলী রোড।
রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার		শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহ ৬৯ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
শ্রীকিরণচন্দ্র রায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ২৭১১ নিবেদিতা লেন, বাগবাজার।
শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ তর্কাতার্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীঅমরনাথ মল্লিক এম এস সি, বি এল, ৬৬ হুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীমলিনচন্দ্র মিত্র ৪১১ গোপাল বিম্বাস লেন।

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১। ঠাকুর-মার খুলি
হেমেন্দ্রকুমার রায়গুপ্ত	২। পদ্মরা
কুলদারজল ব্রহ্মচারী	৩। শ্রীশ্রীসংস্কৃত-সঙ্গ

উপহারদাতা

উপকৃত পুস্তক

Supdt. of Archæological  
Survey, Frontier Circle

(4) Annual Report of the Archæological  
Survey of India, Frontier Circle for  
1914-15.

Officer in charge, Bengal  
Sect. Book Depot

(5) Report on the Administration of the  
Sectt. Deptt. in Bengal, for 1914-15.

Asiatic Society of Bengal

(6) Memoirs of the Asiatic Society of  
Bengal, Vol V, No 3.

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিষি মহাশয় অনুসম্বৃত থাকায় এবং তাঁহার প্রবন্ধ সম্পাদকের হস্তগত না হওয়ার উহা পঠিত হইল না এবং উক্ত প্রবন্ধপাঠ আগামী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল। কেন প্রবন্ধ আসিল না, তাহার অনুসন্ধান হইবে—সভাপতি মহাশয় এ আশা দিলেন।

৪। গত অধিবেশন হইতে স্থগিত শুভাকর দেবের তাত্ত্বশাসন প্রদর্শন সম্বন্ধে সভাস্থ সকলের মত গ্রহণ করা হইল। অধিকাংশের মত হইলে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক উক্ত তাত্ত্বশাসন প্রদর্শিত হইল। রাখাল বাবু তাত্ত্বশাসনখানির অংশ-বিশেষের পাঠ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি এখনও এই তাত্ত্বশাসন বিষয়ে গবেষণা শেষ করিতে পারেন নাই; উহার অক্ষরভঙ্গিাদি বিশেষরূপে আলোচনা না করিয়া উহার সময় সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে প্রস্তুত নহেন। এই তাত্ত্বশাসনোক্ত দাতা “সৌগত” ও “তথ্য-গত” শুভাকর দেব। উক্ত বিশেষণবয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাতা বৌদ্ধ ছিলেন এবং গৃহীতা চাতুর্বেদী ব্রাহ্মণগণ। স্থান তোশলি। কিন্তু এই শাসনোক্ত তোশলি এবং অশোকানুশাসনের তোশলি একই কি না—তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় বলিলেন যে, এই শাসন এবং এই শ্রেণীর শাসন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না এবং আপনার মত সমর্থন করিবার জন্য আত্মতত্ত্ববিবেক বা বৌদ্ধাধিকার নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ভিক্ষু এবং আরণ্যকদিগের মধ্যে বাধা কিছু প্রভেদ ছিল; গৃহীদিগের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু বলিয়া বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না। কিন্তু রমা-প্রসাদ বাবু আত্মতত্ত্ববিবেকের অংশবিশেষ যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, উহার ব্যাখ্যা সেরূপ হইবে না এবং বিভাত্ত্বময় মহাশয় উহার সাধারণকর্তৃক গৃহীত ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন। বৌদ্ধাধিকার হইতে উক্ত তংশে বৌদ্ধ হিন্দুর মধ্যে যে কোন প্রভেদ ছিল না, তৎসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রকটিত হয় নাই।

সভাপতিকে ধন্যবাদপূর্বক সভাস্তম্ব হইল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কুমার

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৬ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ন ৫।০ টা

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্য (ক) সদস্য-নির্বাচন, (খ) পুঁথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন ;—(ক) শ্রীযুক্ত রাণী ভুবনমোহিনী মিত্র-জায়া মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি, প্রদর্শক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, (খ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত একটি প্রাচীন রোপা মুদ্রা। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয়ের “সাতবাহন-রাজ-বংশ”, (খ) শ্রীযুক্ত পূর্ণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয়ের “মুর্শিদাবাদের কয়েকটি প্রাচীন লিপি”, (গ) শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয়ের “পার্সেন্টের (1 Percent) প্রতিশব্দ” ও (ঘ) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ মহাশয়ের “গিজোর সভ্যতার ইতিহাসের উপক্রমণিকার প্রথম অধ্যায়।” ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) যতীশচন্দ্র সমাজপতি, (খ) গোবিন্দপ্রসন্ন রায়, (গ) হেমসুন্দর কর ও (ঘ) হরেকৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ ( সভাপতি )

” রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম এ

” ” ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

” হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

” চারুচন্দ্র বসু

” নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব,

” পঞ্চানন মিত্র এম এ

সিদ্ধান্তবারিধি

” ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ত্ত

” রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ

” গণপতি রায় বিজ্ঞাবিনোদী

” রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ

” নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

” রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ

” বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যধরদত্ত

” মনুধর্মোহন বসু এম এ

” কামকমল সিংহ

” চিত্তমুখ গাঙ্গুল বি ই

” বোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

” যতীন্দ্রমোহন রায়

” মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

” হেমচন্দ্র সেন শুশ্রূষ এম এ

” বামাচরণ মজুমদার

” হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ

” অমৃতগোপাল বসু

” সতীপ্রসাদ সেন শুশ্রূষ

” হেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত মন্থনাথ বসু

শ্রীযুক্ত কীৰ্ত্তিভূষণ সরকার

„ গিরিশচন্দ্র দত্ত

„ সুরেন্দ্রনাথ সরকার

„ অমৃতলাল দত্ত

„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

„ সূর্য্যকুমার পাল

„ মন্থনাথ শীল

„ ভোলানাথ কৌচ

„ শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ অবিনাশচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল (সম্পাদক)

„ মৃণালকান্তি ঘোষ

„ বাণীনাথ নন্দী

„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

„ কিরণচন্দ্র দত্ত

„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার

} সহকারী সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্বাচিত হইলেন;—

প্রস্তাবক

সমর্থক

সদস্য

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২২ বীডন ষ্ট্রীট।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

শ্রীহেমেন্দ্র দাশগুপ্ত

শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম্ এ, এম আর এ এস,

২৩২ কানাইলাল ধর লেন।

শ্রীষত্ৰনাথ দে

শ্রীবাণীনাথ নন্দী

শ্রীউমাগদ বসু এম এ, বি এল

বাসী, রাজনগর, দারবঙ্গ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

শ্রীযাদবচন্দ্র দাস

তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।

„

„

ডাঃ শ্রীকিরণেন্দু ঘোষ ডি পি এচ (গণ্ডন),

ডি টি এম (লিভারপুল),

কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, রোনিও মেডিকেল হল।

শ্রীরসিকলাল রায়

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

শ্রীবৈদ্যনাথ দাস এম্ এ

সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

প্রভাবক	সমর্থক	সমস্ত
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৮/১ কালীঘাট রোড।
"	"	শ্রীকালিদাস নাগ জুলোজিক্যাল গার্ডেনার।
"	"	শ্রীমন্মথনাথ বসু বি এ, এম্ এ (কেমিস্ট্রী), বার-এট-ল, ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রফেসর ৫০ গোয়ালটুলী রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র উত্তর চাত্রা, গোবরডাঙ্গা পোঃ, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীভূতনাথ প্রধান শামটা, বশোহর।

২। (খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুঁথি ও পুস্তকের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ হালদার	১। শ্রীহরিনামামৃত
	২। শ্রীঈশ ও প্রহ্লাদ-চরিতামৃত
	৩। কাঙ্গালের কুপালাভ
" প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য	৪। ক্রিওপেট্রা
" করালীচরণ চক্রবর্তী	৫। ধর্মতত্ত্ব-বারিধি
	৬। অধিকাচরণের তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ ও জীবনী
" সুধাংশু কুমার সেন	৭। বাকলা
" অরমেশ সিকদার	৮। অন্নবিস্তর
" নগেন্দ্রনাথ বসু	৯। বর্জমানের ইতিকথা
	১০। ঐ
" বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১। দেবী ও দানবী
" স্বরেন্দ্রনাথ দাস	১২। দময়ন্তী
" প্রভাতচন্দ্র দোবে	১৩। দায়জিলিং
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৪। চুষক বিজ্ঞান
	১৫। বন্ধে জ্যোতিষ-মানবন্দির
	১৬। আমিশ্বের প্রসার ( ২য় খণ্ড )
	১৭। পরিব্রাজকসুতমালা

# কাৰ্য্য-বিবৰণী

৩৫

উপহাৰদাতা

উপহৃত পুস্তক

শ্ৰীযুক্ত ৰামেন্দ্ৰচন্দ্ৰ জিবেদী

১৮। উপবাস

Registrar, Calcutta University (19) Calcutta University Calendar

Pt 8—1915.

Do (20)

Regulations 1914.

Do (21)

Minutes Pt. 7—

1913.

Librarian, Presidency College (22) Catalogue of Books in the Presidency College Library Pt. I.

(23) Do Do Pt. II.

Director, G. S. India

(24) Records of the Geological Survey of India Vol. 46. August 1915.

Secy. to the Govt. of India (25) Report of the Committee on Co-Operation in India 1915.

Bengal Sectt. Book Depot. (26) 53rd Report of the Govt. Cinchona Plantations in Bengal 1914—15.

Smithsonian Institution, (27) Smithsonian Misch. Collections Washington. Vol 65. no. 2.

The Development of the lungs of the alligator.

Do (28) Do Vol 65. no. 5.

The Microspectroscope in Mineralogy.

Do (29) Do Vol 65. no. 7.

Supdt. Govt. Printing, India (30) Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills. July 15.

Surveyor Genl. of India (31) Genl. Report of the Survey of India, 1913—14.

Supdt. Govt. Printing, India (32) Report of the Chief Insp. of Mines in India for 1914.

শ্ৰীযুক্ত ৰামেন্দ্ৰচন্দ্ৰ জিবেদী (33) Religion of love or hundred aphorism of Sandilya.

(34) Nature in the Poetry of Milton.

(35) Milton's Sonnets.

শ্ৰীযুক্তা ৰাণী জুবনমোহিনী মহোদয়৷ কৰ্তৃক উপহৃত পুথি—

১। নাৱাগোপনিষৎ

৩। মহাভাৰত (সত্যপৰ্ব)

২। কাৱ্যকাৱিবিচাৰ

৪। পঞ্চপঞ্চিকুনটিকা



৫। প্রাক্তত্ব	৩২। ষট্চক্রবিবরণ
৬। মণিককিকা	৩৩। গুরুগীতাস্তোত্র
৭। তত্ত্বচিন্তামণি	৩৪। অমরকোষ
৮। দায়াদিকারক্রমসংগ্রহ	৩৫। কুল্লিকাতন্ত্র
৯। শক্তিসঙ্গম তন্ত্র	৩৬। কানীথগু
১০। মাতৃকাজগম্মঙ্গল কবচ	৩৭। রামতাপনীমোপনিষৎ
১১। বগলামুখীকবচ	৩৮। পরামর্শকাটা
১২। বীজগণিত	উপদেশমুমাটি
১৩। তুলাদানপ্রয়োগ	কেবমুমাটি
১৪। অথর্ব-শিরোপনিষদীপিকা	সিদ্ধাস্তলক্ষণ
১৫। ভক্তিরসায়নে ভক্তিবিশেষলক্ষণ	৩৯। অত্রিসংহিতা
১৬। নিরুচপশুবন্ধঃ	৪০। কুলশাস্ত্র
১৭। বৃহজ্জীবালোপনিষৎ	৪১। সাহিবংশের তালিকা
১৮। মহাভারত ( সভাপর্ক )	বৃহজ্জীবালোপনিষৎ
১৯। নারায়ণোপনিষৎ	জীবমুক্তোপনিষৎ
২০। দুর্গাসহস্রনাম	শিক্ষাজ্যোতিষনিঘণ্টু
২১। কৃষ্ণসহস্রনাম	বলভদ্রসহস্রনাম
২২। রসগঙ্গাধর .	বৃহদেবতা
২৩। পাতঞ্জলযোগভাষ্য	অনুমানটীকা
২৪। রামসহস্রনাম	বাক্যপদীয়
২৫। গণপতিসহস্রনাম	শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ
২৬। রাক্ষস কাব্য	উদাহ-তত্ত্ব
২৭। উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ	বিপ্রভক্তি-চক্রিকা
২৮। পুষ্পমুদ্র	ঐ ঐ
২৯। বজ্রমুচ্যোপনিষৎ	জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব
৩০। নারায়ণীয়-উপনিষদ্ভাষ্য	৪২। Black Yajur Veda
৩১। ষট্চক্রপ্রপঞ্চ	

৩। প্রদর্শন—শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয়া প্রদত্ত পুথিগুলি প্রদর্শনকালে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রস্বন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—এই পুথিগুলি বহু মূল্যবান এবং এইগুলি স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল ও তাঁহারই ভবনে এগুলি এ বাবৎ রক্ষিত ছিল। তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয়া কর্তৃক পুথিগুলি পরিষদে উপহার-স্বরূপ প্রদত্ত হইল। ইতিপূর্বে স্বর্গীয় রাজা বাহাজুরের ব্যবহৃত পরিচ্ছদাদি,

আরও কতকগুলি দ্রব্য শ্রীযুক্ত রাণীকর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। এই দানের জন্য তাঁহাকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক। তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই পুঁথিগুলি তাঁহার নামে পৃথক্ ভাবে সংরক্ষিত হউক। সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত মুদ্রা প্রদর্শিত হইল।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক তাঁহার “সাতবাহন-রাজবংশ” নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবার পূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে—কিছু কাল পূর্বে আমি এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে চাওয়ায় সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে, এই প্রবন্ধটি পাঠের জন্য আমার বাটীতে পাঠান যাইতে পারে না, তবে পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া আমি এই প্রবন্ধ পড়িতে পারি। তদনুসারে আমি এক দিন পরিষৎ মন্দিরে আসি, কিন্তু প্রবন্ধ হস্তগত না হওয়ার আমাকে দুই দিন পরে আসিতে বলা হয়—তদনুসারে আমি পুনরায় বাই, কিন্তু আমাকে প্রবন্ধ দেখান হয় নাই। এই সম্পর্কে সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, তিনি রমেশ বাবুকে এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। কারণ, প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে কাহাকেও উহা পাঠ করিতে দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। শ্রীযুক্ত নুরেন্দ্রনাথ কুমার সহকারী সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেন যে, তিনি রমেশ বাবুকে ঐরূপ বলিয়া-ছিলেন এবং তিনি যত দূর জানেন, তাহাতে ঐরূপ প্রবন্ধ পাঠ করিতে দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ নহে। তৎপরে রমেশ বাবু সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানান যে, প্রবন্ধগুলি পরিষদের হস্তগত হইবার পূর্বে সভার অধিবেশনের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা উচিত নহে। এই বিষয়ে নানা বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, প্রবন্ধগুলি এখন হইতে হস্তগত হইবার পূর্বে পাঠের জন্য বিজ্ঞাপিত হইবে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয় তাঁহার “সাতবাহন-রাজবংশ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের “সাতবাহন-রাজবংশ” প্রবন্ধোক্ত কাল সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিলেন।

রমেশ বাবু বিস্তৃতভাবে প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার সার মর্ম্ম এইরূপ,—অঙ্গুগণের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোল রহিয়াছে। প্রবন্ধ-পাঠক হাতীজকার শিলালিপিতে যে তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন, সম্প্রতি লুডার সাহেব তাহা স্বীকার করেন নাই। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু যে মত প্রকাশ করিলেন, তাহা পি, সি, মুখার্জি বহু দিন হইল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহই সে মত গ্রহণ করেন নাই। ৩৭২ খৃঃ পূর্বে চন্দ্রগুপ্তের অভিব্যক্তি ধরিলে পুষ্যমিত্রের তারিখের গোল হয়, সমস্ত ভারতের ইতিহাস পরিবর্তন করিতে হয়, স্মৃতরাং ৩৭২খৃঃ পূর্বে হইতে পারে না। ক্রতুদামার গির্গার লিপির পাঠও এখন পরিবর্তিত হইয়াছে, এখন আর ৭২ খৃঃ অক স্বীকৃত নহে। ক্রতুপিতামহ(?) প্রায় ১৩০ খৃষ্টাব্দে বিজয়মান ছিলেন।

নহপান ৪৬ হইতে ১২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। গৌতমীপুত্র ১২৪ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁহারকর দেখাইয়াছেন, শালিবাহন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, এক রাজবংশের নাম। অন্ধ্ররাজ হাল-সপ্তশতী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। অন্ধ্রভৃত্য ও অন্ধ্র—দুইটা আলাহিদা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গৌতমীপুত্র উপাধি এক বংশের, অপর বংশের নহে; তাহার প্রমাণ নাই। সিম্বকের নাম সাতকর্ণীর সময়ের লিপিতে পাওয়া যায় মাত্র, সুতরাং ঐ নাম হইতেও প্রকৃত কাল নির্ণয় চলে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন যে, নগেন্দ্র বাবু পুরাণের উপর যত অধিক মাত্রায় নির্ভর করিয়াছেন, ততটা করা যায় না। পুরাণের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুই নাই। মৌর্যবংশের বংশলতা প্রদান করিতে গিয়া পুরাণকারগণ যেসকল গোলে পাড়িয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায় যে, পুরাণকে ইতিহাস আখ্যা দেওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, Sandracottus ও অশোক এক ব্যক্তি; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ অশোকের লেখমালা। তিনি তাঁহার অহুশাসনবিশেষে নিজেকে আন্তিকোণ, মক ও তোরময়ের সমসাময়িক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন প্রতীচ্যের কালতত্ত্বের সহিত প্রাচীন প্রাচ্যের কালতত্ত্বের সম্বন্ধ-নির্ণয় একপ্রকার নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন যদি আবার নূতন উপপত্তি লইয়া নগেন্দ্র বাবু প্রাচীন ইতিহাসক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতীচ্যের কালতত্ত্ব সংশোধন করিয়া এবং তাহার সহিত তাঁহার নূতন তত্ত্ব খাপ খাওয়াইতে হইবে। যত দিন না তিনি তাহা করিতে পারেন, তত দিন তাঁহার এই নূতন আবিষ্কার ঐতিহাসিক জগতে গৃহীত হইবে না। আর এক কথা, তিনি যে নহপানকে যত পূর্ববর্তী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাহা কোনও প্রকারে হইতে পারে না। কারণ, গ্রীক aspirated H বা h অক্ষরের ব্যবহার নহপানের মুদ্রায় দেখা যায়। এই সকল মুদ্রায় এই aspirated H বা h অক্ষরের ব্যবহার ধরিয়া বিচার করিতে গেলে নহপানের তারিখ অনেক পরে আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবুর কথা টিকে না।

শ্রীযুক্ত চার্লস বক্স মহাশয় বলিলেন যে, Sir William Jonesএর লেখায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, Sandracottus ভিন্ন ব্যক্তি। পি, সি, মুখার্জি প্রথমে লেখেন যে, অশোকই চন্দ্রগুপ্ত বা Sandracottus। ইতিহাস ও পুরাণ বা জনশ্রুতি সমান ভাবে গ্রহণ করা উচিত নহে। Sandracottus এবং অশোক এক ব্যক্তি নহে, ইহা সম্রাটের সপ্রমাণ করিতে পারি। সিম্ব অন্ধ্ররাজগণের স্থাপিত নহে, ২২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ মহাশয় বলিলেন,—অন্ধ্ররাজগণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা কোথাও হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস সঙ্কলন ও শিলালিপি ব্যাখ্যা করিতে হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা মিলাইয়া অন্ধ্ররাজগণের ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে ডাঃ Sewell স্বীয় Antiquities of Madras নামক গ্রন্থেও অন্ধ্ররাজগণ সম্বন্ধে অনেক কথা

বলিয়াছেন। কিন্তু পুরাণে অন্ধ্ররাজ সৰ্ব্বক বত নাম পাওয়া যায়, অস্ত কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। পৌরাণিক নামের সহিত শিলালিপি কোন কোন নামের বখন ঐক্য আছে, তখন পুরাণোক্ত বিবরণকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। শিলালিপি স্থাপন করিয়া পুরাণকে বতটুকু ঠাড় করিতে পারা যায়, তাহা করিতে হইবে। শিলালিপি দ্বারা অন্ধ্ররাজগণের উৎপত্তি ও অবসান নির্ণয় করা সুকঠিন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজগণের অবসান হয় নাই। অমরাবতী স্তূপও অন্ধ্ররাজবংশের খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। মহাকবি হালপ্রণীত সন্তসই গ্রন্থ মহারাষ্ট্র প্রাকৃতে লিখিত। হালের অপর নাম সাতবাহন। অনেক মনে করেন, তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজবংশে প্রাহুভূত হইয়াছিলেন। পালি মহাবংশের গণনা অনুসারে অশোক খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অশোকের সময়ের উৎকীর্ণ ও মেগাস্থিনিদের *Sandra Kottas* প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিলে অশোককে খৃঃ পূঃ শতাব্দীর পূর্বে লওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু “অশোক খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক” এই কথা বাহা বলিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, তাঁহার আন্তরিক কথা নহে। তিনি উহা Seriously behave করেন না। খ্রীষ্মত্বে নগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শিলালিপি ও সমসাময়িক ঘটনা মিলাইয়া লইবার কথা বাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত। পুরাণের মতগুলি অস্ত প্রমাণনিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া লওয়া উচিত নহে। অন্ধ্ররাজবংশের ইতিহাস সৰ্ব্বক আলোচনা বিশেষ ভাবে বাঞ্ছনীয়।

তৎপরে খ্রীষ্মত্বে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিকল্প পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার যুক্তির সারাংশ নিম্নে প্রস্তুত হইল;—

যে সকল আধুনিক মত লইয়া বিকল্প পক্ষ আলোচনা করিলেন, তাহা মতবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের দেশীয় মত অর্থাৎ হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ মতের অনুবর্তী না হইয়াই আলেকসান্দারের সমসাময়িক *Sander katlas*কে একমাত্র নামসামুদ্রে মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই মতবাদ আলোচনার বিষয়। বখন হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ, এই তিন সম্রাটের মধ্যেই শাক্যবুদ্ধ, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক প্রিয়দর্শীর আবির্ভাব-কাল সৰ্ব্বক বিশেষ পার্থক্য নাই, তখন দেশীয় মত উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য মতবাদের অনুসরণ করা সমীচীন নহে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণের মতে ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করেন। এ দিকে জৈন শাস্ত্রানুসারে ৫২৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মহাবীর স্বামীর মোক্ষ হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, শাক্যবুদ্ধ ও শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর সমসাময়িক। সিংহলের মহাবংশের মতে বুদ্ধনির্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩২৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মৌর্য্যসম্রাট অশোকের অভিষেক এবং জৈনচর্চায় হেমচন্দ্র ও প্রাচীন প্রমাণ অনুসারে লিখিয়া গিয়াছেন যে, মহাবীর স্বামীর বুদ্ধের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে প্রথম মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক। বলা বাহুল্য, উক্ত প্রাচীন প্রমাণ অনুসারে অশোক-প্রিয়দর্শীই আলেকসান্দারের সমসাময়িক হইতেছেন। প্রাচীন

শিলালিপি ও তাম্রশাসন আলোচনা করিলে পিতামহ ও পৌত্রের একই নামের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্তবংশ, অন্ধ্রবংশ ও চালুক্যবংশ প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশ আলোচনা করিলেই পাইবেন। সেইরূপ গ্রীক গ্রন্থকারগণ অশোক প্রিয়দর্শীর পৈতামহিক নামেই তাঁহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, মেগাস্থেনিস তাঁহার অপর নাম palim leothrus বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিরুদ্ধ পক্ষের আগন্তি, অশোক প্রিয়দর্শীর অনুশাসনে যে কয় জন যবন-নৃপতির উল্লেখ আছে, তাঁহারা সকলেই আলেক্সান্দারের বহু পরবর্তী। কিন্তু আমি আমার বিশ্বকোষে প্রিয়দর্শী শব্দে গ্রীক ইতিহাসের সাহায্যেই প্রমাণ করিয়াছি, ৩২৪খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে ২৮৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দ মধ্যেই অর্থাৎ দেড়শ প্রমাণ-নির্দিষ্ট অশোকের সময়েই অশোকানুশাসনে বর্ণিত পঞ্চ যবন-নৃপতি বিদ্যমান ছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রয়োজন হইলে আমি সাহিত্য-পরিষদে সবিশেষ আলোচনা করিয়া আমার পক্ষ সমর্থনে প্রস্তুত আছি। মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হইতেই মৌর্য্যাক আরম্ভ। হাতিশুদ্ধার জৈনরাজ ধারবেলের শিলালিপিতে ১৬৫ মৌর্য্যাকের অঙ্ক দেখিয়া আসিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ লিপিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্ড্রজিও ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ১৬৫ মৌর্য্যাক স্থির করিয়াছিলেন। কালপ্রভাবে কয়েক বর্ষের বর্ষাতিশয্যে ঐ অঙ্ক কিছু ক্ষয় হইয়াছে। এ অঙ্ক লুপ্তার সাহেবের নব পাঠে ঐ অঙ্ক স্থান পায় নাই। এই হাতিশুদ্ধার লিপির সাহায্যেই আমরা অন্ধ্রনৃপতি শাতকর্ণির প্রকৃত কালনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছি। পাশ্চাত্য মুদ্রাতত্ত্ববিদগণ অন্ধ্রনৃপতিগণের মুদ্রার সাহায্যে যে রাজবংশমালা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত পুরাণ-বর্ণিত অন্ধ্র-রাজবংশের তালিকার অমিল নাই। সকল মুদ্রার প্রকৃত পাঠ উদ্ধার হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বিশেষতঃ মুদ্রার সাহায্যে অন্ধ্র-রাজবংশের ধারাবাহিক তালিকা ঠিক হওয়া অসম্ভব। এ কারণ পুরাণের তালিকাই প্রামাণিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক বিবরণীর সাহায্যেই যে মহাপুরাণ-সমূহের প্রাচীন রাজবংশের তালিকা ও রাজ্যকাল-তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা আর এখন অস্বীকার করা যায় না। এখন এ দেশের নবীন ঐতিহাসিকগণ পুরাণের উপর ততটা আস্থা বান্ না হইলেও প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ পুরাণ-প্রমাণ বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এত দিন সাধারণের বিশ্বাস ছিল, অন্ধ্ররাজবংশ ও অন্ধ্রভৃত্যবংশ এক ও অভিন্ন। আমি পুরাণ-প্রমাণে বিশেষ করিয়া আমার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অন্ধ্ররাজবংশ ও অন্ধ্রভৃত্য-বংশ এক নহে।

অবশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন,—যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা, আজকার প্রবন্ধ ও আলোচনা সেই উদ্দেশ্যের প্রধান সহায়ক বলিয়া মনে করি। আগেকার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সকলকে Gentleman করা অর্থাৎ নামা বিষয়ে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ দ্বারা কতকটা বহুদর্শী করিয়া তোলা। এখনকার উদ্দেশ্য কেবল পণ্ডিত বা Expert তৈয়ারী করা। এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ নিজের সীমার বাহিরে বাইতে চান না। স্তত্ররং বাহিরের আলোচনায় তাঁহারা ততটা আস্থাবান্ নহেন। স্তত্ররং উভয় শ্রেণীর মধ্যে

যে সামান্য মতভেদ ঘটিবে, তাহা স্বাভাবিক। আমি ও নগেন বাবু সেই আগেকার ক্লাসের লোক। সব দিক্ হইতেই সত্য সংগ্রহ করা উচিত। পুরাণের বিষয়টি, তৃত ঐতিহাসিক নামগুলি বা ঘটনা অগ্রাহ্য নহে; তবে যে ভাবে এখন সচরাচর পুরাণ ছাপান হইতেছে, সেই সকল ভ্রম প্রমাদযুক্ত সংস্করণের উপর বিশ্বাস করা যায় না। বহু প্রাচীন পুঁথি মিলাইয়া উপযুক্ত ভাবে এডিট করিতে হইবে। মোটের উপর Properly edit হইলে পুরাণকে Contemporary record বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পুরাণের প্রাচীন পুঁথি এখনও নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। পাকিস্টান সাহেব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, পুরাণগুলি Contemporary। এখন তিনি বেদ হইতে ঐতিহাসিক উপাদান বাহির করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাচীন পুরাণের পুঁথিগুলি মিলাইয়া দেখিলে সকলগুলির মূল এক এবং একতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে ৫৪৩ হইতে ৬৬ বৎসর বাদ দিয়া খৃষ্টের ৪৭৭ বর্ষ পূর্বে বুদ্ধনির্বাণ ধরিয়া লইয়াছেন। এখন আবার কণ্টনের Dotted record অনুযায়ী এক পক্ষ ৪৮৬ ও আর এক পক্ষ ৫৮৩ বর্ষ বলিতেছেন। স্মরণ্য বুদ্ধ-নির্বাণাব্দ সম্বন্ধে এখনও পাশ্চাত্যেরা একমত নহেন। নহণান সম্বন্ধে দুই দলের মত মিলিবে না। আমি ও বঙ্ক জৈসবাল উভয়ে আলোচনা-করিয়া দেখিয়াছি যে, নহণানকে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই লইতে হইবে। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হিসাবে বলিতেছি, আজ আমাদের কিছু কাজ হইয়াছে; তজ্জন্ত আপনাকে ধন্ত মনে করিতেছি। এইরূপ আলোচনার পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং আমরাও আলোচনার ফলে অনেক নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিব।

(খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার এম এ মহাশয়ের “মুর্শিদাবাদের কয়েকটি প্রাচীন লিপি” নামক প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয়ের “পাসেণ্টের প্রতিশব্দ” নামক প্রবন্ধ-দ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। শোক প্রকাশ—(ক) বতীশচন্দ্র সমাজপতি, (খ) গোবিন্দপ্রসন্ন রায়, (গ) হেমন্তকুমার কর ও (ঘ) হরেকৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমুণালকান্তি ঘোষ  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী  
সভাপতি।

## পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩২২, ১২ই ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্যাদি;—(ক) সদস্য-নির্বাচন, (খ) পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত সোনার পুঁথি, (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ মহাশয় কর্তৃক নেপাল হইতে সংগৃহীত বাঙ্গালা পুঁথি এবং (গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ কর্তৃক নালন্দায় প্রাপ্ত রাজ্যপালের এবং উদ্‌গুপ্তের গাপ্ত নারায়ণপালের খোদিত লিপি। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের “রাজ্যপালের ও নারায়ণপালের তাম্রশাসন”। ৫। শোকপ্রকাশ—কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায়, জানকীনাথ গুপ্ত এম এ, বি এল, শিবনাথ গুপ্ত বি এ, অধিকাচরণ গুপ্ত, বিহারীলাল পাল বি এল এবং ত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ ( সভাপতি )

„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ

„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ

মোহাম্মদ রওশান আলী চৌধুরী

„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ

শ্রীযুক্ত ধোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ

„ স্বতীন্দ্রনাথ দত্ত

„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল

„ দামোদরদাস বর্মন

„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ

„ রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর

„ ডাঃ রাধাকৃষ্ণন সুখোপাধ্যায়

এম এ, বি এল

এম এ, পি এচ ডি

„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ

„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

„ কেশবনাথ মজুমদার

„ শুদ্ধানন্দ স্বামী

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ

„ মদনমোহন বসু এম এ

„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ

„ চিত্তহর সাহা বি ই

„ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ এম এ, বি এল

„ সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ

„ শশিভূষণ সুখোপাধ্যায়

„ গোলোকেন্দ্রনাথ দে

শ্রীযুক্ত রামহরি ভড় বি এল

- „ বামাচরণ মজুমদার
- „ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানহার্ণব
- „ কুমার অধিক্রম মজুমদার
- „ মন্থননাথ বোষ এম এ
- „ মহেন্দ্রনাথ সরকার
- „ কুমার পরীক্রম মজুমদার
- „ কেশবনাথ ভারতী
- „ অম্বিকাচরণ বসু
- „ মনোমোহন চক্রবর্তী
- „ মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
- „ কেশবলাল রায় চৌধুরী
- „ বসন্তকুমার রায় এম এ
- „ কেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ মন্থননাথ রায়
- „ গোপীকান্ত ভড়
- „ গণপতি রায় বিজ্ঞাবিনোদ

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন

- „ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
- „ জীবনধন চক্রবর্তী
- „ পুলিনবিহারী দত্ত
- „ হরীকেশ লাহিড়ী
- „ ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
- „ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যাকর্ষ
- „ মহেশচন্দ্র সেন
- „ যোগীন্দ্র প্রসাদ মৈত্র
- „ হেমচন্দ্র বোষ
- „ অমৃতলাল বসু
- „ রামকমল সিংহ
- „ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
- „ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
- „ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
- „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ষ, এম এ, বি এল ( সম্পাদক )

- „ যুগলকান্তি বোষ
- „ বাণীনাথ নন্দী
- „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
- „ কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদক ।

মহানবোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ।”

১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ লিখিত হয় নাই বলিয়া উহা পঠিত হইল না ।

২। (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীযুগলকান্তি বোষ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি এল কালনা, বর্ধমান ।



প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীদিবানাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল কালনা, বর্ধমান।
শ্রীধনকৃষ্ণ চৌল	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅক্ষয়কুমার গোস্বামী শ্রীরামপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায় চৌধুরী বড়িশা পোঃ, ২৪ পরগণা।
শ্রীভূপত্তিনাথ দাস	শ্রীরামকমল সিংহ	খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আওলাত হাসান রাজার দেউড়ী, ঢাকা।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	মিঃ জে, এম, মিত্র হাইকোর্টের উকীল ৮ হরিপাল লেন, কলিকাতা।
মুন্সী আব্দুল করিম	শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকালীপদ সরকার এম্ এ এসিষ্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	মিঃ এ, কে, গুপ্ত বি এ আসিষ্ট্যান্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ইণ্ডিয়া স্টেট রেলওয়ে, ২ কর্পোরেশন স্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরায় বভীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীজ্ঞানকীনাথ মুখোপাধ্যায় মুলেক, ডায়মণ্ড হারবার।
মুন্সী আব্দুল করিম	শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন গুপ্ত গুচিয়া, এম্ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বড়মা পোঃ, চট্টগ্রাম।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১২০ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ	শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় সীতানাথ রোড। শ্রীসুরেশচন্দ্র ধর আশুতোষ লাইব্রেরী ৫০১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সমস্ত
শ্রীহরেন্দ্ৰনাথ কুমাৰ	শ্রীহেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্ৰ পাল এম এ, বি এল লেকচারার টন বোটানি, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স, বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরাধালরাজ রায়	"	শ্রীশ্ৰামাপদ রায় রাজপুর তেঘরী পোঃ, মুরশিদাবাদ।
শ্রীযোগীন্দ্ৰনাথ সমাদ্দার	শ্রীরাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহরেন্দ্ৰনাথ ঘোষ জমিদার, ১০৯ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্ত্তী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্ৰ পাল তেলেনিপাড়া, হুগলী।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় চক্ৰবৰ্ত্তীপাড়া, বারাসত, চম্বননগর।
শ্রীক্ষেত্ৰমোহন ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকেশবলাল রায় চৌধুরী উকীল, বশোহর।
শ্রীবামাচরণ মজুমদার	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমোহিনীমোহন সাহা মার্চেন্ট, ২৪ নং হরচন্দ্ৰ মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা।
কে, বিশ্বরাজ ধনস্তরী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীদ্বীকেশ ভট্টাচার্য গয়ড়া, বেনাপোল, বশোহর।
"	"	শ্রীকৃষ্ণধন প্রধান কল্লাদহ, বেনাপোল, বশোহর।

২। (খ) অতঃপর নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদৰ্শিত হইল ও উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১। বন-কুসুম
" কৃষ্ণচন্দ্ৰ কুণ্ডু এম এ	২। ক্লিওপেট্রা
"	৩। পায়গী
" বিবেকধর দাস	৪। কাস্তিক-চরিত
" ডাঃ অক্ষয়চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়	৫। গোপতত্বকৌমুদী
" সতীশচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত	৬। অঞ্জলি
" নিত্যানন্দ গোস্বামী	৭। মঙ্গল-নির্বোধ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
ম্যানেজার—সংস্কৃত প্রেস-ডিপজিটরী	৮। বাসবদত্তা
	৯। রসতরঙ্গিণী
শ্রীযুক্ত বঙ্কুবহারী ধর	১০। ক'নে মা
„ অবনীকুমার রায়	১১। মাহিষ্য-বিবৃতি
„ হরীকেশ মিত্র	১২। সেই-মা
	১৩। ছোট বউ
„ মোক্ষদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী	১৪। সদগোপকুলীনসংহিতা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
১৫। আত্মতত্ত্বদর্শন	২৪। আত্মবোধ
১৬। সঙ্গীত-কুসুম	২৫। অপচয় ও উন্নতি
১৭। অমিয়-সঙ্গীত	২৬। বেদান্তসার (সটীক)
১৮। প্রেমতত্ত্বগীতাবলী	২৭। যোগি-বাজবল্লভ
১৯। সাধনগীতি	২৮। বিবেক-চূড়ামণি
২০। আত্মিকতত্ত্বমালা	২৯। সংকীৰ্ত্তন
২১। ছায়া বা বিবাদ-গীতি	৩০। ওঁ সার নিত্যক্রিয়া
২২। মানসিক বা শ্রীপৌরাণের উপদেশ	৩১। বৈরাগ্যশতক
২৩। জ্ঞানরত্নাকর	৩২। শান্তিশতক

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়	৩৩। প্রাকৃতিকী
	৩৪। বৈজ্ঞানিকী
	৩৫। গ্রহ-নক্ষত্র

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
৩৬। বনফুল	৪২। মানস-কুসুম
৩৭। প্রথম প্রয়াস	৪৩। সুখ-বিষময়
৩৮। অ-বলা কি অ-বলা	৪৪। কবিতা-কদম্ব
৩৯। প্রণয়-পাগল	৪৫। বৃটীশ-সঙ্গীত
৪০। বিশ্বেশ্বর-বিলাপ	৪৬। নিষ্ফল তরু
৪১। কবিতাকল্লভ (১ম ভাগ)	৪৭। কবিতাহার

উপহাৰদাতা—শ্ৰীযুক্ত কিৰণচন্দ্ৰ দত্ত

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
৪৮। জাতীয় সন্মিলনী-সঙ্গীত	৬৬। কুসুমাজ্জলি
৪৯। হৰধৰ্ম্মভূজ	৬৭। দ্বী-স্নানীততা ও দ্বীশিক্ষা
৫০। সাক্ষাৎ দৰ্পণ নাটক	৬৮। এখন আঁসি ?
৫১। একেই কি বলে সভ্যতা ?	৬৯। স্বৰ্ণৱেণু
৫২। প্ৰেমপাশ নাটক	৭০। কথোপকথন-বহুত
৫৩। জামাইঘণ্টা	৭১। বিদ্যামালিনী (২য় খণ্ড)
৫৪। পৰী	৭২। সাংস্কৃতিক সঙ্গীত
৫৫। কৃষ্ণ-তুৰ্কমুখ	৭৩। সঙ্গীতহাৰ
৫৬। ভাৰতসৌম্যন্তে কৃষ্ণ, ( ১ম ভাগ )	৭৪। প্ৰলাপ
৫৭। চিন্তা-বহুত	৭৫। বসন্তনিৰ্গম
৫৮। বাঙ্গালীৰ মুণ্ড	৭৬। ঋতুবিলাস
৫৯। আদৰ্শ-নাৰী	৭৭। অচলবাসিনী
৬০। কাণ্ডাৰ কুসুম বা হৰিদাসের	৭৮। ভগ্নীবিলাপ
মৃত্যুশয্যা	৭৯। বামনভিক্ষা
৬১। শান্তি-বহুত	৮০। কবিতানন্দলহৰী
৬২। মডেল ভাৰতা, (১ম ভাগ)	৮১। বিদ্যামুখমণ্ডন
৬৩। বৰজীৱক উপাখ্যান	৮২। বোগসাধন (১ম সংখ্যা)
৬৪। ধৰ্ম্মচিন্তা (১ম খণ্ড)	৮৩। ঐ (২য় সংখ্যা)
৬৫। মাতৃভক্তিতরঙ্গিনী	

উপহাৰদাতা

শ্ৰীযুক্ত সুরেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য

• বিদিত

• পঞ্চশিখ ভট্টাচাৰ্য্য

উপহৃত পুস্তক

৮৪। নিভৃত-বিলাপ
৮৫। অৰ্দ্ধেন্দুশ্ৰেষ্ঠ মৃত্যুকী
৮৬। জাতীয় মহাসমিতি
৮৭। কস্তাধাৰ
৮৮। আঁচাৰ্য্যৰ উপদেশ (২য় খণ্ড)
৮৯। কৈশোৰক
৯০। উপনিষদাবলী
৯১। বোগাধুধি
৯২। শ্ৰীমদ্ভগবদ্গীতা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	২৩। অধ্যাত্ম-গীতা
ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু	২৪। ম্যালেরিয়া ও হোমিওপ্যাথি মতে তাহার প্রতিকার

উপহারদাতা—শ্রীভারতধর্মমহামণ্ডল

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
২৫। ভারতধর্মমহামণ্ডল-রহস্য	১০৮। শ্রীভারতধর্ম-মহামণ্ডলরহস্য
২৬। সাধন-সোপান	১০৯। শ্রীভক্তগীতা
২৭। দৈবৌমীমাংসা দর্শন	১১০। শাস্ত্রসোপান
২৮। কল্যাণশিক্ষা-সোপান	১১১। ধর্মসোপান
২৯। সদাচার-সোপান	১১২। ধর্মপ্রচারসোপান
১০০। শ্রীমত্যাধিব্যবেক (১ম খণ্ড)	১১৩। ব্রহ্মচর্যা আশ্রম
১০১। কল্লিপুরণ	১১৪। গীতাবলী (১ম ভাগ)
১০২। যোগদর্শন	১১৫। নবীন দৃষ্টিতে প্রবীণ ভারত
১০৩। ভক্তিদর্শন	১১৬। রাজ্যশিক্ষা-সোপান
১০৪। নিগমাগমচঞ্জিকা, (১ম ভাগ)	১১৭। সাধনসোপান
১০৫। " " (২য় ভাগ)	১১৮। সদাচারসোপান
১০৬। " " (৫ম ভাগ)	১১৯। হিন্দী রত্নাকর (১ম ভাগ, ১ম—৪র্থ সংখ্যা)
১০৭। " " (৬ষ্ঠ ভাগ)	

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Secy. to Govt. of India Rev. & Agricult.	120. Quinquennial Review of Forest Administration in British India for 1909—10 to 1913—14.
Director Genl. of Observatories	121. Report on the Administration of the Meteorological Deptt. in 1914—15.
Officer in charge, B. S. Book Depot	122. Annual Report of the Veterinary College, Bengal for 1914—15.
Supdt. Govt. Press, Madras	123. Report on Sanitation in Bengal for 1914.
	124. Annual Returns of Vaccination in Bengal for 1914—15.
	125. Report on the Police Adminis- tration in Bengal Presidency for 1914.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Press, Madras.	126. Annual Report of the Archæological Deptt, Southern Circle, Madras for 1914—15.
	127. Epigraphical Report, Madras, for 1914—15.
Director, Geological Survey of India	128. Records of the Geological Survey of India, Vol. 45. pt. 3.
Smithsonian Institution, Washington.	129. List of Publications of the Bureau of American Ethnology.
	130. Dictionary of the Choctaw Language.
	131. Smithsonian Misc. Collections. Vol. 65. No. 8.
	132. Do Vol. 65. No. 4.
	133. Do " No. 6.
Superintendent Govt. Printing, India	134. Review of the Trades of India in 1914—15.
W. D. Westervelt Esq.	135. Legends of old Honolulu.
Supdt. Govt. Printing, India	136. Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills in Sept. 1915.
শ্রীযুক্ত রবিদত্ত	137. Echoes from East & West.
	138. Sakuntala and her Keepsake.
	139. Poems, Pictures and Songs.
	140. Prosody & Rhetoric.
	141. Stories in Blank Verse.
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	142. The Vegetarianism.
	143. The Treatment of the British Indians in Transval.

৩। (ক) অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের অস্থপ-  
স্থিতি হেতু তাঁহার প্রদত্ত সোনার পুথি প্রদর্শন করিলেন। তিনি এই পুথির উপকরণাদি  
সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

(খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সংগৃহীত পুথিগুলি  
প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই পুথিগুলিতে রণজিৎমলের ভণিতা রহিয়াছে। পুথি-  
গুলিকে নাটক বলে, কিন্তু ইহা আমাদের জাত নাট্যশাস্ত্রানুসারে নাটক নহে। ইহাতে  
অনেকগুলি গানের সমাবেশ আছে। পুথিগুলি নেওয়ারী অক্ষরে বাঁজালা ভাষায় লেখা।  
তিনি আরও বলিলেন যে, এই শ্রেণীর পুথির নিদর্শন বোধ হয় এই প্রথম।

(গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত চিত্তমুখ সান্নাল মহাশয়ের প্রেরিত ও পরিষদে রক্ষিত একটি ধাতুমূর্তি ও এই ধাতুমূর্তির পশ্চাতে লিপি প্রদর্শন করিলেন। মূর্তিটি পালবংশীয় নারায়ণপালদেবের ৫৪ রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপরে রাখালবাবু—বিহার নগরের নিকট বড়গাঁও গ্রামে একটি জৈনমন্দিরে শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার এম এ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি স্তম্ভের গাত্রে খোদিত শিলালিপির পাঠ প্রদর্শন করেন। এই লিপিটি রাজ্যপালের ২৪ রাজ্যকে খোদিত হইয়াছিল।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় পূর্বপ্রদর্শিত নারায়ণপাল ও রাজ্যপালের নূতন খোদিতলিপি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৫। পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল এবং প্রস্তাবিত হইল যে, ইহাদের শোকসম্প্রাপ্ত পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাত করা হইবে।

১। কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায়। ২। জানকীনাথ গুপ্ত এম এ, বি এল। ৩। শিবনাথ গুপ্ত বি এ। ৪। অম্বিকানন্দ গুপ্ত। ৫। বিহারীলাল পাল ও ৬। জৈলোক্য-মোহন গুহ নিয়োগী।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীম্মণালকাস্তি ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রী বসন্তরঞ্জন রায়

সভাপতি।

## বর্ষ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৩রা পৌষ ১৩২২ সাল, ১৯শে ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্যাদি ;—(ক) সদস্য-নির্বাচন, (খ) পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথির আলোকচিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি ইষ্টক। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এক্স জি এম্ মহাশয়ের “প্রস্পেক্ট পাহাড়ের ভূতত্ত্ব”, (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয়ের “টানুয়ের ইতিবৃত্ত”। ৫। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ ( সভাপতি )

” ” ডাঃ সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

” পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

” মন্থনমোহন বসু এম্ এ

” বিধুভূষণ সেনগুপ্ত

” রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

” বতীন্দ্রমোহন রায়

” ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ষ

” বসন্তকুমার ঘোষাল

” ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী

” নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

” প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ

” মন্থননাথ মিত্র

” রমেশচন্দ্র বসু বি এ

” অক্ষয়ন দাস

” রামকমল সিংহ

” বতীন্দ্রনাথ ঘোষ

” তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

” হেমচন্দ্র ঘোষ

” মন্থননাথ রায়

” যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

” হৃষীকেশ মিত্র

” প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

” তারকনাথ রায়

” নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

” পুলিনবিহারী দত্ত

” নিবারণচন্দ্র বটক বি এ

” ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ

” হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

” শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীযুক্ত রাম বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ষ, এম্ এ, বি এল ( সম্পাদক )

” হরেন্দ্রনাথ কুমার

” মৃণালকান্তি ঘোষ

” বাণীনাথ নন্দী

” কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদক।



সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ লেখা শেষ হয় নাট বলিয়া উহা পঠিত হইবে না।

২। (ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্ধারিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	ডাঃ শ্রীসত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ	পণ্ডিত শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব গবর্মেন্ট জ্যোতির্সিদ্ধ, ২৬ গ্রে স্ট্রীট।
শ্রীশ্যামবচস্পতি মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুগ্ধকী	শ্রীগিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ ১২২,৩এ আপার সাকুলার রোড। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ Personal Asst. to the Director General of Agriculture. ১২২।৫এ আপার সাকুলার রোড।
শ্রীননীগোপাল মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীকণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২০।২ আমহাট্ট স্ট্রীট (Top Flat)।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীচন্দ্রচন্দ্র বসু	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র এম্ এ শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ বসু শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ৬৪ স্কয়ার স্ট্রীট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীসুকুমার পাকড়াশী ১৬ হরিপালের লেন। শ্রীবতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪২ আপার সাকুলার রোড।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	শ্রীজীবনধন চক্রবর্তী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ১৯ নূরুন্নাহদ সরকার লেন। শ্রীমোলানা মহম্মদ আকরাম খাঁ মোহাম্মদী-সম্পাদক, ৩৯ আপার সাকুলার রোড।

## কার্য-বিবরণী

৮৩

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীমদ্ব্যধমোদন বসু	শ্রী কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৫১২ সীতানাথ রোড ।
	"	শ্রী শিশিরকুমার ভট্টাচার্য এম্ এ ২২ সি, বৃগীপাড়া লেন ।
	"	শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪২ মলঙ্গা লেন ।
	"	শ্রী গিরীন্দ্রনাথ সেন বি এল্ ৫২১৩ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট ।
	"	ডাঃ শ্রী অমল্যরতন চক্রবর্তী বি এন্স সি, এন্স বি, ৮৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ।
	"	শ্রী পান্নালাল মুখোপাধ্যায় ৫৬১ আবার সাকুলার রোড ।
	"	শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র পাল ১৬ নন্দনবাগান লেন ।
	"	শ্রী বামাপদ বসু ২২ বুলাবন মল্লিক লেন ।
শ্রী রামকমল সিংহ	"	শ্রী তারকনাথ রায় ৬৭৮ বলরাম দেব ষ্ট্রীট ।
শ্রী রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী	শ্রী তারাপ্রসন্ন গুপ্ত	লেপ্টেন্যান্ট শ্রী গ্রামাপ্রসন্ন গুপ্ত

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ গ্রাণ্ড পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল ।

উপহারদাতা  
শ্রী যুক্ত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

- উপহৃত পুস্তক
- ১। চাটিনী
  - ২। বঙ্গদর্শন—৬ষ্ঠ, ১১২৮৪ (খণ্ডিত)
  - ৩। বাগবোধ জৈনধর্ম ( ১ম ভাগ )
  - ৪। A dictionary of the Bengali Language with Bengali Synonyms and an English interpretation.  
( খণ্ডিত )

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৬। Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal, 1914-15. ৭। Report on the Administration of the Excoise Dept. in the Presi- dency of Bengal for 1914-15.
Secretary, Asiatic Society of Bengal.	৮। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal for 1914-15.

৩। (ক) তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রাচীন পুথির এক এক পৃষ্ঠার আলোকচিত্র প্রদর্শন করিলেন,—

- (ক) অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—প্রথম মহীপালের ৫ম বর্ষে নকল, ১৪৬৭ খৃঃ  
(খ) প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালের ৪র্থ বর্ষে নকল (Asiatic Societyর পুথি)  
(গ) অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালের ১৮শ বর্ষে নকল (ঐ)  
(ঘ) অমরকোষ—গোবিন্দপালের ১৪শ বর্ষে নকল (ঐ)  
(ঙ) পঞ্চকর— ” ৩৮শ ” ” (Cambridge University Library)  
(চ) পঞ্চরক্ষ—জ্ঞানপালের ১৪শ ” ” ১৬৮৮ খৃঃ (ঐ)  
(ছ) শুদ্ধাবলীবিবর্তি—গোবিন্দপালের ৩৭শ বর্ষে নকল (ঐ)  
(জ) যোগরত্নমালা— ” ৩৯শ ” ” (ঐ)  
(ঝ) (১) প্রজ্ঞাপারমিতা—মহীপালের ৬ষ্ঠ ” ” (Asiatic Society of Bengal)  
(২) ঐ হরিবর্ষ্যার ১৯শ ” ”  
(ঞ) ঐ রামপালের ১৫শ ” ” (Bodleian Library)

(খ) তৎপরে পরিষদের ছাত্র-সভা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয় তিন খণ্ড কারুকার্যবিশিষ্ট ইষ্টক প্রদর্শন করিলেন : প্রফুল্ল বাবু বগিলেন যে, নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের ১৪ মাইল দূরে বাগআঁচড়ায় চাঁদরায়ের টিপিতে ১০ ম ইট পাওয়া গিয়াছে। এই টিপির উপর এক শিবমন্দির আছে, তাহাতে নক্সা-করা ও মূর্তিস্বকৃষ্ট ইষ্টক আছে। ২য় ইষ্টকখানি কাটগড়ার পশ্চিমে একটি ৬ হাত উচ্চ টিপিতে পাওয়া গিয়াছে। টিপির উত্তরে কলিজের বিল ও পূর্বে গড়খাই। ৩য় ইটখানি মহারাজপুর ও কাটগড়ার অঞ্চলে কাটগড়ার টিপির উপর পাওয়া গিয়াছে। মহারাজপুরে পূর্বে একজন রাজা ছিলেন।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় “প্রস্পেক্ট (Prospect) পাহাড়ের চূতব” নামে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাসুধন মহাশয় “টেক্সের ইতিবৃত্ত” নামক

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় ১৪ ১৫টি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। অদ্যকার প্রবন্ধটি তাহার ভূমিকা। অদ্যকার প্রবন্ধের সার মর্ম্ম নিয়ে পদত্ব হইল,—

তেজুর সম্বন্ধে আমি ক্রমান্বয়ে ১০।১৫টি প্রবন্ধ পাঠ করিব। আজ তেজুরের পূর্বাভাষ-মাত্র উপস্থাপিত করিব। কেজুর ও তেজুর দুইখানি তিব্বতীয় ভাষার বিশ্বকোষ। কেজুর শব্দের অর্থ বুদ্ধবচন এবং তেজুর শব্দের অর্থ শাস্ত্র। কেজুর কথাটা ব, ক, লুপ্ত অকার, পুনশ্চ লুপ্ত অকার, গ, ঘ, উ, র—এই কয়টা অক্ষরের সমবায়ে ( *bkaḥ-hgyur* ) উৎপন্ন হইয়াছে। কা ( *hkaḥ* ) শব্দের অর্থ আজ্ঞা ও গ্যুর ( *hgyur* ) শব্দের অর্থ অনুবাদ। কা ও গ্যুর এই দুইয়ের একত্র উচ্চারণ লাসা নগরীতে কান্যুর, খাময়াজা ও মনোলিয়ায় কান্যুর, এইরূপ হইয়া থাকে। কান্যুর শব্দের অর্থ আজ্ঞার অনুবাদ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত বা কাসমূহের তিব্বতীয় অনুবাদ। আর তেজুর শব্দ ব, স, ত, ন, লুপ্ত অকার, গ, য়, উ, র—এই সকল অক্ষরের সমন্বয়ে ( *bstan-hgyur* ) উৎপন্ন হইয়াছে। তেন্ ( *bstan* ) শব্দের অর্থ উপদেশ ও গ্যুর ( *hgyur* ) শব্দের অর্থ অনুবাদ। তেজুর শব্দের প্রকৃত অর্থ উপদেশসমূহের অনুবাদ অর্থাৎ বুদ্ধবচনের যে সকল ভাষা বা ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছিল, তাহার অনুবাদ। এক কথায় বলিতে গেলে বুদ্ধবাক্যের টীকার নাম তেজুর। যদিও তেজুরে সম্মিষিষ্ট কোন কোন গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধবাক্যের টীকা নহে, তথাপি ঐ সকল গ্রন্থ বুদ্ধবাক্য বুঝবার সহায়স্বরূপ বলিয়া তেজুরে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ তাৎপর্য্য ধরিয়া রামায়ণের কিয়দংশ, মহাভারতের কিয়দংশ, সমগ্র মেঘদূত, বহু টীকা-সমম্বিত পাণিনি ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমম্বিত চন্দ্রব্যাকরণ, বহু টীকাসমম্বিত কলাপ ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমম্বিত সারস্বত ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমম্বিত দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, বহু টীকাসমম্বিত ছন্দোরত্নাকর, বহু টীকাবৃত্ত বিবিধ আয়ুর্বেদগ্রন্থ ও বিবিধ জ্যোতিষ গ্রন্থ, অন্যান্য বহু দর্শন ও কাব্যগ্রন্থ তেজুরের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

তেজুর গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে তিব্বতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তিব্বত দেশ সংস্কৃত গ্রন্থে হিমবৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদান্ত উত্তরকুরু এই হিমবৎ দেশের অন্তর্গত ছিল। খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে চীনগ্রন্থে তিব্বতের লোকসমূহ কিয়ান্ত্ জাতি নামে অভিহিত হইয়াছে। কিয়ান্ত্ জাতি যাযাবর ও মেঘপালক। উহাদের মধ্যে প্রায় ১৫০ প্রকারের শ্রেণী ছিল। উহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত, কিন্তু এক স্থানে বহু দিন থাকিত না। এক্ষণে সভ্যতার বিস্তার হওয়ার উচ্চ শ্রেণীর তিব্বতীয়গণ অট্টালিকাদি নির্মাণ করিয়া বহু দিন এক স্থানে বাস করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সাধারণ তিব্বতীয়গণ এখনও যাযাবর স্ব ভাগ করিতে পারেন নাই। কিয়ান্ত্ জাতি ও সাধারণ তিব্বতীয়গণ নিরম-শৃঙ্গলে বদ্ধ হইতে চাহে না। আমি দার্জিলিং-বথন গবর্ণমেন্ট প্রেসের অংশবিশেষের ( *Tibetan Section* ) অধ্যক্ষ ছিলাম, সেই সময়ে কয়েকটি তিব্বতীয় ও কিয়ান্ত-বালক ঐ প্রেসে কাজ করিত। উহারা যথাসময়ে আগমন বা প্রত্যাগমন অথবা

নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যাবিশেষ সম্পন্ন করার কিছুতেই সম্ভব হইত না। অথচ তাহা-  
দিগকে স্বাধীন ভাবে কার্য করিতে দিলে দুই ঘণ্টাকাল মধ্যে যে পরিমাণে ও যেমন সুন্দরভাবে  
কার্য করিত, বাধাবোধ করিয়া সমস্ত দিন খাটাইলেও সেই পরিমাণ কার্য হইত না। চাকরি  
বাইবার ভয় তাহাদের একেবারেই নাই। আমি দুই একবার তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম,—বদি  
তোমরা নিয়মত না আইস, তাহা হইলে তোমাদিগকে রাখা হইবে না। তাহারা কণকাল  
কাজ করিবার পর বলিল—মহাশয়, আমরা কি এখনই চলিয়া যাইব? আমি বলিলাম—  
যাও। দুই ঘণ্টা পরে দেখিতে পাইলাম, তাহারা বাজারে কুলির কার্য করিতেছে। দৈনিক  
১০ (চারি আন) উপার্জন হইলেই তাহারা আর কোন কৰ্ম করিতে চাহে না। দেশীয় মন্ত ও  
কুটী কিনিয়া মনের স্বখে গান ধরিয়া কোন স্থানে বসিয়া থাকে অথবা পরিচিত লোকের সহিত  
আমোদপ্রমোদ করিয়া সময় কাটায়।

খুঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিব্বতদেশে সর্বপ্রথম রাজতন্ত্র-প্রণালীর শাসন আরম্ভ হয়।  
“এ-ঠি চন্-পো ( স্বকাসনবীর ) নামক জনৈক ভারতবাসী খুঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিব্বতে  
গমন করিয়া তথায় শাসন করিতে থাকেন। ইনি লিচ্ছবিবংশসম্ভূত। পালিভাষায়  
লিচ্ছবি শব্দ ও সংস্কৃতে নিচ্ছবি শব্দ একই। মনুর মতে নিচ্ছবিগণ ব্রাহ্ম্য ক্ষত্রিয়। ৮।১০  
বংশের পূর্বে আমি Indian Antiquary নামক পত্রিকায় “Persian affinities  
of the Lichhavis” নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, এই লিচ্ছবিগণ পারসিকবংশসম্ভূত।  
তিব্বতের প্রথম রাজা ভারতবাসী হইলেও পরম্পরাক্রমে তিনি পারস্যবংশসম্ভূত।  
তিব্বতদেশে অতি প্রাচীন কালে যে Bon ধর্ম প্রচারিত ছিল, উহা পারস্য দেশ হইতে  
আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ কনিষ্ক মহাবান  
বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার করিবার পর তিব্বতদেশ হইতে অনেক লোক ভারতবর্ষে আসিয়া  
সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্মের অধ্যয়ন করেন। তাহাদের অনেকেই সুপণ্ডিত ও স্নলেখক  
ছিলেন। উহাদের মধ্যে কতিপয়ের জীবনচরিত ও পুস্তক চীনভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে।  
খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে “ফ্লা—খো—খো—রি” নামক রাজার রাজত্বকালে স্বর্গ হইতে  
“Zamatog” ( কারঙবুহ ) নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রাজসিংহাসনের উপর নিপতিত  
হয়। এই গ্রন্থে ঔ মণিপয়ে হ্ নামক বড়করী মহাবিদ্যার উপদেশ আছে। ঐ গ্রন্থ  
রাজা অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দেন এবং অদ্যাপি উহার প্রতিদিন পূজা হইয়া থাকে।  
“নাম্—রি—শ্রোঙ—চেন্” নামক রাজার রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশ  
হইতে গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা তিব্বতে প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে লেখনপ্রণালী  
প্রচলিত ছিল কি না, বলা কঠিন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে “শ্রোঙ—চেন্—  
গম্—পো” নামক রাজার রাজত্বকালে তিব্বত দেশে ভারতবর্ষীয় লেখনপ্রণালী  
প্রবর্তিত হয়। তাহার রাজত্বকালে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে লাসা (Lhasa) রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হয়।  
রাজা স্বয়ং নেপালরাজ-দ্রাহিতা ও চীনসম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার এই দুই

পত্নীর সহযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম তিব্বতদেশে বহুলপ্রচার লাভ করে। রাজা স্রোঙ্-চেন্-গম্-পো স্বীয় পুরোহিতকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। এই পুরোহিতের নাম খোন্-মি-সম্ভোত। তিনি অনুমান ৬৪০ খৃষ্টাব্দে মগধ দেশে আসিয়া লিপিকর নামক একজন ব্রাহ্মণ ও দেববিজ্ঞা-সিংহ নামক একজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র বহুকাল অধ্যয়ন করেন। তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া রাজার আদেশে অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রণালীতে তিব্বতীয় সাহিত্য গঠন করেন। তাঁহার প্রণীত স্মৃ-তাগ্ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ। ইহার পর তিব্বতীয় দেশে যে সকল রাজার আবির্ভাব হয়, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষ ও চীনদেশ হইতে বহু গ্রন্থ আনিয়া তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাল্-পা-চেন নামক রাজার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ হইতে বহু পণ্ডিত আহৃত হইয়া তিব্বতে গমন করেন। তাঁহাদের সহযোগিতায় সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভারতবর্ষে তৎকালে যত বৌদ্ধ গ্রন্থ, তাহা সমস্ত ও অনেক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাল্পাচেন্ স্বীয় ভ্রাতা কর্তৃক নিহত হইলে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রভা ক্ষীণ হয়। কিন্তু কিছু কাল পরে আবার বৌদ্ধধর্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়।

১৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমলীপুর নামক স্থানে মহাপণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতিশের আবির্ভাব হয়। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের তিরোত্তাব ঘটে। তিনি যখন বিহারের বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কার্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তিব্বত দেশে আহৃত হন। তথায় তিনি ১৩ বৎসর অবস্থান করেন। তিব্বতের লেখাঙ্ নামক নগরে ১০৫২ খৃষ্টাব্দে অতিশের মৃত্যু হয়। তাঁহার অপর নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি তিব্বতে বাইয়া বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিরচন ও অনুবাদ করেন। ইতিপূর্বে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে পদ্মসম্ভব নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত লাহোর হইতে তিব্বতে গমন করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন। তাঁহার কৃত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তিব্বতের বর্তমান বৌদ্ধধর্ম পদ্মসম্ভবের প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার শ্রালক শাস্ত্ররক্ষিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি বিহার। তিনিও তিব্বতে বাইয়া তত্ত্ব রাজাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেন। তাঁহারই পরামর্শে তিব্বতের রাজা টি-সোঙ-দে-চেন ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ করেন। উহার নাম সাম্-ইএ (অচিন্ত্য বিহার)। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে কালচক্র তন্ত্র তিব্বতে প্রবেশ করে। ১১২৫ খৃষ্টাব্দে শাক্যশ্রী পণ্ডিত কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ অধ্যাপক। বিক্রম-শিলা বিহার বক্ত্রায় খিলিজি কর্তৃক বিধ্বস্ত হইলে শাক্যশ্রী পণ্ডিত ১২০২ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গমন করিয়া বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে কুব্লাই খাঁ তিব্বত অধিকার করেন। তাঁহার পরবর্তী ঘটনা এ স্থলে বর্ণিত হইবে না। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল গ্রন্থ

তিব্বতে রচিত বা অনুবাদিত হয়, ঐ সকল গ্রন্থ একত্র সংগ্রহ করিয়া বুতোন নামক পণ্ডিত হইখানি বিখ্যাত সঙ্কলন করেন। তাঁহারই একখানির নাম তেঙ্গুর। সঙ্কলনকর্তা বুতোন স্বয়ং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তিব্বতের পশ্চিম বিভাগে শালু নামক বিহারে জীবন যাপন করেন। অনুমান ১৩০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে তেঙ্গুর রচিত হইবার পর উহাতে কোন প্রকার পরিবর্তন হয় নাই। উহাতে প্রাক্ষিপ্ত-দোষ একেবারেই নাই। কেঙ্গুরে ১০০ খণ্ড পুস্তক ও এক খণ্ড Index আছে। তেঙ্গুরে ২২৫ খণ্ড পুস্তক ও এক খণ্ড Index আছে। তেঙ্গুরের প্রত্যেক খণ্ড পুস্তকে অনুমান ১০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। অতএব কেবল তেঙ্গুরে নানাবিধ ২২৫০ খানি ভারতীয় গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। উহার অনেক গ্রন্থের মূল সংস্কৃত এখন ভারতে বিদ্যমান নাই। কিন্তু অনুবাদ তিব্বতে রহিয়াছে। যথা—দিক্‌নাগের প্রমাণসমুচ্চয়, রবিশঙ্করের আখ্যাশতক ইত্যাদি।

পৃথিবীতে এখনও তেঙ্গুর গ্রন্থের বহুল প্রচার হয় নাই। প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্বে হজসন সাহেব নেপাল হইতে কেঙ্গুর গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তেঙ্গুর পাওয়া যায় নাই। এমন কি, ৮ বৎসর পূর্বে যখন আমি কোন কোন বিষয় অন্বেষণ করিবার জন্ত তেঙ্গুর দেখিতে চাই, তখন আমাকে উহার জন্ত ৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া সিকিমের পেমিয়াংটি ও কোডাঙ নামক বিহারে বহু কষ্টে সিকিম-রাজের সহায়তা ও ব্রিটিশ পর্বতমন্ডলের আদেশ লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তিব্বতীয়-গণ কেঙ্গুর বা তেঙ্গুর বিক্রয় করিবার কথা তখন মনেও ভাবেন নাই। কিন্তু কালের কি পরিবর্তন। গত ৭ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ৪ খানি তেঙ্গুর আসিয়াছে। আমি তিন সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া স্বয়ং একখানি কিনিয়াছি। সাহিত্য-পরিষৎ, ইউনিভার্সিটি ও এসিয়াটিক সোসাইটিতে আর তিনখানি আছে।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে তাঁহার সারবান্ প্রবন্ধ-পাঠের জন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাবূষণ মহাশয়কে তেঙ্গুর সম্বন্ধে নানা মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণন করার জন্ত ধন্যবাদ দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

৫। অতঃপর পরিষদের দুই জন প্রাচীন ও হিতৈষী সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় শোকপ্রকাশ করিলেন ও তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহায়ত্বভিত্তিক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। দেবেন্দ্রবাবুর পরলোকগমনে মিথিলায় বাঙ্গালীর আধিপত্যের শেষ হইয়াছে। তিনি হাতোয়ার অত্যন্ত প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমুণীলালকান্তি ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সভাপতি।

## সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৪শে পৌষ, ১৩২২, ৯ই জ্যৈষ্ঠাব্দী ১৯১৬,

রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্য্যাদি ;—(ক) সদস্য-নির্বাচন, (খ) পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্তৃক বিজয়সেনের তাম্রশাসনের চিত্র। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ ;—(ক) শ্রীযুক্ত রমাশ্রীচন্দ্র চন্দ্র বি এ মহাশয়ের “বাল্মীকির ইতিহাসের উপাদান”, (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” এবং (গ) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের “বুদ্ধগয়ার ছইখানি শিলালিপি”। ৫। পাব্যদেশের পুরাতন ৩১শ নিয়মের ২০ স্থানে ২৫, ১৬ স্থানে ২০, ৪ স্থানে ৫ এবং ‘বোড়শ’ স্থলে ‘বিংশ’ এইরূপ লেখা দৃষ্টে কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৬। শোকপ্রকাশ—মোলবী আবদুল মোয়াজ্জেদ খাঁ এম্ এ মহাশয়ের প্রলোকগমনে।

উপস্থিতি—

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এসসি ( সভাপতি )

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিত্তাভূষণ এম্ এ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ (ব্যারিষ্টার)
„ নিবারণচন্দ্র ষটক বি এ	„ অমৃতগোপাল বসু
„ কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ	„ প্রবোধচন্দ্র সেন এম্ এ
„ রমাশ্রীচন্দ্র চন্দ্র বি এ	„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই
„ রায় বাহাদুর চুনিলাল বসু এম্ বি	„ নির্মলচন্দ্র সেন ( ব্যারিষ্টার )
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিত্তাভূষণ	„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্
„ ডাঃ বতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি	„ সতীশচন্দ্র দত্ত
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বিএ	„ সর্বেশ্বর পালচৌধুরী
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	„ চারুচন্দ্র বসু
„ বতীন্দ্রমোহন রায়	„ হেমেন্দ্রনাথ সেন
„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্	„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ	„ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
„ কল্পণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ	„ মহেন্দ্রনাথ রায়



শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

- ” সতীশচন্দ্র ঘোষ
- ” ক্ষেত্রনাথ রায়
- ” ব্রজেন্দ্রকুমার রায়
- ” এইচ নরসিংহ শাস্ত্রী
- ” টি শ্রীনিবাস আয়াদার
- ” সত্যানন্দ বসু
- ” শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়
- ” দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
- ” যোগেন্দ্রচন্দ্র সরকার
- ” খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- ” ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- ” শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- ” রামহরি ভড় বি এল্
- ” রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
- ” সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ
- ” দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
- ” হেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

- ” সত্যেন্দ্রনাথ সরকার
- ” আশুতোষ দত্ত গুপ্ত
- ” গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ” শরচ্চন্দ্র গুহ
- ” সিতেশচন্দ্র কর
- ” গোবিন্দগোপাল ঘোষ
- ” শশিভূষণ সিংহ
- ” মদ্যধকুমার রায়
- ” বতীন্দ্রনাথ পাল
- ” বসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুদত্ত
- ” হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
- ” রামকমল সিংহ
- ” পুলিনবিহারী দত্ত
- ” তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
- ” স্বর্ধাকুমার পাল
- ” নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
- ” উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার

- ” কিরণচন্দ্র দত্ত
- ” বাণীনাথ নন্দী
- ” মৃণালকান্তি ঘোষ

} সহকারী সম্পাদকগণ।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু এম্ আর এ এস মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এসসি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। (ক) ৬প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনের ও ৬কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(খ) কয়েকটি মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ লিখিত হইয়া প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া পড়া হইল না।

২। (ক) বখারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভৈরবব্রহ্মনারায়ণ রায় জমিদার, সিদ্ধাবাদ, মালদহ।
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি এল, উকীল, কালনা, বর্ধমান।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন গবমেণ্ট হাইস্কুলের শিক্ষক, ভোলা, বরিশাল।
"	"	শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ঢাকা।
শ্রীমন্নথমোহন বসু	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল মুন্সেফ, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস মেদিনীপুর, সাহিত্য-সমাজের সহঃ সম্পাদক।
শ্রীহরিনারায়ণ ঘোষ	"	শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল উকীল, পুর্নগিয়া।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু ৬৭ ক্রামপুকুর ষ্ট্রীট।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরমানাথ রায় সিদ্ধাবাদ, মালদহ।
		শ্রীগুরুপ্রসন্ন রায় সিদ্ধাবাদ, মালদহ।
		শ্রীবিশুচন্দ্র রায় সিদ্ধাবাদ, মালদহ।
		শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায় সিদ্ধাবাদ, মালদহ।
		শ্রীরাধেন্দ্রনারায়ণ রায়, জমিদার, বুলবুলপুর, মুচিয়া, মালদহ।
		শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ ১ উল্টাডাঙ্গা রোজা

প্রভাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন শুভ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবজ্রেশ্বর রায়, মোক্তার, ভোলা, বরিশাল।
শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীচাক্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ২ ক্যান্টনমেন্ট রোড, লক্ষ্মী।
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত		শ্রীসরোজেশ্বর পাল চৌধুরী জমিদার, রাণাঘাট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	লেপ্টেন্যান্ট সতীন্দ্রনাথ সুর এ বি
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উথরা, টোপসী পোঃ, রাণীগঞ্জ। শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বসু জেমুয়া, মেজিয়া পোঃ, বাঁকুড়া।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেনশুভ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশশিভূষণ রায় সিদ্ধাবাদ, মালদহ। শ্রীকুঞ্জবিহারী রায় সিদ্ধাবাদ, মালদহ।

২। (খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত	১। অগত রহস্য
„ সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়	২। রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন-চরিত
	৩। শ্রীশ্রীমোহর-মাহাত্ম্য
	৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণকালী পদাবলী
„ অভূতচন্দ্র মিত্র	৫। প্রবাস-প্রস্থান
„ যতীন্দ্রমোহন রায়	৬। চাকার ইতিহাস (২য় খণ্ড)
„ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়	৭। সর্পাঘাত ও বিষ-চিকিৎসা
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	৮। Report on the Administration of the Excise Dept. in the Presi- dency of Bengal for 1914-15.
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৯। Modern Review Vol 3. 1908
	১০। Vol 4. 1908
	১১। Vol 7. 1910

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১২। Modern Review Vol 14 1913
	১৩। " Vol 15 1914
	১৪। " Vol 16 1914
Librarian, Indian Association for the Cultivation of Science	১৫। Bulletin No 1 to 13. Indian Association for the Cultivation of Science,
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot	১৬। Report on Inland Emigration for June 1915.
শ্রীযুক্ত সুধেন্দ্রলাল মিত্র	১৭। National Magazine Vol 24, 1912
Supdt. Govt. Printing	১৮। Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills—October—1915.
ধান বাহাঙ্গর সৈয়দ আওলাদ হোসান	১৯। Old Dacca

৩। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বিজয়সেনের তাত্ত্বশাসনের চিত্র প্রদর্শন করেন। এই প্রদর্শন উপলক্ষে রাখালবাবু বলিলেন যে, এই তাত্ত্বশাসনটি সেন-রাজবংশের প্রথম তাত্ত্বশাসন—ইহাই ইহার বিশেষত্ব। ইহা ২৪ পরগণা বারাকপুরে E. Shu-Macher নামক একজন জর্মান বণিক প্রাপ্ত হন। মেসার্স সেন ক্লোরার মরের আফিসের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই তাত্ত্বশাসনের সংবাদ দেন।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় কর্তৃক “বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান” শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধ-পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের জন্ত লেখককে ধন্যবাদ জানাইলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু আদিশুরের কাল সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন মতের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেবল এইরূপ Destructive সমালোচনা করিলে চলিবে না, Constructive sideও দেখাইতে হইবে। আদিশুর কোন শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র অজ্ঞাত মতের তুল দেয়াইয়াছেন।

অতঃপর রায় বাহাঙ্গর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুনিলাল বসু এম্ বি, এফ্ সি এন্স মহাশয় বলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু কেবলমাত্র Destructive সমালোচনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, আদিশুর সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর লোক। তিনি আদিশুর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি একদেশদর্শিতা দেখান নাই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার মহাশয় বলেন যে, আদিশুরের কাল নির্ণয় করা প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য নহে—সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে কি প্রণালীতে ইতি-

হাস রচনা করিতে হইবে, তাহাই তিনি বিবৃত করিয়াছেন। ইউরোপে বাহ্যিক সত্য আবিষ্কারের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অর্থাৎ Higher criticism ব্যাখ্যা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আদিশুরের প্রসঙ্গ তিনি উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন যে, রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ destructive criticism, এ কথা অনেকাংশে সত্য। Higher criticism মাত্রই প্রায়শঃ destructive criticism ; কারণ, ইহা প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের ধ্বংস করে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে বাইয়া বেদোক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ না করিলেই ভাল করিতেন। কারণ, বেদে “ইতিহাস” শব্দের বহুপ্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু বাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করি। কুলশাক্ত ও তাত্রশাসন—এই উভয়ের প্রতিই Higher criticism প্রযোজ্য। শিলালিপি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, রাখাল বাবুরা কেবল মাত্র ইহার অন্ধরের দিক্‌ই দৃষ্টি করেন, কিন্তু সঙ্গত ব্যাখ্যার দিক্‌ একবারেই দৃষ্টি করেন না। ব্যাকরণের দোষ হউক, অলঙ্কারের দোষ হউক, তথাপি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাঁহার। এমন অর্থ করেন, বাহা কোন সংস্কৃতনবীশ প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধের নাম “বঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান”। কিন্তু তিনি কেবল মাত্র মহাভারত ও কুলশাক্ত লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহার প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ। আমরা আশা করি যে, তিনি বঙ্গালার ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান আলোচনা করিয়া আর একটি প্রবন্ধ লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধ-লেখকের মতে মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কিন্তু ব্যাপ্তিভাবে মহাভারতের মূল্য না থাকিলেও “সমষ্টি-ভাবে” মহাভারতের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অগ্নিপুরাণে স্থাপত্য-শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। এই সকল বাদ দিয়া কেবল মাত্র ভবদেব ভট্টের প্রশস্তিকে ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লইলে ইতিহাসের অমর্যাদা করা হয়। ইতিহাসের এই সর্বাঙ্গ অর্থ আমি কোন মতেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্‌ এ মহাশয় বলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের একটি মাসিক অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, ইতিহাস-সেবকগণকে ছই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার এক শ্রেণীর লোক মহাভারত প্রভৃতিও মানেন, আবার প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতিও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। অপর শ্রেণীর লোক কেবল মাত্র মুদ্রা, শিলালিপিতেই আস্থাবান্‌। তাঁহার। পুরাণ, মহাভারত, কুলশাক্ত প্রভৃতি গ্রাহ্য করেন না। অন্য

রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ শুনিয়া আশা করি, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় শেখোক্ত পক্ষ সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। কারণ, ইহারা পুরাণ ও কুলশাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করেন না। পরন্তু ইহাদিগকেও ঐতিহাসিক উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন যে, অনেক স্থলে শিলালিপিও কাব্যবিশেষ, স্মরণ্য তাহার সকল কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু শিলালিপির সকল কথা কেহ বিশ্বাস করেন না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু বলিয়াছেন যে, মহাভারতকে ইতিহাসরূপে না ধরিয়া প্রবন্ধলেখক ইতিহাসের মর্যাদার হানি করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধলেখক কি অর্থে ইতিহাস শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তিনি প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলেন যে, রামায়ণ, মহাভারত হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ। ইহাদিগকে Fairy tales প্রভৃতি বলিয়া উড়াইয়া দিলে হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলেন যে, বর্তমান যুগে ইতিহাসের উপাদানগুলিকে dissect করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ বাহির করা হয়। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধেও আমাদিগকে সেই পথ অবলম্বন করিতে হইতেছে। এইরূপ বিশ্লেষণের যুগে অনেক বিপদ আছে। প্রথমে সকলেই জানিতেন যে, পুরাণ শাস্ত্রগুলি সকলই সত্য, কিন্তু পরে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উহাদের মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য আছে এবং সেই জন্যই সেইগুলি সর্বস্থানে গ্রহণীয় নহে। শিলালিপিগুলি সম্বন্ধেও আমরা একবারে বিশ্বাস করি না—একটির দ্বারা আর একটি সপ্রমাণ হইলে তবে সেটি গ্রহণীয় হয়।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, জনৈক ভদ্রলোক বলিয়াছেন যে, মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলে হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগে। সাহিত্য-পরিষৎ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলেরই। সকলেই এখানে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী মহাশয় বলেন যে, আজকাল ইতিহাস-সেবকগণ যে ছই দলে বিভক্ত হইয়াছেন, তাহা এক হিসাবে বাঞ্ছনীয়। এইরূপে দলাদলি না থাকিলে আজকার প্রবন্ধ ও আলোচনা, এই উভয় হইতেই আমরা বঞ্চিত হইতাম। আর ছই দল থাকিলেই একে অস্ত্রের তুল্য দেখাইতে পারেন। তাহাতে বাহিরের লোকের পক্ষে তথ্য নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। ছই পক্ষের তর্ক দ্বারা ক্রমশই সত্য আবিষ্কার হইবে।

সর্বশেষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিলেন যে, আমার প্রবন্ধের যে সকল সমালোচনা হইয়াছে, আমার বহুবর্গই তাহাদের উত্তর দিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু অগ্ররোধ করিয়াছেন যে, ইতিহাসের অজ্ঞাত উপাদান সম্বন্ধে আমি প্রবন্ধ লিখি। কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। কারণ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে তাহা বলিয়াছেন এবং অজ্ঞাত অনেক স্থলেই তাহার আলোচনা আছে। অনুল্য বাবুর আপত্তি

সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, বেদে ইতিহাস শব্দের নীনারূপ অর্থ থাকিতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসের সংজ্ঞা বুঝিতে হইলে পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য বৈদিক কালে ইতিহাস বলিতে কি বুঝাইত, তাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করা আবশ্যিক মনে করি।

রাজি অধিক হওয়ার ত্রীযুক্ত ষোণেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” এবং ত্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের “বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি” নামক প্রবন্ধ-দ্বয়ের পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। সাহিত্য-পরিষদের পুরাতন ৩১শ নিয়মের “২০” স্থলে ২৫, ১৬ স্থানে ২০, ৪ স্থানে ৫ এবং ষোড়শ স্থানে বিংশ এইরূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬। শোকপ্রকাশ—(ক) মৌলবী আব্দুল মোয়াজ্জেদ খাঁ এম্ এ মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হইল। তিনি সাহিত্যসেবক এবং সাহিত্যাহরণী ছিলেন। (খ) ত্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ, অভিনেতা ও নাটক-লেখক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাট্য-সমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁর জন্য আমরা সকলেই দুঃখিত। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ও পূর্ব্বোক্ত মুসলমান সদস্য মহাশয়ের পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক। সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অন্তঃপর ত্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাস্তম্ব হইল।

শ্রীমণীলকান্তি ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সভাপতি।

## স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৬ই মাঘ, ১৩২২, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৯১৬, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা

আলোচ্য বিষয়;—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্যাদি;—(ক) সদস্য-নির্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) মামনীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের প্রদত্ত তিনটি স্তব্ধমুদ্রা, (খ) প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয় কর্তৃক বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ পুথি। ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ”, (খ) শ্রীযুক্ত ননী-গোপাল মজুমদার মহাশয়ের “বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি”, (গ) ও (ঘ) শ্রীযুক্ত অম্বিনী-কুমার সেন মহাশয়ের “রামশর্ম্মার বচনকুণ্ড ও “গ্রাম্য কবি কুমরে গুরু মহাশয়” নামক প্রবন্ধ। ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র ও (খ) জ্যোতিষচন্দ্র সাম্রাগ মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৬ বিবিধ।

## ১. উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম এ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ

„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ

„ অসীমকৃষ্ণ দেব

„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল

„ সুরেন্দ্রনাথ বল

„ হৈমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ

„ ললিতমোহন সিংহ

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ

„ রামেশ্বর সেন

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি,  
এম এ

„ গণপতি রায় বিজ্ঞাবিনোদ

„ উপেন্দ্রনাথ দে

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন এম এ, বি এল

„ যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ

„ অসিতকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ

„ মণিমোহন-মিত্র

„ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল

„ শঙ্কুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

„ শিশিরকুমার বৈজ্ঞ এম এ

„ রামকমল সিংহ

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

„ কালিদাস মল্লিক এম এ

„ গৌরহরি সেন



শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার রায়

শ্রীযুক্ত পান্নালাল জৈন

„ সুদীপচন্দ্র ঘোষ

„ নন্দকিশোর জৈন

„ সত্যকুমার রায়

„ শচীন্দ্রদেবক নন্দী

„ রজনীকান্ত বিহারত

„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

„ উপেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

„ তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

„ সাতকড়ি সাহা

„ ভোলানাথ কৌচ

„ কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ লালজী

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার

বাণীনাথ নন্দী

সহঃ সম্পাদক।

„ যুগলকান্তি ঘোষ

সভাপতি মহাশয়ের অরূপস্থিতিবশতঃ পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রমুন্দর জিবেদী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে কার্য্য কতক দূর অগ্রসর হইলে মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধবস্তরি	শ্রীরামকমল সিংহ	মিঃ এন কে দত্ত ড্রিল মাস্টার, টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
„	„	শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী দি ইউনিয়ন ট্রেডিং কোম্পানী। এ এ।
„	„	ইউ, সি, ভক্ত . হেড মাস্টার, টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট। এ এ।
„	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস চাটাই মহল, কাপপুর।
„	„	শ্রীশ্রীশচন্দ্র মিত্র সিভিল লাইনস্, কাপপুর।
„	„	এম্, সি, সিংহ, বি এ, এম এম সি গুরুত্ব কাহারী, বিজ্ঞানোয়।

প্রতাবক	সমর্থক	সহক
শ্রীগেহেননাথ বসু	শ্রীরাধ বতীজনাথ চৌধুরী	কুমার শ্রীমদ্বনাথ দেব বাহাদুর “রাজবাড়ী”, বালেশ্বর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	”	মিঃ জে সি ব্যানার্জি ১০ কালীপ্রসাদ দত্তের স্ট্রীট।
”	”	শ্রীকামাখ্যা প্রসন্ন রায় বি এ কিশোরগঞ্জ এইচ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ ৬০।১ ডি ওয়েলিংটন স্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল ৩৮ পার্কভীচরণ ঘোষ লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীশ্রামলাল চক্রবর্তী ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ২২ বহুবাজার স্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমদ্বাথমোহন বসু	শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র বি এ মিনার্ভা থিয়েটারের স্বেচ্ছাসেবিকা।
”	”	শ্রীগেহেননাথ মুখোপাধ্যায় বুক ডিপার্টমেন্ট, গ্রাহাম কোং, ক্লাইভ স্ট্রীট।
”	”	শ্রীকৃষ্ণকিরর রায় চৌধুরী হরিশোভের স্ট্রীট।

তৎপরে নিম্নলিখিত উপস্থিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপস্থিত পুস্তক
শ্রীবৃদ্ধ আশুতোষ দত্ত গুপ্ত	১। আদর্শ-বর্ণিক বটকৃষ্ণ পাণ্ডা ২। শ্রীমন্ত সওদাগর ৩। দোলপূজার পাঁচালী ৪। শনির পাঁচালী ৫। রোগবিজ্ঞান ৬। ঝালমালতঙ্ক বা দ্বিতীয় বর্ণ (১ম ভাগ) ৭। ছোট গিন্নী
” কবিরাজ নিশিকান্ত বৈজ্ঞান্যজী	
” মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্ষণ	
” মহেশচন্দ্র পাল	

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল	৮। বেহুদ বেহারা
	৯। মানহানি
“ পি এল দত্ত	১০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বৈশ্বকাণ্ড, ১ম ভাগ)
	১১। বাঙ্গালীর রামায়ণ
	১২। কবিকঙ্কণচণ্ডী
	১৩। শ্রীপদ্মপুরাণ
	১৪। মনসার ভাসান
	১৫। আদর্শ-বশিক্ বটক্কর পাল
	১৬। বরণডালা
	১৭। সমাজ-সমস্তা
	১৮। গুরু-বশিক্ ( ১ম ভাগ, ১৩২২ )
	১৯। গিরিশ-গীতাবলী
	২০। ইন্দু
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১। “ক”কাকের অঙ্কার
মহেন্দ্রনাথ দাস	২২। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের ২য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ
	২৩। ঐ ঐ
সিতেশচন্দ্র সাঙ্গাল	২৪। আত্মদর্শন
বনওয়ারীলাল গোস্বামী	২৫। কীর্তনানন্দ
	২৬। ঐ
স্বামী সারদানন্দ	২৭। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগ্রন্থ ( পূর্বকথা ও বালাজীবন )
	২৮। ঐ ( সাধকভাব )
	২৯। ঐ ( গুরুভাব, পূর্বার্ছ )
	৩০। ঐ ( ঐ, উত্তরার্ছ )
	৩১। বারিশিষ্য-সংবাদ ( পূর্বকাণ্ড )
	৩২। ঐ ( উত্তরকাণ্ড )
	৩৩। ভারতে শক্তিপূজা
Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩৪। Catalogue of Mss. in the Bishop's College Library, Calcutta.

উপহারদাতা

উপহৃত পুস্তক

Officer-in-charge, Bengal	৩৫।	Motor Car Guide for Calcutta.
Secretariat, Book Depot.	৩৬।	Calcutta Motor Car Hand-Book.
	৩৭।	Police Rules for the Regulation of Traffic in Calcutta.
	৩৮।	Annual Report of the Archeological Survey of India, Eastern Circle for 1914-15.

পুথি

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর রায় বি এ	৩৯।	শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী
	৪০।	অষ্টাদশ পদাবলী

৩। (ক) তৎপরে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের প্রদত্ত তিনটি মুসলমানী আমলের স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শিত হইল। মুদ্রা তিনটির পার্শ্বোদ্ধার হয় নাই।

(খ) তৎপরে বুদ্ধাবতার রামানন্দ বোম্বের রামায়ণ পুথি প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেন। কিছু দিন হইল, পুথিখানি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দুই শত বর্ষ পূর্বেও আমাদের রাঢ়দেশে প্রচুর বৌদ্ধসম্প্রদায় বাস করিতেন। তাঁহাদের নেতা বা দলপতি ছিল, তাঁহারাই বৈষ্ণবধর্ম মানিতেন—পরশক্তি মানিতেন। বুদ্ধরূপী দারুভ্রঙ্কই তাঁহাদের সর্বপ্রধান উপাস্ত ছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, স্নেহ-নিধন ও বিমল ধর্ম-স্থাপন করিবার জন্য বুদ্ধদেব অবতার হইবেন। তন্মধ্যে রামায়ণ-রচয়িতা রামানন্দ বোম্ব একজন। তাঁহার উদ্দেশ্য তাঁহার আদিকাণ্ডে ১৩৪।১৩৫ পাতে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে,—

রামানন্দ কহে জার ধর্মনিষ্ঠা হয়।

নিজ প্রাণ ছাড়ে তবু ধর্ম না ছাড়য় ॥

সর্ব-ধর্ম বোর মহাকালী আঁজা দান।

কৃপা করি বিশ্বেরী কর বলবান ॥

কালী বাম হৈলে আর কুল নাহি পাই।

কালীকৃপা হইলে নিগমগম্য পাই ॥

ভক্তা দিব জগন্নাথ কালী যদি করি।

কাল্য হুয়া প্রকাশিব জ্বলন ভিতরি ॥

বিমল বৈষ্ণবী পূজা অগতে টুটাইব।

পাপ কলি ক্ষতি হৈতে দূর করি দিব ॥

রাধা কালী লক্ষ্মী বাণী গঙ্গা গুণবতী ।  
 পঞ্চশক্তি প্রকাশ করিব এই ক্ষিতি ॥  
 দান যশ পৌরুষের সীমা করি জাব ।  
 এই ঘটে আর অমৃত মূর্তি প্রকাশিব ॥  
 জজাব ত্রেতার ধর্ম কলির ভিতরে ।  
 এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে ॥  
 জবন স্নেহের রাজ্য বলে কাড়ি লব ।  
 একছত্রে রাজ্য করি দারুব্রহ্মে দিব ॥

রামায়ণ পুষ্টি—১৩৪ পাতা ।

কবি রামানন্দ আরও প্রকাশ করিয়াছেন,—

রামানন্দ কহে ভাই সংসারের লোক ।  
 বুদ্ধ ভাষা শুনিয়া বুঢ়ায় হুঃখ শোক ॥  
 সর্বশক্তি মত আর ইচ্ছা কালিকার ।  
 কলি যুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার ॥  
 কলিতে জাগ্রত হৈতে ত্রিলোকজননী ।  
 শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে অনিলা জননী ॥

পুষ্টির ৮৫।১ পৃষ্ঠা ।

এই রামায়ণে অনেক কথা আছে, যাঁহা অপর কোথাও নাই । এই রামায়ণের উপর একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নীলেশ বাবু ও রামেন্দ্র বাবু এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন ।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল । এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ পূর্বে কখনও পঠিত বা আলোচিত হয় নাই । লেখকের আলোচ্য বিষয় “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নাম পাইবার যোগ্য কি না, এ সকল বিষয়ে পণ্ডিতেরা নানা আলোচনা করিয়াছেন । যোগেন্দ্রবাবু নূতন পথে চলিয়াছেন । আলোচ্য বিষয় এত ছক্কহ যে, আমি প্রবন্ধ শ্রবণমাত্রে ইহার বিচার-পদ্ধতির অগ্রসরণ করিতে পারিয়াছি, তাহা অকপটে বলিতে পারি না । ইহার বিচার-প্রণালীতে কোন ফাঁক আছে কি না, হঠাৎ বলিতে আমি প্রস্তুত নহি । অল্প পরিষদে উপস্থিত পণ্ডিতেরাও তাহা বলিতে সাহস করিবেন না । প্রবন্ধটি যত্নপূর্বক পাঠ না করিলে কোনরূপ মত প্রকাশ সম্ভব হইবে না । তবে প্রবন্ধের গুরুত্ব সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে চাই । ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ—“যে যে বস্তু কোন এক বস্তুর সমান, তাহার পরস্পর সমান” । এই সমানতার অর্থ কি ? দুইটি সরলরেখাকে কখন সমান বলিব ? একটার উপর আর একটা চাপাইয়া Superpose করিয়া দুইটা সরল

রেখার সমানতা নিরূপিত হয়। ইউক্লিড তাহাই ধরিয়াছেন। কিন্তু সরলরেখা কোন বস্তু নহে—তাহাকে সমাইয়া অজ্ঞাত লওয়া চলে না। একটা গজকাঠি সরান চলে, এই গজকাঠি এক সরলরেখার রাখিরা পরে অজ্ঞাত সরলরেখার লওয়া চলে। কিন্তু এই অপসারণ হইলে যদি গজকাঠির দৈর্ঘ্য বিস্তৃত হইয়া যায়, স্থানান্তরিত করিবামাত্র যদি উহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণান্তর হয়, তাহা ধরিবার কোন উপায় নাই। আর একটি উপায় আছে,—কোন দ্রব্য সমান uniform বেগে চলিতেছে। প্রথম সরলরেখা অতিক্রমে যে কাল লাগে, দ্বিতীয় সরলরেখা অতিক্রমে সেই কাল লাগিলে দুই সরলরেখাকে সমান বলা যায়। কিন্তু উভয় ফলে কাল সামান্য নিরূপণ কিরূপে হইবে? তেমন বড়ী কোথায়? পৃথিবীর একবার আবর্তনে যে কাল, আর একবার আবর্তনে সেই কাল ধরিয়া লইয়া বড়ী তৈয়ারী হয়। ধরা হয়, পৃথিবীর বেগ uniform। কিন্তু পৃথিবীই যে uniform বেগে চলিতেছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? উহা ধরিতে গেলে arguing in a circle ঘটে। যোগেন্দ্র বাবু তাহা দেখাইয়াছেন। পৃথিবীর ও গ্রহগণের আবর্তনে uniform ধরিয়া জ্যোতিষিক গণনা চলিতেছে—তাহাতে গণিত ফল ও প্রত্যক্ষ ফল মিলিতেছে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এই অনুমানের logical ভিত্তি কাঁচা। ফলে আমাদের spaceকে আমরা সর্বত্র সমাকার বা homogeneous ধরিয়া লইয়া ইউক্লিডের শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। উহার logical basis কতকটা হয়, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। ইউক্লিডের যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা সমান শব্দের সংজ্ঞা মাত্র। এই সকল প্রশ্ন সাধারণ বিজ্ঞানীর মনে উদ্ভিত হয় না। যোগেন্দ্রবাবুর মনে উদ্ভূত হইয়াছে—তিনি গোড়া ধরিয়া টান দিয়াছেন,—এই অজ্ঞাত তাঁহাকে ধস্তবাদ দিতেছি। তিনি যে নূতন পথ দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারসহ হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। উহা ভবিষ্যতে সুধীগণের বিবেচ্য। এই অতি দূরত্ব তত্ত্বের আলোচনায় তিনি যে সাহিত্য-পরিষৎকে প্রযুক্ত করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ মহাশয় বলিছেন,—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় প্রধানতঃ দুইটী বিষয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে এই যে, ইউক্লিড যেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি স্বতঃসিদ্ধ কি না, এ বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে এবং ইহার ফলে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ পর্যাৱচ্যুত হইয়া পড়ে। স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা সম্বন্ধেও তর্ক উপস্থিত হয় এবং দ্বাদশটি স্বতঃসিদ্ধ স্থলে দুইটি, কি তিনটি স্বতঃসিদ্ধ মানিলেই চলিতে পারে। যোগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের বিশেষত্ব কিন্তু এখানে নহে। স্বতঃসিদ্ধের সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা পূর্বে অনেক হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধে আর একটি বিষয়ের যে অবতারণা যোগেন্দ্রবাবু করিয়াছেন, ইহাতে তিনি বিশেষ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। সে বিষয়টি হইতেছে এই,—স্বতঃসিদ্ধের আলোচনা করিতে গেলেই special equalityর কথা আসিয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন উঠে, কখন দুইটি spaceকে সমান বলা যাইতে পারে? যদি বলি যে, যে দুই স্থান একই দ্রব্য অধিকার করিতে পারে, সে দুই

স্থান সমান, তাহা হইলেও এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিরূপে জানা যাইবে যে, একই দ্রব্য এক স্থান হইতে আর এক স্থানে স্থানান্তরিত হইবার সময় তাহার আয়তনের হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই হয় না? সুতরাং একই দ্রব্যের দ্বারা অধিকৃত হইলেও দুই স্থান সমান, ইহা বলা যায় না। সেইরূপ uniform motionএর দিক্ হইতে যদি equal spaceএর এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে, একই দ্রব্য সমান বেগে একই সময়ে যে দুই স্থান অতিক্রম করে, সে দুই স্থান সমান, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, কিরূপে জানা গেল যে, একটি দ্রব্য সমান বেগে চলিতেছে? বাস্তবিক একটি দ্রব্য সমান বেগে চলিতেছে কি না, ইহা জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, সে দ্রব্য একই সময়ে সমান স্থান অতিক্রম করে কি না। এইরূপে যোগেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, সকল প্রকার equalityই spacial equalityর উপর নির্ভর করে। এখন প্রশ্ন উঠে, তবে special equality জানা যাইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে যোগেন্দ্রবাবু একটি অভিনব theory খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিন্দু dimensionless নহে, বিন্দুর অতি ক্ষুদ্র dimension আছে। সুতরাং বিন্দুর finite সমষ্টিতে finite space পাওয়া যায়। সমস্ত spaceই তাঁহার মতে point cluster মাত্র। দুইটা space সমান, যদি তাহাতে সমানসংখ্যক বিন্দু থাকে। ইহা পদার্থবিজ্ঞানের Ion theoryর analogyতে কল্পিত। এরূপ theory টেকিবে কি না, বলা যায় না। তবে ইহা যে একটি অত্যন্ত অভিনব theory এবং ইহার বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি এম্ এ মহাশয় বলিলেন,— শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর বাবু ও শ্রীমান্ শিশিরকুমারের অতিরিক্ত কিছু বক্তব্য নাই। প্রবন্ধে লেখকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে এবং আমাদের চিন্তা করিবার বিষয় আছে। পঠিত প্রবন্ধ সমস্ত আমার অধিগম্য হয় নাই। ছাপায় পড়িতে পাইলে হয় ত হইবে। আমি প্রত্যক্ষ-বাদী হইয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব বুঝিতে চাই। দেশজ্ঞান কিরূপে হয়, তাহা দর্শনে বিচার্য। ক্ষেত্রতত্ত্বের বিন্দু (point) নিয়ত স্থান, কিন্তু অপরিমাণ। অতএব “দেশজ্ঞান আর কিছু নহে, বিন্দুর সমষ্টিমাত্র” বলিলে দার্শনিক কূটতর্কের (metaphysical subtlety) মধ্যে পড়িতে হয়। প্রবন্ধ ছাপা হইলে কথটা বুঝিতে পারা যাইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, যোগেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিতেছেন। আশা করি, তাঁহার আলোচনার ফল পরিবর্তক জানাইবেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল মহাশয়দ্বয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

৪। (খ) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের “বুদ্ধগম্মার দুইখানি শিলালিপি” নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

৪। (গ ও ঘ) শ্রীযুক্ত অম্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের “রামশরীর বচন ও গ্রাম্য কবি ক্রমের প্রবন্ধ-মহাশয়” নামক প্রবন্ধের পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। শোকপ্রকাশ—(ক) উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও (খ) জ্যোতিষচন্দ্র সাত্তাল মহাশয়দের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়  
সভাপতি।

## নবম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে মার্চ, ১৯ টি ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্য্যাদি—(ক) সদস্য-নির্বাচন ও (খ) পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাঞ্জান। ৩। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের “নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি,” (খ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ-কবিত্ত্বামণি মহাশয়ের “সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব” ও (গ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয়ের “শালিগ্রাম” নামক প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিষয়ভিত্তিক (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ

„ মনোমোহন চক্রবর্তী

„ তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য

„ বভীষ্মমোহন রায়

„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ

„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী

„ অমৃতগোপাল বসু

„ জ্ঞানানাথ কৌচ

„ রামেশ্বর সেন

„ দেবেন্দ্রনাথ বোষ

„ ক্ষেত্রনাথ বসু

„ গোলাম দরবেশ দের্দার

„ অমৃতলাল দত্ত

„ অম্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়

„ মথুরানাথ মজুমদার

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বোষ

„ বাণীনাথ নন্দী

„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার

সহকারী সম্পাদক।



সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎসভা মহাশয় সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্তৃক প্রস্তাবিত হইলেন ও উক্ত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় কর্তৃক সমর্থিত হইলে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎসভা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ৫ম হইতে সপ্তম অবধি মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। কেবল ৪র্থ অধিবেশনের কার্য-বিবরণ লিখিত না হওয়ায় উহা পরবর্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

২। (ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথোচিত প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	রাজকুমার শ্রীজগদীশচন্দ্র দেব বি এ মেদিনীপুর।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	.	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন ২৭ মথুর সেন গার্ডেন লেন।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	.	ডাঃ শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম বি ৪৪।১ গ্রেট স্ট্রীট।

(খ) নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	১। সমসাময়িক ভারত, (১ম বর্ষ, প্রাচীন ভারত, ১ম খণ্ড) ২। ঐ (১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, প্রাচীন ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড) ৩। ঐ (৮ম খণ্ড, দৈনিক পরিব্রাজ, ১ম খণ্ড) ৪। গয়াকাহিনী ৫। হিন্দুসমাজের বিরাট মূর্ত্তি সন্দর্শন ৬। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ৭। মোদমজুয়া ৮। জগতের সত্যতার ইতিহাস (নুচনা)
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চক্রবর্তী	
রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর	
শ্রীযুক্ত বজ্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	

উপহারদাতা

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক

৯। ভারতবর্ষের পবর্ণমেন্টের ভূমির রাজস্ব-

বিষয়ক নীতি

১০। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না

১১। বিষ্ণুপুরাণ ( শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা সহ,

১ম খণ্ড )

১২। ঐ ঐ ( ২য় খণ্ড )

১৩। দৌহাবলী—তুলসীদাসী ( হিন্দী )

১৪। ভাষদর্শী, ( ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা )

১৫। ঐ ৪র্থ ভাগ, ৫ম ( হিন্দী )

১৬। ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ, ৭ম ( " )

শ্রীযুক্ত বহুনাথ দে ভট্টাচার্য

১৭। নাত্তিক ও জাপানী বোগী

Officer in-charge, Bengal  
Sectt. Book Depot.

১৮। Report on Wards attached and  
Trust Estates in Bengal for  
1914-15.

Secy. Asiatic Society.

১৯। Memoris of Asiatic Society of  
Bengal, Vol IV, No. 2.

Registrar, Calcutta  
University.

২০। Calcutta University Calendar  
pt. I, 1915.

২১। Calcutta U. Minutes pt. I. 1915

২২। Do Do pt. II "

২৩। Do Do pt. III "

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক

২৪। The Genl. Stamp Act, No. 180-  
1869.

২৫। Report of the 14th Indian National  
Congress 1901.

২৬। The Indian Tax Act, 12 of 1841.

২৭। Resolution on the Indian Income  
Tax Act, 1871.

২৮। The St. John Ambulance Asso-  
ciation in India.

২৯। Light on the Path.

৪। (ক) তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের "নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ পরিবাদের অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধের প্রতিপাত্ত বিষয়

সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক বলেন যে, নেহ শব্দ খাঁটি প্রাকৃত। সংস্কৃতে যেখানে সেই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, প্রাকৃতে সেই স্থলে গেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাকৃত ভাষা হইতেই এই শব্দ পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান প্রাকৃতির অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা প্রধানতঃ প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। সাতবাহন-বিরচিত গাধাসপ্তশতী নামক প্রাকৃত গ্রন্থে লালসা অর্থে লেহলা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পদাবলীতে ব্যবহৃত “লেহ ও লেহা” শব্দ এই লেহলা শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং পদাবলীর দুই এক স্থলে সেই শব্দ লেহলা অর্থাৎ লালসা বা আকাজ্জা অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। অতএব “লেহ”, “লেহলা”, “নেহ” ও “গেহ” শব্দের মূলে প্রাকৃত এবং উক্ত ভাষার ব্যবহৃত ‘গেহ’, ‘নেহ’ ও লেহলা শব্দত্রয় হইতে যে পদাবলী-সাহিত্যের ‘লেহ’, ‘লেহা’ ও নেহ শব্দের উৎপত্তি, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে কেহ কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করার সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মণুরানাথ মজুমদার মহাশয়কে তাহার “সুশ্রুতে ধর্ম্মভাব” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিলেন যে, সুশ্রুতসংহিতার বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসনই দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের গন্ধ অনুভূত হয় না। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে এ সম্বন্ধে সভায় কেহ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

সভাপতির নির্দেশ মত “শালিগ্রাম” নামক তৃতীয় প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবু মুর্শিদাবাদ লাইনে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন এবং নদীয়া জেলার শালিগ্রামে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্তবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, শালিগ্রাম সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যিক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ প্রদানপূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সভাপতি।

## দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৫ই ফাল্গুন, ১৩২২, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৬,

রবিবার, অপরাহ্ন ৫।০টা

- আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্ত-মির্জাচন্দ্র।  
৩। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এক্ জি এস মহাশয় কর্তৃক ফ্লেগেরিট নামক খনিজ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ,—  
(ক) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের “বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি”, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়ের “রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ” নামক প্রবন্ধস্বরূপ।  
৬। শোক-প্রকাশ,—(ক) লোকনাথ চক্রবর্তী বি এল ও (খ) বোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

### উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বোষ
„ বোগীন্দ্রনাথ সমাদার বি এ	„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এম্ এম্ এস্	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ	„ শিবেন্দ্রচন্দ্র পাকড়াণী
„ গৌরহরি সেন	„ দ্বীকেশ মিত্র
„ অতুলচন্দ্র সেন	„ বোগজীবন মিত্র
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ	„ পতীন্দ্রসেবক নন্দী
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ	„ বতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ গণপতি রায় বিদ্যাভিনোদ	„ তারাশ্রম ভট্টাচার্য
„ রামেশ্বর সেন	„ স্বর্গাকুমাৰ পাল
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুচন্দ্র	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র ঘোষ	„ ভোলানাথ কৌচ
„ আনোদ্যোহন সাহা	„ শচীন্দ্রসেবক নন্দী
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ	„ দেবেন্দ্রনাথ বোষ

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী

- „ মৃণালকান্তি ঘোষ
- „ কিরণচন্দ্র দত্ত
- „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার

} সহকারী সম্পাদকগণ।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলেন উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল্	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্ উকীল, পুর্নলিয়া।

শ্রীযুগলকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীনাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ কব্জির-বান্ধব সম্পাদক, মেদিনীপুর।
--------------------	---------------------	--

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত		শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী উকীল, পটীয়া, চট্টগ্রাম।
-------------------------	--	---

শ্রীঅন্নদাচরণ সেনগুপ্ত

সুচিয়া রামকৃষ্ণ মধ্য-ইংরাজী বিভাগের হেড মাস্টার,

সুচিয়া, বড়মা পোঃ, চট্টগ্রাম।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
---------------------	-----------------------------	--

৩। নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত ব্রজচাঁদী গণেশনাথ	১। ফেংকারিণী-তন্ত্র ( ভৈরবাচার্য্য )
	২। নিরুত্তর-তন্ত্র
	৩। ভূতভামর ( বীজাভিধান সম্বন্ধে )
	৪। হস্তামলক ( হস্তামলকাচার্য্য )
	৫। কাতন্ত্র্যবৃত্তি—আখ্যাত ( দুর্গাসিংহ )
	৬। স্মৃতিতত্ত্ব ( রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য )
	৭। ইতিহাসসমুচ্চয়
	৮। শৃঙ্গারতিলক ( মহাকবি কালিদাস )
	৯। একাক্ষরকোষ ( পুরুষোত্তম )
	১০। পদাঙ্কদূতটীকা
	১১। নানার্থ-ধ্বনিমঞ্জরী ( গদ্যসিংহ )
	১২। ললিতাবলী ( দিগম্বর ভট্ট )
	১৩। জাতিমালা ( পরাসর-পদ্ধতি )
	১৪। তত্ত্বের পুথি ( সংগ্রহ )
	১৫। নিগমকল্পদ্রুম

উপহাৰদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্ৰীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	১। রাসপঞ্চাধ্যায় ও উদ্ধবদূত গ্রন্থ (খণ্ডিত) ২। ভারতবর্ষের ইতিহাস ৩। ভূগোল-বিবরণ ৪। ঐ (২য় ভাগ) ৫। পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী (দাশরথি) ৬। বিজ্ঞানন্দর ৭। দণ্ডবিধির আইন ( ১৮৮০ সালের ৪৫ আইন ) ৮। জমিদারী-দৰ্পণ
শ্ৰীযুক্ত রাইমোহন বৰাট	৯। শ্ৰীশ্ৰীতলাভক্তি
স্বামী বোগানন্দ	১০। উদ্ভট্ৰকাশিকা বা শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ
শ্ৰীযুক্ত রমেশচন্দ্র নাগ	১১। লীলাধুধি
শ্ৰীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন	১২। বিজ্ঞানসাগর ১৩। প্রবাদমালা, বঙ্গদেশীয় বিবিধ জ্ঞানপ্রদ ব্যবহারমূলক, (১ম ভাগ) ১৪। প্রবাদমালা, (২য় ভাগ) ১৫। ভূদেবনির্কীৰ্ণম ১৬। সরলামরকোব: ( ১ম কাণ্ড ) ১৭। চণক্যম্লোক: ১৮। একতারা ১৯। বীধি
শ্ৰীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র শৰ্ম্মা প্রহরাজ	২০। হুগোৎসব-তরঙ্গিনী
শ্ৰীযুক্ত মহীমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী	২১। A Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal, Vol II. ২২। Search for Sanskrit Manuscripts. ২৩। Annual Report of the Board of Scientific Advice for India for 1914-15. ২৪। Cotton Spinning and Weaving in India.

উপহারদাতা

উপস্থিত পুস্তক

- Supdt. Govt. Printing, India. ২৫। Report of the Agricultural Research Institute and College, Pusa, for 1914-15.
- Secretary to the Govt. of India, ২৬। Notification and Order relating to the war in force in Bengal. Revenue Department.
- ২৭। Report of the Agricultural Department, Bengal, for the year ending June 1915.
- Secy. Govt. of Bombay, ২৮। Progress Report of the Agricultural Survey of India, Western Circle. General Deptt.
- ২৯। Report of the London Advisory Committee for Indian Students in the United Kingdom.
- Smithsonian Institution, ৩০। Annual Report of the Smithsonian Institution for 1914. America.
- ৩১। Smithsonian Miscellaneous Collection Vol 65. No. 3. Do " No. 10.

৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস মহাশয় কর্তৃক ফেলেরিট নামক খনিজ পদার্থের প্রদর্শন স্থপিত রহিল।

৫। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার “বুদ্ধগয়ায় ছইখানি শিলালিপি” নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের মতামত জানিতে চাহিলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় প্রবন্ধে উদ্ধৃত কোন মন্তব্য সম্বন্ধে একটি ভ্রমের বিষয় উল্লেখ করেন। স্থির হইল যে, এই ভ্রমের বিষয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে জানাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার “রেশমশিল্পের পারিভাষিক শব্দ” নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। এই প্রবন্ধ পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হইলে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৬। (ক) লোকনাথ চক্রবর্তী বি এন্ড ও (খ) বোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এন্ড মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে শোকপ্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সহায়ত্বভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হইবে, স্থির হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## তৃতী বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হাউস

সময়—২১ মাঘ ১৩২২, ৫ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশিত সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোট (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতা বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিজ্ঞানভ

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ শ্রীমানী

„ অমৃতলাল দত্ত

„ রজনীকান্ত রায়

„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

„ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

„ শরৎলাল বিখাস বি এ

„ শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু

„ যতীন্দ্রমোহন রায়

„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ রামকমল সিংহ

„ সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

„ তারা-প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু

„ ভোলানাথ কৌচ

„ কবিরাজ মধুসূদনাথ মজুমদার

„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিবরণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

„ বাণীনাথ নন্দী

„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার

} সহঃ সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশিত সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোট (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতাবিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় কর্তৃক লিখিত হইতেছে। এই অধিবেশনে উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় অনুবাদ-লেখক কর্তৃক পঠিত হয়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি।



**চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন**  
**স্বর্গীয় মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের**  
**মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে**

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির  
 সময়—১৩ই আশ্বিন, ২৯শে জুলাই, শনিবার, ৬ ঘটিকা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্. ( সভাপতি )  
 সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল, পি এচ ডি  
 মহারাজ সার প্রভোতকুমার ঠাকুর, কে, টি বাহাদুর  
 মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	„ সভ্যচরণ বসু এম্ এ
„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
„ শেষপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ তারাপ্রসন্ন বিজ্ঞাবিনোদ, বি এ
„ গগনচন্দ্র রায়	„ চিত্তমুখ সান্তাল বি ই
„ চিরমুহুৎ লাহিড়ী	„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব	„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এম্ এ	„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমল্লভ
„ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এক	„ কালিকানন্দ ঠাকুর
„ সি এক	„ শুদ্ধানন্দ সান্নী
„ মাননীয় রায় শ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার
„ বাহাদুর, এম্ এ	„ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ	„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ রমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	„ চারুচন্দ্র বসু
„ নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	„ মদ্যমোহন বসু এম্ এ
„ পার্শ্বলাল মল্লিক	„ যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ	„ ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ	„ জীবনধন চক্রবর্তী
„ যতীন্দ্রমোহন রায়	„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	„ শ্রীমলাল মল্লিক

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু

„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়

এন্ এম্ এন্

„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

„ মহাদেব সেন

„ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

„ শান্তিসাধন বিশ্বাস

„ বতীন্দ্রকৃষ্ণ নিরোগী

„ নিত্যানন্দ রায়

„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী

„ বতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র

„ বতীন্দ্রনাথ মল্লিক

„ শনৎকুমার ঘোষাল

„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র

„ বসন্তকুমার ঘোষাল

শ্রীযুক্ত নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত

„ ভামলাল চক্রবর্তী

„ নগেন্দ্রনাথ রায়

„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

„ রামকমল সিংহ

„ কমুদবন্ধু দাসগুপ্ত

„ বসন্তকুমার রায়

„ প্রমোদকুমার রুদ্র

„ ননীলাল বসাক

„ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

„ সূর্য্যকুমার পাল

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ ভোলানাথ কৌচ

„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তভূষণ, এম্ এ, বি এল ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ

„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

„ বাণীনাথ নন্দী

„ হরেন্দ্রনাথ কুমার

সহঃ সম্পাদকগণ

সভাপতি মহাশয় কোন বিশেষ অনিবার্য কারণে সভার উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এন্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহানুভূতিশূচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন । তাঁহারা অনিবার্য কারণে সভার উপস্থিত হইতে পারেন নাই ।

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ

মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্রসান সর্বাধিকারী

রায় ললিতমোহন সিংহ, রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উত্তটগার, বি এ

কিরণচন্দ্র দত্ত ( সহঃ সম্পাদক )

সভারান্তে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত গান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্তৃক গীত হয় ।

কি জানি আজি সে কোথা  
 স্মৃতি-প্রতিষ্ঠা যায় ।  
 শত গুণে জাগে শুধু  
 শত-গুণ-স্মৃতি তার ॥  
 উচ্চ তার শির, উচ্চ তার জ্ঞান,  
 উচ্চ তার মান, উচ্চ তার প্রাণ,  
 নম্র পল্লবিত তরুর সমান,  
 তাই সাধ তারে শুধু দেখিবার ।  
 মর্ত্য মূর্তি আর পাইব কোথায়,  
 রেখে শত কীর্তি-বিত্তি হেথায়  
 সে যে গেছে চ'লে দূরে অমরায়,  
 তাই সাধ হেথা মূর্তি-প্রতিষ্ঠায় ।  
 গৌরব কি তার মূর্তি-প্রতিষ্ঠায়,  
 গৌরব তাদেরি যারা দিতে চায়,  
 আদর্শে দেখায়ে গুণ-গরিমায়  
 মূর্তি-লক্ষ্যে শত পথ সাধনার ।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ কাব্যাতীর্থ মহাশয় মহারাজ-রচিত নিম্নলিখিত ছইটি শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন ;—

( ১ )

ম পূজাং ন মন্ত্ৰং ন বা যাগযজ্ঞং, ন জানে প্রয়োগং ম বা যোগসিদ্ধিम् ।  
 ষদীয়ং পদ্যজং মদেকাবলম্বং, প্রসীদ প্রপন্নৈ বতীজ্জৈহতিদীনে ॥১॥  
 গতং যৌবনকৃতিভোগাভিলাষৈরিদানীং জরা হ্যাগতা দেহমধ্যে ।  
 ন পশ্যামি মাতঃ পরিজ্ঞাণহেতুং, প্রসীদ প্রপন্নৈ বতীজ্জৈহতিদীনে ॥২॥  
 শরীরং তথা মে মনোজ্ঞা ন বুদ্ধিঃ, সমস্তং প্রদত্তং তব শ্রীপদান্তে ।  
 ন পুণ্যং ন ধর্মো মমৈবান্তি কিঞ্চিৎ, প্রসীদ প্রপন্নৈ বতীজ্জৈহতিদীনে ॥৩॥  
 সদা ভীতচিত্তঃ সদা ব্যাকুলাত্মা, ন জানে গতিঃ কা ভবেজ্জীবনান্তে ।  
 অপারা কৃপা তে দৃঢ়জ্ঞানমেতৎ, প্রসীদ প্রপন্নৈ বতীজ্জৈহতিদীনে ॥৪॥  
 ম চাত্তা গতির্মহে বিনা পাদপদ্মং, কুরু স্বং শরণ্যে বধেচ্ছং হি কালি ।  
 প্রপজ্জাম্যদূরে মহাবোরকালং, প্রসীদ প্রপন্নৈ বতীজ্জৈহতিদীনে ॥৫॥

দম্বা ব্রহ্মমরীপাদে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিনিমান্ ।

তদাশ্রয়ং চিরং যাচে বতীজ্জঃ শরণাগতঃ ॥৬॥

( ২ )

শুণু রে মানস শুণু হিতবাণীঃ  
 ত্যজ নিজচকলভাবমিদানোঃ ।  
 পরিহর সত্ত্বমহমিতি গৰ্ব্বঃ  
 কালগ্রাসে নিবসতি সৰ্ব্বম্ ॥১॥  
 মৃগতৃষ্ণাসম-ভববিভবাশা  
 শান্তা ন ভবতি ভোগপিপাসা ।  
 ইহ সংসারে নহি সুখলেশঃ  
 প্রভবতি নিত্যং দুঃখবিশেষঃ ॥২॥  
 দ্বারামুখং বিচরসি লোকৈ  
 সুখসন্ধানান্ অজসি শোকৈ ।  
 ব্যর্থং পরিজননৈবভববিত্তং  
 ব্রহ্মবরীপদমাশ্রয় নিত্যম্ ॥৩॥

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় মহারাজের রচিত নিম্নলিখিত  
 ইংরাজি কবিতাটি আৱৃতি করিলেন,—

# MOON LIGHT ON THE RIVER.

( From "Flight of Fancy"

by the Late Maharaja Sir J. M. Tagore. )

The silv'ry moon, in majesty serene,  
 Enthron'd sits. Beneath, the Ganges spreads  
 Its breast.—a sheet immense of crystalline,  
 Where Heaven's ethereal dome, begemmed with stars  
 Is mirrored.—"beautiful exceedingly !" .  
 Along the verdant banks the stately palms  
 • Their lengthened shadows fling ; the mangoe tree,  
 Its leaves with silver tipp'd, a chequered shade  
 Extends, while oft some silken plot of ground,  
 Enamelled o'er with flowers of orient hue,  
 Laughs gaily on the sight. In tranquil flow  
 The stream roll on, unruffled with a wave,  
 Like infancy's sweet thoughts—so pure, so calm !—  
 And such the stillness that pervades this hour,  
 That not a rippling sound is heard against  
 The vessel's side. The winds, now weary grown

With wafting fragrance from the neotar'd cup  
Of each fresh opening flower, have sunk to rest.  
Nor aught else stirs ; except at intervals  
In melting cadence from some far off tree  
Is heard the *Kokil* singing to his mate ;  
Or, oftener yet, the crickets piercing chirp  
That makes the silence doubly felt. 'Tis now  
That contemplation reigns supreme ;  
'Tis now that Nature with her Maker holds  
Communion deep. A spell there is in such  
A time as this that leads the pensive soul  
To tender mem'ries of the blissful past !

অতঃপর শ্রীযুক্ত বামাপদ হালদার মহাশয় কর্তৃক মহারাজের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি  
গীত হয় ;—

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

তুষার-ধবল হৃদে নিলিম নলিনী ।  
হরহৃদি মাঝে আমার আশা মা জননী ॥  
রূপে সে তিমির রাশি  
অথবা তিমিরনাশি  
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী ।  
মনে এই অভিলাষ  
কাটিয়ে সংসার-পাশ  
যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ হৃ'খানি ॥

অতঃপরে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ত মহাশয় তাঁহার রচিত “বীতীন্দ্র-  
স্বরণ” নামক নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করেন ;—

বীতীন্দ্র-স্বরণ ।

শুভ দিনে শুভ ক্ষণে                      দেশমাতৃকার গর্ভে  
কচিং জনমে সুসজ্জান ;  
ক্ষিতিলে লভে বশ                      অতুল সম্পদ সুখ  
ভাগ্যবান্ লভয়ে সম্মান ।  
পূর্বজন্ম-কর্ম-ফলে,                      কীর্তি স্বতি-গৌরব হানি  
লভেন এ তবে অমরতা,  
মৃত্যুর পরেও কভু                      বশ খ্যাতি জ্যোতি তাঁর  
প্রাপ্ত নাহি হয় মলিনতা ।

কত নরনারী ফেলে                      অশ্রুজল তাঁর তরে  
 সহগুণাবলী তাঁর স্মরি ;  
 নিত্য পূজা করে তাঁরে,              জদি-সিংহাসনে রাখি  
 দেবতার পুত পদে বরি ।  
 তুমি সেই ভাগ্যবান,                      শুভ দিনে শুভ ক্ষণে  
 জন্মেছিলে বিরাট পুরুষ !  
 এ বঙ্গ মাঝারে দেব                      অতুল সম্পদ খ্যাতি  
 লভেছিলে পরম পৌরুষ ।  
 কর্মক্লান্ত দেহে পরে,                      দেশমাতৃকার অঙ্ক  
 শূত্র করি লভেছ বিশ্রাম  
 শাস্তিদাজী "ব্রহ্মময়ী"              নিষ্ঠা কোলে, বহু বধা  
 শাস্তি-সমীরণ অবিরাম ।  
 যেই কীর্তি-স্মৃতি-সৌধ                      স্থাপন করিয়া গেছ  
 তার সেই অতি উচ্চ চূড়ে,  
 আজিও তেমতি দেব                      পত পত শব্দে সদা,  
 বিজয়-কেতন তব উড়ে ।  
 সেই তব রাজপাট,                      সেই রাজ-সিংহাসন  
 আজিও তো রয়েছে বজায়,  
 সেই রাজসম্মান                      মহারাজ উচ্চোপাধি  
 আজো তব মহিমা যে গায় ।  
 সেই তব প্রতিষ্ঠিত                      দেবালয়ে আজো বাজে  
 স্রমধুর আরতির বাত,  
 তোমার স্থাপিত সেই                      অন্নসত্তে প্রতিদিন  
 অভূক্ত অতিথি পায় খাত !  
 তব প্রতিষ্ঠিত টোলে                      দীন বিদ্যার্থীর দল  
 লভিছে আজো বিভাশিকা,  
 আজিও বাচকবৃন্দ                      রিক্ত হস্তে নাহি ফেরে  
 যথাযোগ্য পায় দেখি ভিক্ষা ।  
 বঙ্গ-বিধবার দুঃখে                      দুঃখিত হইয়া তুমি  
 করে গেছ যে বিরাট দান ।  
 আজিও তাহার তরে                      দেবীরূপা মাতৃরূপা  
 বিধবারা করে বশোণান ।  
 অধিকন্তু কলিকাতা                      সমগ্র বঙ্গের মাঝে  
 হেন শুভ অনুষ্ঠান কই ?  
 বাহাতে তোমার দান,                      হয় নাই বরিষণ ;—  
 অনুষ্ঠিত হ'লো তোমা বই ।  
 যে দিকে ফিরাই আঁখি                      সর্বত্র দেখিতে পাই  
 তোমার সে জীবন্ত প্রতিমা,

সর্ব্বদাই তব নাম                      অঙ্কিত রয়েছে দেখি  
                          প্রকাশিছে তোমার গরিমা ।  
 পরিষৎ মন্দির মাঝে                      তোমার প্রস্তর-মূর্তি  
                          প্রতিষ্ঠার দিনেতে হে আজ,  
 কত কথা মনে পড়ে,                      তোমার সে গুণগণা  
                          কেমনে প্রকাশি মহারাজ ?  
 বীণাপাণি কমলার                      একত্র যে সম্মিলন  
                          অসম্ভব—কভু দেখি নাই !  
 সম্ভব হইয়াছিল                      দেখেছি কেবল মাত্র  
                          স্বতীক্ৰমোহন, তব ঠাই ।  
 আচণ্ডালে সম ভাব,                      রাজকর্ণচারী প্রজা  
                          যথাযোগ্য সম্ভাষণ সবে,—  
 তুমিই করেছ জানি,                      দেখেছ গ্নেহের চক্ষে  
                          যে এসেছে তব পাশে যবে ।  
 বঙ্গদেশে নাট্যাশালা,                      বাহা আজ নাট্যাধোদী  
                          ব্যক্তিদের হর্ষ-নিকেতন,  
 প্রতিষ্ঠাতা কে তাহার—                      তুমিই তো মূল তার  
                          নাট্যাশালা তোমার স্থাপন ।  
 বঙ্গীয় সাহিত্য যবে                      শিশু—তখন তাঁহার  
                          শুভাকাজ্জী ছিলে দেব তুমি,  
 বঙ্গীয় সাহিত্যে দান                      রহিবে অক্ষয় তব  
                          যত দিন রবে বঙ্গভূমি ।  
 তোমার সুযোগ্য পুত্র                      তব কীর্ত্তি যদি ওহে  
                          রাখিয়াছে সবই উজ্জল,  
 তথাপি কেমন যেন                      তব লাগি তপ্ত শ্বাস  
                          বাহিরায় ঝরে আঁখিজল ।  
 তবে আমাদের এই                      দুঃখের সাক্ষ্যনা দেব  
                          “কীর্ত্তির্যশসী জীবতি” ভবে,  
 বহু দিন বহু বর্ষ                      বঙ্গবাসি-হৃদাসনে  
                          মূর্ত্তি তব প্রতিষ্ঠিত রবে ॥

তৎপরে মহারাজ বাহাদুরের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি শ্রীযুক্ত বামাপদ হালদার মহাশয় কর্তৃক গীত হয়;—

মিশ্র খাযাজ—জলদ একতারা

কি শোভে আত্ম বুলনে ।

কি শোভে আজ কুঞ্জমাঝে

রসিকরাজ রাধা সহ রাজে

( আজি বুলনে ) ।

শ্রাবণ-শশী মেঘ-মিলিত  
কক্কু বিকাশ কখনও মুদিত  
গোকুল-শশী হেরি অরিত  
লুকার যেন লাজে

( আজি ঝুলনে ) ॥

গোপীগণ একসঙ্গ গায় গীত রসতরঙ্গ

নৃত্য সহিত অঙ্গ-ভঙ্গ  
ঘন মৃদঙ্গ বাজে ।  
ফুটিল সকল কানন-ফুল  
পবন বহন মন্দ মৃদল  
ধন্ত হইল যমুনাকুল  
মধুর যুগল সাজে

( আজি ঝুলনে ) ।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর স্বর্গীয় মহারাজের জীবনী সম্বন্ধে “বতীন্দ্র-প্রসঙ্গ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহার জীবনী সংগ্রহ ও তাঁহার রচিত সমগ্র গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রচার তদীয় উপযুক্ত পুত্র বর্তমান মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুরের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি। স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ও বাঙ্গালা দেশের জমিদারগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ বাহাদুর এই প্রসঙ্গে বলিলেন যে, মহারাজ বতীন্দ্রমোহন না জানিতেন, এমন জিনিষ ছিল না। তিনি সকল জিনিষের অন্তঃস্থল বুঝিতেন। তিনি মিষ্টভাবী ও সদালাপী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক ঘণ্টা কথাবার্তা করিলে গত ৫০ বৎসরের Political Life এর সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার মাতৃ-ভক্তি অসাধারণ ছিল। Lord Lytton তাঁহাকে দিল্লী দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে বাইতে অনুমতি না দেওয়ায়, তিনি ঐ দরবারে যান নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ মহাশয় বলিলেন,—“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আমরা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করিয়া থাকি। অতঃপর আমরা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর একজন ভক্তের পূজা করিতে আসিয়াছি।” মহারাজের নানা গুণগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন যে, তাঁহার সর্বদর্শিনী প্রতিভা ছিল। তিনি বাঙ্গালার একজন প্রধান জমিদার ছিলেন। British Indian Association এর গৌরবজনক অনেক কাজই মহারাজ বাহাদুরের পরামর্শ-মত হইয়াছিল। ৬কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় মহারাজের সহিত পরামর্শ করিয়া



Hindoo Patriotএর প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি দূরদর্শী, চতুর ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁহার মনে হয় যে, মহারাজের একান্ত নিষ্ঠা, দেবভক্তি ও মাতৃভক্তির জ্ঞে তিনি “বাবু যতীন্দ্রমোহন” হইতে উচ্চ “মহারাজ বাহাদুর” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজের সহিত মাইকেল মধুসূদনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। মধুসূদন যখন নিতান্ত অপরিচিত, তখন মহারাজ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বিভাসাগর মহাশয় ও প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ মনে করিতেন যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটা বাতুলতা মাত্র এবং তাঁহারা উহার স্থায়িত্বে সন্দেহান ছিলেন, কিন্তু মহারাজ যতীন্দ্রমোহন তাঁহার মর্ম্ম বুঝিতেন ও মাইকেলকে প্রোৎসাহ দিতেন। সকলেই অবগত আছেন যে, মাইকেল সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলায় বিয়োগান্ত নাটক লেখেন। তাঁহার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক কৃষ্ণকুমারীর সম্পূর্ণ ব্যয় যতীন্দ্রমোহন বহন করেন। যেমন বিক্রমাদিত্য কালিদাসের প্রশংসা দিয়াছিলেন, যতীন্দ্রমোহন মাইকেলকেও সেইরূপ প্রশংসা দেন। যতীন্দ্রমোহন নিজে বাণীর সেবক ছিলেন ও বাণীর সেবকদিগের উৎসাহদাতা ছিলেন।

অতঃপর সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,— যতীন্দ্রমোহন সাহিত্যানুরাগী পুরুষ ছিলেন। এই ক্ষণজন্মা মহাত্মার স্মৃতি-সভায় উপস্থিত থাকি সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। তিনি আমায় ভালবাসিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে কথায় কত বলিব, বলিতে কথা ফুরায় না। তিনি যথাশাস্ত্র ও যথাগায় ধন ও মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নিম্নলিখিত ভাবে হয়। তাঁহার পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত Tagore Law Professorshipএর আমি একজন প্রার্থী ছিলাম। তখন Thesis লেখা ছিল না, অনেকটা canvassing দ্বারা নির্বাচন হইত। আমি প্রথমে সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি ঐ পদের যোগ্য কি না। আমার সহাধ্যায়ী ও বন্ধু প্রতাপচন্দ্র পাল আমাকে কৃষ্ণদাস পালের নিকট লইয়া যান। তাঁহারা উভয়েই বলেন যে, একটু আধটু canvassing করাইতে হইবে। অগত্যা প্রফুল্লকুমারের সহিত পরিচিত হইবার জন্ত তাঁহারা আমাকে যতীন্দ্রমোহনের নিকট বাইতে বলেন। আমি তখন হাইকোর্টের একজন নগণ্য উকীল। কিন্তু তবুও তাঁহার কাছে বাইতে তিনি এত মিষ্টভাবে আদর করিলেন, যাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত সরল ছিল। অথচ তিনি রাজনৈতিক জটিলতা খুব বুঝিতেন এবং অনেককে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তাঁহার আর এক গুণ ছিল যে, কেহ তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি তাহার নিকট বাইতেন, তা আহ্বানকারী ধনীই হউক, আর দরিদ্রই হউক। তিনি নিজে সাহিত্যসেবী ছিলেন, কিন্তু ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা পাশী ইত্যাদি সকল ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আমি একবার তাঁহার প্রাসাদে বেড়াইতে গিয়া একটি ইংরাজি কবিতা দেখি; উহা পাইকপাড়ার রাজা জৈরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুর পর রচিত। জানিলাম যে, উহা মহারাজ বাহাদুরের নিজের লেখা। কবিতাটি ঠিক মনে নাই। সুন্দর কবিতাটি মুদ্রণ-

যোগ্য। তাঁহার বাড়ীতে কল্পিত গৃহস্থ একটি মূর্তির নীচে তাঁহার রচিত যে একটি সুন্দর শ্লোক আছে, তাহা ব্যাকরণ-দৃষ্ট হইলেও উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—যখন কাশীতে কাশীরেশ মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে return visit দিতে আসেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি। এই সময়ে তাঁহাদের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আগাপ শুনিয়া আমি আনন্দ লাভ করি। তিনি ভূম্যধিকারীর প্রকৃত আদর্শ ছিলেন। তিনি প্রাচীনের প্রতি অত্যন্ত আদর করিতেন। দান্তরায়ের প্রাচীন পাঁচালী-জানা লোক খুব কমই ছিল। কোন সময়ে শুনা যায় যে, বঙ্কেশ্বর নামক একজন লোক দান্তরায়ের পাঁচালী জানেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া সেই গান শুনিয়া-ছিলেন। কোন ড্রাল গাইয়ে বা বাজিয়ে আসিলে তিনি তাঁহাদের আদর করিয়া ডাকিতেন ও উপযুক্ত সম্মান ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিতেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে অসাধারণ তত্ত্ব ছিল। কাশীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুন্দর শিবমন্দির তাঁহার প্রাচীন স্থাপত্য-বিদ্যায় আস্থা ও দেবভক্তি প্রকাশ করিতেছে। ঐ মন্দির-বাটীতে আশী জন ছাত্র বাস করে ও আহার পায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—“মহারাজ যতীন্দ্রমোহন উর্দু ও পারশি খুব ভাল জানিতেন ও ঐ ভাষাভ্যয়ের অতি সুন্দর উচ্চারণ করিতে পারিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, জানিতাম। লেডী কার্জনের আমলে লাট-প্রাসাদে একটা গার্ডেন পার্টি হয়। বঙ্গীয় সম্পাদকরূপে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। ঐখানে লেডী কার্জন নিজে সকলকে চা দিতেছিলেন। মহারাজা বাহাদুর গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে যদি Lady Curzon নিজে চা দেন, তাহা হইলে তিনি কি করেন, দেখিবার জন্ত ব্যগ্র ছিলাম। যখন Lady Curzon চা দিলেন, তখন তিনি নিজে হাত পাতিয়া লইলেন, তারপর পাগড়িতে ঠেকাইয়া ফেরৎ দিয়া বলিলেন যে, হিন্দুমতে দেবতার প্রসাদ মাথায় রাখিতে হয়, খাইতে নাই। ইহাতে ধর্ম ও বজায় রহিল, আপ্যায়নও করা হইল। তিনি একজন ভক্ত সাধু ছিলেন এবং তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে জানিতে পারি যে, তিনি একজন সাধক ছিলেন। তার্না-পীঠের “বামা ফেপা”কে বোধ হয়, একমাত্র যতীন্দ্রমোহনই নিজে বাড়ীতে আনিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর এক মিনিট পূর্বে মনে হয়, যেন তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন। তারপর যেন কথা শেষ হইলে তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন—কোলে নে মা—তাঁহার পরই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হয়। বাঁহারা তাঁহার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আমার কথার সত্যতার প্রমাণ দিবে। তাঁহার বাড়ী একটি আসল বৈঠকখানা ছিল। তিনি একজন মুকব্বি পৃষ্ঠপোষক ও নেতা ছিলেন; তিনি অতীতের ভাণ্ডার ছিলেন। আমি যে প্রাচীন কালের বিষয়ে নানা তথ্য জানিয়াছিলাম, তাহার পনের আনা মহারাজা বাহাদুরের নিকট হইতে।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—ভারতবর্ষীয়—বিশেষতঃ বঙ্গ-

দেশের ইংরাজ-শাসনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই কয় অংশে বিভক্ত করা যায়,—প্রথম পলাশীর যুদ্ধের দিন ২৩শে জুন ১৭৫৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৯১ সাল অবধি Lord Cornwallisএর আগমনের পূর্ব পর্য্যন্ত। তখন নবগত ইংরাজের অভ্যাচারে দেশ জর্জরিত। বঙ্গীয় প্রজার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এই সময় কোনরূপ সাহিত্য-চর্চাই হয় নাই। ১৭৯২ হইতে ১৮১৩ পর্য্যন্ত Lord Cornwallisএর সময় দেশের প্রজার অবস্থা কতক ভাল হয়। এই সময় দুই একখানা বাঙ্গলা বই লিখিত হইতেছিল। ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ এই বিশ বৎসর বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা হয় এবং উহা অনেক বর্দ্ধিত হয়। এই সময় অনেক ইংরাজ আমাদের দেশের ও ভার্যার উন্নতির চেষ্টা করেন। এই সময় রাম-মোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৩ হইতে ১৮৫৩ বা ৫৭ এই সময়ে বঙ্গভাষার দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হয়। অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। বহু গ্রন্থ এই সময় লিখিত হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি অনেক হয়। তখনও ষতীন্দ্রমোহনের প্রতিভা প্রকাশিত হয় নাই। তিনি তখন হিন্দু কলেজে বিদ্যালভ করিতেছিলেন। তিনি একজন ভাল ছাত্র ছিলেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজি-সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হন। ১৮৫৭—১৮৮৩ এই সময়ে বঙ্গের বিশেষ উন্নতি হয়। সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক—এই সকলের উন্নতির কেন্দ্র ছিলেন সার ষতীন্দ্রমোহন। তাঁহার যত্নে বেলেগেছে ও তাঁহার নিজ বাড়ীতে নাট্যশালা প্রস্তুত হয়। তিনি প্রকৃত গুণীর গুণ বুঝিতেন। ষতীন্দ্রমোহন বাঙ্গালার কেন, ভারতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। ১৮৮০ সালের পর হইতে ষতীন্দ্রমোহন নিজে বড় একটা কিছু করিতেন না, তিনি কেবল উপদেশ দিতেন। রাজনীতি, সমাজ ও নানা বিষয়ে নব্য সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতেন। Hindu Collegeএর Theatre হল ভাঙ্গিয়া দিবার কথা হয়। মহারাজের মনে ইহাতে আঘাত লাগে। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন যে, আমার পুত্র খন্দোতকুমারকে সঙ্গে লইয়া ছোট লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার নাম করিয়া বলিবেন যে, এই Hall এর যেন অস্ত্র ব্যবহার না হয়। Sir Andrew Fraserএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহারাজা ষতীন্দ্রমোহনের নাম বলিবা মাত্র উহা বন্ধ হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় একতালিয়া আসিয়া মহারাজের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করিলেন এবং মহারাজের দোহিত্র শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এই মূর্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জ্ঞান দান করায় তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলেন।

শেষে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র  
সভাপতি।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

চতুর্বিংশ ভাগ—প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, বিজ্ঞানাগর

( প্রবন্ধের মতামতের মন্ত পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন )

## সূচী

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন শুণ্ড	১
২। দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	২১
৩। সংবাদসাধুরঞ্জন	শ্রীসুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্	৩৯
৪। ভদ্রার্জুন	শ্রীসুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্	৪২
৫। বালালা-শব্দকোষ সমালোচনার উত্তর	রায়বাহাদুর শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিদি, এম্ এ	৫৯

## কলিকাতা

২৪৩১ আগার সাকুলার রোড, বদৌর-সাহিত্য-পরিষৎ বন্ধির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

Printed by—R. C. Mitra at the 'Visvakosha Press',  
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

প্রতিবৎসর বার্ষিক মূল্য ৩ তিন টাকা ]

[ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৮ বাস আনা।

বকসলে ৩৮০ তিন টাকা ছয় আনা।

হাজার বছরের পুরাণ

বাংলা ভাষায়

# বৌদ্ধ-গান ও দোহা

ইহাতে (১) চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাল্পপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন, বাংলা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মন্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাংলা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সকলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্বোপরি। আদর্শ চারিখানি পুথিই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতার এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যানুরাগী লালগোলায় রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩, শাখা-মতায় সদস্যপক্ষে—২।০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

২৪৩১ আপার লাকুলার রোড, কলিকাতা।

# শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

## ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বহুং গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, অগন্তের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, বাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চতত্ত্ব, উত্তাপের অপচয়, কলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৭ ছই টাকা মাত্র।

## ২। কণ্ঠ-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—বার্ষ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অমুঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের অন্ন—বজ্র। মূল্য ১।০ পাঁচ টাকা মাত্র।

## ৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্মহোলৎজ—আচার্য্য মক্ষমুল্লর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১।০০ দশ আনা মাত্র।

## ৪। শব্দ-কথা

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১৭ এক টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,

৩০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জান্নের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির সৃষ্টি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রথম। মূল্য ১৭ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে শাস্ত্রাত্মক মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## লক্ষকণৈ প্রশংসা-ধ্বনি !!

রাজা মহারাজা বলেন—কেশরঞ্জন তৈল সুগন্ধি তৈল-জগতের সম্রাট। যেমন এক চন্দ্র জগতের তমোনাশ করে, তেমন একা কেশরঞ্জন নিজের ঔজ্জ্বল্য সকলের চিত্তের আকর্ষণ করণ করিতেছে। সকলেরই মুখে একই কথা—মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, কেশ মৃদু ও কোমল করিতে, কেশবৃদ্ধি করিতে আর সর্বোপরি মহাপ্রগল্বে টহাই অধিতীয়।

হাইকোর্টের জজেরা বলেন—বাঁচারা নিবারাত্র মস্তিষ্ক আলোড়ন করেন, বাঁচাদের প্রতি কথায় মাথা ঘামাইতে হয়, কেশরঞ্জন তৈল তাঁহাদের পক্ষে নিত্য-ব্যবহার্য। মানসিক পরিশ্রম জনিত দারুণ চিন্তাবসাদ ও মস্তিষ্কর দোর্দল্য দূর করিতে কেশরঞ্জন তৈল মস্তশক্তিসম্পন্ন।

মূল্য এক শিশি ১/ এক টাকা; মাণ্ডলাদি ১/০ পাঁচ আনা।

## আশা ত্যাগ করিতে নাই।

অর্শ হইয়াছে, ভয়ানক রক্তস্রাব হইতেছে, মলদ্বারে ভয়ানক বাতনা—টন্টনানি, মল-ত্যাগান্তে বাতনার বৃদ্ধি, রাত্রে অনিদ্রা—দিবসে অস্বস্তি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য দেখা দিয়াছে বলিয়াই যে হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে, এরূপ নহে। এরূপ স্থলে অমুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, অর্শের প্রকৃত নিরাময়কর ঔষধ কোথাও আছে কি না। তাহা না দেখিয়া যন্ত্রণার বশে, লোকের কুপরামর্শে হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসার অধীন হইলে, কিম্বা ঠাণ্ডা চুণি বা অগ্নায় টোটকা টুটকি করিলে বিষম অনর্থপাতের সম্ভাবনা। ইহাতে রোগ ও রোগীর যন্ত্রণাবৃদ্ধি হয়,—রোগের উপশম হয় না বরং আরও ক্রুদ্ধ সাধা করিয়া তুলে। অনেকের মনের ধারণা—অর্শরোগ একবার হইলে তাহা আর আরাম হয় না। ইহা মহাত্মম। অর্শের প্রথম অবস্থা হইতে যদি সূচিকিৎসা হয়, তাহা হইলে অতি সহজেই রোগ আরাম হইয়া যায়। যে দিকে অগ্নি লাগিয়াছে, সে দিকে জল না ঢালিয়া অপর দিকে ঢালিতেছি; তাহাতে কি অগ্নির বিস্তার হ্রাস পায়? মনে করিয়া রাখুন, আমাদের “অর্শোহর বটিকা” সর্ববিধ তরুণ ও পুরাতন অর্শরোগে অব্যর্থকলপ্রদ মহৌষধ। আমাদের পথ্যাপথ্য পুস্তকের ব্যবহার সহিত এই মহৌষধ সেবন করিলে অন্তঃ ও বহির্কলিজাত সর্ববিধ অর্শ, তজ্জনিত বেদনা, জ্বালা, টন্টনানি, স্রুতিবেধবৎ যন্ত্রণা ও রক্তপূষাদিস্রাব নিবারিত হয়; কখনও কোনরূপ অঙ্গ-চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

মূল্য—প্রতি কোটা ৪০টি বটিকাসহ  
ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং

১০ টাকা।  
১০ চারি আনা।

গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটি  
লণ্ডন সার্জিক্যাল এন্ড সোসাইটি ও লণ্ডন সোসাইটি অব  
কেমিক্যাল ইণ্ডস্ট্রির সভ্য,

**শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ**

আয়ুর্বেদীয় ঔষধশালিকা,  
১৮১, ১৯নং লোয়ার চিংপুর রোড কলিকাতা।



বেঙ্গল কেমিক্যাল

এণ্ড

ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়াক'স্  
লিমিটেড ।

৯১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ।



১। ধর্মপূজাবিধান—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্মপুস্তকগুলির পুঁজাই যে বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবারু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্বাভ্যাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য। মূল্য—সদস্তপক্ষে ১০, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ১০/০, সাধারণপক্ষে ৫০।

২। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। বাঁহারা কবিকল্প চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সগদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অস্ত্রান্ত ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হইলেও অতি প্রাক্ল ও মধুর। ভাষাতত্ত্বাভ্যাসের জন্যিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্ত পক্ষে ৫০, শাখা-সভার সদস্ত পক্ষে ৫০/০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৩। গঙ্গা-মঙ্গল—বিজ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিদ্যার মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষার অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিদ্যার মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মন্ত অতাব বিদ্রুত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। অমূল্যসংগ্রহ ভাষাতত্ত্বজ্ঞের জন্যিবার ও শিখিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১০/০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির  
২৪৮১নং অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

## যকুৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tablets gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tablets gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re. 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.**

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

## ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য

স্বীকার্যটি এই;—

“যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরলভাবে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে।”

“দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বীকার্য এবং দশম স্বতঃসিদ্ধকে একই তথ্যের অন্তর্নিহিত করা হইয়াছে। তবে প্রথম স্বীকার্য ও দশম স্বতঃসিদ্ধের তাৎপর্য—অর্থাৎ, দুই বিন্দুর মধ্যে সরল রেখা অঙ্কনে আমাদের সামর্থ্য এবং দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া একাধিক সরল রেখা অঙ্কনে অসামর্থ্য, যেরূপ বথাক্রমে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে, বর্তমান গ্রন্থেও তজ্জপ দ্বিতীয় স্বীকার্যে উক্ত সরল রেখার পরিবর্তনে সামর্থ্য আলোচিত হইবে।

এই স্বীকার্যটিতে সমতলের কোন উল্লেখ নাই। অথচ এই স্বীকার্যের প্রয়োগকালে মানিয়া লওয়া হয় যে, সরল রেখাটি যে সমতলে অবস্থিত, সেই সমতলের মধ্য দিয়াই বর্জিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, সরল রেখার সহিত সমতলের কি সম্পর্ক, তাহা জানা আবশ্যক।

ইউক্লিড সমতলের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন;—

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় সরল রেখা পরস্পরের সহিত সোজাভাবে অবস্থান করে, তাহাকে সমতল বলে।

এই সংজ্ঞা কোন স্পষ্ট অর্থই প্রকাশ করে না। অপিচ অস্ত্র প্রতিজ্ঞার প্রমাণ-কালেও এই সংজ্ঞাবারা কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। তজ্জন্তই অধুনা সমতলের সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্তিত হইয়াছে।

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল রেখা সর্বতোভাবে উক্ত তলে অবস্থিত করে, তাহাকে সমতল বলে।

নিয়মিত তল মাত্রেরই অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল রেখা সেই তলে অবস্থিত থাকে। সরল রেখা মাত্রই সমরেখা এবং তদন্তরায়ী নিয়মিত তলই সমতল। অতএব

যে কোন সরল রেখা তদনুযায়ী সমতলে সর্বতোভাবে অবস্থিতি করিবে। সুতরাং উপর্যুক্ত সংজ্ঞার স্থলে নিম্নোক্ত সংজ্ঞাই যথেষ্ট।

যে নিয়মিত ভলের সমরেখা সরল রেখা, তাহাকে সমতল বলে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সরল রেখা মাত্র সমতলেরই সমরেখা। ইহাই সমতল ও সরল রেখার মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক।

সমরেখা মাত্রই হয় সরল রেখা, নয় বৃহৎ বৃত্তের কোন অংশ। অতএব সমরেখার সহিত তৎসংলগ্ন সমরেখার যোগে,—অর্থাৎ উক্ত সরল রেখার সহিত তৎসংলগ্ন সরল রেখার যোগে অথবা বৃহৎ বৃত্তের সহিত তৎসংলগ্ন বৃহৎ বৃত্তের অপর অংশযোগে,—যে সমরেখা জন্মে, তাহাই প্রথমোক্ত সমরেখার বর্দ্ধনে উৎপন্ন সমরেখা। অতএব দ্বিতীয় স্বীকার্যটিকে নিম্নলিখিতরূপে আরও ব্যাপক করা যাইতে পারে।

যে কোন সমরেখাকে, উহা যে নিয়মিত তলে অবস্থিত, তাহার মধ্য দিয়া, উভয় মুখে নিয়মিত রেখার পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

একটি সমরেখা তাহার সংলগ্ন সমরেখা-যোগে পরিবর্দ্ধিত সমরেখায় পরিণত হয়। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে বর্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা,—বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্য্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা (অর্থাৎ সরল রেখা) বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। অর্থাৎ কোন বিশেষ সীমা (limit) অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত নিয়মিত রেখার অংশ মাত্রই সমরেখা নামের যোগ্য। অতএব একটি সমরেখা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তাহা উক্ত সীমা পর্য্যন্ত সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং তৎপরেও বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভবপর হইলে তাহার নিয়মিত রেখার দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। সরল রেখা যতই বর্দ্ধিত হউক, মানব-বুদ্ধিতে তাহা সরল রেখারূপেই বর্তমান থাকে। কিন্তু পরিবর্দ্ধিত বর্তুল রেখা যে উক্ত অল্পবদ্ধ অতিক্রম করিতে পারে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষের গোচর। ইহাই দ্বিতীয় স্বীকার্য এবং ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্যের অর্থ প্রসার করিয়া আমি যে তথ্যে উপনীত হইয়াছি, ইহা সেই তথ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ সরলরেখা ও বর্তুলরেখা এই সম্বন্ধে উভয় তথ্যই সম্পূর্ণরূপে সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত। এরূপ অবস্থায় উক্ত স্বীকার্যের কোন আবশ্যকতাই থাকিতে পারে না।

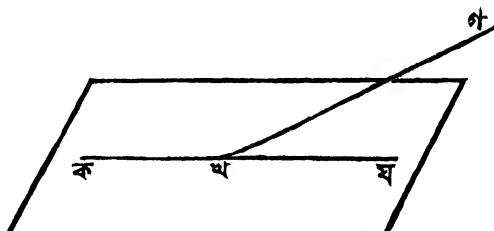
ইউক্লিডের সরল রেখা সীমাবদ্ধ। তজ্জন্মই তিনি বিশেষ বিশেষ কার্যের অনুরোধে উহার পরিবর্দ্ধন আবশ্যক মনে করিয়া দ্বিতীয় স্বীকার্যের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা যখন পূর্ব হইতেই সরল রেখার পরিমাণ অসীম ধরিয়া লইয়াছি এবং ইউক্লিডের মতানুযায়ী সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে তাহার অংশ মাত্র বলিয়া নির্দেশ করিতেছি, তখন সরল রেখার পরিবর্দ্ধনের আবশ্যকতা আমাদের পক্ষে আদৌ থাকিতেছে না।

সমরেখা মাত্রই বর্দ্ধিত হইলে তদনুযায়ী নিয়মিত তলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইবে এবং সরল রেখার বৃদ্ধিও তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই ঘটিবে। সরল রেখার পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে এই প্রকারের সীমা ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞার প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই প্রতিপাদনের পূর্বে যে যে স্থলে দ্বিতীয় স্বীকার্যের প্রয়োজন হইয়াছে, সর্বত্রই এই তথ্যটি বিনা প্রমাণে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, বলিতে হইবে। অর্থাৎ ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্যে সমতলের উল্লেখ না থাকিলেও এই কথাটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সরল রেখামাত্র তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ইউক্লিড সামান্তিক জ্যামিতির আলোচনায় প্রায় সর্বত্রই সমতলের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়াছেন, স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই।

একশ্রেণে সরল রেখার পরিবর্দ্ধনক্রিয়া সমতলের মধ্যেই আবদ্ধ রাখার জন্ত একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞাটি কি প্রকারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, দেখা যাউক।

ঐ প্রতিজ্ঞাটি ও তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

“একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ সেই সমতলের বহির্দেশে থাকিতে পারে না।



কারণ, যদি সম্ভব হয়, মনে কর, ক খ গ সরল রেখার খ গ অংশ উক্ত সমতলের বহির্দেশে রহিয়াছে।

তাহা হইলে ক খ সরল রেখার বর্দ্ধনে উৎপন্ন অপর একটি সরল রেখা উক্ত সমতলের অভ্যন্তরে থাকিবে।

মনে কর, ইহা খ ঘ।

অতএব ক খ গ ও ক খ ঘ এই দুইটি সরল রেখার সাধারণ অংশ ক খ।

তাহা অসম্ভব। কারণ, যদি আমরা খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ক খ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করি, তাহা হইলে সেই বৃত্তের ব্যাসবহুর পরিধিকে অসমান ভাবে ছিন্ন করিবে।

অতএব একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ উক্ত সমতলের বহির্দেশে থাকিতে পারে না।”

খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া অঙ্কিত বৃত্তের পরিধি যে ব্যাসদ্বয় দ্বারা অসমান ভাবে ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হইল, সেই ব্যাসদ্বয় নিশ্চয়ই ক খ গ ও ক খ ঘ সরল রেখার অংশ। তবেই স্বীকার করিতে হইবে, খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এরূপ একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায় যে, তাহা ক খ গ ও ক খ ঘ এই দুই সরল রেখার অংশকে ব্যাস করিতে পারে। কিন্তু বৃত্ত সামান্ত্রিক ক্ষেত্র। অতএব ক খ গ ও ক খ ঘ এই সরল রেখাদ্বয় একই সমতলে অবস্থান করিতেছে, ইহা স্বীকার করাই হইয়াছে।

এই স্বীকৃত তথ্যটি সূত্রাকারে এই রূপ গ্রহণ করিবে ;—

দুইটি সরল রেখা সংলগ্ন থাকিলে তাহারা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

ঐ প্রথম প্রতিজ্ঞার পরবর্তী দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি এই ;—

“যদি দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করে, তবে তাহারা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে ; অপিচ তিন সরল রেখায় যে ত্রিভুজ জন্মে, সেই ত্রিভুজও একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।”

এই প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত পূর্বোক্ত স্বীকৃত তথ্যের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। অথচ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি যে উক্ত তথ্যের সাহায্যে প্রতিপাদিত প্রথম প্রতিজ্ঞার পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে। ইহার প্রতিপাদনেও উক্ত প্রথম প্রতিজ্ঞাটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

কোন দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু থাকিলেই সেই রেখাদ্বয়কে পরস্পর সংলগ্ন বলা হয়। এই সাধারণ বিন্দু উক্ত রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটির আরম্ভ, সমাপ্তি, অথবা অন্তর্কর্ত্তী হইতে পারে। আমরা সরল রেখাকে অসীম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। আমাদের মতে কোন সরল রেখারই আরম্ভও নাই, সমাপ্তিও নাই। অতএব দুইটি সরল রেখা পরস্পর সংলগ্ন হইলে, সাধারণ বিন্দু, তাহাদের উভয়েরই অন্তর্কর্ত্তী হইবে। দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু উভয়েরই অন্তর্কর্ত্তী হইলে রেখাদ্বয় পরস্পরকে হয় স্পর্শ করিবে, নয় ছিন্ন করিবে। আমরা জ্যামিতিক অভিজ্ঞতা হইতে অবগত আছি যে, সরল রেখাদ্বয় তদবস্থায় পরস্পরকে ছিন্ন করিয়াই থাকে। অতএব উক্ত স্বীকৃত তথ্যটিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত অভিন্নই ধরিতে হইবে।

কিন্তু ইউক্লিড সর্বত্রই সরল রেখাকে সান্ত্র আকারে রাখিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সরল রেখার পরিমাণ সান্ত্র রাখিয়া উক্ত স্বীকৃত বিষয়টিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র আকার দেওয়া যায় কি না, দেখা কর্তব্য।

আমরা সরল রেখাদ্বয়কে অন্তর্কর্ত্তী বিন্দুতে সংলগ্ন করিয়াছি, এজন্য ঐ তথ্যটি ইউক্লিডের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন কিন্তু উহাদ্বয়কে প্রান্ত বিন্দুতে সংলগ্ন রাখিয়া সূত্র গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে।

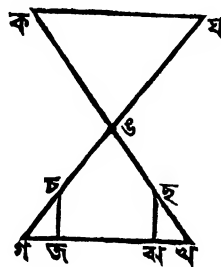
“ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য” নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, “কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি কণিকা কোন একটি বিন্দু হইতে অপর একটি বিন্দু পর্য্যন্ত যে পথে গমন করে, অল্প এক সময়ে সেই কণিকা সেই পথের পূর্ববর্তী বিন্দুকে পরবর্তী ও পরবর্তী বিন্দুকে পূর্ববর্তী করিয়া প্রথমোক্ত বিন্দুতে উপস্থিত হইতে পারে।” অর্থাৎ যে কোন রেখার আরম্ভকে সমাপ্তি এবং সমাপ্তিকে আরম্ভরূপে ধরিতে পারা যায়। সাধারণতঃ রেখা মাত্রের অন্তর্কর্তী বিন্দু সেই রেখার আরম্ভ ও সমাপ্তি হইতে পারে না। এক্ষণে অবস্থায় যে সকল রেখার দুইটি মাত্র বিন্দু আরম্ভ ও সমাপ্তি হইতে পারে, তাহাদের উক্ত বিন্দুদ্বয়কে ঐ বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা এক আতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বিন্দুকে প্রান্ত-বিন্দু বলা যাইবে।

তাহা হইলে, উক্ত তথ্যটি এই রূপ গ্রহণ করিবে।

দুইটি সরল রেখা কোন প্রান্ত-বিন্দুতে মিলিত হইলে একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

এই প্রতিজ্ঞাটি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহার অমূরূপ বটে। অপিচ, ইহা উক্ত প্রথম ভাগ হইতে সহজে বোধগম্যও নহে। এমন অবস্থায় ইহাকে স্বতঃ-সিদ্ধরূপে না ধরিয়া উক্ত ভাগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? বিশেষতঃ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার পক্ষে আরও একটি গুরুতর আপত্তি আছে।

ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণটি এই ;—



কারণ, “মনে কর, ক খ ও গ য দুইটি সরল রেখা ঙ বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিতেছে।

আমি বলি যে, ক খ ও গ য একই সমতলে অবস্থিত করিবে; এবং প্রত্যেক ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিত করিবে।

কারণ, ঙ গ ও ঙ খ এর অন্তর্ভুক্ত চ ও ছ যে কোন দুই বিন্দু গ্রহণ কর।

এবং চ গ ও ছ গ দুইটি সরল রেখা টান।

আমি প্রথমে বলি যে, ঙ গ খ ত্রিভুজ এক সমতলে অবস্থিত।

কারণ, যদি ঙ গ খ ত্রিভুজের অংশ চ গ ও অথবা ছ গ ও এক সমতলে অবস্থিত

ধাকিয়া অপর অংশ অন্ত সমতলে অবস্থিত করে, তবে ও গ ঙ ও ঙ থ সরল রেখার একাংশ এক সমতলে অবস্থিত থাকিয়া অপর অংশ অন্ত সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

কিন্তু যদি ও গ থ ত্রিভুজের চ গ থ ছ অংশ এক সমতলে এবং অপর অংশ অন্ত সমতলে অবস্থিত হয়,

তাহা হইলে ও গ ঙ ও ঙ থ উভয় সরল রেখার একাংশ এক সমতলে ও অপর অংশ অপর সমতলে অবস্থিত করিবে।

কিন্তু উহা অসম্ভব বলিয়া প্রতীপন্ন হইয়াছে।

[ ১১—১

অতএব ও গ থ ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিত।

কিন্তু ও গ থ ত্রিভুজ যে সমতলে অবস্থিত, ও গ ঙ ও ঙ থ সরল রেখার প্রত্যেকই সেই সমতলে অবস্থিত থাকিবে;

এবং ও গ ঙ ও ঙ থ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, ক থ ও গ থ সরল রেখাও সেই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

[ ১১—১

অতএব ক থ ও গ থ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে, এবং প্রত্যেক ত্রিভুজ এক সমতলেই অবস্থিত থাকিবে।”

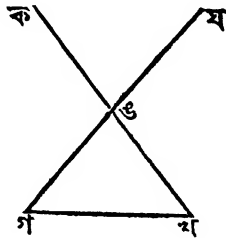
এই প্রমাণে “ত্রিভুজ মাত্রই একসমতলে অবস্থিত করিবে” ইহা সপ্রমাণ করিবার অন্ত চ গ ঙ অথবা ছ থ বা ত্রিভুজ সমতলে অবস্থিত করে, ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু উক্ত রূপ প্রমাণের পূর্বে এক্ষণে মানিয়া লওয়ার ক্ষমতা কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আধুনিক জ্যামিতিতে প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় প্রতিজ্ঞাই অন্তরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রথম প্রতিজ্ঞার প্রমাণ অনেকটা ইউক্লিডের অমূল্যরূপ। প্রস্তাবের মধ্যে,—

সমতলটিকে ক থ থ সরল রেখার চতুর্দিকে আবর্তন করিয়া গ থ বিন্দু দিয়া পরিচালিত করা হইয়াছে; দেখান হইয়াছে যে, ক থ গ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিত করার (প্রথম অধ্যায়ের একাদশ প্রতিজ্ঞার অনুমানের সাহায্যে ছই সরল রেখার সাধারণ অংশ থাকা অসম্ভব হওয়ার) ক থ গ ও ক থ থ সরল রেখাঘরের ক থ সাধারণ অংশ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ এই,—



“ক খ ও গ ঘ দুইটি সরল রেখা ও বিন্দুতে ছেদ করিতেছে এবং গ খ সরল রেখা ক খ ও গ ঘ সরল রেখার সহিত ষষ্ঠাক্রমে খ ও গ বিন্দুতে সংলগ্ন হইয়াছে। তাহা হইলে—

(১) ক খ ও গ ঘ এই দুই সরল রেখা এক সমতলে অবস্থিত করিবে।

(২) ক খ, গ ঘ ও খ গ এই তিন সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিত করিবে।

(১) মনে কর, ক খ সরল রেখা দিয়া একটি সমতল চালিত হইয়াছে।

এই সমতলকে ক খএর চতুর্দিকে একরূপ ভাবে আবর্তিত কর, যেন সমতলটি গ বিন্দু দিয়া চলিতে পারে।

তাহা হইলে, যেহেতু গ ও ও বিন্দু উক্ত সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব গ ও ঘ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিত করিবে।

অর্থাৎ ক খ ও গ ঘ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিত করিবে।

(২) যেহেতু ক খ ও গ ঘ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, খ ও গ বিন্দু সেই সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব খ গ সরল রেখাও উক্ত সমতলে অবস্থিত করিবে।

উল্লিখিত প্রমাণ দুইটি ইউক্লিডের প্রমাণ অপেক্ষা নিম্নলিখিত তিনটি কারণে উৎকৃষ্ট ;—

(১) প্রথম প্রতিজ্ঞার একরূপ কোন তথ্যের সাহায্য লওয়া হয় নাই, বাহা পরবর্তী প্রতিজ্ঞার অন্তর্নিহিত।

(২) দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় বাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকেই প্রমাণের অবলম্বনরূপে ধরিয়া লওয়া হয় নাই।

(৩) ব্যাসের সংজ্ঞার মধ্যে “বৃত্তমাত্রই ব্যাসবরাং দুই সমান খণ্ডে বিভক্ত হয়” এই তথ্যটি নিতান্ত অস্পষ্ট ভাবে ও বিনা উল্লেখে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রমাণ কালে আবশ্যক হয় নাই, তজ্জন্মই ইদানীং উহাকে উক্ত সংজ্ঞা হইতে বর্জন করা হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রমাণ দ্বয়ে নিম্নলিখিত তথ্য তিনটি বিনা প্রমাণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

(১) যে কোন সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিতে পারিবে।

(২) উক্ত সরল রেখাকে স্থির রাখিয়া, উক্ত সমতলকে তাহার চতুর্দিকে আবর্তন করাইয়া, কোন নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়া পরিচালিত করা যাইতে পারে।

(৩) কোন দুই বিন্দু এক সমতলে অবস্থিত করিলে তাহার যোজক সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিত করিবে।

নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হইতেছে। কিন্তু বিশেষ কারণে পারস্পর্য ঠিক রাখা হইল না।

(৩) এই সত্যটি দশম স্বতঃসিদ্ধের অল্পমানরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেহেতু আধুনিক সংজ্ঞা (১ পৃঃ) অল্পসারে সমতলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল



রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করে, অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধ অঙ্কসারে বিন্দুদ্বয়ের আর কোন যোজক সরল রেখা থাকিবে অসম্ভব।

সমতলের বাহিরে যে তত্রূপ সরল রেখা থাকিতে পারে না, তাহাই এতদ্বারা নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব দশম স্বতঃসিদ্ধের এই প্রয়োগটি ঘন জ্যামিতির আলোচ্য বিষয়। আমরা “দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে উক্ত তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা সমতল ও নিয়মিত তলের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছি। এ বিষয়ে ঘন-জ্যামিতিবিষয়ক আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে আর একটি আলোচনাও আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহা ঐ চিহ্নিত তত্ত্ব। ঘন-জ্যামিতির দশম স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ক আলোচনার অবসর এখন পর্য্যাপ্ত উপস্থিত হয় নাই। ঐ চিহ্নিত তত্ত্বটির আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধেই শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

(২) এই তথ্যে উক্ত আবর্তন ব্যাপারটি উপরিপাতনের প্রকারান্তর মাত্র। কারণ, “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, কোন স্থান অঙ্কজ চালিত হইতে পারে না। কোন স্থানের দ্রব্যকে অপর কোন স্থানের উপর পাতিত করার নামই প্রথমোক্ত স্থানকে শেথোক্ত স্থানের উপর পাতিত করা। সেইরূপ কোন স্থান আবর্তন করিতেও পারে না। সমতলের আবর্তনের অর্থে, কোন দ্রব্যকে আবর্তন করিয়া এক সমতলে অবস্থিত কণিকা-সমষ্টিকে অপর সমতলের উপর পাতিত করাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত আবর্তন ব্যাপারের পূর্বে হইতেই সেখানে একটি সমতল অবস্থিতি করে। অতএব দ্বিতীয় তথ্যটিকে স্বীকার করার পূর্বে নিম্নলিখিত তথ্যটি স্বীকার করিতেই হইবে।

যে কোন সরল রেখা ও যে কোন বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।

তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় সমতলের আবর্তনের কোন আবশ্যকতা থাকে না। অর্থাৎ প্রথম প্রতিজ্ঞায় ক থ য সরল রেখা ও গ বিন্দু এই উভয়ের এবং দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় ক থ সরল রেখা ও গ বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিয়াছে; এই কথাটি সমতল আবর্তন না করিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহাতে প্রতিজ্ঞা দুইটিও আরও সহজে প্রতিপাদিত হয়।

আমরা “দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণে উক্ত প্রবন্ধে উক্ত থ চিহ্নিত তত্ত্বের প্রয়োজন। থ তথ্যটি এই;—

এক সমতলের অভ্যন্তর একটি সরল রেখাকে অপর একটি সমতলের অভ্যন্তরস্থিত আর একটি সরল রেখার উপরে স্থাপন পূর্বক প্রথমোক্ত সমতলের পৃষ্ঠস্থিত যে কোন পার্শ্ব অপর সমতলের যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সমতল দুইটি মিলান যাইতে পারে।

এই সমতলখয়ের অভ্যন্তরস্থিত কেবল সরল রেখা দুইটিকে মিলান হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সরল রেখা দুইটিকে মিলাইলেই সমতল দুইটি মিলিত হয় না। তজ্জন ইহাদের অভ্যন্তরস্থিত আরও কিছু মিলান দরকার। ২৩শ ভাগ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৬৮ পৃষ্ঠার চিত্রে ক খ ও ক গ সরল রেখাদ্বয় যথাক্রমে ঘ ও ও ঘ চ সরল রেখাখয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়াতেই ত্রিভুজ দুইটি অর্থাৎ সমতল দুইটি মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ঘ ও ও ঘ চ সরল রেখা, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল বাইতে পারিবে। কিন্তু প্রথম তথ্যের অমুযায়ী যে যে সমতল ঘ ও চ বিন্দুর মধ্য দিয়া চলে, ঘ চ সরল রেখা তাহার যে কোনটিতেই অবস্থিত থাকিবে। সুতরাং “ঘ ও ও ঘ চ সরল রেখা এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিতে পারিবে” ইহা না বলিয়া কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, ঘ ও সরল রেখা ও চ বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

দ্বিতীয় তথ্যের পরিবর্তন করিয়া যে নূতন আকারের তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তদ্বারা উক্ত ঘ ও ও ঘ চ সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিবে। কিন্তু করটি সমতল চলিতে পারে, তাহার কোন সংখ্যা নির্দেশ করা হয় নাই। অথচ উপরে বলিয়াছি, উক্ত সমতলের সংখ্যা একটি মাত্র হইবে।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, “দুই বিন্দু দিয়া একটি মাত্র সরল রেখা চলিতে পারে”, সরল রেখা সৰ্বদেই ইহা ঠিক বলিয়াই বেরূপ ক চিহ্নিত তথ্যের অমুযায়ী একটি সরল রেখার সহিত সরল রেখাকে মিলান যাইতে পারে, তজ্জন সমতল সৰ্বদেই এইরূপ আর একটি তথ্য আছে, যাহার নিমিত্ত খ চিহ্নিত তথ্য অমুসারে একটি সমতল আর একটি সমতলের সহিত মিলান যায় এবং এইরূপে পরিবর্তিত দ্বিতীয় তথ্যে সমতলের সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দিলেই নিরাক্ত তথ্যটি উৎপন্ন হইবে। যথা ;—

একটি সরল রেখা ও একটি বিন্দুর মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

আমরা “দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমান সমান বৃত্তের ধনু ও সমান সমান বৃত্তলের সমরেখা মিলিত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে দুইটি বৃত্ত অথবা বৃত্তল সমান হইলেই তাহাদ্বিগকে মিলান যায়। এই সমানতাই ধনু ও সমরেখাগুলি মিলাইবার হেতু। পুনশ্চ সরল রেখা মাত্রই এবং সমতল মাত্রই মিলিত হইতে পারে।

এক্ষণে “দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে বেরূপ সমতলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক জাতিতে এবং সমান সমান বৃত্তলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক এক জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত সমতলকে এক জাতির এবং সমান সমান বাবতীয় বৃত্তলাংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিলে খ চিহ্নিত তথ্যটি নিম্নলিখিতরূপে প্রসারিত হইবে।

এক জাতীয় দুইটি নিয়মিত তলের একটির অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখাকে অপরাটর অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখার উপরে স্থাপন করিয়া প্রথমোক্ত নিয়মিত তলকে শেবোক্ত নিয়মিত তলের সহিত মিলান যাইতে পারে।



এই প্রকারে সমতল সম্বন্ধে পরীক্ষার নিমিত্ত একটি টেবিল ও একখানা পুস্তক গ্রহণ করা যাউক। ইহাদের উভয়েরই পার্শ্বদেশ সমতল।

টেবিলটি স্থিরভাবে আছে। ইহার উপরে একখানা পুস্তক রাখিয়াছে। পুস্তকখানা টেবিলের পিঠের সহিত মিলিত রাখিয়া সর্বত্রই সরাইতে পারা যায়।

পুস্তকের পিঠের একটি কণিকা টেবিলের পিঠের একটি কণিকার সঙ্গে ক' বিন্দুতে সংযুক্ত রাখ।

একশ্রেণে আর পুস্তকখানা সর্বত্র সরান যাইবে না।

পুস্তকের পৃষ্ঠস্থ একটি কণিকা গ্রহণ কর।

মনে কর, কণিকাটি থ' বিন্দুতে অবস্থিতি করে।

ক' বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ক থ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া থ গ' য় বৃত্ত অঙ্কিত কর।

পুস্তকখানা ক' বিন্দুতে স্থির রাখিয়া নাড়িলে থ' বিন্দুতে অবস্থিত কণিকা সর্বদাই থ গ' য় বৃত্তের উপরে থাকিবে।

উক্ত কণিকাটি থ' বিন্দুতেই স্থিরভাবে রাখ।

এখন আর পুস্তকখানি নাড়িবে না।

বর্ত্তুলাংশের উপরেও এইরূপ একই প্রকারের ক্রিয়া দেখান যায়। তবে উক্ত বিন্দুদ্বয় পরস্পর বিপরীত (diametrically opposite) হইলে কেবল সেই অবস্থাতে এই নিয়ম টিকিবে না।

ইহা হইতে এই তথ্য দুইটি পাওয়া যাইতেছে;—

(খ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সমান্তরাল অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত তলটির অন্তর্ভুক্ত অথবা কোন বিন্দু, স্থির বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া এবং স্থির বিন্দু হইতে সেই দ্বিতীয় বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল মাত্র সেই বৃত্তের যে কোন স্থানে চাপিত হইতে পারিবে।

(গ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সমান্তরাল অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া, পরস্পর বিপরীত নয়, এরূপ কোন দুই বিন্দুতে যদি সংযুক্ত থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত নিয়মিত তলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

এইরূপে একটি ইষ্টক অথবা তৎসদৃশ কোন দ্রব্যের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই;—

(ঘ) ঘনক্ষেত্রের একটি বিন্দু স্থির থাকিলে, উক্ত ঘনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত স্থির বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া এবং স্থির

বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া যে বর্তূল আঁকা যায়, একমাত্র তাহার উপরেই অবস্থিতি করিবে।

(ঙ) ঘনক্ষেত্রের দুই বিন্দু স্থির থাকিলে, (১) স্থির বিন্দুদ্বয়ের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত সরলরেখা স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে, (২) অপর যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত সরলরেখার উপর পতিত লম্বকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এবং লম্বের পতন-বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল সেই বর্তূলের উপরেই অবস্থিতি করিবে।

উপরোক্ত অবস্থায় যে সমস্ত বিন্দু স্থির হয় নাই, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত একটিকে স্থির রাখিলেই ঘনক্ষেত্রটি স্থির হইয়া পড়িবে। অতএব—

(চ) এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ যে কোন তিন বিন্দু স্থির থাকিলেই ঘনক্ষেত্র স্থিরভাবে অবস্থিতি করে।

যে কোন তলকে ও রেখাকে কোন না কোন ঘনক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতএব চ সত্যটি তল ও রেখার সম্বন্ধেও চলিবে।

সমতলের সমরেখা সরল রেখা, অতএব সমতলের অভ্যন্তরস্থিত একটি মাত্র সমরেখা স্থির থাকিলেই সমতলটি স্থির থাকিবে না। তজ্জন্ম উক্ত সরল রেখার বহিঃস্থিত একটি বিন্দুকেও স্থির রাখা দরকার। কিন্তু বর্তূলের অভ্যন্তরে সরল রেখার অবস্থিতি অসম্ভব হওয়ায় উক্ত বর্তূলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা কেন, যে কোন তিন বিন্দু স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেই বর্তূলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

১০ পৃষ্ঠায় সমতল ও বর্তূলের মিলান সম্বন্ধে যে বিরোধের বিষয় নির্দেশ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মীমাংসা হইল। কি সমতল, কি বর্তূলাংশ, ইহাদের সম্মিলন সময়ে অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা মিলাইবার কোন আবশ্যিকতা নাই। এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ তিন বিন্দু মিলাইলেই যথেষ্ট।

“দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধের ক তথ্য অনুযায়ী দুইটি রেখা দুই বিন্দুতে সংযুক্ত রাখিয়া মিলান যায় কি না, তাহা পরীক্ষার প্রণালী উপরোক্ত গ তথ্য হইতেই পাওয়া যাইতেছে। যেহেতু দুই বিন্দু দ্বারা যখন একটি নির্দিষ্ট তল স্থির রাখা যায়, তখন তদন্তর্ভুক্ত রেখাগুলিও স্থির রাখা যাইবে।

ক তথ্যটি বৈকল্প সাধারণ রেখাসম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, খ তথ্যটিকেও সেইরূপ সাধারণ তলের সম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত করা যায়। তাহাতে তথ্যটি এই দাঁড়াইবে ;—

একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপনপূর্বক প্রথমোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত অথচ উক্ত বিন্দুর সঙ্গে

একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, একরূপ অতি নিকটবর্তী অপর দুইটি বিন্দুকে শেষোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দুতে স্থাপিত করা যায়।

“দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, সমান সমান বৃত্তের ধনু দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে ধনু দুইটি মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থাতেই থাকিতে পারে। সমান সমান বৃত্তুলের অংশও তিন বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে তক্রূপ মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থায়ই থাকিতে পারে। কিন্তু দুইটি সরলরেখা যেক্রূপ দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলেই পরস্পর মিলিয়া যায়, দুইটি সমতলও সেইরূপ এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, একরূপ তিন বিন্দুতে মিলিত হইলেই পরস্পর মিলিয়া যাইবে।

ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যটি দাঁড়াইতেছে ;—

এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, একরূপ যে কোন তিন বিন্দুর মধ্য দিয়া একটি মাত্র সমতল থাকিতে পারিবে।

৮ পৃষ্ঠায় লিখিত “যে কোন সরলরেখা ও যে কোন বিন্দু এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।” এই তথ্যটিকে উপরোক্ত তথ্যের প্রকার ভেদরূপে ধরিয়া লওয়া যায়। অতএব ঐ উপরোক্ত তথ্যটি দ্বিতীয় তথ্যের শেষ পরিণতি।

একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞার প্রমাণটি এই তথ্যের অন্বয়ান মাত্র।

যেহেতু পরস্পর ছেদকারী সমতলদ্বয়ের ছেদ রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি দ্বারা একাধিক সমতল চলিতে পারায় তাহার একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ছেদ-রেখাটি সরলরেখা।

(১) এই তথ্য অনুসারে সরলরেখা মাত্রই কোন না কোন সমতলে অবস্থিতি করে। পুনশ্চ ১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, সমতলের পরিচয়ে সরল রেখার আবশ্যিকতা। এ ক্ষেত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

“দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমতল ও সরলরেখা বধাক্রমে নিয়মিত তল ও সমরেখার বিশেষ জাতি। এমন অবস্থায় এই সাধারণ জাতির সাহায্যে উক্ত সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

নিয়মিত তল দুই জাতিতে বিভক্ত ;—সমতল ও বৃত্তুল। সমতলের সহিত তাহার সমরেখা যে সরল রেখা,—তাহার কি সম্পর্ক, জানি না। কিন্তু বৃত্তুলের সঙ্গে তাহার সমরেখা যে বৃত্তুল রেখা, তাহার সম্পর্ক আমরা অবগত আছি। ইহা বৃত্তুলের সমধিগুণকারক বৃত্তের অংশ।

আমরা সমতল ও সরল রেখার ধর্ম বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের কোন সম্পর্কই ধরিতে পারিতেছি না। উক্ত প্রথম সত্যে দেখিতেছি, সরলরেখা মাত্রই সমতলে অবস্থিতি করে। সুতরাং সরল রেখার পূর্বে সমতলের অস্তিত্ব আবশ্যক। কিন্তু যে নিয়মিত তলের সমরেখা

সরলরেখা নয়, তাহা সমতলই হইতে পারে না। সাধারণতঃ সমরেখা মাত্রই নিয়মিত তলের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অতএব বিশেষ জাতি সমতল ও সরল রেখার এই সম্পর্ক সাধারণ জাতির অনুরূপ বটে। এক্ষেপে সাধারণ জাতীয় নিয়মিত তলের সহিত সমতলের এই মাত্র ভেদ যে, ইহার সমরেখা সরলরেখা। তাহা হইলে সমতল ও সরল রেখার প্রকৃতি নির্ধারিত অপরাপর সমরেখার সহিত সরলরেখার ভেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সমরেখা মাত্রই সরলরেখা অথবা বৃহৎ বৃত্তের অংশ। অতএব এই বিশেষ বৃহৎ বৃত্ত ও সরল রেখার পার্থক্য বই আর কিছুই নয়।

“দশম স্তঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি,—“দেশ, সমতল ও বর্তুলের সহিত যথাক্রমে সমতল, সরলরেখা ও বর্তুল রেখার একই রকমের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে।” তদবস্থায় এই সম্পর্কধারা, বর্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তকে, সমতলের অভ্যন্তরস্থিত বৃত্ত হইতে সরলরেখাকে এবং দেশের অভ্যন্তরস্থিত বর্তুল হইতে সমতলকে পৃথক করিতেছে। একই সম্পর্কধারা সাধিত হওয়ায় পার্থক্যও একই প্রকারের হইবে। অর্থাৎ বৃত্তের সঙ্গে সরলরেখার যে পার্থক্য, বর্তুলের সঙ্গে সমতলেরও সেই পার্থক্য। পূর্বে বলা হইয়াছে, বৃহৎ বৃত্ত ও সরলরেখার পার্থক্যের অভিজ্ঞতার উপরে, সমতল ও সরলরেখা এই উভয় পদার্থের নির্ধারিত নির্ভর করে। সরলরেখা সমতলের এবং বৃহৎবৃত্ত বর্তুলের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিয়মিত রেখা। অতএব উক্ত পার্থক্যের অভিজ্ঞতার একাধারে সমতল ও বর্তুলের পার্থক্য এবং বৃহৎ বৃত্তের সাধারণ জাতি বৃত্তের ও সরল রেখার পার্থক্য এই উভয়ই আছে। অর্থাৎ কার্যতঃ উভয়দিকের আলোচনায় একই প্রকারের পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। অতএব সমতল ও সরলরেখা স্বাভাবিক জ্ঞানের মূলে এই তথ্য নিহিত আছে যে, বর্তুলের সহিত বৃহৎবৃত্তের যে সম্পর্ক থাকায় বৃহৎবৃত্তকে বর্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে পৃথক করে, সমতলের সহিত সরলরেখার এবং দেশের সহিত সমতলের সেই সম্পর্ক থাকিয়া বৃত্তের সহিত সরলরেখার ও বর্তুলের সঙ্গে সমতলের পার্থক্য সাধিত হইতেছে। অধিকন্তু সমান সমান বর্তুলের অবস্থিত সমরেখাগুলিকে যেরূপ এক এক জাতীয় সমরেখা ধরিয়াছি, সমতলে অবস্থিত সমরেখাকে ঠিক সেইরূপ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি (২৩শ ভাগ, ২৮১ পৃঃ)। পুনরায় সমান সমান বর্তুলের অংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তৎসঙ্গে বাবতীয় সমতলকেও অপর একটি জাতিতে পরিণত করা যায় (২ পৃঃ)।

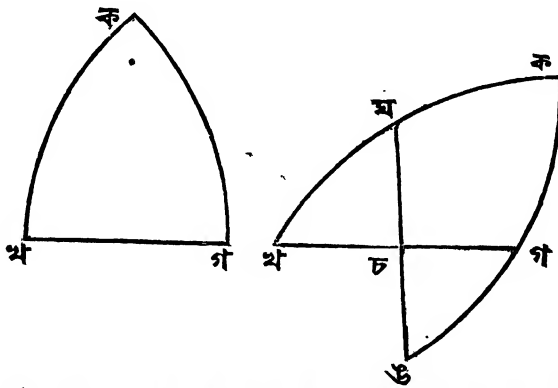
এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট দেখা বাইতেছে, বাবতীয় নিয়মিত তলের বিভিন্ন পরিমাণ লইয়াই উক্ত বিভাগ পাইতেছি। তবে সমতলের সম্পূর্ণ আকৃতি অবগত না হওয়াতেই তাহাকে বর্তুলের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু একটি বর্তুলের যে কোন পার্শ্ব তাহার সমজাতীয় বর্তুলের একটি মাত্র পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হয়; অপর পার্শ্বের সহিত মিলিত হইতে পারে না। সমতল সৰ্ব্বদে তজ্জপ বাধা নাই। অর্থাৎ কোন সমতলের যে কোন পার্শ্ব অপর যে কোন সমতলের যে কোন পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে।

ইহাই বর্তুল হইতে সমতলের প্রধান পার্থক্য। অথচ এই পার্থক্য, বর্তুলের অন্তর্ভুক্ত অপর্যাপ্ত বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তের যে পার্থক্য, তাহা বই আর কিছুই নহে। অর্থাৎ দেশের অন্তর্গত বৃহৎ বর্তুলই সমতল। পুনরায় তাহা হইলেই সমতলের বর্তুল রেখা সরল রেখা।

“দশম সূত্রঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা মাত্র বর্তুলেও প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী প্রতিজ্ঞাগুলি বার্তুলিক জ্যামিতিতে প্রযুক্ত হয় না। সমতলকে বর্তুল জাতির অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ইহা আর একটি বিশেষ অন্তরায়। নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা এই আপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইব।

### প্রথম প্রতিজ্ঞা

একটি বার্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইবে।



ক খ গ একটি বার্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার ক খ ও ক গ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধের সমান। ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্র বোঁগে দুই সমকোণের সমান হইবে।

(১) যদি ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় পরস্পর সমান হয়, (প্রথম চিত্র)

তবে ইহাদেয় প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্ধের অর্ধ অর্থাৎ বৃত্তার্ধের পাদরেখার সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণের প্রত্যেকে সমকোণ।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

(২) যদি ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় অসমান হয়, (দ্বিতীয় চিত্র)

তবে পাদরেখা অপেক্ষা ইহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর।

মনে কর, ক খ বাহু বৃহত্তর ও ক গ বাহু লঘুতর।

ক খ হইতে ক ঘ পাদরেখা ছিন্ন কর।

ক গ রেখা বর্দ্ধিত করিয়া ক ঙ পাদরেখার পরিণত কর।



য ও এই দুই বিন্দুকে বর্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর ।

খ গ ও য ও এর ছেদ বিন্দু চ ।

ক য ও ক ও এর প্রত্যেকে পাদরেখা ।

অতএব ক য ও ক ও এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধের সমান ।

আবার, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধের সমান ।

অতএব ক য ও ক ও এর সমষ্টি ক খ ও ক গ এর সমষ্টির সমান ।

অতএব য খ, গ ও এর সমান ।

এক্কে য খ চ ও গ ও চ দুইটি ত্রিভুজ ;

ইহাদের য খ বাহু গ ও বাহুর সমান ;

অপিচ, খ য চ কোণ গ ও চ কোণের সমান ;—যেহেতু ইহাদের প্রত্যেকে সমকোণ ।

এবং য চ খ কোণ বিপরীত গ ও চ কোণের সমান ।

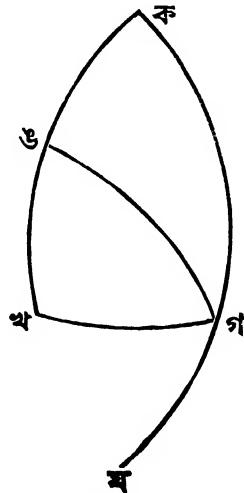
অতএব য খ চ কোণ চ গ ও কোণের সমান ।

কিন্তু চ গ ও ও চ গ ক কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান ।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান ।

### দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ভুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে ।



ক খ গ একটি বার্ভুলিক ত্রিভুজ । ক খ ও ক গ বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর ; ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে ।

ক গ বর্জিত করিয়া ক ঘ এই বৃহৎ বৃত্তার্ধে পরিণত কর।

ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব ক খ, গ ঘ অপেক্ষা বৃহত্তর।

ক খ হইতে গ ঘ এর সমান ক ও অংশ ছিন্ন কর।

গ ও এই দুই বিন্দু বর্ত্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর।

ক ও, গ ঘ এর সমান।

অতএব ক ও ও ক গ এর সমষ্টি ক ঘ বৃহৎ বৃত্তার্ধের সমান।

অতএব ক ও গ ও ক গ ও কোণ ঘয়ের সমষ্টি দুই সম কোণের সমান।

খ গ ও ত্রিভুজের ও খ গ ও খ গ ও কোণঘরের সমষ্টি ক ও গ কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

উভয়ে ক গ ও কোণ যোগ করিলে

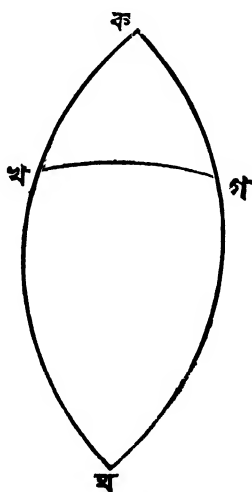
ক খ গ ও ক গ খ কোণঘরের সমষ্টি ক ও গ ও ক গ ও কোণঘরের সমষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু ক ও গ ও ক গ ও কোণঘরের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণঘরের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

### তৃতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণঘরের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।



ক খ গ একটি বার্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার ক খ ও ক গ বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর; ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

ক খ ও ক গ বাহু বদ্ধিত করিয়া ক বিন্দুর বিপরীত ঘ বিন্দুতে মিলিত কর।

ক খ ঘ ও ক গ ঘ রেখাঘরের প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ।

অতএব ক খ ঘ ও ক গ ঘ রেখাঘরের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের দ্বিগুণ।

ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর।

অতএব খ ঘ ও ঘ গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব ঘ খ গ ও ঘ গ খ কোণঘরের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু ক খ গ ও ঘ খ গ কোণঘর একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান;

এবং ক গ খ ও ঘ গ খ কোণঘর একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণঘরের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর।

এই তিনটি প্রতিজ্ঞা হইতে আমরা নিম্নলিখিত তিনটি নূতন প্রতিজ্ঞা পাইতেছি।

( ১ ) বার্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুঘরের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান হইবে।

( ২ ) বার্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুঘরের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

( ৩ ) বার্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুঘরের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

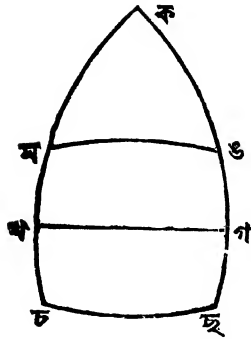
সমতল বর্ষ দেশের বৃহৎ বর্তুল হয় এবং জ্যামিতি শাস্ত্রে যে দৈর্ঘ্যকে অনন্ত রেখা নামে অভিহিত করিয়া জ্যামিতিক ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহা উক্ত বৃহৎ বর্তুলের পাদরেখা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বার্তুলিক প্রতিজ্ঞা তিনটি নিম্নলিখিত সামন্তলিক প্রতিজ্ঞাভায়ে পরিণত হইয়া পড়ে।

( ১ ) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুঘরের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ হইবে।

( ২ ) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুঘরের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

( ৩ ) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুঘরের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, প্রথমটি ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতিতম প্রতিজ্ঞা এবং তৃতীয়টি পঞ্চম স্বীকার্য বই কিছুই নয়।



ক খ গ একটি বার্তুলিক ত্রিভুজ। ইহার ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

ক খ ও ক গ রেখাঘরে ঘ ও ঙ বিন্দু গ্রহণ কর।

ক খ ও ক গ এই দুই রেখাকে চ ও ছ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর।

ঘ ঙ ও চ ছ যোগ কর।

ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর ;

এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু সামতলিক জ্যামিতিতে এ বিষয়ে বিরোধ দেখা যায়। কারণ, সে ক্ষেত্রে ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান হইলে ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণদ্বয়ের সমষ্টি এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয়ের সমষ্টিও দুই সমকোণের সমান হইবে।

এখানে ঘ খ, ঙ গ, খ চ ও গ ছ সরল রেখা ক খ ও ক গ সরল রেখার তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি অথবা ক চ ও ক ছ এর সমষ্টিকে অনন্তের দ্বিগুণ ধরিতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। অতএব এ বিরোধকেও বিরোধ বলা চলে না।

উক্ত প্রকারের ক্ষুদ্র জাতীয় রেখাকেই আমরা সান্ত রেখা আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

অতএব সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিণত হয় ;—

কোন ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে তৃতীয় বাহু সংলগ্ন উক্ত বাহুদ্বয়ের সান্ত অংশদ্বয়ের নাম সমান্তরাল সরল রেখা।

ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের বড়্‌বংশতি প্রতিজ্ঞার পরবর্তী প্রতিজ্ঞাগুলিকে বার্তুলিক জ্যামিতিতে প্রয়োগে অক্ষমতার একমাত্র কারণ এই যে, বর্তুলের উপরে সমান্তরাল বর্তুল রেখার অস্তিত্ব অসম্ভব। যেহেতু সমান্তরাল সরল রেখা অবিরামে বর্দ্ধিত হইলেও তাহার

মিলিত হয় না। কিন্তু বর্তুল রেখা বর্দ্ধিত হইলে বৃহৎ বৃত্তে পরিণত হয় এবং একই বর্তুলস্থিত যে কোণ দুইটি বৃহৎ বৃত্ত, তাহাদের সমন্বিতকারক বিন্দুদ্বয়ে ছিন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা যদি উক্তরূপে পরিবর্তিত হয়, তবে এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়া পড়ে এবং তদ্বারা সামন্তলিক জ্যামিতির প্রমাণ কার্যোত্তম বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

তাহা হইলে সমগ্র সামন্তলিক জ্যামিতিটি বার্তুলিক জ্যামিতিরই একটি অংশ হইয়া পড়িল। কারণ, পাদরেখার তুলনায় অনন্ত ক্ষুদ্র বর্তুল রেখাই সরল রেখা এবং বর্তুলের অনন্ত ক্ষুদ্র অংশই সমতলে পরিণত হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ জরিপ কার্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেহেতু পৃথিবী বর্তুলাকার হইলেও তাহারই উপরিস্থিত ভূমির মাপ সামন্তলিক জ্যামিতি দ্বারা নির্বাহ হইয়া থাকে। এমন কি, আদালতের নিতান্ত কুট তর্কেও এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

এক্ষণে দেখিতেছি, প্রথম সত্যটি দ্বারা “বর্তুল রেখা মাত্রই বর্তুলে অবস্থিত করে,” একমাত্র ইহাই স্মৃতি হইতেছে। অর্থাৎ এই সত্যটি স্মৃত্যকারে উল্লেখের কোন প্রয়োজনই নাই।

আমরা ২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, “বর্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা—বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা অর্থাৎ সরল রেখা বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য।”

এক্ষণে উল্লিখিত বাক্য এবং ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতীজ্ঞা, এই উভয় হইতে সরল রেখার পরিবর্দ্ধন-ক্রিয়া নিম্নলিখিতরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে ;—

একটি সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত করে, সর্বদা তাহার মধ্য দিয়াই পরিবর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত উহা সাস্ত থাকে, তত ক্ষণ উহা সরল রেখা নামেই অভিহিত হইবে। সাস্তত্ব নষ্ট হইলে ইহা সরলত্ব-ধর্ম্য পরিত্যাগ করিয়া বর্তুল রেখায় পরিণত হইবে। তথাপি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে ইহা অনন্তে উপস্থিত হইবে। রেখাটি যদি পুনরায় এইরূপ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অনন্তের দ্বিগুণিত পরিমাণ স্থানে উপস্থিত হয়, তবে ইহা আর সমরেখা নামে অভিহিত হইবে না। তথাপি বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে যে মুখে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার বিপরীত দিক্ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সরল রেখাটির অপর প্রান্তের সঙ্গে একই সরল রেখায় মিশিয়া যাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

## দ্বিজ রঘুনাথের সত্য-নারায়ণের পুথি\*

বঙ্গদেশে প্রাচীন ও নবীন অসংখ্য সত্য-নারায়ণের পুথি বা পাঁচালী দৃষ্ট হয়; বোধ হয়, বঙ্গের এমন কোন প্রদেশ বা পরগণা নাই, যেখানে উহার নিঃশব্দ সত্য-নারায়ণের পুথি না আছে। এই সকল পুথির মধ্যে কোন কোন পুথি মুদ্রিত হইয়া প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির স্থান অধিকার করিয়াছে। মুদ্রিত পুস্তক পাইলে অধিকাংশ লোকেই পুথি হাতে লিখিয়া লওয়ার কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেন না,—সুতরাং এই কারণে যে অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনাদর ও তাহা হইতে ক্রমে সেই পুথিগুলির বিলোপ সাধিত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কোন কোন সত্য-নারায়ণের প্রাচীন পুথি প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আমরাও পাঠকবর্গকে সেইরূপ একখানা প্রাচীন সত্যনারায়ণের পুথি উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই পুথি-খানা প্রবন্ধ-লেখকের জন্ম-ভূমি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে সত্য-নারায়ণের পূজা উপলক্ষে অস্ত্রাপি স্থলিত সুর সহযোগে গীত হইয়া থাকে। মনসার ভাসানের স্তায় সত্য-নারায়ণের পুথি এ ভাবে গীত হইতে বড় দেখা যায় না; তন্নিম্ন এই পুথিখানার রচনা-নৈপুণ্য ও অস্ত্রাপি স্থলিত সুর সহযোগে গীত হইয়া থাকে। কলাবতীর বিশাণ, বারমানী ও চৌজিশ-অক্ষরী স্তোত্র দ্বিজ রঘুনাথের রচনা-নৈপুণ্যের সুন্দর উদাহরণ। রঘুনাথ কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, আমরা স্থির করিতে পারি নাই; তবে রঘুনাথ যে অন্ততঃ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি, তাহা নিশ্চিত জানা গিয়াছে। ‘ক’ চিহ্নিত পুথি-খানার শেষে ‘ইতি সন ১২৪৩ সন তারিখ ১০ ফাল্গুন সন ১২২২ সনের পুথি শ্রীরামচন্দ্র দত্ত সাক্ষী কেওঢালা’ লিখিত থাকায় ক পুথি ও উহার আদর্শ পুথির লিপি-কাল যথাক্রমে ১২৪৩ ও ১২২২ সাল জানা যাইতেছে। রামচন্দ্র দত্তের বংশধরগণ অস্ত্রাপি আমাদিগের স্বগ্রামের সন্নিহিত কেওঢালা গ্রামে বাস করিতেছেন। ক পুথিখানা তাঁহাদিগের পুরোহিত ঐযুক্ত রাজমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুথির সহিত সংযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের জ্ঞাতি বৈষ্ণনাথ দত্ত কর্তৃক ১২৪৫ সালে লিখিত দ্বিজ রামকৃষ্ণের রচিত আর এক সত্য-নারায়ণের পুথি আছে। কেওঢালা গ্রামে সেই পুথিখানাই পূজাপ্রসঙ্গে পঠিত হইয়া থাকে। আমাদিগের স্বগ্রামের ‘খ’ চিহ্নিত পুথিখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উহা বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে অস্ত্র একখানা আদর্শ পুথি দৃষ্টে নকল করা হইয়াছিল। খ পুথিখানা ‘সাত নকলে আসল খাতা’ এই প্রাচীন প্রবাদ-বাক্যের স্বার্থভার প্রমাণ করিতেছে। উহাতে লিপিকর-প্রমাণে বহু তুল ও ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং পৃষ্ঠার নীচের পাঠান্তরগুলি দেখিলেই উহা প্রতীত হইবে। তথাপি খ পুথিখানা স্থানে স্থানে প্রকৃত পাঠ-নির্ণয়ে আমা-

দিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ক পুথির সহিত স্থানে স্থানে খ পুথির পাঠের একরূপ বৈষম্য দেখা যায় যে, তাহাতে একখানা পুথিকে অন্তধানার পরিবর্তিত সংস্করণ মনে না করিয়া পারা যায় না। আমরা প্রাচীনতর ‘ক’ পুথিখানাকেই অধিকতর প্রামাণিক ও পরিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ স্থলে উহার পাঠই মূলে গ্রহণ করিয়াছি—কচিং কোন স্থলে ‘খ’ পুথির পাঠও সমীচীন বোধে গৃহীত হইয়াছে। এই পুথিখানার বিভিন্ন ছন্দগুলি বেরূপ বিভিন্ন সুর-বোগে গীত হয়, তাহার নমুনা স্বরূপ প্রত্যেক ছন্দের ছই একটি কলির স্বর-গ্রাম করিয়া দিতে পারিলে—উহাদিগের মাধুর্য্য কিঞ্চিৎ বুঝা যাইত, কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং স্বরগ্রাম প্রকাশ করিলেও তাহা সাধারণ পাঠকের কোন কাজে আসিবে না বলিয়া আমরা আপাততঃ অত্র কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে স্বর-গ্রাম করাইয়া প্রকাশ করার চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। এই পুথিখানার কোন কোন প্রাচীন বা প্রাদেশিক শব্দের অর্থ-বোধে অসুবিধা হইতে পারে বিবেচনার পাদ-টীকায় হ্রস্ব শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইল।

### ঔ নমো গণেশায় নমঃ ।

বন্দো দেব গণপতি                      মুম্বিক বাহনে গতি  
এক-দন্ত বিয়-বিনাশন ।  
লঙ্ঘোদর স্থল-কায়                      সিন্দুরে মণ্ডিত তায়  
চতুর্ভূজ গজেন্দ্র-বদন ॥  
প্রথম দানব সাধে                      প্রণমহ ভূত-নাথে  
বৃষাকৃৎ অশান-বেহারী ।  
পরিধান ব্যাত্র-ছাল                      গলায় হাড়ের মাল  
ভালে ইন্দু শিরে সুরেশ্বরী ॥  
ভূমিগত হৈয়া কায়                      বন্দো দেবী মহামায়  
মুগরাজ-পৃষ্ঠে অবস্থিতি ।  
একমন চিত্ত হৈয়া                      শক্তিগণ সঙ্গে লৈয়া  
সর্ব দেবে যারে করে স্তুতি ॥  
বন্দো মাতা ভাগীরথী                      হরি-পদে উতপত্তি  
নিজ-নাথ-জটা-বিলাসিনী ২ ।  
ভাগীরথ-তপ-বলে                      প্রকাশিত ভূ-মণ্ডলেও  
দ্রবময়ী-কলুষ-নাশিনী ॥

১। ‘প্রথম’ খ পুথি। ২। ‘নিবাসিনী’ খ পুথি। ৩। ‘প্রকাশিত’ ইত্যাদি স্থলে ‘আসিলে অবনিতলে’ ক পুথি।

একচিন্ত করি মন বন্দো দেব নায়ায়ণ  
 কমলা-সেবিত পদ যার ।  
 নরসিংহ-রূপ ধরি হিরণ্যকশিপু মারি  
 খণ্ডাইলে পৃথিবীর ভার ॥  
 বন্দিবঃ ভারতী-পায় শুভ্রঃ সুবর্ণ-কায়ঃ  
 বাক্যময়ী স্তুতিদায়িনী ।  
 বন্দো পড়ি ভূমি-তলে বসন বান্ধিয়া গলে  
 কমলা কমল-বিলাসিনী ॥  
 রাজহংস রথে গতি বন্দো দেব প্রজাপতি  
 ব্রহ্মাণী গায়ত্রী করি সঙ্গে ।  
 \* ভাবিয়া বাহার পদ মুনিগণে গায় বেদ  
 চতুর্মুখ লোহিত সর্বাঙ্গে ॥  
 ঐরাবত-রথে গতি শচী সঙ্গে সুর-পতি  
 মহিষ-বাহনেতে শমনচ ।  
 প্রণমহ ভক্তি-মনে অজ-রথঃ হতাশনে  
 কৃষ্ণসার-বাহনে পবন ॥  
 বন্দো সিদ্ধু-সুত-পায়ঃ ১০ ষোল-কলা-পূর্ণ-কায়  
 কহিণ্যাদি নক্ষত্র-সংহতি ।  
 গমন অরুণ রথে নব গ্রহ করি সাথে  
 প্রণমহ দেব-দিন-পতি ॥  
 দীন-হীনজন-বহু ভক্ত-করণী-সিদ্ধ  
 শ্রীশঙ্কর-চরণ বন্দো মাথে ।  
 ভূমিগত হৈয়া কায়ঃ ১১ বন্দি কবিগণঃ ১২-পায়  
 বিরচিত দ্বিজঃ ১৩ রঘুনাথে ॥  
 সবে হৈয়া বিনিপুণঃ ১৪ শোন সত্য-দেব-গুণঃ ১৫  
 কনি-যুগে যেমতে প্রকাশ ।

৪। 'বন্দিয়া' খ। ৫। 'শুক' ক। ৬। 'সুপ্রসন্নকায়' খ। ৭। 'চতুর্মুখ' ইত্যাদি  
 স্থলে 'চতুর্ভুজ শম্ভুজৈধারী' খ। ৮। 'মহিষ' ইত্যাদি স্থলে 'মহিষবাহনে যমরাজ' খ।  
 ৯। 'দিব্যরথ' খ। ১০। 'কায়' খ। ১১। 'ভায়' খ। ১২। 'করিগণ' খ।  
 ১৩। 'কবি' ক। ১৪। 'একমন' খ। ১৫। 'সত্যদেব-গুণ' স্থলে 'সর্ব  
 দেবগণ' খ।



অস্ত্র ১৬ বৃগে নাহি ছিল    তেই সে পুরাণে নৈল ১৭  
 কবিগণে নানা মতে ভাষ ১৮ ॥  
 পূৰ্ব কানীপুর নাম    ব্রহ্মপুত্র-কূলে গ্রাম  
 ব্রাহ্মণাদি-বসতি প্রচুর ।  
 তথায় বসতি করি    সদানন্দ নাম ধরি  
 ছিল এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥  
 নিত্য সেই বিপ্র জন    গ্রাম করি পর্য্যটন  
 নিজেদের করয়ে পালন ।  
 আরো ১৯ দিন বিপ্র-রায়    গ্রাম-পর্য্যটনে যায়  
 তাহে দেখে ২০ একটি ব্রাহ্মণ ॥  
 ব্রাহ্মণে বলেন ভিক্ষু    চলিয়াছ কোন দিক্\*  
 দুঃখী কেনে দেখি অতিশয় ।  
 সদানন্দ শুনি বাণী    ষোড় করি দুই গাণি  
 নিজ কথা বিশেষিয়া কয় ॥  
 শুনি প্রভু দয়াময়    তাহে ২১ উপদেশ কয়  
 সেব তুমি সত্য-নারায়ণ ।  
 বহু মন্ত্র-তন্ত্র ২২ নয়    সেবিলে বিভূতি হয়  
 সত্য সত্য কহিল বচন ॥  
 সোয়া পরিমাণ করি    আতব-তণ্ডুল-শুড়ি  
 রস্তা দুই ২৩ ইক্ষুর ২৪ মিশ্রিত ।  
 প্রতিবাসী যত ধনী ২৫    সন্ধ্যাকালে ডাকি আনি  
 নারায়ণে করি নিবেদিত ॥  
 সত্য-নারায়ণ প্রতি    সবে করি স্তুতকতি ২৬  
 যায় সেই মানস করিয়া ।  
 তক্তি করি রস্তা-পাত    লইবেক হুড়ি হাত  
 প্রসাদ খাইবে তাহে ২৭ নিয়া ॥

---

১৬। 'সত্য' খ। ১৭। 'তেই' ইত্যাদি স্থলে 'কলিতে প্রকাশ হৈল' খ। ১৮। 'কবিগণে'  
 ইত্যাদি স্থলে 'দারিত্র্যেরে করিতে উল্লাস' খ। ১৯। 'আর' খ পুথি। ২০। 'দেখা' খ।  
 \* দিক্—( সংস্কৃত 'দিক্' = দিক্‌সমূহে ) দিকে। ২১। 'তাহে' খ। ২২। 'তন্ত্রমন্ত্র' খ।  
 ২৩। 'বুজ' খ। ২৪। 'ইক্ষুক' ক। ২৫। 'ধানি' ক। ২৬। 'তুকতি' খ।  
 ২৭। 'হাতে' খ।

সদানন্দ তুষ্ট হৈয়া নগরে গেলেক খাইয়া  
 বুদ্ধ বিপ্র করিয়া নমন২৮।  
 সেই দিন ভিক্ষা করি যথা দ্রব্য যোগ্য হরি২৯  
 ঘরে আসি করিল পূজন ॥  
 বিধি মতে সেবা৩০ করি সভা ভরি৩১ বলে হরি  
 তুষ্ট হৈয়া প্রভু অধিষ্ঠান।  
 উচ্চারিয়া বিষ্ণু-বীজ স্তবন করিলা দ্বিজ  
 বর দিলা সত্য-ভগবান৩২ ॥  
 খণ্ডিবে দারিদ্ৰ্য-হৃথ ঐহিকে পাইবে হৃথ  
 পারত্রিকে৩৩ আমার সহান৩৪।  
 এহা বলি দয়াময় আর করি দিব্যচর৩৫  
 তথা হৈতে হৈলা অন্তর্দান ॥  
 সেই বর প্রকাশিল হৃথ শোক৩৬ দূরে গেল  
 ভূতি৩৭ হৈল কুবের সমান।  
 বিজ৩৮ রঘুনাথে কর সেবিলে বিভূতি হয়  
 সেব সবে সত্য-ভগবান৩৯ ॥  
 থরু ছন্দ।

এক দিন অতি ক্ষীণ কাঠরিয়াগণ।	বিপ্র বলে কোন ছলে দিলেন ঈশ্বর।
কাঠ কাটিবারে হাটি৩০ করিল গমন ॥	পর্যটনে দরশনে এক বিপ্রবর ॥
কর্ম-ফলে রৌদ্র-জ্বলে তৃষ্ণা-বৃন্ত হৈয়া।	সত্য-দেব তুমি সেব ঘরেতে বাইয়া।
কত দূরে কাশীপুরে উত্তরিল গিয়া ॥	ভিক্ষা করি দ্রব্যাহরি স্নসজ্জ করিয়া ॥
বিপ্র দেখি বলে হৃথী৪১ জল কর দান।	ভিক্ষা-পথে সেই মতে গুনিয়া বিধান।
সদানন্দ পায়ানন্দ করাইল পান৪২ ॥	ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজে ভগবান ॥
ভক্তিমন্ত দেখি শাস্ত৪৩ জিজ্ঞাসিল তারে।	তুষ্ট হৈলা বর দিলা বিভূতি পাইল।
কি কারণ পাল্যা ধন কহত আমারে৪৪ ॥	উপকার করি সার৪৫ তোমাকে কহিল ॥

২৮। 'মনন' খ। ২৯। 'যথা' ইত্যাদি স্থলে 'যত দ্রব্য সমাহরি' খ। ৩০। 'পূজা' খ।  
 ৩১। 'করি' ক। ৩২। 'নারায়ণ' খ। ৩৩। 'পারত্রিকে' খ। ৩৪। 'সমান' খ।  
 ৩৫। 'আর' ইত্যাদি স্থলে 'দ্বিগুণ নিজ পরিচর' খ। ৩৬। 'সব' খ। ৩৭। 'বুদ্ধি' খ।  
 ৩৮। 'কবি' ক। ৩৯। 'নারায়ণ' খ। ৪০। 'কাঠ' ইত্যাদি স্থলে 'কাঠ কাটি বার  
 আটি' ক। ৪১। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'দেখে বিপ্র আছে ক্ষিপ্ত' ক। ৪২। 'জলপান'  
 খ। ৪৩। 'ভক্তিমন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'ভক্তিপক্ষ কাঠ তক্ষ' ক। ৪৪। 'কি' ইত্যাদি স্থলে  
 'হৃথ দূর হৈল তোর কিমত প্রচারে' খ পুথি। ৪৫। 'উপকার' ইত্যাদি স্থলে 'আদি অঙ্ক  
 সব বৃত্তান্ত' খ।

শুনি হিত আনন্সিত কাঠরিয়াগণ । তার শেষে সৰ্ব্ব দেশে হইল প্রকাশ ।  
 ঘরে যাইয়া তুষ্ট হইয়া পূজে নারায়ণ৪৬ ॥ সত্য-দেবে পূজি সবে ছুঃখ কৈল নাশ ॥  
 তুষ্ট-মনে নারায়ণে তারে দিলা বর । ঘোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন ।  
 ছুঃখ গেল ধন হৈল বিভূতি বিস্তর ॥ ছুঃখ হর রূপা কর৪৭ সত্য-নারায়ণ ॥

ত্রিপদী ।

রক্তপুর৪৮ নামে গ্রাম সৰ্ব্ব-শুণে শুণ-ধাম  
 তাথে বৈসে সাধু লক্ষপতি ।  
 ভার্যা তার লীলাবতী রূপে শুণে মহামতি৪৯  
 ঘরে তার নাহিক সন্ততি ॥  
 এক দিন সেই জন বাণিজ্য করিতে মন  
 কাশীপুরে কৈলা৫০ অধিষ্ঠান ।  
 তথাতে কামনা করি ঘরে আইলে৫১ সাধু-তরি  
 এক কত্না হৈল উপদান\* ॥  
 রাধি কলাবতী নাম পাত্র আনি অহুপাম  
 শঙ্খপতি তাহান বিধান৫২ ।  
 শুভ লগ্নে ক্ষণ করি বহু দ্রব্য সমাহরি  
 কত্নাকে করিল সম্প্রদান ॥

খৰ্কি ছন্দ ।

বর সঙ্গে মন-রঞ্জে তুষিয়া সুল্লরী । কত৫৪ দিনে সাধু৫৫ মনে বাণিজ্যে যাইতে ।  
 শাক্ত-মতে পতি-হাতে ঘরে নিল ধরি ॥ সপ্ত তরি সজ্জ করি জামাতা সহিতে ॥  
 ছই জনে এক-মনে বিধি মিলাইল । শুভ দিনে শুভ রূপে৫৬ নৌকা-আরোহণ ।  
 মহাস্থখে সকৌতুকে রজনী বঞ্চিল ॥ উচ্চ-রব মান্না সব করে ঘন ঘন ॥  
 এহি মতে আনন্দেতে সাধু কত্না পাইলে । সৰ্ব্ব পথে নানা মতে দেখি ভীর্ণগণ ।  
 সত্য-দেবা নৈলে সেবা৫৭ সাধু কক্ষণে ॥ প্রণমিয়া প্রবক্ষিয়া৫৮ করিল৫৮ তর্পণ ॥

৪৬। 'শুনি' ইত্যাদি পংক্তি-ষয় স্থলে 'কাঠরক্ষ' সেই বাক্য শুনি সাবধানে । ভাগ্য  
 মানি দ্রব্য আনি পূজিল বিধানে ॥' ক । ৪৭। 'ছুঃখ' ইত্যাদি স্থলে 'তুষ্ট হৈল বর দিল' খ ।  
 ৪৮। 'রক্তপুর' খ । ৪৯। 'মহাসতী' ক । ৫০। 'হৈলা' খ । ৫১। 'আইল' খ ।  
 \* উপদান=উৎপত্তি । ৫২। 'রাধি' ইত্যাদি পংক্তি-ষয় খ পুথিতে নাই । ৫৩। 'সত্য'  
 ইত্যাদি স্থলে 'সত্য দেব নৈলে সব' খ । ৫৪। 'এক' খ পুথি । ৫৫। 'হৈল' খ । ৫৬।  
 'কত' ইত্যাদি স্থলে 'শুভরূপে সুল্লগনে' ক । ৫৭। 'করে যায়্যা' খ । ৫৮। 'মান বে' খ ।

তার পরে সে৫৯ সফরে রাজা সত্যবান্ ।  
 রাজ-ভেটে সন্নিকটে সাধু অধিষ্ঠান ॥  
 আজ্ঞা পায়া বাসা লয়া ছানিল দোকান ।  
 পূৰ্ণ ফলে প্রকাশিলে সত্য-ভগবান্ ॥  
 রাজ-ঘরে যায়া চোরে সৰ্কষ হরিল ।  
 সেই সৰ্কষ বত দ্রব্য সাধু মূল্য দিল ৬০ ॥  
 চরগণ অমুকণ রাজ-আজ্ঞা পায়া ।  
 হয়্য মন্ত করে তত্ত্ব সদা ফিরে ধায়া ॥  
 নারায়ণে কুণ্ড-মনে ৬১ বৃদ্ধ বিপ্র হৈয়া ।  
 মুক্তা কাণে সাধু পানে ৬২ দিলা দেখাইয়া ॥  
 স্বর্ণ-বর্ণ মুক্তা-কর্ণ সাধু শঙ্খপতি ।  
 চোর করি ৬৩ আনে ধরি স্বপ্তর সংহতি ॥  
 কৰ্ম্মফলে বন্দিশালে রৈলা ছই জন ।  
 গৃহে এথা শোন কথা যেমত লক্ষণ ॥  
 জামাতার বহুকাল ৬৪ স্বপ্তর সংহতি ।  
 দেখি ৬৫ লীলা ছুঃখশীলা সদত রোদতি ॥  
 সত্য-কোপে কোনরূপে ৬৬ হরি নিল ধন ।  
 কত মৈল পলাইল দাস-দাসীগণ ॥  
 দিন দিন ভাগ্য-হীন সত্যের কপটে ।  
 ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি বড়ই সঙ্কটে ॥  
 উপবাসে বেলা-শেষে ৬৭ সাধুর কুমারী ।  
 ভিক্ষা জন্তে গেল কন্তে ৬৮ ব্রাহ্মণের বাড়ী ॥

সন্ধ্যা-বেলা নিজ শালা পূজে নারায়ণ ।  
 কলাবতী ছুঃখ-মতি পুছিল কারণ ॥  
 পূজা মত বিধি বত শুনিয়া বিশেষ ।  
 ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজে হৃষীকেশ ॥  
 তুষ্ট হৈলা বর দিলা প্রভু নারায়ণ ।  
 সত্যবানে নিজ-কাণে কহিলা সপন ॥  
 নিজা হৈতে উঠি প্রাতে কহে ৬৯ পাত্র স্থানে ।  
 বন্দিযুক্ত ছই মুক্ত ৭০ সেই কণে আনে ॥  
 তুষ্ট মনে ছই জনে করাইল স্থান ।  
 নিতি কৰ্ম্ম যথা ৭১ ধৰ্ম্ম বস্ত্র-পরিধান ॥  
 ছই জন আলিঙ্গন করি নৃপ-বর ।  
 মিষ্ট ভাষি ৭২ দ্রব্যরাশি দিল বহুতর ॥  
 অশ্ব গজ বানা ৭৩ ধ্বজ নানান প্রকার ।  
 রেসমী পসমী আদি বস্ত্র ভারে ভার ॥  
 হীরা মতি নানাজাতি প্রধান ৭৪ বতেক ।  
 সপ্ত তরি দিল ভরি লিখিব কতেক ॥  
 নানাবিধি তৈজসাদি কহন না ধার ।  
 গন্ধদ্রব্য দিল সৰ্কষ ভরিয়া নৌকার ॥  
 বানিয়াতি নানাজাতি লক্ষ তৈজপাত ।  
 জাতিফল নিয়াছিল এলাচি শুভ্রাত ৭৫ ॥  
 নিজ পুরী শুল্ল করি দিল ৭৬ নানা ধন ।  
 যোড়-কর ৭৭ পরিহার করয়ে রাজন ॥

৫৯। 'সু' ক। ৬০। 'নিল' ক। ৬১। 'ক্ৰোধমনে' খ। ৬২। 'মুক্তা' ইত্যাদি  
 স্থলে 'মুক্তা চলে সাধুগলে' খ। ৬৩। 'বলি' খ। ৬৪। 'জামাতার' ইত্যাদি স্থলে  
 'জামাতারে কারাগারে' খ। ৬৫। 'শুনি' খ। ৬৬। 'সত্য-কোপে' ইত্যাদি স্থলে  
 'দৈবযোগে কৰ্ম্ম-ফলে' ক। ৬৭। 'উপবাসে' ইত্যাদি স্থলে 'এক দিন অতি ক্ষীণ' ক।  
 ৬৮। 'ভিক্ষা' ইত্যাদি স্থলে 'ভিক্ষা অর্থে গ্রামপথে' ক। ৬৯। 'নিজা' ইত্যাদি স্থলে  
 'দেখি সপ্ন কহে প্রসন্ন নিজ' ক। ৭০। 'সাধু' খ। ৭১। 'বত' খ। ৭২। 'রাশি' খ।  
 ৭৩। 'দ্রব্য' খ। ৭৪। 'প্রচুর' ক। ৭৫। 'বানিয়াতি' ইত্যাদি পংক্তিষয় ক পুথিতে  
 নাই। ৭৬। 'দ্বিরা' ক। ৭৭। 'করঘোড়ে' খ।

দৈবাবীনে ৭৮ ক্রোধ-মনে ছুঃখ দিল তোমা । পড়ি তুমি পদ নমি কৈলা সজ্জাবণ ৮০ ॥  
 বিনা দোষে কৈল ৭৯ রোষে এবি কর ক্ষমা ॥ যুহুভাষে রাজ-পাশে হইয়া বিদায় ।  
 রাজ-কষ্ট শুনি তুষ্ট হৈলা ছই জন । করি নতি গণপতি চড়িলা ৮১ নৌকার ॥

ত্রিপদী ।

আনন্দে চড়িলা ৮২ নায় সদাগর দেশে যায়  
 হরি বলে ৮৩ দাড়ি মাঝিগণ ।  
 হেন কালে ধীরে ধীরে ৮৪ বিপ্ররূপে নদীতীরে ৮৫  
 আসিলেন সত্যনারায়ণ ॥  
 পুছিলা সাধুর তরে কি জব্য নৌকার পরে  
 পরিহাস্তে ৮৬ সাধু কহে কথা ।  
 তুমি ভিক্ষু ৮৭ হীনবল শুনি ইহা কিবা ফল  
 ভরিয়াছি তরু লতা পাতা ॥  
 শুনিয়া সাধুর বাণী হাসিলেন চক্রপাণি ৮৮  
 এবমস্ত বলিলেন ছলে ।  
 নৌকার বত ঘন ছিল সব লতা পাতা হৈল ৮৯  
 ভাসিয়া উঠিল সব জলে ৯০ ॥  
 দেখি সাধু অচেতন করে বহু বিলাপন ৯১  
 হেন কালে কহে শঙ্কপতি ।  
 আমার বচন ধর বিপ্রকে শুবন কর ৯২  
 তবে তোমার খুঁচিবে দুর্গতি ॥  
 সদাগর শুনি কথা নৌকা লাগাইয়া তথা  
 জামাতার সহিতে গমন ।

৭৮। 'দৈব মিনে' খ। ৭৯। 'কৈলা' খ। ৮০। 'রাজ-কষ্ট' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে খ পুথির পাঠ বখা,—'রাজ-বাণী সাধু শুনি হৈল হরষিত । তুষ্ট হৈল ঞ্জমিল পড়িয়া ভূমিত ॥'  
 ৮১। 'উঠিলা' খ। ৮২। 'চলিলা' খ। ৮৩। 'ধানি' খ। ৮৪। 'ধীরে ধীরে' স্থলে 'নদীতীরে' খ। ৮৫। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'ব্রহ্মরূপে ধীরে ধীরে' খ। ৮৬। 'উপহাস্যো' খ। ৮৭। 'বিপ্র' খ। ৮৮। 'বহুমদি' খ। ৮৯। 'নৌকার' ইত্যাদি স্থলে 'নৌকার বতেক ঘন আচমিতে বিনাশন' ক। ৯০। 'সব জলে' স্থলে 'সপ্ত তরি' খ। ৯১। 'করে' ইত্যাদি স্থলে 'হাহাকার ঘন ঘন' খ। ৯২। 'বিপ্রকে' ইত্যাদি স্থলে 'পরিহার বিলবর' খ।

নভশির গদগদ                      ধরিয়া বিশ্রের পদ  
 করিলেন অনেক স্তবন ॥  
 সাধু যদি মিনতিলা২৩              শুনি দ্বিজ২৪ তুষ্ট হৈলা  
 নৌকা কাছে করিলা গমন ।  
 দয়া কৈলা নরহরি                      ধনপূর্ণ হৈল তারি  
 নমি সাধু চলিলা তখন২৫ ॥  
 বাহ বাহ সাধু ডাকে                      মাল্লাগণ বাহে ঝাকে  
 নাহি করে বিলম্ব বিশ্রাম ।  
 পবন-সঞ্চারে২৬ ধায়                      আস্তে ব্যস্তে নৌকা বার  
 সঙ্ঘাবেলা পায় নিজ গ্রাম ॥  
 গৃহে 'লীলাবতী' ধনী                      পুরোহিত ডাকি আনি২৭  
 পূজা করে সত্য-নারায়ণ ।  
 হেন কালে বলে চরে                      লক্ষপতি আইল ঘরে  
 মায় ঝিয়ে হৈল অচেতন ॥  
 আস্তে ব্যস্তে পূজা সারি                      শীঘ্রগতি সাধু-নারী  
 নদীতীরে করিলা গমন ।  
 কলাবতী শুনি কথা                      প্রসাদ কেলিয়া তথা  
 ধায়্যা গেল পতি দরশন ॥  
 এথা ঘাটে সদাগরে                      নানা স্তম্ভল করে  
 লাগাইয়া সপ্তখানা তারি ।  
 বাস্তভাণ্ড উত্তরোল২৮                      নাহি শোনে কার বোল  
 ঢাক ঢোল শ্রুদঙ্গ খজরি ॥  
 কলাবতীর অপরাধ                      তাহে ঘটে পরমাদ২৯  
 কোপে প্রভু১০০ করিলেন ছল ।  
 • উদ্ভিত নির্মল১০১ শশী                      শশপতি ছিল বসি  
 নৌকা সমেত ঘাটে হৈল তল ॥  
 হেন কালে সদাগরে                      নানা স্তম্ভল করে  
 নৌকা হইতে উঠিলেক তটে ।

২৩। 'প্রণতিলা' খ। ২৪। 'প্রভু' খ। ২৫। 'নমি' ইত্যাদি স্থলে 'প্রণমিয়া করিল  
 গমন' খ। ২৬। 'গমনে' খ। ২৭। 'গৃহে' ইত্যাদি স্থলে 'এথা প্রিয়াগমসিলা প্রতিবাসি  
 ডাকি লীলা' ক। ২৮। 'উচ্চ রোল' খ। ২৯। 'তাহে' ইত্যাদি স্থলে 'দেখি প্রভু অগরাধ'  
 ক। ১০০। 'কোপে প্রভু' স্থলে 'কুণ্ড হৈয়া' ক। ১০১। 'লিখন' খ।

সাধু আদেশিলা লোকে      শীঘ্র আন জামাতাকে  
 নোকা সহ নাহি দেখি ঘাট ॥  
 আহা প্রভু জগন্নাথ      কিবা হৈল কজ্জাঘাত  
 প্রাণ-সম জামাতা কোথায় ।  
 লীলাবতী শুনি বাণী      শিরেতে পাষণ হানি  
 অচেতনে পড়িয়া তথায় ১০২ ॥  
 হেন কালে কলাবতী      ধায়া আসি শীঘ্রগতি  
 কথা শুনি হৈলা অচেতন ১০৩ ।  
 ক্লেণেকে চেতন পায়্যা      ধরা-তলে লোটায়্যা  
 সক্রপে করিছে রোদন ॥

লাচারি\* ।

কান্দে নারি কলাবতী      আহা প্রভু প্রাণপতি  
 অভাগিনী ডাকিছে তোমারে ।  
 কোন অপরাধে মোরে      পাসরিলা প্রাণেশ্বরে  
 কি কারণে তেজিলে আমারে ॥  
 সপনেহ তোমা বিনে      অস্ত্র নাহি মোর মনে  
 তবে কেনে নিদ্রা হইলা ।  
 প্রফুল্ল সময় পায়্যা      মধু-পান না করিয়া  
 কেনে পুষ্প বিসর্জন কৈলা ॥  
 চন্দ্র-হীন ১০৪ নিশি-শোভা      সূর্য্য বিনা যেন দিবা  
 শিখী যেন বিনা কাদম্বিনী ।  
 মণি-হারা যেন ফণী      শশী বিনা কুমুদিনী  
 কাদম্বিনী বিনা সোদামিনী ॥  
 জল বিনা যেন মীন      সরোবর পদ্মহীন  
 পদ্ম যেন বিনা মধুকর ।

১০২ । ‘অচেতনে’ ইত্যাদি স্থলে ‘ভূমে পড়ে অচেতন হৈয়া’ খ । ১০৩ । ‘হেন কালে’ ইত্যাদি পংক্তি দুইটি খ পুথিতে নাই,—লিপিকর-শ্রমাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

\* এই লাচারির কলিগুলি ভাটিয়াল স্তরে তেওঁত তালে গীত হইয়া থাকে এবং মাজা পুরণের জন্ত প্রয়োজন মতে শব্দগুলির মাঝে মাঝে ‘হে’, ‘ওহে’, ‘আরে’ ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয় । ১০৪ । ‘তারি-হীন’ ক ।

রাজা-হীন যেন ভূমি                      তোমা বিনে তেন আমি  
 শোকানলে হৈরাছি কাতর ১০৫ ॥  
 পরবাসে ছিলে ১০৬ তুমি                      সতত চিন্তিত আমি  
 আগমনে পূরিবে বাঞ্ছিত ।  
 ষাদশ বৎসর পরে                      যদি বা আসিলা ঘরে  
 তাহে বিধি ক'রল বঞ্চিত ॥  
 কোন অপরাধে মোরে                      বিধি বিড়ম্বনা করে  
 কিবা মোর লিখিল ললাটে ১০৭ ।  
 কোন জন্মে ছিল পাপ                      কেবা দিল ব্রহ্ম-শাপ  
 তে কারণে পতি ডুবে ঘাটে ১০৮ ॥  
 বারমাসী ।  
 ইহ ত বৈশাখ মাস                      তুহিন ১০৯ হইল নাশ  
 প্রচণ্ড যে হইল তপন ১১০ ।  
 বসন্ত আগত দেখি                      ডাকরে কোকিল পাখী ১১১  
 আমি তাহে ছুঃখিত বিমন ॥  
 জ্যৈষ্ঠ মাসে চণ্ডারুণ ১১২                      গ্রীষ্ম হৈল স্নানারুণ ১১৩  
 পক্ষ আত্র হইল মিলন ।  
 ফুটিল বকুল জাতি                      তাহে মোর নাহি পতি ১১৪  
 কাল বাবে করিয়া কেমন ॥  
 আঘাতে ঘন রুষ্টি                      শ্রাবণে বরিষা সৃষ্টি  
 ভাদ্র মাসে পক্ষ তালগণ ।  
 আশ্বিনেতে দশভুজা                      ত্রিভুবনে করে পূজা  
 তাহে আমি পতিহীন জন ॥

১০৫। 'শোকানলে' ইত্যাদি স্থলে 'তোমা বিনা না রহে জীবন' খ। ১০৬। 'পর-বাসে ছিলে' স্থলে 'বিদেশে আছিল' খ। ১০৭। 'কিবা' ইত্যাদি স্থলে 'কিবা ছিল ললাটে আমার' খ। ১০৮। অতঃপর ৭ পুথিতে নিম্নলিখিত প্রকৃষ্ট পংক্তিব্যয় দৃষ্ট হয়, যথা—

'ষোড়শ বয়স বাল্য                      বিষম মদন-আলা  
 চিত্ত মোর করয়ে দাহন ।'

১০৯। 'তব হিন' খ। ১১০। 'প্রচণ্ড' ইত্যাদি স্থলে 'প্রকুল যে হইল পবন' খ। ১১১। 'বসন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'বে জীবে যেমত ভাগ সেই মত অম্মরাগ' ক। ১১২। 'চন্দ্রারোল' খ। ১১৩। 'স্নানারোল' খ। ১১৪। 'ফুটিল' ইত্যাদি স্থলে 'তাহে মোর নাহি পতি আমি নবকুল জাতি' ক।



କାର୍ତ୍ତିକେ ଶରତ କାଳ      ନିମି-ଶୋଭା ଅତି ଭାଲ ୧୧୫  
ସାର୍ଗଶୀର୍ଷେ ନବୀନ ଭୋଜନ ।

ପୌଷ ମାସେ ଦିବା-ହାସ      ଦୀର୍ଘ ରାତ୍ର ଅଭିଳାଷ  
ତାହେ ମୋର ପତିର ମରଣ ॥

ମାଘ ମାସ ମହାଧନ୍ୟ      ସାନନାରେ ମହାପୁଣ୍ୟ  
ଅମଧୁର ୧୧୬ ତାସୁଳ ଚର୍ଚ୍ଚଣ ।

ଫାଲ୍‌ଗୁନେରେ ମନ୍ଦ ଶୀତ      ଚୈତ୍ରେ ନାରୀ ହରଷିତ ୧୧୭  
ତାହେ ମୋର ପତିର ନିଧନ ॥

ଏହି ମତେ କଳାବତୀ      ବିଶାପ କରିয়া ଅତି  
ଉଚ୍ଛ୍ଵରେ ୧୧୮ କରିଛେ ରୋଦନ ।

କାତର କରୁଣା\* ଶୁନି      ଦୟା କୈଳା ଦେବମଣି ୧୧୯  
ବିଜ୍ଞ ରଘୁନାଥେର ବଚନ ॥

ଧର୍ମ ଛନ୍ଦ ।

ଲକ୍ଷ୍ମପତି ଶୁଦ୍ଧମତି କରେ ହାହାକାର ।	ତୁଟି ହେଲା ବର ଦିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧ ଗନ୍ଧାର ।
ହେନ କାଳେ ପଢ଼ି ଗେଲେ ଶବ୍ଦ ଛଛକାର ॥	ନୋକା ଘାଟେ ଭାସି ଉଠି ଜଳେର ଉପର ॥
ଶୋନ ସାଧୁ ତୋର ବଧୁ କହକ କନ୍ୟାରେ ।	ଲକ୍ଷ୍ମପତି ଶୌଭ୍ରଗତି ଜାମାତା ଆନିଲ ।
ଭୂମିଗତ ଶ୍ରମାଦ ୧୨୦ ତୁଲିଆ ଧାହିବାରେ ॥	ନାରୀଗଣେ ଶୁଭକ୍ଷଣେ ସରେ ନିଆ ଗେଲ ॥
ଏତ ଶୁନି ସାଧୁ-ମଣି ହେଲ ହରଷିତ ।	ବାରେବାର ଅଜ୍ଞୀକାର ପୂଜା କରିବାର ।
ସ୍ମୃତ ଦେହେ ହେଲ ତାହେ ଜୀବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିତ ୧୨୧ ॥	ତୁଟିମନେ ହୁଏ ଜନେ ଆରଜ୍ଞିତା ତାର ॥
ଆଚକ୍ଷିତେ ସଚକିତେ ସାଧୁ ଲକ୍ଷ୍ମପତି ।	ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନିବେଦନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାଗର ।
ଭାର୍ଯ୍ୟା ଲୀଳା ଆଦେଶିଲା ଅତି ହୃଷ୍ଟମତି ॥	ଫାରି ପାଶେ ଦେଶେ ଦେଶେ ପାଠାହିଲା ଚର ॥
ଲୀଳାବତୀ ଶୌଭ୍ରଗତି କନ୍ୟାକେ କହିଲ ।	ବାନ୍ଧକାର ନାଟ୍ୟକାର ବିଦ୍ଵାଧରଗଣ ୧୨୩ ।
ସାଧୁ-କନ୍ୟା ମାନି ଧନ୍ତା ୧୨୨ ଶ୍ରମାଦ ଧାହିଲ ॥	ସତ ୧୨୪ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଧୁ ରାଜା ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ॥

୧୧୫ । ‘କାର୍ତ୍ତିକେ’ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଲେ ‘ଉଷା ମାସେ ଦେବରାମ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ର ପରକାଶ’ କ । ୧୧୬ । ‘ଲକ୍ଷ୍ମପତି’ ଧ । ୧୧୭ । ‘ଚୈତ୍ରେ’ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଲେ ‘ଚୈତ୍ର ମାସେ ବସନ୍ତତ’ କ । ୧୧୮ । ‘ଉଚ୍ଛ୍ଵରିତା’ କ । \*କରୁଣା = କାତର-ଉକ୍ତି । ୧୧୯ । ‘କୈଳା’ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଲେ ‘କୈରା ଦୈବବାନୀ’ ଧ । ୧୨୦ । ‘ଶ୍ରମାଦ ବତ’ ଧ । ୧୨୧ । ‘ଏତ’ ଇତ୍ୟାଦି ପଂକ୍ତିବନ୍ଧୁ ହୁଲେ—

‘ଏତ ଶୁନି ସାଧୁମଣି ହେଲା ଅଚେତନ ।

ତଥୁ ହୁଲ ଦିଲା ଜଳ କୋନ ମହାଜନ ॥’ କ ।

୧୨୨ । ‘ସାଧୁ’ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଲେ ‘ବ୍ୟାତ ହେଲା ଶୌଭ୍ର ସାହିରା’ ଧ । ୧୨୩ । ‘ବିଦ୍ଵାଧରୀଗଣ’ ଧ ।

୧୨୪ । ‘ସଦେ’ କ ।

প্রতিবেশী দাগদাসী আসিয়া মিলিল ১২৫।  
 সন্ধ্যা বেলা নিজ শালা পূজা আরম্ভিল ॥  
 দুহু শুড় রস্তা আর আতব তওল।  
 নানাবিধি ফল আদি কর্পূর তাষুল ॥  
 নিয়মিত দ্রব্য যত সোয়া পরিমাণ।  
 উপহার ভারে ভার বিবিধ বিধান ॥  
 মিশ্রী চিনি খাজা ফেণী মতিচূর খাস।  
 রসকরা মনোহরা জিলাপী বাতাসা ॥  
 কন্দ গাঠা জঙ্ঘীমিঠা ১২৬ এলাচির দানা।  
 রাশি রাশি আনারস তক্তি পেড়া ছানা ॥  
 মিষ্ট দ্রব্য দিল সর্ব কর্ত কব তারে ১২৭।  
 ফল আদি নিরবধি দিল ভাবে ভাবে ॥  
 সভা করি সারি সারি বসি চতুর্ভিতে।  
 নারীগণ ১২৮ আগমন জয়ধ্বনি দিতে ॥  
 স্বর্ণ-পীঠে স্বর্ণ ১২৯ ঘটে করিয়া স্থাপন।  
 বেদ-মুখ্য স্তুতি-বাক্য করে দ্বিজগণ ॥

উত্তরাসো অগ্রকান্ধে স্মরি বিষ্ণু-বীজ।  
 ধ্যানান্তরে পূজা করে পুরোহিত দ্বিজ ॥  
 ঢোল ডব্ব জগম্প খঞ্জরি যুদঙ্গ ১৩০।  
 তাষুরা মন্দিরা আর তবল ব্রচঙ্গ ॥  
 সপ্তস্বর সেতারি আর সারিন্দা পিনাক।  
 বাঁশী বীণা আদি নানা বাদ্য লাখে লাখ ॥  
 উচ্চ রব করি সব বাজায় সম্মুখে।  
 বেশ করি বিজাধরী নাচে কোতুকে ॥  
 সুস্বরিত ১৩১ গায় গীত গাথক সকল।  
 নানা মতে চতুর্ভিতে হৈল স্তমঙ্গল ॥  
 হাতে হাত ধরি যত কুলের কামিনী।  
 স্বর পুরি ১৩২ ঘুরি ঘুরি দিছে জয়ধ্বনি ॥  
 ঘোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন।  
 হুংহর কৃপা কর সত্যনারায়ণ ॥  
 দীনহীনে তুমি বিনে আর নাহি বন্ধ।  
 কৃপা-মন নারায়ণ তার ১৩৩ ভবসিদ্ধ ॥

স্তব অক্ষর চোতিশ\*।

করি ঘোড় পাণি

কহে স্তুতি-বাণী ১৩৪

কাতর কলুষ-জ্বাসে।

১২৫। ‘প্রতিবেশী’ ইত্যাদি পংক্তি চারিটির স্থলে ক পুথির পাঠ, যথা—

‘সেবা-দ্রব্য করি ভব্য যত আয়োজন। সন্ধ্যাকালে আরম্ভিলে করি শুভক্ষণ ॥ গোরস ইক্ষুক রস্তা আতব তওল। বাটা ভরি সজ্জ করি শুবাক তাষুল ॥’ ১২৬। ‘কন্দ’ ইত্যাদি স্থলে ‘নকুলানি নানাবিধি’ থ। ১২৭। ‘মিষ্ট’ ইত্যাদি পংক্তিষয় স্থলে ‘যত সর্ব নানা দ্রব্য দিল সদাগর।’ ‘লিখিতে কহিতে হয় গ্রহস্ত বিস্তর ॥’ ক। ১২৮। ‘নারীগণ’ ইত্যাদি স্থলে ‘মধ্যাহ্নে বিজ্ঞাসনে বেদবিধি মতে ॥’ ক।

১২৯। ‘পূর্ণ’ ক। ১৩০। ‘ঢোল’ ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে থ পুথির পাঠ যথা—‘ঢাক ঢোল লাখে লাখে যুদঙ্গ খঞ্জরি। তাষুরা সারিন্দা বীণা শানাই ভেউরি ॥ সপ্তস্বর সেতারি কাড়া মন্দিরা পিনাক। বাঁশী রোসনচকি বাজে লাখে লাখ ॥’

১৩১। ‘সুস্বরেতে’ থ। ১৩২। ‘স্বর পুরি’ স্থলে ‘সব নারী’ থ। ১৩৩। ‘নারায়ণ তার’ স্থলে ‘গদাধর তরাণ’ থ। \* এই স্তবের কলিঙলি রামকেলি রাগিণী ও একতালা তালে গীত হইয়া থাকে। ১৩৪। ‘করি’ ইত্যাদি স্থলে ‘করি স্তুতি-বাণী করঘোড় পাণি’ থ।

କୃଷ୍ଣ କୁମାର	କେଶି-କଂସ-ଜୟ ୧୩୫
କ୍ଳେଶ-କ୍ଷୟ କର ଦାସେ ୧୩୬ ॥	
ଖଳ-ତାପ-ହାରୀ	ଖଳ-କ୍ଷୟ କରି
ଧିତି ଧରିଛୁ ଆପନେ ।	
ଧୌରୋଦ-ନିବାସୀ	ଧୈରେନ୍ଦ୍ର-ବିଳାସୀ
ଧେମା କର ଧିନ ଜନେ ॥	
ଗୋଳକ ଛାଡ଼ିয়া	ଗୋପ-ଗୃହେ ସାର୍ଯ୍ୟା
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ-ଗରିଧାରୀ ।	
ଗୋପ-ଶିଳ୍ପ ଲୟା	ଗୋ-ଧେୟ ଚରାୟା
ଗୋପୀ-ଚିତ୍ତ କୈଳା ଚୁରି ॥	
ଘୋର ଭବାଂଶବେ	ସ୍ଵର୍ଗତ ଏ ସବେ
ଘେରିଛେ ଶମନ-ଦୂତେ ।	
ଘରେର ସେବକ	ସୁଚାଓ ବିପାକ ୧୩୭
ଘୋଷଣା ରବେ ୧୩୮ ଜଗତେ ॥	
ଉତପତ୍ତି-କାରୀ	ଉନମତ୍ତ-ତ୍ରିରି
ଉଡ଼ିସାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି ।	
ଉକ୍ତି-ସୁକ୍ତି-ଦାତା	ଉମାପତି ଧାତା ୧୩୯
ଉଦ୍ଦେଶିୟା କରେ ସ୍ତୁତି ॥	
ଚଣ୍ଡୀ-ଚକ୍ରେଶ୍ଵର ୧୪୦	ଚତୁର୍ଭୁଜ-ଧର
ଚକ୍ରେଚ୍ଛୁଡ଼ାଜ୍ଞାନ-ମାଧା ୧୪୧ ।	
ଚାରୁ ଚକ୍ର-ବର ୧୪୨	ଚରଣେ ନଥର ୧୪୩
ଚୁଡ଼ାୟ ମୟୁର-ପାଦା ॥	
ହସ୍ତି-ସ୍ଥିତି-କାରୀ	ତ୍ରିପତି ତ୍ରିହରି
ଅନ୍ଧା ନେହ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ।	
ଛିଳ ନିଶ-ସୁଖ	ଛନ୍ଦ୍ର ନବ ନିଶ
ଛଲେ କୈଳା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ॥	
ଜୟ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ	ଜାଦବ-ନନ୍ଦନ
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ-ସାମୀ ।	
ଜଗତ-କାରଣ	ଜଗତ-ପାଳନ
ଜଗତ-ନାଶନେ ଜାମୀ ୧୪୪ ॥	
ଝଲଝଲ ସୁଖ	ଝଲକେ ଛିଲୋକ
ଝଲଝଲ ବନ-ମାଳା ।	

୧୩୫ । ‘କେଶିକ ହୃଦୟ’ ଥ । ୧୩୬ । ‘କ୍ଳେଶ ଦିଲା ଦୀନ ଦାସେ’ ଥ । ୧୩୭ । ‘ଅପଦେ’ ଥ । ୧୩୮ । ‘କରେ’ ଥ । ୧୩୯ । ‘ଉକ୍ତି’ ଇତ୍ୟାଦି ପଂକ୍ତିବ୍ଧୟ ଥ ପୁଥିତେ ନାହି । ୧୪୦ । ‘ଚକ୍ରେଶ୍ଵରୀ’ ଥ । ୧୪୧ । ‘ଚକ୍ରେ’-ଇତ୍ୟାଦି ହଲେ ‘ଚକ୍ରେଚ୍ଛୁଡ଼ାଜ୍ଞାନା ମାଧା’ ଥ । ୧୪୨ । ‘ଚକ୍ରେଶ୍ଵର’ ଥ । ୧୪୩ । ‘ଚରଣେ ନଥର’ ହଲେ ‘ଚରଣ ନିର୍ଦ୍ଧର’ ଥ । ୧୪୪ । ‘ଜଗତ’—ଇତ୍ୟାଦି ହଲେ ‘ଜଗତ-ସଂସାର-କର୍ତ୍ତା ତ୍ରିରି’ ଥ । ‘ଜାମୀ’ ( ସଂସ୍କୃତ—‘ସାମୀ’ ) = ଶ୍ରୀହରୀ ।

স্বাপনে ১৪৫ কলুশ স্বাক্ষরে মাহু  
 ষাটে হর ১৪৬ বম-জালা ॥  
 নিয়মিত-কর্তা নিয়মিত-ভর্তা  
 নিয়ন্তরূপ তুমি ।  
 নিয়মিত-বন্ধ নিস্তার-মুকুন্দ  
 নিদানে পরিছি আমি ১৪৭ ॥  
 টুটাইছে বমে টোনসরোসমে(৭)  
 টঙ্ক\*-ধারী অমুচরে ১৪৮ ।  
 টঙ্কারহ ধম্ব টলমল তহু ১৪৯  
 টুটাও ভব কিস্বরে ॥  
 ঠাকুর নিকটে ঠেকেছি সঙ্কটে  
 ঠাইট নাহি মারে দাসে ১৫০ † ।  
 ঠেকিয়াছি ঘোরে ঠাঙা কর মোরে  
 ঠাই দিয়া পদ পাশে ॥  
 ডাহিনে বামেতে ডাক‡ বাণ হাতে  
 ডংসিছে শমন-দুতে ।  
 ডর নাহি তাকে ডাকিয়া ভোমাকে  
 ডঙ্কা মারি\*\* রবিস্বতে ॥  
 ঢাক ঢোল আদি ঢকা নানাবিধ ১৫১  
 ঢল ঢল কাঁদী বাজে ।

১৪৫। 'কলুশ' খ। ১৪৬। 'নাশ' খ। ১৪৭। 'নিয়মিত' ইত্যাদি চারি পংক্তির  
 স্থলে খ পুথির পাঠ, যথা—'নিয়ত-কারণ নিমিত্ত-পূরণ  
 নির্ধন জনের বন্ধ ।  
 নিয়জন রূপ নির্জিকার-স্বরূপ  
 নিত্য নিত্য ভব-সিদ্ধ ॥'

\* 'টঙ্ক' = পাষণ-ভেদকারী যন্ত্র-বিশেষ । ১৪৮। 'টুটাইছে' ইত্যাদি পংক্তিষয় স্থলে খ  
 পুথির পাঠ যথা— 'টলমল নীরে টুটিয়া গন্তীরে  
 টুটাইলা ভূমি-তলে ।'

১৪৯। 'টঙ্কারহ' ইত্যাদি পংক্তিষয় খ পুথিতে নাই। ১৫০। 'ঠাইট' ইত্যাদি স্থলে  
 'ঠাই দেও দীন দাসে' খ। † 'ঠাইট' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—(সম্ভবেচক প্রভৃ) দাসকে  
 ঠাইট অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মারে না অর্থাৎ কিঞ্চিৎ লঘু শাস্তি দিয়াই ছাড়িয়া দেয়। ‡ 'ডাক' =  
 অক্লুশ-আকার অস্ত্রবিশেষ। খ 'ডংসিছে' = পীড়ন করিতেছে ; (এখানে দংশন অর্থ সঙ্গত  
 হয় না ; বিভাপতির পদাবলির 'দমন-লতা জহু দমসল হাতি' ইত্যাদির সহিত তুলনীয়)।  
 \*\* 'ডঙ্কা মারি' = বিজয়-স্বচক ডঙ্কা-ধ্বনি করি। ১৫১। 'ঢাক' ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে  
 ক পুথির পাঠ, যথা—'ঢল ঢল নেত্র ঢল ঢল গাজ ঢল ঢল কাঁদী বাজে ।

ঢল ঢল লইয়া ঢল ঢল বাজিয়া ঢল করিয়া সাজে ॥'

চোলে বাজে তাল	চোলে বন-মাণ
চলু চলু আঁধি সাজে ॥	
অনন্ত-সংস্থিত	অনন্ত-বেষ্টিত ১৫২
অনন্ত তোমার নাম ।	
অনন্ত-শয়ন	অনাদি-নিধন
অনাথে না হৈয় বাম ॥	
ত্রিলোক-ভারক ১৫৩	ত্রিগুণ-ধারক
তত্ব তোমা ১৫৪ কেবা জানে ।	
তাপিত তনয়	আসিত-হৃদয়
ত্রাণ কর নিজ-গুণে ১৫৫ ॥	
হাবর অঙ্গম	সৃষ্টি স্থিতি বম
হুলাস্থল ১৫৬ ভুমগুলে ।	
ধরধর ১৫৭ ভয়	থকিত-জন্ম
হান দেও পদতলে ॥	
দমুজ-দলন	দৈবকি-নন্দন
জুষ্ট কংসাস্ত্র-ঐরি ।	
দীনহীন বন্ধু	দয়াময় সিদ্ধ
দরিদ্র-তরণে তরি ১৫৮ ॥	
ধরাধর ধরি	ধরনী উদ্ধারি
ধন্ত করিলে মহিমা ১৫৯ ।	
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে	ধাতা জিলোচনে
ধ্যানেতে না পায় সীমা ১৬০ ॥	
নম নারায়ণ	নম অনার্দন
নরসিংহ-অবতারী ।	
নম সনাতন	নম নিরঞ্জন
নমো নম নরহরি ১৬১ ॥	

১৫২। 'ব্যাপিত' খ। ১৫৩। 'ত্রিগুণ-পালক' খ। ১৫৪। 'তত্ব তোমা' স্থলে 'তব গুণ' খ। ১৫৫। 'নিজ-গুণে' স্থলে 'দীন জনে' খ। ১৫৬। 'হান রেখ' খ। ১৫৭। 'ধরস্থর' খ। ১৫৮। 'দরিদ্র জনের তরি' খ। ১৫৯। 'ধন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'ধারণ করেছ অঙ্গে' খ। ১৬০। 'ধর্ম্মাধর্ম্ম' ইত্যাদি স্থলে

ধরি গোবর্দ্ধন                      ধন্ত ত্রিভুবন  
ধরিতা চরণ-তরঙ্গে ।—খ পুথি ।

১৬১। 'নম নারায়ণ' ইত্যাদি স্থলে—

'নমো নমো নম                      নমো নরোত্তম  
নমো নৃসিংহ অবতারী ।  
নমো নারায়ণ                      নমো নিরঞ্জন  
নমো নম নরহরি ॥'

পরম কারণ                      পতিত-পাবন  
    পতিত জনের বন্ধু ।  
 পতিত কিঙ্করে                      পাণিষ্ঠ পামরে ১৬২  
    পায় কর ভব-সিদ্ধ ॥  
 ফণি-ঐরি-কঙ্কে                      কিরহ ১৬৩ আনন্দে  
    কণি-সজ্জা কণি-পতি ।  
 কণি-মণি গলে                      কণি-রূপ ছলে  
    ফণায় ধরিছ ক্ষিতি ॥  
 বৈকুণ্ঠ-নিবাসী                      বিপিন-বিলাসী  
    বৃন্দাবনে বংশীধারী ।  
 বক বধিবারে                      বসুদেব-ঘরে  
    বলভদ্র-অবতারী ॥  
 তারাবতারণে                      কুবন-পালনে  
    ভৃগুরাম অবতার ।  
 ভব-ভরে ভীত ১৬৪                      ভকতি-বঞ্চিত  
    ভবার্ণবে কর পায় ॥  
 মোহিনীর ছলে                      মোহি দৈত্যকূলে  
    মায়াতে করিলা নষ্ট ।  
 মুকুন্দ মুরারি                      মধুকৈটভারি  
    মহিমা বেদ-অপষ্ট ॥  
 বজ্র-যোগ্য-কারী                      বজ্র-বশ-হারী  
    বজ্রেশ্বর বজ্রবিধি ১৬৫ ।  
 যোগ-নিজ্ঞা-রূপ                      যোগেন্দ্র-স্বরূপ  
    যোগমায়ায় নিধি ॥  
 রাম-রূপ ধরি                      রাবণ সংহারি  
    রক্ষা কৈলা সুর-লোকে ।  
 রবির তনয়                      রিপু হরাশয়  
    রক্ষিতা হও সেবকে ॥  
 লয়া তব নাম                      লভ্য সিদ্ধধাম  
    লক্ষা-জয়ী হনুমান ।  
 লক্ষ্মী-জনার্দন                      লক্ষ্মী-নারায়ণ  
    লক্ষ্মীপতি ভগবান ॥  
 বামন হইয়া                      বলিকে ছলিয়া  
    ব্রহ্মাণ্ডে ১৬৬ লইলা ভিক্ষা ।

১৬২। ‘পতিত’ ইত্যাদি স্থলে ‘প্রণত কিঙ্করে পড়িয়া পাথারে’ খ। ১৬৩। ‘কিরহে’ খ।  
 ১৬৪। ‘ভব’ ইত্যাদি স্থলে ‘ভয়ভীত-চীত’ ক। ১৬৫। ‘বজ্র’ ইত্যাদি পংক্তিষয়ের স্থলে  
 ক পুথির পাঠ বধা,—‘জয় শ্রীমুরারি, জয় জয় হরি, বজ্রেশ্বর বেদ-বিধি।’ ১৬৬। ‘ব্রাহ্মণে’ খ।

বরাহ-রূপেতে                      বসিয়া বনেতে ১৬৭  
 বহুমতী কৈলা রক্ষা ॥  
 শক্তি-শূলধর                      শঙ্খচক্রেধর  
 শঙ্খ স্বর স্বরুপিলে ১৬৮ ।  
 শর-বাহু ঐরি                      শশি-কলা ধরি  
 শাক্তানন্দ প্রদাহিলে ১৬৯ ॥  
 বড়গুণাপ্রিত                      বটকর্ণ-বর্জিত  
 বটীরাত্র-নির্কঙ্কিত ।  
 বড়ভুজ-ধারী                      বড়রিপু-হারী  
 ষোড়শ-কলা-পূর্ণিতা\* ॥  
 সর্ব-বেদ-বিধি                      সর্ব-গুণ-নিধি  
 সর্ব জীবে তুমি ভর্তা ।  
 সৌধ্য-মোক-দাতা                      সংসার-পালিতা  
 সর্কেশ্বর সর্ব-কর্তা ॥  
 হান্ত-লীলা করি                      হৈলা হর-হরি  
 হলধর অবতীর্ণ ।  
 হিরণ্যকশিপু                      হৈয়া তার রিপু  
 হেলায় করিলা চূর্ণ ॥  
 ক্ষত্রিয় সকলে                      ক্ষয় কৈলা ছলে  
 ক্ষেত্রপাল-রূপ ধরি ।  
 ক্ষীণ দীনহীন                      ক্ষুদ্রবৃদ্ধি জন ১৭০  
 ক্ষমা কর নরহরি ॥

স্তব স্তনি দেব-মণি হৈলা অধিষ্ঠান ।                      ভক্তি-ভাবে বেই সবে পূজে চিরকাল ।  
 তুষ্ট হৈলা বর দিলা হৈলা অন্তর্দান ॥                      ধনবংশে নিজ অংশে বাড়ে ঠাকুরাল + ॥  
 পূজা সাজে কষ্ট-অঙ্গে সাধু লক্ষপতি ।                      সত্য-দেব মনে ভাব গুরু-দত্ত নাম ।  
 নিমজ্জিত বিদারিত কৈলা বধামতি ১৭১ ॥                      সমাপ্ত হইল পুণি করহ প্রণাম ॥  
 কত দিনে কালহীনে কালপূর্ণ হৈল ।                      দ্বিজ রঘুনাথে কহে সত্য-দেব অরি ।  
 লীলাবতী সঙ্গে করি স্বর্গপুরে গেল ॥                      সত্য-নারায়ণ-প্রীতে বল হরি হরি ১৭২ ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

১৬৭। 'বাহেতে' ধ। ১৬৮। 'স্বরুপিনী' ধ। 'শঙ্খ' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বোধ হয়  
 এই যে—শঙ্খ-স্বরূপ তুমি স্বর অর্থাৎ স্বরোদয়-শাক্ত স্বরূপ অর্থাৎ নির্ণয় করিয়াছ। ১৬৯।  
 'প্রদাহিনী' ধ। \* 'পূর্ণিতা' = পূর্ণায়িতা অর্থাৎ পূর্ণ-কর্তা। ১৭০। 'ক্ষীণ' ইত্যাদি স্থলে—  
 'ক্ষীণ হীন জনে ক্ষুদ্র বৃদ্ধি জনে' ধ। ১৭১। 'বিদারিত' ইত্যাদি স্থলে 'লোক-যত ব্যয়  
 বধা তর্ক' ধ। + 'ঠাকুরাল' = ঠাকুরালি অর্থাৎ প্রভুত্ব। ১৭২। 'দ্বিজ' ইত্যাদি অস্তিম  
 কলিটি ক পুথিতে মাই।

## “সংবাদসাধুরঞ্জন”

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে সংবাদ-প্রভাকরের কাইলের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত সংবাদসাধুরঞ্জনের এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দুস্ত্রাপ্য সংবাদপত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া হইল।

যে সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার তারিখ সোমবার, ১৫ই চৈত্র ১২৬০ সাল; ২৭ মার্চ ১৮৫৪ সাল। উপরে ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া নির্দেশ আছে। মাসিক মূল্য ১০ আনা মাত্র বলিয়া লিখিত আছে।

পত্রের নাম “সংবাদসাধুরঞ্জন”। আকার তৎকালীন প্রাচ্যৈহিক সংবাদ-প্রভাকরের মত ১১”X ৮”। ৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পণ্ডিত রামগতি ভায়রত্ন মহাশয় ভ্রমক্রমে এই পত্রের নাম “সুধীরঞ্জন” বলিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য সংখ্যা হইতে দেখা যায়, তাহা ঠিক নয়। সুধীরঞ্জন সংবাদপত্র নহে, গদ্যপদ্যময় একখানি পুস্তক, গুপ্তশিষ্য কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারি-প্রণীত। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৬২ সালের সংবাদ-প্রভাকরে সুধীরঞ্জন সম্বন্ধে দ্বারকানাথ অধিকারী স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে,—“মুদ্রিত পত্র পত্র পরিপূরিত এই অভিনব পুস্তক উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, যে কোন মহাশয়ের গ্রহণেচ্ছা হয় মূল্য সহকারে এই যন্ত্রালয়ে অথবা কৃষ্ণনগরে আমার নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন, মূল্য এক তক্ক মাত্র।”

“সংবাদসাধুরঞ্জন”র আলোচ্য সংখ্যায় কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত সংস্কৃত কবিতা ও তাহার বঙ্গপদ্যভাবাদ দৃষ্ট হয়,—

“প্রচণ্ডপাণ্ডুরপ্রভঞ্জনঃ । সমস্তসম্মোহমনোহরঞ্জনঃ ॥

সদা সদালোচনলোচনাজনঃ । প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ ॥

প্রচণ্ড পাণ্ডুরূপ তরুপ্রভঞ্জন । সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন ॥

সদা সং আলোচন লোচন অঞ্জন । সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন ॥”

এই সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ছিল। পত্রের শেষ পৃষ্ঠায় শেষ কলামের অন্তর্ভাগে লিখিত আছে—“এই সাধুরঞ্জন পত্র প্রতি সোমবার প্রভাকর যন্ত্রে প্রকাশ হয়।, মাসিক মূল্য ১০ আনা, অগ্রিম বার্ষিক ২১০ টাকা।” এবং পত্রের শেষে ইংরাজিতে—“Printed and Published by Hurrinarain Bose, at the Probhakur Press for the Proprietor.”

আলোচ্য খণ্ড ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া পত্রের কণ্ঠদেশে উল্লিখিত হইয়াছে। “সাধুরঞ্জন” পত্রের আবির্ভাব সাপ্তাহিক “পাণ্ডুপীড়নের” মৃত্যুর পর \*। ১২৫৪ সালের ভাদ্র

\* পাণ্ডুপীড়নের প্রচারকাল ৭ই আষাঢ় ১২৫৩ হইতে ভাদ্র ১২৫৪ পর্যন্ত। (সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৫৯ খ্রষ্টাব্দ)।



মাসে (সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭ খ্রীঃ অঃ) হইতে প্রথম প্রচার হয়। উল্লিখিত সংখ্যা হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

আলোচ্য সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা সংবাদপ্রভাকরের প্রথম পৃষ্ঠার ভাষা আভ্যন্তরীণ বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক পৃষ্ঠা প্রভাকরের মত তিন কলামে বিভক্ত। এই পৃষ্ঠায় ৪টি বিজ্ঞাপন আছে। (১) প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বাক্ষরিত প্রভাকরের মূল্যাদি প্রেরণ সম্বন্ধে গ্রাহকগণের প্রতি বিজ্ঞাপন। (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন যে, তাঁহার চারুপাঠ ও দুই ভাগ বাহুবন্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে, লালবাজারে রোজারিও কোম্পানির পুস্তকালয়ে এবং পটলডাঙ্গার চিপ লাইব্রেরি নামক পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। (৩) শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে, “খ্রীষ্টীয়ান বিরোধি” নামক যে “মাসিক পুস্তক” বর্ষ সংখ্যা পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় “আগামি মাস অবধি প্রকাশিত হইবে”। উপরোক্ত পুস্তকালয়ে অধিকতর প্রভাকর যজ্ঞালয়ে কিম্বা নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে প্রাপ্তিস্থান। “অতএব দেশহিতৈষী হিন্দু মহাশয়দিগের প্রতি প্রকাশকের নিবেদন এই যে, তাঁহারা স্বধর্ম রক্ষার্থে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে কিছুমাত্র কৃপণতা না করেন।” (৪) গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স স্বাক্ষরিত নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি নামক পুস্তকের দোকানের বিজ্ঞাপন। ঠিকানা “মেছুয়াবাজারে সিন্দুরিয়াপটর ৬৭ নং ভবনে।”

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রথম কলামে প্রথমমেই ‘হালিসহর নিবাসি বিচক্ষণ চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু বামাচরণ বরাট মহাশয় আমারদিগের যজ্ঞালয়ে অবস্থান করিতেছেন’। তিনি অনেক উৎকট রোগ আরাম করিয়া থাকেন, এইরূপ বিজ্ঞাপন। তৎপরে এই কলামের মধ্যভাগ হইতে পত্রের আরম্ভ। এইখানে ১৫ই চৈত্র শকাব্দা: ১৭৭৫, এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে। প্রথমে দোলের সময় ভবানীপুরে কোন ভদ্রলোক পথিকগণের প্রতি আবার নিক্ষেপ করিবার সময় ক্রমক্রমে “মেং টরেন্স জজ সাহেবের কোনও চাকরের গায়ে” ফাগ নিক্ষেপ করেন ও কালীঘাটের দারোগা কর্তৃক তজ্জন্ত বাবুর গ্রেপ্তার ও ২০০ টাকা জামিনে খালাসের সংবাদ। “কিন্তু তাহার মোকদ্দমা এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, অতএব এই আবিবের আমোদে কি পর্য্যন্ত অমোদ হইবেক তাহা বলা যায় না।” এই সংবাদবিবরণ ২ পৃষ্ঠার ২য় কলামের মধ্য পর্য্যন্ত। তৎপরে ২য় কলামের মধ্যভাগ হইতে ৩য় কলাম, ৩য় পৃষ্ঠায় প্রথম কলাম ও ২য় কলামের কিয়দংশ পর্য্যন্ত কোন অজ্ঞাতনামা পত্রপ্রেরকের বিজ্ঞাপিকাংশ শ্রেষ্ঠতা ও দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞাপ্যাস সম্বন্ধে ঈশ্বরগুপ্তী গদ্যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। নমুনা যথা—“মানববৃন্দের চিত্তস্বরূপ উর্বরা ভূমিতে বিজ্ঞানায়ী কল্পবৃক্ষের বীজ রোপিত হইলে জ্ঞানরূপ তদন্তুর উদ্বীলন হইয়া যত্নাশু সেচন করণে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হওত তরুণতরু সমূহেতে ঔদার্য্য ধৈর্য্য গাতিধৈর্য্য শৌর্য্য ভৌর্য্যাদি স্বগন্ধি স্নানর কুসুমাদিতে সুরম্য চিত্ত ক্ষেত্রে স্তম্ভোভিত করে। এবং সেই মনোবন অরণ্যানি অন্তরালে সতত মনোমধুপ মননান্দে মকরন্দ পানে নিমগ্ন থাকে। এবং সেই

নিক্কমধ্যে কোকিলকুলকলাপ তুলা সদা সদালাপ উৎপাদন হয়।" ইত্যাদি। তৎপরে ছয় লাইন বিলাতি সংবাদপত্র হইতে আর জে বাইগন সম্বন্ধে খবর।

৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলামের মধ্যভাগ হইতে ৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলামের মধ্যভাগ পর্যন্ত "ছাত্র হইতে প্রাপ্ত" শীর্ষক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। বিষয় "কল্পনাময় বিশ্বাধিপ"এর গুণকীর্তন ও তৎসমীপে প্রার্থনা। ভাষা পূর্বোক্ত নমুনার মত। প্রবন্ধের শেষে "কল্পচিৎ বলাগড়ি বিভাগরহু ছাত্রস্য" স্বাক্ষর।

তৎপরে ৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলামের মধ্য হইতে উক্ত পৃষ্ঠার ৩য় কলামের অর্ধাংশ পত্রের শেষ পর্যন্ত "কল্পচিৎ হৃগলীশাখা পাঠশালাহু চাত্রস্ত। সাং কাঞ্চনপল্লী" স্বাক্ষরিত নামহীন দীর্ঘ কবিতা। কবিতার শিরোভাগে এইরূপ লিখিত আছে—"মহাশয় মদীয় নিয়ন্ত্র কতিপর পদ্যপঙ্ক্তি অমুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর ভবদীয় সাধুরঞ্জন পত্রৈকপ্রান্তভাগে স্থান দানে উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা হইবেক।" কবিতাটি গুপ্তকবির কবিতার অমুকরণে লিখিত, বিশেষত্ব কিছুই নাই। আরম্ভ যথা—

"উঠরে কামিনী প্রাণ যামিনী পোহালো। গবাক্ষের দ্বার দিয়া আসিতেছে আলো ॥"

বিষয়—নায়িকাসম্বোধনে প্রভাতবর্ণন ও নায়িকার মানভঞ্জন। আধুনিক মাপকাঠিতে মাপিলে রূচি বিশেষ মার্জিত নহে। "বদন খুলিয়া প্রাণ, তোষ হে মদন। অথবা মদন দিয়া করহ দংশন" প্রভৃতি পাঠকের মনোজ্ঞ না হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় এই কবিতার আর বিশেষ উল্লেখ নিম্নরোজন।

পরিশেষে বক্তব্য, এষ্ট "সাধুরঞ্জন" পত্র গুপ্তকবির সম্পাদকতার এককালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর ইহার প্রচার ১২৬২ সালে রহিত হয়। ঈশ্বর-গুপ্তের শিষ্যসম্প্রদায়ের রচনাসমূহ এই পত্রে প্রকাশিত হইত। কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকা-নাথ অধিকারী, হৃগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুকলেজের দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি ইহাতে কবিতাদি লিখিয়া লিপিনৈপুণ্যের অভ্যাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দীনবন্ধুর সাহিত্যে "হাতে খড়ী" এই সাধুরঞ্জন পত্রে। দীনবন্ধুর সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত কতিপর কবিতাবলী তাঁহার "পদ্যসংগ্রহে" ( ১৮৬৬ ) সংকলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "মানব-চরিত্র" শীর্ষক উক্ত পত্রে প্রথম প্রকাশিত কবিতার বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

সেই ক্ষণ পরিশেষে সবিনয় অমুরোধ এই যে, যদি কোন মহোদয়ের নিকট সংবাদ-সাধুরঞ্জনর অন্ত কোনও সংখ্যা থাকে, তবে তিনি যদি তাহা অমুগ্রহ করিয়া পরিবর্দ্ধগ্রহাগারে পাঠাইয়া দেন, তবে তাহা বিশেষ যত্নের ও আদরের সহিত রক্ষিত হইবে।

শ্রীশ্রীশীলকুমার দে

## ভদ্রার্জুন \*

ভদ্রার্জুন নাটক শকাব্দ ১৭৭৭ (ইং ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত। অনেকের মতে (যথা— রাজনারায়ণ বসু, গঙ্গাচরণ সরকার ইত্যাদি) ইহা বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে গঠিত সর্বপ্রথম নাটক। সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে ইহার যে মূল সংস্করণ রক্ষিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এ অপূর্ণ নাটকের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়াই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহার পরিচয়পত্র বা title page এইরূপ,—

ভদ্রার্জুন। অর্থাৎ। অর্জুন কর্তৃক সূতদ্রা হরণ।। ত্রীতারাচরণ শিবদার কর্তৃক প্রণীত।  
“মমৈষা ভগিনী পার্থ সারগন্ত সগোদরা।। সূতদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মেদয়িতা সূতা” ॥  
কলিকাতা। চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।। শকাব্দ ১৭৭৪।।

পুস্তকের আকার ৭“X ৪“।

ইহার পর ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন অত্যন্ত কোতূহলোদ্দীপক। ইহাতে নাট্যকার এই পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার উদ্দেশ্য, তাঁহার ভাষাপ্রয়োগ, রচনাপ্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সূতরাং দীর্ঘ হইলেও ইহার সমস্তটাই (পত্রাঙ্ক সহিত) এইখানে উদ্ধৃত হইল।

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। ভদ্রার্জুন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় “নারায়ণে” (১ম বর্ষ, ১৩২১-২) “বঙ্গালা আদি নাটক” এবং “প্রাচীন বঙ্গালা নাটক” শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং উক্ত নাটকেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমালোচনা নহে; উক্ত দুঃপ্রাণ্য নাটকের বিস্তৃত বিবরণ শরণাব্যুৎ ঘেন নাই, এখানে তাহাই দেওয়া হইল। শরণাব্যুর প্রবন্ধে উল্লিখিত হরচ্চন্দ্র ঘোষের “ভানুমতী চিন্তাবিলান” ১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ রচিত, এইরূপ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকায় আছে। ইহা কোন মতেই ভদ্রার্জুন নাটকের পূর্বে রচিত বলা যায় না। উক্ত পত্রিকায় শরণাব্যুর “বঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের পূর্বকথা” শীর্ষক প্রবন্ধে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত “রমণী নাটক”এর উল্লেখ আছে। এই “নাটকের” এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে আছে; এ সম্বন্ধে শরণাব্যুৎ যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। ইহা একখানি বিদ্যাহাম্বর ধরণের অথচ ভদ্রপেক্ষা বিকৃতরূপের পরিচায়ক কাব্য, নাটক নহে; দোদিশবাবু বোধ হয়, ইহার নাম দেখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রমণী নাটকের পরিচয় পত্র বা title page এইরূপ :—“শ্রীশ্রীকালী। / ভরসা। / রমণী নাটক। / নামক গ্রন্থ। / কলিকাতা জামশুকরিণীনিবাসি / শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্তৃক মোড়ির হুসাধু সরল / বঙ্গভাষায় পয়ারাধি / বিবিধ প্রকার অভি / নব চন্দ্রে দিয়া ৩ / নব্য কাব্য স / হিত বির / চিত হ / ইয়া। / ভে বেমুর্জী এও কোদিগের ইষ্ট / ইন্ডিয়ান নানক ছাপা ন্দ্রে বন্দিত হইল। / সন ১২৪৪ সাল শকাব্দাঃ ১৭৬৯ / ইং ১৮৪৮ সাল। / এই পুস্তক বাঁহার প্রয়োজন হইবেক জাম / পুষ্করিণীর নং ৪৩ ভবনে তত্ত্ব করিলে / পাইতে পারিবেন। / মূল্য ১ টাকা মাত্র। /” উক্ত পঞ্চানন ও অরূণোদয় পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চানন কি এক ব্যক্তি ?

## [১] বিজ্ঞাপন

“মনোমধ্যে কোন অভিপ্রায়ে উদয় না হইলে নিতান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও কোন কর্ণে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অভিপ্রায়ে বিষয় এক প্রকার লাভ ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। কেহ ধন লাভকে প্রধান জ্ঞান করেন; কাহারও বা অর্থ সহকারে যশোলাভের বাসনা থাকে; কেহ বা কেবল পরোপকার দ্বারা যশঃসঞ্চয়ের বাহ্য করেন। কোন অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উত্তম হইলে গ্রন্থকর্তারদিগেরও অভিপ্রায় প্রায় এই তিন প্রকার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করে না। প্রাপ্ত সামান্য ধন লাভের প্রাধান্য জ্ঞান পরোপকাররূপ পরম লাভ মনুষ্যসমাজে প্রায়ই আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং গ্রন্থকর্তারদিগেরও মানস চক্ষু তাহারূপে নিবিড় নীরদ দ্বারা আবৃত হয়; কিন্তু তাহার স্বচ্ছ করকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না, [ ২ ] অবশ্যই তাহার একপ্রকার প্রভা মানবগণের জ্ঞানগোচর হইতে থাকে। অতএব আমি স্বীয় অভিপ্রায়ে বিষয়ে আর কিছু প্রকাশ না করিলেও স্মৃদশি মহাশয়েরদিগের সমক্ষে তাহা অব্যক্ত থাকিবে না।

“আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিয়দিন পরে কতিপয় বিজ্ঞবর বিদ্বান্ বন্ধুর সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাঁহারা সকলেই ইহার আশ্চর্য্যপাশ্বে পাঠ করিয়া এতাদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে গ্রন্থকর্তাকে কোনক্রমেই হস্তান্ত্র হইতে হইবেক না। এবং ইঙ্গরাজ ও সংস্কৃত বিজ্ঞান নিপুণ স্ত্রাব্য \* যে রচনা পাঠ করিয়া মনোরম জ্ঞান করেন তাহা সর্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিবার আর সন্দেহ থাকে না; অতএব আমি এই সাহসে সাহসী হইয়া ঈদৃশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থখানি পাঠক মহাশয়দিগের আদরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কি অনাদৃত হইয়া তাঁহারদিগের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিত করিবে, ইহার কিছুই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না; কিন্তু এই মাত্র সাহস করি, যাহা দশজন মহোদয় পণ্ডিতের মনোনীত হইয়াছে, তাহা কখনই সাধারণের অগ্রাহ হইতে পারিবে না।

[ ৩ ] “কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করা অতি দুঃসাধ্য, যেহেতু সর্বমনোরঞ্জন কোন পদার্থ এই জগৎগুণে অস্ত্যপি জন্মে নাই। অধিক কি কহিব, যিনি এই অধিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া যথানিয়মে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই বিশ্বপিতা জগদীশ্বরেরও অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহান হইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক করেন। অতএব অতি অকিঞ্চিৎকর এই পুস্তক দ্বারা কি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব? বিশেষতঃ বাক্যলা ভাষা এখনও নবীন ও অলঙ্কারপরিহীন, এবং তাঁহার দারিদ্র্যাবস্থারও শেষ হয় নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্বাঙ্গসুন্দরী করা যায় না। যাহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছা আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সুভাষা কহা যায়। কেবল কোমল কিম্বা অতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে ভাষার

\* ব্যক্তি। এইরূপ হাপার ভুল আছে।

চিত্তাকর্ষণী শক্তি আছে এমন নহে; কিন্তু তাহার জীবনস্বরূপ অর্থ সৌন্দর্য্য না থাকিলে সকলই নিষ্ফল। অতএব তাহার প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দর্য্যকে অধিকতর আচ্ছাদ্যমান করাই কর্তব্য; তাহা হইলে নাটকাদি গ্রন্থ সকল সমীচীনরূপে রচিত হইতে পারে।

[ ৪ ] “বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রাণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলাগুণে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্ৰয়োজন্যই ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব হইতে স্তব্ধা হরণ নামক প্রস্তাব সকলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম। ইহার দ্বারা যে সেই অভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এমত নহে; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশয়েরদিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় সুকবিগণ কর্তৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া দৃঢ় বদ্ধমূল সেই অভাবকে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

[ ৫ ] “এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার বৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাৱশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইউরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গল্প পদ্ধতির নিয়মের অগ্রগতি হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে হৃদধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অগ্রাঙ্গ কার্য্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইউরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ একে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় ( Act ) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক ( Act ) এক্ট যেরূপ ( Scene ) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটকে তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত ( Scene ) সিন্ শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ষটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই ( Scene ) সিন্ কহে। যথা, কবির ভারতচন্দ্রের বিজ্ঞানসূত্র নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চী-পুরে ভট্টের গমন ও সূত্রের সহিত তাহার কথোপকথন, যতপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত [ ৬ ] হইত, তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের অতিক্রমিত প্রায় ইউরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইউরো-পীয়েরদিগের স্বতন্ত্র নৈপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের

জায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলায়সারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

“বিজয়র মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতা হইয়া বিনীতবচনে প্রার্থনা করিতেছি, যদিও এই গ্রন্থ নবীন নীতিতে শ্রেণীত হইল, তথাপি একবার ইহার আভ্যুপাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া দোষ গুণ বিচার করিলেই কৃতার্থ হইয়া শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।

শ্রীভারতচরণ শীকদার।”

শকাব্দ ১৭৭৪।১০ আশ্বিন।

ইহার পরে পরায়চ্ছন্দে রচিত “আভাস” গীর্ধক একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তাবনা (পৃ: ৭—৯) আছে। ইহা নটনটীর উক্তি নহে, গ্রন্থকার স্বয়ং ছন্দোবদ্ধে সামান্তভাবে গল্পাংশের সূচনা করিতেছেন। প্রথমে নাটক-রচনার প্রশংসা, কোরব ও পাণ্ডবদিগের বৈরিভাব বর্ণনা, পঞ্চ পাণ্ডবের পাঞ্চাল নগরী গমন, পার্থের লক্ষ্যভেদ, জননী-আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতার দ্রোপদীর সহিত বিবাহ, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজপুরী নির্মাণ ও যথাবিধি রাজ্যাশাসন,—

“যথাবিধি রাজকার্য্যে ক্রটি নাহি তার।

নারদ আসিয়া মধ্যে ঘটাইলা দার ॥

বাজসেনী সহবাসে নিয়ম স্থাপিয়া।

সুরপুরে দেবঋষি গেলেন চলিয়া ॥

নারদের নিয়মেতে দেখে কিবা গুণ।

তীর্থবাড়া করি ভজা হরিলা অর্জুন ॥” (পৃ ৯)

ইহার পরে রীতিমত নাটকের আরম্ভ। নাটকখানি ১—১৪২ পৃষ্ঠার ৫ অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথমেই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা, যথা—(কোন পৃষ্ঠাঙ্ক নাই।)

নাটকসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম

ধৃতরাষ্ট্র	হস্তিনার বৃদ্ধ রাজা
যুধিষ্ঠির	অধিপতি
ভীষ্ম	যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ
অর্জুন	
নকুল	
সহদেব	
দ্রুপদ্যোধান	ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ও যুবরাজ
দ্রুশাসন	ঐ
ভীষ্ম	শান্তনুর তনয়
কর্ণ	দ্রুপদ্যোধানের সখা

বসুদেব	যুধিষ্ঠিরের মাতুল
কৃষ্ণ	বসুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র
বলদেব	বসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র
নারদ	দেবঋষি
দারুক	সারথী

সত্যভামা	কৃষ্ণের প্রধান মহিষী
কন্সিগী	কৃষ্ণের দ্বিতীয়া মহিষী
দ্রৌপদী	পাণ্ডবগণের স্ত্রী
সুভদ্রা	কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী .
সহচরী	
প্রতিবাসিনী	
অস্ত্রান্ত্র কুলকামিণীগণ	

দূত, দারী, প্রহরী, এক মত্তপ, বাতুল ও পথিকগণ ইত্যাদি।”

### প্রথম অঙ্ক—( পৃ: ১—১২ )

প্রথম সংযোগস্থল ( পৃ: ১—১০ ) ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। সভায় যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃগণ সহিত আসীন। নারদ বীণা-যন্ত্রে হরিশুণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। এইখানে একটি গান দিয়া নাটকের সূচনা। তারপর নারদ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন; অস্ত্রান্ত্র পাণ্ডবগণ উপস্থিত থাকিলেও তাঁহারা কোন কথাবার্তা করেন না। পাঁচ ভাইএর এক স্ত্রী বলিয়া নারদের ভয় হইয়াছে যে, পাছে এই ব্যাপার লইয়া ভ্রাতৃবির্দ্বেষ উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন, “আপনি একি আজ্ঞা করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে, এ পক্ষ মধ্যে বিরোধাস্থর উৎপত্তির বীজ কোথায়।” (পৃ: ৪) নারদ কহিলেন—“ইহার বীজ আপনাদিগের গৃহ মধ্যেই আছে।” বলিয়া স্ত্রীলোকের কথা পয়ারছন্দে বর্ণনা করিলেন (পৃ: ৬—৯)। এবং ভ্রাতৃবির্দ্বেষ নিবারণের উপায়স্বরূপ পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে কৃষ্ণসহবাসের জন্ত এক নিয়ম স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। “তোমরা এক এক জন দ্রৌপদী সহিত কালক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অস্ত্র যিনি দ্রৌপদীর গৃহ প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ ভীষণপাষ্ট্র করিতে হইবেক; নতুবা সে পাপ ধ্বংস হইবেক না।” (পৃ: ১০) তাঁহারা সকলে এ বিবরে অস্বীকারবদ্ধ হইলেন।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল—( পৃ: ১১—১৫ ) রাজপুরীর সিংহদ্বার। দম্ভাগণ কোন ভ্রাতৃগণের গোধান হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; তিনি আসিয়া অর্জুনের শরণাপন্ন। অর্জুন বলিলেন—“প্রভো, কণেক বিলম্ব কর।” মহারাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত গৃহমধ্যে বিরাজ

করিতেছেন ; অত্ৰাদি সেই গৃহেই আছে ; কিন্তু তিনি তথায় প্রবেশ করিতে অক্ষম । ব্রাহ্মণ এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া অভিসম্পাত দিতে উত্তত হইলে অঙ্কূর্ন অগত্যা পূর্কপরি বিবেচনা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মরূপ লইয়া ব্রাহ্মণের হিতসাধনে তৎপর হইলেন । এই দৃষ্টে গম্ভ অপেক্ষা পশ্চের ভাগই অধিক ; সর্বত্র পয়ার, কেবল অঙ্কূর্ন যেখানে উভয়-সকটে পড়িয়া আপন মনে বিতর্ক করিতেছেন, ( পৃঃ ১৪—১৫ ) সেখানে দীর্ঘ ত্রিপদী ব্যবহৃত হইয়াছে । এই দৃষ্টের শেষভাগে এইরূপ নাট্যসঙ্কেত বা Stage-direction আছে,—

“[ এইরূপ বিবেচনা করিয়া অঙ্কূর্ন গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক ধর্ম্মরূপ লইয়া তত্ত্ববিগতকৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন । ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অঙ্কূর্নকে আশীরাশি প্রদান করত স্বগৃহে গমন করিলেন । ]”

তৃতীয় সংযোগস্থল ( পৃঃ ১৫—১৯ ) যুধিষ্ঠিরের শয়নাগার । যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্মুখে অঙ্কূর্ন প্রবেশ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের জন্ত বিদায় গ্রহণ করিতেছেন । যুধিষ্ঠির ও বিশেষতঃ দ্রৌপদী অঙ্কূর্নকে অনেক নিবারণ করিলেন, পরে ভীম আসিয়া সেই অনুরোধে যোগদান করিলেন ; কিন্তু অঙ্কূর্ন প্রতিজ্ঞালব্ধনে অশক্ত । “অঙ্কূর্ন ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও কুন্তীকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন ।” ( পৃঃ ১৯ ) । এই দৃষ্টে গম্ভ পশ্চ ( পয়ার ) হই ব্যবহৃত হইয়াছে । স্থানে স্থানে পয়ার ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে । যথা,—

দ্রৌপ । অঙ্কূর্ন কি বলিতেছে ।  
 যুধি । তীর্থতে যাইবে ।  
 দ্রৌপ । কিরূপ সম্ভবে ইহা ।  
 অঙ্কূ । অন্তথা নহিবে ।  
 দ্রৌপ । কি কারণে হেন উক্তি ।  
 অঙ্কূ । সন্ধি লজ্জিয়াছি ।  
 দ্রৌপ । লজ্জিয়াছ তাহাতে কি ।  
 অঙ্কূ । দোষী হইয়াছি ।  
 দ্রৌপ । কিসে সন্ধি ভঙ্গ হলো ।  
 অঙ্কূ । তোমার গৃহতে ।

যবে তুমি ছিলে ধর্ম্মরাজের সনেতে ।” ইত্যাদি ( পৃঃ ১৬—১৭ )

দ্বিতীয় অঙ্ক—( পৃঃ ১৯—২০ )

প্রথম সংযোগস্থল, স্বারকা, বসুদেবের শয়নাগার । বসুদেব আসীন, দেবকী ও রোহিণীর প্রবেশ । স্ত্রত্ৰাকে যৌবনস্থা ও বিবাহযোগ্য্য দেখিয়া দেবকী ও রোহিণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা । আইবুড়ো মেয়ে বড় হইলে মায়ের মনে উষেগ ও নিশ্চিন্ত স্বামীকে তাহার বিবাহের জন্ত



তাগাদা, এই বাঙ্গালী গৃহের অনুরূপ চিরপরিচিত গাঁইহা চিত্রটি বেশ স্মরণ হইয়াছে। ইহাও কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।—

দেব। তুমিত হে সংসারের কিছুই জান না।

বহু। সংসার করিতে হয় কি রূপে বল না ॥

দেব। ছুই সন্ধ্যা চতুর্বিধ রসেতে ভোজন।

রজনীতে অপরূপ শয্যায় শয়ন ॥

ইহাই করিলে যে সংসার করা হয়।

মনেতে জানিও ভাল কিছু তাহা নয় ॥

বহু। তোমার মনের কথা বল স্পষ্ট করি।

ও কথা বুঝিতে আমি শক্তি নাহি ধরি ॥

দেব। কে কি অবস্থায় আছে মনে বিচারিয়া।

পারিবারাদিকে দেখ কটাক্ষ করিয়া ॥

রোহি। দিদী, কি বলিতেছ ?

দেব। আমার মাথা,—সুভদ্রার ভাবনাতেই আমার নিদ্রাহার হ্র হইয়াছে।

রোহি। বটে,—আমিও ঐ চিন্তাস্রুতে শয়ন করিয়াছি। হা!—বহুদেব কি স্বপ্নেও একবার মনে করেন না।

বহু। তোমরা দুইজনেই যে আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছ, আমি সুভদ্রাকে কি হ্রবস্থায় রাখিয়াছি ?

দেব। সুভদ্রার উত্তমোত্তম জব্য ভক্ষণের ভাবনা নাই, পরিধেয় বস্ত্রেরও ভাবনা নাই ; রত্নালঙ্কারেরও ভাবনা নাই বটে—। (বলিতে ২ মৌনাবলম্বন করিলেন)

বহু। এতদ্ব্যতীত আর কিসের ভাবনা।

রোহি। তুমি যেন এ কথার কিছুই জান না ॥

বহু। আর কি জানিতে হবে স্পষ্ট করি বল।

রোহি। রহস্তে নাহিক কাষ যাও মেনে চল ॥

বহু। কি কথায় রহস্ত পাইলে তুমি টের।

রোহি। তোমার নাহিক দোষ মম ভাগ্য ক্ষেত্র ॥

বহু। তোমাদের কথা আমি বুঝিতে অক্ষম।

রোহি। তোমাতে কি দোষ দিব আমাদেরি ভ্রম ॥

বহু। ছন্দোবৃত্ত বাক্য ছাড়ি কহ করি স্পষ্ট।

রোহি। সমান ভাবিও মনে সকলের কষ্ট ॥

বহু। সকলের ক্লেশ আমি দেখি সমভাবে।

রোহি। তাহাই দেখিলে পর সব টের পাবে ॥

বহু । আমি এ রহস্য বাক্যের মধ্যে নাই ।  
 আনন্দেতে থাক আমি বাহিরেতে যাই ॥  
 ( গমনোদ্যোগ করিলেন )

দেব । কই বাক্য কহে নাই কেন কর ক্রোধ ।  
 অবোধ হইলে তুমি কেবা দিবে বোধ ॥  
 ( বহুদেবের হস্ত ধরিলেন )

বসো ২ কোথা যাও কথাগুলি শুন ।  
 বুদ্ধিতে পারিবে পরে কার মন্দ গুণ ॥

বহু । দেখে দেবকি আমি না জানি শঠতা ।  
 আমার সহিত কেন কর কপটতা ॥  
 স্পষ্ট করি বল যাহা বলিবার হয় ।  
 মিছামিছি ছেঁদো কথা গায়ে নাহি সর ॥

রোহি । করি নাই আমি নাথ তোমারে রহস্য ।  
 তোমার কাছেতে কিবা আছে অপ্রকাশ ॥  
 স্তম্ভদ্বারে বেরিয়াছে সম্পূর্ণ যৌবন ।  
 জন্মেতে সেরোকহ কলিকা দর্শন ॥  
 এমন সুবতী কন্তা যাহার আগারে ।  
 নিশ্চিন্ত থাকিতে আর নাহি সাজে তারে ॥  
 অনুচা তনয়া ঘরে বড়ই বালাই ।  
 কখন কি হয় আমি সদা ভাবি তাই ॥” ( পৃঃ ২০—২৩ )

বহুদেব তখন আশ্বাস দিলেন যে, কাল সকালে কৃষ্ণ বলদেবকে ডাকাইয়া বটকাদি আনাইয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন । এখন রাজি অধিক, “নিদ্রায় নরন ভারি আর না জাগিতে পারি জাগিতে কি প্রয়োজন আর । ভাবনা ত্যজিয়া দূরে চল যাই শয্যাপুরে কল্যা প্রাতে হবে প্রতিকার ।” ( পৃঃ ২৪ )

“( অনন্তর এই সকল কথোপকথনান্তে তিনি জনৈই আপন আপন শয্যাগারে গমনপূর্বক শয়ন করিলেন । )”

দ্বিতীয় সংযোগস্থল ( পৃঃ ২৫—৩০ ), বহুদেবের উপবেশনাগার । বহুদেব বলদেবকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন । “তোমার জননী! গত রজনীতে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন” । বলদেব বলিলেন,—উপযুক্ত পাত্রের অভাব কি । হৃষ্যোধন রহিয়াছেন । তবে কৃষ্ণকে এ কথা জানান হইবে না ; কারণ, হৃষ্যোধন তাঁহার মনোনীত হইবে না । বহুদেব ইহাতে আপত্তি করিলেন ; কৃষ্ণকে না জানাইলে প্রমাদ ঘটতে পারে । বলদেব বলিলেন, এ বিষয়ে তিনি সমস্ত ঠিক করিবেন, কোনও গোলযোগ হইবে না । বহুদেব তাহাতে উত্তর

করিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ, এ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ গুণেই সমস্ত ভার। তবে এমন কার্য্য কর, যাঁহাতে ক্লেশের সহিত কলহ না হয়। প্রথমাংশে গন্ত থাকিলেও শেষটা সমস্ত পয়ার।

তৃতীয় সংযোগস্থল ( পৃ: ৩১—৪০ ), বহুপুরীর অন্তঃপুর। দেবকী, রোহিণী, সহচরী ও প্রতিবাসিনী প্রবেশ করিল।” রোহিণী শুনিয়াছেন যে, হৃষ্যোধনের সহিত শূভদ্রার সম্বন্ধ ঠিক হইতেছে। ইহাতে দেবকীর আপত্তি। কারণ, হৃষ্যোধন ছুটিরাজ ও তাঁহার বাপ ধৃতরাষ্ট্র কাণা।

“দেব। ওমা, সে কি, একটা কাণা বেয়াই হইবে। একে হৃষ্যোধনকে সকলে কাণা-রাজার বেটা কাণা রাজার বেটা বলে, আবার শূভদ্রাকে কি কাণার বো। কাণার বো বলিয়া ডাকিবে। ওমা সেটা বড় লজ্জার কথা।

রোহি। ভাল তাতে বাধা কি ?

দেব। কাণা বেয়াই হটলে লোকে কি বলিবে ? তাতে কুটুম্বিতার সুখ হবে না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুরয় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সে আজ পর্য্যন্ত চক্ষু মেলে চায় না। বেয়াই বেয়ানের মধ্যে কেহই বধূর মুখ দেখিতে পাবে না, এ কি খাট ভ্রূংখের কথা ?

রোহি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, তাহাকে কি যে সে কাণা কাণা বলিতে পাবে ? ধৃতরাষ্ট্র কাণা বটেন। কিন্তু তাহাতে হৃষ্যোধনত অন্ধ হইবে না আর গান্ধারী মনোহরণে চক্ষুরোধ করিয়াছে, এ হেতু শূভদ্রাকে ত নয়ন মুদিয়া থাকিতে হইবে না। অতএব ইহাতে দোষ কি ?

সহ। কেমন গো প্রতিবাসিনী, তুমি ত এই পাড়ার একজন প্রবীণা, অনেক দেখিয়াছ শুনিয়াছ। রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে, তুমিই বিবেচনা কর দেখি ? ছেলের বাপের যদি কোন অঙ্গে দোষ থাকে, তাহাতে পাত্রত সে দোষে দোষী হয় না।

প্রতি। হাঁ গো বোন, আমি বিবেচনা করিয়াছি। দেবকী রোহিণী, উভারা ত সেদিনকার মেয়ে। আমি উহাদের বাপের পর্য্যন্ত নিয়া দেখিয়াছি।

সহ। ভাল ঠিক বেয়াই কাণা, তাতে ঠিক কি আটক থাকে। বেয়াএর সন্ধেত ঠুঁদের কাহারো দেখা হবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে উনি এত খেদিত হইতেছেন কেন।

প্রতি। হাঁ তাইত বটে, বেস বলেছি, শূভদ্রার বরটির অঙ্গহীন না হইলেই হয়, সেটির সর্বাঙ্গ সুন্দর হইলেই ভাল। তার বাপ কাণাই হউক, বা খোঁড়াই হউক—তাহাতে ঠুঁদের ত কিছু বাধিবে না।

সহ। ভাল কথা বলিয়াছ, তাই জিজ্ঞাসা কর দেখি। উনি যে কাণা কাণা করিয়াই হেয় জ্ঞান করিতেছেন।

প্রতি। হাঁ হইতে পারে বেয়াইএর সঙ্গে তামাসার সম্পর্ক। কাণা হইলেত সেটি হবে না।

দেব। তোমরা রহস্ত করিতেছ, কর। আমি এ প্লেথোক্তির মধ্যে নাই আমার কোতুক করিবার সময় নহে।

প্রতি। ভাল গো, কথার কথা একটা কহিলেই কি রাগ করিতে হয়। তোমাদের মেয়ের বিয়া, তোমরা বাহা করিবে তাহাই হবে। বাহা ভাল বুঝ তাহাই কর। এ স্থলে আমার থাকিবার প্রয়োজন কি? আমি এখন ঘরে চলিলাম। (প্রতিবাসিনী গমন করিল)। ইত্যাদি। পৃ: ৩২—৩৪।

তার পর অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সুভদ্রার যেখানে ভবিষ্যৎ, সেইখানেই হইবে। বিধাতার নির্বন্ধ বাহা তাহা কে অস্ত্রাধা করিবে।

এ দৃশ্য সমস্তটাই উদ্ধৃত হইবার যোগ্য, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম। ভদ্রাজ্জুন নাটকে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য;—প্রথম, ইহার ভাষার প্রাঞ্জলতা। মহা-ভারতীয় গুরু-গম্ভীর কথা অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ইহার ভাষা সর্বত্র নিতান্ত খেলো না হইলেও সরল ও অনাড়ম্বর। পন্নাদি ছন্দ ব্যবহৃত হইলেও কঠিন বা “সাধু” ভাষা প্রয়োগেচ্ছার উদাহরণ হু-এক স্থল ভিন্ন বিরল।\* উপরোদ্ধৃত নাট্যকারের বিজ্ঞাপনেও তিনি তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, ইহার চরিত্রগুলি বেশ সজীব। যদিও বহুদেব, দেবকী প্রভৃতি মহাভারতোক্ত চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থকার সর্বদা স্বকীয় জীবনের ও মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের চিত্রিত করিয়াছেন। এখানে দেবকী, রোহিণী ও তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তনীর কথোপকথন বাঙ্গালী-ঘরের মেয়েদের মধ্যে বিবাহের “ঘোঁট” ঘেরূপ হয়, সেইরূপ করিয়াই অঙ্কিত হইয়াছে। সর্বত্রই এইরূপ ভাষা ও চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শের কাছাকাছি রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক। (পৃ: ৪০—৪৩)

প্রথম সংযোগস্থল। প্রভাস তীর্থ, অর্জুনের আগমন। দারুক, প্রহরী ও একজন সেনা অর্জুনকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার আগমন-সংবাদ কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাওন। সমস্ত কথোপকথন গল্পে।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল। (পৃ: ৪৩—৪৫) কৃষ্ণের সভা। দারুক প্রবেশ করিয়া অর্জুনের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণ রথ আনিতে ও সমস্ত পুরুষকে অর্জুনের অভ্যর্থনার্থে রৈবত পর্বতে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পুর্বেই ভ্রাতৃ সমস্ত গল্পে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃ: ৪৫—৪৭)। প্রভাস তীর্থ, কৃষ্ণ ও দারুক কর্তৃক অর্জুনের অভ্যর্থনা। সমস্তটা গল্পে রচিত।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃ: ৪৭—৫৩)। পর্বতোপরি অট্টালিকা। সত্যভামা সুভদ্রাকে অর্জুনের কথা ও পূর্ব-ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রৈবতকে মহোৎসবের

\* অবশ্য অনেক স্থলে কাব্যোৎকর্ষ বিধান করিবার জন্য ভারতচন্দ্রাদির অনুকরণে কবি কৃত্রিমতাপূর্ণ অস্বাভাবিক ও উৎকট বাক্য-কটকিত ভাষাবিশ্রাস করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রেমবর্ণনার, নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনার। উদাহরণ পঞ্চাৎ দেওয়া গেল।

বর্ণনা। প্রায় সমস্তটা পদ্যে ( পরার ও দীর্ঘ-ত্রিপদী ) রচিত। শেষভাগে গদ্য ( এক পৃষ্ঠা ) ব্যবহৃত হইয়াছে। এ কয়টি দৃষ্টে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল ( পৃঃ ৫৩—৬১ )। রাজবর্ষা। কৃষ্ণ ও অর্জুন ( নেপথ্যে ) রথে আসিতেছেন; এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী, পথিক, ও গ্রহরৌর কথোপকথনজ্বলে তাহার বর্ণনা। বিদূষক বর্জন করিয়া নাট্যকার এইরূপ হাস্যাত্মক প্রসঙ্গ ( Comic element ) আনিয়াছেন। এই দৃষ্টের প্রথম হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। এ দৃষ্টটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং হাস্যোজ্জ্বলের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল।

রাজবর্ষা।

এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল।

মদ্যপায়ী গান করিতেছে।

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল ধিমা তেতালা।

কালী আমি এই ভিক্ষা চাই, গো মা।

স্বধারদে ডুবি যেন এ প্রাণ হারাই ॥

চমকে চমকে পুরি,

আর পিতে নাহি পারি,

মুখে কেহ তুলে দিলে, তবে তুষ্ট হয়ে খাই ॥

বাতু। বেটা তুই কি গান করিতেছিস্ ?

মদ্য। ওরে শ্রীলা মার নাম গাইতেছি।

বাতু। তুই শ্রীলা মদ খাইয়াছিস্। উঃ—শ্রীলার মুখে গন্ধ দেখ।

মদ্য। আমি মদ খাইয়াছি তোর কি ? আজ বড় খুসি আছি, দেখ শ্রীলা কৃষ্ণের রথ আসিতেছে, ওর ভিতর অর্জুন আছে।

বাতু। কৈরে ব্যাটা অর্জুন কোথা,—তুই বেটা কয় পাত্র খাইয়াছিস্।\*

মদ্য। কয় পাত্র,—ওরে শ্রীলা অগুস্তি—অগুস্তি। সেই সকালে আরম্ভ করিয়াছি, আমার অর্জুনকে দেখে আবার খাব। আজ বড় আশোদ, তুই বেটা পাগল বৈত নৈস্, তুই কি জান্‌বি। তোর বুদ্ধি আছে, মা স্তান আছে।

( ইহা বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে পুনর্বার গান আরম্ভ করিল )

ঐ আসতেছে অর্জুন।

আমি মদের জন্তে হব খুন ॥

যখন অর্জুন আসবে কাছে

তার কাছে ভিক্ষা চাব,

সে আমায় বা ভিক্ষা দেবে,

\* বাতুল ঠিক বাতুলের মত কথা কহিতেছে না।

তাই দিয়ে মদ কিনে খাব।

ঐ আসতেছে অর্জুন।

১ম পথি। ঐ দেখ ভাই, একজন মাতাল নৃত্যগীত করিতেছে। চল নিকটে গিয়া দেখি।

২য় পথি। না ভাই মাতালের নিকট যাওয়া উচিত নহে। মাতালের কি জ্ঞান থাকে ? সে কি বলিতে কি বলিবে। লোকে বলে, দণ্ডি, শূঙ্গি, ও মত্ত ইহাদের নিকট যাইবে না।

৩য় পথি। চল না, দেখিই না গিয়া কেন, সে যদি তেমন করে, তাতে ভয় কি, প্রহরী আছে।

( সকলেই দ্রুতগতিতে মাতালের নিকট গেল )

বাতু। তোমরা সকলে এই মাতাল বেটার রঙ্গ দেখ।

মত্ত। শ্রীলা তুই আমাকে বেটা বলিলি কেন ? আমি তোমার কি ধার ধারি। শ্রীলা তুই বেটা, তোমার বাপ বেটা।

বাতু। বেটাকে এমন খাঙ্কা দিব ঐ খানায় গুঁজড়িয়া রাখিব।

মত্ত। কৈ আর শ্রীলা মার দেখি।

( হুই জনে বাহযুদ্ধ আরম্ভ করিল ) পৃঃ ৫৩—৫৫।

তৎপরে প্রহরীর প্রবেশ ও হুই জনের মল্লযুদ্ধ নিবারণ। তৎপরে অর্জুন ও কৃষ্ণ রথারোহণে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হইলেন। কেহ বলিল, রথে হুই কৃষ্ণ—অর্জুন কোথা। কেহ বলিল, একজন কৃষ্ণ, অস্ত্র জন উদ্ধব। ইহা লইয়া মত্তপ, বাতুল প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর কলহের মধ্যে দৃষ্টের শেষ। এ অংশটা বাহ্যল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃঃ ৬১—৭৩)। “অট্টালিকোপরি” সত্যভামা ও সুভদ্রা অর্জুনের আগমন দর্শন করিতেছেন। অর্জুনকে দেখিবার জন্য সুভদ্রার অত্যন্ত কোতূহল এবং অর্জুনকে দেখিবামাত্র ভদ্রার চিত্তচঞ্চল্য। এইখানে একটু দীর্ঘচ্ছন্দ, হাছতাশ, ও খিয়েটারী ঢং আছে ; তাও আবার পয়ারে প্রথিত। ভদ্রার তখন “সখি ধর-ধর” অবস্থা। “বল সত্যভামে আর কি কব তোমায়। অর্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি শ্রাণ যায়।” ইত্যাদি ৬৩ পৃঃ হইতে ৭৩ পৃঃ পর্য্যন্ত। ভদ্রা কর্তৃক ভারতচন্দ্রের অঙ্করণে অর্জুনের রূপবর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক। ইহার খানিকটা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল “নারায়ণ” (১৩২১-২২) পৃঃ ৪২২ তুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং এখানে আর তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ভদ্রাকে এইরূপ অধৈর্য্য ও প্রগলভ্য দেখিয়া সত্যভামা তাহাকে নিলজ্জা ব্যাপিকা বলিয়া তিরস্কার করিলেন। কিন্তু তাহাতেও ভদ্রা প্রবোধ মানিল না ; তখন সত্যভামা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অর্জুনকে মিলাইয়া দিবেন। “বিজ্ঞানন্দরী” নামিকা ধরণে এইখানে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। সত্যভামা বলিলেন, “আজি রজনীতে ভদ্রে করিব বিহিত। অবশ্য অর্জুন সহ হবে তোমার প্রীত ॥” কিন্তু ভদ্রা একেবারে উতলা—“এখনো রজনী সখি বহুক্ষণ আছে। ইহার মধ্যেতে মম শ্রাণ যায় পাছে ॥ তখন মিলনে বল কিবা হবে ফল। কি হবে

আহুতি দিলে নিভিলে অনল ॥” শেষে সত্যভামার পায়ে ধরিয়া কান্না—“(সত্যভামার চরণ ধরিয়া কহিতেছেন) বড়ই কাতরে ধরি চরণ তোমার। কৃপা করি কর যাহে হয় প্রতিকার ॥”

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃ: ৭৫—৭৭)। অন্তঃপুর, সত্যভামার গৃহ। কৃষ্ণের নিকট সত্যভামার কর্তৃক সুভদ্রার আরজির নিবেদন। কৃষ্ণের সম্মতি আছে; কিন্তু ভয়—পাছে অর্জুন স্বীকার না করে! সত্যভামাকে বলিলেন,—“তুমি গিয়া অর্জুনে কহিয়া যথোচিত। সুভদ্রার বিবাহের করহ বিহিত ॥” প্রথম কথ্য পংক্তি গস্তে; অবশিষ্টাংশ পরার ও দীর্ঘ ত্রিপদী।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃ: ৭৭—৮২)। অর্জুনের শয়নাগার। গভীর নিদ্রাধীন সত্যভামা সুভদ্রাকে লইয়া ঘটকালী করিতে আসিয়াছেন। এই দৃশ্যের সমস্ত অংশ আধুনিক রুচিসম্মত নহে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। এ নাটকে প্রেম প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণনা অনেকটা মামুলী কাব্যগত আদর্শানুযায়ী ও প্রাণহীন।

“অর্জু। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) অগ্নি সত্যভামে, কাদম্বিনী অবর্তমানেও কন্দর্পদর্পহারিনী জনগণপ্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার হৃদয়ে কেন পতিতা হইল? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি এই চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ।

সত্য। ধনঞ্জয়, আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সৌদামিনীও রূপ সন্দর্শনে দেবরাজ সর্বদা চঞ্চল, কিন্তু চপলার অলক্ষ্য চঞ্চলতা হেতু তাহাকে বাণ সন্ধান লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল প্রাণ নষ্ট করিতেছেন; সেই সৌদামিনী তাঁহার বজ্রভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতে আসিয়াছেন।

অর্জু। সত্যভামে, বাক্যমুখ্য বর্ষণে আমার কর্ণকুহর সাতিশর স্নিগ্ধ করিলে! কিন্তু সৌদামিনীর সন্তাপে আমার হৃদয় দক্ষ হইতে লাগিল।

সত্য। ভয় নাই, চিন্তা করিও না, তোমাদিগের কৃষাই তোমার হৃৎথে হৃৎখিনী হইয়া সৌদামিনীরূপে স্বদীয় কাস্তিরূপ কাদম্বিনী সহ মিলিতা হইতে আগমন করিয়াছেন, গ্রহণ কর।” (পৃ: ৭৮—৭৯) ইত্যাদি।

অর্জুন সুভদ্রাকে দেখিয়া একেবারে প্রেমনাগরে হাবুডুও ও সুভদ্রার হাত ধরিয়া টানটান। তৎপরে যখন ভুলিলেন যে, ভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী, তখন বলিলেন যে, কৃষ্ণের অনুমতি ব্যতিরেকে “ভদ্রার অন্তর্স্পর্শও করিব না”। সত্যভামা কৃষ্ণের অনুমতি জানাইলেন ও উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিবাহ নিরীহ করিয়া সুভদ্রা লইয়া গমন করিলেন।

নবম সংযোগস্থল (পৃ: ৮২—৮৪)। রৈবত পর্ব্বত, বলদেবের সভা।—সংক্ষিপ্ত। নারদ আসিয়া বলদেবকে উদ্ধাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভদ্রাকে অর্জুনের হস্তে অর্পণ করিবেন। গন্ত ও পন্তে রচিত।

**চতুর্থ অঙ্ক।**

প্রথম সংযোগস্থল (পৃ: ৮৫—৮৮)। হস্তিনা, ধৃতরাষ্ট্রের সভা। নারদ বলদেবের পুত্ররূপে

আসিয়া ভদ্রার সহিত দুর্যোধনের বিবাহের কথা শ্রুতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রুতরাষ্ট্র, দুর্যোধন প্রভৃতির দ্বারকা যাত্রার উদ্ভোগ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই; শ্রুতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরণ। আমূল গল্প।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল ( পৃ: ৮৮—৯২ ), ইজ্ঞপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। দূত আসিয়া বরপক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র দান করিল। যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ। তৎপরে ভীম, নকুল ইত্যাদির প্রবেশ। ভীম নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া বলিল যে, অর্জুনের সহিত ভদ্রার বিবাহ ঠিক হইয়াছে, এ আবার কি নূতন কথা। তর্ক-বিতর্কের পর যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীম এক অক্ষৌহিনী সেনা লইয়া দ্বারকায় বাইতে রাজী হইলেন এবং বাহাতে দুর্যোধনের সহিত কলহ না হয়, তাহা ধর্ম্মরাজের নিকট অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমার্শ গল্প, ভীমাদির কথোপকথন পরায়ের রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল ( পৃ: ৯২—৯৫ )। হস্তিনার রাজবন্ধ্য। “বরবেশি দুর্যোধন, হুঃশাসন, কণ, ভীম, দ্রোণ ও অর্জুন বরযাত্রিরদিগের সম্মুখে ভীম আগমন করিলেন।” ইহা দেখিয়া কোরবগণের আনন্দপ্রকাশ। ভীম শ্লেষোক্তি করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, এখন দ্বারকা অনেক দূর, দুর্যোধনের বরসজ্জায় যাওয়া উচিত নহে; কারণ, বিবাহের এখন কি হয়, বলা যায় না, “নিকট হইতে তত্ত্ব লইয়া বরসজ্জা করিলেই ভাল হয়”। দুর্যোধন ইত্যাদি রাগ করিয়া বলিল যে, ভীম চিরকাল হিংস্রক, কোরবের ভাল কখনই দেখিতে পারে না। ভীম উত্তর করিল, “আমি ভালই বলিয়াছি। দুর্যোধন বরবেশেই চলুন, মুখে কালী মাখিয়া আইলেই চৈতন্য হইবে।” সমস্তটা গদ্য।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল ( পৃ: ৯৫—৯৭ )। রৈবত পর্বতোপরি অট্টালিকা। ভয়কাতরা সত্যভামা আসিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, তাঁহারই উদ্যোগে ভদ্রার সহিত অর্জুনের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন করিয়া এখন বলদেব ও দুর্যোধনের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত। “বাধিল তুমুল যুদ্ধ ভদ্রার কারণ। আমি চাহি এবে হউক আমার মরণ॥” ( পৃ: ৯৬ )। কৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন ও উপায় করিবেন বলিলেন। অধিকাংশ গদ্য, কেবল সত্যভামার বক্তৃতাটা পদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল ( পৃ: ৯৮—১০০ )। রৈবত পর্বত। অর্জুনের শয়নাগার। কৃষ্ণ অর্জুনকে তালিম করিতে আসিয়াছেন। কুলাঙ্গনাগণ যখন স্নতদ্রাকে হরিদ্রা লেপন করিবেন, সেই সময় অর্জুনকে স্নতদ্রা হরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সমস্তটা গদ্যে বিরচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল ( পৃ: ১০০—১০১ )। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বলদেবের সভা। দুর্যোধনের অগ্রদূত আসিয়া কল্য প্রাতে তাহার আগমনবার্তা দিল। বলদেবের কুলাঙ্গনাগণকে কুলাচারাদি করিতে প্রহরীর মুখে আদেশদান। সমস্তটা গল্প।

চতুর্থ সংযোগস্থল ( পৃ: ১০১—১০৮ )। অন্তঃপুর। দুর্যোধনের সহিত পুনর্বার বিবাহের কথা শুনিয়া স্নতদ্রা কাঁদিয়া আকুল। “কালকূট দাও সখি আমি করি যান। নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান।” স্নতদ্রার চরিত্র অত্যন্ত ভাবগদগদ প্যান্থপেনে নান্নিকার মত



হইয়াছে এবং যাজ্ঞধর্যের এই সব লম্বা লম্বা পয়্যারে বক্তৃতা অত্যন্ত ক্লাস্তিকজনক হইয়াছে। খেদ করিতে করিতে “ভদ্রা ধর্য্য পতিতা হইলেন।” তার পর গল্প হইতে গল্পে লম্বা লম্বা বক্তৃতা।

“সত্য। ( হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন ) সুভদ্রে গা তোল। এত খেদের প্রয়োজন কি ? কোন চিন্তা নাই। কল্যা প্রভাতে অর্জুন সহ সচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবে।

সুভ। ক্ষত শরীরে কেন আর লবণার্ণণ কর ? সখি, আমার লম্বাটে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, তুমি কি প্রকারে নির্ক্ষাণ করিবে ? কৃতান্তাধিক শত্রুর হস্তে পতিতপ্রায় হইয়াছি, এখন রক্ষা হইবার কি উপায় আছে।

সত্য। ভদ্রে ব্যগ্র হও কেন ? যাহার নাম শ্রবণমাত্রে রবিসুত ত্রাসাবিত হয়, ও যাহার নামোচ্চারণে তাঁহার দূতেরও অধিকার থাকে না, সেই বিপত্তিভঞ্জন ভগবান্ তোমার স্বপক্ষ, তোমার চিন্তার বিষয় কি ভদ্রে ?” ইত্যাদি ( পৃ: ১০১—৬ )।

এ সকল দীর্ঘ বক্তৃতা উদ্ধৃত করিবার স্থান এখানে নাই। এ সকল স্থলে নাট্যকার তাঁহার ভাষার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জলতা ত্যাগ করিয়া অর্থগৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্ত অত্যন্ত বাগাড়ম্বর করিয়াছেন।

পঞ্চম সংযোগস্থল ( পৃ: ১০৮—১০৯ )। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। “কৃষ্ণের সভা। পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণের নিকট দারুণ আগমন করিল।” দারুণ অর্জুনের নিকট রথ প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা পাইয়া, কৃষ্ণের অনুমতি লইতেছে। এ দৃষ্টের কোনও তাৎপর্য্য নাই বলিয়া বোধ হয়। সমস্তটা গল্প।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল ( পৃ: ১০৯—১১১ )। অন্তঃপুর—সত্যভামা, কুন্তী, সহচরী, প্রতিবাসিনী ও কুলকামিনীগণ শব্দ ও উলুধ্বনি করিতে করিতে বলদেবের আবেশাভুসারে সুভদ্রার গাত্রে হরিজ্বালাপন করিতে যাইতেছেন। গল্প ব্যবহৃত হইয়াছে।

সপ্তম সংযোগস্থল ( পৃ: ১১২—১১৫ )। বাপীতট। সুভদ্রাহরণ দৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট নাট্যকৌশলের পরিচায়ক। বৃথা বাগাড়ম্বর নাই, অল্প কথায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি বেশ ফুটান হইয়াছে। সমস্তটা গদ্যো। অর্জুন ও দারুণের রথারোহণে প্রবেশ ও দারুণকে কি কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অর্জুনের স্থানকালোপযোগী উপদেশ দান। তৎপরে সত্যভামা প্রভৃতি সুভদ্রাকে লইয়া স্নান করাইতে প্রবেশ। অর্জুনকে দেখিয়া সত্যভামা ও সুভদ্রার হর্ষ। তৎপরে—

“( অর্জুন নিকটে আগমন করিলেন )

সত্য। ভদ্রে, আর কি দেখ, রথে আরোহণ কর।

অর্জুন। এসো প্রিয়তমে (ভদ্রার হস্ত ধরিয়া রথারোহণে গমন করিলেন।” ( পৃ: ১১৪ )। তার পর কুলনারীগণের হাহতাপ ও পুরমধ্যে সংবাদ দিবার জন্ত প্রস্থান।

অষ্টম সংযোগস্থল ( পৃ: ১১৬—১৩০ )। অধিকাংশ পদ্য ও স্থানে স্থানে গদ্য ব্যবহৃত

হইয়াছে। দৃষ্ট—রাজবন্দী। হর্ষোধন, হুঃশাসন, ভীম ইত্যাদি বরষাঙ্গিগণের নিকট দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দান ও অর্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা। এই বর্ণনাটা (পৃঃ ১১৭) মন্দ নয়। অপমানিত হর্ষোধন ও হুঃশাসনের কটুক্তি ও ভীমের ক্রোধ। বৃদ্ধ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এই বলিয়া শাস্ত করিলেন যে, বলদেব তাঁহাদিগকে আসিতে বলিয়াছেন, তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। অনেক তর্কবিতর্ক ও হর্ষোধনের ক্রোধ, আশ্ফালন, খেদ, হাহতাশ ও কটুবাক্যের পর মানে মানে স্বদেশে প্রত্যাগমনই স্থিরীকৃত হইল।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ১৩০—১৩৬)। গদ্য ও পদ্য উভয়ই দৃষ্ট হইবে। স্থান—বলদেবের সভা—দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দিল। বলদেবের ক্রোধ ও অর্জুনকে শাস্তি দিবার জন্ত সসজ্জ হইবার উদ্যোগ।\* কিন্তু দূত বলিল, তাঁহার এ চেষ্ঠা বৃথা। কারণ, অর্জুন অসাধারণ যুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধকুলকে পরাস্ত করিয়াছেন। “ভদ্রা স্বয়ং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া রথ চালাইতেছেন। ঐভো যুগের আশ্চর্য্য গতির কথা কি কহিব, কখন দৃষ্ট, কখন বা অদৃষ্ট। কখন ভূমিতে, কখন বা শূন্যে; কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। ... অর্জুন ইন্দ্রজিতের দ্বারা নৌরদমণ্ডলীতে আবৃত থাকিয়া বাণে বাণে সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছেন। বৃথা কেন অর্জুনের বিপক্ষে গমন করিবেন? তিনি কোনখানে আছেন, তাহা নির্ণয় করাই দুষ্কর হইবে।” (পৃঃ ১৩৫) ইহা শুনিয়া ইতিকর্তব্যাত্যবিস্মৃত হইয়া বলদেব নিরস্ত হইলেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন, এ সমস্তই কৃষ্ণের চক্রান্ত।

দশম সংযোগস্থল (পৃঃ ১৩৬—১৪২)। প্রথমার্শ গদ্য, তৎপরে বিশেষতঃ বলদেবের বক্তৃতা পদ্য (পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী)। স্থান—বলদেবের গৃহ। অভিমানী বলদেব বাপ মার নিকট আসিয়া মানের কান্না কাঁদিতেছেন। এ সমস্তই চক্রীর চক্রান্ত—যদুগণ সকলেই একপরাশর্মশ হইয়া বলদেবকে অপমানিত করিয়াছেন। “এ চক্রে সকলেই আছেন, ভাল,—আজি অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র নহি, এমত জ্ঞান করিবেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্য-বাসই উত্তম কর, অতএব সকলে আমার আশা পরিত্যাগ কর।” (পৃঃ ১৩৮) দেবকী, রোহিণী, বলদেব অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু বলদেব কিছুই বুঝেন না। রাগ—কৃষ্ণের উপর। তিন পৃষ্ঠাব্যাপী-পদ্যে আপন মনের খেদ ব্যক্ত করিয়া অবশেষে বলিলেন,—

“এত অপমান যার                      জীবনে কি সুখ তার

ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।

আছিল বতেক সুখ                      লজ্জায় গুঁজিয়া মুখ

হলধরে করেছে বর্জ্জন ॥

\* কিন্তু ইহার পূর্বে অষ্টম সংযোগস্থলে দূতমুখে শুনিতে পাই যে, বলদেব যুদ্ধে গিয়া অর্জুনকর্তৃক পরাজিত হইয়া কিরিয়া আসিয়াছেন। “বলদেব আপনি লালস্ন লঙ্ঘে করি। এসেছেন কিরিয়া সংগ্রাম পরিহারি।” (পৃঃ ১১৮)। নাট্যকারের অববধানভাষণতঃ বোধ হয়, এই দুই রকম বৃত্তান্ত শুনিতে পাই।

এমন হুঃখের পাশে                      কি করিব গৃহবাসে  
লোকালয়ে না রহিব আর ।  
ছাড়ি সবে মম আশ                      স্মৃথে কর গৃহবাস  
সব আশা যুচেছে আমার ॥” ( পৃ: ১৪২ )

ও এইখানেই নাটক সমাপ্ত ।

এ নাটকে অঙ্কিত প্রকৃতিসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হইলেও, চরিত্রের বিকাশ বিশেষ দেখান হয় নাই । নাট্যসম্মত চরিত্রাঙ্কণ অপেক্ষা, কোন কাব্যোক্ত গল্প কথোপকথনচ্ছলে বিবৃতি করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় । ঘটনাপুঞ্জের ষাৎপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ দেখান অপেক্ষা, কতকগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া একটি গল্প ফুটাইয়া তোলাই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য । এই জ্ঞাত আখ্যানবস্তু বা Plot নির্মাণে নিপুণ কৌশল দেখা যায় না । প্রথম অঙ্কটা নাটকের মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন, বাদ দিলেও ক্ষতি হইত না । মদ্যপবাতুলের দৃশ্যটা নূতন হইলেও, সম্পূর্ণ অবাস্তব প্রসঙ্গ । এ সমস্ত দোষ সত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী আদর্শে প্রথম নাটক হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট । গ্রন্থকারের স্বভাবাঙ্কণশক্তি ও জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরতা, ভাবার প্রাঞ্জলতা, অঙ্কিত দৃশ্যের স্পষ্টাঙ্গভূতি ও তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে । মামুলী কাব্যগত গল্পের আদর্শে অভিভূত বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সঙ্গীবাঙ্কণ-ক্ষমতা নূতন বটে । কিন্তু গ্রন্থকারের নাট্যকলা বা প্রতিভার আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত ; এই ছুস্ত্রাপ্য অপূর্ণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানই ইহার সামান্য উদ্দেশ্য ।

পরিশেষে ব্যক্তব্য, এই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল । কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে বৈরাগ্য মূল্যবান্ ও আধুনিক সময়ে বৈরাগ্য ছুস্ত্রাপ্য, তাহাতে এ দোষ মার্জনীয় হইবে, আশা করা যায় ।

শ্রীশ্রীলকুমার দে

## বাক্সালা-শব্দ-কোষ সমালোচনার উত্তর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ( ২৩ ভাগ, ৪ সংখ্যা ) শ্রীতারাশ্রম তত্ত্বাচার্য মহাশয় “বাক্সালা-শব্দ-কোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য” করিয়াছেন। তাহার প্রদর্শিত দোষ স্বীকার করি আর নাই করি, কোন্ শব্দের কোন্ অঙ্গে আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা কোষকারের সর্বদা মন্তব্য। কোষে অনেক ভুল আছে ; যাহাঁরা ভুল দেখাইতেছেন, ভুলের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

তিনি তিন অঙ্গে ভুল ধরিয়ছেন। (১) শব্দের অর্থে, (২) শ্রেণীবিভাগ, ও (৩) ব্যুৎপত্তিতে। যে যে উদাহরণ লইয়া ধরিয়ছেন, তাহা ঠিক হউক না হউক, আপত্তির মূল খণ্ডন করিতে পারা যায় কি না, দেখি। তৃতীয় আপত্তির মধ্যে একটা গুরুতর প্রশ্ন নিহিত আছে। সেটা সেই পুরানা কথা, বঙ্গভাষার জননী কে। কিন্তু পুরানা হইলেও উহা চিরদিন নূতন ভাবে নূতন নূতন সাজে উপস্থিত হইবে। কারণ, উহা পুরাতন, কেবল তর্কে গম্য।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা ভাল, তিনি গ্রন্থের নাম “বাক্সালা ভাষা”, এবং “বাক্সালা-শব্দ-কোষ” ইহার দ্বিতীয় ভাগ, লক্ষ্য করিয়ছেন কি না। কারণ, যে সব সমালোচক এই দ্বিতীয় ভাগের দোষ ধরিয়ছেন, বুঝিয়াছি, তাহাঁদের একজনও প্রথম ভাগ অবলোকন করিবার অবকাশ পান নাই। সকলেই অবশ্য হিত-বুদ্ধিতে করিয়ছেন, কোষের উপকারও যথেষ্ট করিয়ছেন। তথাপি গোড়া দেখিয়া করিলে, বোধ হয়, আরও উপকার করিতে পারিতেন। অন্ততঃ তাহাঁদের শ্রম-লাভ হইত মনে করি।

দুই একটা উদাহরণ দিই। মন্তব্য-কারী মহাশয় কোষের ‘অতিথ’ শব্দের অর্থে ভুল ধরিয়ছেন। আমি অর্থ করিয়াছি, “ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী”, তিনি এই অর্থে “অতিথ শব্দের ব্যবহার কোথাও” পান নাই।\* কিন্তু ‘অতিথ-সেবা’, ‘অতিথ-শালা’, ‘অতিথ-ফকীর’, ইত্যাদি প্রয়োগ লোকমুখে সর্বদা পাইয়া থাকি। যাহাঁরা ‘অতিথ’ নামে সেবা পান, তাহাঁরা সাধু-সন্ন্যাসী। ঘারে ‘অতিথ’ আসিলে ভিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক দান-শীল গৃহস্থ ‘অতিথ-অভ্যাগত’ের নিমিত্ত ভূমি ও ভূমির উপন্যস্ত নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। আমি ‘অতিথ-ফকীর’, ‘অতিথ-অভ্যাগত’ প্রভৃতির তুল্য শব্দকে ব্যাকরণে ‘সহচর’ সংজ্ঞায় নির্দেশ করিয়াছি। তিনি লিখিয়ছেন, “অতিথ-অভ্যাগত সহচর শব্দ নহে, উহা অতিথি শব্দের এক পর্যায়ের শব্দ।” তিনি বলেন, “শব্দের পর নিরর্থক যে সব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাই সহচর।” সম্প্রতি এই সংজ্ঞা লক্ষণে আমার মন্তব্য কিছুই নাই। ব্যাকরণ-সংশোধনের সময় হইতে পারে। একা ‘সহচর’ নহে, সে কথাটা এইখানে শেষ করিতে পারি ; ‘সহচর’

\* উত্তর-রাঢ়—কান্দি অঙ্কে ‘অতিথ’ (উচ্চারণ—অতীত্) শব্দে সাধু-সন্ন্যাসী—বিশেষতঃ—ছাইমাথা অটাবারী পন্ডিতাবলীর সন্ন্যাসী বুঝায়।—পত্রিকাধিক।

ছাড়া, ‘অনুচর’, ‘উপচর’, ‘প্রচর’ ও ‘প্রতিচর’, এই পাঁচ শ্রেণীতে যুগ্ম শব্দ ভাগ করিতে হইয়াছে। এই পাঁচের লক্ষণযুক্ত সংজ্ঞা পাইলে এবং উত্তম বোধ হইলে অবশ্য গ্রহণ করিব।

আজিকালি কেহ কেহ ইংরেজী guest বুঝাইতে ‘অতিথি’ ( ‘অতিথ’ নহে ) বলেন বটে, কিন্তু গ্রামে ইহারা ‘অভ্যাগত’। ইংরেজী অভিধানে বন্ধু-বান্ধব guest, এমন কি, হোটেলে যে থাকে, সেও guest। অন্তর গৃহে ভোজন পাইলেই guest হইয়া দাঁড়ান। আমরা কেবল আসন-ভোজন দিয়া এক কথায় guest পাই না। আমাদের কেহ বন্ধু, কেহ অভ্যাগত, কেহ আগন্তু, কেহ অতিথি, কেহ পথিক। যিনি দয়া করিয়া বাড়ীতে আসেন, তিনি আসন ও ভোজন নিশ্চয়ই পান। আত্মীয় হইলে ‘বন্ধু’, মাননীয় হইলে ‘অভ্যাগত’, মধ্যম কিংবা লঘু হইলে ‘আগন্তু’, সাধু-সন্ন্যাসী হইলে ‘অতিথি’, এবং পথে বাইতে বাইতে আসিয়া পড়িলে ‘পথিক’। সকলকে সমান আদর-অভ্যর্থনা করা হয় না, সকলে সমান সংকার পান না। এই যে নামগুলি দিলাম, সব প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য-জনের মুখে শোনা। ‘অতিথি’ শব্দের প্রাচীন অর্থ নাকি যিনি এক তিথি ( দিবস ) এক স্থানে থাকেন না, সতত গমন করেন। গৃহে বন্ধু আসিলে, কি অভ্যাগত-আগন্তু আসিলে, এবং তাহাঁকে পরিতোষ-পূর্বক ভোজন ও শয়ন করাইলে অতিথি-ধর্ম পালিত হয় না। পুত্র ইংরেজের বাড়ীতে পিতা-মাতা আসিলে guest শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া যান। আমাদের বাড়ীতে তাহা হইতে পারে না। তাইারা ইংরেজী তত্ত্বের guest হইতে পারেন, কিন্তু অতিথি !\*

দেশ-কাল-পাত্রভেদে শব্দের অর্থান্তর হয়। শূণ্ণ শব্দের কেন, এমন বিষয় মনে হইতেছে না, বাহার পরিবর্তন হয় না, না হওয়া অস্বাভাবিক। এত সামান্য কথা, বাহার প্রয়োগ চারি দিকে পাওয়া যায়, তাহা জানিয়াও ভুলিয়া যাই, অন্তর উক্তির ভাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। ‘উকি’ শব্দ দেখুন। উহার অর্থ হিচ্কা বলিয়া জানিতাম। গুড়িয়াতেও ‘উকি’ শব্দ আছে, অর্থ উৎগার। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, পূর্ববঙ্গে ‘ওক’ শব্দ আছে, অর্থ “বান্ধ [ বাস্তি ? ] এবং বান্ধকালীন শব্দ”। বিক্রমপুরের ( মুন্সীগঞ্জের ) এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম, সেখানে ‘ওক দেওয়া’ অর্থে বমন-চেষ্টা করা, এবং ‘উখাল করিতেছে’ অর্থে বমি করিতেছে।† ‘উকি’ ও ‘ওক’ শব্দের মূল এক বোধ হয়। ‘উখাল’ মনে হয় ‘উৎগার’ হইতে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, “প্রাকৃত ‘ওক্টিঅ’ বলিয়া শব্দ আছে; উহার অর্থ বান্ধ, বমি করা।” এই “প্রাকৃত” শব্দের মূল না জানিলে ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় হইতেছে না। ‘ওক্টিঅ’, অনুকার শব্দও হইতে

\* একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে এক দিন ছিলাম। আমি বাড়ীতে বাইবামাত্র তিনি আমার অতিথি তুল্য জান করিয়া সমাদর করিলেন, আমি অবশ্য প্রীত হইলাম। কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন, আমি ‘অতিথ’ আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া বুলিলাম, তিনি মূল্যার্থ ও লাক্ষণিক অর্থ এক করিয়া কেলিয়াছেন। বাস্তবিক ‘অতিথ’ নাম ভাল লাগে নাই।

† উত্তর-রাঢ়—কালি-অঞ্চলে ওকাই=বমি, ওকাই করা=বমি করা।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

পারে। 'উকি' শব্দের মূলে 'উদগার' থাকিতে পারে, 'হিকা'ও থাকিতে পারে; উহা অমুকার শব্দও হইতে পারে। "প্রাকৃত"ে "ওক্টিঅ" বলিত, বলিলে জিজ্ঞাস্ত হয়, সেটা কোন দেশের কোন সময়ের "প্রাকৃত" ? এ বিষয় পরে আলোচনা করিতেছি।

'ওক' ও 'উকি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যাহাই হউক, অর্থ যদি একই হয়, তাহা হইলে কোষে কোন রূপ গ্রাহ্য ? দুই রূপ দিলে ভাষার পুষ্টি হয়, না একটা দিলে হয় ? অবশ্য এদেশ সে-দেশ আমার-তোমার ভুলিতে না পারিলে কোষ-রচনা অসাধ্য। সব সময় ভুলিতে পারা যায় না, সত্য; কিন্তু, মায়ায় পড়িতেছি না ত, ভাবিতে হয়। এ বিষয় পণ্ডিত ত্রীসতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কোষ-সমালোচনার উত্তরে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছি। এইরূপ, কালভেদে শব্দের গৌরব, সাধুতা কিংবা শিষ্টতার ইতর-বিশেষ হয়। 'অভরণ', 'আউ', শব্দ ধরুন। পুরানা বাঙ্গালা বহিতে শব্দ দুইটা পাওয়া যায়। নিরক্ষর নর-নারীর মুখেও অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, কেহ 'অভরণ' কিংবা 'আউ' লিখিতে পারিবেন না, লিখিতে হইলে 'আভরণ' ও 'আয়ু' বানান করিতে হইবে। কেন হইবে, তাহার উত্তর অনাবশ্যক। শব্দের জাত্যন্তর আছে, তাহা কোষকার দেখাইয়া দিলে মন্দ কি ? কোষ সংকলনের সময় আমি শব্দগুলি তিন ভাগ করিতে বসিয়াছিলাম,—“বাঙ্গালা”, “বাঙ্গালা-প্রাকৃত”, এবং “গ্রাম্য”। “বাঙ্গালা” কি, তাহা বলিতে হইবে না। যে শব্দ সাধু-অসাধু, শিষ্ট-অশিষ্ট, কথায় লেখায় চলে কিংবা চলিতে পারে, তাহা ‘বাঙ্গালা’ বলিলাম। যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ সকলের কথায় চলে, কিন্তু, শিক্ষিতের লেখায় চলে না, তাহা “বাঙ্গালা-প্রাকৃত”, এবং যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ কেবল অশিক্ষিত নর-নারীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা “গ্রাম্য”। “গ্রাম্য” রূপ চেনা তত কঠিন নয়। যেমন আউ, মিত্ত, কাজ্জ, ধম্ম, কন্ম, পুম্ম, ‘মনিষ্মি’, মচ্ছ, উচ্ছব, রাস্তি, আদ, ডেড়, ডগু, শাদ্ধ, চাদ্ধ, ইত্যাদি।

পূর্বকালের ব্যাকরণকারদিগের মতে শব্দের এই প্রকার রূপ “প্রাকৃত”। আমিও তাহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া “প্রাকৃত”সংজ্ঞায় নির্দেশ করিলে মন্দ করিতাম না। কারণ, আমি যে “বাঙ্গালা-প্রাকৃত”সংজ্ঞা করিয়াছি, তাহা বহু স্থলে “বাঙ্গালা”। ইহা দেখিয়া “বাঙ্গালা-প্রাকৃত” নির্দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু, “গ্রাম্য” সংজ্ঞা রহিয়া গিয়াছে। আজি-কালি “বাঙ্গালা” ও “বাঙ্গালা প্রাকৃত”, এই দুইয়ের ভেদ লোপ করিবার দিকে কাহারও কাহারও প্রবল অনুরাগ দেখা যাইতেছে। “বাঙ্গালা” কাহার, বাহার, করিতেছিল, আজির, রাজির, ইত্যাদির “বাঙ্গালা-প্রাকৃত”রূপ, কার, যার, ক’রতেছিল বা ক’চ্ছিল, আজের, রেতের ইত্যাদি, অতএব মোটের উপর দুই ভাগ হইয়াছে। শব্দের যে রূপ, গোটা গোটা শব্দ নহে, রূপ, শিক্ষিতদিগের মুখে এবং কলমে বাহির হয়, এবং যে রূপ হয় না।

এই বিভাগ অবশ্য কৃত্রিম। স্বভাবকে দুই ভাগ করি, আর তিন চারি ভাগই করি, তাহা কৃত্রিম হইবেই। সুতরাং উক্ত দুই ভাগ সব স্থলে তর্কে টিকিতে পারে না। দুই একটা উদাহরণ লই। শিক্ষিত, লোকে ‘কর্তা’ ( বা কর্তা ), ‘কর্ম’ ( বা কর্ম ) বলেন, লেখেন।

অ-শিক্ষিত বলে ‘কত্তা’, ‘কন্ম’। ইহাতে মনে হইতে পারে, তবে ত ভাগ হইয়া গেল। কিন্তু শিক্ষিত ‘কত্তা-গিন্নী’, ‘কত্তা-ভজা’, এমন কি ‘কত্তান্তি’ না বলিয়া পারেন না। ‘কর্তা-গৃহিণী’ বলিতে পারেন, কিন্তু ‘কর্তা-গিন্নী’ কিংবা ‘কর্তা-ভজা’ বলা ঠিক হয় না। আর একটা শব্দ ‘অম্বু’ ধরুন। এই রূপ, “বান্ধালা-প্রাকৃত”। “বান্ধালা”রূপে ‘ঐবধ’ যাহা বলিলে লিখিলে সবাই বুঝিতে পারে। “গ্রাম্য”রূপে ‘ওবুদ’। কিন্তু, ‘ওবুদ’ রূপ “প্রাকৃত”র উপরে উঠিয়াছে। ‘কন্ম’ শব্দ অশিক্ষিতের মুখে শুনি, শিক্ষিতের মুখে ‘কর্ম’। ‘কাজ-কন্ম’ শিক্ষিতের মুখে ‘কাজ-কর্ম’। অতএব ‘কাজ’, ‘কন্ম’, ‘কার্য’, ‘বান্ধালা’; কিন্তু ‘কাজ্জ’-‘কন্ম’ “গ্রাম্য” মনে করিতে হইতেছে। মন্তব্যকারী লিখিয়াছেন, “কথা ভাষায় ‘কন্ম’ ও ‘কান’ উচ্চারণই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, শিক্ষিত লোকেরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না।” এখানে তিনি দুইটা গুরুতর তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা ব্রহ্মা বলিতে পারেন, মানুষে পারে না। আর, স্বভাবকে দমন করিয়া দ্রুপিত পথে চালনাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় কি? ‘কন্ম’, ‘কন্ম’ শ্রুতিতে শ্রুতিতে ‘কর্ম’ শব্দ শিক্ষা হয়। যাহাঁরা ‘কন্ম’ রূপ দেখিতে জানিয়াছেন, তাহাঁদের ‘কর্ম’ শব্দ উচ্চারণ সোজা হয়। যখন শিক্ষা না হইয়াছে, তখন প্রাকৃত জন বা কে, আর অ-প্রাকৃত জনই বা কে?

সে কালে কেবল বিজ্ঞানকেব উপনয়ন হইত; বিজ্ঞকন্মার হইত না, শূদ্রের হইত না, শূদ্রাণীর ত কথাই নাই। শকুন্তলা কণ্ঠ-মুনির আশ্রমে আজন্ম-পালিতা হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন না, প্রাকৃত জনের ঞ্চায় তাহাদের ভাষায় কহিতেন। কিন্তু সংস্কৃত অর্থাৎ তৎকালের শূদ্র ভাষা অক্লেশে বুঝিতে পারিতেন। এ কালেও দেখি, অশিক্ষিতা নারী ও অশিক্ষিত নর ‘কার্য’, ‘কর্ম’, ‘রাজি’ প্রভৃতি এ কালের সংস্কৃত অর্থাৎ এ কালের শূদ্র ভাষা সচ্ছন্দে বুঝিতে পারে, কিন্তু বলিবার সময় ‘কাজ্জ’, ‘কন্ম’ ‘রান্তি’ প্রভৃতি বলে, কিংবা আরও সোজা করিয়া ‘কাজ’, ( কোথাও কোথাও ) ‘কাম’, ‘রোত’ বলে। এই যে কোন শব্দকে “সংস্কৃত”, কোন শব্দকে “প্রাকৃত” বলিতেছি, এ কালের মতন সে কালেও বলা হইত। কিন্তু এ কালে কি দুইটা ভাষা আছে? সে কালে কি দুইটা ভাষা ছিল?

এখন এই তর্ক একটু বিচার করিতে হইতেছে। কারণ, ভট্টাচার্য্য-মহাশয় আমাদের কোষ হইতে ৪০টি শব্দ তুলিয়া ৩০টি স্থানে সংস্কৃত-প্রাকৃত-শব্দ মূল বলিয়া দেখাইয়াছেন। আমি “সংস্কৃত” বলিয়াছি, তিনি “প্রাকৃত” অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার সময়ের “প্রাকৃত” ভাষা বলিয়াছেন। “সংস্কৃত-প্রাকৃত” বলিতে হইতেছে; কারণ, এখনকার অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষা আমি-ই বান্ধালার “প্রাকৃত” বলিতেছি, এমন নহে; কিছু দিন পূর্ব পর্য্যন্ত বান্ধালা ভাষারই নাম “প্রাকৃত” ছিল। সে যাহা হউক, তিনি ইচ্ছা করিলে বিদেশী শব্দ বাদে কোষে ষত শব্দ আছে, সমুদয়েরই মূল “প্রাকৃত” বলিয়া এক কথায় মন্তব্য শেষ করিতে পারিতেন। কারণ, আমি সে সকল শব্দের মূল “সংস্কৃত” দেখাইয়াছি। শেষে তিনি লিখিয়াছেন, “বঙ্গভাষায় যে সংস্কৃত শব্দ বহু পরিমাণে প্রচলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃতি আলোচনা

করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী।” আমিও আমার পুস্তকের প্রথম ভাগে ( ২৭ পৃঃ ) লিখিয়াছি, “সংস্কৃত ভাষার গৌরবের দিনে যে প্রাকৃত ভাষা ‘ইতর’ লোকের ভাষা ছিল, তাহাই কি পরে ‘ভদ্র’ লোকের ভাষাকে পরাভূত করে নাই? আমরা কি সেই ‘ইতর’ ভাষা লইয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব করিতেছি না?” কিন্তু সেখানে যে কথা, কোষে সে কথা নহে। কাজেই একটা তর্কে পড়িতে হইতেছে। “প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী”—ইহা ত রূপকে বর্ণনা। রূপক ভেদ করিলে কি বৃথি? দ্বিতীয়তঃ, “সংস্কৃত” ও “প্রাকৃত” ভাষার সম্বন্ধ কি? তৃতীয়তঃ, কোষে বাঙ্গালা শব্দের “সংস্কৃত”, না “প্রাকৃত” মূল প্রদর্শন কর্তব্য?

ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ হয় ত অধীর হইয়া বলিবেন, আবার এ প্রশ্ন কেন? “প্রাকৃত” ভাষা যে বঙ্গভাষার জননী, তাহা বহু দিন সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তর, আমি ভাষাবিৎ নই, এবং সিদ্ধান্তটা ভাল করিয়া বুঝিতে চাই। ‘জননী’ অর্থে মাতৃষের জননীর তুল্য মনে করিয়া দেখি। জননী কত্না প্রসব করেন, কোন এককালে করেন। প্রসবের পর একজনের স্থানে দুই জন হন, দুই জন পৃথক থাকেন। যদি এমন, তাহা হইলে কোন সময় ছিল কি, যখন “প্রাকৃত” ও বাঙ্গালা দুইই ছিল? যে দেশে “প্রাকৃত” ভাষা ছিল, সে দেশে বাঙ্গালা ভাষাও ছিল কি?

বোধ হয়, পণ্ডিতেরা এ কথা বলিবেন না। তাহাঁরা হয় ত বলিবেন, প্রসবাস্তে জননীর কাল হইয়াছে, কত্নাটি জীবিত আছে। তখন এমন তর্কও উঠে, সে দুর্বটনা কবে হইয়াছিল? কোন কোন পণ্ডিত ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমি “বাঙ্গালা ভাষা” পুস্তকের প্রথম ভাগে ( ১৯ পৃঃ ) লিখিয়াছিলাম, “অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, এ কথাই যেমন অর্থ নাই; অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালীর ভাষার উৎপত্তি, সে কথাও অর্থ নাই।” তাহা হইলে জননী দেহত্যাগ করেন নাই, কত্নারূপে অত্য়পি বর্তমান আছেন। দক্ষ-কত্না সতী রূপ গিয়াছে, হিমালয়-কত্না উমা রূপ আসিয়াছে। কিন্তু যিনি সতী, তিনিই উমা। অর্থাৎ “সংস্কৃত” ভাষার দিনে যে ভাষা ছিল, সেই ভাষা এখনকার বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই, পূর্বরূপের কিছু থাকিবে, কিছু লুপ্ত হইবে, কিছু নূতন আসিবে। কিন্তু যেটা নূতন মনে করি, সেটা পুরাতনে অশ্রবট ছিল।

পুরাতনে যে গুণ অশ্রবট থাকে, তাহা ধরা কঠিন বটে। কিন্তু, যেটা ছিল না, তাহার আবির্ভাবও স্বীকার করিতে পারি না। এখানে কার্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিতে হয়; অস্ত্র উপায় নাই। পূর্ব “প্রাকৃতের” “ধন্য কন্ম” অত্য়পি আছে, “অজ্ঞ অট্টী ওসঢং” গিয়াছে, ‘আজি আঁঠি ওষুধ’ আসিয়াছে, আর হাজার হাজার বাছা বাছা সংস্কৃত শব্দ বাছা সেকালে কেবল পণ্ডিতের মুখে ও কলমে বাহির হইত, পামরের মুখে হইত না, সে সব এ কালের পণ্ডিত ও পামর উভয়েরই মুখে শোনা যাইতেছে। এই অপূর্ব ঘটনা, তাহার ব্যাখ্যা রূপকে



করিতে হইলে বলিতে হয়, বঙ্গভাষার জননী সে কালের “প্রাকৃত”, কিন্তু, জনক “সংস্কৃত।” সে কালের “প্রাকৃত” ও “সংস্কৃত”ের বিবাহে যে সম্ভাব্য জন্মিয়াছে, তাহাদের কাহারও মুখ মায়ের মতন, কাহারও মুখ বাপের মতন। “সংস্কৃত”, “প্রাকৃত” পণিগ্রহণ না করিলে “প্রাকৃত” প্রাকৃত থাকিয়া যাইত, সেই ব্যঞ্জনবিহীন স্বরবর্ণের আধিক্য ( যেমন, রঅও—রজকঃ, উইদং—উচিতং ), সেই ভিন্নবর্ণীয় বর্ণের পরস্পর অসংযোগ, ( যেমন, উপ্‌পাও—উৎপাতঃ, গোট্ঠী—গোষ্ঠী ) প্রভৃতি লক্ষণ থাকিয়া যাইত।

এই শূন্যপরিণয়-সংবাদ নূতন নহে। নূতন সংবাদ আমি কোথায় পাইব। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের উক্তিই নিজের বোধে ব্যক্ত করিতেছি। তাহাঁরা বলেন, বহু পূর্বকাল হইতে এই আদান-প্রদান চলিতেছিল, বৈদিক ভাষায় চলিতেছিল, “সংস্কৃত” ভাষায় চলিতেছিল। তাহাঁরা ‘গাথা’ নামে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার ভাষায় “সংস্কৃত” ও “প্রাকৃতে”র অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। যে ভাষায় “সংস্কৃত” ও “প্রাকৃতে”র সমন্বয় ঘটে, তাহার উত্তরোত্তর পরিণতিতে বঙ্গভাষা।

কিন্তু এখানে একটা বিতর্ক উঠিতেছে। এই যে “সংস্কৃত” ও “প্রাকৃত”ের বিবাহ, সে বিবাহ কি স-বর্ণে বিবাহ? বঙ্গভাষা কি সংস্কৃত-কন্ডা? অর্থাৎ “সংস্কৃত” ও “প্রাকৃত” কি ছই ভিন্ন ভাষা, না এক ভাষার ছই রূপ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কে কি বলিয়াছেন, তাহা আমি অবগত নই। তবে প্রত্যক্ষের স্তায় বোধ হইতেছে, সকলে একমত হইতে পারেন নাই, পারিবার জ্ঞো নাই। কারণ, বিতর্কের মূলে এক বড় বিতর্ক আছে, কখন কি অবস্থায় ছইটা বস্তুকে এক বলিতে পারা যায়। ‘ছই’ গণ্যতেই বুঝিতেছি একটা নয়; আবার ‘এক’ সন্দেহ করিয়া বুঝিতেছি ছইটাও নয়। বিতর্কটা একটু বিকট করিয়া বলি, সংস্কৃতভাষা আর বঙ্গভাষা ছইটা ভাষা, না একটা? কিংবা বলি, “প্রাকৃত”ভাষা ও বঙ্গভাষা ছইটা ভাষা, না একটা? কিংবা সেই পুরানা কথায় আসি, “সংস্কৃত” ও “প্রাকৃত” ভাষা এক ভাষা, না ছই ভাষা?

দেখা যাইতেছে, ভাষার লক্ষণ লইয়া বিতর্ক। সে দিকে দৃষ্টি করিলে বিতর্ক উঠিত না, কিংবা উঠিলেও সহজে শাস্ত হইত। পণ্ডিতেরা ভাষার কি লক্ষণ দেখিয়া এক কিংবা ছই বিবেচনা করেন, তাহা আমি অবগত নই। এই স্ত্রযোগ পাইয়া একবার আমার এক হিতকারী সমালোচক আমার সম্পূর্ণিত করিয়া আনন্দ অমুভব করিয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নাকি বলেন, কেবল ব্যাকরণ দ্বারাই এক ভাষা হইতে অল্প ভাষা প্রভেদ করিতে পারা যায়। যদি ভাষার ব্যাকরণ এক হয়, তাহা হইলে ভাষাও এক। কিন্তু, অ-বস্তুকে বস্তুান সহজ নহে। ‘ভাষা’ সংজ্ঞা স্থানে ‘ব্যাকরণ’ সংজ্ঞা বসাইলে যে আধারে সে আধারেই থাকিতে হয়। যদি ভাষা স্বাভাবিক হয়, স্বভাবতঃ জন্মে, বাড়ে, মরে, তাহা হইলে এক কথায়, ব্যাকরণ ( ইংরেজী ‘গ্রামার’ অর্থে ) বা রচনা-রীতি দেখাইয়া বিতর্কের দোষ করিতে পারা যায় কি? শব্দ-রূপ উপকরণ না দেখাইলে কি বস্তুর রচনা দেখিব? ‘কানায়

অনুবোল, ডক্টর কল দিয়ে কীয়ার-কেস ব'লেছেন।"—এই যে ভাষা, ইহা না-বালালা, না-ইংরেজী। স্বভাবজ শ্রবের জাতিবিভাগ সময়ে কত বিড়ষিত হইতে হয়, তাহা মনে রাখিলে এক ব্যাকরণ দেখাইয়া, ও পণ্ডিতের নাম লইয়া বিতর্কের পথে কাঁটা দিতে পারা যায় না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয়, জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ সোজা নয়। অথচ একটা কিছু না ধরিলেও লোক-ব্যবহার চলে না। তখন বলিতে হয়, রাম-শ্রামের কথাবার্তা স্বভাবতঃ চলিতে পারিলে ছই জনের ভাষা এক। ভাষার এই লক্ষণে 'স্বভাবতঃ' আনিতে হইতেছে, নতুবা ক'রিকর অন্ত থাকে না। যদি 'স্বভাবতঃ' কাটিয়া দিতে চান, তাহা হইলে বলিতে হইবে, রাম-শ্রামের কথাবার্তা তৃতীয় একজনের কানে এক প্রকার শোনা গেলে তাহাদের ভাষা এক। এখন এই তৃতীয় ব্যক্তির শ্রবণশক্তির বিচার করুন।

পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছেন, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত", ছইটা ভাষা। কেহ বলেন 'সংস্কৃত' হইতে "প্রাকৃত", কেহ বলেন "প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত" উৎপন্ন। ছই পক্ষেরই জয় হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তবে, বোধ হয় "প্রাকৃত"-পক্ষের শেষ জয় হইয়াছে, স্থির হইয়াছে "প্রাকৃত" ভাষা হইতে "সংস্কৃত"র উৎপত্তি। বৈদিকভাষা এককালে "প্রাকৃত" ভাষা ছিল, জনসাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিবিশেষে এই ভাষায় কহিতেন, শিক্ষিতেরা লিখিতেন। কত কাল পরে কে জানে, লিখিতে লিখিতে সে ভাষা "সংস্কৃত" হইয়া গেল, ইহার ব্যাকরণ কোষ প্রভৃতি রচিত হইল, স্ত্রের বন্ধনে এক দিকে যেমন বাঁচিয়া গেল, স্থায়ী আকারে থাকিল, অল্প দিকে তেমন শক্তি-হীন হইল, পরিবর্তন-শীল থাকিল না। "প্রাকৃত" ভাষা জনসাধারণের ভাষা, নিত্য পরিবর্তনশীল। প্রাকৃত বৈদিক পালির, এবং পালি "প্রাকৃত"র আকার পাইল। যাকে যে "সংস্কৃত" হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত আকারেই থাকিয়া গেল।

"সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত"র উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল, বাহা ছইটা ভাষা মনে হইতেছিল, তাহা ছইটা নহে, এক ভাষারই ছই শাখা। কিংবা ছই এক বৃক্ষ, একটা উত্তানে সবস্ব পালিত ও রক্ষিত, অল্পটা বৃক্ষ। বৃক্ষটা অনেক দূর পর্যন্ত চালাইতে পারা যায়। উত্তান-জাত বৃক্ষের ছইটা ধর্ম স্পষ্ট; উহা অ-স্বাভাবিক জীবনযাপন করে, অথস্তুে মরিয়া যায়, কিংবা বৃক্ষ আকার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। "সংস্কৃত"রও সেই দশা ঘটয়ছিল, অ-স্বাভাবিক এবং মূল প্রকৃতির তাড়নার বশ হইয়া গেল। "প্রাকৃত"র সমৃদ্ধ আকার পাইল না, কিন্তু কোন্‌খানে "সংস্কৃত", আর কোন্‌খানে "প্রাকৃত" তাহার নির্দেশ কঠিন করিয়া ফেলিল। বাহাকে "প্রাকৃত" ভাষা বলা হয়, তাহাতে সংস্কৃত-সম এবং সংস্কৃত-ভব, দ্বিবিধ শব্দ ছিল। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-ভব শব্দের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ; একই হইতে উভয়ের জন্ম। ব্যাকরণেও যে তাই। অতএব সংস্কৃত ও "প্রাকৃত", ছইটা ভাষা, না একটা ?

বক্তব্য লইয়া একটু পরীক্ষা করি। কিন্তু এই ভাষার নাম শুনিলেই চোখে আঁধার দেখি। 'বর্তমান বালালা' বলিলেও আলো দেখি না। ইহার এত লীলা, কে গণিতে পারিবে ? নিত্য

নূতন লীলা ; শক্তি জাগ্রত। লেখা লীলা, না কথা লীলা, কোন্ লীলা ধ্যান করিব ?  
 পামরকণ্ঠে যে লীলা, পণ্ডিতকণ্ঠে সে লীলা দেখি না। পণ্ডিত যে সাধক, পামর যে পাষণ্ড,  
 সাধন-ভজন করে নাই। ভাষার প্রাণ, ধ্বনি ; লেখা চিত্র নহে। চিত্র কৃত্রিম, ধ্বনি স্বাভাবিক।  
 বিপদ এই, স্বাভাবিককে কৃত্রিম রূপ, সাংকেতিক চিত্রদ্বারা বৃষ্টিতে হয়। বর্তমান বাঙ্গালা  
 প্রত্যক্ষ হইতেছে, পুরাকালের বাঙ্গালা কল্পিত চিত্র সাহায্যে বৃষ্টিতে হইবে, চিত্রকর চিত্রের  
 সংকেতগুলা বলিয়া চিত্র লিখিলে বরং কিছু রক্ষা ছিল। চণ্ডীদাস নামে কে একজন কি  
 রাগে কি গান গাইয়াছিল ? এক চিত্রকর গানের চিত্র লিখিয়াছিলেন ; আমরা সেই চিত্র  
 দেখিয়া মনে করিতেছি, এই সেই গান ! চিত্র-ব্যাখ্যাতা বিঘ্নবল্লভ মহাশয় বলিতেছেন,  
 “কৃষ্ণকীর্তনে প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক, সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প।”  
 জানি না, তিনি শব্দ গণিয়া গণিয়া ভাগ করিয়াছিলেন কি না ; আর সংস্কৃত-জাত না বলিয়া  
 প্রাকৃত-জাত কেন বলিয়াছেন। কিন্তু, চিত্রকরের কলা-কৌশল দেখিয়া বিলক্ষণ সন্দেহ  
 জন্মিয়াছে।\* সে চিত্রকর কেমন, যে শ্রামকে শ্রামরূপে দেখাইতে পারেন, অতি—আতি,  
 অচেতন—আচেতন, অধিক—আধিক ইত্যাদির অভেদ বৃষ্টিতে বলেন, যিনি আপন—আপন,  
 আশি—আনি, আপমাণ—আপমান, শূণ—সূণ—সুন ইত্যাদি এক অর্থে নানা ধ্বনি শুনিতেন ?  
 এ দিকে শূনি, চণ্ডীদাস বীরভূমে ছিলেন, বাঁকড়াতেও ছিলেন, সুরুর মিথিলাতেও ছিলেন।  
 অত্র দিকে, প্রাচীন অক্ষর-বিং ও হিঃহান-বিং ৬ শত বৎসর পূর্বেও বাইতে দিবেন না।  
 চণ্ডীদাস রাঢ়ে ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেই রাঢ়ের, ১ শত বৎসর পরের  
 চৈতন্যচরিতামৃত ও কবিকঙ্কণচণ্ডী আছে, ২ শত বৎসর পূর্বের শূন্তপুরাণও আছে। এই  
 সকল পুস্তকে বিঘ্নবল্লভ মহাশয়ের “প্রাকৃত” ও “তজ্জাত শব্দ”র আধিক্য আছে কি না,  
 গণিলে মন্দ হইত না। আরও আগে বাই। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় “হাজার বছরের  
 পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা”র নিদর্শন দিয়াছেন। তিনি রাঢ়দেশের লুই নামক বাঙ্গালীর ছইটি  
 পদে ৯০ শব্দ গণিয়া বলিয়াছেন, ১৬টি সংস্কৃত, ৫২টি বাঙ্গালা, আরও ২০টি “প্রাকৃত”।  
 তিনি ‘প্রাচীন বাঙ্গালা’ ও ‘চলিত বাঙ্গালা’—এই দুই ভাগে ৫২টি বাঙ্গালা শব্দ গণিয়াছেন।  
 কই, সেগুলা “প্রাকৃত” কিংবা “তজ্জাত” বলেন নাই। বরং সা° প° পত্রিকায় বলিয়াছেন  
 “সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন”। তাঁহার বলিবার প্রয়োজন ছিল না সত্য, কিন্তু “প্রাচীন অবস্থা”র  
 বাঙ্গালা শব্দগুলির মূল “প্রাকৃত” বলাও বা, “সংস্কৃত” বলাও তা ; কারণ, “প্রাকৃত”  
 ব্যাকরণের সূত্র পাই না, “সংস্কৃত” ব্যাকরণেরও পাই না অথচ বাঙ্গালা। অতএব বোধ  
 হইতেছে, বহু পূর্বকাল হইতে বাঙ্গালাভাষা আছে।

আমার বোধ হয়, ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ “সংস্কৃত”র দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন,  
 কেহ “প্রাকৃত”র দিকে চলিয়া পড়িয়াছেন। “প্রাকৃত” ভাষার উৎপত্তি সন্ধ্যা, এমন কি,

\* “কৃষ্ণকীর্তন” সম্বন্ধে কয়েকটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সংশয় এখনও নিঃশেষরূপে বলিবার  
 স্থানোপস্থান নাই। এখানে এসময় একটা আদিয়া পড়িয়াছে।

বর্তমান বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও, সেই টানা-টানি দেখিতে পাই। পাঁচটি ছেলের মধ্যে হয়ত দুইটি বাপের মতন, তিনটি মায়ের মতন, ইহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে। বঙ্গভাষাতেও তাই মনে করি। বাঁহারা ইহার উর্দ্ধে উঠিয়া বলিবেন, এই দেখ “প্রাকৃত”, এই দেখ “প্রাকৃত”, তাঁহাদিগকে একটা জিজ্ঞাস্ত আছে, সেটা কোন্ “প্রাকৃত”? শোরসেনী, মাগধী, অধমাগধী, অপভ্রংশ ইত্যাদি নামের কোন্ “প্রাকৃত”? কোন শব্দে এই, কোন শব্দে অই, বলিলে বুঝি, জানা “প্রাকৃতে”র একটাও নহে, একটা ‘নব-প্রাকৃত’, যেটার লক্ষণ সেকালের কেহ বলিয়া যান নাই। বলিবার যো ছিল কি না, কে জানে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বাহার ভিন্নত্ব হয়, তাহার অভেদত্ব স্বীকার না করিলে ত স্বরূপলক্ষণ দিতে পারা যায় না। এই কারণে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচনার নাম শুনিয়াই অনেক পণ্ডিত আকাশকুসুম করনা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু, সংসার অনিত্য শূন্যিও বা বৃষ্টিও আমরা নিত্য ভাবিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি, এবং বৃষ্টিতেছি, নিত্য না ভাবিলে সংসার বলিয়াও কিছু থাকে না। সঞ্চরণশীল অনিত্য ভাষার মধ্যেও নিত্য সত্য স্বীকার না করিলে ভাষা থাকে না, মাহুঘ-সমাজও থাকে না। তাই সে কালের ব্যাকরণকার “প্রাকৃত” ভাষারও ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু “সংস্কৃত”কে নিত্য অঙ্গীকার করিয়া “প্রাকৃতে”র ব্যাকরণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা স্বজ করিলেন, “প্রাকৃতে” একবচন ও বহুবচন আছে। ষিবচন নাই, যেন ষিবচন থাকিবার কথা! লিখিলেন, ‘ভূ’ ধাতুর পদে ‘ভবতি’ না হইয়া ‘হোতি’ হয় ইত্যাদি। তাঁহারা “প্রাকৃত” হইতে “সংস্কৃতে” যান নাই; বলেন নাই “প্রাকৃত” ‘নী’ হইতে ‘অহম্’, ‘অমিষ’ হইতে ‘অমৃত’, ইত্যাদি। কারণ “সংস্কৃত” নিত্য ও পরিচিত, “প্রাকৃত” অনিত্য ও অপরিচিত। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও কোষকারকেও তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরিতে হইয়াছে। বলিতে হইয়াছে, পূর্বে ‘অহম্’ বলিত, এখন ‘আমি’ বলে, পূর্বে ‘একাদশ’ বলিত, এখন ‘এগারহ’ বা ‘এগার’ বলে, ইত্যাদি।

আমার সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন, “সংস্কৃত অহং শব্দ হইতে বাঙ্গালার ‘আমি’ শব্দ আসিয়াছে, ইহা বড় কষ্টকল্পনা। ‘অহং’ অর্থে প্রাকৃতে ‘অস্মি’, ‘হং’ এবং ‘মম’ এই তিন রকম প্রয়োগ হইয়া থাকে। \* \* এই ‘অস্মি’ হইতে বাঙ্গালার ‘আমি’ শব্দ সহজেই আসিতে পারে।” তা পারুক; ‘আমি’ শব্দের অব্যবহিত পূর্বরূপ ‘আস্মি’ (বোধ হয় পড়িতে হইবে ‘আস্মিহি’) শব্দের ‘হ’-এর উৎপত্তি কি? তা ছাড়া, কোন্ দেশের “প্রাকৃতে”, কবেকার “প্রাকৃতে” ‘অস্মি’ বলিত? “প্রাকৃত” ব্যাকরণে নানা রূপ লিখিত আছে,— অহং, অহস্মি, অস্মি, অস্মিহি, হং, অহঅং, স্মি। যেটার সঙ্গে মিলিয়া যাইবে, সেটা হইতে এটা বলা ঠিক কি? বোধ হয়, “হইতে” শব্দটার যে অর্থ আমি ধরিতেছি, তিনি সে অর্থ ধরেন নাই। যেটা ছিল, সেটার রূপ-পরিবর্তন হইলে বলি প্রথমটা হইতে দ্বিতীয়টা আসিয়াছে। কিন্তু রূপ-পরিবর্তন একবার না হইয়া বহুবার হইতে পারে। তখন যে-কোন রূপ ধরিয়া সচ্ছন্দে তর্ক তোলা যাইতে পারে। আমি সে তর্কে না গিয়া একটা জানা গোড়া ধরিয়াছি। জানা ধারা অজানা বলাই ভাল। ইহাতে কি সুবিধা হইয়াছে, বলি।

(১) বহু বহু শব্দ আছে, বাহার সংস্কৃত রূপ এবং বাঙ্গালা সমান চলিতেছে। যেমন অষ্ট, আট; নদী, নই; স্বপ্ন, স্বপন; ইত্যাদি। যখন ছইই বলি ও লিখি, তখন ছইই যে এক, তাহা বলিলে বাঙ্গালা-ভাষা-শিক্ষার্থীর সুবিধা হয়, একটা হইতে অপরটার আসিতে পারা যায়।

(২) “সংস্কৃত-প্রাকৃত” চলিত থাকিলে সে ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষা বুঝিবার সুবিধা হইত। যেটা নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালার দাঁড়াইয়াছে, তাহার কোন্ সময়ের

কোন রূপ ধরিব? পূর্ব পূর্ব রূপ সাজাইয়া গেলে অ-কার্য হইত না; কিন্তু উপজীব্যের অভাব, এবং অভাব না হইলেও কোষে এত কথা প্রতি শব্দে লিখিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য ঘটে। “বাল্লাভাষা” গ্রন্থের প্রথম ভাগের শিক্ষাধ্যায়ে কতকগুলি প্রধান সূত্র দেওয়া গিয়াছে। দেখা যাইবে, পূর্ব-প্রাকৃত হইতে শব্দ আনিতে যত লোপ, আগম বলিতে হয়, “সংস্কৃত” হইতে আনিতে তাহার অধিক বলিতে হয় না। “প্রাকৃত” “উট্ট” ধাতু হইতে বা “উট্” ধাতু সহজে আসে বটে; কিন্তু “উট্ট” ধাতু হইতে কি “উৎ-হা”, না “উৎ-হা” হইতে “উট্ট”? “প্রাকৃত” “ওডঢণ” [৭] হইতে “আবরণ” (বা “প্রাবরণ”), না “আবরণ” হইতে “আউরণ”, “উরণ”—উড়নী? “ওডঢণ” শব্দের মূল কি? “প্রাকৃত” ভাষার ব্যাকরণকার বলেন, সে ভাষার সংস্কৃত-সম, সংস্কৃত-জাত ও দেশী, এই ত্রিবিধ শব্দ ছিল। “ওডঢণ” কি “দেশী” শব্দ? “সংস্কৃত-সম” যে নহে, তাহা রূপ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, “সংস্কৃত (আ)বরণ শব্দ ব্রহ্মন্দে ওরণ—ওড়ণ—ওড়না হইতে পারে না।” তিনি কারণ দেন নাই; বোধ হয় “ওডঢণ” প্রাকৃতে ছিল, ইহাই পর্যাপ্ত মনে করিয়াছেন। লেপের ‘ওয়াড়’ ও কৃষ্ণকীর্তনের ‘ওহাড়ন’, স’ আবরণ হইতেই মনে হয়। প্রাচীন বাঙ্গালার ‘নিজা’ শব্দের রূপান্তরে ‘নিদ’, ‘নৌদ’ প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইয়াছিল ‘যুম’ শব্দ তত প্রাচীন নহে। “কৃষ্ণকীর্তনে”র বিষয়মত মহাশয়ের চোখে আমার উক্তিটি এড়ায় নাই। আমার অনুমান খণ্ডনার্থে তিনি পাঁচ জন প্রাচীন গ্রন্থকারের প্রমাণ দিয়াছেন। দেখিতেছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেই পাঁচেরই প্রমাণ তুলিয়াছেন। আমার সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন।

(৩) কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির নিমিত্ত একেবারে সংস্কৃতে বাওয়াই সুবিধাজনক। বাঙ্গালার ‘দুধ আওট’, আর ‘দুধ আওটাও’, দুইই বলা যায়। একটা স’ ‘আবৃৎ’ ধাতু হইতে, অপরটা স’ ‘আবর্ত’, বরং ‘আবর্তিত’ শব্দ হইতে আদিয়াছে মনে করিলে একটা সামান্য সূত্রের অন্তর্গত করিতে পারা যায়। ব্যাকরণাধ্যায়ে সে সূত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তা ছাড়া, দেখা গিয়াছে, কন্-কন, ধক্-ধক ইত্যাদি ঋজু শব্দ প্রায় অবিকল স’ ধাতু। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে কত কল্পনাই চলিয়াছিল। কোষের সমালোচক একটা বিশেষ ধরি-ধরি করিয়াও বোধ হয়, ধরিতে পারেন নাই। সেটা একটা প্রচলিত মতের খণ্ডন। অনেকে মনে করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা “দেশজ” শব্দে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতের পক্ষপাতী না হইলে, তাহাদের “দেশজ” শব্দের অধিকাংশ যে সংস্কৃত-তব, এই মত স্থাপন অসাধ্য হইত। বোধ হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় “প্রাকৃত” ভাষার “ভিতর দিয়া” সংস্কৃতে গেলে তুষ্ট হইতেন। “ভিতর দিয়া” গেলে উদ্ভব হইত, আমিও স্বীকার করি। তাহাতে আর কিছু না হউক, আমরা সংস্কৃত-ভাষা-চোর, এই অপবাদ হইতে মুক্ত হইতাম। দেখা যাইত, বাঙ্গালা একটা “প্রাকৃত” বাহার শিকড় বৈদিকভাষার গিয়া ঠেকিয়াছে। এই কারণে পণ্ডিতবর্গ বলেন, বাঙ্গালা সংস্কৃতমূলক ভাষা। কেহ “প্রাকৃত”-মূলক বলিয়াছেন কি না, জানি না। বোধ হয়, বলেন নাই; কারণ, যখনই “প্রাকৃত” বলি, তখনই মনে হয়, একটা ভাষা আছে, যেটার বিকার বা অপভ্রংশ “প্রাকৃত” ভাষা। বোধ হয়, এই কারণে তাহারা বি-রূপের নাম না করিয়া স্ব-রূপের নাম করেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য-বিবরণী

## দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৩, ৩০শে জুলাই ১৯১৬, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল

„ রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী এম্ এ

„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ

এম্ এ, পি এইচ ডি

„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন

এম্ এ, বি এল

„ সত্যানন্দ বসু বি এল

„ অনন্তনারায়ণ সেন

„ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম্ এ

„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

„ রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব

„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল

„ জগদ্বন্ধু মোদক

„ হেমচন্দ্র দাঁশগুপ্ত এম্ এ

„ রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর

এম বি, এক সি এস

„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

„ শুকানন্দ স্বামী

„ মোলবী রওশন আলী চৌধুরী

„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

„ অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

শ্রীযুক্ত চিত্তমুখ সাত্তাল বি ই

„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ

„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

„ বিজয়লাল দত্ত

„ চারুচন্দ্র বসু

„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,

ডি এস্ সি, ব্যারিষ্টার

„ সরলকুমার বসু

„ সন্তোষকুমার বসু এম্ এ, বি এল

„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত

„ জিগুয়াচরণ চৌধুরী

„ পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব

„ পাঁচকড়ি দাস

„ যতীন্দ্রমোহন রায়

„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী

„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিজ্ঞাবিনোদ বি এ

„ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ

„ আশুতোষ মহলানবীশ

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ জৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

„ রামহরি ভড় বি এল

„ নবীগোপাল মজুমদার

„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

„ গৌরহরি সেন

„ রমণীমোহন ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম্ এ

- „ হরগোবিন্দ লঙ্কর চৌধুরী
- „ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
- „ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ মন্থননাথ রায়
- „ শক্তিসাধন বিশ্বাস
- „ কবিরাজ মধুরানাথ কাব্যতীর্থ
- „ সতীশচন্দ্র মিত্র
- „ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজয়াবিনোদ, এম্ এ
- „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
- „ গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
- „ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
- „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
- „ বসন্তকুমার বসু এম্ এ, বি এল
- „ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল এম এস
- „ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- „ হরপ্রসাদ মজুমদার
- „ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ
- এম্ ডি, এম্ এন্স সি
- „ বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এম্ এ
- „ ভ্রামাপদ রায়
- „ অনাথনাথ ঘোষ
- „ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
- „ গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি ই
- „ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
- „ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ষ
- „ ডাঃ ললিতমোহন পাল

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ

- „ নগেন্দ্রকুমার রায়
- „ বসন্তকুমার রায়
- „ অক্ষয়কুমার বসু
- „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
- „ ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্তী
- „ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
- „ গিরিশচন্দ্র দত্ত
- „ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
- „ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
- „ সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- „ অতুলচন্দ্র সেন
- „ প্রসন্নকুমার সরকার
- „ হরীকেশ মিত্র
- „ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
- „ বিনোদবিহারী দত্ত
- „ ভ্রামাপদ ভট্টাচার্য
- „ সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ শচীন্দ্রনাথ বসু
- „ সিদ্ধেশ্বর দাস
- „ বসন্তরঞ্জন রায় বিষমভক্ত
- „ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
- „ সূর্য্যকুমার পাল
- „ বিনোদবিহারী চক্রবর্তী
- „ রামকমল সিংহ
- „ পঞ্চানন ভট্টাচার্য
- „ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
- „ ভোলানাথ কৌচ

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ষ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল ( সম্পাদক )

- „ যুগালকান্তি ঘোষ
- „ বাণীনাথ নন্দী
- „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার

} সহকারী সম্পাদক ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক) অনিবার্ধ্য কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন।

বার্ষিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতি মহাশয়ের সম্বোধন। ৪ (ক)। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জ্ঞাত কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জ্ঞাত কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব। (গ) ১৩২৩ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক-সমিতি গঠন। ৫। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় মঞ্জুর। ৬। সহায়ক-সদস্য নিয়োগ। ৭। চিত্র প্রতিষ্ঠা—(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৮চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, (খ) কবি ৮রজনীকান্ত সেন ও (গ) অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়গণের চিত্র। ৮। প্রবন্ধপাঠ,— শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় কর্তৃক “১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গলা-সাহিত্যের বিবরণ” শীর্ষক প্রবন্ধ। ৯। ত্রিপুরা ও নদীয়া-কৃষ্ণনগরে বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-স্থাপন-সংবাদ। ১০। পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩ (খ), ২৫, ৩৯ (ক) ও (খ), ৫৩ ও ৫৯, ৬৭ সংখ্যক নিয়মগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ১১। প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জ্ঞাত কার্যনির্বাহক-সমিতি গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ১২। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত হুইথানি প্রাচীন ইষ্টক ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একখানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-টোতা। ১৩। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১৪। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন। ১৫। শোক-প্রকাশ—(ক) পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, (খ) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী, (গ) চারুচন্দ্র মল্লিক, (ঘ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক, (ঙ) প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ, (চ) রামকমল রায় বি এল, (ছ) হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও (জ) ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ১৬। বিবিধ।

১। অল্পতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত ১০ম মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, গত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ কোন সভায় পঠিত বা গৃহীত হয় নাই। অতএব উহা এই সভায় পঠিত ও গৃহীত হউক। শ্রীযুক্ত রমেশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তাঁহারায় আরও প্রস্তাব করিলেন যে, উহা পূর্বে কোন মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয় নাই কেন?

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের প্রস্তাবের সংশোধক প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত



হউক। শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার সহকারী সম্পাদক মহাশয় গত ষাট্টিশ বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই বার্ষিক কার্যবিবরণীমধ্যে প্রেস কমিটির সদস্যগণ একসময়ে যে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এবং এই ঘটনার উল্লেখ করা হউক। ইহার উত্তরে সভাপতি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, তাঁহারা কবে পদত্যাগ করিয়াছিলেন? শ্রীযুক্ত কেশব বাবু বলিলেন যে, গত কল্যাকার সভায় তাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন। উপস্থিত অষ্টাশ্র সদস্যগণ বলিলেন যে, এই ঘটনার উল্লেখ পূর্ববৎসরের বার্ষিক কার্যবিবরণ মধ্যে থাকিতে পারে না। সভায় সমবেত সদস্যগণের মত অনুসারে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রস্তাব অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উপস্থাপনের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে পঠিত বার্ষিক কার্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৩। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বোধন পাঠ করিলেন ( ইহা পরিষৎ-পত্রিকার ২৩ ভাগ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে )। সভাপতি মহাশয় নিজ সম্পাদিত ও লালাগোলায় বিভোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে মুদ্রিত পরিষদের গ্রন্থাবলীভূক্ত হাজার বৎসরের পুরাণ বাঙ্গালাভাষায় লেখা "বৌদ্ধ গান ও মোহা" পরিষৎকে উপহার দিলেন।

৪ (ক)। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বর্ষশেষে সভাপতি অবসর গ্রহণ করেন, এই জন্ত তিনিও অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তিনি বলিলেন,—শুনলাম, যোগ্যতর ব্যক্তি সভাপতি হন, ইহাই কাহারও কাহারও ইচ্ছা। আমি বর্তমান বর্ষের জন্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম সভাপতির পদে প্রস্তাব করিয়া অত্য়াকার সভাপতির কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি আই ই মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করিলেন। ঐ পত্রে ডাঃ বসু মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তাব করি যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই সভাপতি-পদে পুনর্নির্বাচিত হউন। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রতিবাদের সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যখন দেখিলেন যে, অধিকাংশ

সদস্যই তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই. সি আই ই, এম্ এ, ডি এস্ সি মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে ২৩শ বর্ষের জন্ত পরিষদের সভাপতির পদে নির্বাচিত হইলেন।

তৎপরে বধারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ২৩ বর্ষের জন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিষদের কর্মধ্যক্ষ হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও কর্মধ্যক্ষের নাম প্রদত্ত হইল।

প্রস্তাবক

সমর্থক

কর্মধ্যক্ষ

সহকারী সভাপতি

শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল

২। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়

বাহাদুর

৩। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

৪। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়

৫। মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ

মহাতাপ বাহাদুর কে টি,

কে সি এস আই, কে সি আই ই

৬। মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ

সর্কাধিকারী

৭। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৮। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞান

১। শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ

২। " সুরেন্দ্রনাথ কুমার

৩। " কিরণচন্দ্র দত্ত

৪। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৫। " নলিনীকান্ত পণ্ডিত

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র

মহামহোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞান

প্রস্তাবক	সমর্থক	কর্তৃত্বাধীক
		ধন্যধাক
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
		প্রত্নাধাক
শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু	"	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
		ছাত্রাধাক
"	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার	কালিদাস নাগ
		চিত্রশালাধাক
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ	নীলমণি চক্রবর্তী এম্ এ
		আয়ব্যয়-পরীক্ষক
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
		২। " উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪ (গ)। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্তগণ সাধারণ-সদস্তগণ কর্তৃক কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ
২। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১২। " হেমচন্দ্র সরকার
৩। " খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৩। " পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যভীষ
৪। " নগেন্দ্রনাথ বসু	১৪। " মনমথমোহন বসু
৫। " হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১৫। " বাগীনাথ মল্লী
৬। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১৬। " যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
৭। " যোগীন্দ্রনাথ সর্বাঙ্গদার	১৭। " মহেন্দ্র রত্নশন আলী চৌধুরী
৮। " রমাপ্রসাদ চন্দ	১৮। " চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। " রমেশচন্দ্র মজুমদার	১৯। " কেশবচন্দ্র গুপ্ত
১০। " ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী	২০। " ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত

এবং নিম্নলিখিত সদস্তগণ শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	৩। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ
২। " বোধিসত্ত্ব সেন	৪। " নবকৃষ্ণ রায়

৫। তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ২৩শ বর্ষের আর্থ-মাসিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, বজেটের মধ্যে হাওলাত টাকার উল্লেখ করিতে হইবে। সর্বসম্মতি-

ক্রমে বজেট গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরিষদের স্থায়ী তহবিলের সম্পূর্ণ হিসাব দেখিবার প্রস্তাব করিলে, স্থির হয়, উহার বিষয় আগামী মাসিক অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্যরূপে নির্বাচনের প্রস্তাব করিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ( কলিকাতা )

২। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ঐ

৩। " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ( কুচবিহার )

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে উক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব-সম্মতিক্রমে সহায়ক-সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

৭। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্তৃক নিম্নলিখিত চিত্রগুলির প্রতিষ্ঠা হইল,—

( ১ ) মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তৈলচিত্র

( ২ ) রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র

( ৩ ) অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ব্রোমাইড

এই চিত্রগুলির মধ্যে প্রথমখানি রাজসাহী জোয়াদীনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ বিশি মহাশয় ও ত্রয়খানি শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় পরিষৎকে দান করিয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানি রজনীকান্ত-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত ১ম ও ৩য় চিত্রের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের “১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

৯। অতঃপর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় জানাইলেন যে, নদীয়া কৃষ্ণনগরে ও জিপুরা কুমিল্লার পরিষদের দুইটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

১০, ১১ ও ১২ আলোচ্য বিষয় সমগ্রভাবে আলোচিত হইল না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের অন্ততম সহায়ক সদস্য কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র সরস্বতীমূর্তি ও ৩ খানি পুথি প্রদর্শন করিলে প্রদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক উক্ত দ্রব্যগুলি সাদরে গৃহীত হইল।

১৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। ( গ্রন্থতালিকা পরে দ্রষ্টব্য )।

১৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বখারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন। ( তালিকা পরে দ্রষ্টব্য )

১৫। নিম্নলিখিত সদস্যগণের মৃত্যুতে পরিষদের শোক জ্ঞাপন করা হইল। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ১। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী  | ৫। প্রমথকুমার ঘোষাল এম্ এ          |
| ২। রজনীকান্ত চক্রবর্তী (মালদহ) | ৬। রামকমল রায় বি এল               |
| ৩। চারুচন্দ্র মল্লিক           | ৭। হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়      |
| ৪। শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক        | ৮। ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ |

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সভাপতি।

### উপহৃত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

- ১। তপতী
- ২। আদিশূর ও বজ্রালসেন
- ৩। পৃথ্বীরাজ
- ৪। পন্নী-সমিতি-দর্পণ
- ৫। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত
- ৬। নটেন্দ্রলীলা কাব্য
- ৭। অবসর-সরোজিনী
- ৮। কতিপয় কবিতা
- ৯। গোরেন্দা-কাহিনী, নং ২
- ১০। আচা-ভূরায় বোঝাচাক
- ১১। বিলাতী সতী
- ১২। সুরা-সারোদ্ধার
- ১৩। মোদকোৎপত্তি
- ১৪। কতিপয় কবিতা

( ইংরাজী অনুবাদ সহ )

- ১৫। সময়-শায়িনী
- ১৬। বড় রসামোদ নাটক
- ১৭। ভারত অধিকার

- ১৮। গোলে বকারলী
- ১৯। কাণ্ডেনবাবু
- ২০। কেরানী-চরিত
- ২১। বাপ রে কালি
- ২২। বিল-বিভ্রাট, পঞ্চরং, ১ভাগ
- ২৩। প্রণয়-কুসুম
- ২৪। অবোধ প্রবোধ
- ২৫। সুবরাজের অত্যাধর্না
- ২৬। গোহত্যা ও গোয়ক্ষা
- ২৭। মিত্র-বিলাপ কাব্য
- ২৮। ভারতে যবন

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ শীল

- ২৯। মেঘদূত
- ৩০। আশ্রম

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

- ৩১। বিধবার ছেলে
- ৩২। ধর্মজীবন, ১ম খণ্ড
- ৩৩। ঐ ২য় "
- ৩৪। ঐ ৩য় "

- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন
- ৩৫। রামদাস-প্রদ্বাবলী, ৩য় ভাগ
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বড়লী
- ৩৬। রম্পতির ধর্ম্ম-বৈষম্য
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাধাকমল সুখোপাধ্যায়
- ৩৭। দরিত্রের ক্রন্দন
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৩৮। ধর্ম্মপাল
- ৩৯। প্রচীন যুজ্জা, ১ম ভাগ
- ৪০। স্তবক
- ৪১। গুচ্ছ
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
- ৪২। কাঞ্চনমালা
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেশনাথ
- ৪৩। জ্ঞানযোগ
- ৪৪। কর্ম্মযোগ
- ৪৫। ভক্তিযোগ
- ৪৬। রাজযোগ
- ৪৭। ভক্তিরহস্য
- ৪৮। ধর্ম্মবিজ্ঞান
- ৪৯। পরিত্রাজক
- ৫০। ভাববার কথা
- ৫১। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
- ৫২। বর্ত্তমান ভারত
- ৫৩। পদ্মাবলী, ১ম ভাগ
- ৫৪। ঐ ২য় "
- ৫৫। ঐ ৩য় "
- ৫৬। চিকাগো-বক্তৃতা
- ৫৭। ভারতে বিবেকানন্দ
- ৫৮। কথোপকথন
- ৫৯। শ্রীমাদ্ভক্ত-চরিত
- ৬০। সাধু নাগ মহাশয়
- ৬১। মদীয় আচার্য্যদেব
- ৬২। পণ্ডহারী কাব্য
- ৬৩। নিবেদিতা
- ৬৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ
- ৬৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোক্ত স্তবমালা
- ৬৬। সন্ন্যাসীর গীতি
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার
- ৬৭। নদীয়া-মাদুরী
- ৬৮। শ্রীগোরাঙ্গ
- ৬৯। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, ১ম খণ্ড
- প্রদাতা—শ্রীবিভূতীশচন্দ্র কাব্যরামায়ণতীর্থ
- ৭০। শ্রীমদগোমল্লন
- ৭১। হরিশ্বেদামৃতং
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
- ৭২। নব যুগের সাধনা
- ৭৩। Glimpses from the Life-story of Sasipada Banerjee.
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানচন্দ্র বোষ
- ৭৪। প্রণয়-প্রলাপ
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায়
- ৭৫। লয়
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত আদীশ্বর ভট্টাচার্য্য
- ৭৬। ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার  
ঐতিকার
- প্রদাতা—৮ব্যোমকেশ মুস্তকী
- ৭৭। চাকচর্য্যশতক
- ৭৮। প্রার্থনা ( ১ম ভাগ )
- ৭৯। অর্থ-পুন্স
- ৮০। মঙ্গল-নির্বোধ
- ৮১। সত্যনারায়ণের পাঁচালী
- ৮২। কবিত্ব
- ৮৩। কবি-পদ্ধতি ( ১ম ভাগ )

- প্রদাতা—৮ব্যোমকেশ মুস্তকী
- ৮৪। উপনিষৎ ( ১ম খণ্ড )
- ৮৫। উপনিষৎ ( ২য় খণ্ড )
- ৮৬। আৰ্য্যধাত্ত্রীবিজ্ঞা ( ১ম খণ্ড )
- ৮৭। হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব ( ১ম ভাগ )
- ৮৮। আৰ্য্য-রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা
- ৮৯। বিষ্ণুপুরের ৮কালীমাতার পূর্ববৃত্তান্ত
- ৯০। পূজা
- ৯১। প্রমোত্তর-রত্নমালা ( ১ম )
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কলীপ্রকৃষ্ণ বসু
- ৯২। পঞ্চমালা ( ১ম ভাগ )
- ৯৩। ঐ ( ২য় ভাগ )
- ৯৪। ঐ ( ৩য় ভাগ )
- ৯৫। নাগাশ্রমের অভিনয়
- ৯৬। মনোমোহন-গীতাবলী
- ৯৭। হিন্দু আচার-ব্যবস্থা
- ৯৮। ছলীন
- প্রদাতা—ব্রহ্মচারী গণেশজনাথ
- ৯৯। বীরবাণী
- ১০০। দেববাণী
- ১০১। পানিনির মহাভাষ্য
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ
- ১০২। বন্দিত
- ১০৩। শ্রীহরিলীলারসামৃত-সিদ্ধ ( ১ম ভাগ )
- ১০৪। ঐ ( ২য় ভাগ )
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- ১০৫। কপালকুণ্ডলাভব
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বহ্নিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর
- ১০৬। চীবর
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র
- ১০৭। নীলদর্পণ
- ১০৮। নবীন তপস্বিনী
- ১০৯। লীলাবতী
- ১১০। বির-পাগলা বুড়ো
- ১১১। জামাইবারিক
- ১১২। যমালয়ে জ্বরন্ত মাহু
- ১১৩। সুরধুনী কাব্য
- ১১৪। দ্বাদশ কবিতা
- ১১৫। পঞ্চসংগ্রহ
- ১১৬। দীনবন্ধুজীবনী
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অম্বকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
- ১১৭। অশ্রুধারা
- ১১৮। বিধিপ্রসাদ
- ১১৯। ভীষণ প্রতিশোধ
- ১২০। পলাশীর স্মৃতি
- ১২১। বঙ্গলক্ষ্মী
- ১২২। গতি
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাইমোহন বরট
- ১২৩। স্নেহলতা
- ১২৪। শ্রীএকাদশী বা ভক্তিবিম্বু
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী
- ১২৫। উদ্ধব-সংবাদ
- ১২৬। সরল সঙ্গীত বা হারমোনিয়ম শিক্ষা, ১ম ভাগ
- ১২৭। ঐ, ২য় ভাগ
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্তিদার
- ১২৮। সরল যোটকবিচার-শিক্ষা
- ১২৯। সাহা, স্থখ ও চিরযৌবন লাভের সহজ উপায়
- ১৩০। কোষ্ঠবদ্ধতা ও তাহার প্রতিকার
- ১৩১। মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিধিক
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়
- ১৩২। সতী স্মৃতি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পি, এন, দত্ত		১৫৮।	বঙ্গীয় গতিত জাতির কর্মা
১৩৩	দেশের গান	১৫৯	চান্দেলী, (১ম খণ্ড)
১৩৪	অর্চনা	১৬০	সোনার দেশ, (১ম খণ্ড)
১৩৫	সত্যপ্রশস্তি	১৬১	গন্থা
১৩৬	নিব্বার	১৬২	বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র
১৩৭	কাকলী	১৬৩	কমলা
১৩৮	ঘনরামকাহিনী	১৬৪	পাগল হরনাথ, ( ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড )
১৩৯	মোহিনী মায়	প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গোবামী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৪০	আর্য্যনীতিবিজ্ঞান, (১ম পাঠ)	১৬৫	ধর্ম্মতত্ত্ব, তত্ত্ববাদ
১৪১	বিধবা দর্শনে ও পুনত্	১৬৬	রাধাতত্ত্ব-রাসলীলা
১৪২	মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহা- দুরের জীবনচরিত	১৬৭	সাধক-সহচর
১৪৩।	পঞ্চম অর্জ্জব সিংহাসনারোহণ	১৬৮	হেমচন্দ্র
১৪৪।	সটাক বৈষ্ণব আচার-রত্নাবলী	১৬৯	কুস্তলীন-পুরস্কার, (১২শ ও ১৩শ)
১৪৫।	প্রাণের টান	১৭০	চঞ্চলা
১৪৬।	সমাজ-সমস্তা	১৭১	রত্নোদ্ধার
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত		১৭২	অমৃত
১৪৭।	শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্কর-দর্শন, (১ম ভাগ)	প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৪৮।	ঐ (২য় ভাগ)	১৭৩।	বীরপূজা
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু		১৭৪।	বাহাদুর
১৪৯।	স্বায়ত্বশাসন (২ খণ্ড)	প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার		১৭৫।	মাধবী
১৫০।	মার্কিণযাত্রা	প্রদাতা—শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়	
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামরাখাল ঘোষ		১৭৬।	মুর্ছনা
১৫১।	বিশ্বশক্তি	প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ্রূপ ব্রহ্মচারী	
১৫২	রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী	১৭৭।	শ্রীকৃষ্ণদাসীতচিন্তামণি
১৫৩		প্রদাতা—শ্রীমতী অম্বরূপা দেবী	
১৫৪	পাগল	১৭৮।	পোষ্যপুত্র
১৫৫	নিগ্রো জাতির কর্মবীর	১৭৯।	বাগদত্তা
১৫৬	বর্তমান জগৎ, (১ম ভাগ)	১৮০।	মহাশক্তি
১৫৭	ঐ (২য় ভাগ)		



- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সেধ মৌলবী জমিরুদ্দিন ২০১। মুরজ মুরলী
- ১৮১। ইসলামী বক্তৃতা ২০২। জীবন বীমা
- ১৮২। ইসলামী সভ্যতা প্রদাতা—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- ১৮৩। আসল বাঙ্গালা পঞ্চল ২০৩। শ্রোতের কুল
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্মা
- ১৮৪। মহাভারত, আদিপর্ব ২০৪। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিত
- ১৮৫। রামায়ণ, ৭ম কাণ্ড ২০৫। কৃষ্ণচরিত
- ১৮৬। দিগদর্শন, এপ্রিল ১৮১৮, মার্চ ১৮১৯ প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
- এবং জাহ্নবীরী ১৮২০, এপ্রিল ১৮২০ ২০৬। সংসারচক্র
- ১৮৭। লিপিমাল্য ২০৭। সোনার স্বপ্ন
- ১৮৮। ভারতবর্ষের ইংলণ্ডীয়দের রাজবিবরণ ২০৮। তোমারই
- প্রদাতা—শ্রীমতী অম্বরূপা দেবী প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী
- ১৮৯। জ্যোতিঃহার ২০৯। গোধন
- ১৯০। চিত্রদীপ প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- ১৯১। উদ্ধা ২১০। জগদ্বন্ধুর আবির্ভাব
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ প্রদাতা—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
- ১৯২। মোমতাজ, ২য় খণ্ড ২১১। শতদল
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মিত্র প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
- ১৯৩। কোরক ২১২। ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত ২১৩। আত্মতত্ত্বপ্রকাশ
- ১৯৪। ছায়াময়ী প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়
- ১৯৫। বসন্তোৎসব ২১৪। কবিকথা, (১ম খণ্ড)
- ১৯৬। অহিংসাদিগদর্শন ২১৫। মরণ-রহস্য
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ২১৬। প্রতাপাদিত্য
- ১৯৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সেধ রেজাকউদ্দিন আহম্মদ
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ ২১৭। সচিৎ আরব জাতির ইতিহাস, ১ম খণ্ড
- ১৯৮। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ২১৮। ঐ ঐ ঐ ৩য় খণ্ড
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ
- ১৯৯। নুরজাহান ২১৯। চট্টগ্রামের বিবরণী ও ভৌগোলিক ভাগ
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্কাদিকারী প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঠাকুর
- ২০০। শুভকর্মে গড় ও পড় ২২০। মুরলী

উপহারদাতা	উপকৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২০১। কালীকুম্ভাবলী
" পান্নালাল জৈন	২২২। ভায়দীপিকা ( জৈনগ্রন্থমালা, ১০ )
" পুলিনবিহারী দত্ত	২২৩। শৃঙ্গারতিলকম্
" প্রভাতচন্দ্র সুখোপাধ্যায়	২০৪। আর্থিক তত্ত্বমালা
Supdt. Govt. Printing, India	২২৫। Loan Exhibition Antiquities Coronation Durbar 1911.
	২২৬। Cotton Spining & Weaving in Indian Mills Dec. 1915.
	২২৭। Patent Office Hand-book.
	২৭(ক)। Cotton Spining & Weaving in Indian Mills Jany. 1916.
	২২৮। Do Feb. 1916.
	২২৯। Do March "
	২৩০। Do April "
	২৩১। Statistics (tables relating to Banks in India.)
	২৩২। Annual Archæological Report 1912 to 1913.
	২৩৩। Do Part Ist. 1913 to 1914.
	২৩৪। Indian Archæological Policy 1915.
	২৩৫। Statistical Abstract of Public Health 1913—1914.
	২৩৬। Indian Education in 1914—1915.
Officer in Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	২৩৭। Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal for 1914—15.
	২৩৮। Resolution Receiving the Report on the Working of the District Boards in Bengal 1914—1915.
	২৩৯। Report on Public Instruction in Bengal for 1914—15.
	২৪০। Supplement to the Report on Public Instructions 1914—15.
	২৪১। Notifications and Orders relating to the War in force Bengal.
	২৪২। Annual Progress Report on Forest Administrations in Bengal 1914—15.

- ২৪৩। An Introduction to the Grammar of the Tibetan Language with the Texts of situp, sumtag etc.
- ২৪৪। Report on the Working of the Municipalities in Bengal 1914—15.
- ২৪৫। Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for 1915.
- ২৪৬। Publications of the Department of Education 1911—15.
- ২৪৭। Proceedings of the Board of Forestry.
- ২৪৮। Statistical Returns with a Brief Note of the Registration Dept. in Bengal 1915.
- ২৪৯। Annual Report on Royal Botanical Garden and of the Gardens in Calcutta and Darjeeling 1915—16.
- ২৫০। Report on the Weights & Measures Committee 1918—14.
- ২৫১। A Short History of the Indian Kayasthas.
- ২৫২। Report of the Central Indiginous Drugs Committee Vol. I.
- ২৫৩। The Second Report of the Indiginous Drugs Committee.

Under Secy. to the Govt,  
of India Commerce and Industry

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

Under Secy. to the Govt of  
India Education Dept.

প্রস্তাবক

সমর্থক

সদস্য

শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার এম্ এ,

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কটক র‍্যাভেন্সা কলেজ, কটক।

শ্রীশ্রেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীস্কীরোদচন্দ্র সেন বি এ, পি সি এস্,

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, করিমপুর, মাদারীপুর।

শ্রীবাদবন্দ্যোপাধ্যায়

চীফ্ একাউন্ট্যান্ট, মিউনিসিপাল

করপোরেশন, রেঙ্গুন।

রায়বাহাদুর শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ বি এল,

ময়মনসিংহ।

মাননীয় নবাব নবাবজাদা সৈয়দ আলতাফ আলী,

দ্বি প্যাগেল্, বগুড়া।

অভ্যবক

সমৰ্থক

সদস্য

শ্ৰীমন্ত্ৰেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্ৰীহেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত	শ্ৰীঅম্বিকচন্দ্ৰ দত্ত বি এ, পি সি এস, সাৰাডিবিসনাল অফিসাৰ, বসিৰহাট, ২৪ পৰগণা।
শ্ৰীনলিনীৰঞ্জন পণ্ডিত	শ্ৰীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্ৰীকিশোৰীমোহন গুপ্ত, ব্যাকৰণতীৰ্থ, এম্‌এ, ৭৪।১ হৰিঘোষেৰ ষ্ট্ৰীট।
	শ্ৰীশচীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্ৰীপিরিজাতুৰণ চট্টোপাধ্যায় সাধুহাটী, বশোহৰ।
		শ্ৰীমন্ত্ৰেন্দ্ৰনাথ ঘোষ ১৩ বহুপাড়া লেন।
শ্ৰীবাণীনাথ নন্দী	শ্ৰীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্ৰীহৰ্গদাস সরকার ৮ মহেশচন্দ্ৰ দত্ত লেন, আলিপুর।
শ্ৰীৰামকমল সিংহ		শ্ৰীনগেন্দ্ৰনাথ ঘোষ, ৬২ বেলগেছিয়া ৰোড।
শ্ৰীবাণীনাথ নন্দী	শ্ৰীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্ৰীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি এ, ১ তাঁতিবাক্সাৰ ৰোড, ইটালি।
	শ্ৰীৰামকমল সিংহ	শ্ৰীহৰিদাস বিজ্ঞানিধি, ৪ ওয়েলিংটন স্কোয়াৰ।
শ্ৰীপ্ৰিয়কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়	শ্ৰীহেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত	শ্ৰীমতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ হাজিপুর, মজঃফৰপুৰ।
		শ্ৰীঅম্বোৰনাথ বগ্ন ওভাৰসিয়াৰ, ডিঃ বোৰ্ড, মজঃফৰপুৰ।
		শ্ৰীসতীন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজাৰ—কোর্ট অব ওৱাৰ্ডস এণ্টেট, স্মুৰসল, মজঃফৰপুৰ।
শ্ৰীকালীপ্ৰসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্ৰীৰামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী	শ্ৰীদাশৰথি ঘোষ এম্‌ এ, বি এল, উকীল, হুগলী কোৰ্ট, হুঁচুড়া।
		শ্ৰীদীননাথ সেন বি এল, উকীল, হুঁচুড়া।
		শ্ৰীশৰচ্চন্দ্ৰ ব্ৰহ্মচাৰী এম্‌ এ, টেনীং কলেজ, হুগলী।

প্রভাবক

সমর্থক

সদস্য

শ্রীরামকমল সিংহ

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ্র

হলদিয়া, দুর্গাপাড়াবনের সম্পাদক, ঢাকা।

শ্রীঅমৃতলাল বসু

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দশ আনীর এণ্টেট, সাতক্ষীরা, খুলনা।

## প্রথম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, এম্ এ ডি, এস্ সি ( সভাপতি )

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দিবেদী এম্ এ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

„ মধুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ,

„ কীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন,

কবিচিন্তামণি

এম্ এ, বি এল

„ কৈলাসচন্দ্র জ্যোতির্বার্ণব

„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব,

„ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ

সিদ্ধান্তবারিধি

„ চিত্তমুখ সাত্তাল বি ই

„ ডাঃ আবুল গফুর সিদ্দিকী

„ গুরুদাস সরকার এম্ এ

„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত

„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল

„ বতীন্দ্রনাথ দত্ত

„ অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

„ বতীন্দ্রনাথ মল্লিক

„ সুনীলকুমার দে এম্ এ, বি এল

„ বামাচরণ মজুমদার

„ হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ

„ দুর্গাদাস ত্রিবেদী

„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এম্ এ

„ গঙ্গানন সুখোপাধ্যায়

„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

„ মন্থনাথ রায়

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

„ সুরেন্দ্রনাথ সেন

„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

„ প্রভাতচন্দ্র সুখোপাধ্যায়

„ শশিভূষণ সিংহ বি এ

„ বাদবচন্দ্র মিত্র

„ সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল

- ” মহম্মদ এরাকুব আলি
- ” আহম্মদ আলী
- ” মহম্মদ আব্দুল লতিফ্
- ” মহম্মদ মণিরজ্জমান
- ” বাগীনাথ নন্দী
- ” রাজেন্দ্রনাথ বসু
- ” ডাঃ বারিদবরণ সুখোপাধ্যায় এল এম এন্
- ” গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য
- ” সত্যচরণ বসু এম্ এ
- ” সুরেশচন্দ্র দেব
- ” শান্তিসাধন বিশ্বাস
- ” জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
- ” কৃষ্ণবিহারী দত্ত চৌধুরী
- ” জানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
- ” রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
- ” রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
- ” অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য
- ” হেমচন্দ্র ঘোষ
- ” বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ
- ” রামকমল সিংহ
- ” সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত

- ” সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
- ” বসন্তকুমার রায়
- ” গোলাম মোস্তেফা
- ” নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
- ” মহেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী
- ” অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী
- ” শ্রীশচন্দ্র বসু
- ” কমুদম্ভ রায়গুপ্ত
- ” জিতেন্দ্রনাথ সেন
- ” করুণাচন্দ্র মজুমদার
- ” প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ” ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
- ” উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
- ” পুণ্ডিনবিহারী দত্ত
- ” মণীন্দ্রনাথ মিত্র
- ” হরেকৃষ্ণ চন্দ্র
- ” বিপিনবিহারী বিত্তাভূষণ
- ” ললিতমোহন বসাক
- ” ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- ” হুলালচন্দ্র মিত্র
- ” গিরিজাভূষণ ঘোষাল

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল—( সম্পাদক )

” যুগলকান্তি ঘোষ

কিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক

” সুরেন্দ্রনাথ কুমার

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

আলোচ্য বিষয়—১। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ২। সাধারণ সদস্য নির্বাচন। ৩। পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩ (খ), ২৫, ৩৯ (ক) ও (খ), ৫০, ৫৯ ও ৬৭ সংখ্যক নিয়মগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে কার্য্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৪। প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জ্ঞাত কার্য্য-নির্বাহকসমিতি গঠন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৫। প্রবন্ধ-

পাঠ ;—(ক) শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় কর্তৃক “১৩২২ বঙ্গাব্দের বাংলা সাহিত্যের বিবরণ” ও (খ) শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় কর্তৃক “ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ” নামক প্রবন্ধবহু। ৬। প্রদর্শন ;—(ক) শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত ২ খানি প্রাচীন ইষ্টক, (খ) শ্রীযুক্ত বাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত ১ খানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি পস্তর-টোতা এবং (গ) শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত মধুরামগুণ হইতে আনীত দুই হাজার বৎসরের পুরাতন কতকগুলি প্রস্তরের ভগ্ন নারী-হস্ত, নারী-মুণ্ড, গোমুখ প্রভৃতি প্রদর্শন। ৭। শোক-প্রকাশ ;—রসিক-লাল রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

সভার কার্যাবলিতে পরিষদের অগ্রতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে বর্তমান বর্ষের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করেন। তিনি বলিলেন,—“আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ধস্ত হইল। ডাক্তার বসুর জ্ঞান জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ইহার কর্ণধার। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা, জ্ঞান ও বিচক্ষণতা সর্বজনবিদিত। তাঁহাকে কর্ণধাররূপে পাইয়া পরিষদের প্রভূত মঙ্গল সাধন হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমি যে তাঁহাকে আজ অভ্যর্থনা করিতে পাইয়াছি, ইহা আমার পক্ষে আরও গৌরবের বিষয়। কেন না, আমি তাঁহার ছাত্র। এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, ডাক্তার বসু তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান ও প্রতিভা পরিষদের কার্যে নিয়োজিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দিন দিন সমৃদ্ধতির পথে চালিত করিবেন।”

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আকাল গহ্বর সিদ্ধিকী মহাশয় রামেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনা-প্রসঙ্গ ও এই আবেদন সর্বাঙ্গতঃ করণে অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর ডাক্তার বসু সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আজ আমার দার্জিলিং বাইবার কথা ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা হইল যে, আমি একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করি। ইতিপূর্বে জুলাই মাসে দার্জিলিংএ আমি মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, আমাকে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আমার শরীর ভাল নহে বলিয়া আমি ডাক্তারের সার্টিকিকেট দিয়া জানাইয়াছিলাম যে, শক্ততর তার গ্রহণ করিতে আমি অসমর্থ। অবশেষে শুনিলাম যে, আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন। আমার বত-পুর শক্তি, আমি এই কার্যে উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্রী মহাশয় হয় ত বহু পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য আমাকে এই শক্ততর কার্যভার প্রদান করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন। বাহা হউক, যখন এই তার আমার উপর পড়িয়াছে, তখন আমি যথাসাধ্য এই সভার উন্নতিসাধনে আমার শক্তি নিয়োজিত করিব।

প্রথমে তিনটি বিষয়ে এই সভার উন্নতি করিতে আমি ইচ্ছা করি। একটা বিষয় আজ বলিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, অন্ন দিনে সাহিত্য-পরিষৎ উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

ফরাসী দেশে যে French Academy of Literature আছে, পরিষংকে তাহার তুল্য করিতে হইবে। সেখানকার নানা Palitioantদের ছবি ও নানা দুর্লভ পুস্তক এমন সুবিস্তৃত ভাবে সাজান আছে যে, সেখানে প্রবেশ করিলে লোক মাজেরই কেমন একটা তন্নয় ভাব আসে—Academyর সৌন্দর্য্যে ও মহত্বে বেন মন মুগ্ধ হয়। পরিষং-গৃহে আসিলে বেন সেইরূপ ভাব আসে, সেইরূপ ভাবে পারিষংকে গ'ড়ে তুলতে হবে। অনেক অমূল্য জিনিষ এখানে আছে, বহু বড় লোকের হাতের লেখা, রামমোহন রায়ের পাগড়ি, বাকিমের কলম ইত্যাদি অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু তাহার সুবিজ্ঞান নাই। এখন পরিষংকে এমন করিতে হইবে যে, কেহ আসিয়া জানিতে পারে যে, ইহা একটি মস্ত কীর্তি। একটা কমিটি করিতে হইবে। Artএর জন্ত বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভার দিতে হইবে। রাখালবাবু Antiquity সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় দেখিবেন, প্রাচ্যাবিস্তারমহাশয় নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অগ্রান্ত কয়েক জনকে বহু সাক্ষাৎকার ভার দিতে হইবে। পারিষদের সমস্ত সদস্যদের চিঠি লিখে জানাতে হবে যে, প্রত্যেকে এক এক বস্তুকে দিয়ে পারিষদের এক এক সেট বহু কিনিয়ে দেন। বস্তুমণ্ডী প্রভৃতি সংবাদপত্রে উপহার হিসাবে বা অন্য কোন উপায়ে পারিষদের বইগুলি বেচিয়া ফেলিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয় কার্য্যে আনিতে গেলে সকলকে চেষ্টা করে কিছু কিছু টাকা দিলেই এ কাজ সুসিদ্ধ হইতে পারে। জাহ্নবীর মাসের মধ্যে এ কাজটা সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি নিজে ১০০ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

তারপর ঐযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, পারিষদের পক্ষ হইতে আমিও ডাক্তার বহু মহাশয়কে খসড়া দিতেছি। পারিষদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার জন্যই ডাক্তারের বাধা সত্ত্বেও ডাক্তার বহু মহাশয় পারিষদের কর্ণধারের কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। পারিষদের সকল দিকে তাঁর দৃষ্টি বাড়িতেছে। তিনি বৈজ্ঞানিক ত আছেনই, কিন্তু তিনি একজন বড় শিল্পী (Artist)। তাই প্রথমেই সেই দিকেই দৃষ্টি প'ড়েছে। পারিষদের পার্শ্বে সাত কাঠা জমি লওয়া হইয়াছে, তাহাতে যে "রমেশ-ভবন" হইবে, তাহা কত দিনে হইবে, জানি না। কিন্তু মাল-মসলাগুলি বাহাতে ঠিক থাকে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে পারিষৎ বাহাতে রমণীয় ও কমনীয় সূঁচি ধারণ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা ২৯ জনে মিলে "নিছাবর ব্রত" অবলম্বন করে প্রত্যেকে ১০০ টাকা তুলে দিলে, আর ডাক্তার বহুর ১০০ টাকা যোগে ঐটে ৩০০০ টাকা হবে। তাতে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবিত কার্য্য সম্পন্ন হতে পারে। তখন সভাপতি মহাশয় এসে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পিঠাপুলি বিতরণ করিবেন। সুখের বিষয় এই, কয়েক জন এই ভার গ্রহণ করেছেন।

ডাক্তার বহু শীঘ্র সভা ভ্যাগ করিবেন বলিয়া প্রথমেই শোক প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল। ঐযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় রসিকলাল রায় মহাশয় আমার



বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশ সুলেখক ছিলেন; নব্যভারত, ভারতবর্ষ, মানসী প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাহার নিদর্শন আছে। সরলতা ও সাহিত্য-সেবার জন্ত তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করিতাম। আমি প্রস্তাব করি—“বঙ্গীয়-সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, পরলোকগত রসিক-লাল রায়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি নানা সন্দর্ভ লিখিয়া ও ভারতের অন্যান্য ভাষা হইতে আভরণ আহরণ করিয়া বঙ্গভাষাকে সাজাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীলাল রায় বি এ মহাশয়কে পরিষৎ সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।”

প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব নগেন্দ্র বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিত্তাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব অমুমোদনকল্পে বলিলেন,— রসিকলাল বাবু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসার কথা শুনিতে পাই। তিনি সরল ও উদার ছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন। উচ্চ উচ্চ বিষয়ে তাঁহার করন-শক্তি ছিল। তিনি বহুতর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। মৃত্যুর মাসেও তাঁহার অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কর্মজীবন আদর্শস্বরূপ।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

রামেন্দ্র বাবু এই সময়ে “সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম”—বাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সভাস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রথমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষৎকে দান করেন। তখন আমরা জানিতাম যে, এই পুস্তক এক খণ্ডই আছে। পরে লালগোলায় রাজা বাহাদুরের পুস্তকালয় হইতে আমরা এই পুস্তকখানির ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড একত্রে পাই। তাঁহারই ইচ্ছামত ও তাঁহার আত্মকৃত্যে এই পুস্তকের হাক্কার কপি করিয়া ছাপা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ৭০ বৎসর পূর্বে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমের সময় রচিত হইয়াছিল; এই জন্তই বোধ হয়, ইহার নাম “সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম” হইয়াছিল। ইহার রচয়িতার নাম ৬কৃষ্ণানন্দ বাসুদেব রাগসাগর। লালগোলায় রাজা বাহাদুর নিজে ১০০ খণ্ড তাঁহার বহুবান্ধবকে উপহার দিবার জন্ত গ্রহণ করিয়াছেন, আর বাকী ২০০ শত খণ্ডের স্বয়ং সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তবে জানাইয়াছেন যে, ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে অন্যান্য সঙ্গীত-পুস্তক প্রকাশ করা হইবে। প্রাচ্য-বিজ্ঞানমহার্ণব নগেন্দ্রবাবু নানা পণ্ডিতগণের সাহায্যে এই পুস্তকের বর্তমান সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। শুনিতেছি, ইহার ৪র্থ ভাগও নাকি আছে।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় লালগোলায় রাজা বাহাদুরের বদান্ততার জন্ত ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশবাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ঐ সঙ্গে পুস্তক সম্পাদনের জন্ত নগেন্দ্রবাবুকে এবং এই পরিষদের জন্ত ঐ দান সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রামেন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন, সভাপতি মহাশয়ের দ্বারা এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব লালগোলায় রাজা বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইবে।

এই সময়ে অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া ডাঃ বসু মহাশয় অনিবার্য কারণবশতঃ সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল ও নিম্নলিখিত সদস্যগণ নূতন নির্বাচিত হইলেন। ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় নিয়মালৌক্য আবশ্যকীয় পরিবর্তনগুলি প্রস্তাব করিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে ঐ পরিবর্তনগুলি গৃহীত হইল।

১৩ (খ) দ্রষ্টব্য :—সদস্যগণ কলিকাতা ও মফস্বল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। যাহারা সাধারণতঃ কলিকাতার অবস্থান করেন, তাঁহারা কলিকাতা শ্রেণীভুক্ত ও যাহারা মফস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহারা মফস্বল শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

( ১২ ) দ্রষ্টব্য :—এই নিয়মাস্তর্গত মফস্বলের অধিবাসী অর্থে যাহারা সাধারণতঃ মফস্বলে থাকেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। বান্ধব, আজীবন সদস্য, অধ্যাপক সদস্য, মৌলবী সদস্য, সহায়ক সদস্য ও বিশিষ্ট সদস্যগণের মধ্যে যাহারা সাধারণতঃ মফস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহারাও এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে মফস্বলের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন। ( ২৫ ) ও কার্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক কর্মসূচ্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

( ৩৯ ) (ক) যে কেহ যে কোন প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন, সাধারণতঃ সে প্রস্তাব সর্বোচ্চ কার্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইবে। কাহারও কোন প্রস্তাব প্রথমে কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে আলোচিত না হইলে, পরিষদের কোন অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে না।

( খ ) কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যের অথবা পরিষদের কোন সদস্যের কোন প্রস্তাবের আলোচনার কার্য-নির্বাহক-সমিতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা যদি প্রস্তাবকের মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধক্রমে সেই প্রস্তাব কার্য-নির্বাহক-সমিতি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে পরিষদের কোন পরবর্তী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ভুক্ত করিয়া দিবে।

( ৫৩ ) নিয়মে মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের পর “বার্ষিক অধিবেশন” বোগ করিতে হইবে।

( ৬৭ ) (ক) বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলে, কার্য-নির্বাহক-সমিতির অমুমতি লইবার পূর্বে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত সম্পাদক নিজে ব্যয় করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত সভার অব্যাহতি পরবর্তী অধিবেশনে তাহা অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বি এ হিগাব-পরিদর্শক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জ্ঞাত কার্য-নির্বাহক-সমিতির গঠন ও কর্মসূচ্য নিয়োগ হউক। ডাঃ গহুর এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। রামেন্দ্রবাবু এই প্রস্তাব সম্পর্কে এক সংশোধিত প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব এই—প্রতি বৈশাখ মাসের মধ্যে বাহাতে পূর্ববর্তী বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের অন্ত্যস্তান হইতে পারে, ইহার সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবার জ্ঞাত কার্য-

নির্বাহক-সমিতিতে অধুরোধ করা হউক। কার্য-নির্বাহক-সমিতির আগামী অধিবেশনে আলোচনার জন্য এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দুইখানি প্রাচীন ইষ্টক এবং যেখান হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে, তথাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ওখানকার শিলালিপির পাঠ যাহা তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় গুরুদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ-প্রদত্ত একখানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য প্রদর্শিত হইল। শ্রীযুক্ত পুণ্ডিনবিহারী দত্ত মহাশয় তীর্থ ভ্রমণকালে মথুরামণ্ডল হইতে সংগৃহীত প্রস্তরের কতকগুলি ভগ্ন নারীমূর্ত্ত, নারীমুণ্ড ও গৌরুখ প্রভৃতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাকে বর্ণাবিধি ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সমস্বভাবে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের “১৩২২ খ্রীষ্টাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ” নামক প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার দে, এম্ এ, বি এল মহাশয়ের “হট্টবৈপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ” নামক প্রবন্ধ পাঠ স্বগত রহিল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রস্তাব করিবার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সভাপতি।

### পরিশিষ্ট

১। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত টাকা দিতে বা সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(ক)	ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু	১০০/-
(খ)	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	১০০/-
(গ)	নগিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১০০/-
(ঘ)	চাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০/-
(ঙ)	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০/-
(চ)	কিরণচন্দ্র দত্ত	১০০/-
(ছ)	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১০০/-
(জ)	রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী	১০০/-
(ঝ)	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০/-
(ঞ)	বাসাচরণ মজুমদার	১০০/-
(ট)	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০/-
(ঠ)	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০/-
(ড)	প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০/-

১৩০০/-

২। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্র	১। রাক্ষস-রহস্য
• বোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২। অর্জুন
• চিত্তমুখ সাত্তাল	৩। মহাভারত (খণ্ডিত ও ছিন্ন)
	৪। বিজ্ঞানসুন্দর (খণ্ডিত ও ছিন্ন)
• কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ	৫। উৎস
	৬। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের ৩য় বার্ষিক অধি- বেশনের অন্ত্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ
• ডাঃ সুকুমার পাকড়াশী	৭। কলিকাতা-রহস্য (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
	৮। ললাট-লিখন
	৯। সভাপ্রশস্তি বা তর্পণাঞ্জলি
	১০। দার্জিলিং প্রবাসীর পত্র
	১১। বঙ্গ-গাথা
	১২। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা
	১৩। মৃত্যুর পর জীবন
	১৪। অবকাশ-লহরী
• ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ	১৫। আহেরিয়ার
	১৬। রামায়ণ
• ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭। প্রাণের কথা
	১৮। ওঁ পিতা নোহিন
	১৯। শ্রীভগবৎকথা
	২০। শিক্ষা-সম্রাট ও কৃষিক্ষিক্ষা
শ্রীযুক্ত রাজর্ষি গোপালচন্দ্র চৌধুরী	২১। নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগোরাধ
Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	২২। Report on Emigration from the Port of Calcutta to the British and Fornegun Colonies.
Superintendent Govt. Printing, India.	২৩। Monthly Statistics of Cotton Spin- ning and Weaving in Indian Mills, May 1916.
Officer in Charge. Bengal Secretariat, Book Depot	২৪। Annual Report on the Police Admi- nistration of the Town of Calcutta and its Suburbs 1915.

Supdt. Govt. Printing, Burma.	২৫।	Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burma for the year ending 31st March, 1916.
Officer in Charge Bengal Secretariat Book-Depot. Registrar Calcutta University	২৬। ২৭।	Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1915-16. Calcutta University Minutes, Part VIII, 1913.
	২৮।	Do. Part VI, 1915.
শ্রীযুক্ত বনস্বরঞ্জন রায়	২৯।	Vernacular literature of Bengal before the introduction of English Education.
Supdt. Govt. Printing, India		Patent Office Journal, April to June, 1916.
Officer in Charge, Bengal Secretariat Book Depot.		Report on the Administration of the Salt Department in Bengal during the year 1915-16.

## পুঁথি

শ্রীযুক্ত বনস্বরঞ্জন রায়	১।	জৈমিনি ভারত ( বিজ্ঞ অভিরাম )
	২।	গীত-গোবিন্দ ( গিরিধর দাস )
	৩-৪।	গীত-গোবিন্দ ( গিরিধারী দাস )

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বৎসারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	লব্ধ
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবনস্বরঞ্জন রায় বিষয়ভূত ১১ কালু ঘোষের লেন, কলিকাতা। শ্রীকুলদাকান্ত ঘোষ বি এল্ উকীল, রাইগঞ্জ, দিনাজপুর।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীজুরেশ্বনাথ কুমার	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চন্দ্র ২৪৩ অপার সাকুলার রোড।
শ্রীরাধেশ্বরচন্দ্র দ্বিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল্ চালতা বাগান, কলিকাতা।

## ২৩শ বার্ষিক, দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২৫শে ভাদ্র, ১৩২৩, ১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ ( সভাপতি )

সহস্রাহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,

সি আই ই, এম্ এ

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিভাবিনোদ, বি এ

প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ

ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

বসন্তরঞ্জন রায় বিষয়রত্ন

নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

নিখিলনাথ রায় বি এল্

মণীন্দ্রমোহন বসু

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

বাণীনাথ নন্দী

বাদ্যচন্দ্র মিত্র

শিখিত্ত্বরণ সরকার

রাধারমণ বিভাভূষণ

ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এল্ এম্ এম্

শুভানন্দ স্বামী

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানহাৰ্ণব

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

অধিকাচরণ রায় এম্ এ, বি এল্

পুলিনবিহারী দত্ত

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র ঘোষ

এম্ এ, ডি এম্ সি

নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অমূল্যচরণ বিভাভূষণ

উমাচরণ ঘোষ

সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্

প্রমথনাথ মিত্র

কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্

নিমাইকিশোর গোস্বামী

হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ

সতীন্দ্রসেবক নন্দী

বতীন্দ্রমোহন রায়

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ত্ত

রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

শরচ্চন্দ্র সিংহ

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

জ্যোতির্ষর চট্টোপাধ্যায়

মদ্যধমোহন বসু এম্ এ

শান্তিসাধন বিশ্বাস

রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ত্ত, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

কিরণচন্দ্র দত্ত

ব্রুণালকান্তি ঘোষ

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

} সহকারী সম্পাদকগণ

আলোচ্য বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন। প্রবন্ধ-পাঠ;—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় কর্তৃক “১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ” ও (খ) শ্রীযুক্ত জুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্তৃক “ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ” নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত স্বর্ণায় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, (খ) ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিএল, (গ) বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (ঘ) হেমেন্দ্রমোহন বসু ও (ঙ) ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ২২শ বর্ষের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন ও দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন এবং বর্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনসমূহের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে কার্য-বিবরণগুলি গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল,—

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১। কৈলাসবাসিনীর পতিদান ও গণেশের জন্মাখ্যান
	২। বৌবাবু
	৩। গোহুল-লীলা
	৪। শুইকোওয়ার নাটক
	৫। হৃদয়-লহরী (কাব্য)
	৬। ভারতে রাজপুত্র
	৭। স্তম্ভ
	৮। উপহার-কুসুম
	৯। শরৎকুমারী
	১০। লয়লা-মজনু
	১১। কানন-বালা
	১২। ভালবাসা
	১৩। বসন্তকুমারী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু	১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ ভাগ
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী	১৫। ক্লিওপেট্রা
	১৬। সমাজ-চিত্র
	১৭। জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থকুমার মজুমদার	১৮। ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড
• স্বামী সত্যানন্দ	১৯। অমৃত-যোগসাধন
• জয়কুমার বসু	২০। বকুল
	২১। স্মৃতি
• গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	২২। মহাত্মা তুলসীদাসকৃত রামায়ণ, বালকাণ্ড
• ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৩। চপলা, ২ খানি
	২৪। অনিলা বা বর-বনল, ২ খানি
• কিশোরচন্দ্র দত্ত	২৫। Select Revelation of St. Mechtild, The Isle of Wright, The All-Indian Ayurvedic Conference, Seventh Session—Madras—1915.
Secretary, Smithsonian Institution	২৬। Report on Wind Tunnel experiments in Aerodynamics. Cambrian Geology and Paleontology. The Sense Organs on the Mouthparts of the Honey Bee.
Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle.	২৭। Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March 1915.
Curator, Peshawar Museum.	২৮। Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1915—16.
Director, Geological Survey of India.	২৯। Records of the Geological Survey of India, Vol. XLVI pt. 2, 1916.
Superintendent, Govt. Printing, India.	৩০। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1916.
Officer in charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩১। Fifty-fourth Annual Report of the Government Cinchona Plantation and Factory in Bengal, for the year 1915—16. Annual Returns of the Lunatic Asylum in Bengal, with brief notes for the year 1915.



৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বৎসারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে সাধারণ সভাস্থলে  
নির্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সম্মত
ত্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	ত্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	ত্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এম্ এ, বি এল, ৫।১ নূরমহম্মদ সরকার লেন। ত্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, ৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। ত্রীজ্যোতিষচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল, ৬ দীনবন্ধু লেন। ত্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, হেড ক্লার্ক, হ্যাংকোর্ড স্ট্রিট এণ্ড কোং, ১ মিশন রো। ত্রীঅক্ষয়কুমার রায়, ষ্টাণ্ডার্ড বুক সোসাইটি, ৯ ভ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট। ত্রীবাগীনাথ নন্দী ত্রীশরচ্চন্দ্র দেব এম্ এ, ৬৩২ হরিষোষ ষ্ট্রীট।
ত্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	ত্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার	ত্রীজহরগাল ঘোষ, ৫ সীতানাথ রোড, সিমলা। ত্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ত্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ গৌসাই গলি, বাগবাজার।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	ত্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মুনসী সেখ আবদুর রহিম, 'মোসলেম-হিঠেবী'র সম্পাদক, ২১ আন্টনিবাগান লেন। মুনসী আবদুল হাকিম, ঐ ঐ । ডাঃ আবদুল্লা আলমামুন সোহাওয়ার্দি এম্ এ, এল এল ডি, পি এইচ ডি, ব্যারিষ্টার, ৩ ওয়েলেস্লি ১ম লেন। মোলবী মণির-উজ্জমান, ২৯ অপার গার্ডেন রোড। মুনসী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, শান্তিপুর, নবীরা। মোলবী রেজাজুদ্দিন আহম্মদ, দলগ্রাম, কুষ্টিয়া, রঙ্গপুর।

প্রভাবক	সমর্থক	সমস্ত
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	ত্ৰিকিৰণচন্দ্ৰ দত্ত	মুজী আফ্‌সারদ্দিন আহম্মদ, ২১ আশ্চিনবাগান লেন। মুজী মোহাম্মদ ইমাকুৰ, লাহাবাবুৰ কাছাৰী, বাহুড়িয়া, ২৪ পরগণা। ডাক্তার আবছল হাদি খাঁ, খুষ্টিয়ান মিশনারী ডাক্তার, মাথাভাঙ্গা, বাহুড়িয়া, ২৪ পরগণা। মৌলবী মোহাম্মদ কে চান্দ, চীফ্‌ একজামিনাস্‌ আফিস, এক্সপেনডিচার সেক্‌শান, ই, বি, রেলওয়ে, ৩ কয়লাঘাটা ষ্ট্রীট। সৈয়দ মোহাম্মদ ইস্‌রাইল, ৭ নর্থ শিয়ালদহ রোড।
ত্ৰীধীৰেন্দ্ৰকৃষ্ণ বসু	ত্ৰীকেশবচন্দ্ৰ ঞ্চ	ত্ৰীপ্ৰভাসচন্দ্ৰ দে, ৮।১ বাহির মিৰ্জাপুৰ রোড। ত্ৰীপ্ৰিয়ব্ৰত সরকার এম্‌ এ, ১২।১৩এ বদৰীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। ত্ৰীলাড্‌লিমোহন মিত্ৰ এম্‌ এ বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, ৯।১এ হোগলকুড়িয়া গলি।
ত্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়	ত্ৰীৰামকমল সিংহ	ত্ৰীবিজয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ। ত্ৰীবীৰভদ্ৰচন্দ্ৰ চৌধুরী, ৪৬ বলরাম বস্ত্ৰ লেন, ভবানীপুর। ত্ৰীধামিনীকান্ত সোম, ময়িগেট, গোড়ানাল, দিল্লী। ত্ৰীপ্ৰভাসচন্দ্ৰ সুখোপাধ্যায়, সাহিত্যভূষণ, ৩১ রাজচন্দ্ৰ সেন লেন।
ত্ৰীমুণালকান্তি ঘোষ	ত্ৰীহেমচন্দ্ৰ ঘোষ	ত্ৰীকণিত্ৰূষণ মজুমদার, পবাহাটী, ঝিনাইদহ, বশোহর। ত্ৰীকুমারশঙ্কর রায়, ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন। ত্ৰীবিদ্যোদবিহারী দত্ত
ত্ৰীললিতমোহন পাল	ত্ৰীবানীনাথ নন্দী	ত্ৰীযোগেন্দ্ৰনাথ সেন, ১৫৬।২ অপার সাকুঁলার রোড।

প্রত্যয়ক	সমর্থক	সম্মত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীশৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীবতীন্দ্রমোহন রায়		শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ বি এল, জজকোর্টের উকিল, কামারনগর, ঢাকা। শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন, জমিদার, সেনবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমদ্যধমোহন বসু	শ্রীজতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, রিপন কলেজের অধ্যাপক।
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়		শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী এম্ এ, বি এল, জমিদার, হুগলি।
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, ৮ গোয়াবাগান লেন।

৪। (ক) অন্তঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় তাঁহার “১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিবরণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, ১৩২২ বঙ্গাব্দে মোট ৭৮৪ খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ২১৮ খানি বিদ্যালয়-পাঠ্য। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ-সমষ্টির নানা শ্রেণীবিভাগ করিয়া তদন্তর্গত গ্রন্থগুলির সংখ্যাও দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় এক অভিনব আলোচনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পুস্তকাদির সহিত তিনি নানা সাময়িক পত্রের সারগর্ভ প্রবন্ধাদিরও আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি বিশেষ পরিশ্রমের সহিত নানা পুস্তক ও মাসিক পত্রাদি পাঠ করিয়াছেন। এইরূপ আলোচনার আবশ্যকতা আছে; কিন্তু যুক্তির সহিত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই আলোচনা হওয়া আবশ্যক। তবে পরিষদে এরূপ আলোচনার নিয়ম নাই এবং এই প্রবন্ধের আলোচনার সহিতও পরিষদের দ্বন্দ্ব নাই। ইহাতে প্রবন্ধ-কারের নিজের মতই প্রকাশ করিয়াছেন। আর এক কথা, প্রবন্ধ-লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার তালিকার সকল গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের উল্লেখের সুযোগ হয় নাই; সেই জন্য এই তালিকা প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ নহে।

প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—“অমূল্য বাবুর প্রবন্ধই সমালোচনার জন্য যতামত সঞ্চক্ষে পরিষৎ দায়ী নহেন। এই সমালোচনার অনেক প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই আছে। ইহা তাঁহার নিজের মত। আজ পরিষদে এই প্রবন্ধের সমালোচনা করার সময় নাই এবং আবশ্যকও নাই। আমি নিজেই অনেক স্থলে প্রবন্ধ-কারের সহিত একমত নহি। তবে যদি কেহ ইচ্ছা করেন, স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে পারেন। আমরা বাস্তবেরে এরূপ প্রবন্ধের উপযুক্ততা বিবেচনা

করিয়া পাঠের ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু আমরা সকলেই এই বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত যে, অমূল্য বাবুকে তাঁহার বহু পরিশ্রমে লিখিত গ্রন্থের জন্ত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

৪ (খ)। শ্রীযুক্ত অশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত “ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গলা গ্রন্থ” নামক গ্রন্থ সম্রাটাবে পঠিত হইল না। প্রবন্ধটিতে অনেক নূতন বিষয় আছে এবং ভাল করিয়া [ওনা আবশ্যক বোধে উহা বারম্বার পঠিত হইবে বলিয়া উহার পাঠ স্থগিত রাখিল।

৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ৮প্রহ্লসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের এই অধিবেশনে “জন্মভূমি”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়-লিখিত একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তিকাকারে বিতরিত হইয়াছিল। ইহাতে কবির জীবনের সহিত তাঁহার বঙ্গসাহিত্যে কৃতিত্বেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, “মহাভারত নাট্যকাব্য” নামক বিরাট নাট্যগ্রন্থ “সোনার স্বপন” ও “তোমারই” নামক গীতিনাট্য ও নাটিকা প্রভৃতি রচয়িতা, সঙ্গীতজ্ঞ ও স্থূললিত-গান-রচয়িতা প্রহ্লসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অকালে ৪০ বৎসর বয়সে ১৩০৮ সালে ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেহত্যাগ করেন। গান-রচনার প্রহ্লসচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল; আর তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিরাট মহাভারতখানিকে নাট্যকাব্যে গ্রথিত করা। কিন্তু চুঃখের বিষয়, অষ্টাদশশতকের মধ্যে ২৬১৭ পৃষ্ঠার কেবলমাত্র আদি ও মতা পর্বদ্বয় নাট্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রহ্লসচন্দ্র ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক উপভাস-রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরিশাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় কর্তৃক পঠিত হয়। হরিশাধন বাবু লিখিয়াছেন যে, বাল্যকাল হইতেই প্রহ্লসচন্দ্রের কবিতার প্রতি অহুয়াগ ছিল। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ সমূল তিনি পড়িতে ভাল বাসিতেন। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি “অন্ধবিলাপ” নামক একখানি পঞ্চময় নাটিকা রচনা করেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ও আত্মীয় বিলাসকোড়ে পালিত; কিন্তু দরিদ্রের প্রতি তাঁহার খুব দয়া ছিল। প্রহ্লসচন্দ্র একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন; নিজে গান রচনা করিয়া, নিজে সুর দিয়া, নিজেই তাহা গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। মহাভারত নাট্যকাব্য তাঁহার অতুলনীয় কীর্তি। মহাভারত নাট্যকাব্য ব্যতীত তাঁহার রচিত আর দুইখানি নাটিকা ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল—“সোনার স্বপন” ও “তোমারই”। শেবোক্তখানি অভিনীত হইবার দুইদিন পূর্বে কবি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তদীয় বহু ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চের স্বাধিকারী সুপ্রসিদ্ধ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাহায্যার্থ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের “সৌভাগ্য” উপভাস নাট্যকাব্যে পরিবর্তনের জন্ত আবশ্যক গীতগুলি রচনা করিয়া দেন। প্রহ্লসচন্দ্র

বঙ্গসাহিত্যের অল্প প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। আজ পরিষৎ-পন্থির তাঁহার যে স্মৃতি-রক্ষা করা হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের ও গৌরবের বিষয়।

অতঃপর সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিলেন যে, “প্রফুল্লচন্দ্রকে আমি বিশেষ ভাবে জানিতাম। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের বড়-বাড়ী-প্রস্তুত-কারকের মধ্যে একজন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি গান বাঁধিতেন। তাঁহার তিন পুত্রের সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার মহাভারত নাট্যকাব্যখানি যদি কেহ পূর্ণ করেন, তাহা হইলে উহা বঙ্গভাষার এক অপূর্ণ সামগ্রী হয়।”

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্থখমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—“আমি প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম। তাঁহার সঙ্গীতাম্বরগ অসাধারণ ছিল, সঙ্গীত-রচনায়ও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার রচিত গীতগুলিতেই তাহার বখেটে পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতি যথার্থভাবে রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি “মহাভারত নাট্যকাব্য”খানি সম্পূর্ণ করিতে হয়।”

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিকৃতির আবির্ভাব উন্মোচন করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গীয় কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৬। তৎপরে (ক) ৮গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, (খ) ৮ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, (গ) ৮বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (ঘ) ৮হেমেন্দ্রমোহন বসু নামধেয় সদস্যগণের ও (ঙ) খ্যাতনামা সাহিত্যিক ৮ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কৃতিগ্রন্থ হইয়া শোক-প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল যে, পরলোকগত ব্যক্তিগণের আত্মীয়গণের নিকট পরিষদের সমবেদনা সূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র  
সভাপতি।

## ২৩শ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৮ই আশ্বিন ১৩২০, ২৪শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, ব এল্ ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম্ এ, বি এল

„ রায় সাহেব হুর্গাচরণ চক্রবর্তী এল সি ই

„ ব্রজেন্দ্রকুমার রায়

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন,

„ হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম্ এ, বি এল

„ বাদবগোবিন্দ রায়

„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,

„ শ্রীকীব কাব্যতীর্থ

ডি এস সি ( ব্যারিষ্টার )

„ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

„ ডাঃ অম্বকুলচন্দ্র সরকার এম্ এ,

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র

পি এইচ্ ডি

„ বসন্তকুমার রায়

„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

„ ললিতমোহন পাল

„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

„ বিজেন্দ্রনাথ সিংহ

„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ

„ হিমাংশুশেখর লাহিড়ী

„ হরিন্দাস চট্টোপাধ্যায়

„ জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী

„ অমূল্যচরণ বিত্তাভূষণ

„ অরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমল্লভ

„ মধুনাথ বসু

„ গুরুদাস সরকার এম্ এ

„ অরেন্দ্রনাথ তট্টাচার্য্য

„ নরেন্দ্রকুমার মজুমদার

„ রজনীকান্ত পাল

„ বভীন্দ্রনাথ দত্ত

„ গোপালচন্দ্র তট্টাচার্য্য

„ যোগেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত বি এ

„ মণীন্দ্রনাথ তট্টাচার্য্য

„ অনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ

„ অশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল

„ রামকমল সিংহ

„ রাজকুমার চক্রবর্তী

„ ভগবদ্ধ হালদার

„ পঞ্চানন সুখোপাধ্যায়

„ প্রভাতকুমার সুখোপাধ্যায়

„ চারুচন্দ্র তট্টাচার্য্য এম্ এ

„ ভূদেবচন্দ্র সুখোপাধ্যায়

„ বিষ্ণুচরণ তট্টাচার্য্য

„ পদ্মলাল দাস

„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

„ তারাপ্রসন্ন তট্টাচার্য্য

„ বভীন্দ্রমোহন রায়

„ স্বর্ষ্যকুমার পাল

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

দেবেন্দ্রনাথ বোষ

ভোলানাথ কৌচ

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বোষ

কিরণচন্দ্র দত্ত

হরেন্দ্রনাথ কুমার

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—১। গীত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি-উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ সদস্য নির্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় কর্তৃক “ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ,” (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের “কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্ব” নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। বিবিধ।

অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। (ক) সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় “ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় “কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—“প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় তাঁহাদের গবেষণা ও পরিশ্রমের জন্য সকলেরই ধন্যবাদার্থ। উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ প্রবন্ধের আলোচনা করুন।”

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বোষ বিজ্ঞাত্বষণ মহাশয় বলিলেন—“কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” পুস্তক প্রকাশের কাল-সম্বন্ধে সুনীতি বাবু যে ১৭৩৪ খৃঃ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পুস্তকের টাইটেল পৃষ্ঠা পাওয়া যায় না বলিয়া, উহার প্রকাশকাল ঠিক নিরূপিত হওয়া কঠিন। আমার ধারণা, এই পুস্তকখানি ১৭৩৪ খৃঃ রচিত হইয়া থাকিলেও উহার প্রকাশকাল ১৭৪৩ খৃঃ। ১৭৩৩ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট তারিখে Father Frey Manoel da Assumpcao নামক ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়াল নগরীর একজন পর্তুগীজ Augustinian মিশনারী ব্রহ্মভাষা ও পর্তুগীজ ভাষায় একখানি খৃষ্টীয় ধর্মমতের কথোপকথনচ্ছলে সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তিনি ইহার নাম দেন “Compendio dos Misterios da Fee, ordenandoem lingua Bengalla”। পুস্তকখানির প্রত্যেক বাম দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে “Creper Xaxtrer Orth bhed” এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে “Cathecismo da Doutrina Christaa” লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি এবং ইহার আর দুইখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন হইতে প্রকাশিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই পুস্তকের যে খণ্ডিতাংশ আছে, উহার চতুর্থ পৃষ্ঠায় ভাওয়ালের নাম লিখিত

আছে। পুস্তকখানির বাম দিকের পৃষ্ঠায় রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠায় তাহার পর্তুগীজ অনুবাদ আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ—Bengal Past and Present, 1914. No 17, pp 40-63 পৃষ্ঠায় আছে। ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে Francois Xavier লিখিত “Catecismo de Doctrina” নামক একখানি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের পুস্তক গোয়া হইতে প্রকাশিত হয়। উহার সহিত Father Manoelএর এই পুস্তকের কিছু সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বিচার্য্যীয়। এই পুস্তকের ভাষার সহিত ঢাকা অঞ্চলের ভাষার সহিত অনেক মিল আছে। তবে ঐ জেলার কোন্ অংশের সহিত ঠিক মেলে, তাহা বলা যায় না। প্রবন্ধ-লেখকব্বর আমাদের সকলরেই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।”

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—“এই পুস্তকের টাইটেল পেজ না থাকিলেও যখন উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় (Dedication) ১৭৩৪ খৃঃ লিখিত আছে, তখন অনুয়া বাবু ১৭৪৩ খৃঃ পুস্তকের প্রকাশকাল বলিয়া কেন নিরূপণ করিতেছেন, তাহা ভাল বুঝা গেল না। Grierson সাহেব কর্তৃক উল্লিখিত ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ভাষা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, ঢাকার ভাওয়াল নগরীতে পর্তুগীজ গীর্জা আছে—পুস্তকের ভাষা ঐ অঞ্চলেরই বলিয়া বিশেষ বুঝা যায়।”

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—“পুস্তকের Dedication পৃষ্ঠায় অনুবাদ করিবার সময় আমি প্রবন্ধ-লেখকের সঙ্গে ছিলাম। উহাতে ১৭৩৪ সালই আছে। Xavier রচিত ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত। উহা বাঙ্গালা নহে।”

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—“এই প্রবন্ধব্বরের আলোচ্য বিষয়ের আমি কিছুই জানি না। আমি এ বিষয়ের মতামত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহি। তবে ভাষার সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, উহা ভাওয়াল অঞ্চলেরই ভাষা। ঐ অঞ্চলে অনেক পর্তুগীজ বাস করিত। তাহার অনেক দেশীয় লোককে Baptised করিয়াছিল। ঐ স্থানে পর্তুগীজদের অনেক ভূ-সম্পত্তি আছে। ভাওয়ালের রাজার ইচ্ছা ছিল, ঐ সকল সম্পত্তি মৌরশী গ্রহণ করেন। আমি সেই জন্ত ঐ বিষয়ের কাগজ-পত্রের আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উহা হইতে জানিতে পারি যে, পর্তুগীজেরা ঐ প্রদেশে আপন ভাষা চালাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। এসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। প্রকৃত আরবী ভাষায় স্বরবর্ণ উচ্চারণের বেশ ব্যবহা আছে। উচ্চারণ সম্বন্ধে উহা পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। তবে মিশ্র আরবীতে স্বরবর্ণ উচ্চারণের ব্যবহা নাই বলিয়া অনেকে খাতি আরবীতে ঐ দোষ অনুমান করিয়া থাকেন।

“এখনও ইউরোপীয়গণ ভাষা-সম্বন্ধে একটি Character চালাইতে ইচ্ছুক। Roman Character চালাইতে এখনও বিশেষ চেষ্টা আছে।

“Phoneticএর ইতিহাস থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে তাহা কতকটা অসম্ভব। কারণ, প্রতি জেলার প্রভেদ আছে। তবে চেষ্টা করা উচিত ও ভাল।



“প্রবন্ধলেখক আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্থ। তবে এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরই আলোচনার সুবিধা হয়।”

২। তৎপরে অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার গোচরার্থ বলিলেন, যে (ক) কার্য-নির্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, “বিগত বার্ষিক অধিবেশনে চিত্রশালার প্রস্তাবিত অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণী চক্রবর্তী এম্ এ মহাশয় ঐ পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ার ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নির্বাচিত হউন।”

(খ) আর কার্যনির্বাহক-সমিতির অন্ততম সভ্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্থান পরিবর্তনে শূন্য হওয়ার ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নির্বাচিত হউন।”

৩। তৎপরে বিগত বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বধারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সম্মতরূপে নির্বাচিত হইলেন।—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সম্মত
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীগোবিন্দহরি দাস, অমিদার, ২০ গোপীমোহন বসাকের লেন, ঢাকা।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, C/o শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, ৭৯ লিটল্‌ন স্ট্রীট, কলিকাতা।
"	"	মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব, উকিল, বর্ধমান।
"	"	হুন্সী আবদুল লতিক, C/o মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াসিন উকিল, বর্ধমান।
"	"	মৌলবী নজরুদ্দিন আহম্মদ সাহেব, উকিল, বর্ধমান।
"	"	মৌলবী কাজী সামসুল আমিন, মোক্তার, বর্ধমান।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	"	B. Krishnappa Esq Hon. Secretary, Karnataka Sahitya Parishad, Bangalore.
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, আর, আর, ইন্সটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রতাবক	সমর্থক	নৃতন সদস্য
শ্রীশ্রীকুমার দে	শ্রীশ্রীকুমার কুমার	শ্রীকিশোরচন্দ্র সেন আই সি এস, Asst. Collector, Dharwar, Bombay Presidency.
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, ৮ কুমারটুলী লেন।
"	"	শ্রীশ্রীকুমার হালদার আই সি এস, Asst. Collector, Sahora, Bombay Presidency.
"	"	শ্রীখগেন্দ্রভূষণ রায় এম্ এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ২০ বীডন স্ট্রীট।
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্তী	"	শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, কাইটাইল পোঃ, কামালপুর গ্রাম, ভাঙ্গা কেডুয়া, ময়মনসিংহ।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	"	শ্রীউমাচরণ দাস, ২৮ কানাইলাল ধর লেন।
"	"	শ্রীভূগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, জমিদার, ৪৬ পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীট।
"	"	শ্রীনিশানাথ চট্টোপাধ্যায়, ইটালি।
"	"	ডাঃ শ্রীঅক্ষকুলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	"	রায় সাহেব শ্রীহর্গাচরণ চক্রবর্তী, এল্ সি ই ৩১ হরলাল মিত্র স্ট্রীট।
শ্রীরমেশচন্দ্র বসুদাস	"	শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, ২৪১২ শাখারীপাড়া রোড।
"	"	শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫২ হরিশ মুখার্জি রোড।
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরজতচন্দ্র সেন, ৮০ লোয়ার সার্জুলার রোড।
"	"	পণ্ডিত শ্রীতারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, ৮৭ দীভারাম ঘোষ স্ট্রীট।

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, বি এল, ৩৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	ডাক্তার বি, গাঙ্গুলী এম্ বি, ২৭।৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
"	"	ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্র বসু লেন, শ্রামবাজার।
"	"	শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ১৯ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট, দক্ষিণপাড়া।
"	"	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, ১৬২।১ অপার চিৎপুর রোড।
"	"	শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীতারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, অপারিন্টেণ্ডেণ্ট, শ্রামবাজার বিজ্ঞানাগর স্কুল, ২৭ বসুপাড়া লেন।
"	"	শ্রীইন্দ্রভূষণ দে, ৬১ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীভাগ্যধর মল্লিক এম্ এসসি, বসুপাড়া লেন।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ম্যানেজার, মনোমোহন থিয়েটার, ১৪ বসুপাড়া লেন।
"	"	শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, সম্পাদক, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, ২৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল ৮৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
"	"	ডাঃ জে এন্ কাক্সিলাল, এম্ বি, ৩ মদন মিত্র লেন।
"	"	শ্রীধরেন্দ্রনাথ বসু. উকীল, ২ গোবর্দ্ধন দাস লেন।
"	"	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, ব্যারিষ্টার, ৫১।২ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্বত্বিতীর্থ

প্রধান পণ্ডিত, রাণীগঞ্জ এইচ.ই. স্কুল, রাণীগঞ্জ।

৫। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

উপহারদাতা

পুস্তক

শ্রীযুক্ত স্মরণকান্তি ঘোষ

১। বৃহৎ অক্ষুত রামায়ণ

„ যোগেন্দ্রনাথ দে

২। বঙ্গীয় বৈজ্ঞ-বাক্যভীষী সভার

১৯শ বার্ষিক কার্যবিবরণ

„ সম্পাদক, কায়স্থ-সভা

৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৪শ

বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী

„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

৪। হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও

ধর্মনীতি

Supdt. Government Printing,  
India

৫। Report of the Chief Inspector  
of Mines in India, 1915.

Officer in Charge,  
Bengal Secretariat, Book Depot.

৬। Report on the Police Adminis-  
tration in the Bengal Presi-  
dency, for the year 1915.

৭। Report on the Working of  
Hospitals and Dispensaries  
under the Govt. of Bengal,  
1915.

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮। Report of the Grand Aur-  
vedic Exhibition, Muttra,  
1913. A.D. in Hindi.

„ ললিতমোহন বসাক

৯। Principles of Surgery in Hindi.  
Practice of Surgery in Hindi.  
Do in Urdu.

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১০। কৃষ্ণাশ্রমতরঙ্গিনী ( ভাগবতাচার্য )

৬। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি।

## ২৩শ বার্ষিক, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩, ৩রা ডিসেম্বর, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত অরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ( সভাপতি )

মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেন্দ্র রায়

শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ ( বেলুর মঠ )

শ্রীযুক্ত অখমোহন বসু এম্ এ

„ রজনীকান্ত বিজ্ঞাবিনোদ

„ কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ

„ প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল্

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

„ শান্তহরচরণ বিশ্বাস

„ মহেন্দ্রনাথ মহান্তি

„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত

„ বাগীনাথ নন্দী

„ গিরিশচন্দ্র দত্ত

„ গুরুদাস সরকার এম্ এ

„ যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ

„ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

„ মন্মথনাথ রায়

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

„ অরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

„ গৌরহরি সেন

„ ভূজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

„ রামকমল সিংহ

„ সাতকড়ি সাহা

„ অমরনাথ মলিক

„ কুমুদরঞ্জন রায়গুপ্ত

„ সিদ্ধিকুমার সরকার

„ পরমানন্দ আচার্য

„ কল্যাণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

„ চণ্ডীচরণ চন্দ্র

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ দেবেন্দ্রনাথ বোষ

„ অমিতাভ বসু

„ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

„ সিতাংগভূষণ মিত্র

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্তৃ, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

„ অরেন্দ্রনাথ কুমার

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ;—  
(ক) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি, এম্ এ মহাশয়ের “প্রাচীন পুথির সংস্করণ” এবং (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের “শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ

সম্বন্ধে মন্তব্য।” ৫। প্রদর্শন—কুমার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর-প্রদত্ত একটি সূর্য্যমূর্ত্তি ও একটি সদাশিব-মূর্ত্তি। ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) ৮মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ, (খ) ৮বিহারীলাল গুপ্ত সি এস, (গ) ৮মোহিনীনাথ বিশি, (ঘ) ৮নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঙ) ৮হরেকৃষ্ণ চন্দ্র, (চ) ৮গগনপতি রায় বিজ্ঞানবিনোদ এবং (ছ) ৮নবমুন্দর বর্মা মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে পরিবদের রঙ্গপুর-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরেন্দ্র-চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অল্পতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুঁথি উপহার পাইয়া পরিষৎ উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন ও ধন্যবাদ দিলেন। [ তালিকা পরে দ্রষ্টব্য ]

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সর্বসম্মতিক্রমে সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন। ( তালিকা পরে দ্রষ্টব্য )

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি, এম্ এ মহাশয়ের “প্রাচীন পুথির সংস্করণ” নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সমরোপযোগী বলিয়া সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে সকলের আলোচনার সুবিধা হইবে। এ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুভট্ট মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং ইহাতে অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। তজ্জন্ত প্রবন্ধলেখক সকলেরই ধন্যবাদার্থ। এই বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কারণ, প্রবন্ধ-লেখকের সকল সিদ্ধান্তের সহিত আমরা একমত নহি। বর্ণাশুদ্ধি সম্বন্ধে মোটামুটি এ কথা বলা চলে—কোন শব্দের কোন বানান ঠিক শুদ্ধ, তাহার মীমাংসা কে করিবে? অনেক বাঙ্গালা শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান আছে—এক ‘কুসীদ’ শব্দের ছয় রকম বানান আছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতভেদে একই শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান পাওয়া যায়। শব্দের বিভক্তি ও ধাতুরূপ নানাপ্রকার হয়। এ, ক, তে প্রভৃতি বিভক্তির ছয় রকমে যোগ করা যায়—কোনটি শুদ্ধ, তাহা কে মীমাংসা করিবে? বোধ হয়, যোগেশ বাবু ‘প্রাকৃত’ শব্দের বানানের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বানান শুদ্ধির চেষ্টার কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, ‘সর্বনাম’ ও ‘ক্রিয়ার’ ব্যবহার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু একই গ্রন্থকারের পুস্তকে এইগুলির যদি পার্থক্য দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা সম্বন্ধে কি বুঝা যাইবে? বিভিন্ন বিভক্তি পাইলে যোগেশ

বাবুর মতে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া বা উল্লেখ করা উচিত। লিপিকরের ভাষা শোধিত করিতে হইলে তাহা জানিয়া করা উচিত।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বর্তীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সমরোপযোগী হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি রীতিমত সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার কাল কিঞ্চিদধিক ১৫১৬ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। তখন হইতেই যে বিশেষ সাবধানতা ও নিপুণতার সহিত পুঁথিগুলি সম্পাদিত হইতেছে, একথা সন্দেহা বলা চলে না। পুঁথি সম্পাদন বিষয়ে সাধারণতঃ দুইটি মত শুনা যায় ;—কেহ কেহ বলেন—“বদ্ধ্ৰুং তন্নিধিতং”, অস্ত্র দলে বলেন—নানা পুঁথি মিলাইয়া গ্রন্থলেখকের অমুমোদিত বানান স্থির করিয়া ও পাঠান্তরাদি দিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত পুঁথি সম্পাদন করা উচিত। প্রথম মতটি সমীচীন নহে। ইংলণ্ডে এই কার্য চলিতেছে। প্রাচীন পুস্তক সম্পাদন করিতে হইলে বিশেষ গবেষণা ও অহুমস্কান আবশ্যক। প্রথম, গ্রন্থকারের মূল গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত—যদি উহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে লিপিকরের বাসস্থান, কাল প্রভৃতি জানা আবশ্যক এবং এই সকল বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইলে গ্রন্থ-সম্পাদনে বিশেষ সাহায্য হইবে। পাণ্ডীকা ও ভূমিকায় এই সব বিষয়ের আলোচনা থাকা আবশ্যক। যোগেশ বাবু এই বিষয়ে ইঙ্গিত করিবার জন্য ও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হইরাছেন।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় বলিলেন,—শব্দের বানানের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয় কিছু বলা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার বর্ণন ব্যাকরণ ছিল না, তখন শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয়ে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী বাঙ্গালা শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচার চলে না। যদি ১০১৫খানি একই গ্রন্থ পাওয়া যায় এবং সেগুলির প্রত্যেক কোন এক শব্দের একই রকম বানান পাওয়া যায়, তাহা হইলে এ বিষয়ের একটা সিদ্ধান্ত করা বাইতে পারে। গ্রন্থ সম্পাদন-কালে গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের ইতিহাস, লিপিকরের ইতিহাস প্রভৃতি দেওয়া ভাল ও উচিত।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফ্ফার সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—প্রাচীন পুঁথির সম্পাদনকালে সম্পাদকের প্রধান কর্তব্য, পুঁথিখানি বার বার পাঠ করা। আদর্শ পুঁথির বহুস্থলে সেগুলিও বহু বার পাঠ করা উচিত। অনেক অহুমস্কানের পর তবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত। আজকালকার সম্পাদিত অনেক পুঁথিতে বড় বড় ভূমিকা থাকে বটে, কিন্তু হৃৎকের বিষয়, আদর্শ পুঁথিগুলি যে সম্পাদক কর্তৃক ভাল করিয়া পাঠিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ অনেক সময়ে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—পুঁথি-সম্পাদনের অনেকগুলি রকম আছে। প্রথমে একখানি পুঁথি বা অনেকগুলি পুঁথি দেখা আবশ্যক। পুঁথি নতুন, কি পুরাতন, জানা আবশ্যক—পুঁথিখানি প্রকাশ করিবার আবশ্যক আছে কি না, জানা উচিত। তারপর পুঁথি

প্রকাশের পূর্বে বর্তমান ইউরোপীয়গণ-প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহা সম্পাদন করা আবশ্যক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি ও প্রবন্ধটির আলোচনা, উভয়ই সুন্দর হইয়াছে। পরিবদে ও পরিবদনের শাখাসমূহে আজকাল অনেক পুঁথি সংগৃহীত হইতেছে। কতকগুলি প্রকাশ করা উচিত। প্রথম যুগে বাহা হইয়াছে, তাহা এখন চলিবে না। এক দল বলেন, প্রাচীন পুঁথি পাইবা মাত্রই ছাপান উচিত, অন্য দল বলেন,—ছাপাইবার উপযুক্ত কি না ও আবশ্যক আছে কি না, বিচার করিয়া ছাপান উচিত। উভয় পক্ষের অনেক যুক্তিও আছে। এখন আলোচনার কাল আসিয়াছে, পুঁথিগুলি প্রকাশ করিবার বিচার আবশ্যক। একটি বিচার-সভা গঠিত হওয়া উচিত। পরিষৎ পুঁথি-প্রকাশ বিচার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। প্রবন্ধ-লেখক সকলেরই ধন্যবাদ।

(খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের “বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য” নামক প্রবন্ধ সমন্বিতভাবে পঠিত হইল না।

৫। কুমার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রদত্ত একটি “সূর্য্য-মূর্ত্তি” ও একটি “সদাশিবমূর্ত্তি” প্রদর্শিত হইল। প্রদাতাকে এই দুইটি প্রাচীন শিলামূর্ত্তি প্রদানের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। (ক) শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুরের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য “বিশেষ” অধিবেশনের প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাবটি কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত হইবে, স্থির হইল। উপস্থিত সভার শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় মহারাজের বিভাবতা, আচার, বিনয় ও সৌজন্তের কথা মনে হইলে তাঁহার অভাবে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন। সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও কৃতিত্ব ছিল। এ দিকেও তিনি আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ উপাধি পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার তিনি আগাপ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। সুপণ্ডিত এবং বেদান্তাদি দর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন শ্রীযুক্ত অনন্তাচার্য্যের সহিত তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় আগাপ করিতে শুনিয়াছি। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও আদর্শ হিন্দু ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার তাঁহার বিশেষ অধ্যয়ন ছিল। ‘সাহিত্যসংহিতা’, ‘সৌরভ’ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার সৌখ্যে আমরা গৌরবান্বিত ছিলাম। এই শ্রেণীর লোকের মৃত্যু দেশের পক্ষে বড়ই অন্ততঃজনক।

(খ) ৮বিহারীলাল গুপ্ত—অনামধ্যাত গুপ্ত মহাশয়ের পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি প্রথম যুগের সি এন্স, ব্যারিষ্টার হইয়া পরে লিগাল রিম্যাণ্ডুজার হন। শেষে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং কর্ম্মাবসানে বরোদারাজ্যের Prime minister নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ‘রমেশ-ভবনের’ Patron হইবার জন্য ইনিই বরোদার মহারাজকে অনুরোধ করেন এবং মহারাজের নিকট হইতে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন।



(গ) ৮মোহিনীনাথ বিশি—ইনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী সদস্য ছিলেন। ৮ইজ্ঞানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র, ৮শিশিরকুমার ঘোষ ও ৮রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের জ্যোতিষ চিত্র আঁকাইয়া ইনি পরিষদে দিয়াছিলেন। পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে ৫০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ও তন্মধ্যে কিছু দিয়াও গিয়াছেন।

(ঘ) ৮নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (খাকবাবু)—ইনি বঙ্গীয় নাট্যশালার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উচ্চ অভিনেতা বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি পরিষদের বন্ধু ছিলেন। নটকুলচূড়ামণি ৮অরুণেশ্বর মুস্তফী মহাশয়ের শেষ জীবনে তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখিয়া প্রজ্ঞার সহিত ইনি মুস্তফী মহাশয়ের অনেক সেবা করিয়া-ছিলেন। ইহারই আলয়ে মুস্তফী মহাশয়ের দেহাবসান হয়।

(ঙ) ৮হরেকৃষ্ণ চন্দ—ইনি অল্প দিন হইতে পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন—ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অমুরাগী ছিলেন।

(চ) ৮গণপতি রায় বিজ্ঞাবিনোদ—ইনি হাওড়ার স্কুলবিশেষের পণ্ডিত ছিলেন। সদস্য হইয়া অবধি ইনি পরিষদের নানা অধিবেশনে ও সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিতেন।

(ছ) ৮নবমুন্দের বর্ষণ—ইনি পরিষদের রঙ্গপুর-শাখারও সদস্য ছিলেন ও বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অমুরাগী ছিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রকাশের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, ইহাদের আত্মীয় স্বজনকে পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

অতঃপর মহাশোকাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

সভাপতি।

### উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা .

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ	১। ছিন্ন হার
“ বিজয়চন্দ্র সিংহ	২। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ
“ দেবকুমার রায়চৌধুরী	৩। নতুন বঙ্গের পুরাতন কাহিনী
	৪। চন্দ্রবীপের ইতিহাস
“ শ্রীজীব দেবশর্মা	৫। বৈতোক্তি-রত্নমালা
“ ঠাকুর উদয়নারায়ণ সিংহ	৬। গোষ্ঠিল-গৃহস্থজন্ম ( ৩ খণ্ড )

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত ঠাকুর উদয়নারায়ণ সিংহ	৭। আখ্যাতটয়ম্ ৮। ভায়দর্শনম্ ( ২ খানি ) ৯। স্বর্ধ্যসিদ্ধান্ত
• প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০। Great Britain's Measures against German Trade. The Germans at Louvain
Registrar, Calcutta University	১১। Calcutta University Minutes Part VII 1915. Do. Calendar Part. III. 1916.
Supdt. Govt. Printing, India	১২। Statistical Abstract for British India Vol. IV. Administrative, Judicial and Local self Government 1913-14.
Supdt. Govt. Printing, India.	১৩-১৪। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July and August, 1916.
Director of Statistics	১৫। Indian Wheat and Grain Elevation. ১৬। Statistics of British India, Vol. V. Education. 1914-15. Review of the Trade of India in 1915-16.
Secretary, Smith Sonian Institution.	১৭। A list of the Birds observed in Alaska and North-eastern Siberia during the Summer of 1914. ১৮। Arequipa Pyrhellometry. ১৯। Descriptions of a new genus and eight new species and subspecies of African Mammals. ২০। Physical Anthropology of the Lenape or Delawares and of the Eastern Indians in general. ২১। Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1915. ২২। On the distribution of radiation over the Sun's Disk and new evidences of the Solar variability. ২৩। The Pyransmeter—an instrument for measuring Sky-radiation.

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
Secretary, Smith Soniam Institution.	২৪। Three new Africans sbrews of genns Crocidura.
	২৫। The Ordaz and Dortal expeditions in search of El-Dorado, as described on Sixteenth century Maps.
	২৬। Opinions rendered by the International Commission on Zoological nomenclature.
Supdt. Govt. Printing, India	২৭। Report on the Administration of the Metrorological Department of the Govt. of India in 1915—16.
Dy. Supdt. Survey of India Dehra-Dun	২৮। The Pendulum operations in India and Burma 1908 to 1913.
Supdt. Archæological Survey, Madras.	২৯। Annual Report of the Archæological Department Southern circle, Madras, 1915-1916.
President, Advisory food Committee.	৩০। Report of the Calcutta Advisory food Committee for the period ending 31st July, 1916.
Officer in charge, Bengal Secretariat Book Depot.	৩১। Report on Sanitation in Bengal for the year 1915.
	৩২। Annual Statistical Returns and short notes on vaccination in Bengal for the year 1915-16.
	৩৩। Administrative Report of the Excise Department in the Presidency of Bengal for the year 1915-16.
	৩৪। Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1915-16.
Supdt. Govt. Montype Press	৩৫। Annual Returns of Statistics relating to Forest Administration in British India 1914-1915.
Registrar, Calcutta University.	৩৬। Calcutta University Minutes Part VIII, 1914. Do Part. I. 1916. Do Calendar Part I. 1916.

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
Supdt. Govt. Press, Madras.	৩৭। The Progress report of the Assistant Archaeological Superintendent for Epigraphy Southern circle for the year 1915-16.
Supdt. of Archaeology, Hyderabad State.	৩৮। Annual Report of the Archaeological Department of His Highness the Nizam's Dominions <u>1323-24F .</u> <u>1914-15. A. D.</u>
Director, Geological Survey India.	৩৯। Records of the Geological Survey of India Vol. XLVII, Part 3. 1916. ৪০। Memoires of the Geological Survey of India Vol. XLIII, Part, 2.
Professor of Sanskrit, Deccan College.	৪১। Descriptive Catalogue of the Collec- tion of Sanskrit Manuscripts in the Government Library.

প্রস্তাবিত সদস্যগণ

প্রদাতক	সমর্থক	সদস্য
শ্রী গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	শ্রী কীরণচন্দ্র দত্ত	শ্রী আশুতোষ সরকার-বি এ, বি টি শিক্ষক, অরমানিটোলা গভৰ্ণমেণ্টস্কুল, ঢাকা।
"	"	শ্রী সুধাংশু মোহন মিত্র বি এ, বি টি ঐ ঐ।
"	"	শ্রী সত্যীশচন্দ্র সেন বি এ, বি টি ঐ ঐ।
শ্রী রামকমল সিংহ	শ্রী হেমচন্দ্র বোষ	শ্রী হুশীলচন্দ্র বসু বি এ হেড মাষ্টার, কোড়াদহ উ, ইং, স্কুল।
শ্রী হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	ডাঃ ত্রিউপেন্দ্রনাথ চক্রবৰ্তী	শ্রী কামাখ্যা প্রসন্ন রায় বি এ মহঃ প্রধান শিক্ষক, এচ আই স্কুল, সন্তোষ।
শ্রী নলিনীৱঞ্জন গণ্ডিত	"	শ্রী বঙ্কিমবিহারী বোষ ৯ নেবুবাগান লেন, বাগবাড়ার।
শ্রী সত্যীশচন্দ্র বোষ	শ্রী রামকমল সিংহ	শ্রী নগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৱালটেট, ৪৭।১ নীলকমল কুণ্ড লেন, শিবপুর।
শ্রী সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়	"	শ্রী নৃসিংহদাস বসু বি এল হাতিবকুল, কোন্নগর, ই, আই, আর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমত্যাচরণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীক্ষেত্রদাস চট্টোপাধ্যায় বি ই এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, কান্দিয়া, আহমদপুর, কালনা রেলওয়ে, বর্ধমান ।
"	"	শ্রীনরীগোপাল বসু বি ই ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণপাড়া, কোরগর ।
"	"	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল ঘোষপাড়া, কোরগর ।
"	"	শ্রীবতীন্দ্রনাথ রায় শিক্ষক, কোরগর হাই স্কুল, কোরগর ।
শ্রীবসন্তকুমার রায় কবিত্বষণ	শ্রীবাবীনাথ নন্দী	শ্রীশরচ্চন্দ্র শুধু বি এ ৪৩ চাষাখোপাড়া ট্রীট ।
"	"	শ্রীগোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ শুলু ওস্তাগরের লেন ।
শ্রীগেহেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅপূর্বকুমার মল্লিক পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা ।
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দালাল ১০ ভৈরব মুখার্জি লেন, বেলগেছিয়া ।
"	"	শ্রীআমিনদ্দিন মহম্মদ আড়দার, ট্রামডিপোর সমুখ, বেলগাছিয়া ।
"	"	শ্রীকানাইলাল দাস ৩ মহেন্দ্রবসুর লেন, শ্রীমবাজার ।
"	"	শ্রীবতীন্দ্রনাথ দে ৯ কুণ্ডুর লেন, পোঃ বেলগেছিয়া ।
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	"	ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম্ বি, সেরপুর, বগুড়া ।
"	"	শ্রীবোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বি এ কিবণগঞ্জ হাই স্কুল, কিবণগঞ্জ (পূর্ণিমা) ।
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রমোহন মৈত্র এম্ এ হেডমাষ্টার, জর্জ ইন্সটিটিউশন, বগুড়া ।
"	"	শ্রীজুবনমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, সেরপুর, বগুড়া ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবনবিহারী কুণ্ডু অমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
"	"	শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ সান্তাল অমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
"	"	কবিরাজ শ্রীনীলরত্ন ভট্টাচার্য বিজ্ঞাভিনোদ, কবিভূষণ সেরপুর, বগুড়া।
শ্রীমন্মথেশচন্দ্র সান্তাল	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন ডাক্তারগড়, বি, এন্ রেলওয়ে।
"	"	শ্রীমহীতোষ সাহা ঐ ঐ।
শ্রীআণ্ডতোষ দাসগুপ্ত	"	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র প্রামাণিক কেদারপুর, বি, এন্ রেলওয়ে।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীআণ্ডতোষ মুখোপাধ্যায় ইম্পীরিয়াল কোল কোং, ঝরিমা, ই, আই, আর।
"	"	শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ হেডপণ্ডিত, রাণীগঞ্জ হাই স্কুল, রাণীগঞ্জ।
শ্রীশৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীগোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ সম্পাদক—সাহিত্যসভা, লাউপুর স্কুল।
"	"	শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় বি এ লাভপুর।
"	"	শ্রীরামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অমিদার, এভোরালী।
"	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরাধাকান্ত মুখোপাধ্যায় লাভপুর।
"	"	শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় লাভপুর।
"	"	শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুর।
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীআৰ্জুনভক্ত মহান্তি এম্ এ কটক।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীবোপেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ও শ্রী বি এ, বি টি বালেশ্বর ।
শ্রীহরকিঙ্কর দাস	"	দেওয়ান আবদুল হামিদ চৌধুরী শ্রীহট্ট ।
"	"	শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী শ্রীহট্ট ।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী শ্রীহট্ট ।
"	"	শ্রীকালীকিশোর দাস শ্রীহট্ট ।
"	"	শ্রীস্বর্ধাকুমার দত্ত কাছনগো, শ্রীহট্ট ।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ ইন্দ্রেশ্বর, শ্রীহট্ট ।
শ্রীরাখালরাজ রায়	"	শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এটর্নি সিকদারবাগান ষ্ট্রীট ।
"	"	শ্রীবিবেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৭২/৩ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট ।
"	"	শ্রীভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর ।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ বোষ এল্ এম এন্স ১৪ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ।
"	"	এন্স সি মুখার্জি স্কোয়ার, বালীগঞ্জ ।
"	"	শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় বলরাম দে ষ্ট্রীট ।
শ্রীশৈলেশনাথ বিশি	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমনোরঞ্জন বোষ বি এল্ কামারনগর, ঢাকা ।
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন জমিদার, সেনবাড়ী, ময়মনসিংহ ।
শ্রীশ্রীরাম মৈত্রয়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাখালচন্দ্র বোষ দরিয়াপুর পোঃ, গ্রাম পাহাড়পুর, রাজসাহী ।

## কার্য-বিবরণী

৫১

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদারিকানাথ সরকার দরিয়াপুর পোঃ, গ্রাম চক্‌উজান, রাজসাহী।
শ্রীশৈলেশনাথ বিশি	"	শ্রীঅভয়কুমার ঘোষ এম্ এ আঠারবাড়ী হেট্ট, আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ	শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীতারচরণ চক্রবর্তী বারাণসী।
"	"	শ্রীস্বরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বারাণসী।
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরজনীকান্ত দাস ১৭-১৮ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাট, ভবানীপুর।
শ্রীশুক্রদাস সরকার	শ্রীরাধালালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায় কোর্ট সাব ইন্সপেক্টর, সাদার্প ডিভিশন, পুলিশ কোর্ট।
"	"	শ্রীমৃগাক্ষশেখর মুখোপাধ্যায় ছাপরা।
"	"	মোলবি আলি হোসেন কাননগো, গোরাবাজার, বহরমপুর।
শ্রীহরিনাথ ঘোষ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল মুলেক, হুগলী।
শ্রীসিকচন্দ্র বসু	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীমুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্তী করটীয়া পোঃ, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীআণ্ডতোষ রায় বি এ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীবসন্তকুমার রায় বি এ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
"	"	ডাঃ শ্রীজ্ঞানদামোহন সাহা এল্ এম্ এম্ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীচন্দ্রনাথ গুহ করটীয়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ মেদিনীপুর।



প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীভ্রামাদাস মুখোপাধ্যায় মগমা কলিয়ারী, মানভূম ।
শ্রীনীলগোপাল মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত ৬৬।৬৭ কলেজ ষ্ট্রীট ।
শ্রীসোমনাথ রায়	"	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বদনগঞ্জ, হুগলী ।
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত	"	শ্রীঅবনীনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া ।
মৌলবী আবদুল করিম	"	শ্রীবিপিনচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম ।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	"	শ্রীহরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, মজঃফরপুর ।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল উকীল, মজঃফরপুর ।
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত বি এল উকীল, মজঃফরপুর ।
শ্রীসোমনাথ রায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীশচীপতি রায় সবরেজিষ্ট্রার, মেদিনীপুর ।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়, সবরেজিষ্ট্রার, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর ।
"	"	শ্রীহর্যাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর ।
"	"	শ্রীহরিচরণ সেন বদনগঞ্জ, হুগলী ।
শ্রীবতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাধাগদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ ঢাকা ।
"	"	শ্রীবজ্জেশ্বর রায়, মোক্তার বরিশাল ।
"	"	শ্রীরাসবিহারী সেন পুণ্ডিতসার, ফরিদপুর ।
"	"	শ্রীসত্যীশচন্দ্র সেন কটক ।

## কার্য্য-বিবরণী

৫৩

প্রভাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল উকীল, বরিশাল।
"	"	শ্রীনীরঞ্জন সেন বি এ কার্ত্তিকপুর, করিমপুর।
"	"	শ্রীশ্রীমন্তকুমার দাস গুপ্ত এম্ এ রঙ্গপুর।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন বি এল উকীল, ময়মনসিংহ।
"	"	কবিরাজ শ্রীলালবিহারী মজুমদার মালদহ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ধারয়ার।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীবোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	শ্রীসীতেশচন্দ্র রায় এম্ এ ৪৭ করপোরেশন স্ট্রীট।
"	"	শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীমেঘনাথ সাহা এম্ এ ৯২ অপার সারকুলার রোড।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীশুকরদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্ এ অধ্যাপক, বহরমপুর কলেজ।
"	"	এন, সেন প্রেন্সিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীমন্মথনাথ রায় ৫ কলেজ স্কয়ার।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সিংহ ষারভাঙ্গা।
"	"	শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র সিংহ আরল্ হোটেল, বাঁকীপুর।
এস গাঙ্গুলী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মিউনিসিপ্যালিটি করপোরেশন, রেভুন।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রকিশোর রায় ২৮ চাউলপটা লেন, তবানীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
এস গাঙ্গুলী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমনোরঞ্জন মৈত্র এম্ এ ১৫২ হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর।
শ্রীহর্গাপ্রসাদ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীবোমেন্দ্রনাথ রায় নান্দাস, ইসাবপুর পোঃ, বগুড়া। ডাঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসারদাকান্ত গোস্বামী ঐ ঐ।
শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	"	শ্রীচুণীলাল সেনগুপ্ত উকীল, বরিশাল।
"	"	শ্রীগোষ্ঠমোহন বসু বি এল ১৯ ছকু খানসামার লেন।
"	"	শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী বি এ টাক্ সেক্রেটারিয়েট্ অফিস, রেঙ্গুন। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেন, বেলেঘাটা।
শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	মোলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী অমিদার, কোটালপুকুর পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।
শ্রীযত্ননাথ দে তবনিধি	"	শ্রীসারদাচরণ দত্ত বেনাবাগান, দেওঘর।
"	"	রায় বাহাদুর শ্রীহারপ্রচন্দ্র দেব কাপপুর জজ কোর্ট।
শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ সেন	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উকীল, পরমিটবাট, কাপপুর।
"	"	শ্রীপ্রদ্যগচন্দ্র মিত্র, উকীল সিভিল লাইন, কাপপুর।
"	"	শ্রীস্বরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য প্যারেড, কাপপুর।
"	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেমিষ্ট, এডিকালচার কলেজ, কাপপুর।

ପ୍ରସ୍ତାବକ	ସମ୍ପର୍କ	ସମସ୍ତ
ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାମ	ଶ୍ରୀରାମକମଳ ସିଂହ	ଡା: ଶ୍ରୀହରେନ୍ଦ୍ର ନାମ ଏମ୍ ଏ, ଏମ୍ ଡି ୧୫୧ ଆମହାର୍ଟ୍ ହିଟ ।
ଶ୍ରୀରାମହରି ଖଡ଼	ଶ୍ରୀକିରଣଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ	ଶ୍ରୀକାଳୀକୃଷ୍ଣ ଡାକ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ ଏ, ବି ଏଲ ୫୦.୨ ଏ ବେଗେଟୋଲା ଲେନ ।
"	"	ଶ୍ରୀବତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଧୁ ୧୧ କର୍ମଘରାଲିସ ହିଟ ।
ଶ୍ରୀମତୀଶଚନ୍ଦ୍ର ନିରୋଗୀ	"	ଶ୍ରୀମତ୍ୟୋଜ୍ଞନାଥ ମଞ୍ଜୁମଦାର ୦୩ ଗ୍ଲ୍ୟାକ୍ସଡାଉନ ରୋଡ ।
ଶ୍ରୀଅତୁଳଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାପାଠ୍ୟାୟ	ଶ୍ରୀରାମକମଳ ସିଂହ	ଶ୍ରୀବିଭୂତିଭୂଷଣ ଗୁପ୍ତାପାଠ୍ୟାୟ ଏମ୍ ଏମ୍ ସି ରାଂଟୀ ।
ଶ୍ରୀବତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକ	"	ଶ୍ରୀଜ୍ଞାନକୀର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତାପାଠ୍ୟାୟ ୧୬/୦ ଫକୀରଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହିଟ ।
"	"	ଏନ୍, ଆର ଟାଟାର୍ଜି ୫୧୧ ଶିବସନ୍ଧ୍ୟା ମଲ୍ଲିକ ଲେନ ।
"	"	ଏ, କେ ବ୍ୟାନାର୍ଜି କୋୟାର ୨୦ ଚୁନାପୁର ଲେନ ।
"	"	ଶ୍ରୀଯୋଗେଶଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ୬୨ ବହବାଜାର ହିଟ ।
ଶ୍ରୀବିଶ୍ଵନାଥ ରାୟ	ଶ୍ରୀରାମେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜିବେନ୍ଦୀ	ଶ୍ରୀଚାକ୍ର ଘୋଷ ବି ଏ ପୁରୀ, ମଞ୍ଜୁକରପୁର ।
"	"	ଶ୍ରୀଜ୍ୟୋତିଷଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଏମ୍ ଏ ଗଣିତାଧ୍ୟାପକ, ସି, ଏମ୍ ଏମ୍ କଲେଜ, କଲିକତା ।
ଶ୍ରୀଶାନ୍ତନରାୟ.ବିଶ୍ଵାସ	ଶ୍ରୀରାମକମଳ ସିଂହ	ଶ୍ରୀଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚୌଧୁରୀ ଏମ୍ ଏ, ବି ଏଲ ଜମିନ୍ଦାର, ହଗଲୀ ।
"	"	ଶ୍ରୀରାମଶ୍ରୀନାଥ ଘୋଷ ଏମ୍ ଏ, ବି ଏଲ ଆଟପୁର, ହଗଲୀ ।
ଶ୍ରୀବାଣୀନାଥ ନନ୍ଦୀ	"	ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟଚୌଧୁରୀ ବି ଏ ୧୭୫୧/୧ ରସାରୋଡ, ଲାଉଧ, ଭବାନୀପୁର ।
ଶ୍ରୀହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି	"	ଶ୍ରୀଗିରିଜାଭୂଷଣ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ଉତ୍କଳ ଯେଜିନୀପୁର ।

প্রবাসক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশুক্রদাস সরকার	শ্রীরামকণ সিংহ	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ বি এ ডেপুটি ম্যানেজার, হাওড়া।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগৌরহরি সেন	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ ১ গোয়াবাগান লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীস্বরেজনাথ কুমার	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী ২৩ নেবুতলা লেন।
শ্রীতারাপ্রসন্ন বিজ্ঞাবিনোদ	"	শ্রীনারায়ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রধান পণ্ডিত, মগরা হাট এইচ, ই স্কুল, মগরাহাট।
"	"	শ্রীগিরিজাত্ত্বরণ মণ্ডল, উকীল, ডায়মণ্ডহারবার।
শ্রীরামবাহু ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনলিনীকান্ত রায় বি এ বিহার ও উড়িষ্যা রেভিনিউ বোর্ডের হেড এসিষ্ট্যান্ট, বাকীপুর।

## প্রথম বিশেষ অধিবেশন

বঙ্গাব্দ ১৩২৩, ষষ্ঠা পৌষ

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পরলোকগমনোপলক্ষে শোক-সভা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত স্বরেজচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীযুক্ত চাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্.এ
" মণীন্দ্রনাথ সিংহ শর্মা	" পান্নালাল মুখোপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	" অজয়চন্দ্র সরকার বিজ্ঞাবিনে
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	" চিত্তমুখ সাত্তাল বি ই
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	" চিরঞ্জয়লাল শাহিড়ী
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ	" স্বরেজপ্রসাদ চৌধুরী
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	" কিশোরীমোহন গুপ্ত
গিরিজাপ্রসাদ বসু	" যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

ঐযুক্ত বৈষ্ণনাথ ভট্ট

- „ ননীগোপাল দে
- „ জুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
- „ প্রভাতচন্দ্র সুখোপাধ্যায়
- „ সমন পূর্ণানন্দ স্বামী
- „ বিজয়লাল দত্ত
- „ হরগোবিন্দ লক্ষ্মণ চৌধুরী
- „ শিশিরকুমার সুখোপাধ্যায়
- „ অতুলচন্দ্র লাহিড়ী
- „ ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী
- „ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
- „ আনন্দকুমার দাস
- „ বিনয়ভূষণ রক্ষিত
- „ দীপেন্দ্রনাথ গুপ্ত
- „ মনোরঞ্জন চক্রবর্তী
- „ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব
- „ শ্রামলাল চক্রবর্তী
- „ অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন
- „ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
- „ ননীগোপাল মজুমদার
- „ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
- „ মহেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায়
- „ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত
- „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
- „ বিধুভূষণ সেন গুপ্ত
- „ হরপ্রসাদ মজুমদার
- „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ
- „ সোমেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায়
- „ গিরীন্দ্রনাথ সেন
- „ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
- „ গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- „ আনন্দচন্দ্র সিংহ

ঐযুক্ত মণিমোহন সেন

- „ পূর্ণচন্দ্র সেন
- „ শিশিরকুমার ভাট্টা
- „ শিশিরকুমার দে
- „ দীপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
- „ এম্ এন্ রাই
- „ ডাঃ বনগুয়ারীলাল চৌধুরী
- „ ডি এম্ সি
- „ গিরিজাকুমার বসু
- „ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাক্ত
- „ এম্ এ
- „ বিনোদবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ
- „ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্
- „ বাণীনাথ নন্দী
- „ মতিলাল ঘোষ
- „ দীপেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
- „ এম্ এ, বি এল
- „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
- „ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
- „ কালিদাস নাগ এম্ এ
- „ সুভাষরায় চৌধুরী
- „ হরিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
- „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
- „ কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ
- „ গুরুদাস সরকার এম্ এ
- „ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
- „ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
- „ রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী
- „ পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটনাগর, বি এ
- „ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
- „ উপেন্দ্রনাথ মৈত্র
- „ শরৎলাল বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ বি এ

শ্রীযুক্ত হরিচরণ মিত্র

- কালীচরণ মিত্র
- কালীকুমার বসু
- সুরেন্দ্রনাথ সেন
- প্রভাসচন্দ্র ঘোষ
- লাডলীমোহন মিত্র এম্ এসসি
- গিরীশচন্দ্র দত্ত
- পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
- এ সি সিংহ
- জে সি ভট্টাচার্য্য
- প্রভাসচন্দ্র বসু
- সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- মহেশচন্দ্র রায়
- রবীন্দ্রনাথ সেন

- ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
- অমূল্যচন্দ্র রায়
- দেবেন্দ্রনাথ রায়
- তারাশ্রম গুপ্ত বি এ
- ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
- সত্যেন্দ্রসেবক নন্দ
- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ
- রামকমল সিংহ
- তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য
- সূর্য্যকুমার পাল
- ভোলানাথ কৌচ
- দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
- উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

- সুরেন্দ্রনাথ কুমার
- কিরণচন্দ্র দত্ত
- নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
- মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ

} সহকারী সম্পাদকগণ।

সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ কর্ত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত বাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রথমেই বলিলেন,—সুসঙ্গ-রাজবংশ বঙ্গদেশে বহু প্রাচীন। দিনাজপুর, নাটোর, বর্ধমান প্রভৃতির জায় সুসঙ্গ-রাজবংশও বহু প্রাচীন। ইহাদের মহারাজা উপাধি পুরুষাভূক্তিক। সুসঙ্গ-রাজবংশ সমাজে বহু সম্মাননীয়। স্বশ্রেণীর সমস্ত কুলীন সমাজের সহিত ভোজন ও আদান প্রদান ইহাদের চলে। এমন কি, মহারাজা নিজেই পরিবেশন করিয়া থাকেন। রাজা রাম সিংহ এই বংশের মধ্যে একজন পূর্বতন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মুসলমান রাজত্বকালে, তাঁহার সময়ে তিনি বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি একজন বিশেষ ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। জাবিড়, জৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র পণ্ডিতদের বিচার-সভায় তিনি সয়ংই মধ্যাহ্নের স্থান অধিকার করিতেন। ছাংখের বিষয়, তিনি শেষকালে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়া একজন মুসলমানীকে বিবাহ করেন।

কলিকাতার কোন এক সভায় খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত আনন্দ চারু মহাশয় এক দিন সভাপতি ছিলেন। তথায় একজন বক্তা বলিলেন,—ধনীরা এবং ধনীপুত্রেরা যদি সরস্বতীর উপাসনা করেন, তাহা হইলে বড়ই শোভন হয়। ধনিসম্প্রদায়কে সারস্বত সেবাপরায়ণ করিতে বক্তা বিশেষ চেষ্টা পান এবং উৎসাহান্বিত করিতে চেষ্টা করেন। ইনিই স্রস্বতের কুসুমচন্দ্র। তিনি নিজে তাহা করিয়াছিলেন, নিজে আজীবন সারস্বত সেবাপরায়ণ হইয়া দিনাতিপাত করিতেন। তিনি নানা বিষয়ে জ্ঞপ্তি ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে ধনী-সম্প্রদায় যে এক মহারত্বে হারাইয়াছেন, তাহাই নহে, বঙ্গদেশের একটি নক্ষত্রপাত হইয়াছে—বলাও যায়। তাঁহার জন্ত শোক-সভায় যোগদান করিতে পাইয়া আমরা দূরদেশবাসী হইয়াও বিশেষ গৌরবাবিত। তাঁহার জন্ত শোক-প্রকাশ সকলেরই উচিত। আপনারা বোধোপযুক্তভাবে তাঁহার জন্ত শোক প্রকাশ করুন ও তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষায় বস্ত্রবান্ হউন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত স্বাধাধর চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুসুমচন্দ্র আমাদের দেশের লোক, এক জেলানিবাসী। তিনি বঙ্গের একজন কৃতী সন্তান, অগ্রগণ্য জমিদার, বংশের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। বিধৎসমাজে তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ অভাব ঘটিবে, সে বিষয়ে বলাই বাহুল্য। আমি সংক্ষেপে তাঁহার বিষয়ে দুই চারিটা কথা বলিব। মহারাজা কুসুমচন্দ্র ১২৭৩ সালের ১৮ই আষাঢ়, ইংরাজি জুন, ১৮৬৬ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩২৩ সালের ১০ই আশ্বিন ইংরাজী ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬ তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনকাল পূর্ণ ৫০ বৎসর। চরিত্র—তিনি প্রাচীন বি, কোর্সের বি এ ছিলেন। ডাক্তার বস্তুর সহিত তিনি বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা করিতে ও কাব্য রচনা করিতে পারিতেন। তিনি জ্যোতিষ জানিতেন। যন্ত্র ও কণ্ঠ উভয় প্রকার সঙ্গীতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহের পর ১২৯৭ সালে ১৭ই পৌষ কুসুমচন্দ্র স্রস্বতের রাজা হন। এই স্রস্বতরাজ ইতিহাসে সামন্ত অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল। Permanent Settlementএর সময় হইতে ইহার জমিদার। লর্ড রিপনের সময়ে ১৮৮৪ খৃঃ স্রস্বত-রাজ বংশোদ্ভূত মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। কুসুমচন্দ্রের পিতা এই উপাধি পান। কুসুমচন্দ্র বংশগত হিসাবে ১০০ জন Armed Retainer এর অধিকার, 'দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতির ছাড় এবং গবর্ণমেন্টের Private Entry অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি Patriot ছিলেন, কিন্তু Politics বা রাজনীতির চর্চা করিতেন না। তিনি রাজনৈতিক সভায় যোগদান না করিয়াও দেশের বহু কল্যাণসাধনে নিয়োজিত থাকিতেন। বিধবা, অন্নহীন-দলক ছাত্র ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃতি বহুতর লোককে বৃত্তিমান করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্বে হইতে স্বদেশী শিল্পের প্রবল অনুসারী ছিলেন। শিল্পের উন্নতিকল্পে বহু সাহায্য করিতেন। তিনি প্রজাবৎসল ছিলেন। একমালির ম্যানেজার থাকিলেও তিনি মিকে প্রজাদের সন্ধান লইতেন এবং স্বকর্ণে তাহাদের আবেদন শুনিতেন ও স্বাধাধা প্রতিকার করিতেন। রাজপুরুষদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ



ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বিদেশীয় ভোজে কখনও যোগদান করেন নাই বলিয়াই বোধ হয় তিনি High regard পাইয়াছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তজ্জাত সমাজ-সংস্কারে বিশেষ আস্থা ছিল। স্বীয় শ্রেণীর ৮টি পটাকে একত্র মিলাইয়া বারেন্দ্র-সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। জাতীয়-ভাবে জ্ঞানিকর পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই ময়মনসিংহে তিনি মহাকাশী পাঠশালা স্থাপন করেন। তাঁহার দেশের লোক বলিয়া আমি গোরবান্বিত। তাঁহার গুণাবলী-সম্বলিত বিষ্ণু'র জীবনী আপনাদের অমুমতি হইলে আমি লিখিতে চেষ্টা করিতে পারি। ( সুসঙ্গ-রাজবংশের অনেক কিসদন্তী এই স্থানে চৌধুরী মহাশয় বিবৃত করেন। )

ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের ছইটি গুণ ছিল। তিনি সকল সাহিত্যের অমুরাগী ছিলেন। তিনি উর্দুও জানিতেন। সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি মিশিতেন। গরীব ছঃখী, বড় লোক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মুসলমান, মৌলভি, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকের সহিত তিনি আলাপ করিতেন। ভ্রমণে বাহির হইয়া আমার বাসায় গিয়া কত দিন আলাপ করিয়া আসিয়াছেন। চাকরদের সঙ্গে কখন 'তুমি' ছাড়া 'তুইরে' বলিতেন না। ইহা বড় সামান্ত গুণের কথা নহে। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয় বলিলেন,—মহাপুরুষের তিরোভাব হইয়াছে। তাঁহার অমায়িকতা, উদারতা ও সরলতা প্রভৃতি গুণে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সরল, স্বাধীন, আদর্শ মানবের গুণ মহারাজ কুমুদচন্দ্রে ছিল। আমি নিজে তাহা অল্পভব করিয়াছি। বারেন্দ্র-সমাজের অগ্রগণ্য "উদয়াচল" বলিয়া তাঁহার বংশ বিখ্যাত—আজ উদয়াচলের ব্রাহ্মণ-সমাজের গৌরব-রবি অন্তর্মিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, এইরূপ সাধু, রাজপুরুষের অকাল-মৃত্যুতে আমরা বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইলাম।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রে নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার সহিত সরলতা ও বিনয় থাকায় একটা অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানে তাঁহাকে সমানভাবে আদর করিতেন। ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এই বিশেষ অধিবেশন হওয়াই ইহার প্রমাণ। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহাকে হারাইয়া আমরা মর্মান্বিত। তিনি যখন সে দিন কলিকাতায় তাঁহার বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দেশে গমন করিবার প্রস্তাব করেন, আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই বিদায় আমাদের সহিত শেষ বিদায় হইবে, ইহা আমরা কেহই কল্পনা করি নাই। অল্প আমাদের সেই কথা স্মরণ হইয়া মর্মান্তিক ক্রেশ অল্পভব করিতেছি। কুমুদচন্দ্র পুরাতন বংশের বংশধর। আভিজাত্যে, বিনয়ে, বিদ্যায় তিনি আদর্শস্বরূপ ছিলেন। এই আদর্শ সকলের অনুকরণীয়। এমন আদর্শের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা দেশের প্রত্যেকের উচিত।

পরে অল্পভব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—মহারাজার

বিনয় অসাধারণ ছিল। এই বিনয় থাকা প্রযুক্তই তিনি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার মত মহারাজের স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার উদ্দেশ্যে তর্পণ করা উচিত।

তারপর অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের সত্যপ্রিয়তা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও হিন্দুধর্মে শ্রদ্ধা অসাধারণ ছিল। শোকে প্রলীড়িত হইয়াও তিনি কাতর অবস্থায় সত্য ও কর্তব্যের পালনে অটল ছিলেন—আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিজে পরম হিন্দু ছিলেন; সেই সঙ্গে অপরকে হিন্দু-আচার রক্ষণশীল দেখিলে নানা উৎসাহ দান করিতেন। এই সূত্রে তাঁহাকে সম্পূর্ণ অপরিচিতের সহিত বাচিয়া আলাপ করিতে যত্ববান দেখিয়াছি। এই দুইটি অমুকরণীয় গুণের উল্লেখ করিয়া পর-লোকগত মহাত্মার উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—যেমনটি যায়, তেমনটি পাওয়া যায় না। আজকাল বড় বংশের মান-সম্মান, মর্যাদা বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ—Tradition of the Family বজায় রাখা বড় শক্ত। কুমুদচন্দ্র স্বীয় শ্রেণীর আট পটার মেলনে বিশেষ যত্ববান ছিলেন। বিনয় ভিন্ন মহৎ হওয়া যায় না। মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহে বিনয় যথেষ্ট ছিল। পদমর্যাদা-জনিত সমাজের প্রতি দারিদ্র্য-বোধ না থাকিলে কোন সমাজের নেতা হওয়া যায় না। তাঁহার সে বোধ ছিল। তিনি বলিতেন,—পাখী, ঘোড়া, মণিমুক্তা, এ সকল চিনি—কিন্তু মানুষ চিনি না। তিনি চমৎকার ভাবে সকলকে বাগিয়ে আনিতে পারিতেন। দেশের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতির জন্য পিতা পিতামহের ও বংশের স্মৃতি-বিজড়িত বলিয়া এই দারুণ পীড়া লইয়াও দেশে বাইতে বিশেষ অমুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজকালকার কালে জমিদারগণের মধ্যে এরূপ দেশপ্রীতি বিরল। স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে মৃত ব্যক্তির নানা গুণের আলোচনা করিয়া তাঁহার গুণগুলি জীবিত রাখা কর্তব্য। পরিষৎ মহারাজার স্মৃতি রক্ষার আয়োজন করিয়া ভালই করিয়াছেন। সামাজিক, ধর্মবিষয়ক ও জাতিবিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনায় নেতৃত্ব করিতে মহারাজের মত ভিত্তীয় যত্নশীল ব্যক্তি পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বপুণ্য মহামহোপাধ্যায় গণ্ডিতরাজ বাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় অভ্যকার সভাপতি হওয়ার বড়ই শোভনীয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের সহিত আমরা সভাপতি জগদীশচন্দ্রের প্রথম ছাত্র। তিনি মহারাজা হইলেও চিরউদার এবং উন্মুক্ত-হৃদয় ছিলেন। নানা ঐক্যবিকার কার্যে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য ও বঙ্গভাষার প্রতি বিশেষ অমুরাগী ছিলেন। নানা সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান রাখিতেন এবং অমূল্যসিদ্ধান্তকে বলিয়া দিতেন। ময়মনসিংহের বক্তৃতা কেমন সুন্দর হইয়াছিল। তিনি একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন; তাঁহাকে পাইয়া জাতি গৌরবান্বিত; তিনি জাতির অলঙ্কার ছিলেন। তাঁহার অভাবে আমরা বিশেষ

ছাঃধিত । ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার অভাবজনিত শোকে আমার পক্ষে আত্মশোকের ভাৱ লাগিয়াছে ।

তৎপরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত বাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল । ( প্রস্তাব কয়টি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )

শেষে সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, আমরা নিম্নলিখিত সদস্য মহাশয়গণের নিকট হইতে অনিবার্য কারণে অনুপস্থিতিজ্ঞাপক ও সহায়তৃত্বচক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি : ( ১ ) রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, ( ২ ) মহারাজা সায় গিরিজানাথ রায় ।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয় ।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক ।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ  
সভাপতি ।

### পরিশিষ্ট

প্রথম প্রস্তাব,—

প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসেবী, সাহিত্যিকগণের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা, লোকপ্রিয় স্বর্গীয় মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রগাঢ় শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং মহারাজ বাহাদুরের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত তাঁহাদের শোকে ও সর্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব,—

কি ভাবে মহারাজের স্মৃতিচিহ্ন পরিষৎ মন্দিরে স্থাপিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতিতে অনুরোধ করা হউক ।

তৃতীয় প্রস্তাব,—

এই শোক-সভায় গৃহীত মন্তব্যগুলির অঙ্কলিপি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক ।

## ২৩শ বার্ষিক, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

সভাপতি—আচার্য্য ত্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদন্ত-নির্বাচন। ৩। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। নূতন নিয়ম গঠন প্রস্তাব—“যদি পরিষদের কোনও সদন্ত পরিষৎ হইতে কোনও কার্য্যের জন্ত বেতন বা এ্যালাউন্স গ্রহণ করেন বা পরিষদের কোন কার্য্যের জন্ত কমিশন গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে বা কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।” এই নূতন নিয়ম গ্রহণ সূচক কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) ত্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত “ত্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য”, (খ) ত্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত “বিজয়চন্দ্রনাথের সত্যনারায়ণের পুঁথি” এবং (গ) ত্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত “প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা” নামক প্রবন্ধত্রয়। ৬। প্রদর্শন,—(ক) ত্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্তৃক কেলিরিট নামক খনিজ পদার্থ এবং (খ) ও (গ) ত্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং ত্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৭। বিবিধ।

সভাপতি মাস্তবর বিজ্ঞানার্চ্য্য ডাক্তার ত্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, এখন এত রাত্রে সভ্যকার সকল আলোচ্য বিষয়গুলির সম্পূর্ণরূপে আলোচনা হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং প্রবন্ধাদি আগামী অধিবেশনে গঠিত হইলেই ভাল হয়। অতঃকাল গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও কার্য্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভার কার্য্য শেষ হউক।

সভাপতি মহাশয় আরও বলেন যে, এই সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির বাহাতে কেবল নামে মাত্র পর্য্যবসিত না হয়, দেশবাসীর নিকট বাহাতে নামে ও কর্ম্মে মন্দির বলিয়া গণ্য হয়, আমি সেরূপ ইচ্ছা করি। আমি ইহাকে দেশীয় ভাবে ও দেশীয় প্রণায় সাঙ্গাইব, ইচ্ছা করিয়াছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন—যে, আমার ইচ্ছা ছিল যে, বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে দেশীয় ভাষায় আমি আপনাদের নিকট কিছু বলিব। কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন আমি এত দিন সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। যদি শরীর সুস্থ থাকে, শীঘ্রই সে আশা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব।

তিনি নূতন সভ্য সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আমি আপনাদিগকে আনন্দের

সহিত জানাইতেছি যে, ইতিমধ্যেই অনেক নূতন সভ্য নির্ধারিত হইয়াছেন এবং প্রায় তিন শত টাকা আয়ও বাড়িয়াছে। আমি ভরসা করি, পরিষদের প্রত্যেক সভ্যই, পরিষদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করিবেন।

তিনি আরও বলেন যে, এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃভূমিকে বড় করিতে হইবে এবং ইহাই আমাদের সর্ব-প্রধান কর্তব্য।

উপসংহারে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, কোন বিষয় লইয়া, মন্দিরের মধ্যে জেদ করিয়া তর্ক-বিতর্ক করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যাহারা কর্মী, তাঁহাদের মধ্যেই মতভেদ হয়। কিন্তু সেই মতভেদকে মনান্তরে পরিণত করা উচিত নহে। আর মতভেদ হইলে রাগ করাও অসুচিত।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে, গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণী পাঠ, নূতন সদস্য নির্বাচন এবং পুষ্টি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। ( তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ) তাহার পর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় হৃৎকথ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে,—আমরা আমাদের বর্তমান সভাপতি মহাশয়কে, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া এখানে আনিয়া বসাইয়াছি এবং আমরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে প্রধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু হৃৎকথের বিষয় এই যে, আমরা এখন আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় ও বরণ্য সভাপতি মহাশয়কে কোন প্রকারেই সাহায্য করিতেছি না। তাঁহার বাক্য আমাদের পক্ষে আদেশ; কিন্তু আমরা তাঁহার আদেশ মান্ত করিয়া চলিতেছি কৈ? পূজার এক মাস পূর্বে তিনি পরিষদের সদস্য-গণের নিকট, পরিষদেরই মঙ্গল ও উন্নতির জন্ত, কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং আমরা অনেকেই তাঁহাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলাম। কিন্তু হৃৎকথের বিষয়, আজিও আমরা তাঁহাকে এক কপর্দিকও দেই নাই। তিনি আমাদের সম্মান বৃদ্ধির আশায়, বাহিরের লোকের নিকট হইতে অর্থ আর্থনা করেন নাই।

ত্রিবেদী মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে সভায় নূতন নিয়ম পঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার পূর্বে তিনি বলেন যে, আপনাদের সম্মুখে এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করা শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়েরই উচিত ছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে তাঁহার মত না থাকায়, তিনি ইহা উপস্থাপিত করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া, কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইতেছে। ইহা-শ্রীলগ্না হেমবাবু প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—“যদি পরিষদের কোনও সদস্য পরিষদ হইতে কোন কার্যের জন্য বেতন বা এ্যালাউন্স গ্রহণ করেন বা পরিষদের কোন কার্যের জন্য কমিশন গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিষদের কর্মধাত্মকরূপে বা কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ধারিত হইতে পারিবেন না।”

প্রস্তাব পাঠ শেষ হইলে, হেমবাবু নিম্নলিখিতরূপে বেতন, এ্যালাউন্স ও কমিশনের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বেতন মানে—মাসিক কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য করা। এ্যালাউন্স মানে—সময়মত কার্য করিয়া মাসিক বা বাৎসরিক কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করা। ইহা কতকটা পেন্সিমনের দ্বারা। কমিশন মানে—আদারী টাকার উপর শতকরা, হাজার-করা কিম্বা প্রতি টাকার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা। এন্টিউ মানে—কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের চুক্তিতে নির্দিষ্ট কার্য করা।

অতঃপর হেম বাবু বলেন, যখন পরিষদের শৈশব ও বাল্য অবস্থা ছিল, যখন পরিষদ কেবল গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন বেতন, কমিশন, এ্যালাউন্স অথবা এন্টিউ কি, কোন কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য অথবা কোন কর্মকারককে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তখন এমন একজন লোক ছিলেন, যিনি পরিষদের জন্ত খুবই কাজ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে এ্যালাউন্স দেওয়া হইত। পরিষদের এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন অনেক সভ্য আছেন, বাহারা বিনা পরসায় পরিষদের সেবা ও কার্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এ্যালাউন্স আদি না দিয়া, যখন কার্য করিবার লোক আমরা পাইতেছি, তখন উহা কেন দিব? বিশেষতঃ যদি কোন কর্মকারক অথবা কার্য-নির্বাহক-সমিতির কোন সভ্য এই ভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য করেন, তবে অনেক সময় আবশ্যক হইলে এবং তাঁহার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও তিনি সম্পাদক, কি সভাপতির বিপক্ষে কোন মত দিতে পারেন না এবং তিনি সম্পাদক মহাশয় প্রভৃতির কোন অন্তায় কার্যের প্রতিবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন। এ্যালাউন্স আদি গ্রহণ করিলে, তাঁহার স্বাধীনতা থাকে না। সে কারণ আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ দ্বারায়ত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। জুই প্রেনীর সভ্যের দ্বারা কার্যনির্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়া থাকে; যথা—Ex-officio এবং সাধারণ সদস্য। সকল সভ্য-সমিতিতেই আমার এই প্রস্তাবের সমর্থক নিয়মাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির নিয়মাবলী আরও কঠিন। যদি কোন লোক এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে বেতন প্রাপ্ত হইয়া বা কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করেন, তবে তিনি ভোট দিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধালাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পূর্ণরূপে মূল প্রস্তাব এবং হেম বাবুর বক্তৃতার সমর্থন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। হীরেন্দ্র বাবু বলেন যে, কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে যখন এই প্রস্তাবটি উঠিয়াছিল, তখন ইহার পক্ষে ৯টি এবং বিপক্ষে ৭টি ভোট হইয়াছিল। কিন্তু এই সাত জনই সাহিত্য-পরিষদের গঠনকালে ইহার ধাত্রীস্বরূপ কার্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমি একজন। বাহারা হাতে করিয়া এই সাহিত্য-পরিষদকে গড়িয়াছেন, তাঁহারা বেক্সপ ভাবে ও যে প্রকার প্রাণের টানে পরিষদের মঙ্গল চিন্তা করিবেন এবং তাঁহাদের পক্ষে তাহা বতটা স্বাভাবিক, ততটা আর কাহারও পক্ষে নহে। কারণ, বাহারা যে বক্তৃতা হাতে করিয়া গড়ে, তাহাদের সেই বক্তার উপর মমতা অধিক হয়। সে বক্তৃতা তাহারা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু মনে

ভাবে। আমরা বাহারা সাহিত্য-পরিষদের ধাত্মীয় কার্য্য করিয়াছি, তাহারা কেহই ত এক দিনও এরূপ কোন ক্রটি দেখিতে পাই নাই, যে জন্য অল্প এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। বরং মনে হয়, ঐ ভাবে কার্য্য চালাইলে, সাহিত্য-পরিষদের ক্রমেই উন্নতি হইবে। হেম বাবু ৬ব্যোমকেশ বাবুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমি যখন সেক্রেটারী বা সম্পাদক ছিলাম, তখন তিনি (৬ব্যোমকেশ মুস্তফী) বেতন গ্রহণ করিয়াও আবশ্যক হইলে আমার বিরুদ্ধে ভোট দিতেন এবং আমার কথার প্রতিবাদ করিতেন। হেমবাবুর এই প্রস্তাবের দ্বারা ব্যক্তিগত কটাক্ষ রহিয়াছে। আমি অতিশয় আন্তরিকতার সহিত বলিতেছি যে, এই প্রকার ব্যক্তিগত মনোভাব লইয়া সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে যোগদান করা কোন ক্রমেই উচিত নহে, বরং এই প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রতিবাদের সমর্থন করেন। বক্তা বলেন,—শ্রীযুক্ত হেমবাবু বলিয়াছেন যে, সর্বত্রই এইরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু আমি তাহা আদৌ স্বীকার করিতে পারি না। বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থানে “জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের” উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সে স্থানে আমরা চাকরী করি এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেক টাকা দিয়াছেন ও দিয়া থাকেন। সেখানে আমরাও যেমন ভোট দিবার অধিকারী, তাহারও সেইরূপ। আবশ্যক হইলে হীরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধেও ভোট দিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হেমবাবুর প্রস্তাবিত এই নূতন প্রস্তাবটি গ্রহণের কোনই আবশ্যকতা নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন,—এই নূতন প্রস্তাবের যিনি প্রস্তাবক, তাহার কথা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি আরও বলেন যে, আমি যখন “জুলোজিক্যাল গার্ডেনের” সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলাম, তখন কার্য্যকরী সমিতিতে আমিও মেম্বর ছিলাম। আবশ্যক হইলে কর্ম্মাধ্যক্ষের বিপক্ষেও ভোট দিতাম। যখন কোন কর্ম্মচারীর কার্য্য কিবা বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা হইত, তখন কেবল সেই ব্যক্তিই, সেই স্থান ত্যাগ করিতেন। ইহাতে কখনও কোন অসুবিধা হয় নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত হেমবাবু যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অতিশয় মূল্যবান। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু ও শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুও যে সকল যুক্তি দ্বারা ঐ প্রতিবাদের অস্বাভাবিকতা ও সমর্থন করিয়াছেন, আমার মতে তাহা ঠিক নহে। অল্পসঙ্কান করিলে যেমন কালীপ্রসন্ন বাবু ও বিজয় বাবুর সপক্ষে দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপে শ্রীযুক্ত হেমবাবুর পক্ষেও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টান্তের অভাব হয় না। অধিকাংশ সভা-সমিতির সদস্যবর্গ ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণ অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং আরি তরসা করি, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাবটি বাহাতে অস্বাভাবিক সভার গৃহীত হয়, আপনারা সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, আজি আমার বড়ই আনন্দের দিন। আমি আজ ২৩ বৎসর পরিষদের সহিত লিপ্ত আছি। পরিষদের নানা বিভাগে আমি কার্য্য করিয়াছি এবং এখনও কার্য্য করিতেছি। মধ্যে কয়েক বৎসর মাত্র, শারীর অসুস্থতার জন্ত বিশেষভাবে পরিষদের কার্য্য করিতে পারি নাই। আজি আমাকে পিঞ্জরাপোলে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে আমার দুঃখ ও অভিমান নাই এবং তাহাতে আমি অপমানও বোধ করি না। পরিষৎ আমার বড়ই প্রিয়। আমি ঝাড়ুবরদার হইতেও রাজী আছি। গত বৎসর আমি সহকারী সম্পাদক হইতেও রাজী হইয়াছিলাম। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার মনে বড়ই ব্যথা লাগিয়াছে। অর্থাৎ আমার কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার দ্বারা পরিষদের কোন কাজ করা হয় না লইয়া আমাকে আপনারা পিঞ্জরাপোলে পাঠাইতে চাহেন।

কিন্তু এই দুঃখের উপরেও আজি আমি বড়ই আনন্দানুভব করিতেছি। তাহার কারণ এই যে, আমার বন্ধুবর্গ পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতে রাজী হইয়াছেন। আমি যখন সম্পাদক ছিলাম, তখন হেমবাবুর স্ত্রায় সহকারী সম্পাদক প্রাপ্ত হইয়া, আমি অনেক কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, আজি আমাকে তাঁহার প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইতেছে।

সকল কার্য্যেই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রস্তাবিত প্রস্তাব গৃহীত হইলে, পরিষদের কার্য্য ভালভাবে চলিবে না। আমার মনে হয়, এ সকল কার্য্যে আইন-কানূনের জবরদস্তি করা উচিত নহে; এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই।

পরিষদের কর্ম্মীর অভাব; কার্য্যের অভাব নাই। যাহারা বিনা বেতনে এবং বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পরিষদের অনেক উপকার করিতে পারেন। আমি জানি, জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশিকার একটি টাকা দিয়া, ৩৪ মাসের মধ্যেও সভ্য হইতে পারেন নাই। ইহা কি কর্ম্মীর অভাবের জন্ত নহে? পরিষদে অনুসন্ধান করিলে এক্ষণ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

প্রস্তাবিত বিধি সমীচীন এবং যুক্তিযুক্ত হইলেও এ প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিবার সময় হইয়াছে কি না, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। সভাপতি মহাশয় তিন মাস পূর্বে এই পরিষদের জন্ত কিছু সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং আমরা অনেকেই তাঁহাকে আশা দিয়াছিলাম। কিন্তু এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। ৮৬০ মাসের মত বা তদুপা কখন ব্যক্তিকে সভ্য রাখিয়া এবং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য করিয়া কার্য্য করিলে ক্ষতি কি? শুনিতেছি, লোকের অভাব নাই, কিন্তু কাজ ত কিছুই হইতেছে না। এককালে আমার এমন ক্ষমতা ছিল, যখন নিঃস্বার্থভাবে সাহিত্য-পরিষদের অনেক কার্য্য করিয়াছি। দশ, বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছি। কালক্রমে আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন যদি পরিষৎ



আমাকে কিছু কিছু কমিশন দেন, আমি তাহা লইতে রাজী আছি এবং তাহাতে আমার 'অপমান'ই বা কি আর আপনাদের তাহাতে ক্ষতিই বা কি ?

আমি সামান্য স্থূল মাষ্টার। আমি যেখানে কার্য্য করি, সেই রূপ কলেজের পরিচালন-ভার এখন একটি পরিচালন-কমিটির উপর হস্ত। সেই রূপ কলেজের পরিচালন-কমিটি, কয়েক জন অবৈতনিক ভদ্রলোক এবং কয়েক জন বেতনভোগী কর্ম্মচারীর সমবায়ে গঠিত। আমি তন্মধ্যে একজন। কৈ, তাহাতে তো আমাদের কার্য্যের কোন ক্ষতি হয় না? আমাদের দ্বারা কখনও কোন কার্য্যের ক্ষতি হইয়াছে বা কোন কার্য্য সূচ্যাক্রমে সম্পন্ন হয় নাই, কলেজের Founder মহাশয় কখনও এরূপ কথা বলেন নাই। পরিষদে এই প্রস্তাব গ্রহণের এখনও সময় আসে নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার যত্নতায় বলিয়াছেন যে, "ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিবার জন্তই আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি।" কিন্তু তিনি এ কথা কোথায় পাইলেন? আমি প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া, আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি না। হীরেন্দ্র বাবুর এইরূপ বলা নিতান্তই অজ্ঞান হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, আমি এক্ষণে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিতেছি। আমার প্রথম চিন্তা এই যে, অতঃপর আমার সভাপতি থাকি উচিত কি না। কারণ, কোন কোন সভ্য যখন কাহাকে কাহাকে পিঞ্জরাপোলে পাঠাইতে চাহিতেছেন, তখন আমি তাঁহাদের গুরু হইয়া কি বাদ পড়িব? তাই ভাবিতেছি, অতঃপর আমার স্থান কোথায়?

দ্বিতীয়তঃ এসিয়াটিক সোসাইটির দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। কারণ, পরিষৎ আমাদের দেশের দেশী সভা। এখানে কোন বিদেশী আদর্শ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু দেশ, কাল ও প্রাক-ভেদে এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিষদে যে সমস্ত পুস্তক ছাপা হইয়া গুদাম-জাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে পরিষদের মর্যাদার হানি হইতেছে। কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে কার্য্য হইতেছে না। স্নতন্ত্রা সকল দিক্ ভাবিয়া কার্য্য করা প্রয়োজন। বাহা হউক, এ সম্বন্ধে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে এবং এখন রাজিও অনেক হইয়াছে। এখন ইহা শেষ করা উচিত। সাহিত্য-পরিষদের সভ্য নহেন, এমন কেহ যদি এই সভার উপস্থিত থাকেন, তাঁহার নিকট আমার অনুরোধ, তিনি যেন ভোট দিবেন না। আমি প্রথমে প্রস্তাবের পক্ষে বাহাদের মত আছে, তাঁহাদের ভোট গ্রহণ করিয়া প্রস্তাবের বিপক্ষ মতাবলম্বীদিগের ভোট গ্রহণ করিব।

সভাপতি মহাশয়ের এই কথার পর কি ভাবে ভোট গ্রহণ করা হইবে, তাহারই আলোচনা আরম্ভ হয়। তখন হেমবাবু বলেন যে, আপনি 'অনুমতি' করিলে, ভোটদাতারা

আপনার সমুখ দিয়া, হলের দক্ষিণ দিকে চলিয়া বাইতে পারেন এবং সেই সময়ে আপনি ভোট-গণনা করিতে পারেন। তখন এই ভাবে প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে, এই উভয় দলের ব্যক্তিগণের সংখ্যা গণনা করা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৩৭ জন এবং বিপক্ষে ৩৮ জন ভোট দিয়াছিলেন। বিপক্ষে এতদতিরিক্ত আর কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন, অনাবশ্যক বোধে তাঁহাদের ভোট লওয়া হইল না। ইহার পর সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন। অন্তঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

সভাপতি।

## পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত নূতন সদস্য

প্রতাবক

সমর্থক

সদস্য

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বোষাল

শ্রীরামকমল সিংহ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল

উকীল, ছোট আদালত,

১০১ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট।

শ্রীললিতারঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীবাণীনাথ নন্দী

“বিরক্ত-মন্দির”, তরতপুর, রাজপুতানা।

শ্রীজীবানন্দ মল্লিক

অপার ক্লাট, ইষ্ট এণ্ড, ১৬২ বহুবাজার স্ট্রীট।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক, বীরভূম অমুসন্ধান-সমিতি,

হেতমপুর রাজবাটি, হেতমপুর, বীরভূম।

শ্রীহর্গাপ্রসাদ রায়

শ্রীকৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য

গ্রাম বনটোল, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।

ডাঃ আবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

শ্রীনীলগোপাল মুখোপাধ্যায়

১৪১এ মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীট।

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

উকীল, বর্ধমান।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার

শ্রীললিতকুমার নিরোগী

সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল, সন্তোষ, ময়মনসিংহ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশঙ্করদাস সরকার	শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীবিনোদবিহারী রায় একাউন্ট্যান্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, নং ১, কলিকাতা ডিবিগন।
"	"	শ্রীজ্ঞানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, ভট্টাচার্য্য কামানপুর, চাকদহ, নদীয়া।
শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু	"	শ্রীঅন্তর্যম্ভর রায়, এটর্নি ২৮ হেলেটোলা লেন।
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী ৪ বাহির মীর্জাপুর রোড।
"	"	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেন, গড়পার, কলিকাতা।
"	"	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সরকার ১৩৩ বাহির মীর্জাপুর রোড।
"	"	শ্রীলালবিহারী বসু ২০ জগন্নাথ দত্ত লেন।
"	"	শ্রীরঘুনাথ দত্ত ৫ জগন্নাথ দত্ত লেন।
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	"	শ্রীঅমিয়নাথ রায় বি এ ৮ ভুবনমোহন সরকার লেন।
"	"	শ্রীচাক্রচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল অফিসিয়েটিং ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সী হাউস, বরাহনগর।
"	"	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমীদার, টাকী।
"	"	শ্রীহিরণকুমার ঘোষ, জমীদার ঘোষবাবুর বাটা, টাকী, ২৪ পরগণা।
"	"	রায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, জমীদার, টাকী, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীমোহিতচন্দ্র কুণ্ডু, জমীদার টাকী, ২৪ পঃ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাক্সিলাল	শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীকৈলাশচন্দ্র দাস চীফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কন্টেন্টালার অফিস, শিলং, আসাম। শ্রীপ্রক্লুচন্দ্র মিত্র or P. C. Mitter Esqr. E. A. Superintendent. Survey of India. Camp Dibrugarh, Assam.
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীক্ষীরোদবিহারী সেন	শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত C/o কে বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স, ৬০ মীর্জাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীগিরিশচন্দ্র মৈত্র এন্ড এম্. এম্. এস্ Asst. Surgeon, Juvenile Jail, Alipur. C/o শ্রীসত্যীশচন্দ্র মৈত্র, এসিষ্ট্যান্ট জেলার।
শ্রীঅধিলকুমার চট্টোপাধ্যায়		শ্রীকমলাপ্রসাদ দত্ত, জমিদার বৈষ্ণবপুর গ্রাম, পোঃ টেংরা, মুর্শিদাবাদ। শ্রীনিত্যগোপাল কুন্ড এন্ড এ ভগীরথপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পোঃ ভগীরথপুর, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত		শ্রীশরৎকুমার দত্ত, সেক্রেটারী জ্যে. আর. সমিতি, পোঃ টেংরা, মুর্শিদাবাদ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ধনরক্ষক নারায়ণপুর সমিতি, নাতাডাঙ্গা, পোঃ নদীয়া। শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহাস্তা		শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সাবরেজিষ্ট্রার, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ ১৬০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীমুখ্যেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ৪৩ মোহন বাগান রো, রাউজান, চট্টগ্রাম। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু হরিষোষের ষ্ট্রীট.
শ্রীউপেন্দ্রলাল বড়ুয়া	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	

ଅନ୍ତାବକ	ସମ୍ବର୍ଧକ	ସଦସ୍ୟ
ଶ୍ରୀହେମଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଶୁକ୍ଳ	ଶ୍ରୀଧିରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ	ଶ୍ରୀହେମନାଥ ରାୟ Teligraphist, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଲିଗ୍ରାଫିକ୍ ଆଫିସ, କଲିକତା । ଶ୍ରୀଉତ୍ତମନାଥ ରାୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଲିଗ୍ରାଫିକ୍ ଆଫିସ । ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନ ବି ଏଲ୍ ୩୬।୨ କର୍ମଓରାଲିଶ ଟ୍ରାଫିକ୍ । ଶ୍ରୀଅମରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ ୨୦ ଜୋଡ଼ାପୁରର ଛୋଟାୟ । ଶ୍ରୀଅମ୍ବୁଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ସେନ ୧୦ ବାରାଣସୀ ଘୋଷେର ଟ୍ରାଫିକ୍ । ଏସ୍, ଆର୍, ନାସ, ବ୍ୟାରିଷ୍ଟାର ୮ ଓଲ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଆଫିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ । ଜି, ସି, ସମ୍ବଲ ୨୦।୩୧ ଆପାର ସାକୂଲାର ରୋଡ୍ । ଶ୍ରୀସାମିନୀପ୍ରସାଦ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ ୨୦।୨ ଆପାର ସାକୂଲାର ରୋଡ୍ । ଏସ୍, ଏସ୍, ବହୁ ୨୦ ଆପାର ସାକୂଲାର ରୋଡ୍ । ମି: ଭୌମିକ ଟେଲିଗ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ । ଶ୍ରୀଅନନ୍ତନାଥ ମିତ୍ର ସାବଜ୍ଜଳ, ଗରା । ଜେ, ଏନ୍, ରାୟ ଆଇ, ସି, ଏସ୍, ହାଜରା ରୋଡ୍ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ନାହିରା ଗୋପାଳ ନଗର, ସମ୍ବରାପୁର ପୋଷ୍ଟ, ୨୪ ପଃ । ଶ୍ରୀଅକ୍ଷୟକୃଷ୍ଣ ହାଲଦାର ଭଗବତୀପୁର, ଷାଟେବ୍ସର ପୋଷ୍ଟ, ୨୪ ପଃ । ଶ୍ରୀପଦ୍ମପତି ହାଲଦାର ଘୋଳତପୁର, କଲକତା ପୋଷ୍ଟ, ୨୪ ପଃ ।
ଶ୍ରୀବତୀଅଶୋକ ରାୟ	ଶ୍ରୀହେମଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶଶୁକ୍ଳ	
ଡା: ଜଗଦୀଶଚନ୍ଦ୍ର ବହୁ	ରାୟ ସତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚୌଧୁରୀ	
ଶ୍ରୀନରାୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ		

প্রদাতক	সমর্থক	সমস্ত
শ্রীশরচ্চন্দ্র প্রকারণ	শ্রীরাম বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নায়েব, মড়িগঙ্গা লাট, মড়িগঙ্গা, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ হালদার হরিণডাঙ্গা, ডায়মণ্ড হারবার পোঃ, ২৪ পঃ।
মহম্মদ শহীদুল্লাহ	"	শ্রীযত্ননাথ বসু বি এল বসিরহাট, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এল ঐ ঐ
"	"	শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল ঐ ঐ
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তি	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ সাহ "গোবিন্দ আশ্রম", পটেশপুর, মেদিনীপুর।
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	"	শ্রীস্বনীতিকুমার পাল ২৪।১ রামমোহন সাহার লেন।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু বি এল সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বসিরহাট, ২৪ পঃ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩৪ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট।

## উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত অগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১। স্পন্দকারিকাঃ
" রাধানাথ পতি	২। শিবস্বত্রবার্তিকং
" কালীহর বিজালঙ্কার	৩। কেশিরাড়ী
" সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	৪। ঈশানমিশ্রবংশম্
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	৫। আখ্যা-সমাজ-সংস্করণ
" ডাঃ আব্দুল্লাহ সরকার	৬। ভক্তকালী গ্রামনিবাসী স্মৃত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী বা ভৈরব-কথা
	৭। Report of the Indian Association for the Cultivation of Science for the year 1914.

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
Supdt. Govt. Printing	৮। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, September 1916.
Secretary, Smithsonian Institution	৯। Annual Report of the Smithsonian Institution, 1915.
Do	১০। Dynamical Stability of Aeroplanes.
Do	১১। Sources of Nitrogen Compounds in the United States.
Do	১২। Smithsonian Miscellaneous Collection Vol. 65.
Do	১৩। Cambrian Geology and Paleontology.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt, Book Depot.	১৪। Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1915—16.
Supdt. Govt. Printing, India	১৫। Patent Office Journal, July to September, 1916.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt, Book-Depot	১৬। Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1916.
Agricultural Adviser, Govt. of India, Pussa	১৭। Report of the Agricultural Research Institute and College, Pussa, 1915—16.
শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১৮। A rough sketch of the antecedents, family history, official career and loyalty etc. of Sati Prosad Sen, 1915.

## ২৩শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৫শে পৌষ, ১৩২৩, ৯ই জামুয়ারী, মঙ্গলবার, রাত্রি ৭।০টা।

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি, এইচ্ ডি ( সভাপতি )

- রাজা . রবীন্দ্রনাথ রায়  
    . রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ  
    . কালিদাস নাগ এম্ এ  
    . ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী  
    . নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত  
    . পান্নালাল বাকুলীওয়ারা দিগন্তরী় জৈন  
    . ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকর্ত্ত  
    . কালীচরণ মিত্র  
    . স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী  
    . তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিজ্ঞাবিনোদ, বি এ  
    . যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত  
    . হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ  
    . বাণীনাথ নন্দী  
    . বসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুভট্ট  
    . তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য  
    . হর্যাকুমার পাণ্ডা  
    . ভোলানাথ কোঁচ  
    . দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ  
    . উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ত্ত, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল, ( সম্পাদক )

    . কিরণচন্দ্র দত্ত ( সহকারী সম্পাদক )

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য নির্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন," (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য"; (গ) শ্রীযুক্ত



সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত “দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি” এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত “প্রাচীন পল্লীসংগীত ও কবিতা”। ৫। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্তৃক “স্কেলারিট” নামক খনিজ পদার্থ এবং (খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৬। শোকপ্রকাশ—৬৮৩১চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে। ৭। বিবিধ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিভাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সন্মেলনের মৃত মহারাজার শোক-প্রকাশার্থ গত ৪ঠা পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহার কার্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। ( তালিকা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )।

৩। নূতন কয়েক জন সদস্য যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন। ( তালিকা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার “বিগ্রহপালদেবের ভ্রাতৃশাসন” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই;—

এই ভ্রাতৃশাসন দ্বারা বিগ্রহপালদেব পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডলের দণ্ডগ্রাহ্যের সমেত বিষমপুরাংশে ৬ কুলা, ২ দ্রোণ, ..২ উন্নান এবং ৩ কাকিনী পরিমাণ ভূমি ভগবান্ বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশে শান্তিলাগোজীর ক্রোড়ার্ঘি ও মন্ত্যবাসাবিনির্গত ছাত্রগ্রামবাসী, বেদান্তবিৎ পদ্মাবণ দেবশর্ম্মার পৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেব শর্ম্মার পুত্র, সামবেদীয় কোথুমী শাখাধ্যায়ী, মীমাংসা-ব্যাकरण-তর্কবিজ্ঞাবিৎ ধোজল দেবশর্ম্মাকে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিয়া দ্বাদশ রাজ্য-সম্বৎসরের চৈত্র মাসের নবম দিবসে প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভ্রাতৃশাসনের দূতকের নাম পড়িতে পারা যায় নাই। পোসলীগ্রামবাসী মহাধর দেবের পুত্র শশিদেব নামক শিল্পী কর্তৃক এই ভ্রাতৃশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পূর্বে ডাক্তার কীলহর্প এই ভ্রাতৃশাসনের প্রথম বিংশ পংক্তির ১৪টি শ্লোকের পার্থক্য করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট ২৯ পংক্তির গভ্যাংশের পাঠ পূর্বে উদ্ধার হয় নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—“পালবংশের ইতিহাস” রাখালবাবু ইংরাজীতে ইতিপূর্বে লিখিয়াছেন। এটি একটি সোসাইটির মেমোয়ার্সে (Memoirs) উহা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত পালবংশের ইতিহাস প্রকাশিত হয় নাই। রাখালবাবুই এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রথম শুনাইয়াছেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমরা সর্বান্তঃকরণে রাখাল বাবুকে এই মূল্যবান ঐতিহাসিক প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

(খ) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের “শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর লিখিত বাঙ্গালা শব্দকোষের ৪০টি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যোগেশ বাবু অধিকাংশ স্থলেই কষ্ট করিয়া শব্দের মূল নিরূপণে চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ সহজে শব্দগুলি সাধিত হইতে পারে, তাহাই দেখান হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধটির কতকাংশ আমরা শুনিলাম। বাকীগুলি এইরূপই। মন্তব্যটি সুন্দর হইয়াছে। এখন আপনারা আলোচনা করুন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—এইরূপ অস্তিত্ব খণ্ডেরও আলোচনা পণ্ডিত মহাশয় করুন এবং যে মংশটি শেষ করিয়াছেন, উহার সম্যক পর্যালোচনার জন্য যোগেশ বাবুকে উহা পাঠাইয়া দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যাকর্ষ মহাশয় বলিলেন, আমার বোধ হয়, প্রবন্ধলেখক যে ধারণা করিয়াছেন, তাহা ঠিক। কারণ, আমরা বেশী শব্দগুলিই প্রাকৃত বলিয়া অনুমান করি।

ডাঃ আব্দুল গফ্ফার সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—উর্দু ভাষায় “কুরী” শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ হিসাবে ভাতিবাচক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই কথাটির অর্থ উর্দুতে বাগ্‌দত্তা কল্প।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটি পরিশ্রমের সহিত লিখিত, সুচিন্তিত এবং সুলিখিত হইয়াছে। আমি প্রবন্ধকারের মতের সহিত একমত।

শ্রীযুক্ত শুক্লানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধোক্ত গ্রাম্য কথাটা সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। “গ্রাম্য”-কথাটা একটি দোষ ব’লে মনে করি, এই গ্রাম্য কথার বিপরীতে কি “সহরে কথা” হইবে?

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বেশী ভাগ শব্দই যে “প্রাকৃত” বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, উহা ঠিক নহে। প্রাকৃতও আছে এবং অস্ত্র ভাষা হইতে পরিবর্তিত শব্দের অস্তিত্বের সন্ধানও পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী শব্দকোষের সম্পূর্ণ অংশের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া যোগেশ বাবুর নিকট পাঠাইলে ভাল হয়। আমি পণ্ডিত মহাশয়ের পরিশ্রমের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। “গ্রাম্য” শব্দটি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে “অসংস্কৃত” শব্দ অর্থাৎ বাহা সাধু শব্দ নহে।

(গ) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের “বিজয়পুরাণের সত্যনারায়ণের পুথি” নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। সভাপতি মহাশয় সতীশ বাবুকে এই পুথি সংগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

(ঘ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের “গল্পী-সংগীত” নামক প্রবন্ধের সারাংশ নলিনীবাবু কর্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধের জন্য জীবেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এই প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক চট্টগ্রাম পটুয়া সাহিত্য-সম্মিলনে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথি হইতে গ্রামা-সংগীত, কবিতা, হৈয়ালী, প্রবচন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিতে করিতে সকলে মিলিয়া যে সকল গান করে, তাহার নাম “ভোর”। প্রবন্ধের প্রথমে এই “ভোর”-সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর কৃষকেরা মিলিয়া “ভোর” গাহিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কয়েকটি গানও ইহাতে আছে। ইহার পর কয়েকটি প্রেম, বৈরাগ্য, শিব ও ত্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত, শোভার বিবরণ ও তামাকের বিবরণ প্রভৃতি আরও অনেক গান ইহাতে আছে।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু কর্তৃক “স্ফেলেরিট” নামক খনিজ পদার্থ প্রদর্শিত হইল। “স্ফেলেরিটে” Zinc দস্তা বেশী পরিমাণে আছে। Dehra-Dun পালাওয়াতে বহুনার তীরে ইহা পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রার প্রদর্শন স্থগিত রহিল।

শোক-প্রকাশ ;—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৬চত্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছবি পরিষৎ মন্দিরে রাখা উচিত। স্থির হইল যে, প্রস্তাবটি কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত হউক। তাঁহার শোকে সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার পরিবার-বর্গের প্রতিনিধিকে পত্র প্রেরিত হউক। স্বর্গীয় রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস সি, আই, ই মহোদয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শরৎবাবু স্নানমগ্ন ব্যক্তি ছিলেন। Collegeএ এক্ এ পর্য্যন্ত এবং Civil Engineering Collegeএ কিছু দিন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু স্বীয় স্বাধীন চেষ্টায় তিনি অগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার উন্নতি সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দাস, উকীল মহাশয়কে রহমৎগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঠিকানায় শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র দেওয়া হউক। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, ইহার অল্প বিশেষ শোক-প্রকাশক অধিবেশন করা উচিত। কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভঙ্গ হইল।

### পরিশিষ্ট

শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত “বিজয় রথুনাথের সত্যনারায়ণের পুঁথি” নামক প্রবন্ধের সারমর্ম,—

এছের রচয়িতা রথুনাথ কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানিতে না পারা গেলেও, তিনি যে শতাধিক বর্ষ পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহা অস্বাভাবিক করিতে পারা

ষায়। ১২৪৩ সনে লিখিত একখানি পুথির শেষে লেখা আছে যে, এই পুথি ১২২২ সনে লিখিত পুথি দেখিয়া নকল করা হইল। সুতরাং কবির জীবিতকাল যে, ইহারও কিছু পূর্বে হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝা বাইতেছে। এই পুথিখানি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে সুরলয় সহযোগে অষ্টাঙ্গ গীত হইয়া থাকে। পূজা উপলক্ষে সত্যনারায়ণের পুথির পাঠই সকল স্থলে হইয়া থাকে। কিন্তু এই পুথিখানি মনসার ভাসানের ভায় পূজার সময় সুরলয়-যোগে গীত হইয়া থাকে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। প্রবন্ধ-লেখক ইহার দুইখানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন; একখানির লিপিকাল ১২৪৩, আর একখানির লিপিকাল ১২৮৬। প্রচলিত সত্যনারায়ণের পুথি হইতে এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনানৈপুণ্যে অনেক বিশেষত্ব আছে। প্রথম পুথি মূলরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পুথিখানির পাঠান্তর পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

### উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
Supdt, Govt Printing, India.	১। Annual Report of the Archaeological Survey of India, Part I, 1914-15.
Curator, Dacca Museum.	২। The Second Annual Report of the Dacca Museum for the year ending March, 31st, 1916.
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য	৩। পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ
„ সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪। শাস্তি
„ যুনাঈজ্জামাদ সর্কাধিকারী	৫। হিতবাণী
„ রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৬। সুরজ-সুরলী
„ চিত্তরঞ্জন দাশ	৭। বাকীপুর সম্মিলনে পঠিত দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
„ মহারাজকুমার মহিমাবিরঞ্জন চক্রবর্তী	৮। ঐ ঐ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
„ পান্নালাল জৈন	৯। বীরভূম-বিবরণ, ১ম খণ্ড
	১০। ভাষা হরিবংশপুরাণ ( হিন্দী )

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী  
সভাপতি

## প্রস্তাবিত সদস্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীকালীকৃষ্ণ সুখোপাধ্যায়	শ্রীধরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীগোবিন্দহরি দাস, জমিদার ১৮ গোপীমোহন বসাক ষ্ট্রিট, ঢাকা।
ডাঃ শ্রীধরেন্দ্রনাথ বসু	"	শ্রীঅধিলক্ষ্য রায় স্বর্ণগ্রাম টি এজেন্ট, শালগ্রাম, জলপাইগুড়ি।
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কেলনার কোং অফিস, বাকীপুর।
"	"	ডাঃ শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাকীপুর।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিষ্ণু, কন্ট্রাক্টর বাকীপুর।
"	"	শ্রীবট্টদাস মল্লিক দিনাজপুর।
"	"	শ্রীকেশবনাথ চক্রবর্তী বসন্তপুর গ্রাম, বাদবপুর পোঃ, বশোহর।
"	"	পণ্ডিত শ্রীহরীকেশ ভট্টাচার্য গয়ড়া, পোঃ বেনাপোল, বশোহর।
"	"	শ্রীপঞ্চানন উপাধ্যায় বোধখানা, অমৃতবাজার পোঃ, বশোহর।
"	"	শ্রীআশুতোষ দত্ত কৰ্মকার মৌলতপুর, বেনাপোল পোঃ, বশোহর।
"	"	শ্রীঅশোকচন্দ্র ভট্টাচার্য বসন্তপুর, বাদবপুর, বশোহর।
"	"	শ্রীগণেশ দাস ম্যানেজার নবাবহান বোর্ডিং, বাকীপুর।
শ্রীবতীন্দ্রমোহন রায়	ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরেবতীমোহন বসু ৫৩ গোরালনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীকিতীন্দ্র দাস গুপ্ত ৩২ থ্রে ষ্ট্রিট।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	রাজা শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় গোড়গাছী, পুড়া, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু আড়বাগিয়া পোঃ, ২৪ পরগণা।
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল উকীল, মতিহারী।
"	"	শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল উকীল, মতিহারী।
"	"	শ্রীআনন্দকুমার চৌধুরী, উকীল, বেনারস সিটি।
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ ঙুপ্ত	শ্রীসচিদানন্দ সান্ডাল এম্ এ, বি এল উকীল, চাঁদমারী, দার্জিলিং।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রলাল কাক্সিলাল ১০ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ২৪৩ অপার সাকুলার রোড।

## ২৩শ বার্ষিক, দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৯শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মৃত্যুপলক্ষে শোক-সভা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র
" বাণীনাথ নন্দী	বিভাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি
" বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	" রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিএল
" নারায়ণচন্দ্র নিরোগী	" ললিতমোহন নিরোগী
" অবনীমোহন বসু	" পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
" যোগীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	" চণ্ডীদাস মজুমদার

শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

শ্রীযুক্ত বেবেশচন্দ্র পাকড়াশী

„ পান্নালাল মল্লিক

„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

„ পুর্নিবিহারী দত্ত

„ সুনীতিকুমার পাল এম্.এ

„ অমৃতলাল মজুমদার

„ যোগেন্দ্রনাথ পাল

„ বিপিনবিহারী বিজ্ঞানভূষণ

„ চণ্ডীচরণ চন্দ্র

„ সতীপ্রসাদ সেন শুশ্রূ

„ যতীন্দ্রনাথ সেনশুশ্রূ

„ সতীজীবন মুখোপাধ্যায়

„ নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী

„ মন্থনাথ মিত্র

„ ভূতনাথ দত্ত

„ প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

„ ননীগোপাল মজুমদার

„ নিখিলনাথ রায় বি এন্

„ মধুরানাথ মজুমদার, কাব্যার্থ

„ যতীন্দ্রনাথ কাজিলাল

„ বসন্তরঞ্জন রায়-বিষয়ভ

„ সন্তোষকুমার লাহিড়ী

„ স্বর্ধাকুমার পাল

„ হরিমাধব চট্টোপাধ্যায়

„ ভোলানাথ কোঁচ

„ ডাঃ রায় চুলীলাল বসু বাগাছুর

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

এম্ বি, এক্.সি এন্

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকর্

„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল

„ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এন্ (সম্পাদক)

„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার (সহঃ সম্পাদক)

## বিশেষ শোক-সভা

২৯শে মার্চ ১৩০৮, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম বিশিষ্ট সদস্য রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাছুর সি আই ই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অসুপস্থিতির জন্ত অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন যে, এই সভায় এমন দুই এক জন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, যাহারা আমার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের জীবন-কাহিনী অবগত আছেন। আপনারা তাঁহাদের নিকট ৬দাস মহাশয়ের কীর্তিকাহিনী শ্রবণ করিবেন। আমি কেবল তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা উল্লেখ করিতেছি।

গত ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রথম এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয়। শোভাবাজার

রাজবাটীতে একটি সভা করিয়া পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। যে সকল মহাত্মা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় দাস মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সেই সভায় আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি মিষ্টভাবী, বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন। সর্বদাই কৰ্ম্ম লইয়া বাস্তব থাকিতে ভালবাসিতেন।

আপনারা প্রত্যেকেই হয় ত সেই স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের নাম এবং তাঁহার কীর্ত্তি-বশেষ বিষয় অবগত আছেন। তিনি বঙ্গের, তথা ভারতের কৃতী সন্তান ও কৃতী পুরুষ ছিলেন। আজি বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা এহেন কৰ্ম্মবারকে অকালে হারাইয়াছি। যাহারা বঙ্গের, বাঙ্গালীর ও বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গলকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা একে একে সবাই চলিয়া যাইতেছেন; ইহা বাংলার ও বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই শোকের কথা।

তিনি তিব্বতে গিয়া, তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, ঐ ভাষার ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য রত্ন আনিয়া বঙ্গভাষার কণ্ঠের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর নিকট অতুলনীয়। “অবদান-কল্ললতা” নামক মহাগ্রন্থখানি তাঁহারই চেষ্টায় এবং তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ও সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক বঙ্গভাষায় অমূল্যবানিত ও প্রকাশিত হইয়া জন-সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্যে কিছু দিন তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কখনই পরিষদের মঙ্গল-চিন্তায় বিরত হইয়ে নাই। পরিষদের নিয়মানুসারে আমরা তাঁহাকে পুনরায় পরিষদের বিশিষ্ট-সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

যে সময় তিনি প্রথম অবদান-কল্ললতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিবার প্রস্তাব করেন, সে সময় আমি পরিষদের সম্পাদক ছিলাম।

অতঃপর সভাপতি ত্রিবেদী মহাশয় ও দাস মহাশয় সম্মুখে বক্তৃতা করিবার জন্ত ও সভায় প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিবার জন্ত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় প্রথমে সভার সমক্ষে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিয়া পরে স্বর্গীয় মহাত্মার কৰ্ম্মের একটি তালিকা বিবৃত করেন।

প্রথম প্রস্তাব।—“বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অমূল্য-সঙ্কীর্ণ, পর্যটক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকল্পিত বন্ধু ও বিশিষ্ট সদস্য, স্বনামধন্য রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক মর্শ্বেবেদনা জানাইতেছেন।”

এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়া, বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় দাস মহাশয় সভা-সমিতিতে যোগদান করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বহু লোক তাঁহার পরিচিত ও বন্ধু ছিলেন। বঙ্গদেশে এমন একজন লোক বিরল; ভারতেও এমন লোকের অভাব। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইবেন যে, যখন তিনি প্রথম তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি তিব্বতীয়



জনৈক লামার নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তিনি সেখানে লামার পরিচ্ছদে থাকিতেন । কিন্তু যখন সেখানকার তিব্বতীয় বোদ্ধেরা তাঁহার বিবরণ জানিতে পারিল, তখন তাঁহার তাঁহাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিল । তিনি কোন উপায়ে ইহা জানিতে পারিয়া পলায়ন করেন । কিন্তু তিনি ত বাঁচিলেন, বিপদ হইল সেই লামার । লামাকে তাহার জলে ডুবাইয়া হত্যা করিয়াছিল ।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের বৈতবংশে তাঁহার জন্ম হয় । তিনি এল্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এই সময়ে দার্জিলিংএ একটি ভূটিয়া স্কুল স্থাপিত হয় । ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ত্যাগ করিয়া ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন । ১৮৭৯ খৃঃ তিনি ঐ স্কুলের অন্ততম শিক্ষক লামা উত্তেজু গ্যাংহোর সহিত তিব্বতের টাসি-লুপু নগরীতে গমন করেন এবং ছয় মাসকাল তথায় অবস্থান করিয়া তিব্বতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন ও তিব্বত হইতে অনেক সংস্কৃত ও তিব্বতীয় পুস্তক আনয়ন করেন ।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পুরীকান্ত লামার সহিত তিনি পুনরায় তিব্বতের পুরীকান্ত নগরীতে গমন করেন এবং ঐ স্থান হইতে তিনি লাসা নগরীতেও গমন করেন । তাঁহার পূর্বে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নয়নসিংহ এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণসিংহ লাসা নগরীতে গমন করিয়াছিলেন ।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শরৎবাবু ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন । তিনি তিব্বতের অনেক পর্বত, নদী এবং অজ্ঞাত প্রয়োজনীয় স্থানের মানচিত্র অঙ্কিত করেন এবং তাঁহার তিব্বতের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভারত গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিয়া অপ্রকাশ্য পত্রাবলীর মধ্যে রাখিয়া দেন । ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কোলম্যান মেকলে সৈন্ত সমভিব্যাহারে তিব্বত যাত্রা করিবার জন্য, চীন গবর্ণমেন্টের অহুমতির আশায় শরৎবাবুকে সঙ্গে লইয়া শিকিন নগরে গমন করেন । মেকলে সাহেবের উদ্ভোগ ব্যর্থ হইয়াছিল । কিন্তু শরৎবাবু মেকলে সাহেবকে অনেক প্রকারের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধি দান করেন ।

তিনি তিব্বতে অবস্থানকালে লামার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিতেন বলিয়া কাবু-লামা বা নেপালী লামা নামে পরিচিত ছিলেন । চীনদেশে গিয়াও তিনি লামার পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই । সেখানে তিনি খাসে লামা বা কাম্মীরি লামা বলিয়া পরিচিত ছিলেন । মেকলে সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে Hard Son of Soft Bengal বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন । গত বৎসর তিনি জাপানে গমন করিয়া তথাকার অনেক তত্ত্ব এ দেশে প্রচার করিয়াছিলেন ।

শরৎবাবু কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন । ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি Buddhist Text Society নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া একখানি Journal প্রকাশ করেন । তিনি অনেক প্রাচীন ও হ্রস্বত বোধ, সংস্কৃত

এবং পালি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয় এবং সেই হইতে আমি উক্ত সোসাইটির ও Journal-এর এবং গ্রন্থের প্রকাশে সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করি।

শরৎ বাবু কর্তৃক আরম্ভ তিব্বতীয়-সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে সহায়তা করিবার জন্ত ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট আমাকে কলকাতনগর কলেজ হইতে কলিকাতায় নিয়োগ করেন। তদবধি আমি শরৎ বাবুর সমস্ত কার্য্য, কি গ্রন্থপ্রকাশ, কি পত্রিকা পরিচালন, সকল কার্য্যেই সহায়তা করি। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিব্বতীয় অভিধান প্রকাশিত হয়। ঐ সময় আমেরিকায় রক্‌হিল সাহেব শরৎ বাবুর ভ্রমণবৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিয়া Journey to Lhasa and Central Tibet নামে পুস্তক প্রকাশিত করেন। Indian Pandits in the Land of Snow গ্রন্থে শরৎ বাবু তিব্বত ও ভারতের অনেক কথা প্রকাশিত করিয়াছেন।

তাঁহার সম্পাদিত ‘অবদান-কল্পলতা’ এসিয়াটিক সোসাইটী এখনও সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার সম্পাদকত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঐ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বিপৎকালে তাঁহার ধৈর্য্য অসাধারণ ছিল। বস্তুতঃ সৰ্ব্বট উপস্থিত হইলে তিনি মহানন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি অভিশয় নির্ভীক ছিলেন। তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া কেহই জয়লাভ করিতে পারিত না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া গত এই জামুয়ারী তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি গবর্ণমেন্ট হইতে সি আই ই খেতাব পাইয়াছিলেন। তিনি রায়বাহাদুর উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তিব্বতে বাইয়া যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে চট্টগ্রাম সহরে এক জায়গীর দান করিয়াছিলেন। দার্জিলিং নগরীতেও তাঁহার একটি বাড়ী আছে। তাঁহার পুত্রগণ সুশিক্ষিত ও সুশীল।

ডাক্তার শ্রীবৃদ্ধ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তিনি বলেন, কেবল বক্তৃতা দিয়া ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মৃত মহাত্মার জন্ত শোক প্রকাশ করিলে ঠিক হইবে না। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিলে, তবেই তাঁহার প্রতি ঠিক সম্মান করা হইবে।

অতঃপর শ্রীবৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আমি পরিচিত হই। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে এক নূতন ভাব আনিয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল আমাদের ছিলেন না, তিনি পৃথিবীর সকলের আপনার জন ছিলেন। তিনি পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে রায় শ্রীবৃদ্ধ বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই;—

“স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাগ্‌ছর সি আই ইর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার নিমিত্ত পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতির উপর ভার্য্যপণ করা হউক।”

শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রবাবু এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় বলেন, স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের পুর্বে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত আর কেহই তিব্বতে যান নাই। তিনি ও শরৎবাবু তথায় নানা বিপদে পড়েন, তৎপরে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। অনেকে বলেন, বাঙ্গালীরা অধ্যবসায়হীন, তাঁহারা বিপদকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশে গমন করতঃ কোনও বিষয়ের অনু-সন্ধান করিতে একান্ত অসমর্থ। তিনি বাঙ্গালীর এই দুনাম দূরীভূত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন আমাদের সকলের আদর্শস্বরূপ হওয়া কর্তব্য।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন এবং সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।—“অস্ত্রকার সভার বিবরণ এবং গৃহীত প্রস্তাবগুলি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের পুত্রোদগের নিকট প্রেরিত হউক।”

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সাদিক মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানসাহিত্য মহাশয় উহা অনুমোদন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ  
সভাপতি।

## ২৩শ বাষক, সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২৯শে মাঘ, রবিবার, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বিষয়—১। গত দুইটি মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্বাচন। ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের “নবাবিহৃত সূর্য্যবন্দার শিলালিপি”। ৫। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-চন্দ্র জিবেদী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত দুইটি মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ করিতে উদ্ভূত হইলে, সর্বসম্মতিক্রমে উহা পাঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। পুস্তক ও পুঁথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন [ক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] ও নূতন সদস্য নির্বাচন-কার্য্য [খ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল

মজুমদার মহাশয় “নবাবিকৃত সূর্য্যবন্দীর শিলালিপি” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। [ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত-সার শেষে দ্রষ্টব্য ]।

মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সুরেন্দ্রবাবু বলেন,—এই মৌখরী-বংশের সহিত গুপ্তরাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলেন,—লেখকের এখনও ছাত্রজীবন। তথাপি তাঁহার প্রবন্ধে মৌলিক গবেষণা আছে। ইহা একটি মৌলিক প্রবন্ধ। ইহা কম সুরের কথা নহে।

নগেন্দ্র বাবু বলেন, লেখক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আজিও জগতে প্রকাশ হয় নাই। এই প্রবন্ধের দ্বারা আমাদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। প্রবন্ধটি শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

অতঃপর ডাক্তার আবদুল গফ্ফার সিদ্দিকী, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ  
সভাপতি।

### ক পরিশিষ্ট

উপহারদাতা।

শ্রীযুক্ত ত্রিনাথ চন্দ্র

সেখ মোহাম্মদ জমীউদ্দিন

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্মা

মতিলাল রায়

উপহৃত পুস্তক

১। ইন্দ্রপ্রস্থ

২। কল্কিলীলা

৩। জাম্ববন্তে চল্লিশ বৎসর

৪। শোকানল

৫। হাইলে হজরত মোহাম্মদ ও পাত্রী  
ওয়েদার সাহেবের সাক্ষ্য

৬। দ্বৈত নবী হজরত মোহাম্মদ ও  
পাত্রীর ধোকা ভঞ্জন

৭। আত্মবোধ

৮। সুরবিশ্বের পত্র

শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল	৯। জিগন্ত ( ১ম খণ্ড )
„ কুমার শৌরীজকিশোর রায়চৌধুরী	১০। ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমী- দার ( ২য় খণ্ড )
„ বোগেশচন্দ্র রায়	১১। হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা
„ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও	১২। ১৯২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা ( প্রথম বৎসর )
„ রাখালরাজ রায়	১৩। বেদান্ত-দর্শনম্ ( সচিহ্নম্ )
শ্রীমন্নিরঞ্জনানন্দ তীর্থস্বামী	১৪। স্বাস্থ্য-নীতি
ডাঃ শ্রীযুক্ত কাস্তিকচন্দ্র বসু	১৫। ঐ ( গার্হস্থ্য )
„ উমেশচন্দ্র দাস	১৬। স্নেহের বাঁধন
Curator, Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras.	১৭। The Progress of the Search for Oriental Mss. during the year 1915—1916.
Sapdt Govt. Printing India.	১৮। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in In- dian Mills, Oct. 1916.
Secy. Indian Association for the Cultivation of Science.	১৯। Proceedings of the Indian Association for the Cultiva- tion of Science Vol I. 1917.
Registrar, Bengal P. W. D. Sectt. Cal.	২০। Annual Progress Report of the Supdt. Mahomedan and British Monuments, Nor- thern Circle for the year ending 31st March 1917.
শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র	২১। Demon Cultus in Mundari Children games.
	২২। On North Indian Charms for Securing Immunity for the Victims of Scorpion Stings
	২৩। North Indian Folk-Medi- cine for Hydrophobia and Scorpion Stings.
	২৪। Some North Indian Charms for the Cure of Allments.
	২৫। North Indian Incantations for Charming Ligatures for Snake-bite.

উপহারহাতা—গ্রীষ্মবৎসর মিত্র

- ২৬। "The Crocodile in Bengali Folklore and Cult" and "A note on the Worship of the Pipal-tree in Bengal."
- ২৭। A note on a Cure-Charin for the bite of the Boda snake and the Folk-lore of the headless man in North Behar.
- ২৮। On some Behari Modes of Trial by Ordeal.
- ২৯। A Plea for Nature-study in Indian Schools.
- ৩০। Biography sketches of Indian Antiquarians.
- ৩১। An ancient Egyptian in Buddhist Guise.
- ৩২। Some Behari Amulets.
- ৩৩। A Plea for Aquarium in Calcutta.
- ৩৪। A few Behari Folk-lore Paralles etc.
- ৩৫। Behari Omen's from chirping and falling of Lizard.
- ৩৬। Notes on the Calcutta Zoological Gardens.
- ৩৭। Arboriculture and Horticulture in Ancient and Mediæval India.
- ৩৮। Sorcery in Ancient Mediæval and Modern India.
- ৩৯। On some Superstitious Beliefs about the Lizard.
- ৪০। On Rain ceremony in the District of Murshidabad.
- ৪১। Notes on the Kayesthas of Bihar.
- ৪২। The Pea-cock in Asiatic cult and superstition.
- ৪৩। The Behari belief in the Efficacy of "Jackals Horns" as a Talisman.
- ৪৪। The supposed Maya origin of the Elaphœphalous Deity Ganesha.
- ৪৫। Note on the Sword-blade vow and Behari Folk-tales of the "Mann and Fuchs" Type.
- ৪৬। The Thunder-Myths of the Primitive Races.
- ৪৭। Some Behari Mantrams or Incantations.
- ৪৮। Further notes on Sorcery in Ancient, Mediæval and Modern India.
- ৪৯। The Tiger in Malay folk-lore, Proverbial Philosophy and Folk-medicine.
- ৫০। North Indian Children's games and Demon-cultus.
- ৫১। The Folk-lore of Japan.
- ৫২। On the Malay versions of two ancient Indian Apologues.
- ৫৩। A Behari nursery-story of the Bargaining Animals Type.
- ৫৪। Further notes on the Primitive method of Computing time and distance.
- ৫৫। The Evolution of Superstition about unlucky days and objects.
- ৫৬। On the Indian Folk-beliefs about the Tiger. Part III.
- ৫৭। On some Superstitions regarding Drowning & Drowned persons.

- ৫৮। On North Indian Folk-lore about Thieves and Robbers.  
 ৫৯। The Bear in Asiatic and American ritual and belief.  
 ৬০। On the Harparawri or the Behari women's ceremony for producing rain.  
 ৬১। Note on the use of Locusts as an article of diet among the ancient Persians.  
 ৬২। On the Harparawri or the Behari women's ceremony for producing rain.  
 ৬৩। A note on the primitive method of Computing time.

## উপহারদাতা

## পুস্তক

Officer in charge, Bengal Secretariat Book Depot.	৬৪। Report on words, Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1915—16. ৬৫। Report on the working of the Co-operative Societies in Bengal for the year 1915—16. ৬৬। Report of the Agricultural Department, Bengal for the year ending 30th June, 1916.
Registrar, Calcutta University	৬৭। Calcutta University Calender, Part II, 1916. ৬৮। Do Do Minutes. Part II. 1916.
Supdt. Archaeological Survey of India, Western circle	৬৯। Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western circle for the year ending 31st March, 1916.
Director of Statistics, Calcutta.	৭০। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, November, 1916.

## (খ) পরিশিষ্ট

## প্রচারক

## সমর্থক

## দ্রুতম সমর্থক

ডাঃ আবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী    শ্রী রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী    শ্রী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  
 এটর্নী এট-ল, ওল্ড পোষ্টাফিস্ ব্লক্ট।  
 শ্রী জ্ঞানেশ্বর রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল  
 উকীল, বসিরহাট, ২৭ পরগণা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীবাছগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, বহরমপুর, জিলা গজাম, মাদ্রাস।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন, কবিরঞ্জন ৩৪৭ অপার চিংপুর রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীভূটলাল বিত্তাবিনোদ ২০।৮ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট। বি, এন্‌ মুখার্জী কোয়ার ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	মোলভী কজলের রহমান বি এ, স্কুল সাবইনস্পেক্টর, বাহুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
শ্রীবঙ্কুবহারী ভাট্টা	শ্রীরামহরি ভট্ট	শ্রীকিশীকমল সেন এম্‌ এ ১৬।১ মদন মিজের লেন।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ৩।২ বিশ্বনাথ মতিলাল লেন, বহুবাড়ার। শ্রীদীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ ৪ ব্রজনাথ দত্ত লেন, বহুবাড়ার।
শ্রীবতীন্দ্রমোহন রায়		শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দাস বি এ হেডমাষ্টার, উজানচর হাই স্কুল, জিপুর।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু এম্‌ এ, বি এন্‌ “দীনধাম,” ৬ দীনবন্ধু লেন। শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত বি এন্‌ সি ৩৯।৩ বি হুকিরা ষ্ট্রীট। শ্রীস্বরীকেশ মিঞা ১২২।২ অপার সাকুলার রোড।
আবহুল করিম		শ্রীলালমোহন চক্রবর্তী বি এন্‌ উকীল, অর্জকোর্ট, চট্টগ্রাম, বাঙেল রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীস্বর্ণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনারায়ণচন্দ্র নিরোগী ৯ উল্টাডিকি অংসন রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ কুমার	কুমার শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।



প্রস্তাবক

সমর্থক

নূতন সদস্য

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর জিবেরী

শ্রীঅরেন্দ্রনাথ কুমার

কুমার শ্রীরামেন্দ্রনারায়ণ রায়

জেনো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ ।

কুমার শ্রীঅরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ঐ

ঐ ।

### নবাবিষ্কৃত 'সূর্য্যবর্ম্মার শিলালিপি' প্রবন্ধের সারাংশ

বিগত ১৯১৬ সালে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত বড়-বাঁকী জেলার অন্তর্গত হারহা নামক স্থানে মোধরিরাজ 'ঈশান বর্ম্মার' রাজ্যকালের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক হিসাবে উহার বিশেষ মূল্য আছে। উপরিউক্ত প্রবন্ধের লেখক উহার পাঠ ও অর্থের উদ্ধার করিয়াছেন। বর্ত্তমান শিলা-লেখে মোধরী-বংশের নৃপগণের বর্ণনা আছে। মহারাজ ঈশানবর্ম্মার পুত্র "সূর্য্যবর্ম্মা" যুগ্মরায় বহির্গত হইয়া বনমধ্যে একটি ভগ্ন শিব-মন্দির দেখিতে পাইয়া, উহার সংস্কার করাইয়া দেন। তদুপলক্ষে বর্ত্তমান শিলালেখ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মোধরিরগণের ঐতিহ্য আর পাঁচখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনও-টিতে তারিখ নাই; কিন্তু হারহা প্রাশস্তিতে মন্দিরের পুনঃ নির্মাণাক্ষের উল্লেখ আছে। বিক্রমাব্দ বা মালবাক্ষের ৫৮৯ সম্বৎসর অতীত হইলে উক্ত নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন হয়। আলোচ্য লিপি ষাটটি সংস্কৃত শ্লোকে রচিত এবং ত্রয়োবিংশ পংক্তিতে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রাশস্তি-কারের নাম "রবিশাস্তি" ও শিল্পীর নাম "মিহিরবর্ম্মা"।

## ২৩শ বার্ষিক, অষ্টম মাসিক অধিবেশন

৯ই ফাল্গুন, ১১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার, অপরাহ্ন ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত “চণ্ডীকাব্যের মূলানুসন্ধান”। ৫। প্রশ্নোত্তর—কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি। ৬। বিবিধ।

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

- „ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
- „ বাণীনাথ নন্দী
- „ পান্নালাল জৈন
- „ বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ
- „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ

- „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
- „ কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদকগণ।

অন্য অত্যন্ত ছুঁযোগ হওয়ার উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই জন্য অধ্যাকার সভাধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে স্থগিত রাখা হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

# ২৩শ বার্ষিক, স্থাগত অষ্টম ও নবম মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র, ১৮ই মাঘ, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

## উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি ( সভাপতি )	
শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ	শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র দে
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বিএল	„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর এম্ ডি	„ মথুরানাথ মজুমদার
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ	„ অনাথনাথ ঘোষ
„ মদনধর্মোহন বসু এম্ এ	„ ললিতমোহন বসু
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
„ বিপিনবিহারী বিজ্ঞানভূষণ	„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হর্গীপ্রসন্ন সার্কভৌম	„ রায়কমল সিংহ
„ হর্গীদাস ভট্ট	„ মাধনলাল মুখোপাধ্যায়
„ প্রবোধকুমার দাস	„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ মোজাম্মেল হক	„ শৈলেন্দ্রনাথ সেন
„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	„ সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
„ স্বামী শুক্লানন্দ	„ এন্ জি মুখার্জী
„ পুলিনবিহারী দত্ত	„ লালবিহারী বসু
„ বতীন্দ্রনাথ দত্ত	„ সারদাপ্রসন্ন বেদশাস্ত্রী
„ স্বর্ধ্যাকান্ত মিত্র	„ সুনীতিকুমার পাণ্ডা
„ পান্নালাল মল্লিক	„ কৃষ্ণদাস বসাক
„ বতীন্দ্রমোহন বসু	„ হরিন্দাস বিজ্ঞানবিনোদ
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ	„ প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ	„ চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বাবীনাথ নন্দী	„ মণীন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
„ রাজেন্দ্রনাথ নন্দী	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
„ হেমচন্দ্র ঘোষ	„ ভোলানাথ কৌচ
„ মদনধর্মনাথ রায়	„ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়
„ অনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ কুমার

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদকগণ

স্থগিত অষ্টম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,—১। পরিষদের সনামধস্ত সভাপতি মহাশয়ের নাইট উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে আনন্দ-প্রকাশ। ২। গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৩। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। সদস্ত-নির্বাচন। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়-লিখিত “চণ্ডীকাব্যের সূত্রানুসন্ধান”। ৬। প্রদর্শন—কয়েকটি প্রাচীন ব্রূজ। ৭। বিবিধ।

নবম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,—১। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ২। সদস্ত-নির্বাচন। ৩। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত “উপনিষৎ, তাহার সময় ও বিচার” নামক প্রবন্ধ। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় কর্তৃক খাসিয়া পাহাড় হইতে আনীত খাসিয়া জাতির কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। ৫। শৌকপ্রকাশ—(ক) দীনেশচন্দ্র রায়, (খ) বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, (গ) সায়দাগোবিন্দ তালুকদার ও (ঘ) শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

সভারান্তে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় পরিষদের শৌক-পুঁথ্য সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ‘নাইট’ উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে বলিলেন যে, ডাঃ বসুর উপাধির আবশ্যক নাই। তিনি বিজ্ঞানচর্চায় যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জগন্মান্ন হইয়াছেন। এ দেশে দর্শনাদি শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চা হইয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞানে আমরা নগণ্য ছিলাম। জগদীশ বাবু আমাদের সেই কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি জগদীশ বাবুর গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত এবং তাঁহার সম্মানে বাঙ্গালী মাঝেই গৌরবান্বিত।

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি মহাশয়ের গৌরবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে, সভার অনুমোদনে উপস্থিত সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই উদ্দেশ্যে একখানি পত্র পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

২। তৎপরে অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

৩। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল। (পুঁথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল)।

৪। সদস্ত-প্রস্তাব—কতকগুলি নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা হইল,—

শ্রীযুক্ত ঋণেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এ বার চৈত্র মাসে, ‘বৎসরের প্রারম্ভ’ শব্দ অধিবেশনে এইরূপ সদস্ত প্রস্তাবের দীর্ঘ তালিকা কিছু বিষম-জনক। এই সকল ব্যক্তি সদস্ত-পদ গ্রহণে ইচ্ছুক কি না, না জানিয়া তাঁহাদিগকে সদস্তরূপে প্রস্তাব করিয়া পরিষদের কতকগুলি অর্থ অবধা ব্যয় করা উচিত মনে করি না। আর বর্ষশেষে নাম প্রস্তাব

করিলে তাঁহার মাত্র এক মাসের জন্ম চাঁদা দিয়াই সারা বর্ষের বা পূর্বতন সদস্তগণের জায়গান অধিকার পাইবেন, ইহাও সমীচীন নহে। অতএব আমি প্রস্তাব করি যে, এই দীর্ঘ-সদস্ত নাম-সম্বলিত প্রস্তাবগুলি অন্ততঃ এই মাসের জন্ম স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত মন্থধর্মোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন যে, পূর্বপ্রচলিত নিয়মামুযায়ী এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, সদস্তগণ প্রস্তাবিত হইলেই তাঁহার সদস্ত হইলেন না, যিনি ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন এবং প্রবেশিকাস্বরূপ এক টাকা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাকেই সদস্তরূপে গ্রহণ করা হইবে। আরও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব পূর্বপ্রচলিত ব্যবহার-বিহীন বলিয়া প্রস্তাবটি গৃহীত হইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব নিয়ম-বিহীন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্থধর্মবাবু বলিলেন যে, মাত্র এক মাস কালের জন্ম সদস্ত হইয়া তাঁহার অন্ততঃ ভোট দিবার অধিকারী না হন, ইহাই আমার প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলিলেন ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বলেন যে, ইহাও প্রচলিত নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ, এই জন্ম গ্রহণীয় হইতে পারে না। যদি খগেন্দ্র বাবু বা মন্থধর্ম বাবু প্রস্তাবটি কোন নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর অন্তর্গত করিয়া উপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে উহা আলোচিত হইতে পারে। অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্থধর্ম বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করা হয়। বহু সদস্যের মতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্তৃক সদস্ত-প্রস্তাবের মূল প্রস্তাবগুলি ভোটে দেওয়ার উহা গৃহীত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিভাভূষণ মহাশয় “কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূল্যমূল্যসন্ধান” নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখকের মতে কবি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই পুরাণাদির অনুমোদিত। উপাখ্যানভাগের অনেকগুলিই কোন না কোন পুরাণ হইতে গৃহীত। সৃষ্টি প্রকরণে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়, ভৃগু মুনির বক্তৃতা রচনার, দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপে, শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনার, সতীর দক্ষালয়ে গমন ও দেহ-ত্যাগে (শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধ ও বৃহদ্রত্নপুরাণ) সতীদেহ-স্বন্ধে শিবের নৃত্য (বৃহদ্রত্নপুরাণ, মধ্য খণ্ড, ১০ম অধ্যায়), হিমালয়ের প্রতি নারদের উপদেশে ও হর-কোপানলে মদন ভাস্কর্য্য ব্যাপারে বৃহদ্রত্নপুরাণ, জৈনবিংশ অধ্যায়ের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এইরূপ মন্তব্যপুরাণ হইতে গণেশের এবং বৃহদ্রত্ন পুরাণ হইতে কাঞ্চীকেশের জন্মকথা সঙ্কলিত হইয়াছে। পতিব্রতা-মাহাত্ম্যকথনে মহাত্মারতের বনপর্কের অংশবিশেষের সার-সঙ্কলন করা হইয়াছে। ইত্যাদি।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—অষ্টম অধিবেশন ভঙ্গ হইবার পূর্বে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমি সদস্য নির্বাচন প্রস্তাবটি পুনরুত্থাপন করিতেছি।

সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত ১৩(ক) ধারা অনুসারে অনুপস্থিত সদস্য অল্প সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব করিতে পারেন। কিন্তু কোন উপস্থিত সদস্য তাহার সমর্থন না করিলে, সেই প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। সেই কারণে আমি প্রস্তাব করি যে, উপস্থিত প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা পুনঃ পঠিত হউক। কোনও উপস্থিত সদস্য কর্তৃক উহা সমর্থন করার পর, সর্ব-সম্মতিক্রমে ঐ সকল সদস্য গৃহীত হউক এবং এই ভাবে সমর্থিত হইবার কালে আপত্তি করিলে সেই সকল নাম প্রস্তাব স্থগিত থাকিতে পারে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু প্রথমে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এবারকার প্রস্তাবটি নূতন এবং ইহা আলোচিত হওয়া সদস্যগণের অভিপ্রায়-সাপেক্ষ। সদস্যগণ ঐ ভাবে অভিপ্রায় জানাইলে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব আলোচিত হয়।

প্রস্তাবিত নামতালিকা একে একে পঠিত হইবার কালে অনেক নামের মূল সমর্থনকারী উপস্থিত না থাকায় সভায় উপস্থিত সদস্যগণের কেহ না কেহ সেই সেই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিলেন, কিন্তু যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার সময় অনেকগুলি নাম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবে শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এক এক আপত্তি করিলেন ও সেই সেই নামের প্রস্তাবগুলি আপত্তির জন্ত স্থগিত রহিল, বাকীগুলি গৃহীত হইল।

নবম মাসিক অধিবেশনের প্রথম কয়েকটি কার্য্য উক্ত অষ্টম মাসিক অধিবেশনে যথারীতি সম্পাদিত হওয়ার পরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের “উপনিষৎ ও তাহার কাল” নামক প্রবন্ধের সারাংশ পঠিত হইল এবং প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় খাসিয়া পাহাড় হইতে আনীত খাসিয়া জাতির নিত্য ব্যবহার্য্য কয়েকটি জব্যাদি প্রদর্শন করিলেন। এই জন্ত তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

ত্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

### উপহৃত পুস্তক ও পুথির তালিকা

উপহারদাতা  
শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত  
ত্রীশচন্দ্র শর্মা

উপহৃত পুস্তক  
১। প্রাচীন ভারত  
২। ছত্রভঙ্গ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হরীকেশ মিত্র	৩। স্বামীর ভিটা
” কেশবচন্দ্র গুপ্ত	৪। বিবাহ-বিপ্লব
” রাজকুমার বসু	৫। কবি কালিদাস
” কুঞ্জবিহারী মণ্ডল	৬। অঙ্কগুস্তক
” যোগীন্দ্রনাথ বসু	৭। পৃথ্বীরাজ
” রাজকুমার বসু	৮। রামায়ণ-কাহিনী
” নিরঞ্জনানন্দ তীর্থস্বামী	৯। শ্রীব্রজমণ্ডলপরিভ্রম
” সত্যচরণ শাস্ত্রী	১০। ভারতে অলিক্সন্দর
” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১১। জালিমাৎ ক্লাইভ
” সূর্য্যপ্রসন্ন রাজপেন্সী	১২। কয়েকটি প্রবন্ধ
” নবকৃষ্ণ ঘোষ	১৩। মালা
” পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	১৪। প্যারীচরণ সরকার
” নিশিকান্ত বসু রায়	১৫। বিজ্ঞেন্দ্রলাল
” নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৬। তর্পণ
সম্পাদক, মেদিনীপুর-শাখাপরিষৎ	১৭। শাস্তি
	১৮। ইলিয়াডের গল্প
	১৯। অডিসির গল্প
	২০। অশ্রু-কণা
	২১। বাগ্নাও
	২২। সাধুচরিত
	২৩। ব্রাহ্মণ-কর্ত্তাভরণ
	২৪। শাস্তি-রহস্ত
	২৫। মেদিনীপুর শাখাপরিষৎ-শাখার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের অভির্থনা-সমি- তির সভাপতির অভিভাষণ। মেদিনী- পুর শাখা-পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের সভ্যত।
Officer-in-charge, Bengal Sectt, Book Depot.	২৬। Report on the Administra- tion of Bengal. During 19- 15—16.
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মণ্ডল	২৭। Map of Calcutta.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৮। Labour-Room Clinics, being Aids to Midwifery Practice.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	২৯। Resolution reviewing the Reports on the working of the District Boards in Bengal during the year 1915-16.
Supdt, Govt. Printing, India.	৩০। Bengal District Gazetiers. Rajshahi Vol. XXXIII.
Registrar, Calcutta University	৩১। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, December, 1916.
	৩২। Calcutta University. Minutes Vol. LX. Part III 1916.

## প্রস্তাবিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী	মোলভী কাজি ইমদাছুল হক বি এ, বি টি হেড মাস্টার, ট্রেণিং স্কুল, ২৮ কনভেন্ট রোড, ইটানী।
"	শ্রীকৃষ্ণদাস সরকার	শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ রায় ইন্সপেক্টর ট্যাক্স এসেসর, ফরিদপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, উকীল ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।
শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেসিয়ার, মিউনিসিপাল অফিস, বরাহনগর।
শ্রীযোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়	"	শ্রীযজ্ঞেশ্বর শ্রীমানী এন্ড এম্ এন্স বারাসত, চন্দননগর।
আবহুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	মোলভী আবহুল মালিক চৌধুরী লাবান, শিলং। মুন্সী মোহাম্মদ শরাফৎ আলী লাবান, শিলং। মুন্সী তোরাবদ্দিন আহম্মদ গাঁড়াদহ, পোঃ ভালগাছী, পাবনা।



প্রভাবক	সমর্থক	প্রভাবিত সদস্য
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	ডাঃ এম্‌ এব্‌ বার আনসারী কুড়মান, বর্ধমান।
"	"	শ্রী ককর্ণানিধান দত্ত শুপ্ত ডিক্টেট ইঞ্জিনিয়ার, আলিপুর ডিক্টেট বোর্ড, ২৪ পরগণা।
"	"	মৌলভী মহম্মদ জাহেদ ৪২ বৈঠকখানা রোড।
"	"	মুন্সী নবাব জান C/o মৌলবী মোহম্মদ ইয়াসিন, উকীল, বর্ধমান।
"	"	শ্রী অনাথনাথ ঘোষ ৬০ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট।
"	শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	মুন্সী মোহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ ৪০ গোরস্থান রোড, কড়েরা।
"	"	মুন্সী সেথ আবদুল রহমান ২৩ নর্থ শিয়ালদহ রোড, কলিকাতা।
"	শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রী মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ২৪ রসারোড নর্থ, ভবানীপুর।
শ্রী রামকমল সিংহ	শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রী চুণীলাল পাল বি এ ৮ রাজার গলি।
শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র বসু	"	শ্রী ভবানীচরণ চক্রবর্তী ৩ দীপ্বর মিল বাই লেন, রায়বাগান।
"	"	শ্রী রাধিকানাথ সাহা ১৬ লক্ষ্মীকুণ্ড, বেনারস।
শ্রী ভাষাপদ রায়	"	শ্রী কোমারীশচন্দ্র রায় সেক্রেটারী, নসিগ্রাম পবলিক লাইব্রেরী, বর্ধমান।
		শ্রী ব্রজপদ সিংহ গ্রাম ভূমিহর, পোঃ মীর্জাপুর, মুরশিদাবাদ।
		শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এন্‌ সি ৪৪ পুলিশ হসপিটাল রোড।

প্রভাবত	সমর্থক	প্রভাবিত সন্ত
শ্রীশ্যামাপদ রায়	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীশুণাকর মুখোপাধ্যায় বীরভূম, সানঘাটা রোড, রামপুর হাট। শ্রীশশিভূষণ দাশ বিজ্ঞানরত্ন, বিজ্ঞানব কুমিল্লা।
শ্রীঅক্ষকূলচন্দ্র রায়		শ্রীকমনীয়কুমার সিংহ সম্পাদক, ত্রিপুরাহিতৈষী, কুমিল্লা। শ্রীসরোজবন্ধু মিত্র ৪২।১ হরিদ্বার ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমদ্রথমোহন বসু	শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১০ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীদেবশঙ্কর সেনগুপ্ত ১ অরিক্ লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীস্বর্ধানারায়ণ সেন এম্ এ ৯৬।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১।২ গোরলাহা ষ্ট্রীট।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় বাণাপাণি লাইব্রেরী, মল্লারপুর, বীরভূম। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ কুমার শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী বেতাপুরী, ময়মনসিংহ।
	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীপূর্ণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি এ রায়পুর হাউস, ৮২ ল্যান্ডাউন রোড, ভবানীপুর।
	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীভীষ্মপদ ঘোষ এম্ এ হেডমাষ্টার, কান্দী রাজস্কুল, কান্দী। ডাঃ শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সেন এল্ এম্ এম্ কান্দী।
শ্রীসুশীলকুমার দে	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীঅজিত ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ৪২ শ্রামবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীকৃষ্ণদাস সরকার	শ্রীধরীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীকুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত বি এ, এম্, আর, এ এস, ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ব্যাজিষ্ট্রেট।

প্রতাবক	সমর্থক	প্রতাবিত সম্ভ
শ্রীশঙ্করদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীগিরিজাতৃষণ ঘোষাল এম্ এ ইণ্টারপ্রাইটর, চিক্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।
শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীপশুপতি পাল সাং রাণ্ডতা, শ্রামনগর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এম্ সি দক্ষিণেশ্বর, এডিরাদহ, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ওভারসিয়ার দক্ষিণ বারাসত, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি তেলিনীপাড়া, হুগলী।
শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেরেস্তাদার, মুন্সেফকোর্ট, হাজীপুর, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীভূষণচন্দ্র নাগ বি এ হেডমাষ্টার, এইচ্ ই স্কুল, হাজীপুর, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, উকীল ভাইস্ চেয়ারম্যান, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, সারান, ছাপরা।
"	"	শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এম্ . এডিটর অফ লোক্যাল একাউন্ট্যান্টস্ বেহার এণ্ড উড়িষ্যা, মতিহারি, চাম্পারান।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী	শ্রীশঙ্করদাস সরকার	কুমার শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ কাশীপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় ৪৪ জেলেটোলা লেন।
		শ্রীচাক্রচন্দ্র সিংহ এম্ এ প্রফেসর পাটনা কলেজ, মোরাদপুর, বাকীপুর।
		শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র বোষ মৌলিক ২২ মীরজাকর্স লেন।
		শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সমস্ত
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীজিহরজ্ঞান ঘোষ বি এ ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার ।
"	"	শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৫ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার ।
"	"	শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ৪৬ আমহার্ট ষ্ট্রীট ।
"	"	শ্রীবিজয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল কান্দী, মুরশিদাবাদ ।
"	"	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত, নায়েব কান্দি রাজ এটেট, কান্দি, মুরশিদাবাদ ।
"	"	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা বি এল মুন্সেফ, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ।
"	"	শ্রীকৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার কুড়, মগ্রাম, বীরভূম ।
"	"	শ্রীরামলাল ঘোষ লাহিড়িয়া সরাই, ভারতাব্দ ।
"	"	শ্রীবোগেন্দ্রমোহন সিংহ পাঁচঘরা, জনাই, হুগলী ।
"	"	শ্রীহর্গাদাস অধিকারী বি এল উকীল, কান্দী, মুরশিদাবাদ ।
"	"	শ্রীঅখিনীকুমার দত্ত এম্ এ প্রফেসর মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর ।
"	"	শ্রীসতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, উকীল, মেদিনীপুর ।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মজুমদার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মৈত্র হরিপুর, পাবনা ।
ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ৯৪ ব্রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর ।
"	"	মুন্সী গাজী আবদুল আহমদ ৩১ডি আগার সাকুলার রোড ।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ		শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য সোনালপুর, বেনারস সিটি ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সমস্ত
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরমণীকান্ত সেন খুবড়ী, আসাম।
"	"	শ্রীদামিনীকান্ত চৌধুরী H. K. Hostel, রাজসাহী।
"	"	দ্বি কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ বাকালোর।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীনীরদবিহারী মল্লিক বিভাবিনোদ, এম্ এ ১৩ গোরাবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
"	"	বুক ডিপার্টমেন্ট, মেসার্স গ্রোহাম এণ্ড কোং।
"	"	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু "দীনধাম", ৬ দীনবন্ধু লেন।
"	"	শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায়চৌধুরী হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ ২ ভালুকপাড়া লেন।
শ্রীবামাচরণ মজুমদার	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মহম্মদ আজিজল হক্ বি এল কৃষ্ণনগর।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রিয়কুমার আচার্য্য চৌধুরী এম্ এ, বি এল ৩৮।২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় বি এল ৫ হাজরা রোড।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	কুমার শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় মনোহরপুরগড়, পোঃ দীপ্তন, বেহিনীপুর।
"	"	মহারাজকুমার শ্রীজগদীশনাথ রায় দিনাজপুর রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।
"	"	কুমার শ্রীপূর্ণেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজগঞ্জ, দিনাজপুর।
"	"	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় দিনাজপুর রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সমস্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	অধ্যাপক শ্রীচুনীলাল দে এম্ এ কটন কলেজ, গোহাটি।
"	"	অধ্যাপক শ্রীরজনীকান্ত বরাট এম্ এ কটন কলেজ, গোহাটি।
"	"	অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কটন কলেজ, গোহাটি।
"	"	শ্রীব্রজাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ জর্জটাউন, এলাহাবাদ।
"	"	শ্রীরাঘবশঙ্কর রায়, উকীল চৌধুরীবাজার, কটক।
"	"	পণ্ডিত শ্রীরামাধীন অবহী ১২ বারাণসী ঘোষের ২য় লেন।
"	"	শ্রীবনবিহারী পালিত, উকীল চৌধুরী বাজার, কটক।
"	"	শ্রীপীযুষকান্তি ঘোষ ২ আনন্দ চাটার্জী স্ট্রীট, বাগবাজার।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র বড়ুয়া গোরীপুর রাজবাটি, আগাম।
"	"	শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, চিত্রকর ৩০ বহুপাড়া লেন।
"	"	শ্রীপশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, বি এল উকীল, ৪৭ বাগবাজার স্ট্রীট।
"	"	কুমার শ্রীমদ্রথনাথ দেব বালেশ্বর, রাজবাটি।
"	"	শ্রীনন্দলাল রায়চৌধুরী জমিদার পোঃ বাকইপুর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার ৪৭ পাথুরীসাঁঘাটা স্ট্রীট।
"	"	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু ১১ পাথুরীসাঁঘাটা স্ট্রীট।
"	"	শ্রীশরৎকুমার মিত্র এম্ এ, বি এল ৮৫ জে স্ট্রীট।

প্রতঃবক	সমর্থক	প্রভাবিত সদস্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মিঃ এম্ সি সেন, ফটোগ্রাফার হাথুরারাজ, হাথুরা।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সম্পাদক পল্লীবাসী, হাওড়া।
"	"	শ্রীলাল কাব্যতীর্থ জৈনহিতৈষিনী সংস্থার মন্ত্রী, ৯ বিখকোষ লেন, বাগবাড়ার।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী কারত্ব-সভার কার্যাব্যাহক, ৮৫ গ্রে স্ট্রীট।
"	"	শ্রীত্র্যম্বকনাথ দত্ত, দেওয়ান হাথুরারাজ, হাথুরা।

## ২৩শ বার্ষিক, দশম মাসিক অধিবেশন

১৯শে চৈত্র, ১লা এপ্রিল, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ ( সভাপতি )

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ শ্রীযুক্ত অম্বকুলচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত অম্বকুলচন্দ্র সরকার এম্ এ

" পুলিনবিহারী দত্ত

" চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ

" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যাকর্ষ

" চিরন্তনহৃদ লাহিড়ী

" চিত্তমুখ সান্তাল বি ই

" অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

" ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বিএ

" গাঙ্গালাল মল্লিক

" যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

" গজাংশুসর ঘোষ

" শরৎচন্দ্র গুপ্ত

" ললিতমোহন বসু

" নরেন্দ্রচন্দ্র দেব

" ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী

" বাণীনাথ নন্দী

" অক্ষরচন্দ্র সরকার

" বসন্তরঞ্জন রায় বিহবল্লভ

" রামকমল সিংহ

" গিরিশচন্দ্র দত্ত

" ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

" বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কৌচ

• স্বর্ধাকুমার পাল

• দেবেন্দ্রনাথ বোষ

• উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

• হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিতত্ত্ববর্ণ, এম্ এ, বি এন্ ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বোষ

• খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

• নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

• কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহঃ সম্পাদক ।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদন্ত-নির্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ, এম্ এ মহাশয়-লিখিত “আসামের পত্র-পত্রিকা।” ৫। পণ্ডিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির অধিবেশন আবশ্যক হইলে পরিবৎ মন্দির ব্যতীত অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে না—কার্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক পূর্বে গৃহীত এই মতব্য আলোচনার অন্তর্গত পণ্ডিত-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব। ৬। শোক-প্রকাশ—ডাঃ নগেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দ্বাদশগুণ এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ সম্পূর্ণভাবে নকল না হওয়ার উহার পাঠ হৃদিত রহিল।

২। সদন্ত-নির্বাচন-কার্য কোন বিশেষ কারণে হৃদিত রহিল।

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে বধারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (ভালিকাঃ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিজ্ঞাবিনোদ, এম্ এ মহাশয়ের “আসামের পত্র-পত্রিকা” নামক প্রবন্ধটি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বোষ বিজ্ঞাতত্ত্ব মহাশয় পাঠ করিলেন। প্রবন্ধটিতে অনেক আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞাতত্ত্ব মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বাবুকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। বাঙ্গালা ভাষার পত্র-পত্রিকার যেমন নানা বিবরণ এবং ইতিহাস সংগৃহীত হওয়ার বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসের সংগ্রহে অনেক সাহায্য হইয়াছে, সেই মত অসমীর ভাষার নানা পত্র-পত্রিকার বিবরণ ও ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার পদ্মনাথ বাবু অসমীর ভাষার ইতিহাস সংগ্রহের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এ জন্য আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

৫। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, “পণ্ডিত-



শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির অধিবেশন আবশ্যক হইলে পরিষৎ মন্দির ব্যতীত অন্যত্র হইতে পারিবে না—কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক পূর্বে গৃহীত এই মন্তব্য তাঁহারাই পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং গণিতশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির সম্পাদক মহাশয় অনাবশ্যক-বোধে তাঁহার এই বিষয়ের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিয়াছেন। এই জন্ত এই প্রস্তাবের আলোচনা আবশ্যক হইল না।

৬। শোকপ্রকাশ,—সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—৬নংগেহ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা শোকপ্রকাশ করিতেছি।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিভাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হয়।

### উপহৃত পুস্তক ও পুথির তালিকা

#### উপহারদাতা

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

• সত্যচরণ সেনগুপ্ত

• জানেন্দ্রমোহন দত্ত

• হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত মঙ্গলমোহন বসু এম্ এ মহাশয় গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার ১১খানি পুস্তক পরিষদে উপহার প্রদান করিয়াছেন।

#### উপহারদাতা

Supdt, Patent Office  
Officer-in-charge,  
Bengal Sectt. Book Depot.

Supdt. Co-Operative  
Movement In India.

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

#### উপহৃত পুস্তক

১। কাশীর কিঞ্চিং

২। ভৈরবজা-মণি-মালিকা ( ১ম খণ্ড )

৩। সুখমণি

৪। কতকগুলি খণ্ডিত মাসিক পত্রিকা

#### উপহৃত পুস্তক

১। Patent Office Journal 1916.

২। Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle 1915-16.

৩। Report on Public Instruction in Bengal for 1915-16.

৪। Do Do Supplement.

1915-16.

৫। Statements showing progress of the Co-Operative Movement in India during the year 1915-16.

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## ২৩শ বার্ষিক, তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

৬ই বৈশাখ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, ১২শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

অপরাহ্ন ৬.০ ঘটিকা

প্রবন্ধ—“গিঁজোর ( Guizot ) সত্যতার ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অম্বুবাদ”।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, এম্ এ, পি এইচ্ ডি ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ

শ্রীযুক্ত সত্যীন্দ্রসেবক নন্দী

„ গুরুদাস সরকার এম্ এ

„ দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

„ ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

„ বিনোদগোপাল রায়

„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্ এ

„ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

„ মণিমোহন বসু

„ শুদ্ধানন্দ স্বামী

„ প্রভাতচন্দ্র চন্দ

„ চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য

„ সূর্য্যাকুমার পাণ

„ কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

„ বাণীনাথ নন্দী

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যাবল্লভ

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

„ জয়দ্রনাথ মিশ্র

„ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

„ নারায়ণচন্দ্র নিরোগী

„ ভোগানাথ কোঁচ

„ হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি এল্

„ শশীন্দ্রসেবক নন্দী

„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ত্রীকর্ষ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফ্ফার সিদ্দিকী

„ কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহঃ সম্পাদক ।

আলোচ্য বিষয়,—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশিত “গিঁজোর ( Guizot ) সত্যতার ইতিহাস” বিষয়ক গ্রন্থের ( দ্বিতীয় অধ্যায়ের ) অম্বুবাদ পাঠ ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল্ মহাশয়ের অম্বুবাদনে ও উপস্থিত সদস্যবর্গের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ।

সভাপতি মহাশয় বলেন,—গিজোর ইতিহাস গ্রন্থখানি অতি উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ রবীন্দ্র বাবুর জ্ঞান-অনুবাদকের হস্তে পড়িয়া ইহার অনুবাদ যে উৎকৃষ্ট হইতেছে, গত প্রবন্ধ পাঠের সময় তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। পুস্তকে ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানির অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের গৌরব যে আরও বৃদ্ধি হইবে, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে প্রবন্ধ-লেখক রবীন্দ্র বাবুকে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রেক্ষাপ্রবন্ধের এইরূপ নিয়ম আছে যে, প্রবন্ধ কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে হইবে। কিন্তু গত বারের প্রবন্ধ কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রবন্ধ-লেখক প্রবন্ধ প্রকাশের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তিনি যদি কোন ব্যবস্থা করিতে না পারেন, আমাদেরকে বলিলে এবং প্রবন্ধ আমাদের নিকট পাঠাইলে, আমরা ব্যবস্থা করিতে পারি।

উত্তরে প্রবন্ধলেখক রবীন্দ্রবাবু বলেন যে, “শীঘ্রই কোন পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করিব।” অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভাসদ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

# সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির সংস্কারকল্পে সাহায্য

১৩২৪ বৈশাখ হইতে ১১ই আষাঢ় পর্যন্ত সংগৃহীত ।

গত বর্ষের জের—	৮৮১/০	জের—	১০৫৩/০
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০	শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ দাস	২১
"  বোধিসত্ত্ব সেন	৫০	"  পুরণচাঁদ নাহার	২১
"  অমূল্যধন চট্টোপাধ্যায়	২১	"  কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন	২১
"  হারাগচন্দ্র চাকলাদার	২১	"  হেমচন্দ্র মিত্র (খ)	২১
"  প্রমোদচন্দ্র রায়	২১	"  রাধিকাপ্রসন্ন চন্দ্র	২১
"  নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	২১	"  সতীশচন্দ্র ঘোষ	২১
"  কালিদাস চক্রবর্তী	২১	"  নন্দলাল সিংহ	২১
"  কালীপদ বসু	২১	"  কবিরাজ গণনাথ সেন	২১
"  নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২১	"  পঞ্চানন মিত্র	২১
"  চন্দ্রভূষণ ভাট্টা	২১	"  নন্দলাল রায় চৌধুরী	২১
"  জ্যোতিভূষণ ভাট্টা		"  রসিকরঞ্জন ঘোষ	২১
"  প্রমথনাথ বিশ্বাস	২১	"  মহাধনাথ সেন	২১
"  সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১	"  বতীন্দ্রনাথ সেন	২১
"  ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাক্ষরণ	২১	"  নরেন্দ্রনাথ বসু	২১
	১০৫৩/০	"  বোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	২১
			১০৮২/০

ভ্রম-সংশোধন—২৩শ, ৪র্থ সংখ্যায় এই হিসাবে সাহায্যকারী মহোদয়গণের মধ্যে নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ভ্রমক্রমে অন্তরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই ভ্রম আমরা চূড়ান্ত। তালিকার ১ম পৃঃ—জে এম রায় (ভাগলপুর) স্থলে—নরেন্দ্রনাথ রায় (ভাগলপুর) হইবে। জে এম রায় রায়পুর স্থলে বতীন্দ্রমোহন রায় (রায়পুর) হইবে। জানকীনাথ রায় (মালদহ) স্থলে রাসিকচন্দ্র রায় হইবে।

তালিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার—জে এন্ বসু (কটক) স্থলে জানকীনাথ বসু (কটক) হইবে, এন্ সি ভট্টাচার্য (মগলাবাজার) স্থলে রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মগলাবাজার হইবে, আর সি মিত্র (সদরবাজার) স্থলে রমেশচন্দ্র মিত্র (সদরবাজার) হইবে; বি কে মিত্র স্থলে বিজয়কেশব মিত্র হইবে।

তালিকার তৃতীয় পৃষ্ঠার—বতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী (বরাহী) স্থলে বতীন্দ্রনাথ সিংহ (বরাহী); বোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (শ্রীহট্ট) স্থলে বজেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (শ্রীহট্ট) হইবে; নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় স্থলে নরেন্দ্রকিশোর রায় হইবে; কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থলে কালিদাস চট্টোপাধ্যায় হইবে।

শ্রীরামকমল সিংহ

## প্রাকৃত-প্রকাশ

বরকচির স্বত্ব, ভাষা ও কাত্যায়নের বৃত্তি, বঙ্গানুবাদ, বিবিধ পরিশিষ্ট,

৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা ও টাকা-টিপ্পনী সহ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ কর্তৃক সম্পাদিত

ছাত্রগণের সুবিধার্থে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ ও পরিচ্ছেদান্তে অনুশীলনার্থে প্রশ্নাবলী এবং ভাষাতত্ত্ববিধীর সুবিধার্থে বর্ণমালাক্রমিক শব্দ ও স্বত্বসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। মূল ও বৃত্তি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই চারিশতাধিক পৃষ্ঠার পুস্তকখানির মূল্য ১।০ টাকা।

২৪৩১ আগার সাকুলার রোড, কলিকাতা। শ্রীরামকমল সিংহের নিকট প্রাপ্য।

“—বঙ্গালীর আঙ্গগৌরবের প্রতিষ্ঠা—”

‘বঙ্গালীর চিরকালের সামগ্রী’

# দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

#

“বঙ্গালীর  
হৃথে ও দুঃথে  
বিজ্ঞানে  
ও  
উৎসবে”



বঙ্গালার  
পবিত্র বই  
ঠানুদিদির  
থলে

বঙ্গালার ব্রতকথা

রাজ সংস্করণ  
এক টাকা  
দুসু

—অত্যন্ত গ্রন্থ—

খোঁকা গুঁড়ুর খেলা ১৮০

এসর ও রজন প্রণীত

আর্য্য-নারী ১।০

সরল চণ্ডী ১।০

১০০০০০০০

“দেশবিদেশের কথা”—“ইতিহাস-কথা”—“ইতিহাসের গল্প”

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাট্টা, এম্. এ.

#

সমগ্র গ্রন্থাবলী

উপহারে,  
লাইব্রেরীতে,



৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ:কালীঘাট, কলিকাতা।

এবং

সমগ্র বঙ্গালার সকল পুস্তকালয়

#

“বিশ্বসাহিত্যে  
বঙ্গালীর  
গৌরবের  
চির-উজ্জ্বল  
মাণিক”



বঙ্গালার  
সোণার বই  
ঠাকুরমার  
ঝুলি

বঙ্গালার রূপকথা

রাজ সংস্করণ  
এক টাকা  
দুসু

—অত্যন্ত গ্রন্থ—

হেলেনের উপভাস

চারু ও হারু

আমালু বই

সোণার শৈশব

১০০০০০০০

#

সমগ্র গ্রন্থাবলী

গৃহে, পাঠ্যে,  
পুরস্কারে

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

চতুর্বিংশ ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

(একতম সভাসভের নত পত্রিকাধ্যক্ষ দ্বারী নহেন)

## সূচী

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
১। আগামের পত্র-পত্রিকা	শ্রীপরমাধ তট্টাচার্য বিজ্ঞাবিনোদ এম্ এ	৬৯
২। আগামের পত্র-পত্রিকা এবং সবচেয়ে হৃৎকটিকা	শ্রীহীলকুমার দে এম্ এ, বি এম্	৯১
৩। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বান্দালা	শ্রীতারাকানন্দ তট্টাচার্য	৯৩
৪। হামনিধি ও গীতরস গ্রন্থ	শ্রীহীলকুমার দে এম্ এ, বি এম্	১০১
৫। জলনায়া	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	১২০
৬। ২৫শ বর্ষের কার্য-বিবরণী		১—৩৯

## কলিকাতা

২৫৩১ আগার সাহুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দপ্তর হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

Printed by—R. C. Mitra at the 'Visvakosha Press',  
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

প্রাক্ষরিক বার্ষিক মুদ্রা ৩ ডিম টাকা।

[ প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০ বাঁর আদ্য।

বকসসে ৩০ ডিম টাকা হার আদ্য। ]

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সমস্ত সংখ্যার ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে তাহার  
অনুগ্রহপূর্বক দখালদেই কার্যালয়ে সেই সংবাদ দিবেন।

হাকিমপুর বইয়ের পুরাণ

বাঙ্গালা ভাষায়

## বৌদ্ধ-গান ও দোহা

ইহাতে (১) চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের  
দোহাকোষ, (৩) কাকুপাদের দোহাকোষ এবং (৪)  
ডাকার্ণব এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০  
বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের  
এক অমূল্য রত্ন। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়।  
পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালা ভাষা মগধী অপভ্রংশ হইতে  
জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য ;  
কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে  
একটা মন্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের  
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা  
ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা  
করিবে। ভাষাতত্ত্বের অমূল্যলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয়  
সর্বোপরি। আদর্শ চারিখানি পুথিই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত  
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই মহাশয় কর্তৃক  
আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় এবং সুপ্রসিদ্ধ  
সাহিত্যানুরাগী লালগোলায় রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-  
নারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-  
পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—১৬ শাখা-  
সভার সদস্যপক্ষে—২৪ ১/২; পরিষদের সদস্যপক্ষে—৩৬ ১/২।

# শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

## ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—মুখ্য বা ইংরেজি, সত্য, অগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অধিনাশিতা, কে বড়, বাধ্যকরণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, কলিত জ্যোতিষ, নিরমের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মারাপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৯ ছই টাকা মাত্র।

## ২। কল্প-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—আর্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অঙ্কটান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের ভয়—বজ্র। মূল্য ১।০ পাঁচ টাকা মাত্র।

## ৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেমচন্দ্রহোলুঙ্গ—আচার্য্য মঙ্গলুর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১।০০ দশ আনা মাত্র।

## ৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,

৩০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর অগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রেরণ। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৬৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর রচনাসমূহ এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্তৃক সম্বলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২২১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।



বাঙ্গালীর  
পুরস্কারে—ও—উপহারে  
—বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের একাংশ—  
“বাঙ্গালীর চিরকালের সামগ্রী”

# দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

“বাঙ্গালীর  
স্থখে ও দুঃস্থখে  
বিজ্ঞানে  
ও  
উৎসবে”



বাঙ্গালার  
পবিত্র বই  
ঠানুদিদির  
থলে

বাঙ্গালার ব্রতকথা

রাজসংস্করণ  
এক টাকা  
দুস্তু

—অস্তিত্ব এই—

খোকা খুঁহর খেলা ১০

এসর ও রজন এগিত

আর্য্য-নারী ১০

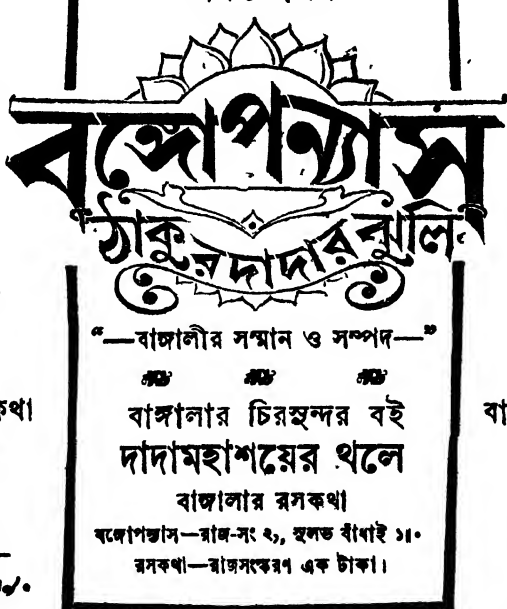
সরল চণ্ডী ১০

১৯৩৩৩৩৩

“—বাঙ্গালীর  
জান্নগৌরবের প্রতিষ্ঠা—”

সমগ্র গ্রন্থাবলী  
উপহারে,  
লাইব্রেরীতে,

বঙ্গগৌরব



“—বাঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ—”

বাঙ্গালার চিরসুন্দর বই  
দাদামহাশয়ের থলে

বাঙ্গালার রসকথা

বঙ্গোপন্যাস—রাজ-সং ২, হলত বাঁধাই ১০

রসকথা—রাজসংস্করণ এক টাকা।

—প্রকাশিত হইতেছে—

“ভারতবর্ষ”—“ইতিহাস-কথা”—“ইতিহাসের গদ্য”

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাট্টা, এম. এ.



“বিশ্বসাহিত্যে  
বাঙ্গালীর  
গৌরবের  
চির-উজ্জ্বল  
মাণিক”



বাঙ্গালার  
সোপান বই  
ঠাকুরমার  
বুলি

বাঙ্গালার রূপকথা

রাজ সংস্করণ  
এক টাকা  
দুস্তু

—অস্তিত্ব এই—

ছেলেদের উপন্যাস

চাকর ও ছাকর ১০

আমাল বই ১০

সোণার শৈশব ১০

১৯৩৩৩৩৩

“—বাঙ্গালীর  
জান্নগৌরবের প্রতিষ্ঠা—”

সমগ্র গ্রন্থাবলী  
গৃহে, পাঠ্যে,  
পুরস্কারে

১৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা

এবং  
সমগ্র বাঙ্গালার সকল পুস্তকালয়

## Pinhey Memorial Medal.

The Hyderabad Archæological Society, on the 21st April, 1916, decided that a Gold Medal be instituted to commemorate the memory of Sir Alexander Pinhey, K.C.S.I., C.I.E., the Founder and first President of the Society.

### Regulations.

(1) The 'Pinhey Memorial Gold Medal' shall be awarded triennially for the best work on Deccan Archæology or History, in accordance with the subjoined conditions.

(2) The competition shall be open to scholars in any part of the world.

(3) Competitors shall submit a thesis on any subject chosen by themselves relating to Deccan Archæology or History. The thesis should be an unpublished work, or, if published, it should not have been published more than two years before its submission for the Pinhey Medal.

(4) Theses for the first competition will be received up to the end of October 1918, and subsequently in the October of every third year, *i. e.*, in October 1921, 1924, and so on.

(5) If the selected thesis is an unpublished work, the Society, at the recommendation of the Council, shall have the right to publish it in the Society's *Journal*.

(6) If in the opinion of the Council none of the theses submitted in any year are of special value, the Medal shall not be awarded in that year.

(7) If thesis is written in any language other than English, the competitor shall furnish an English translation thereof.

**The English Works Of**  
**Mr. Pramathanath Bose**

1. "The Illusions of New India"—Price Rs 3.

"The Book remarkably displays the author's clarity of vision and sober judgment and offers ample food for thought"—

*The Amrita Bazar Patrika.*

2. Epochs of Civilization—Price Rs 4.

"In his usual simple, perspicuous and pleasant styles Mr. Bose enunciates in this book a theory of Civilization..... which is laid down for the first time in a definite and categorical form, and fully developed and elaborated by the learned and thoughtful writer"—

*The Modern Review.*

3. A History of Hindu Civilization under British Rule— Vols. I and II  
( Vol. III, out of print )—Price Rs 5.

A very interesting and instructive work written with considerable knowledge and in a liberal and impartial spirit—*The Times.*

4. "The Root cause of the Great War"—Price 12 annas.

"Mr. Bose gives a detached and independent view of the root causes of the war...His is a characteristically Hindu view,—

*The Indian Review.*

5. "Essays and Lectures"—Price Rs. 2.

"The papers reprinted in the volume...display in a remarkable degree wide and accurate knowledge of Indian problems."

*The Hindustan Review.*

**Apply to W. Newman & Co**

*4, Dalhousie Square, Calcutta.*

# কেশরঞ্জন তৈল

**রাজা মহারাজা বলেন—কেশরঞ্জন তৈল—**সুগন্ধি তৈল-জগতের সম্রাট। যেমন এক চক্রে জগতের তমোমান করে, তেমন এক। **কেশরঞ্জন** নিজের ঔষধ্য-সকলের চিত্তের আকর্ষণ হরণ করিতেছে। সকলেরই মুখে একই কথা—মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, কেশ মসৃণ ও কোমল করিতে, কেশবৃদ্ধি করিতে, আর সর্কোপরি মহানুগ্ধে ইহাই অধিতীয়।

**হাইকোর্টের জজেরা বলেন—**বাহারী দিব্যরাজ মস্তিষ্ক আলোড়ন করেন, বাহাদের প্রতি কথাই মাথা বামাইতে হয়, **কেশরঞ্জন তৈল** তাহাদের পক্ষে নিত্য-ব্যবহার্য। মানসিক পরিশ্রম জনিত দারুণ চিন্তাবিগ্ন ও মস্তিষ্কের দৌর্বল্য দূর করিতে **কেশরঞ্জন তৈল** মন্ত্রশক্তি সম্পন্ন।

**বড় বড় ব্যারিষ্টারেরা বলেন—কেশরঞ্জন** মাথার মাথিরা বড় বড় মোকদ্দমার “ব্রিক্” লইয়া বিব্রত হইতে হয় না। সহস্রভাবে সকল কুট তর্কও আপনি মাথার আসিরা উপস্থিত হয়। ভাবিরা-চিন্তিরা নজীরের অন্বেষণ জন্তও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। **কেশরঞ্জন** মাথা ঠাণ্ডা করিতে অধিতীয়। এক শিশি ১ টাকা; মাত্তলাদি ১/০ পাঁচ আনা।

## আশা ত্যাগ করিতে নাই।

অশ্রুচক্রে স্বপ্নের ধারণা—অশ্রোযোগ একবার হইলে তাহা আর আরাম হয় না। ইহা মহাভ্রম। অশ্রুর প্রথম অবস্থা হইতে যদি স্মৃতিকিৎসা হয়, তাহা হইলে অতি সহজেই রোগ আরাম হইয়া যায়। যে দিকে অগ্নি লাগিয়াছে, সে দিকে জল না ঢালিয়া অপর দিকে ঢালিতেছি; তাহাতে কি অগ্নির বিস্তার হ্রাস পায়? মনে করিয়া রাখুন, আমাদের “অশ্রোহর বটিকা” সর্ববিধ তরুণ ও পুরাতন অশ্রোযোগে অব্যর্থকলপ্রদ মহৌষধ। পথ্যাপথ্যের বিহিত ব্যবহার সহিত এই মহৌষধ সেবন করিলে, অস্তঃ ও বহিঃকলিভাত সর্ববিধ অশ্রু, তন্মুক্তি বেদনা, আলা, টন্টনানি, হৃদীবেদনং যন্ত্রণা ও রক্তপুন্ড্রাদিসাব নিবারিত হয়; কখনও কোনরূপ অস্ত-চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। মূল্য—প্রতি কোটা ৫০ টি বটিকাসহ ১০ টাকা। ডাকমাত্তল ও প্যাকিং ১০ চারি আনা।

## হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মক্কেলের রোগিগণের অবস্থা অর্ক্ আনা টিকিটসহ আত্মপূরিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া থাকি। আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঝুত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং কর্ণধৃতি মকরন্দক, মৃগনাতি প্রভৃতি সর্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত প্যারিস কোমিক্যাল সোসাইটি  
লণ্ডন সার্জিক্যাল এন্ড সোসাইটি ও লণ্ডন সোসাইটি অব  
কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ  
**শ্রীনাগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ**  
আবদ্যুশ্বেদীয়া ঔষধালয়,  
১৮/১, ১৯ নং সোনার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

## বর্কুৎ, মীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each,

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co Ltd.**

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

## ১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারি-  
গণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২।

## ২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এন্স সি মহাশয় প্রণীত। এইকার প্রণীত  
Epochs of Civilisation নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাংলা  
ভাষায় প্রকাশরূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা কেবল  
আনন্দমাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্যালয়

২৪০১ সপ্তম সাক্ষর রোড, কলিকাতা



বেঙ্গল কেমিক্যাল

এণ্ড

ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়াক'স্  
লিমিটেড ।

৯১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ।

মভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ কর্তৃক সংস্কারকল্পে সাহায্য

( ১৩২৪ ১২ই আষাঢ় হইতে ২৫শে ভাদ্র পর্যন্ত সংগৃহীত )

১৩২৪। ১১ই আষাঢ় পর্যন্ত সংগৃহীত	১০৮২।
শ্রীযুক্ত সার অগদীশচন্দ্র বসু	১০০২
" কুমার কৃষ্ণদত্ত	২১
" ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার	৫১
" কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা	৫১
" যশিমোহন সেন	২১
" ননীগোপাল দে	২১
" রাখাললাল রায়	২১
" কবিরাজ কিশোরীমোহন শুক	২১
" শ্রীনাথ সেন	২১
" রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ কাজিলাল	২১

১২২৪/০

শ্রীরামকমল সিংহ

## চণ্ডীদাসের পদাবলী

“বীরভূমবাসিনী”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। বিভাগতি মৈথিল কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস খাঙ্গী বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ন-সজ্জিত কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধুর্য্য-রসলোচন ভক্ত জন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ বিভাগতির পদাবলী পাইয়া বেনন তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তরুণ পরিভ্রম হইবেন। মূল্য—সদস্যপক্ষে ২, সাধারণ পক্ষে ২।০, সাধারণ পক্ষে ৩।

## গৌরপদতরঙ্গিনী

সম্পাদক পণ্ডিত অক্ষয়চন্দ্র ভট্ট—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সন্থকে আর দেড় হাজার প্রাচীন পদ সংকলিত হইরাছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইরাছে। এই পুস্তকের ১২০ পৃষ্ঠাব্যাপী বহু ছন্দিকার ঐ সকল পদকর্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইরাছে। ঐ ছন্দিকার বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ণয় আছে। পত্রাক ৫৬৮, মূল্য ২, দুই টাকা, কিছু দিনের ভিত্তি সকলকেই ১ টাকা মূল্য দেওয়া হইবে। পুস্তক কীটবর্জিত ও ছোঁড়া।

পুস্তক-পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩।১নং অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

## সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

১। কুন্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। উত্তর ও অযোধ্যাকাণ্ড, মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১।

\*২। গীতাধর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাকারত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৮০, সাধারণ পক্ষে ১৪০।

\*৪। চুলিধানের মহাকাব্য—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীপেনচন্দ্র গেন সম্পাদিত।

৫। বনমালী দাসের ভ্রমরবচসিত—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৮০, সাধারণ পক্ষে ১০।

\*৬। বায়দেব ঘোষের পদাবলী—শ্রীযুক্ত হুগলকাজি ঘোষ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৮।

৭। জয়ানন্দর কৈতব্রজমঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৮।



- ৯৮। মণিক গাঙ্গুলির ধর্মবঙ্গল—মহানরোপাধায়ী—শ্রীযুক্ত হুদুয়াসাব খান্নী সম্পাদিত।
- ৯৯। ভাগবতচরিত্রের কৃষ্ণশ্রম-তরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ১০। গৌরপদ-তরঙ্গিণী—শ্রীযুক্ত জগদ্বদু ভট্ট সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৭, সাধারণ পক্ষে ১৪।
- ১১। কাশ্যপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত।
- ১৩। রামায়ণতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব সম্পাদিত।
- ১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বসু সম্পাদিত।
- ১৫। বুদ্ধধর্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৭।
- ১৬। গীতার ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। সদস্য ও সাধারণ পক্ষে ১০।
- ১৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৮।
- ১৯। নব্য রসায়নী বিজ্ঞান ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমুদচন্দ্র রায়-প্রণীত। মূল্য ১/০।
- ২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত—শ্রীযুক্ত নির্মলিনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ২০।
- ২১। রামাই পণ্ডিতের শূভপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ২২। মিলিন্ড পঞ্চোহো—( মিলিন্ড গ্রন্থ )—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১০।
- ২৩। নরহরি চক্রবর্তীর নবদীপপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ২৪। বিভাপতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ওস্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৩, সাধারণ পক্ষে ৫।
- ২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ওস্ত-প্রণীত। সকলের পক্ষে ২০।
- ২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বোষ-প্রণীত। সকলের পক্ষে ৩।
- ২৭। করিমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১০।
- ২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত।
- ২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র-নির্মিত।
- ৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিভাসাগর—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিভাবিনোদ সম্পাদিত।
- ৩১। বিষ্ণুসূক্তি-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিভাবিনোদ-সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।
- ৩২। মারাপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী-প্রণীত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৩০। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিকা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১৮।

৩১। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত রাধেন্দ্রনাথ জিবেদী সম্পাদিত।

৩২। কবি হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। সকলের পক্ষে ১০।

৩৩। রামানুজাচার্যের জীবন—শ্রীযুক্ত হর্নাচরণ সাখাবেদাতীর্ষ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

৩৪। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—অর্গীর রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৫/০, সাধারণ পক্ষে ৪০/৮।

৩৫। বাংলা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর সম্পাদিত। (ক) রূপের ভাষা, (খ) ব্যাকরণ ও (গ) শব্দকোষ—৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ৩৫/০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

৩৬। মহিলা ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী সংকলিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০/০।

৩৭। সাময়িক পরিভাষা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রহলাদচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৩৮। ককিপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্যপক্ষে ১০/০, সাধারণপক্ষে ১০।

৩৯। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপরূপচন্দ্র দত্ত-সংকলিত। সদস্য পক্ষে ১৮, সাধারণ পক্ষে ১০।

৪০। প্রাচীন পুথির বিবরণ—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০/০, সাধারণ পক্ষে ১০/০।

৪১। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদে হর্নাচরণ—অর্গীর ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১৮।

৪২। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে ২৫, সাধারণ পক্ষে ৩০।

৪৩। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ২০, সাধারণ পক্ষে ৩০।

৪৪। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০/০, সাধারণের পক্ষে ১০/০।

৪৫। যুগলুক—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০/০।

৪৬। সত্যানারমণের পুথি—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৪৭। পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৮, সাধারণ পক্ষে ১০।

৪৮। অমরকল-বৈজ্ঞানিক—শ্রীযুক্ত বহননাথ সরকার সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডের ১ অংশ প্রকাশিত—হুইজাং দ্বারা।

৫২। মুগলুক-সংবাদ—মুন্সী আবহুল করিম সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৫৩। তীর্থ ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ১, সাধারণ পক্ষে ১১০।

৫৪। গজামঙ্গল—মুন্সী আবহুল করিম সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৬০।

৫৫। বৌদ্ধ গান ও দোহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ২, সাধারণ পক্ষে ৩।

৫৬। ধর্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ৮, সাধারণ পক্ষে ৬০।

৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাকালিকা—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র বসু সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ৬, সাধারণ পক্ষে ১১।

৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—শ্রীযুক্ত বনেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ২, সাধারণ পক্ষে ২১০।

৫৯। জ্ঞানসাগর—মুন্সী আবহুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৬০। সারদামঙ্গল—মুন্সী আবহুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৬০।

৬১। নেপালে বাজালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১, সাধারণ পক্ষে ১০।

৬২। গৌরাক্ষ-সঙ্গাস—মুন্সী আবহুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

ঋষ্টব্য—তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফরাইরা গিরাছে।

## সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ত্রিবেদী এম্ এ

বঙ্গভাষার নানা বিষয়ের তথ্যাদি-সম্বলিত ঐতিহাসিক পত্রিকা। সাহিত্য-পরিষদের বহু আলোচনার পরিচয় এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ৫ বৎসরের পত্রিকা ফরাইরা গিরাছে, লব্ধগণের পক্ষে প্রতি বর্ষের পত্রিকা ১৩০ টা হইতে ১৩২০ বৎসর পর্যন্ত ১১০ টাকা, সাধারণ পক্ষে ৩ টাকা দ্বারা বিক্রয় করা হইতেছে।

ঐরাবতকল সিন্ধু

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩১ অপর সাহুলার রোড, কলিকাতা

## আসামের পত্র-পত্রিকা\*

যে প্রদেশের সাময়িক পত্রের বিবরণী লিখিত হইতেছে, তাহার একটি মাত্র জেলা—গোয়ালপাড়া—মোসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়া মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে ইহা বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। অপর পাঁচটি জেলা—কামৰূপ, দৰাং, নোগাঁ, শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর—প্রায় সম্ভ্রান্তি বর্ষ পরে ইংরেজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন লর্ড আমহার্স্ট ভারতের ভাগ্য-বিধাতা। ব্রহ্মদেশীয়গণ আসিয়া আসাম অধিকার পূর্বক এই অঞ্চলে প্রবল দোরাওয়া আরম্ভ করাতে এবং ব্রিটিশ-সীমান্তপাতী কোনও কোনও স্থান আক্রমণ করাতে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪ খৃঃ অব্দে) বোঝিত হয়। দুই বৎসর কাল ঐ যুদ্ধ চলে—সেই সময়ের মধ্যেই আসাম-প্রদেশ ইংরেজ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৮২৬ অব্দে ‘ইয়াণ্ডাবু’র সন্ধি দ্বারা নিম্ন-ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে আসাম-প্রদেশটিও ব্রহ্মরাজ ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করেন। সমগ্র আসামদেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইলেও, শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর, এই দুইটি জেলা বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা মাত্র কর দিবার সর্ত্তে আহোম-রাজের শাসনাধীনেই রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৩৮ অব্দে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলতা ও নির্দারিত করের অনাদায় হেতুতে ঐ দুই জেলাও ইংরেজ গবর্ণমেন্টের খাস দখলে আসিয়া পড়ে।

উপরিলিখিত ইতিহাসটুকু না জানিলে আসামে সংবাদপত্রের প্রবর্তন কত সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে না। বঙ্গদেশ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের দখলে আইসে—তাহার প্রায় ৬০ বৎসর পরে ১৮১৬ খৃঃ অব্দে বঙ্গের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র “বেঙ্গল গেজেট” প্রকাশিত হয়। কিন্তু আসাম-প্রদেশ গবর্ণমেন্টের অধিকৃত হইবার মাত্র ২০ বৎসর পরেই আসামের সর্বপ্রথম সাময়িক পত্র “অরুণোদয়” প্রকাশিত হইয়াছিল। এইটুকুতেও প্রকৃত কথা বলা হইল না। ‘অরুণোদয়’ শিবসাগর হইতে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে প্রচারিত হয়—সেই শিবসাগর মাত্র ৮ বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের খাস দখলে আসিয়াছিল।

কিন্তু সত্যের মর্যাদা সংরক্ষণার্থে ইহার কারণও অবধারণ করা কর্তব্য। একটা আমের আঁটি পুতিয়া চারা জন্মাইয়া, তাহা হইতে ফললাভ করিতে কত সময়ের প্রয়োজন। আর কলমের গাছ হইতে ফল পাইতে কতক্ষণ। ফলতঃ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে, শাসন-কার্যের সুশৃঙ্খলতা বিধান করিতে, সর্বোপরি এতদ্বশে কি প্রকারে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবর্তন করিতে হইবে, তদর্থে উপায় উদ্ভাবন করিতে ইংরেজের কত

\* এ হলে ‘আসাম’ অর্থে প্রকৃত আসাম অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা মাত্র বুঝিতে হইবে। [ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ১০ম বার্ষিক অধিবেশনে প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল ]।

বেগ পাইতে হইয়াছে। আর যখন আসাম অধিকৃত হইল, তখন ঐ সকল উপায় সম্যক্ অবধারিত ছিল—কেবল প্রয়োগ করিতে বড়টুকু সময় লাগে, তাহারই অপেক্ষা ছিল।

যাঁহারা অসমীয়া ভাষার সৰ্ব্বপ্রথম পত্রিকার প্রচারক—সেই মিশনারী মহাশয়গণের সন্মুখে এ স্থলে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে কাণ্ডান (পশ্চাৎ জেনারেল) জেন্স-কিন্স আসামের প্রধান শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তিনি এখানে আসিয়াই বঙ্গদেশস্থ ইংলিশ ব্যাপ্টিস্ট মিশনের খ্রীষ্টধর্ম-বাক্যকদিগকে আসামে আসিয়া ধর্মপ্রচার করিতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা নবাবজিত প্রদেশে আসিতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ব্রহ্মদেশে অবস্থিত আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন সম্প্রদায়কে আসামে যাইতে প্রোত্ত্বা করিয়া পাঠান। তাঁহারা তজ্জন্ত প্রস্তুতই ছিলেন; কেন না, আমেরিকায় তাঁহাদের যে বোর্ড ছিল, তাহার সভ্যগণ দীর্ঘকাল হইতেই উত্তর-পূর্বপ্রান্তবর্তী শান-রাজ্যসমূহে—তথা তিব্বত ও চীনদেশে—সুসংগঠিত প্রচার করিবার নিমিত্ত উৎসুক ছিলেন। তাই ব্রহ্মদেশস্থ আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাদরী ব্রাউন (Brown) ও কটার (Cutter) সঙ্গীক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া নৌকার ১৮৩৬ খৃঃ অব্দের ২৩শে মার্চ তারিখে সদিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। “সদিয়া” আসামের পূর্বোত্তরপ্রান্তবর্তী টেশন—চীন-সাম্রাজ্য ঐ স্থান হইতে অদূরবর্তী, তাই মিশনারীগণ সদিয়াতে তাঁহাদের প্রথম আড্ডা স্থাপন করিলেন। অব্যবহিত পরেই পাদরী ব্রনসন (Bronson) সঙ্গীক আসিয়া ইহাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু তিনি অচিরেই “জয়পুর” নামক স্থানে নূতন প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপন করেন। ১৮৩৯ অব্দের জানুয়ারী মাসে ধাম্ভিরা সদিয়া আক্রমণ করিয়া হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিপ্রয়োগ পূর্বক স্থানটিকে বিধ্বস্তপ্রায় করাতে তজ্জন্ত্য পাদরীগণ সদিয়া চিরন্তনতরে পরিত্যাগ পূর্বক “জয়পুরে” আসিয়া সমবেত হইলেন। এই জয়পুরে সর্বপ্রথম ১৮৩৯ অব্দে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। তাহাতে শান, ধাম্ভি, সিংকৌ ও নাগা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া ভাষার পুস্তকাদি ইংরেজী ও বাঙ্গালা হরকে মুদ্রিত হইতে লাগিল। এই স্থানেই সর্বপ্রথম ১৮৪১ অব্দে নিধিরাম নামক একজন অসমীয়া শিক্ষিত ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্মের শরণ গ্রহণ করেন—তিনি অসমীয়া ভাষায় ধর্ম-সঙ্গীতাদি রচনা করিয়া পাদরীগণের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

যাহা হউক, জয়পুরের আবহাওয়া মিশনারীগণের সহ্য হইল না—বিশেষতঃ জয়পুরে চাক্ষুশে পুলিলে জনতা খুব হইবে—এই আশঙ্কাই এ স্থলে আড্ডা স্থাপন হইয়াছিল; কিন্তু সেই আশা ফলবতী হয় নাই। তাই ১৮৪১ অব্দে জয়পুর ছাড়িয়া শিবসাগরে আসিয়া তাঁহারা উপনিবিষ্ট হইলেন। এত দিন তাঁহারা নানা বিভীষিকার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন—

\* এতদ্বিষয়ক বিবরণ ১৯১১ খৃঃ অব্দের আসাম ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী কন্ফারেন্সের রিপোর্ট হইতে অনেকটা সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই রিপোর্টে সন-তারিখের নানা গোলযোগ আছে, এ স্থলে যথাসাধ্য তাহা সশোধিত হইয়াছে।

এ স্থানে আসিয়া তাঁহারা শান্তিতে ও স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে আগিলেন। ১৮৪৩ অব্দের মার্চ মাস হইতে “অরুণোদয়” প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং ১৮৪৫ অব্দে অপর একটি ছাপাখানাও শিবসাগরে সংস্থাপিত হইল।

অসমীয়া ভাষায় প্রচারিত প্রথম পত্র অরুণোদয় সম্বন্ধে বলিবার পূর্বে অসমীয়া ভাষা এই মিশনারী সম্প্রদায়ের নিকটে কীচূষাণী, তাহা প্রদর্শনার্থে এ স্থলে ঐ ভাষার উদ্যম-জনক অবস্থা বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। সমাজ ও রাজাধিকার—এই দুইয়ের উপরেই প্রধানতঃ ভাষার ঐক্যাত্মক্য নির্ভর করে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসিবর্গ বঙ্গীয় সমাজ হইতে পৃথক্ অবস্থিত এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পর্য্যন্ত ভিন্ন রাজত্বের অধিকারভুক্ত থাকিতে এখানে অসমীয়া ভাষার একটা পৃথক্ অস্তিত্ব সম্ভাবিত হইয়াছিল। কেবল গোয়ালপাড়া জেলা বাঙ্গালার অধীন থাকায়, ইহাতে বঙ্গভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল—অথবা ঠিক বলিতে গেলে ইহার ভাষা বাঙ্গালী ভাষা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আসামের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, তখন কিয়ৎকাল—প্রায় ১০ বৎসর—আহোম-শাসনরীতিই এই স্থলে অদৃশ্য হইয়াছিল—এখানকার কথা-বার্তার ভাষাতেই রাজকীয় কাজকর্ম চলিয়াছিল।

তার পর ক্রমশঃ যখন বঙ্গদেশের ভায় এই নববিজিত স্থানেও আইন আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিভাগ্যাদি খুলিবার প্রয়োজন হইল, তখন বাঙ্গালী প্রদেশ হইতে লোকজন আনিয়া সরকারি কর্মে ও শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। এই বাঙ্গালী কর্মচারিগণ ও পণ্ডিতবর্গ দেখিলেন যে, আসামের—বিশেষতঃ গোহাটি অঞ্চলের—ভাষা রূপপুর গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাঙ্গালার উত্তরপূর্ব-প্রান্তবর্তী জেলাগুলির ভাষারই অনুরূপ; তাই ঐ সকল স্থানের কথোপকথনের ভাষার ভায় এই আসামের ভাষাকেও বাঙ্গালারই একটা উপভাষা মনে করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই উপদেশে গবর্ণমেন্ট বঙ্গভাষার সরকারী কাজকর্ম নির্বাহ করিতে লাগিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাও বাঙ্গালী ভাষায় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবধি আইন-আদালতে ও স্কুল-পাঠশালায় বাঙ্গালী ভাষার প্রচলন হইল।\*

এই ব্যবস্থা বহু দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। যখন সান্স জর্জ ক্যাথের্স বঙ্গের লেকটেন্যান্ট গবর্ণর ছিলেন, তখন তিনিই সর্বপ্রথম ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আসামের আদালতে ও পাঠশালায় অসমীয়া ভাষা প্রবর্তনের আদেশ দেন। তৎপরে হাই ও মধ্যশ্রেণীর বিভাগ্যগুলিতে

\* কর্তৃপক্ষীয় সাহেবগণ কেবল বিভাগ্যর প্রতিষ্ঠা করিয়াই কাজ থাকেন নাই, তাঁহারা তৎকালে পাঠ্য পুস্তকের অসম্ভাব দেখিয়া তাঁহাদের অধীন বাঙ্গালীদের দ্বারা বাঙ্গালী পাঠ্য গ্রন্থও রচনা করাইয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে একটি উদাহরণও সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কামরূপের প্রথম তেপুটি কমিশনার (১৮৩৫-৪০ খঃ) কাপ্তান মেধি সাহেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তথ্য পেশকার শ্রীহট্টনিবাসী বোম্বাই জয়গোপাল রায় “বিজ্ঞানদর” নামক একখানি বঙ্গায়তন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিয়দিন হইল, ঐ পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার উৎসাহ মুখবন্ধ হইতে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে।

বঙ্গভাষা চলিয়াছিল ; সার হেনরি কটনের আমলে ঐ সকলেও অসমীয়া ভাষা প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু সার জর্জ ক্যাশেল বা সার হেনরি কটনের কত পূর্বে এই বৈদেশিক মিশনারীগণ মুদ্রাবল্ল স্থাপনপূর্বক অসমীয়া ভাষার পুস্তক লিখিয়া ও পত্রিকা প্রচার করিয়া এবং ব্যাকরণ রচনা করিয়া ও অভিধান সঙ্কলন করিয়া, সর্বতোভাবে পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়া আসামবাসীদের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া রহিয়াছেন। অসমীয়া ভাষায় যে একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য বর্তমান ছিল, এ কথা তখনকার দিনে গবর্ণমেন্ট কিংবা বঙ্গদেশবাসী অথবা বিদেশীয় মিশনারী প্রভৃতি কেহই জানিতেন না। অসমীয়া ভাষা যখন একটা উপভাষা মাত্র বলিয়া সরকার বাহাদুরের—তথা প্রতিবেশী বাঙ্গালীর নিকটে অবজ্ঞাত হইতেছিল, তখন এই মিশনারী মহাদ্বগণ ইহাকে সমাদর করিয়া না রাখিলে ইহার অস্তিত্ব আজ সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হইত। ব্রহ্মদেশীয়দের অমাহুযিক অত্যাচারে জর্জরিত ও অবসাদপ্রাপ্ত অসমীয়া-সমাজ ব্রিটিশ শাসনের শাস্তিতে মুগ্ধ হইয়া তখন যেন প্রমুগ্ধ ছিল—তাই মাতৃভাষার এই সঙ্কটের দিনেও দীর্ঘকাল তাহাদের কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই—মিশনারীগণের কার্য্যারম্ভের বহু পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে “অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য” ( A few Remarks on the Assamese Language ) অভিধেয় একটি ইংরেজী নিবন্ধে আসামের সর্বপ্রথম ইংরেজীতে উচ্চ-শিক্ষিত দেশহিঁতৈবী মহাত্মা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মাতৃভাষার প্রচার সমর্থন করিয়াছিলেন।

এ স্থলে বলিতে পারি যে, মুদ্রাবল্ল বা পুস্তক ছাপান, কিংবা সংবাদপত্র প্রচার, পাশ্চাত্য ধরণে ব্যাকরণ লেখা বা অভিধান সঙ্কলন, এগুলি এক প্রকার বিদেশেরই জিনিষ—বৈদেশিক-গণই এ সকলের প্রবর্তন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক—যেমন বঙ্গদেশেও ঐগুলি মিশনারী সাহেবেরাই সর্বানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন ; ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে মিশনারীগণ বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রকাণ্ড সাহিত্যের খবর পাইয়াছিলেন—বাঙ্গালীরা আপন মাতৃভাষার চর্চা নানাপ্রকারে তখনও খুবই করিত—মিশনারীগণ বাঙ্গালীদিগকে তখনও সাহায্যকারিরূপে পাইয়াছিলেন—বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টও বঙ্গভাষার অহুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। পরন্তু আসামে তাদৃশ সাহায্য বা উৎসাহ এই মিশনারীগণ পান নাই—তাহারাই অসমীয়া ভাষাকে এক প্রকার গড়িয়া পিটিয়া তুলিয়াছিলেন ; তাই তাহারা আসামবাসিগণের চিরকৃতজ্ঞতার ভাজন, তাহাদের ধর্ম্ম আসামবাসীদের পক্ষে অপরিণোদ্য। বঙ্গদেশে মিশনারীরা তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র না খুলিলেও বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু যদি আসামে ইহারা না আসিতেন, তবে অসমীয়া ভাষাটি আজ নাশশেষ মাত্র হইত, এ বিষয় অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

এখন বখাসম্ভব পৌরোপাখ্য অমুসারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করা হইতেছে।

১। ‘অরুণোদয়’ ( অরুণোদয় )—এত ক্ষণ ইহারই কথা প্রকারান্তরে বলিয়া আসিতে-

ছিলাম। ইহা 'সচিত্র' মাসিক পত্রিকা ছিল—কিন্তু ইহার "সংবাদ-পত্র" এই বিশেষণ ছিল। ফলতঃ সর্বদা ইহাতে 'অনেক দেশের সংবাদ' থাকিত। ১৮৪৬ অব্দের জানুয়ারি মাস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১৮৮২ অব্দ পর্যন্ত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। ইহাই সর্ব-প্রথম অসমীয়া পত্রিকা হওয়াতে আসামে এখনও গ্রাম্য লোকদের মধ্যে 'অরুণোদয়' সংবাদ-পত্রের প্রতিশব্দরূপে চলিত আছে।

'অরুণোদয়' নামের সঙ্গে বঙ্গদেশের একটু সম্পর্ক আছে। আসামের মিশনারীগণের সঙ্গে বঙ্গদেশীয় মিশনারীদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—তাহা বলাই বাহুল্য। ঠিক যে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ রেভারেন্ড লালবিহারী যে কর্তৃক সম্পাদিত অরুণোদয় সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়, \* সেই সময়েই আসামেরও এই 'অরুণোদয়' প্রচারিত হয়।

মিশনারী মহাশয়গণ অরুণোদয় প্রভৃতি প্রচার দ্বারা অসমীয়া ভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন—তাহা ইতঃপূর্বে সবিস্তরে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ভাষাটিকে নিজের পসন্দমত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের খবর রাখিতেন না—তাই কথোপকথনের ভাষা যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন এবং বর্ণবিভ্যাস তাঁহাদের সুবিধা-মতে যাদৃশ উচ্চারণ, তাদৃশই করিতেন। তাঁহাদের অবলম্বিত বানান-রীতিকে ইংরাজীতে ফনেটিক স্পেলিং বলে এবং পাদরী ব্রনসন্ অসমীয়া ভাষার সর্বপ্রথম যে অসমীয়া-ইংরেজী অভিধান সঙ্কলন করেন, তাহাতে অসমীয়া বর্ণমালায় যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, স্বরবর্ণ হইতে দীর্ঘ জ, উ এবং ঞবর্ণ তাঁহারা উঠাইয়া দিয়াছিলেন; এবং ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে ড, ছ, ঝ, ঞ, ব, য, শ ও ষ বর্জন করিয়াছিলেন। ওএর কাজ ছ দ্বারা চালাইতেন, 'ছ', 'ঝ'এর পরিবর্তে যথাক্রমে 'চ' 'জ' ব্যবহৃত হইত; দন্ত্য ন ও দন্ত্য স দ্বারা ণ ও শ-বএর কাজ কুলাইত। 'ব'এর কাজ 'জ' দ্বারা চলিত, কিন্তু 'র' রাখিয়াছিলেন। স্বরবর্ণে হ্রস্ব ই উ দ্বারা ইবর্ণ ও উবর্ণের কাজ চলিত এবং ঞকারের স্থলে 'রি' ব্যবহৃত হইত। বিসর্গকে একেবারে বর্জন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সংযুক্ত বর্ণেও অনেক বাদ পড়িয়াছিল। যথা—জ স্থলে 'গ্য', 'ক্ষ'স্থলে 'খ্য' এইরূপ লেখা হইত।† ইহাতে ভাষার সর্বনাশ হইয়া বাইত। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ আসামবাসী অনেকে—যথা, আসাম-

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী থাকে, তাহাতে আছে "প্রথম সচিত্র পত্রিকা—পাক্ষিক অরুণোদয়—১৮৪৬ অব্দ।" পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ (১০০৪), ২য় সংখ্যায় বঙ্গীয় সংবাদপত্রের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দুইখানি "অরুণোদয়"র উল্লেখ আছে—এক বর্ণিত লালবিহারী দে-সম্পাদিত, অপর পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। সত্বেতঃ বিতীর্ণখানির সঙ্গে মিশনারীদের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

+ অবগত হইলাম যে, এইরূপ চেষ্টা যে কেবল আসামেই পাবনীয় করিয়াছিলেন, তাহা নহে, বঙ্গদেশেও বাঙ্গালা ভাষাটা এই রীতিতে লিখিবার লজ্জা উদ্ভূত হইয়াছিল—বাইবেলের এক বঙ্গানুবাদ দাকি এতাদৃশী রীতিতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।



বিলাসিনী-প্রবর্তক ৮শ্রীমন্তদেব গোস্বামী, ৮হেমচন্দ্র বক্রা, ৮গুণাতিরাম বক্রা প্রভৃতি বখন প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন; তখন এই বিপদ কাটিয়া গেল—উচ্চারণ বেরূপই হউক না কেন, বানান সংস্কৃতানুযায়ী হইতে লাগিল। তথাপি অরূপোদয়ের স্মরণ কাল আসামে একমাত্র ‘সংবাদপত্র’রূপে প্রচারিত হওয়াতে এবং পাদরী জনসনের সেই অভিধানখানি বহুকাল পর্যন্ত একমাত্র মুদ্রিত অসমীয়া অভিধানরূপে প্রচলিত থাকাতে সাধারণের মধ্যে বানানবিষয়ক আভাবিক অনবধান কিয়ৎপরিমাণে যে বর্ধিত না হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

‘অরূপোদয়ে’ কথোপকথনের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আজকাল অসমীয়া লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তক ও পত্রিকাদিতে বেরূপ অপরের ছর্বোধ্য বক্রা কথা ও বাগ্‌ধারা (ইভিডন্স) চালাইতেছেন, বিশেষাঙ্গত মিশনারীগণ তেমনটা পারেন নাই। তাই বানান-পদ্ধতি অপকৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের মনো আদর্য অম্মায়াসেই বুঝিতে পারি। তাঁহারা অপর একটি বিষয়েও সাবধান ছিলেন—‘তবর্ণ’ ও ‘টবর্ণে’ তাঁহারা তেমন গোল বাধান নাই—যেমন অসমীয়াগণের মধ্যে অনেকে করিয়া থাকেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সাহেবেরা স্বয়ং তবর্ণ ও টবর্ণ মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করিতে স্বভাবতঃই অক্ষম বলিয়া এ বিষয়ে বশেষতঃ সতর্ক ছিলেন এবং অরূপোদয়ের পরিচালকগণ প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই ‘ভার্গাকুলাধ’ শিক্ষা করিয়া আসাতেও বোধ হয়, দৃষ্ট্য মুর্খিত প্রভেদ করিতে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

অরূপোদয়ের প্রথম আট বৎসরের অসম্পূর্ণ কতিপয় সংখ্যা আমরা পড়িবার সুবিধা পাইয়াছি—তাহা হইতে কয়েকটি সংবাদ এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে; সংবাদগুলি সমস্তই বাঙ্গালার সংবাদপত্র ও পত্রিকা-বিষয়ক। ইহাতে এক দিকে যেমন অরূপোদয়ের বানান ও ভাষার নমুনা দেখা যাইবে, অপর দিকে বঙ্গীয় পত্র-পত্রিকারও কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

অরূপোদয়—জুলাই ১৮৫৬

“শ্রী৮বাবু ব্রজনাথ সর্বকাষে কলিকাতা নগরত বাজদর্শক নামেবে এখন নতুন সমাদপত্র চাপিবলৈ আৰম্ভন করিচে।” (চ=ছ) “বঙ্গালত থকা কোনো কোনো বঙ্গালি গিন্নানি (জানী) লোকে ত্রি ইনকোয়াবেব নামেবে এখন নতুন সমাচাবদর্পণ চাপিবলৈ ধরিচে।” (সমাচার-দর্পণ সংবাদপত্রের প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বোধ হয়, অস্ত্যতঃ মিশনারী-সমাজে )

অরূপোদয়—আগষ্ট ১৮৫৬

“কলিকতাত কোনো বঙ্গালি বাবুবিলাকে প্রসাদ পূর্বান নামে এক নতুন সমাচাবদর্পণ চাপিবলৈ ধরিচে।” (‘প্রসাদপূর্বান’ নামটি, কোনও জুল না থাকিলে, উড়ট বটে )

\* ‘ত্রি’ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাদরী মহোদয়েরা অনুগ্রহপূর্বক অসমীয়াভাষাকে ‘ত্রি’হীন করেন নাই। এইট সম্ভবতঃ নামের আন্তে আরম্ভ বসাইতে হয় বলিয়া বিশেষতঃ রক্ষিত হইয়াছিল। ( ) মধ্যে সমস্তগুলি লেখকের নিজস্ব।

‘কলিকতা নগরত এক জুগাত দিগিতা ভাস্কৰ নামেৰে ইংৰাজি বজালি হিন্দী কাৰচি আৰু আৰবি এই পাঁচ ভাষাৰে এক সমাচাৰপত্ৰ নাজিবউদ্দীন নামেৰে এক মৌলবিএ মেই মাহত (=মে মাসে) প্ৰথম নম্বৰ চাপিছিল কিন্তু এতিয়া (=এখন) চলাব নোআৰা (না পারা) হেতুকে চাপিবলৈ এবিলে (=হাড়িলেন)।’ (এই ‘জুগাতদীপিতা’ৰে কি, বুঝা গেল না—কোনও আৱৰণী পাৱসী শব্দও হইতে পাৰে। সংস্কৃত “যুগপৎ দীপয়িতা” হইবে কি? তাহা হইলে মৌলবী সাহেবৰ বাহাজুৰী খুই বুলিতে হইবে।)

অৰুণোদয়—মে ১৮৫১

“কলিকতা আদি বজাল দেশত চলোআ বজালি ভাষাৰ সমাচাৰপত্ৰ বিলাকৰ নাম।

দিনে পত্ৰ চাপা কৰা পত্ৰ (=দৈনিক)

নাম	ঠাই	বচৰে কত দৰ (বাৰ্ষিক মূল্য)
১। প্ৰভাকৰ	সিমলা	১২১
২। পূৰ্ণচন্দ্ৰোদই	আম্ৰাতলা	১২১
	সপ্তাহত তিনি বেৰি (তিন বাৰ) চাপা।	
১। ভাস্কৰ	সোভাৰাজাব	১২১
২। বসসাগৰ	চোৰিবাগান	৭
	সপ্তাহত দুইবাৰ চাপা	
১। চন্দ্ৰিকা	আবপুলি	১২১
২। বসৰাজ	সোভাৰাজাব	৬
৩। সজ্ঞনবজ্ঞন (সজ্ঞনবজ্ঞন)	সিমলা	৩
৪। গ্যানপ্ৰদানি		
(=জ্ঞানপ্ৰদানিনী)	বৰ্ধমান	৩
	সপ্তাহত এবেলি (=একবাৰ) চাপা	
১। সাধুবজ্ঞন	সিমলা	৩
২। সুধাংশু	কলিকতা	১
৩। পৰ্বণমেষ্ট গেজেট্.	শ্ৰিৰামপুৰ	১২১
৪। সত্যপ্ৰদীপ	শ্ৰিৰামপুৰ	৬
৫। সংবাদবৰ্ধমান	বৰ্ধমান	৬
৬। চন্দ্ৰোদই	বৰ্ধমান	৬
৭। বাৰ্তাবহ	বৰপুৰ	৬
	মাহত দুবেলি চাপা। (পাক্ষিক)	
১। নিত্যধৰ্ম্মাঙ্গবজিকা	পাতৰিয়াঘাট	৩
	মাহে মাহে চাপা	
১। তত্ত্ববোধিনি পত্ৰিকা	জোৰাসাঁক	১২১
২। কোস্ত তকিবন	সোভাৰাজাব	১২১
৩। উপদেশক	চেকুলাৰ বোদ	১১০
৪। সত্যান্বন	মিৰ্জাপুৰ	১০০
৫। সৰ্বশুভকাৰি	বোৰাজাব	৩

এই অরুণোদয়ের মূল্য বার্ষিক এক টাকা ছিল। সুদূর আগামে থাকিয়া সচিব মাসিক পত্র সর্কাপেক্ষা সুলভ মূল্যে প্রচার করা মিশনারীগণের খুবই প্রশংসার কথা।

অরুণোদয়ের প্রবর্তন খ্রীষ্টীয় ধর্মোপদেশ প্রচার কর্নেই মুখ্যতঃ হইলেও, ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ক উপদেশ প্রবন্ধ থাকিত—চিত্রগুলিও বেশ হৃদয় হইত। আসাম বুরঞ্জির (আহোম ভাষায় লিখিত পুস্তক হইতে) অসমীয়া অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আহোম, কাছাড়ী প্রভৃতি রাজগণের মুদ্রার চিত্রও ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ফলতঃ পাঠরী সাহেবেরা পত্রখানিকে সাধারণের হৃদয়াকর্ষক ও নানাবিষয়ে শিক্ষাপ্রদ করিতে বেষ্টে যত্ন করিয়াছিলেন।

তবে তাঁহারা ভুল-ভ্রান্তির অধীন ছিলেন না—এ কথা বলিতে পারি না। দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা সমর্থন করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারকালে ইহারা লিখিয়াছিলেন,—“তেওঁ সকল ব্রাহ্মণতটক জাতিত অতি উত্তম।” এবং তাম্রমহলের চিত্রের নীচে পরিচয়স্থলে লিখিয়াছিলেন,—“নুরজেহান মহারাগির ভৈরামের মঠ—The Taj-mahal or Tomb of Nurjehan।” \*

২। আসামবিলাসিনী—অরুণোদয়ের ২৮ বৎসর পরে আগামের এই দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকার প্রকাশ হয়। পর্যায়ে দ্বিতীয় হইলেও আসামবাসী কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকার মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথম। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবদের মঠকে ‘আখড়া’ বলে, আসামে ঐগুলিকে ‘সত্র’ বলে। শিবসাগর জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থ ‘মাজুলি’ নামক বীপে আসামের প্রধান প্রধান কয়েকটি সত্র স্থাপিত আছে—তন্মধ্যে আউনিআটি সত্র সর্বপ্রধান। এই সত্রের ভূতপূর্ব অধিকারী মহাশয় ৮ খ্রীষ্টাব্দে গোঁস্বামী মহোদয় অতীব বিভোৎসাহী, ধর্ম-পরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নিজ জেলাস্থিত মিশনারীগণের দ্বারা ‘অরুণোদয়’ প্রচার ব্যাপদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হইতেছে দেখিয়াই তিনি আধ্যাত্মনীতি প্রচার-কল্পে তদীয় সত্রে একটি প্রেস আনিয়া তাহার নাম ‘ধর্মপ্রকাশ যন্ত্র’ প্রদানপূর্বক এই ‘আসাম-বিলাসিনী’ পত্রিকার প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, ইহাও অসমীয়া ভাষায়ই লিখিত হইত—তবে সংস্কৃতভজ গোঁস্বামী মহাশয়ের পত্রিকার বর্ণবিভাগ-নীতি ও ভাবাব্যবহার সংস্কৃতভাষায়ীই ছিল। পত্রিকাখানি ‘মাসিক’ ছিল, এ কথা বলিয়াছি; কিন্তু ইদানীং প্রবর্তিত নবপর্যায়ে ‘আসাম-বিলাসিনী’র প্রথম সংখ্যায় ‘আত্ম-কথা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে,—“আজ বহুদিনব আগেয়ে আউনিআটি সত্রব ধর্মপ্রকাশ ছাপাখানাবপরা আসাম-বিলাসিনী নামেবে এখনি গাদিনিয়া বাতবিকাগত (=সাপ্তাহিক সংবাদপত্র) চলা বহুতব মনত আছে।” ইহাতে বোধ হয়, ইহা বিলুপ্ত হইবার পূর্বে কিয়দ্দিন সাপ্তাহিক ভাবে প্রচারিত হইত।†

\* প্রবন্ধ বা চিত্রের নাম অসমীয়া ভাষাতে লিখিয়া নিজে ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইত। আজকাল সুলপাঠ্য পুস্তকগুলিতে এতদ্রূপ বি-লিঙ্গুয়াল (bi-lingual) নিরোপাধি দেখা যাইতেছে।

† এ বিষয়ে তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া আসামবিলাসিনীর বর্তমান সম্পাদক মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলাম,

“ভাষ্য” প্রভৃতি বহুইয় অনেক প্রাচীন পত্রিকার শিরোনামে সংযুক্ত শ্লোক দ্বারা উহার পরিচয় প্রদান করা হইত। এতদনুসারে আসাম-বিলাসিনীরও শিরোনামে বৃত্তান্তস আকারের একটি শিল্পের ভিত্তিতে পত্রিকার নাম সহ নিম্নলিখিত ছইটি শ্লোক পরিদৃষ্ট হইত,—

বা শ্রীমঙ্গলদীপসমুৎপন্নালকারসমুদ্বিগী  
বার্তাব্রাতবিকাশিনী জনমনঃ শব্দংস্থধাবিগী ।  
নানানুধ্যানসুভাষিণী গুণবতী শ্বেবাং শুভাষেবিগী  
সৈবাসামবিলাসিনী বিলসতি শ্রীদত্তছন্তোবিগী ॥  
সম্বাদসম্বোধকুবাং জনানামাধ্যায়িকারাক কৃতস্মৃণাণাম্ ।  
ভোমার সমুত্তবতাক পুংসাং ভুবাং সদাসামবিলাসিনীরম্ ॥

এতৎসহ ঐ শিল্পমোহুরের অতিকৃতি প্রদত্ত হইল।



উত্তর পাই নাই। আসাম প্রভুতবজ্র হস্তধর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, ইহা ‘সাপ্তাহিক’ হইবার একটা কথা হইরাছিল বটে, কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় নাই। এ হলে বলা আবশ্যক যে, আসামের ইতিহাস-লেখক মহাশয় শ্বেইট সাহেব ১৮৯৭ খঃ অব্দে “Report on the Progress of Historical Researches in Assam” নামে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেন—তাহার পরিশিষ্টরূপে (Appendix D), A short account of the rise and progress of journalism in the Assam Valley শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রাপ্ত। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক লিখিত হইয়া মুদ্রিত হয়। ইহা যদিও অতীত সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র, তথাপি ১৮৯৫ অব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকাগুলির বিবরণ সংকলনে ইহা হইতে আমরা বহু সাহায্য লাভ করিয়াছি।

আসাম-বিলাসিনী ১৮৭১ অব্দ হইতে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। পৃষ্ঠপোষক মহাত্মা শ্রীদত্তদেব গোস্বামী লোক-শিক্ষার্থে কেবল যে পত্রিকা প্রচারই করিয়াছিলেন, এমন নহে; তিনি নাটকাদিও রচনা করিয়া সাধারণে উপদেশ প্রচারার্থে অভিনয় করাইতেন। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত নাটক লিখিয়া তিনি প্রাকৃতের পরিবর্তে বঙ্গভাষার ব্যবহার করিতেন—ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার সমাদরের ভাবই প্রকাশ পাইত।\*

৩। আসামমিহির—ইহা ‘আসাম-বিলাসিনী’র এক বৎসর পরে ১৮৭২ অব্দে প্রকাশিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আসামের আফিসে ও স্কুলে বঙ্গভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল। আফিস আদালতে এবং বিদ্যালয়াদিতে বহু বাঙ্গালী কাজকর্ম করিতেন—ইহারা বঙ্গভাষার চর্চা করিলেও এ পর্যন্ত পত্রিকা প্রচার দ্বারা ভাষার প্রচার সাধনে কোনও প্রযত্ন করেন নাই। বাহা হউক, অবশেষে ১৮৭২ অব্দে—যে বৎসরে সার জর্জ ক্যাথেন আসামের আইন আদালতে ও প্রাইমারি স্কুলগুলিতে অসমীয়া ভাষার প্রবর্তন করেন—গোহাটির উচ্চপদস্থ শিক্ষিত বাঙ্গালী মিলিত হইয়া বঙ্গভাষায় এই পত্রিকা প্রচার করেন। এই সকল বাঙ্গালীর মধ্যে আসামের সুপ্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী ও তদানীন্তন গোহাটি কলেজের অধ্যক্ষ বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দাস অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গালীর চিরস্বপ্ন কামরূপ—বড়পেটানিবাসী শ্রীযুক্ত চিদানন্দ; চৌধুরী (অধুনা রায়সাহেব) একটি ছাপাখানা নিজ নামে সংস্থাপিত করেন—তিনিই এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হন। ইহাই আসামের সর্বপ্রথম “সাপ্তাহিক পত্রিকা”। মহা সমারোহে পত্রিকাখানি পরিচালিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে বাবু বৃন্দনাথ চক্রবর্তী নামক জনৈক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে বেতনগ্রাহী সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া আনা হইয়াছিল। কিছু দিন পরে ইহাতে ইংরেজী প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে লাগিল; এই বিষয়েও আসামে এই পত্রিকাই সর্বপ্রথম বৈভাবিকী পত্রিকা। কিন্তু ব্যয়ের অনুরূপ আয় না হওয়াতে এবং সম্পাদক অন্তত চলিয়া যাওয়াতে পত্রিকাখানি দ্বিতীয় বর্ষেই বন্ধ হইয়া যায়। আসামে রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনাও এই বাঙ্গালা পত্রিকাখানিতেই সর্বপ্রথম হইয়াছিল। এই সকল কারণে ইহা এখনও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।†

\* বাহারা স্বর্গীয় শ্রীদত্তদেব গোস্বামী সম্বন্ধে সন্নিবেশ জানিতে বাসনা করেন, তাঁহার বর্তমান প্রবন্ধকারের লিখিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র “প্রতিভা” পত্রিকার ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ—১৩২০) প্রকাশিত “গোসাই ও ভক্ত” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

† এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবার সময়ে গোহাটি নগরে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে উৎসাহ-স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ একটি বিষয় এ স্থলেই উল্লেখযোগ্য। অভয়াশঙ্কর গুহ নামক একটি বাঙ্গালী যুবক তখন হাই স্কুলে পড়িতেন; এ ছাত্রটির সহয়ে এত দূর উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছিল যে, ষয়ং অন্ধর তৈয়ার করিয়া রুক খুঁজিয়া স্বহস্তে এক অতি সুস্বাদু সচিত্র পত্রিকা ছাপাইয়া তাহা ষয়ং বিলি করিতেন—এটিটার পারিশ্রম্য নিজেই সম্বত ছিলেন। পত্রিকাখানির নাম কেহ বলিতে পারে না—করেক সংখ্যা মাত্র চলিয়াছিল। এই যুবক পরিশেষে ‘আসাম নিউস’ পত্রের সহকারী সম্পাদক হন—কিন্তু সরকারী কার্যে আবৃষ্ট হইয়া চলিয়া যান—তাহাতেও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর পর্যন্ত হইয়া গিয়াছেন।

৪। আসামদর্পণ—দয়ং জেলার অধিবাসী জনৈক ভক্তলোক কর্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৭৪ অব্দে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার কোনও ছাপাখানায় ইহা মুদ্রিত হইত এবং তেজপুর হইতে প্রকাশিত হইত। তখন কলিকাতা হইতে তেজপুর আসিতে ষীমারেও প্রায় তিন সপ্তাহ লাগিত।\* এতদবস্থায় পত্রিকা আর কয় দিন চলে? ফলতঃ কয়েক মাসের মধ্যেই ইহার বিলোপ ঘটিল। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত অরুণোদয় প্রভৃতি আসামের পত্রিকা আসামেই মুদ্রিত হইত। কলিকাতা হইতে ছাপাইয়া আনিয়া পত্রিকা-প্রকাশের ব্যবস্থা এই “আসাম-দর্পণে”ই সর্বপ্রথম দেখা গেল।

৫। গোয়ালপাড়া-হিতৈষিনী—এখানিও বাদালা ভাবার সাপ্তাহিক পত্র—গোয়ালপাড়া হইতে ১৮৭৬ অব্দে প্রকাশিত হয়। বশোহরনিবাসী শ্রীযুক্ত গদাচরণ সেন ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা প্রথমতঃ বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে উৎসাহাভাবে ১৮৭৮ অব্দে বিলুপ্ত হইয়া যায়। গোয়ালপাড়া জেলা জমিদার-বহুল স্থান এবং তদ্ব্যতীত দুই একজন বিজ্ঞানসাহী বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এ জেলায় একখানি সাময়িক পত্রও চলিতেছে না।

৬। চন্দ্রোদয়—পাদ্রিদের “অরুণোদয়ে”র দেখাদেখি সম্ভবতঃ এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানির নামকরণ হইয়াছিল। নোগাঁ জেলার দিহলীয়া গৌসাই কর্তৃক ইহা ১৮৭৬ অব্দে প্রবর্তিত হয়। গৌহাটীর চিদানন্দ প্রেসে ইহা মুদ্রিত হইত। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা অল্প ছিল—গৌসাই আপন শিষ্য-শাখার মধ্যে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা প্রদানার্থ ইহার প্রচার করেন। অল্পকাল মধ্যেই ইহা উঠিয়া যায়।

৭। আসামদীপিকা—ইহাও অসমীয়া মাসিক পত্র—১৮৭৬ অব্দে আউনিআটি সম্বন্ধিত ধর্ম্মপ্রকাশ ব্রহ্ম হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এক বৎসরকাল মাত্র ইহা চলিয়াছিল।

৮। আসাম নিউজ্ ( = নিউজ )—ইংরেজী ও অসমীয়া ভাষায় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি গৌহাটী হইতে ১৮৮২ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। আসামের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ—

\* অরুণোদয় পত্রিকার ১৮৭৭ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় “কলিকাতার পরা গুআহাটীলৈ ভাপর নাও ( বাপীর তরী ) অহা জোয়ার ( আসা বাওয়ার ) কথা” শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ঐ বৎসর একখানি জাহাজ আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখে কলিকাতা ছাড়িয়া গৌহাটীতে ২৯ তারিখে পৌঁছিয়াছিল, অর্থাৎ ইহার ১৭ দিন লাগিয়াছিল। তেজপুরে ষীমার বাইত বলিয়া কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। গেলে আরও তিন চারি দিন লাগিবারই কথা।

+ ইতঃপূর্বে উল্লেখিত গেইট সাহেবের রিপোর্টের পরিশিষ্টে যে পত্রিকা-বিবরণী আছে, তাহাতে গোয়ালপাড়া-হিতৈষিনীর পূর্বে দুইখানি অসমীয়া পত্রিকার উল্লেখ আছে—কিন্তু নাম নাই। ঐ উভয়খানি নোগাঁ জেলা হইতে ১৮৭৫-৭৬ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তদানীন্তন আসাম এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে ইহাদের উল্লেখ দেখিয়াই বোধ হয়, ঐ বিবরণীতে উল্লেখিত হয়। একখানি সাহিত্য-বিজ্ঞানবিষয়ক, অপরখানি ধর্ম্মবিষয়ক ছিল। উভয় পত্রিকাই সম্ভবতঃ মাসিক ছিল এবং কলিকাতা হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিত।

স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বক্রয়া, ৮মাসিকচন্দ্র বক্রয়া প্রভৃতি সকলেই ইহার পৃষ্ঠপোষক হইরাছিলেন এবং খুব আড়ম্বর সহকারে পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা কিঞ্চিদূর হাজারে উঠিয়াছিল—এত গ্রাহক এ বাবৎ এতদঞ্চলের কোনও সংবাদপত্রের হয় নাই। কিন্তু পত্রিকাখানি ১৮৮৫ অব্দের মধ্যভাগে উঠিয়া যায়। ‘আসাম নিউস’ রাজাশ্রী উত্তরেরই নিকটে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল—কিন্তু সম্পাদকীয় ভার বাহাদুরের হস্তে ছিল, তাহাদের কেহ কেহ স্থানান্তরে ও কার্যান্তরে চলিয়া যাওয়ার এই অতি হিতকরী পত্রিকা অকালে বন্ধ হইয়া যায়।

২। আসাম-বন্ধু—আসামের সুসন্ধান স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাণ বক্রয়া বাহাদুর কর্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৮৫ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কলিকাতার মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। গুণাভিরাণ বাহাদুর আসামের ইতিহাস প্রণয়ন ব্যাপদেশে দেশের অতীত কাহিনীতে অশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন—এই পক্ষে তাহার সেই অভিজ্ঞতার কল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় বর্ষেই পত্রিকা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

১০। মো’ (=মধু)\*—গৌহাটি শহরবাসী শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ বড়া ১৮৮৬ অব্দে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত করেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজিকিউটিব এজিনিয়ার শ্রীযুক্ত বলিনারায়ণ বড়া (সুপ্রসিদ্ধ ৮৯মেশচন্দ্র মস্তের জামাতা) ইহার প্রকাশকল্পে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। ইহাও কলিকাতার মুদ্রিত হইত। এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি কিয়ৎকাল স্থায়ী হইবে বলিয়াই আশা করা গিয়াছিল—কিন্তু চারি মাসকাল মাত্র চলিয়াই ইহা বন্ধ হইয়া যায়। এই পত্রিকার নামকরণ হইতে আমরা একটি বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এ বাবৎ অসমীয়া-পত্রিকা-প্রকাশকগণ পত্রিকাগুলির বখাসম্ভব সংস্কৃত নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আসামের নব্য যুবকগণ সংস্কৃত শব্দের অসমীয়া প্রাকৃত পত্রিকার নামে প্রবর্তিত করিতে লাগিলেন—‘মো’ তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত। শ্রীযুক্ত, হেমচন্দ্র গুণাভিরাণের সংস্কৃতভাষাশ্রমী তাবাও এই উদীয়মান লেখকবর্গের অমুসরণীয় রহিল না।

১১। আসামভার্য—এই অসমীয়া মাসিক পত্র আউনিআটি সম্বন্ধিত ধর্মপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১৮৮৮ অব্দে প্রকাশিত হয়। শ্রীধরচন্দ্র বক্রয়া নামক জনৈক ধর্মপ্রচারক ব্যক্তি ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রধানতঃ আধ্য-ধর্ম ও নীতিবিষয়ক প্রবন্ধাবলীই ইহাতে থাকিত। কিন্তু সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ও উপেক্ষিত হইত না। সম্পাদক শ্রীধরচন্দ্র তীর্থপর্যটনে চলিয়া যাওয়াতে ১৮৯০ অব্দে ইহা লুপ্ত হইয়া যায়।

\* মো’ যে ‘মধু’, তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিবেন—বাঙ্গালার ‘মো-মাছি’ শব্দে ইহার প্রচার আছে। কিন্তু পত্রিকার কর্তৃপক্ষীয়গণ ‘মো’ শব্দ দ্বারা “মো-মাছি”ই বুঝাইয়াছিলেন—কেন না, নামের দ্বারা ইংরাজী প্রতিপদ ‘Bee’ লেখা ছিল, বলিয়া জানিতে পারিলাম।

১২। লবাবু—৮২র গুণাভিরাং বরুণা বাহাদুরের 'আসামবন্ধু' পত্রিকার অঙ্করণে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যোদ্ধেশ্বরী যুবক করুণাভিরাং বরুণা এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে ১৮৮৮ অব্দে প্রচার করেন। ইহার দুই সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিতাপের বিষয় যে, তরুণবয়স্ক সম্পাদক স্বীয় পত্রিকাখানির জায় অকালে হানবলীলা সংবরণ করিতে আসামের সাহিত্যাকাশ হইতে একটি উদীয়মান জ্যোতিষ্ক অসময়ে অন্তৰ্হিত হইয়া গেল। আসামের বাহিরে থাকিয়া অসমীয়া পত্রিকা সম্পাদনপূর্বক প্রকাশিত করার ইহাই প্রথম চেষ্টা বলিয়া ও এই স্বল্পজীবী পত্রিকাখানি উল্লেখযোগ্য।

১৩। জোনাকী (=জ্যোৎস্না)—কলিকাতাহু অসমীয়া ছাত্রগণ কর্তৃক ১৮৮৯ অব্দে এই অসমীয়া মাসিক পত্র প্রবর্তিত হয়। 'জোনাকী' আসামীর সাহিত্য-গগন প্রায় দশ বৎসর-কাল আলোকিত করিয়া স্বীয় নাম সার্থক করিয়াছিল। পত্রিকার লেখকগণ নব্য যুবক হইলেও বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন—তাঁহাদের দ্বারা ই বর্তমান অসমীয়া ভাষার শ্রোতাঃ কোন্‌ খাতে প্রবাহিত হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। জনসাধারণ যে ভাষার কথা বলে, তাহাই সাহিত্যে চালাইতে কৃতসংকল্প হইয়া, ইহারা প্রাচীন কাব্যরূপী ভাষার অথবা হেমচন্দ্র গুণাভিরাংয়ের ভাষার অনুসরণ না করিয়া অসমীয়া ভাষাকে এমন এক আকার প্রদান করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত চূর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। সে বাহ্য চটক, নব্য লেখকগণ মাতৃভাষার সর্ববিধ অভাব ক্ষেচনার্থে কৃতসংকল্প হইয়া 'জোনাকী' অবলম্বনে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তুরি তুরি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন—অনেক মনোহর কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইদানীং বিভাগ-পাঠ্য কোনও সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলন করিতে হইলে প্রায়শঃ এই 'জোনাকী' হইতে গদ্য-পদ্য নানাবিধ প্রবন্ধ নির্দ্ধাচিত হইতে দেখা যায়। জোনাকীর যে সকল উৎসাহী লেখক তখন ছাত্ররূপে পরিগণিত ছিলেন, আজকাল তাঁহাদের অনেকেই—বা, শ্রীবৃদ্ধ সত্যনাথ বরা, শ্রীবৃদ্ধ হেমচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীবৃদ্ধ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুণা প্রভৃতি—অসমীয়া সাহিত্যের অতিভাবকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন—ইহাও জোনাকীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

১৪। বিজুলী (=বিজ্ঞান)—জোনাকী প্রবর্তনের পর বৎসরেই ১৮৯০ অব্দে কলিকাতাহু অসমীয়া ছাত্রগণ আরও একখানি মাসিক পত্রিকার আবিস্কৃতি অকৃত্যব করিলেন—তখন 'বিজুলী' নাম দিয়া জোনাকীর সহযোগিনী অসমীয়া পত্রিকা প্রচারিত হইল। ইহাও জোনাকীর রীতিতেই চলিতেছিল। কিন্তু কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর চলিবার পরে যখন উৎসাহী যুবকগণের অমেকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রদেশে প্রত্যাগন্তনপূর্বক সংসারক্ষেত্রে প্রবীষ্ট হইলেন, তখন দুইখানি পত্রিকা কলিকাতায় চলা কঠিন হইয়া পড়িল। তাই সম্ভবতঃ 'জোনাকী'খানিকেই অব্যাহত রাখিয়া 'বিজুলী' তুলিয়া দিতে হইল।

১৫। আসাম—'আসাম নিউন্' বিলুপ্ত হইবার পরে এই অকালে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের অভাব অকৃত্যব হইতেছিল। আসামের রাজনীতিক নেতৃবর্গের প্রধান, স্বনামধন্য



স্বর্গীয় বাণিকচন্দ্র বক্রা এবং শিক্ষাবিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত স্বধর্মপরিচয় ও স্বদেশবৎসল স্বর্গীয় কালীরাম বক্রা এই ‘আসাম’ নামধের সাপ্তাহিক পত্র ১৮৯৪ অব্দে প্রবর্তিত করেন। ইহাতে ইংরেজী ও অসমীয়া উভয় ভাষার প্রবন্ধ থাকিত—বাণিকচন্দ্র বক্রা মহোদয় ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতেন। কিরদিন বেশ গৌরবের সহিত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল—রাজপুরুষেরা ইহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। ১৮৯৭ অব্দের প্রবল ভূকম্পনের পরে কামরূপ অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত এবং আরও নানা কারণে ক্রমশঃ পত্রিকার অবস্থাও খারাপ হইতে লাগিল। তথাপি বহু ক্ষতি সহ করিয়া স্বর্গীয় কালীরাম বক্রা মহোদয় ১৯০১ অব্দ পর্যন্ত পত্রিকাখানি চালাইয়াছিলেন। তৎপর ঞ্চদ্বায়ে পত্রিকা ও প্রেস উভয়েরই ক্রমশঃ বিলোপ ঘটিল।

১৬। টাইম্‌স্ অব্ আসাম (Times of Assam)—এ পর্যন্ত আসাম অঞ্চলে বৈভাবিকী দুই একখানি পত্রিকা চলিলেও সম্পূর্ণ ইংরেজীতে লিখিত পত্রিকা ছিল না। এই টাইম্‌স্ অব্ আসাম সেই অভাব পূরণ করিয়াছিল। ১৮৯৫ অব্দে ডিব্রুগড়নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ চাংকাকতি নামক জনৈক অশিক্ষিত যুবক কর্তৃক এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখন পর্যন্তও ডিব্রুগড় হইতে তদীয় সম্পাদকতার ইহা বেশ অতিপত্তি সহকারেই চলিতেছে। ইতোমধ্যে একাধিক পত্রিকা ডিব্রুগড়েই উদ্ভূত হইয়া বিলম্বপ্রাপ্ত হইয়াছে—কিন্তু চাংকাকতি মহাশয়ের বিশেষ গৌরবের কথা যে, অবিচলিত ভাবে এই পত্রিকা এ বাবৎ সম্পাদিত হইতেছে। ইহা যে কেবল শিক্ষিত অসমীয়াগণের মুখপত্র, এরূপ নহে—এতদঞ্চলের চা-কর সাহেবগণও ইহাকে নিজের জিনিষ মনে করিয়া পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন—ইহা পত্রিকা-পরিচালকের স্বদক্ষতার বিশেষ পরিচায়ক।

১৭। আসাম বন্তি (= বাতি = প্রদীপ )—বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত আসামের এই-খানিই প্রথম পত্রিকা। ১৯০১ অব্দে তেজপুর শহর হইতে অসমীয়া ও ইংরেজীতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত মধুরামোহন বক্রা। কিন্তু কিরদিন পরেই ইহার সম্পাদকীয় কার্য আসামের প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বক্রা গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে পত্রিকাখানি কেবল অসমীয়াতেই লিখিত হইত। কিন্তু অল্প দিন হইল, ইহা পুনশ্চ বৈভাবিকী হইয়াছে এবং সাপ্তাহিকের পরিবর্তে “পাক্ষিক” হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ইহাই সর্বপ্রথম “পাক্ষিক” পত্র।

১৮। বিজুলী—নূতন পর্যায়—১৮৯৪ শকের \* ( ১৯০২ খৃঃ অব্দের ) বৈশাখ হইতে ‘বিজুলী’ নবপর্যায় প্রবর্তিত হয়। পূর্বে তৃতীয় বৎসরে ‘বিজুলী’ বিলুপ্ত হওয়ার নব পর্যায়ের প্রথম সংখ্যা ৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যারূপে সংজ্ঞিত হইয়াছিল। তদানীং শিলং প্রবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ শর্মা বি এ ( অধুনা এম্ এ ) ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং পত্রিকা

\* আসামে শকাব্দাই প্রচলন অধিক—তবে সরকারী লেখাপড়ার আগে বাঙ্গালা সাল খুবই চলিত। এখন ইংরেজী অর্কেই কাজ চলে।

তেজপুর সেন্ট্রাল প্রেসে মুদ্রিত হইত। কয়েক সংখ্যা বাজ চলিয়া এই মৃতন পর্যায়ের বিকুলীও অদৃষ্ট হইয়া গেল।

১৯। জোনাকী—নব পর্যায়—ইহাও ১৯০২ অব্দে আখিন মাস হইতে প্রবর্তিত হইয়াছিল। এ বার গোহাটি শহর হইতে আসামের সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বরা বি এ, বি এল্ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ইহা প্রায় আড়াই বৎসর কাল চলিয়াছিল। শেষ বর্ষে প্রকাশের ভার অসমীয়া-ভাষা-উন্নতিসাধিনী সভার উপর অর্পিত হয়—কিন্তু সাধারণের উৎসাহভাবে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

২০। উষ্টার্ণ হেরাল্ড্ (Eastern Herald)—ডিব্রুগড় শহর হইতে ১৯০২ অব্দে টাইম্স্ অব্ আসাম পত্রের প্রতিদ্বন্দিতামূলে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। ভদ্রত্যা বাঙ্গালী উকিল শ্রীযুক্ত বশংবদ মিত্র এম্ এ, বি এল্ উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি এবং ডিব্রুগড়প্রবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার স্বাধিকারী ছিলেন। পত্রিকাখানি আন্দাজ আড়াই বৎসরকাল চলিয়াছিল।

২১। সিটিজেন (Citizen)—অতঃপর ১৯০৪ অব্দে সেই ডিব্রুগড় শহর হইতেই এই আর একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। ইহার সঙ্গে আসামপ্রবাসী বাঙ্গালীদের বনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল। আসামে ইংরেজ-শাসন প্রবর্তন অবধি হাকিম, কেরানী, উকীল, শিক্ষক, ব্যবসারী ইত্যাদিরূপে অনেক বাঙ্গালী এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জীবিকা উপার্জন করিতে-ছিলেন। বহু বাঙ্গালী এখানে এক প্রকার ঘরবাড়ী বাধিয়া দুই তিন পুরুষ বাবৎ বসতি করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে কাজকর্ম পাওয়া দিন দিনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতে-ছিল। অসমীয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপন জন্মভূমিতে চাকুরী পাওয়া সম্বন্ধে বোল আনারই দাবিদাওয়া করিতেছিলেন, অনেকটা এই নিমিত্তে তদানীং বাঙ্গালী ও অসমীয়ার মধ্যে মনোবালিন্য ঘটিতেছিল—যেমন এখনও বিহারে হইতেছে। বাহা হউক, বাঙ্গালীগণ নিজের স্বার্থসংরক্ষণকমে এই পত্রিকাখানির প্রবর্তন করেন। প্রসিদ্ধ “পাঞ্জাবী” পত্র-সম্পাদক যশোহরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং প্রসিদ্ধ বাবু বশংবদ মিত্র তাঁহার সহকারীর কার্য করেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী বোধ ভাবে এই পত্রিকা-পরিচালনের ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অর্থ সংগ্রহপূর্বক ‘আসাম প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোম্পানি’ সংস্থাপন করেন। পত্রিকাখানি বেশ সতেজে চলিয়াছিল। কিন্তু আর হইতে ব্যয় ফুলাইতে না পারায় সিটিজেন্ পত্রিকা ১৯০৬ অব্দে বন্ধ হইয়া যায়। তবে পত্রিকার জন্ম একেবারে নিফল হয় নাই—আসামে যে সকল বাঙ্গালী স্থায়ীভাবে ঘর বাধিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের রাজানুগ্রহ প্রাপ্তিবিষয়ে অধুনা অনেকটা স্মৃতিধা হইয়াছে।

২২। অড্‌ভোকেট অব্ আসাম (Advocate of Assam)—বস্তির প্রবর্তক শ্রীযুক্ত মধুসূদন বক্রা গোহাটিতে তদীয় নিজ আবাসবাটিকার আসিয়া ‘ভিক্টোরিয়া প্রেস’ সংস্থাপন পূর্বক এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রখানি ১৯০৫ অব্দে প্রচারিত করেন। বেশ দক্ষতা

সহকারে আড্ডোকেট চলিতেছিল। কিন্তু সম্পাদক বক্রা মহাশয় পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়াতে পত্রিকাখানির সমুহ ক্ষতি ঘটিল। তদবস্থায় মধ্যে মধ্যে বন্ধ থাকিয়া, কিয়ৎকাল অনিয়মিতরূপে চলিয়া ১৯১২ অব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

২০। আসাম ক্রনিক্ল—( Assam Chronicle ) ডিব্রুগড় হইতে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রখানি খ্রীষ্টীয় কৃষ্ণচন্দ্র বক্রা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।\* খ্রীষ্টের স্প্রিংক্স 'ক্রনিক্ল' পত্রের অনুকরণে সম্ভবতঃ ইহার নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু ছুংখের বিষয়, অন্ন কয়েক সংখ্যার পরেই ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

২১। দীপ্তি—বাহারা অরুণোদয় প্রচার করিয়াছিলেন, সেই আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন সম্প্রদায় কর্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৯০৫ অব্দে ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখান হইতে জুলাই ১৯০৫ হইতে ডিসেম্বর ১৯০৭ পর্যন্ত দীপ্তি প্রচারিত হয়। তৎপর ১৯০৮ অব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯১১ অব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত বোরহাট হইতে প্রকাশিত হয়। তারপর কিঞ্চিদধিক চারি বৎসরকাল বন্ধ থাকিয়া সম্প্রতি গৌহাটি হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে। বর্তমান বর্ষের সেপ্টেম্বর সংখ্যা "২য় বছর ৭ম সংখ্যা" হওয়াতে দেখা বাইতেছে, গৌহাটি হইতে প্রচারিত "দীপ্তি" নূতন পর্যায়রূপে পরিগণিত হইতেছে। এইখানিও অরুণোদয়ের ভায় 'সচিৎ্র' মাসিক। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অরুণোদয় আকারে বিশুণ ছিল এবং খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় কথা ছাড়া উহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত—তাই সাধারণ লোকেও আগ্রহ সহকারে তাহা নিত। কিন্তু 'দীপ্তি' খ্রীষ্টনীতি-বিষয়ক কথাতাই পূর্ণ থাকে; তাই সাধারণে ইহার ধবংস বন্ধ কেহ রাখে না। সম্প্রতি মিশনারীগণ বহু-পন্থ, হ্রস্বদীর্ঘ প্রভেদ স্বীকার করিয়া অসমীয়া ভাষা লিখিতেছেন—ইহা পরম সুখের বিষয়। 'দীপ্তি' কলিকাতা ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসে ছাপা হয়।

২৫। 'উষা'—জোনাকী ও বিজুলির নূতন উদ্ভবও যখন তিরোহিত হইল, তখন তেজপুর হইতে ১৯০৭ অব্দে উষার আবির্ভাব হইল। উষার সম্পাদক আসাম বস্তির রায় সাহেব খ্রীষ্টীয় পদ্মনাথ বক্রা মহাশয়। এই স্থানে ইহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক। ইনি শিক্ষাবিশাগে কাজ করিতেন; সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট হইতে লিটারেরি পেনশন প্রাপ্ত হইয়া অনন্তকর্মী হইয়া সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। বক্রা মহাশয় একাধারে কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধলেখক, বিভাগ-পাঠ্য পুস্তকপ্রণেতা এবং পত্রিকা-সম্পাদক। গবর্ণমেন্ট যখন আগ্রহে ব্যবস্থাপক-সভার প্রবর্তন করিলেন, তখন ইঁহাকে সভ্য মনোনীত করিয়া এবং তৎপক্ষাৎ ইঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধি দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিংবদন্তী অনুসারে পুরাণেতিহাস-প্রসিদ্ধ বাণরাজের রাজধানী এই তেজপুরেই ছিল ( অসমীয়া 'তেজ'

\* ইহা কোন্ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ বাৎসর অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারা যায় নাই। তাই ইষ্টাংগেরাড, সিটিলন, আড্ডোকেট, অব্ আসাম—এই সকল পত্রিকার সমশ্রেণীস্থ বলিয়া, ইহাদের পরেই এইখানি উল্লেখযোগ্য মনে করিলাম।

অর্থ 'শোণিত' ), তাই বক্রয়া মহাশয় তাঁহার পত্রিকাখানির নাম বাণরাজের কন্যা 'উষা'র নামে রাখিয়াছিলেন। 'উষা' আসামের নূতন যুগের পত্রিকাগুলির অগ্রদূতী হইয়া প্রকৃতই প্রভাতসূচিকা 'উষা' নাম সার্থক করিয়াছিল। ১৯০১ অব্দে কটন কলেজ সংস্থাপিত হইবার পর হইতে উচ্চশিক্ষার্থে আসামের বাণব্রহ্মের দূরদেশে বাইবার তেমন আবশ্যকতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল—তাই অসমীয়া-সমাজে এখন প্রচুর পরিমাণে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি দেখা বাইতেছে এবং তাঁহাদের অনেকেই মাতৃভাষার সেবার নিমিত্ত ব্রতবান্। এই সকল শিক্ষিত নব্য যুবকেরাই প্রধানতঃ উষার লেখক হইয়া দাঁড়াইলেন। 'জোনাকী' এবং 'বিজুলী'ও কলিকাতায় অবস্থিত নব্য যুবকগণের দ্বারা পরিচালিত হইত—কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্পগণিত ছিল—এখন অসমীয়া লেখক-সংখ্যা বেশ বাড়িয়াছে। "উষার" পরে ক্রমশঃ তিনখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে ইহার প্রভা শেষ করে বড়ই স্নান হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরিশেষে ইহা বর্তমান অব্দে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তথাপি যুগপ্রবর্তকরূপে ইহা দীর্ঘকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

২৬। বাঁহী ( = বংগী )—কলিকাতা হইতে ১৯০৯ সালে জাহ্নবায়ী মাস হইতে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজ-বক্রয়া বি এ কর্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রখানি সম্পাদিত হইতেছে। বেজ-বক্রয়া মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ীতে বিবাহ করিয়া ঐ স্থানেই উপনিবিষ্ট হইয়াছেন—তথাপি তাঁহার মাতৃভাষার সেবার নিমিত্তে প্রবল আগ্রহ বড়ই প্রশংসার্হ। অসমীয়া সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যেও পরিহাসের আলাপে বেশ একটা প্রবণতা দেখা যায়—লেখা-পড়া নিয়ন্তরের লোকমধ্যে প্রচলিত আলাপ-প্রলাপের ভাষা ব্যবহার হওয়াতে হান্ত-কৌতুকের রচনা এই ভাষায় স্বভাবতঃই খুব ক্ষুণ্ণিত লাভ করে। বেজবক্রয়া মহাশয় আবার ঠাকুরবাড়ীর সম্পর্কে আসিয়া ঐরূপ চটুলরস-রচনার বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বাঁহী তাই অসমীয়া সর্বসাধারণের, বিশেষতঃ নব্যগণের বড়ই আনন্দের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ অসমীয়া মাসিকপত্রগুলির মধ্যে 'আজকাল বাঁহীরই প্রসার সমধিক বলিয়া বোধ হয়। ব্যঙ্গচিত্র ( কার্টুন ) অসমীয়া পত্রিকায় বাঁহীতেই সর্বপ্রথম দেখা গিয়াছে।

২৭। আলোচনী—'বাঁহী'র কিছুকাল পরেই ডিব্রুগড় হইতে "আলোচনী" ১৯০৯ অব্দের শেষভাগে ( ১৮৩১ শকের কার্তিক মাসে ) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ চাংকাকতি। ডিব্রুগড়েই ইহা মুদ্রিত হইয়া থাকে। ইহাও 'সচিত্র' অসমীয়া মাসিক পত্রিকা। প্রকৃতবৃত্ত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ইহাতে আসামের শিলাগিপি-গুলি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতেছেন।

২৮। আসামবান্ধব—ইহা কামরূপনিবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পরিচালিত মাসিক অসমীয়া পত্রিকা। ১৯১০ অব্দ হইতে চলিতেছে। অসমীয়া ভাষার দুইটা ধারা আছে—এক উজানি অর্থাৎ উপর আসাম—শিবসাগর অঞ্চলের ভাষা ; অপর তাটি অর্থাৎ নিম্ন আসাম

—কামরূপ অঞ্চলের ভাষা। আসাম-রাজধানী শিবসাগরে থাকায় অসমীয়া-সমাজের পদ-পদার্পনসম্পন্ন প্রধান ব্যক্তিগণ ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন—তঁাহাদের ভাষাই এখন আদর্শ দাঁড়াইয়াছে—যেমন বাঙ্গালীদের পশ্চিমবঙ্গের অথবা বর্তমানে কলিকাতার ভাষা। পূর্ব-বঙ্গীয়গণ যেমন ‘বাঙ্গাল’ বলিয়া উপহাসিত হন, তেমন কামরূপ অঞ্চলের লোকেরাও ‘ঢেকেরী’ বলিয়া ঠাট্টার পাত্র হইয়া থাকেন। কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা যেমন শুনিতে অধিকতর মিষ্ট, শিবসাগরের ভাষাও তেমনি বড় মৌল্যেয়ম। অথচ পূর্ববঙ্গের ভাষা যেমন অধিক-তর সংস্কৃতমূলক—কামরূপের ভাষাও তেমনি—সংস্কৃত শব্দ-বহুল। বাহা হউক, ‘বাহী’ ও ‘আলোচনী’ উভয়ই অঞ্চলের অধিবাসী কর্তৃক সম্পাদিত পত্রিকা বলিয়া কামরূপবাসীরা তঁাহাদের নিজস্ব এই “আসামবান্ধব” প্রচারিত করিয়াছেন। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপাততঃ দলাদলির বিষয় প্রকটিত হইলেও পরিশেষে একটা আপোষ আপনা আপনিই হইয়া বাইবার কথা—হইতেছেও তাই; আমাদের বিশ্বাস, এখন ‘উজান’ ও ‘ভাটি’ উভয় অঞ্চলের লিখিত ভাষা প্রায় একরূপই হইয়া উঠিতেছে।

২৯। সন্মিলন—যখন অসমীয়া সাহিত্যে প্রাপ্তকল্প আন্দোলন অহুশীলন চলিতেছিল, তখন নোগাঁপ্রবাসী জনৈক বাঙ্গালী উকীল—শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু—“সন্মিলন” নামে একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র ১৯১০ অব্দে প্রচারিত করেন। তঁাহার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই ছিল যে, অসমীয়া ও বাঙ্গালীদের মধ্যে মিলন ঘটে। ঐ বৎসর জানুয়ারি মাসে গৌরীপুরে ঠিক ঐ উদ্দেশ্যেই উক্তবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। যে কারণেই পত্রিকার নামকরণ হউক না কেন, ইহা স্নান দিন মাত্র জীবিত ছিল—অতএব ইহাচার্য্য অভীষিত ফললাভ অতি অল্পই হইতে পারিয়াছে।

৩০। বিজয়া—কলিকাতায়ও এই নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি কলিকাতার ‘বিজয়া’র অল্প পূর্বে ১৯১১ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে (১৩১৮ বৈশাখ) গোয়ালপাড়া জেলায় কোনও জমিদারবংশীয় কুমার বিপ্র-নারায়ণ বি এ কর্তৃক খুবড়ী হইতে প্রবর্তিত হইয়াছিল। হুঃখের বিষয় যে, ইহা দ্বিতীয় বর্ষেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৩১৯ সালের পৌষ সংখ্যা পর্যন্ত পারিজাত প্রেসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কুমার বিপ্রনারায়ণ ‘বিজয়া’ নামে একটি প্রেস খুবড়ীতে সংস্থাপন করেন। কিন্তু ঐ প্রেসে পত্রিকা ছাপান ঘটে নাই।

৩১। বিশ্ববার্তা—ঢাকা হইতে পূর্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেন্ট-প্রদত্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষার “বিশ্ববার্তা” প্রকাশিত হয়। আসাম অঞ্চলের লোকসাধা-রণের উপকারার্থে ইহার একটি অসমীয়া সংস্করণেরও প্রয়োজন উপলব্ধ হওয়ার আসাম ও অসমীয়ার পরম স্নহৎ, আসাম উপত্যকার কমিশনার মাননীয় কর্ণেল গর্ডন বাহাদুরের বিশেষ উৎসাহে অসমীয়া “বিশ্ববার্তা” ঐ বৎসরেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীরাম দাস বি এ অসমীয়া সংস্করণের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঢাকা হইতেই ইহাও মুদ্রিত ও

প্রকাশিত হইত। ১৯১২ অব্দের এপ্রিল মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে আসাম পুনশ্চ বিযুক্ত হওয়াতে বিশ্ববার্তার এই অসমীয়া সংস্করণ সরকারী সাহায্যের অভাবে বন্ধ হইয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যেই পত্রিকাখানি অসমীয়া সাধারণের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ফলতঃ এখন অসমীয়া ভাষায় একখানি সুপরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রের অভাব অত্রত্য লোকসাধারণ বড়ই অনুভব করিতেছে।

৩২। আসাম হেরাল্ড ( The Assam Herald )—যিনি ইতঃপূর্বে ডিব্রুগড় হইতে আসাম ক্রনিকল্ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্র বক্রা মহাশয়ই ১৯১২ অব্দে নোগাঁ হইতে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি প্রবর্তিত করেন। কিন্তু উৎসাহ অভাবে অচির-কালমধ্যে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

৩৩। আৰ্য্যদর্পণ—এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি ১৩১৫ সালে বঙ্গদেশ হইতে প্রচারিত হয়। ইহা ধর্মবিষয়ক পত্রিকা—পরমহংস শ্রীযুক্ত নিগমানন্দ স্বামীজীর শিষ্যগণ কর্তৃক পরিচালিত। ১৩১৭ সালের কার্তিক সংখ্যা (৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়া, ইহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত বন্ধ হইয়া যায়। অন্তঃপর পরমহংসজী শিবসাগর ষোড়হাটের অন্তর্গত কোকিলাবুথের নিকটে একটি স্থানে শ্রীগোবিন্দ সেবাশ্রম সংস্থাপন করিলে তদীয় শিষ্যগণ ১৩১৯ সালের ( ১৯১২ খৃষ্টাব্দ ) শ্রাবণ মাস হইতে আৰ্য্যদর্পণ পুনঃ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। পত্রিকাখানি বেশ নিয়মিতরূপে চলিতেছে। ষোড়হাটদর্পণ প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়।

৩৪। আসাম-বিলাসিনী—নূতন পর্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে ৬ শ্রীযুক্ত দেবগোপালদাস আসামবিলাসিনীর নূতন পর্যায় বলা যাইতে পারে না। এখানি প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, বর্তমান ‘আসামবিলাসিনী’ সেই উদ্দেশ্য—ধর্মনীতির চর্চা—মুখ্যতঃ বঙ্গীয় রাখিয়া চলিতেছে না। ইহা একখানি অসমীয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র—সচরাচর এবংবিধ পত্রে বাহা থাকে, তাহাই, অর্থাৎ প্রধানতঃ রাজনীতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এই পত্রিকার করা হইতেছে। কেবল স্বর্গীয় গোপালদাস সেই শ্রোকব্রহ্ম-সম্বিত ‘সিদ্ধি’ শিরোনামে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯১৩ অব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ষোড়হাট হইতে ইহা প্রচারিত হইতেছে। সেই ‘ধর্মপ্রকাশ’ প্রেসেই মুদ্রিত হইতেছে, কিন্তু প্রেসও আউনি-আটি সজ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ষোড়হাটে আসিয়াছে।

৩৫। অকণ ( = খোকা )—অসমীয়া ভাষাতে এ বাবৎ একখানি শিশুপাঠ্য পত্রিকার অভাব ছিল। বর্তমান ( ১৯১৬ ) বর্ষের প্রারম্ভ হইতে ‘আসামের বিখ্যাত সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোপালদাস মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই ‘অকণ’খানি চলিতেছে। এই সচিব পত্রিকার মুদ্রণ-পারিগাঢ়্য প্রশংসনীয়। কলিকাতা ‘শিশু’ প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়—দেখিতেও ‘শিশু’র ভায়ই দেখায়। তদনুকরণেই বোধ হয়, ইহার নামকরণও হইয়াছে। যদিও ইতি-মধ্যেই এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না—তথাপি আমরা এই নবজাতকের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া আমাদের সামান্য বিবরণীর উপসংহার করিতেছি।

## পরিশিষ্ট

পার্কত্য জেলাসমূহের পত্র-পত্রিকা

[ আসাম প্রদেশের তিনটা প্রাকৃতিক বিভাগ আছে,—( ১ ) প্রকৃত আসাম—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, ( ২ ) পার্কত্য জেলাসমূহ, ( ৩ ) হুমা উপত্যকা—গ্রীহট ও কাছাড়, বাহা প্রকৃত পক্ষে বঙ্গপ্রদেশের একাংশ এবং এখনও সামাজিক বিষয়ে বঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট। প্রথম বিভাগের অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পত্র-পত্রিকার বিবরণী মূল প্রবন্ধে দেওয়া হইল। তৃতীয় বিভাগের অর্থাৎ গ্রীহট-কাছাড়ের পত্র-পত্রিকার বিবরণ অপর লেখক কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে, অতএব এ স্থলে তদ্বিষয়ে প্রয়াস অনাবশ্যক। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের অর্থাৎ পার্কত্য জেলাগুলির সম্বন্ধে এ স্থলে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজনীয় মনে করি—নচেৎ স্বতন্ত্র আলোচনা হইবার সম্ভাবনা খুব কম। ]

গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং লুশাই পাহাড়—এইগুলি ‘পার্কত্য জেলা।’ তন্মধ্যে গারো পাহাড় আসাম উপত্যকার কমিশনারের অধীন, অপরগুলি হুমা উপত্যকার কমিশনারের একাধিকৃত। করদ-রাজ্য মণিপুরকেও পার্কত্য প্রদেশের একতম বলিয়া গণনা করিতে পারি। কাছাড় জেলার উত্তরাংশ ‘উত্তর-কাছাড়’ সর্বাভিভিনও পার্কত্যশ্রেণীর মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে।

## খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়

শিক্ষা ও সভ্যতায় পার্কত্য জেলাগুলির মধ্যে এই জেলাই সর্বপ্রথম। নিম্নলিখিত বাঙ্গালা পত্রিকাখানি ইহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাহিত্যসেবক—এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাস হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। কলিকাতায় ইহা মুদ্রিত হইত। এই পত্রিকা শিলং সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত হইত। বর্তমান লেখক তখন শিলং প্রবাসী—তাহার সহিত পত্রিকার একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ছিল। উত্তোক্তবর্গের মধ্যে চুঁচুড়ানিবাসী, তদানীং শিলংপ্রবাসী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয়ের নাম স্মরণীয়—তিনি ইহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। স্থানীয় লেখক ব্যতীত বাঙ্গালার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিও ইহাতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা প্রথম দেড় বৎসর কাল বেশ সুগৌরবে চলিয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৭ অব্দের প্রবল ভূকম্পে শিলং সহর বিধ্বস্তপ্রায় হয়—তদবধি পত্রিকাখানি ক্রমশঃ হীনাবস্থা হইতে থাকে—করেক জন উৎসাহী ব্যক্তির স্থানান্তরে প্রস্থানেও ইহার ক্ষতি ঘটে। অবশেষে ১৮৯৮ অব্দের এপ্রিল মাসে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। আসাম প্রদেশে এই ভাবে বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশের ইহাই প্রথম উত্তম।

খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে নিম্নলিখিত মাসিক পত্রিকাগুলি খাসিয়া ভাষায়, ইংরেজী অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে;—\*

\* এই সকল পত্রিকার তালিকা শিলংপ্রবাসী হস্তবর দ্বারা শ্রীযুক্ত সন্দ্বাদেয় দাস বাহাদুর কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি (গ্রীহটবাসী) বাঙ্গালা হইলেও খাসিয়া ভাষায় সম্যক অভিজ্ঞ।

১। নংকিট খবর ( Nong Kit Khobor )—চেরাপুঞ্জি হইতে প্রকাশিত হইত। বর্তমানে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খাসিয়া পাহাড়ে ওয়েলশ্ মিশন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে সম্যক সফলতা লাভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত অনেক খাসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া গবর্ণমেন্টের অধীন সম্মানিত পদে নিযুক্ত আছেন। ফলতঃ পার্শ্বত্যা জাতীয়দের মধ্যে খাসিয়াগণ ইংরেজী সভ্যতা বিষয়ে বাদূশ উন্নতি লাভ করিয়াছে, অপর কোনও পার্শ্বত্যা জাতি তেমন উন্নত হয় নাই। এই পত্রিকা ওয়েলশ্ মিশন কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। খাসিয়া ভাষার অক্ষর ইংরেজী—অন্তান্ত পার্শ্বত্যা ভাষায়ও ইংরেজী অক্ষরই ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্বে দুই এক স্থলে বাঙ্গালা অক্ষর দেখা বাইত—এখন কদাচিৎ দেখা যায়।

২। পাতিং ক্রিষ্টিয়ান্ ( Pating Kristian = Christian Age ) উ জোয়েল্ ৩৭৭ নামক জনৈক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী খাসিয়া কর্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৮৯৬ অব্দ হইতে ১৯০৩ অব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৩। খাসিমিন্তা ( Khasi Minta = Khasi of Date )—উ হম্মুরান কর্তৃক সম্পাদিত হইত। ইহা ১৮৯৬ হইতে ১৯১০ অব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৪। নং ইয়ালাম্ কাথলিক ( Nong ialum Catholic = Catholic Leader ) কাদার এয়িল্ নামক জনৈক পাদরি কর্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০২ অব্দে প্রচারিত হইয়াছিল, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৫। নং ইয়ালাম্ খ্রীষ্টিয়ান্—( Nong ialum Kristian = Christian Leader )—রেভারেণ্ড্ জে সি ইভাল্ কর্তৃক সম্পাদিত। ইহা ১৯০২ অব্দের জুন মাস হইতে আরম্ভ হইয়া এখনও প্রকাশিত হইতেছে।

৬। উ নং ফিরা ( U Nong phira = Watchman ) শ্রীযুক্ত শিবচরণ রায় নামক জনৈক খাসিয়া ভদ্রলোক কর্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০৩ অব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯১৫ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে, অপর পত্রিকাগুলি সমস্তই খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক—কেবল ইহাতেই নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। শিবচরণ বাবু খ্রীষ্টান নহেন; তাঁহার পিতা শিলাংএর একভ্রূ। এসিষ্টেণ্ট্ কমিশনার ছিলেন—কিন্তু ইনি গবর্ণমেন্টের কাজে না গিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জন করিতেছেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিবিধানে সতত সযুৎসুক বটেন।

৭। জয়ন্তীয়া—রেভারেণ্ড্ সিয়াং ব্লা নামক খ্রীষ্টান খাসিয়া ভদ্রলোক কর্তৃক সম্পাদিত। ১৯০৪ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে চলিতেছে।

৮। কা জিং শাই গস্পেল ( Ka Jing Shai Gospel = Light of Gospel )—উজয়মোহন রায় কর্তৃক সম্পাদিত। ১৯০৫ সালের জুন মাস হইতে প্রচারিত হইতেছে।

৯। লুর শাই ( Lur Shai = Morning Star )—রেভারেণ্ড্ ব্রীড্ কর্তৃক সম্পাদিত। ১৯১০ সালের এপ্রিল মাস হইতে চলিতেছে।



১০। রেইন্ বো ( Rainbow অর্থাৎ রানব্রু )—১৯১৫ সালের জুন মাসে প্রবর্তিত হইয়াছে।

১১। কা সেন্ প্রেস্ বিটারিয়ান্ ( Ka Seng Presbyterian = Presbyterian Union )—১৯১৬ অব্দের মার্চ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

সরকারী গেজেট প্রভৃতিকে পত্রিকা-পর্যায়ের লওয়া বোধ হয় অসম্ভব। তাই এ স্থলে এগুলির উল্লেখ করা হইল না। কোনও ইংরেজী পত্রিকা এ জেলা হইতে প্রচার হইয়াছে বলিয়া অবগত হই নাই।

### গারো পাহাড়

গারো পাহাড় হইতে দুইখানি পত্রিকার খবর পাওয়া গিয়াছে।\*

১। আচিক্-নি রিপেং ( Achik-ni repeng = Garo's • Friend )—গারোরানি নিজেদের 'আচিক' বলিয়া থাকে। গারো পাহাড়ে সুসমাচার প্রচারের ভার আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশন গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের দ্বারা ই ১৮৭৯ অব্দে এই কাগজ প্রথম বৎসর হাতে লিখিয়া লিখো করিয়া বিলি হইত, পশ্চাৎ একটি প্রেস্ তুরায় আনিয়া তাহাতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। ত্রয়োদশ বর্ষাধিক কাল পরে তুরাতে মুদ্রণের অসুবিধা হেতুক কলিকাতায় ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস্ হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহা গারো ভাষার কাগজ হইলেও প্রথমে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইত। ১৯০৬ অব্দ হইতে ইংরেজী অক্ষরে ছাপা হইতেছে। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য। ডাঃ এম্ সি মেসন এবং ডাঃ ই, জি কিলিপ্‌স্, প্রথমাবধি ইহার সম্পাদকীয় কার্যে বৃত্ত আছেন—মধ্যে তাঁহাদের অসুস্থিতি সময়ে রেভাঃ উইলিয়ম্ ড্রিং, মিঃ ডব্লিউ সি মেসন, মিস্ এফ্‌ সি বণ্ড্ প্রভৃতি ইহার সম্পাদকতা করিয়াছেন।

২। ফ্রিং ফ্রাং ( Phring phrang = Morning Star )। ইহা ১৯১২ অব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১৪ অব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিয়াছিল। ইহাও ইংরেজী অক্ষরে গারো ভাষায় লিখিত হইত এবং কলিকাতায় ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসে ছাপা হইত। ইহারও উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচারই ছিল। প্রথমতঃ মিঃ এ মেকডনেল্ড এডিটর ছিলেন, পশ্চাৎ মিঃ মধুনাথজি মোমিন নামক জনৈক শিক্ষিত গারো ইহার সম্পাদকীয় কার্যে বৃত্ত হন। গারো ভাষার শব্দ-গুলি বিশুদ্ধতর ভাবে ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার জন্ত ইহাতে প্রয়াস করা হইত এবং বাহ্যতে গারোগণ সুশিক্ষা লাভ পূর্বক স্বদেশের উন্নতিবিধানে যত্নপরায়ণ হয়, ইহাও এই কাগজখানির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যথোচিত অর্থ-সাহায্য না পাওয়ার ইহা স্থায়ী হইতে পারে নাই।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা

\* জুরা ডেপুটি কমিশনার আফিসের শ্রীযুক্ত বিজুচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহা সংগৃহীত করিয়া দিয়াছেন।

## “আসামের পত্র-পত্রিকা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে দু'একটি কথা

৭৩ পৃষ্ঠার পাদটীকার লেখক বাঙ্গালা অরুণোদয় নামক পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন ; তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। পরিষৎ-পত্রিকার ঘটনাপঞ্জী কিরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাতে অরুণোদয়ের যে ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সমর্থনে কোথাও কিছু পাই নাই। ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত আমরা তিনখানি ( পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যায় উল্লিখিত ছইখানি নহে ) অরুণোদয়ের সংবাদ পাইয়াছি। ( ১ ) ১৮৫৯ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত, অমোদার জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের উক্তোণে পরিচালিত ( *Long, Return Relating to Publications in the Bengali Language till 1857. Cal. 1859. p. xxxix ; Long, Return Relating to 515 Persons Connected with Bengali Literature, Cal. 1855* )। জয়ভূমি পত্রিকার মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিধি “বঙ্গীয় সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস” শীর্ষক প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছেন যে ইহা ছয় মাস কাল মাত্র চলিয়াছিল। কলিকাতার ইহার গ্রাহক-সংখ্যা ছিল ৫০০ ; বাহিরে ৭০। বার্ষিকমূল্য ১২। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু ইহার পরিচালক ও সম্পাদকের নাম দিয়াছেন রক্ত-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ( ২ ) ১৮৪৮ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ( *Long, Return etc. 1859, p. xl* )। লং তাঁহার *Return etc. 1855* পুস্তিকায় ইহার সম্পূর্ণ নাম সংবাদ-অরুণোদয় এবং তারিখ ১৮৪৯ দিয়াছেন। লংএর মতে ইহা এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহা সাপ্তাহিক ছিল। মহেন্দ্রবাবু লং সাহেবের চেয়ে বেশী কিছু বিবরণ দেন নাই। ( ৩ ) আগষ্ট ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা। ইহা ক্রিষ্টিয়ান ট্রাক্ট সোসাইটির মুখপত্র ছিল। লালবিহারী দে ইহারই প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ( *Long, Return etc. 1859. p. xlv ; Murdoch, Catalogue of Christian Vernacular Literature of India, Madras 1870. p. 24* )। ইহার উল্লেখ Blumhardt এর *Catalogue of Bengali Printed Books in the British Museum* এ ( p. 79 ) পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থাগারে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯ সংখ্যা ( vol 1. no 19 ) ও তৃতীয় খণ্ডের ১৭, ২৩, ২৪, সংখ্যা ( vol III. nos. 17, 23, 24 ) রক্ষিত আছে। উক্ত খণ্ডসমূহের তারিখ ১৮৫৮—৫৯ ; ত্রীমাসপু্রে প্রকাশিত। ইহার বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র ( *Murdoch, Catalogue* )। এই পত্রিকা হইতে অসমীয়া অরুণোদয়ের নামকরণ হওয়া সম্ভব নহে ; কারণ, ইহার প্রকাশনা ১৮৫৬। আর একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অরুণোদয় মাসিক পত্রিকার সংবাদ উক্ত ব্রিটিশ মিউজিয়মের তালিকায় পাওয়া যায়। ( *Suppl. List. p 192* )। উহার আলোচ্য বিষয় জ্যোতিষ ও অলৌকিক রহস্য ( “astrology and occult sciences” )। সম্পাদকের নাম রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং যে খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে, তাহার তারিখ, কলিকাতা ১৮৯০।

এবং ১৪ পৃঃ উল্লিখিত বঙ্গদর্শক সংবাদপত্রটি কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ইত্যাদি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল স্পেক্টেটরের সহিত নামের সাদৃশ্য রহিয়াছে; কিন্তু উক্ত পত্রের প্রকাশাব্দ ১৮৪২ এবং ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের অধিক পরমায়ু বলিয়া বোধ হয় না।

৭৫ পৃষ্ঠার লেখক “জুগাতদিপিতা ভাস্কর” নামক পঞ্চভাবায়িত সংবাদপত্রের কথা ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দের আসামদেশীয় অরুণোদয় হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন যে, ইহার ঠিক নাম কি? এই সংবাদপত্রের নাম, বাহা লেখক অনুমান করিয়াছেন, (যুগপৎ দীপয়িতা) তাহা নহে; ইহা “জগদ্বদীপক (সংবাদপ্রভাকর, ১ বৈশাখ, ১২৫২; জন্মভূমি ১৩০৪-৫) বা জগদীপক (Long, Return etc. 1855. p. 146) বা জগদীপ (Long, Return etc. 1859 p. xxxix) ভাস্কর” নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত নামটাই শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। বেক্সপ আড়ম্বরের সহিত কাগজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। কারণ, এই পত্রিকার আয়ুষ্কাল আদৌ দীর্ঘ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহার সম্পাদকের নাম লং দিয়াছেন—মোলবি বাজের আলি (Bugerali, Return etc. 1859, p. xxxix; Buzurully, Return etc. 1855 p. 146)। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ বিজানিধি জন্মভূমির উপরোক্ত প্রবন্ধে বলেন যে, ইহার প্রকৃত নাম মোলবি বার আলি। চারি ভাবার লিখিত হইত—পারসী, হিন্দি, বাঙ্গালা, ও ইংরাজী। প্রকাশাব্দ ১৮৪৬। মাসিক মূল্য ১০ চার আনা মাত্র। ইহার পুরাতন ফাইল এক্ষণে হুস্তাপ্য, স্মরণ্য আর কিছু বেশী খবর পাওয়া যায় না।

৭৫ পৃষ্ঠার ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের যে তালিকা আগামী অরুণোদয় হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত কোতূহলোদ্দীপক। ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্র ও পত্রিকার বিবরণ দিতে হইলে বর্তমান মন্তব্য অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যাইবে; প্রবন্ধান্তরে এ বিষয় চেষ্টা করিবার ইচ্ছা রহিল। তথাপি উক্ত তালিকা হইতে কয়েকটি তথ্য জানিতে পারা যায়, তাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তজ্জন্ত প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ। তালিকায় উক্ত কয়েকটি পত্রিকার সম্পূর্ণ নাম দেওয়া হয় নাই—যথা, সংবাদ-প্রভাকর, সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়, সংবাদ-ভাস্কর, সমাচার-চক্রিকা, সংবাদ-রসস্রাগ, সংবাদ-সাধুরঞ্জন। সজ্জনরঞ্জন নামে যে সংবাদপত্রের উল্লেখ আছে, তাহা সজ্জনরঞ্জন নহে, সূজন-রঞ্জন। ইহার প্রকাশাব্দ ১৮৪৯ ও সম্পাদকের নাম গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত। রসরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উদ্দেশ্যে ইহার প্রথম সৃষ্টি। স্বাধঃ—কৃষ্ণমোহন বসু-সম্পাদিত ত্রীঐশ্বর্যবিষয়ক পত্রিকা (১৮৫০); কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংবাদ-স্বাধঃ নহে। কারণ, তাহার প্রকাশাব্দ ১৮৫২।

## সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা\*

পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্দশ ভাগ, প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদের শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্যের উত্তর দিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও সংক্ষেপে এখানে ছই একটি কথা বলিতেছি। আমি যে সব কথা বলিব, তাহা অনেক কালের পুরাণ কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র; নূতন কিছু বলিতে পারিব, এমন ভরসা রাখি না। তথাপি ভরসা এই যে, বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা হয় নাই।

আমি শব্দকোষের এক একটি শব্দ ধরিয়া, তাহার ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হইতে না করিয়া, প্রাকৃত হইতে করিলে সহজ হয়, ইহা দেখাইয়াছি এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, এইরূপে প্রাকৃত হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দগুলি প্রাচীন বাঙ্গালার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। রায় মহাশয় এই মত স্বীকার করেন নাই। কেন করেন নাই, যুক্তি কি, এ সম্বন্ধে তিনি সেই পুরাণ কথা টানিয়া আনিয়াছেন; বাঙ্গালা কাহার সন্তান—সংস্কৃতের, না প্রাকৃতের—এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,—“প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী, ইহা ত রূপকে বর্ণনা। রূপক ভেদ করিলে কি বুঝি? বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সম্বন্ধ কি? তৃতীয়তঃ, কোষে বাঙ্গালা শব্দের সংস্কৃত, না প্রাকৃত মূল প্রদর্শন কর্তব্য?”—৬৩ পৃঃ।

বাঙ্গালা প্রাকৃতজ, ইহাকে তিনি রূপক বর্ণনা বলিলেন; অথচ ইহার পরেই তিনি বলিতেছেন,—“পশ্চিমেরা ধরিয়া লইয়াছেন, সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুইটা ভাষা। কেহ বলেন সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, কেহ বলেন প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত উৎপন্ন। ছই পক্ষেরই জয় হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তবে, বোধ হয় প্রাকৃত-পক্ষের শেষ জয় হইয়াছে, স্থির হইয়াছে প্রাকৃত ভাষা হইতে সংস্কৃতের উৎপত্তি।” ইত্যাদি, ৬৫ পৃঃ, ২ প্যারা।

তিনি ছই জায়গায় ছই রকম মত প্রকাশ করিলেন,—আমরা কোন্টাকে তাঁহার খাঁটি মত বলিয়া গ্রহণ করিব? প্রথমে “বাঙ্গালা প্রাকৃতজ”, এই মতকে তিনি রূপক বর্ণনা বলিলেন; আবার কিছু পরেই বলিলেন—সংস্কৃত প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, প্রাকৃত জনসাধারণের ভাষা, নিত্যপরিবর্তনশীল, সংস্কৃত লেখ্য ভাষা ইত্যাদি। বিতীয় মতই যদি তাঁহার খাঁটি মত হয়, তবে আমাদের আর কিছুই কহিবার নাই; আমাদের মতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা এইখানেই নীরব হইতে পারি। কিন্তু আর এক জায়গায় তিনি বলেন,—“কিন্তু সেখানে যে কথা, কোষে সে কথা নহে।”—৬৩ পৃঃ। অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত ভাষা লইয়া বাঙ্গালা ভাষার সৌরব করেন, প্রাকৃত সংস্কৃতকে পরাজুত করিয়াছিল, ইহাও স্বীকার করেন, কিন্তু বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, ইহা তিনি কোষে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কেন না, প্রাকৃত যে “ইতর লোকের ভাষা”।—৬৩ পৃঃ। কিন্তু জিজ্ঞাসা হয়, শব্দভাণ্ডার, সীতা প্রভৃতি

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ৩য় দৈনিক অধিবেশনে পঠিত।

কি 'ইতর' লোক ছিলেন ? আর যাহারা সে কালের বড় বড় ঋষি-মহর্ষি, রাজা-মহারাজা— তাঁহারা কি প্রাকৃত্তে যোটেই কথা কহিতেন না ? \* তবে "শিষ্ট প্রাকৃত্ত" নাম আইল কোথা হইতে ? "আৰ্য প্রাকৃত্ত" নামের সার্থকতা কোথায় ? মহাকবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভবে সরস্বতীকে দিয়া প্রাকৃত্ত ভাষার পার্শ্বতীর স্তব করাইয়াছেন। ইহাতে কি তাঁহার পার্শ্বতী ও সরস্বতীকে ইতর-শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে ? শতবাহিন প্রাকৃত্ত ভাষার "সপ্তশতী" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। হর্ষচরিতের রচয়িতা বাণভট্ট বলেন,—

"অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোচ্ছাতবাহনঃ ।

বিভক্তজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব স্তুভাষিতৈঃ ॥"

সরস্বতীকর্ত্তাভরণ, দশরূপকের ধনিকৃত টাকা এবং কাব্যপ্রকাশে "সপ্তশতী" হইতে অনেক শ্লোক তোলা হইয়াছে। রায় মহাশয় কি ইহাকে ইতরের ভাষা বলিবেন ? আজ-কালকার বাঙ্গালার নানান্ রূপ প্রচলিত। টোলের পণ্ডিতের এক বাঙ্গালা, ইংরাজী-শিক্ষিতের এক বাঙ্গালা, সহরে ভদ্র লোকের এক বাঙ্গালা, গ্রাম্য ভদ্রলোকের এক বাঙ্গালা, গ্রাম্য চাষার এক বাঙ্গালা,—কিন্তু বাঙ্গালা সবই। ইহার মধ্যে কেবল চাষার বাঙ্গালার রূপ দেখিয়া যেমন সমস্ত বাঙ্গালাকে "ইতর" বলা উচিত নয়, সেইরূপ প্রাকৃত্তের কোন একটা রূপ দেখিয়া প্রাকৃত্ত মাত্রকেই ইতর বলা ঠিক নহে। আর হইলই বা ইতর, ইতর হইতেই যদি বাঙ্গালা আসিয়া থাকে, তবে তাহা স্বীকার করিব না কেন ? ব্যাকরণে এক, কোষে আর—ছই জায়গায় ছই মত, ইহার অর্থ ত আমরা বুঝি না।

রায় মহাশয় তাঁহার শব্দকোষে বিদেশী শব্দ বাদে পনের আনা তিন পাই শব্দের মূল সংস্কৃত হইতে দেখাইয়াছেন। প্রাকৃত্তকে তিনি একেবারে আমলই দেন নাই। ইহাতে তাঁহাকে যে কত দূর কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, তাহা যাহারা শব্দকোষ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞাত নাই। তিনি "আবরণ" শব্দ হইতে "উড়নী", "ওয়াড়" ও "ওহাডন", "নীবার" হইতে "উড়িধান" এমন কি, "সহস্র" হইতে "হাজারও" [ ফা' হাজারও দেখাইয়াছেন ] কল্পনা করিয়াছেন, তথাপি প্রাকৃত্তকে স্বীকার করেন নাই। অথচ তিনি বলেন,—"যে ভাষার সংস্কৃত ও প্রাকৃত্তের সমন্বয় ঘটে, তাহার উত্তরোত্তর পরিণতিতে বঙ্গভাষা।"—৬৪ পৃঃ, ২য় প্যারা। যদি স্বীকারই করা যায়, সংস্কৃত ও প্রাকৃত্তের সমন্বয়ে বঙ্গভাষা হইয়াছে, তবে তাহাতে ছইই থাকিবে—সংস্কৃতও থাকিবে, প্রাকৃত্তও থাকিবে ; প্রাকৃত্তের মূল প্রাকৃত্ত, সংস্কৃতের মূল সংস্কৃত দেখাইতে হইবে। কিন্তু তিনি কোষে তাহা দেখান নাই।

সংস্কৃত ভাষা অবশ্য একটা আদিম মূল-ভাষা নয়, তাহা ইহার 'সংস্কৃত' নাম হইতেই বুঝা যায়। সংস্কৃতের জন্মের পূর্বে—পাণিনি প্রভৃতির আবির্ভাবের আগে অবশ্য আর্য্যগণের

\* ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ প্রাকৃত্ত ভাষাতেই (মমুধ্যভাষাতেই) কথা কহিতেন এবং আব্রহ্মক হইলে সংস্কৃত ভাষাও (দেবভাষার) ব্যবহার করিতেন। তাহার প্রমাণ নিম্নোক্ত উপনিষদ্বাক্য হইতে পাওয়া যায় ;—

"তন্মাত্রব্রাহ্মণা উভরীং বাচং বদন্তি যা চ দেবানাং বা চ মমুধ্যাণীং ।"

একটা ভাষা ছিল, যাহাকে সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষার জন্ম হয়। সংস্কৃত হইল, কিন্তু সংস্কৃতের আগে যে ভাষা ছিল, সেটা কি মরিয়া গেল? পণ্ডিতেরা বলেন—না। সংস্কৃত জন্মিয়া তাহা সাহিত্যের ভাষা হইল। আগেকার ভাষা যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল এবং চলিতে চলিতে বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল। এখনও তাহার চলার শেষ হয় নাই; কোথায় শেষ হইবে, কে জানে? বাঙ্গালার যদি মূল ধরিতে হয়, তবে সংস্কৃতকে ধরিব কেন? সংস্কৃতের আগেকার সেই ভাষাকে ধরা উচিত নয় কি?

ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যে তাহার স্থান, ইহার মধ্যে স্রবহ কাল চলিয়া যায়। আদিম মানবের সাহিত্যের প্রয়োজন হয় নাই; কথ্য ভাষা লইয়াই সে সন্তুষ্ট ছিল। তাহার ভাষা মুখে মুখেই পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্তন ধরিবার উপায় নাই। পরে মানুষ শিক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার প্রথম সাহিত্য হয়, তখন সাহিত্যে ও কহিবার ভাষার বিশেষ তফাত থাকে না; সাহিত্যেও যা, মুখেও তা। ভাষা সাহিত্যে আবদ্ধ হইলেই তাহা থাকিয়া যায়, অল্প দিকে মুখের ভাষা দিন দিনই পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্তনের একটা সীমা আছে; সে সীমার মধ্যে যত দিন মুখের ভাষা থাকে, তত দিন উভয় ভাষা এক এবং সীমা ছাড়াইলেই দুই হইয়া পড়ে। ভারতীয় আৰ্য্যগণের আদিম সাহিত্য বেদ।\* বেদের ভাষাকে রাখিয়া তাঁহাদের কথ্য ভাষা চলিয়াছে, চলিতে চলিতে অনার্য্য-ভাষার সহিত মিশিয়াছে, মিশিয়া যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের কথ্য ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিল, তখন লোকব্যবহার নির্বাহের জন্য একটি ভারত-গোড়া সাহিত্যের ভাষার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনেই সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব। তাহাই যদি হয়, তবে বাঙ্গালার মূল সংস্কৃত—ইহা বলি কি করিয়া? সাহিত্যের ভাষা হইতে কোন কথ্য ভাষা উৎপন্ন হইতে পারে, ইহার প্রমাণ ত কোন দেশের ভাষার পাওয়া যায় না। বিভাগাগর মহাশয়ের সময়কার সাহিত্যের বাঙ্গালা হইতে আজকালকার কথ্য বাঙ্গালা জন্মিয়াছে, কোন স্নহ্মমতিজ ব্যক্তি বোধ হয়, এ কথা স্বীকার করিবেন না। সংস্কৃত যে সাহিত্যের ভাষা, ইহা কেবল আজ আমরাই বলিতেছি না, অনেক প্রাচীন পণ্ডিতও ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।†

\* আজকাল আমরা বেদের ভাষাকে যে আকারে পাইতেছি, ইহার রচনা-সময়ে যে ঠিক ইহা এই রকমই ছিল, তাহা বলা যায় না। মহর্ষি কৃকবৈপায়ন এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ কর্তৃক ইহার কয়েক বার সংস্কার হইয়াছে। এই সকল সংস্কারে ইহার ভাষা অনেকটা সংস্কৃতমুখী হইয়াছে। এই জন্যই বোধ হয়, বেদের ভাষাকে “বৈদিক সংস্কৃত” বলা হইয়া থাকে। নতুবা বৈদিক ভাষার “সংস্কৃত” নাম হইবার অপর কোন কারণ দেখা যায় না। তথাপি প্রাকৃতের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়।

† সংস্কৃতং কৃত্রিমং লক্ষণোপেতং।—অমরকোষ। পানিণ্যাদিকৃত-ব্যাকরণ-স্বত্রেণ উপেত উপপত্তো লক্ষণোপেতঃ সাধুশব্দঃ।—ঐ টীকার ভরত। কৌমার-পাণিনেরাদি-সংস্কৃত সংস্কৃত মতা।—বড়ভাষাচন্দ্রিক। মহাকবি কালিদাসও ইহাকে “সংস্কার-পুত্ৰ” বলিয়াছেন। অত্যাশ্চর্য অনেক সংস্কৃত কেবে “সংস্কৃত” শব্দের উপরোক্ত অর্থই বুঝ হইয়াছে।

অনেক পণ্ডিতের নিকট প্রাকৃতও সেইরূপ নিত্য ও পরিচিত ছিল। তাই তাঁহারা সংস্কৃতেরও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, প্রাকৃতেরও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। সংস্কৃতের যে চিহ্ন দেখিয়া তাহাকে আমরা নিত্য ও পরিচিত বলি, প্রাকৃতেরও সেইরূপ চিহ্ন বাহারা ভাল করিয়া দেখেন, তাঁহারা প্রাকৃতকে অনিত্য ও অপরিচিত বলেন না। কেবল সাহিত্যের ভাষার ব্যাকরণ বৈকল্পিক সম্পূর্ণ হইতে পারে, কথ্য ও সাহিত্য, উভয় ভাষার ব্যাকরণ সেরূপ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেন না, এত বড় একটা দেশের এত বড় লীলায়ী ভাষার পূর্ণ জ্ঞান এক জনের পক্ষে অসম্ভব। বাহার বতরু জ্ঞান, তিনি ততরু লইয়া ব্যাকরণ করিলেন; তাই প্রাকৃত ব্যাকরণ আরই অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতা চাকিবার জন্তই তাঁহারা সংস্কৃতের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছেন। “অহং” অর্থে নানা দেশের প্রাকৃতে নানান্ন রকম প্রয়োগ হইত; কোথাও হং, অস্মি, কোথাও হং স্মি, অহং, কোথাও হকে, হগে, হউ। সংস্কৃতে এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ত অস্মদ্ শব্দের একটি রূপ লওয়া হইল ‘অহং’—তাহাও প্রাকৃত হইতে। ও দিকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রূপ হইতে আমি, আন্নি, মুই, মৌ, মৈ, নৌ, মু, হু, হাঁউ প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হইল। কোষকার কি এই সকল পদকে অস্মদ্ শব্দের ‘অহং’ রূপ হইতে জাত বলিবেন? বাঙ্গালার নামাবিধ প্রাকৃত শব্দের অস্তিত্ব থাকিলেও ইহা মূলতঃ মাগধ অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন। মাগধ অপভ্রংশের মূল—মাগধ প্রাকৃত, তাহার মূল শৌরসেন প্রাকৃত। সুতরাং উপরোক্ত সকল প্রাকৃতের শব্দ ও লক্ষণই বাঙ্গালার পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া অপভ্রংশ ভাষার আর একটি লক্ষণ এই যে, নিকটবর্তী অনেক প্রাকৃতের শব্দ ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই হিসাবে বাঙ্গালার অন্তর্গত প্রাকৃত শব্দও প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের দেশে বাঁশের অক্ষুরকে “করাইল” বলে; ইহার মূল বা ইহার সহিত সমজাত শব্দ সে দিন গুজরী প্রাকৃতে পাইয়াছি—“করিল”। কোথায় বাঙ্গালা—কোথায় গুজরাট! কিন্তু উপায় কি? অপভ্রংশ ভাষার নিয়মই এই। রায় মহাশয় যে “ওক্টিঅ” লইয়া এত কলনা করিয়াছেন, তাহাও গুজরী দেশী প্রাকৃতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি ‘ওক’ বা ‘উকি’র মূলে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের রচিত, সাহিত্যের সংস্কৃতের ‘হিকা’ ও ‘উদগার’ও দেখিয়াছেন।—(৬১ পৃঃ)। বাঙ্গালা, মাগধ অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাতে যে মাগধ প্রাকৃতের শব্দ বা নিয়মই থাকিবে, অল্প প্রাকৃতের থাকিবে না, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত বাঙ্গালা শব্দকোষে এইরূপ বাঙ্গালার মূল ধরিতে হইবে, যে শব্দ বর্তমান রূপ বদলাইয়া আসিয়া বাঙ্গালার নীড়াইয়াছে, তাহার তত রূপ দেখাইতে হইবে। ইহাতে অস্বত পরিভ্রম, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।

“কোন দেশের কোন সময়ের প্রাকৃত”,—(৬১ পৃঃ), ইহার কবুল জবাব দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যে তাহার স্থান লাভ, ইহার মধ্যে অনেক কাল চলিয়া যায়, এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। প্রাচীন আখ্যাতা অর্থাৎ ভাষার সহিত মিশিয়া স্বাভাবিক

পরিবর্তনের নিয়মে প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছে, এই পরিণতির ব্যাপারে হয় ত অনাধ্যাত্মা-  
গুলি কিছু সাহায্য করিয়াছে এবং ইহার অনেক কাল পরে, প্রাকৃত সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।  
প্রাকৃত বখন সাহিত্যে উঠিয়াছে, তখন হইতেই তাহার সহিত আমাদের পরিচয়; ইহার পূর্বে  
তাহার পরিচয় আমরা পাই না। অথচ যে সময়ের সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাই, সেই  
সময়েই সে হইয়াছে, তাহার আগে সে ছিল না, এমন কথাও বলা চলে না। স্মৃতরাং “ইহা এই  
সময়ের প্রাকৃত”, ভাষা-তুলসী ছুঁইয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না।  
সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধেও এই একই কথা। ধ্বন, ‘জল’ শব্দ সংস্কৃতে আছে, কিন্তু ইহা কোন সময়ের  
সংস্কৃত, কেহ বলিতে পারেন কি? যে দিন সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি, সেই দিনই সমস্ত সংস্কৃত  
শব্দের উৎপত্তি, ইহার আগে তাহার একটিও ছিল না, এ কথা কোন ভাষাবিদ স্বীকার  
করেন কি? স্মৃতরাং “ইহা কোন সময়ের প্রাকৃত”, এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করা বৃথা।  
তবে, অমূলক সময়ের লেখা পুথিতে পাওয়া যায়—এরূপ বলা চলে। পক্ষান্তরে এ প্রশ্ন  
সংস্কৃত সম্বন্ধেও উঠিতে পারে।

স্মার মহাশয় উপসংহারে বলেন,—“বখনই প্রাকৃত বলি, তখনই মনে হয়, একটা ভাষা  
আছে, যেটার বিকার বা অপভ্রংশ ‘প্রাকৃত’ ভাষা।”—(৬৮ পৃঃ) ইহা করেক জন সংস্কৃতজ্ঞ  
প্রাকৃত বৈয়াকরণিকের মত বটে। ইহারা বলেন,—“প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত আগতং তজ্জ ভবং  
বা প্রাকৃতম্।” অথবা “প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তদ্বিকৃতিঃ প্রাকৃতম্।” কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ  
অনেক দিন আগে এই মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রকৃতি সংস্কৃত, ইহা  
বৈয়াকরণিকদের রচা কথা, কোন যুক্তি বা প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নহে। আর সংস্কৃতের  
বিকারে প্রাকৃত উৎপন্ন হইয়া থাকিলে তাহার “প্রাকৃত” নাম না হইয়া “সংস্কৃত”, “বিকৃত” বা  
“বৈকৃত” এইরূপ একটা কিছু হওয়া উচিত ছিল। স্মৃতরাং দেখা যায়, উপরোক্ত মত সহজেই  
খণ্ডন করা বাইতে পারে। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাকৃত শব্দের এইরূপ  
ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন,—“প্রকৃত্য স্বভাবেন সিদ্ধং প্রাকৃতম্।” এই মতই যুক্তি দ্বারা  
সমর্থন করা বাইতে পারে। যে ভাষা স্বভাবতঃ উৎপন্ন, বাহা সংস্কারাপন্ন নহে, তাহা প্রাকৃত।  
আদিম মানব-সমাজে বখন শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্ভবই হয় নাই, তখন সংস্কৃত ভাষার  
স্থান কোথায়?

“অতিথ” শব্দ সম্বন্ধে দেখিতেছি, পশ্চিম-বঙ্গের অর্থ আমার অজ্ঞাত ছিল। আমি পূর্ব-  
বঙ্গের লোক; সেখানে “অতিথ” শব্দের “ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী” অর্থ একেবারে অপরিচিত। সেই  
ধারণাবশতই আমি ঐ কথা বলিয়াছিলাম। দেখিতেছি, পশ্চিম-বঙ্গে ইহার মূল অর্থ একে-  
বারে গিয়াছে, পূর্ববঙ্গে এখনও আছে। এই জন্তই আমি বলিয়াছি,—“বাঙ্গালা শব্দকোষ  
রচিত বা পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশবিশেষের শব্দকোষ, ইহা সমগ্র বাঙ্গালার শব্দকোষ নহে।”  
“কালভেদে শব্দের গৌরব, সাধুতা কিংবা শিষ্টতার ইত্যবশেষ হয়”,—(৬১পৃঃ) ঠিক কথা।  
অতঃপর, আউ প্রকৃতি শব্দেরও এককালে গৌরব ছিল, এককালে উহাও সাধু এবং শিষ্ট



বলিয়া পরিচিত হইত, ইহার প্রমাণের অভাব নাই। ইহার সেই অতীত শিষ্টতা ও সাধুতা লোপ করা কোষকারের উচিত নহে।

কথ্য বাঙ্গালার উচ্চারণ সম্বন্ধে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী অনেক স্থলেই মুহ্ উচ্চারণে অভ্যস্ত। তাই মুহ্ উচ্চারণই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এক একটি গুরু-গম্ভীর সংস্কৃত শব্দ ধরিয়া দেখুন, প্রাকৃতিক তাহার উচ্চারণ কেমন কোমল হইয়াছে, আবার বাঙ্গালার তাহা হইতেও কোমল হইয়াছে। স° ব্রাহ্মণ, প্রা° বাম্‌হণ, বা° বামন বা বায়ুন। কথ্য ভাষায় রেফা-ক্রান্ত মুক্ত বর্ণের উচ্চারণ বাঙ্গালার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। এই হিসাবে কথ্য ভাষায় কৰ্ম্ম শব্দের পরিবর্তে “কৰ্ম্ম” ও “কাম” উচ্চারণই স্বাভাবিক। রায় মহাশয় বলেন,—“কোন উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা ব্রহ্মা বলিতে পারেন, মাহুষে পারে ন।”—(৬২পৃঃ) আমার বোধ হয়, প্রত্যেক জাতিরই উচ্চারণের একটা বিশিষ্ট ধারা আছে, সেই ধারা দেখিয়া কবির পক্ষে কোন উচ্চারণ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক, তাহা নির্দেশ করা বাইতে পারে। বাঙ্গালীর উচ্চারণ কোমল—তাহাই তাহার বিশিষ্ট ধারা।

শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্যের উত্তরে রায় মহাশয় যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলিলাম। পরিশেষে বক্তব্য, বাঙ্গালী প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে আজকাল আর আপত্তি চলে না। সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারি, মাহুষ প্রথমে শিক্ষিত হইয়া জন্মে নাই, ভাষাও প্রথমে সংস্কৃত হইয়া জন্মে নাই। মাহুষ অশিক্ষিত হইতে শিক্ষিত হয়, ভাষাও অমার্জিত হইতে মার্জিত হয়। মার্জিতের সাধুতা, শিষ্টতা, গৌরব ও অসাধারণ ক্ষমতা স্বীকার করি বটে, কিন্তু তাহার মূল যে “অমার্জিত”, এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক দিকে মার্জিতের যেমন অসাধারণ গৌরব, অপর দিকে অমার্জিতের তেমন চমৎকার সরলতা, প্রাণ-মন-জ্ঞান মধুরতা। হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালার নমুনা, “বৌদ্ধ গান ও দোহা” পাইয়াছি, তার পাঁচ শ বছর পরের “কৃষ্ণ-কীর্তন” পাইয়াছি। ইহাতে বাঙ্গালার রূপ দেখিয়া এবং তাহার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া এখনও কি বলা চলে যে, বাঙ্গালী সংস্কৃতজ ?

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

## রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ\*

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর “টপ্পা” এক কালে এই দেশে যথেষ্ট আদৃত ছিল। নিধুবাবুই যে এই শ্রেণীর গান বাঙ্গালার প্রথম রচনা করিয়াছিলেন, তাহা না হইতে পারে, তথাপি এ বিষয়ে তাঁহার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহার “বাঙ্গালার শোরি মিঞা” এই গৌরবান্বিত আখ্যায়িকাবারে নিষ্ফল নহে। আধুনিক রুচি-পরিবর্তনের কালে নিধুবাবুর গানের আর সেরূপ আদর দেখা যায় না, তথাপি গান হিসাবে ও বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ হইতে এই গানগুলির মূল্য যথেষ্ট, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

নিধুবাবুর গানসমূহের বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ সংগ্রহ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত তদ্রচিত “গীতরত্ন গ্রন্থ” ১২৪৪ সালে প্রথম মুদ্রাক্ষিত হয়। ইহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাগারে আছে। ইহা নিধুবাবুর রচিত সমস্ত টপ্পার সংগ্রহ বলিয়া প্রচারিত। ইহার একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে—সেটি গ্রন্থকারের নিজের রচনা বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে উক্ত গ্রন্থ আবার “তদান্মতঃ জয়গোপাল গুপ্ত” কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী-সম্বলিতঃ হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়; এ পুস্তকখানি তৃতীয় সংস্করণঃ। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বোধ হয়, ১২৫৭ সালে প্রকাশিত

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। ইহার পত্রসংখ্যা ১৮, + ১৪১। পরিবর্দ্ধগ্রন্থাগারে যে পুস্তকখানি আছে, তাহার ১ হইতে ৮ পৃষ্ঠা নাই। ইহার টাইটেল পেজ বা পরিচয়-পত্র এইরূপ—শ্রীশ্রীরামঃ। / শরণঃ / গীতরত্ন / গ্রন্থ / শ্রীরামনিধি গুপ্ত / রচিত / দৌড়ির সাধুভাবার নানা প্রকার ছন্দে / রাগ রাগিনী-সহিত শঙ্কোলিত হইয়া / সন ১২৪৪ শালে / কলিকাতা বিশ্বদ্রোণ প্রেবে / মুদ্রিত হইল। / এই পুস্তক শোভাবাজারের জননন্দরাম সেনের / ইন্সটিটে নং ২০ বাড়িতে অবস্থান করিলে পাইবেন। /

২। *Bengal Academy of Literature* (Vol I. No 6. p. 4) এ জয়গোপাল গুপ্তকে অসম্মানে নিধুবাবুর অমূল্য বলা হইয়াছে।

৩। ইষরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে (১ আশ্বিন, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে জয়গোপালকে অসম্মানে জরচন্দ্র বলা হইয়াছে।

৪। এই জীবন-বৃত্তান্ত জয়গোপাল-লিখিত নহে, প্রভাকরে (১ আশ্বিন, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সম্বলিত। কেবল উল্লিখিত জীবনীতে “পজনীর দল” ও আশুড়াই পাওনা সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৫। ইহার টাইটেল পেজ এইরূপ—শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। / গীতরত্ন গ্রন্থঃ। / রামনিধি গুপ্ত প্রণীত। / কবিতা সমূহ ও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত / তদান্মতঃ জয়গোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত। / তৃতীয় সংস্করণ। / কলিকাতা। / এন, এল, শীলের যত্নে মুদ্রিত। / নং ৬১ আদীশোভালা। / ১২৭৫। / মূল্য এক টাকা চারি

হয়, কিন্তু ইহা আমাদের অধিগত হয় নাই। উল্লিখিত তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে জয়গোপাল গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, কবিবর ১২৪৪ সালে তাঁহার রচিত গীতগুলি গীতরত্ন নাম দিয়া প্রথম বার মুদ্রিত করেন; বর্তমান সংস্করণে উক্ত প্রথম মুদ্রাক্ষর উত্তমরূপে সংশোধিত করিয়া প্রকাশিত করা হইতেছে। এই সংস্করণের সহিত প্রথম সংস্করণের অবিকল মিল আছে, পত্রাঙ্কও প্রায় একরূপ; কেবল ইহাতে নিধুবাবুর কিঞ্চিৎ জীবনী, সাতটি আখড়াই সঙ্গীত, একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত, একটি শ্রামাবিস্ময়ক গীত ও একটি বাগী-বন্দনা বেশী দেওয়া আছে।

এই গীতরত্ন গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ উল্লেখযোগ্য। ইহাও বটতলা হইতে ১২৫৭ সালে প্রকাশিত এবং ইহাও তৃতীয় সংস্করণ। ইহাতে লেখা আছে যে, “এই গীতরত্ন গ্রন্থ বাহা রামনিধি গুপ্ত কর্তৃক অশক্তাবস্থায় ও বিস্তর অন্তঃ সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য দ্বারা সুখাসিন্দু-বস্ত্রে তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল।” ইহাতে বহুসংখ্যক আদিরসাত্মক গান আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি গীতরত্ন ভিন্ন অপর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, এবং নিধুবাবুর গানের সহিত অন্তান্ত লোকের রচিত বিস্তর টপ্পাও মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১২৫২ সালে কৃষ্ণানন্দ বাস রাগসাগর তাঁহার “সঙ্গীতরাগকল্পরসে” বাঙ্গালা ভাষার গান মুদ্রিত করেন। তাহাতে নিধুবাবুর রচিত সার্বশতাধিক গান স্থান পাইয়াছে। ইহার গানগুলি অধিকাংশ গীতরত্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং গীতরত্নের ধারাহসারে গান বিভাগ করা হইয়াছে; কেবল আখড়াই সঙ্গীতগুলি শেষে না দিয়া গোড়ায় দেওয়া হইয়াছে।

১২৯০ সালে আশুতোষ বোষাল কর্তৃক সংগৃহীত ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট হিন্দু-লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত “বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা” বা “কবিবর নিধুবাবু-রচিত গীতাবলী” পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রায় ১৬০ গান আছে; কিন্তু গ্রন্থের কাটুতি সম্ভাবনার নিধু-রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইলেও ইহার অধিকাংশ গীত অপরায় ব্যক্তির রচিত এবং নিধুবাবুর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য বেশী নহে।

আধুনিক সময়ে বটতলা হইতে বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা সমেত “গীতাবলী” বা “নিধুবাবুর (৬রামনিধি গুপ্তের) বাবতীর গীতসংগ্রহ” পুস্তকে উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থ হইতে নিধুবাবুর পদ উদ্ধার করিয়া একটি বিগুহ সংস্করণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টা যে বিশেষ ফলবতী হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এ পুস্তক দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া লিখিত আছে; ইহার প্রথম সংস্করণ আমরা দেখি নাই। তারিখ ১৩০৩।

আলা মাজ। / ইহার পত্রসংখ্যা ২+১১০+১৪৮ (১৪০ পৃঃ পূর্বভাগ টপ্পা। ১৪১—১৪৮ পৃঃ আখড়াই ও ব্রহ্ম-সংগীতাদি)।

৬। সাহিত্য-পরিমল-প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের বঙ্গাংশ বা তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৪—৩১২ ব্রহ্মণ্য।

উল্লিখিত সংগ্রহগুলি ছাড়া কতকগুলি বিবিধ বাঙ্গালা সঙ্গীতসংগ্রহে নিধুবাবুর অনেকগুলি গীত চন্নন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত “সঙ্গীত-সারসংগ্রহ” দ্বিতীয় ভাগ (১৩০৬), বঙ্গমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-কৃত ভূমিকাসম্বলিত “রসভাণ্ডার” (১৩০৬), অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সম্বলিত “প্রীতি-গীতি” (১৩০৫), দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত “বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়” দ্বিতীয় খণ্ড (ইং ১৯১৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল সংগ্রহে মুদ্রিত অধিকাংশ গীতাবলী নূতন করিয়া সংগৃহীত নহে, উল্লিখিত গীতরত্ন প্রভৃতি হইতে সম্বলিত।

নিধুবাবুর টপ্পার এই সমস্ত সংগ্রহের মধ্যে গীতরত্ন গ্রন্থানিকে আদি ও প্রামাণিক ধরা বাইতে পারে। কিন্তু গীতরত্নের মধ্যেই এমন অনেক গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, বাহা নিধুবাবুর কি না, তাহা বসে সন্দেহ রহিয়াছে। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া বাইতে পারে। গীতরত্ন গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত গানটি দৃষ্ট হইবে,—

এই কি তোমার প্রাণ ছিল হে মনে।

যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে ॥

অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।

ছলেতে তুলালে ভাল সুখাবচনে ॥

কিন্তু ভাষাচরণ দাস-রচিত “মদ্য-কাব্য” এর ৮৪ পৃষ্ঠায় উক্ত গান কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়,—

এই কি তোমার সহ ছিল রে মনে।

জাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে ॥ হে

চিহ্ন কি চিত্রে চিত্রে দাঁহিলে কেনে।

যে চিত্র করিলে কোথা পাব সে জনে ॥”

অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।

ছলেতে তুলালে ভাল সুখাবচনে ॥

উক্ত গানেতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আছে, কিন্তু অল্প অনেক গানে উভয় পুস্তকে অবিকল এক দেখা যায়। যথা,—গীতরত্ন ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত “প্রবলপ্রতাপে বুঝি প্রাণ তুমি কি ভূপতি হলে” মদ্যকাব্যের ৫৯ পৃষ্ঠায় অবিকল পাওয়া যায়। এইরূপ মদ্যকাব্যের আর ২১টি গান গীতরত্নে দেখা যায়।

বটভালা-প্রকাশিত নিধুবাবুর “গীতাবলী”র ভূমিকার ও “মদ্য-কাব্য”র ১২৬৯ সালে

৭। বর্তমান অবধি গীতরত্ন গ্রন্থের যে পত্রাক নির্দেশ আছে, তাহা (অল্প সঙ্কেত না থাকিলে) তৃতীয় সংস্করণের পত্রাক বুঝিতে হইবে।

৮। এই দুই-পংক্তি গ্রন্থ-বর্ণিত মনমুগ্ধর মনমোহনের চিত্রপট বর্ণন প্রসঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

পুনর্মুদ্রাঙ্কণ সময়ে শ্রীবৃক্ক নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতরত্ন ও মন্থকাব্যে যে সকল গীতের ঐক্য দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় মন্থকাব্য-প্রণেতা তারাচরণ দাসের রচনা। কারণ, তারাচরণ দাস রাজা নবকৃষ্ণের সমকালীন ও তদাজ্ঞার প্রণীত মন্থকাব্য প্রায় এক শত বৎসরের অধিক হইল রচিত হইয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন, “রামনিধি ১২৪৪ সালে বুদ্ধাবস্থায় মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্বে যদি স্বয়ং গীতরত্ন ছাপাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার গীতের খাতাতে অপরের রচিত যে সকল উত্তমোত্তম গীত উদ্ধৃত ছিল, তাহা তিনি অশক্তাবস্থাপ্রযুক্ত সংশোধন ও নির্দোষন না করিয়া মুদ্রিত করিয়া থাকিবেন।” এই মতের বিরুদ্ধে দু'একটি আপত্তি আছে। প্রথমে দেখিতে হইবে, গীতরত্ন ও মন্থকাব্য, ইহার কোনখানি অপরটির পূর্বে রচিত। আমরা পরিষদগ্রন্থাগারে যে একখানি মন্থকাব্য পাইয়াছি, তাহার টাইটেল পৃষ্ঠা বা মুদ্রণ-তারিখ নাই। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ-রচনার সময় সম্বন্ধে এইরূপ নির্দেশ করা আছে,—

শাকে যুগ্মরসাজিচন্দ্রবিমিতে লেয়ে গতে পুৰণি  
পক্ষে নন্দমুতন্ত নামমিলিতে বায়ে বিধৌ বাণতিথৌ  
বাবু শ্রীনবকৃষ্ণদাসকৃপারামারাম্য কাব্যে শুভং  
শ্রীতারচরণাভিধেয়রচিতং সম্পূর্ণতামাপিতং ॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, মন্থকাব্যের রচনা ১৭৬২ শকে অথবা ১২৪৭ সালে বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায় সমাপ্ত হইল। যদি মন্থকাব্য ১২৪৭ সালে রচিত হয়, তাহা হইলে গীতরত্নের ৩ বৎসর পরে ইহার রচনা-সমাপ্তির কাল। উপরোক্ত শ্লোকে ও গ্রন্থের সর্বত্র “বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায়” এইরূপ ভণিতা আছে; কুজাপি রাজা নবকৃষ্ণ বলা হয় নাই। গ্রন্থকার যেখানে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, সেখানেও বলিয়াছেন,—“শ্রীবৃক্ক শ্রীনবকৃষ্ণ বাবুর আজ্ঞায়। মন্থকাব্য রচিতাবিশারদায় ॥” (পৃঃ ৭)। নবকৃষ্ণের অস্ত্র কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বাবু নবকৃষ্ণ ও শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ যে এক ব্যক্তি, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তার পর নবীনবাবু নিধুবাবুর অশক্তাবস্থার কথা বাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, সংবাদ-প্রভাকরে নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বাহা নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল গীতরত্নের প্রায়শ্চৈ পুনর্মুদ্রিত করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, যদিও মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসরের অধিক হইয়াছিল, তথাপি মৃত্যুর পূর্ক পর্যন্ত তাঁহার মনের ও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; কেবল মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ক হইতে তিনি দুর্বলতা-প্রযুক্ত বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, কিন্তু সমাগত ভক্তলোকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন ও অবশিষ্ট সময় নানাবিধ বালা ও ইংরাজী পুস্তকপাঠে কাটাইতেন।<sup>১</sup> নিধুবাবু স্বয়ং গীতরত্নের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি উক্ত

গ্রন্থ প্রকাশের সময় সবিশেষ সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। স্মরণ্য ভারতচন্দ্রকৃত এক আশটি নহে—একুশটি গান যে তিনি স্বেচ্ছাপূর্বক বা অনবধানবশতঃ স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবেন, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয় যে, আলোচ্য গানগুলি নিধুবাবুরই রচিত ; ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যের সৌকুমার্য্য বৃদ্ধির জন্ত সেগুলি নিজের রচনার সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শুধু মন্থ-কাব্যে নহে, এইরূপ বনওয়ারীলাল-প্রণীত “বোজনগঙ্গা”, মুন্সী এরাদোত-প্রণীত “কুরঙ্গভাঙ্গ” ( ১২৫২ ) প্রভৃতি কাব্যে গীতরত্নের অনেকগুলি গান চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সকল কাব্যে হ্রস্ব একটি এমন গান উদ্ধৃত হইয়াছে, বাহা নিধুবাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। যথা—মন্থকাব্যে উদ্ধৃত ( পৃঃ ১২০ ) “মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন”<sup>১০</sup> গানটি নিধুবাবু তাঁহার প্রথম জীবিরোগ উপলক্ষ্যে রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধ, এবং জয়গোপাল গুপ্তের সঙ্কলিত জীবনীতেও এই কথা আছে। বোধ হয়, নিধুবাবুর টপ্পা তৎকালে এরূপ বিখ্যাত ও সর্বজনবিদিত ছিল যে, তাহা স্বীয় গ্রন্থে তুলিয়া দিতে কোনও গ্রন্থকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না ; আধুনিক সময়েও এইরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক বিখ্যাত গান বিবিধ নাটক নভেলে “কোটেশন” চিহ্ন ব্যতিরেকে উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নিধুবাবু তাঁহার জীবদ্দশাতেই গীতরত্ন গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। স্মরণ্য উক্ত পুস্তক যে তাঁহার টপ্পার আদি ও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সংগ্রহ, তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ইহার তুমিকার গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—“এই পঞ্চাভের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি স্মরণরূপ ব্যক্ত থাকতে কোনমতে প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না। এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণবশতঃ সর্বসাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতি জন্ত মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অন্ন অন্ন অংশ অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ত্বরিত ত্বরিত বর্ণাঙ্কিত এবং অন্তর্ভুক্ত পদে পরিপূর্ণিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম মৎকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও বহুপাি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপে প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে এই আসঙ্কাপ্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আশ্চর্য্য বহুগণের এবং গানে আনন্দিত ব্যক্তিরদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম এক্ষণে প্রচার করণের সেই আর এক মানসও রহিল।” অবশ্য গীতরত্নে অনবধান প্রযুক্ত অপরের হ্রস্ব একটি গান আসিয়া পড়ে নাই অথবা নিধুবাবুর হ্রস্ব একটি গান যে বাদ পড়ে নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে পরবর্তী সকল সংগ্রহ অপেক্ষা ইহারই উপর নির্ভর করা যুক্তিসিদ্ধ।

বাস্তবিক প্রাচীন কবিগান বা টপ্পা-লেখকদের রচনা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বা বিভক্তরূপে সংগৃহীত হয় নাই ; এরূপ সংগ্রহের বোধ হয় বিশেষ চেষ্টাও হয় নাই। কোনটি কাহার পদ,

তাহা নির্দোষ করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও অভ্যস্ত হুসখ্য। এবং অনেক গান এক বা ততোধিক রচয়িতার নামে একরূপ চলিয়া আসিতেছে যে, এক কাল পরে তাহা প্রকৃত কাহার রচনা, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। উদাহরণস্বরূপে এই গানটি—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।

আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে ॥

বিধু-মুখে মধুর হাসি দেখিলে হৃদয়ে ভাসি

সে জন্ত দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে ॥

একদিক্কে শ্রীধর কথক, রাম বহু ও নিধু বাবুর বলিয়া বিবিধ সংগ্রহে দেখা যায়। ইহা খুব সম্ভব, প্রথমোক্ত ব্যক্তির রচনা। গীতরত্ন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু গীতরত্নে যে নিধু বাবুর সমস্ত গান আছে, তাহাও বোধ হয় বলা যায় না। “নরনেরে দোষ কেন। মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন। অধিকি মজাতে পারে না হলে মন মিলন ॥” অথবা “তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে” প্রভৃতি গান নিধু বাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ এবং “সঙ্গীতসারসংগ্রহ” ( পৃ: ৮৭১ ও ৮৫১ ), “শ্রীতিগীতি” ( পৃ: ১১০ ও ১২৭ ), “রসভাণ্ডার” ( পৃ: ১০৭ ) প্রভৃতি সংগ্রহে নিধু বাবুরই বলিয়া দেওয়া আছে; কিন্তু গীতরত্নে একেবারে পরিত্যক্ত হওয়াতে অনেক সময় সন্দেহ হয়, এগুলি প্রকৃতই নিধু বাবুর কি না। এইরূপ “তবে প্রেমে কি স্মৃতি হত। আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত ॥” ইত্যাদি স্মরণ্য গানটি “শ্রীতিগীতি” ( পৃ: ৩৭৬ ) ও “নিধু বাবুর গীতাবলী” ( পৃ: ১৭২ ) প্রভৃতি পুস্তকে নিধু বাবুর বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু অনেকের মতে ইহাও শ্রীধর কথকের রচিত এবং গীতরত্নেও ইহা পরিত্যক্ত। একরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া বাইতে পারে, কিন্তু তাহা বোধ হয় নিম্নরোজন। টপ্পা রচনার নিধু বাবুর একরূপ প্রসিদ্ধি ছিল যে, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অনেক টপ্পা তাঁহার রচনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি, কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের “সঙ্গীত-রাগকল্পক্ৰমে” ( পরিবৎ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৪ ) “ককারে আকার জর ছাড়ি লয়ে দীর্ঘ ঙ্কার বল” দীর্ঘক উক্ত গানটি নিধু বাবুর গীতের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইহা পাণ্ডুরিয়াবাটানিবাণী রামলোচন ঘোষের পুস্তক “গীতাবলী-প্রণেতা আনন্দনারায়ণ ঘোষের রচনা এবং উক্ত গানের শেষে তাঁহার নামের এইরূপ ভণিতা আছে,—“আনন্দের নিবেদন মন দিয়া শুন মন” ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গানটি গীতরত্নেও ( পৃ: ১৪৮ ) আছে; কিন্তু তৃতীয় সংস্করণের অতিরিক্ত গানের মধ্যে, প্রথম সংস্করণে নয়। আশুতোষ ঘোষাল-সংগৃহীত “বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা” দ্বিতীয় খণ্ডে নিধু বাবুর যে সকল গান দেওয়া হইয়াছে, পূর্বেই বলিয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীধর কথক, কালী দীর্ঘা, ছাত্তু বাবু প্রভৃতি অপরাপর লোকের বিস্তারিত গান মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪৮ পৃষ্ঠার শ্রীরাগে রচিত “কেন রে ভ্রমরা তুমি যাবে পদ্মবন” গানটি “গায়নজয়কুমদ” ১১ ২৬ পৃষ্ঠার

১১। গায়নজয়কুমদ বিভিন্ন লোকের রচিত কবিতার সংগ্রহ বলিয়া বোধ হয়। ইহা বঙ্গীধর শর্মা কর্তৃক সংগৃহীত এবং বটলা হইতে ১২৮৭ সালে প্রকাশিত।

হুট হইবে; সমস্ত গীতরত্নে নিধু বাবুর স্ত্রীরাগের গান নাই। কিন্তু গায়নদ্বন্দ্বকুমারের ( পৃ: ২৪ ) “দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন” গানটি গীতরত্নেও ( পৃ: ২৭ ) পাওয়া যাইবে। “সঙ্গীত-সারসংগ্রহে” ( পৃ: ৮৭৪ ), বটতলা-প্রকাশিত “নিধু বাবুর গীতাবলী”তে ( পৃ: ১৭২ ), এবং অনাথকৃষ্ণ দেবের “বঙ্গের কবিতা”র ( পৃ: ২৯৪ )

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।

আমি এই মাজ চাই

মরি তাহে ক্ষতি নাই

তুমি আমার স্নেহে থাক এ দেহে সকলি সবে ॥

গানটি নিধু বাবুর বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহা অগ্ন্যধঃপ্রসাদ বহু মল্লিক-রচিত<sup>১২</sup> এবং গীতরত্নে বর্জিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ কবিতাটি এইরূপ—

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।

হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে দেহে প্রাণ না রহিবে ॥

কারণ প্রলয় জ্ঞান

পলক নিশ্চিত প্রাণ

অবশ্য অন্তর হলে প্রলয় হইবে তবে ॥

কিন্তু তাহে ক্ষতি নাই

আমি মাজ এই চাই

তুমি স্নেহে থাক মম শব দেহে সব সবে ॥

এমন কি, “বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা”র ( পৃ: ৪০ ) “শিরীতি পরম রতন” শীর্ষক যে গানটি নিধু বাবুর বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত পদ্মাবতী নাটকে দেখা যায়! এই সমস্ত উদ্ধারণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন কবি বা গীতরচকদিগের পদাবলী বিস্তারিত উদ্ধার বা নির্বাচন করা কি প্রকার কষ্টসাধ্য। তথাপি গীতরত্ন গ্রন্থ যখন নিধু বাবুর আবিষ্কার প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এত কাল তাঁহার আদি ও প্রামাণিক গীত-সংগ্রহ<sup>১৩</sup> বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তখন ইহাকেই তাঁহার রচনা সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ ধরিলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না।<sup>১৪</sup>

১২। ঐতি-গীতি, পৃ: ৪৭১।

১৩। পরিবৎ-প্রকাশিত সঙ্গীতরত্নকরকুমারের ভূমিকার ( পৃ: ৪ ) উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হিন্দী ও বাদালা পুস্তকের তালিকার রামনিধি গুপ্তকৃত “গীতাবলী”র উল্লেখ আছে; ইহার দ্বারা বোধ হয়, গীতরত্নই উদ্ভিষ্ট হইয়া থাকিবে।

১৪। গীতরত্নে যে নিধু বাবুর অনেকগুলি গীত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা তৎপুত্র জয়গোপাল উক্ত গ্রন্থের ভূমিকার উল্লেখ করিয়াছেন,—“অনেকে কহিয়া থাকেন যে যে সকল কবিতা লোকে নিধু বাবুর বলিয়া শুনাই-রাছে এবং যে সকল কবিতা আমরা জ্ঞাত আছি সে সকল কবিতা এই গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে যে সকল গীত তাঁহার বলিয়া মহাশয়েরা জানেন এবং বাহা তাঁহার বলিয়া শুনার সে সকল তাঁহারি গীত বটে কারণ তাঁহার গীত অসম্ভা, সে গীত সকলের আদর্শ রাখা হয় নাই বলিয়া ইহার ভিতর সন্নিবেশ হয় নাই, আর যখন সে সকল গীত রচনা হইয়াছিল, তখনকার লোক পরস্পার মুখে মুখে শিখিয়া রাখিয়াছিল, সে সকল গীত এই কণে সংগ্রহ কিবা সংশোধন করিবার উপায় নাই তাহার ভিতর বিস্তর অন্তর্ভুক্ত পদ এবং কথা শুনিতে পাওয়া যায় এ নিমিত্তে বিরত রাখিতে হইল। ইহাতে মহাশয়েরা ক্ষোভিত হইবেন না।” ( গীতরত্ন, পৃ: ৭৮০ )



এই ত গেল নিধু বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে। তারপর নিধু বাবুর জীবনবৃত্তান্ত। রামনিধি গুপ্তের জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; বাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা শুধু দীর্ঘর গুপ্ত কর্তৃক মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে লিখিত জীবনী হইতে। গীতরত্নের তৃতীয় সংস্করণের প্রারম্ভে যে জীবন-বৃত্তান্ত আছে, তাহাও প্রভাকর হইতে সংকলিত। এই সমস্ত স্থল হইতে সারাংশ লইয়া রামনিধির জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল।

রামনিধি গুপ্ত ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাঁপতা গ্রামে স্বীয় জনকের মাতুল রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক ভিটা ছিল কলিকাতা কুমারটুলীতে। এই পৈতৃক বাটী নন্দরাম সেনের গলিতে অবস্থিত; নিধুবাবুর উত্তরাধিকারীরা এখনও সেখানে বাস করিতেছেন। নিধুবাবুর পিতা হরিনারায়ণ ও পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ বর্ণীর হাজিমা ও নবাবী দৌরাখ্যা প্রযুক্ত কলিকাতা পরিত্যাগপূর্বক উক্ত চাঁপতা গ্রামে মাতুলগণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১১৫৪ সালে কলিকাতার প্রত্যাগমন করেন। এই স্থানেই নিধুবাবুর বিদ্যালম্বিকা হয়। সংস্কৃত ও পারস্য ভিন্ন তিনি কোনও পাদরী সাহেবের নিকট কিছু ইংরাজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭৩৯)। রামনিধি ১১৬৮ সালে স্মৃৎচর গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন এবং ১১৭৫ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একটি সন্তান লাভ করেন। অনন্তর ৩৫ বৎসর বয়সেই নিধুবাবু নিজ পত্নীবাসী ছাপরা কালেক্টরের দেওয়ান রামতল্লু পালিতের আশ্রুকূলে উক্ত কালেক্টরীতে কেরানীর কর্মে নিযুক্ত হন। পরে পালিত মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন জনাই গ্রামবাসী অগম্মোহন মুখোপাধ্যায় দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন এবং নিধুবাবু তাঁহার কেরানীগিরি কর্ম গ্রহণ করেন। ছাপরার অবস্থানকালে নিধুবাবু অবকাশমত সঙ্গীত-বিভাগ সুপণ্ডিত জটনক ববন গায়কের নিকট সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করেন। যখন ঐ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিল, তখন তিনি গুজরাটের শিক্ষাদানে কার্পণ্য বুঝিতে পারিয়া যাবনিক গীতশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, আপনিই হিন্দী গীতের আদর্শে রাগরাগিণী সংযুক্ত করিয়া বঙ্গভাবায় গান রচনা করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার বাঙ্গালার টপ্পা রচনার সূত্রপাত। প্রায় ১৮ বৎসরও ছাপরায় কর্ম করিবার পর উৎকোচাদি অসহুপায়ে অর্থ উপার্জন সম্বন্ধে দেওয়ান অগম্মোহনের সহিত মতান্তর হওয়াতে সর্বাচারনিষ্ঠ রামনিধি কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রটি ও কিয়দ্দিন পরে তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুবধে পতিত হন। ইহাতে নিধুবাবু শোকাবুল হইয়া “মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন” (গীতরত্ন, পৃঃ ৯৯) ইত্যাদি গান রচনা করেন। তদনন্তর ১১৯৮ সালে জোড়াসাঁকোতে নিধুবাবু দ্বিতীয় বার দ্বারপরগ্রহ করেন, কিন্তু সে সংসার অতি শীঘ্রই গত

১৫। *Bengal Academy of Literature*, Vol I. no 6. p. 4.

১৬। *Bengal Academy of Lit. ibid.* যদি ইহা ঠিক হয়, তবে তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাগমনের তারিখ ১২০১ বা ১২০২ হয়; কিন্তু তাহা হইলে তিনি ১১৯৮ সালে কিরূপে কলিকাতার দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন?

হইয়াছিল। ১২০১ বা ১২০২ সালে বরিশাটি চণ্ডীতলা গ্রামের হরিনারায়ণ সেনের তৃতীয়া কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। এই সংসারে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা আছে, তন্মধ্যে প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপাল গীতরত্ন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে সম্পাদক।

শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে<sup>১৭</sup> একখানি বড় আটচালা ছিল। সঙ্গীতরসজ্ঞ নিধুবাবু প্রতি রজনী তথায় গিয়া সঙ্গীতালাপ করিতেন এবং সহরের প্রায় সমস্ত সৌখীন ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া তাঁহার টপ্পা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। নিম্নতলানিবাসী নারায়ণচন্দ্র মিত্র-গঠিত “পক্ষীর দলের”ও উক্ত আটচালায় বৈঠক বসিত। এই পক্ষীর দলে সকলে গজিকা-সেবী হইলেও ভদ্রসন্তান, উপস্থিত-কবি ও সৌখীন-নামধারী বাবু ছিলেন এবং নিধুবাবুকে তাঁহার বধেই মাত্ত করিতেন<sup>১৮</sup>। বটতলার আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে বাগবাজারনিবাসী দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে বাগবাজারস্থ রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাটীতে কিছু দিন নিধুবাবুর বৈঠক হয়। নিধুবাবু পেশাদারী গায়ক বা কবিওয়াল ছিলেন না, তথাপি তাঁহারই উত্তোপে ১২১২-১৩ অব্দে<sup>১৯</sup> দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়। বাগবাজার-নিবাসী মোহনচাঁদ বসু সাবেক আখড়াই পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া প্রথমতঃ সখের দাঁড়া কবি ও পরে হাক-আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন; মোহনচাঁদ আখড়াই গাহনা নিধুবাবুর নিকট শিক্ষা করেন।<sup>২০</sup>

উক্ত জীবনযুদ্ধান্ত হইতে আরও জানা যায় যে, নিধুবাবু সদানন্দ, সন্তোষপরায়ণ, ও পরোপকারী ছিলেন। যদিও তিনি নিজ গুণে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কখনও কোনও বড় লোকের তোবাম্বোধ করেন নাই, নিজের মান বজায় রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত গম্ভীর ছিল যে, কেহ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। ইহা সন্দেহও তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে হুএকটি অপবাদ ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক এইরূপ লিখিয়াছেন,—“মুরসিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া বহু দিন অবস্থানপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদপ্রমোদ করিতেন। উক্ত মহারাজের শ্রীমতী নারী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাদগা ছিল, এই বারবিলাসিনী রামনিধি বাবুকে অন্তঃকরণের সহিত

১৭। প্রত্যেকের প্রকাশিত জীবনী হইতে জানা যায় যে, এই আটচালা শোভাবাজারস্থ বটতলানিবাসী আমেরিকান কাপ্তেনের মুচ্ছন্দি রাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল।

১৮। ইহাদের বিদ্যুত বিবরণ সংবাদ-প্রভাকরে দ্রষ্টব্য।

১৯। ১২১১ সাল (প্রভাকর, ১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৬১)।

২০। গীতরত্ন, বিভাগন, পৃঃ ৬/০। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে নিধুবাবুর টপ্পার কথা বলিয়াছি, আখড়াই গান সম্বন্ধে কোম্পও আলোচনা করি নাই। আখড়াই গাহনার বিবরণ ও ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্ত-লিখিত নিধুবাবুর জীবনীতে পাওয়া যাইবে। (সংবাদপ্রভাকর, ১ জ্যৈষ্ঠ ও ১ ভাদ্র, ১২৬১)।

ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাঁহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অহুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িনী প্রিয়তমা বেঙা কিন্তু বিজ্ঞমণ্ডলীয় অনেকে এ কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন, তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি বিনয় স্নেহ এবং নির্মল প্রণয়ের বশ্ত ছিলেন। এই প্রবৃত্তি তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং কিয়ৎকণ্ঠ হান্ত্যপরিহাস কাব্য আলাপ ও গীতবান্ধ করিয়া আসিতেন আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেমন ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহারই এক ২ গীত রচনা করিতেন, এবং সেই গীত সকল রাগে এবং সকল তানে গান করিতেন, এতাদৃশ যে যখন যে গীত যে রাগে গান করিতেন বোধ হইত যে এ গীত এই রাগে উদ্ভব হইয়াছে।” (গীতরত্ন, পৃঃ ১০, সংবাদ-প্রভাকর, ১ শ্রাবণ ১২৬১)। এইরূপ স্মৃষ্ণ ও প্রতিপত্তি সম্ভোগ করিয়া প্রায় ২৭ বৎসর বয়সে, ২১শে চৈত্র ১২৪৫ সালে, নিধুবাবু দেহ ত্যাগ করেন। শেষ বয়সে অনেক শোকতাপ পাইলেও তিনি শারীরিক নিয়ম এত যত্নের সহিত পালন করিতেন যে, আমরণ স্নহ শরীরে কাটাইয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অক্ষুর ছিল।

তাঁহার রচিত গানে কেবল সঙ্গীতকুশলতা নহে, অধ্যয়নশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত, পারসী ও অল্প অল্প ইংরাজীও জানিতেন। অনেকগুলি গান সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকমূলক; যথা—

মঙ্গলাচরণ কর সখীগণ আইল মনোরঞ্জন

গাও এমন কল্যাণ।

নয়ন কলস মোর, আনন্দ সলিল পূর,

ভুরু আশ্রসাধা তাহে বাধান।

কেহ কর অধিবাস, কেহ শচ্ছে পূর খাগ, হয় ত বিধান।

কেহ বা বরণ কর, কেহ শুভ ধ্বনি কর,

যৌতুক স্বরূপ মোরে দেহ দান ॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ১১) ২১

ভারতচন্দ্রের জ্ঞান পারস্ত হইতে ভাব আহরণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। “ঐতি-গীতি”র সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন ২২ যে, নিম্নোক্ত দুইটি ছত্র হাকেরের একটি প্রসিদ্ধ পদের অবিকল অনুবাদ—

ওষ্ঠাগত প্রাণ, নাথ, না দেখে তোমারে।

স্বহানে যাবে কি বাহির হইবে বল না আমারে ॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ৫৫)

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া বাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, নিধু বাবুর গানের ভাব অনেক হিন্দী উপায়া পাওয়া যায়।

আধুনিক সময়ে অনেকের ধারণা আছে যে, আদিরসাত্মক প্রণয়-সঙ্গীত মাত্রই উপায়া এবং

২১। এই প্রবন্ধে উক্ত গানগুলিতে মূলের বাস্তব ও পংক্তিবিশ্লেষণ অবিকল রাখা হইয়াছে।

২২। ঐতি-গীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ২১৮।

আদিরস অর্থে এখানে হীন ইঙ্গিত-প্রবৃত্তির বিকাশ বুঝায়; কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। বোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার বাঙ্গালা শব্দকোষে “টপ্পা” হিন্দী শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তি করিয়া ইহার মৌলিক অর্থ “লক্ষ্য” এবং টপ্পা গীতের অর্থ “সংক্ষিপ্ত লক্ষ্যপ্রকৃতি গীত” দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, টপ্পা ঋণদ খেরালের দ্বারা গীত-রচনার রীতিবিশেষ। কোনও বিশেষজ্ঞ লেখক এই রীতির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন,—“টপ্পা হিন্দী শব্দ, আদি অর্থ লক্ষ্য; তাহা হইতে রূঢ়ার্থ, সংক্ষেপ; অর্থাৎ ঋণদ ও খেরাল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা। ইহার কেবল দুই ভূক; অস্থায়ী ও অস্থায়ী। খেরালের প্রায় সকল তালই টপ্পার ব্যবহৃত হয়। টপ্পাতে প্রাচীন রাগের মধ্যে কেবল ভৈরবী, ধাওয়াল, দেশ, সিদ্ধ, এবং কালাংড়া আর আধুনিক রাগের মধ্যে কাফী, কিংকিট, নিলু, বারোঁরা, ইমন, ও লুম ব্যবহৃত হয়। আদিরসাত্মক গানকে যে টপ্পা বলে, এ সংস্কার ভুল। গানের এক পৃথক রীতির নাম টপ্পা; ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়।” ২৩

নিধুবাবু যখন টপ্পা গান গাহিতে আরম্ভ করেন, তখন এক দিকে ভারতচন্দ্রের প্রতিভা ও প্রভাব, অল্প দিকে কবিগানের পূর্ণ গৌরব ও সমৃদ্ধির সময়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ যদি ১১৬৭ হয়, তবে সে সময় নিধু বাবু উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবক মাত্র। ভারতচন্দ্রের নাম ও প্রভাবের মধ্যেই তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা। এই প্রভাবের জের “কামিনীকুমার”, “চন্দ্রকান্ত” প্রভৃতি বিজ্ঞানস্নান ধরণের বিকৃতরূচি কাব্যের ভিতর দিয়া ইংরাজী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মদনমোহনের “বাসবদত্তা”র প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প দিকে রাস, নৃসিংহ, নিতাই বৈরাগী, রাম বন্দু, হরু ঠাকুর, আট্টুনি কিরিদি প্রভৃতি পুরাতন প্রসিদ্ধ কবিগণালায়া সকলেই নিধু বাবুর সমসাময়িক। আধুনিক সময়ের ধারণা যে, কবিগান খেউড়, উহা অসীলতা-ময়। কবিগানের বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু বস্তুতঃ আদৌ কবিগান সেক্ষণ ছিল না; রূচি-পরিবর্তনের ফলে দেশের অস্তিত্ব পুরাতন জিনিষের দ্বারা যখন কবিগানের আদর কমিয়া গেল, তখন এই শ্রেণীর গীতিও শিক্ষিত-সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইতর-সমাজে উপনীত হইয়া খেউড়ে পরিণত হইতে লাগিল। বাহা হউক, কবিগান তখন খেউড় না হইলেও ইহা ভারতচন্দ্রের কাব্যের দ্বারা পুরাতন সাহিত্যের জের মাত্র। বিরহ, গোষ্ঠ, মান, দান, মাধুর, সখীসংবাদ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিবরণ সঙ্গীত কবিগানের প্রধান অঙ্গ ছিল এবং এই হিসাবে ইহা পুরাতন বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক অভিনব শাখা মাত্র। যদিও বৈষ্ণব কবিগণের দ্বারা সকল কবিগণালাদের প্রতিভা ও তত্ত্বময়তা ছিল না, তথাপি নানা কারণে কবিগানকে বৈষ্ণব-গীতির এক নিম্নতর সংস্করণ ধরা বাইতে পারে। নিধু বাবু পুরাতন

২৩। “সঙ্গীতভাষ্যেন” গ্রন্থে (১২২২) গীতের দুই প্রকার রীতি কথিত হইয়াছে—ঋণদ ও রজনী গান। ঋণদ গান প্রায় ২৪ প্রকার ও রজনী গান প্রায় পঞ্চাশ প্রকার উক্ত হইয়াছে। খেরাল ও টপ্পা রজনী গানের একটি বিশেষ প্রকার মাত্র। (পৃঃ ৩৩-৩২)। সঙ্গীতরসগন্ধরসেনে নিধুবাবুর টপ্পা বাঙ্গালা রজনী গানের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সাহিত্যের এই ছুই পথের কোনও পথ অবলম্বন করেন নাই। তখন ভারতচন্দ্রের বৈরাগ্য প্রতিপত্তি ও কবিগানের বৈরাগ্য আদর্শ, তাহাতে নিধু বাবুর ভারতচন্দ্রের বাতাস অতিক্রম করা না কবিগান রচনা না করিয়া নূতন ধরণের গান রচনা করা কম সাহস ও প্রতিভার পরিচায়ক নহে। তখনকার গীতি-সাহিত্যে নিধু বাবু সম্পূর্ণ নূতন ও স্বতন্ত্র পথাবলম্বী। এক দিকে বিভাস্বন্দরের আদর্শ, অল্প দিকে কবিগান ইত্যাদি, ইহার কোনও দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া নিধু বাবু হিন্দী খেরাল ও টপ্পা ভাঙ্গিয়া বাজালার নূতন ধরণের প্রেম-সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত গানই প্রেম-বিষয়ক; কিন্তু তাহাতে রাখাক্ষক বা বিভাস্বন্দরের নাম-গন্ধও নাই। ‘কবি আপন হৃদয়ের অল্পভূতি, ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীন-ভাবে গাহিয়াছেন, পরকীর ভাব অবলম্বন করেন নাই। এই হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যে নিধু বাবুর স্থান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মোটামুটি ধরিলে প্রাচীন সাহিত্য বহির্ভূত লইয়াই ব্যস্ত; কবি আপন অল্পভূতি বা অন্তর্ভূতের কথা বলেন নাই; বাহা বলিয়াছেন, তাহা আবার পরের অল্পভূতির ভিতর দিয়া। আধুনিক সাহিত্য অল্প-বিস্তার অন্তর্ভূত লইয়া; আপনার স্বধ-হৃৎ-ধের কথা অথবা আত্মপ্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া পরের কথা বোকা, ইহাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। পুরাতন ভাষা ও কঠামো বজার রাখিলেও নিধু বাবু তাহার মধ্যে যেটুকু নূতন ভাবের আলোক আনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন। গীতরসের সমস্ত গান রচনা হইলেও আধুনিক সময়ে বৈরাগ্য উপেক্ষিত ও অনাদৃত, তাহার বোধ হয় সেক্ষণ উপেক্ষা ও অনাদরের বোগ্য নহে।

বাস্তবিক হৃৎ-ধের বিবরণ যে, আধুনিক সময়ে এরূপ শক্তিশালী কবির সম্যক গুণ গ্রহণ করা হয় নাই; বরং তাঁহাকে উপেক্ষা ও ঘৃণার ভাগই বেশী দেওয়া হইয়াছে। জৈবরগুণ প্রভৃতি হৃৎ-ধ জন গুণজ সমালোচক তাঁহার স্থখ্যাতি করিলেও নিধু বাবুর গানের সহিত একটা কালক্রমগত অবধা অখ্যাতি জড়িত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, দেখিতেছি যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভায় রসজ লেখকও “অতি নীচ শ্রেণীর কবিতার করতোপ” বলিয়া নিধু বাবুর গানের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ২০

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নিধু বাবু নামমাত্রাবশেষ; তাঁহার টপ্পা অতি অল্প লোকেই পড়েন এবং অনেকে না পড়িয়াই ঘৃণা করেন। তাঁহার বলেন, যে লোক অল্প অল্প অঙ্গীল প্রণয়গীত রচনা করিয়া লোকের চরিত্র দূষিত করে, তাহাকে কবি বলিলে কবি নামের

২০। বঙ্গদর্শন (পুরাতন পর্ব), ৭ম-৮ম ভাগ (১৯৮৭-৮৮)। গত বৎসরের নারায়ণ পত্রিকার ‘নিধু গুপ্ত’ প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় নিধু বাবুর প্রতি হৃৎ-ধের উদ্ভট হইয়া। এ কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃ: ৭০৪)। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই পুরাতন মত অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বঙ্গদর্শনে বাহা লিখিয়াছিলেন, এখন তাহার মত দূষিত।

অবমাননা হয়। এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া নিধু বাবুর গীত সম্বন্ধে কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁহার “বাঙ্গালা সাহিত্য” পুস্তিকায় (১২৯২) লিখিয়াছেন,—“ইহার অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতাচ্যুত”। ইহা অপেক্ষা কঠোর সমালোচনা করিয়া “উদ্ভাস্ত প্রেম”-প্রণেতা চন্দ্রশেখর সুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, এ সকল সঙ্গীতে যে প্রেমের আদর্শ, তাহা কুৎসিত অসংবত ইন্দ্রিয়-লালসার নানাস্তর মাত্র; ইহা “আত্মবিসম্বন্ধে পরাভুত, আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগবিলাসে কলুষিত, আত্মসুখাবেষণে অপবিত্র”। ১২৬ অবস্ত্র এরূপ বলা যায় না যে, নিধু বাবুর গানে ঘোটে অশ্লীলতা নাই; এখনকার মার্জিত রুচি দ্বারা বিচার করিলে তাঁহার কতকগুলি গীত রুচি-বিরুদ্ধ বলিতেই হইবে। কিন্তু আজকালকার ও সে কালের রুচির যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল, তাহা মনে রাখিতে হইবে এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিভাশালী হইলেও কবি অনেক সময় সাধারণ লোকের ভ্রম দৈশ-কাল-পাত্তের অধীন। এরূপ অশ্লীলতা অপবাদ প্রাচীন কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া হাত-নাগাদ ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত অনেকেরই আছে; কিন্তু এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সমালোচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র বাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণ-যোগ্য। কিন্তু এ সমস্ত তর্ক ছাড়িয়া দিলেও, নিধু বাবুর গীতাবলীর মধ্যে অশ্লীলতা অত্যন্ত বিরল। হুএকটি টপ্পা, কয়েকটি হাক আঁধাড়াই ও খেউড় ছাড়িয়া দিলে তাঁহার গানের রুচি সর্বত্র সঙ্গত এবং গানের মধ্যে ভোগ অপেক্ষা আত্মসমর্পণের কথাই অধিক। নিধু বাবুর গান তাঁহার জীবদ্দশাতেই সর্বসাধারণের এত প্রিয় হইয়াছিল যে, তাঁহার নামের দোহাই দিয়া অতি জঘন্য গীতও “নিধুর টপ্পা” বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। গীতরত্ন গ্রন্থের আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই এবং নিধু বাবুর গানেরও চর্চা নাই; নিধুর টপ্পা অর্থে আধুনিক পাঠক বুঝেন, বটতলা-প্রকাশিত নিধুর নামে বিক্রীত জঘন্য টপ্পার সংগ্রহ। সেই জন্তই বোধ হয়, নিধু বাবুর গানের এত অশ্লীলতা অপবাদ। বাস্তবিক নিধু বাবুর রচিত টপ্পার মত জঘন্য ও লজ্জাজনক টপ্পা বঙ্গভাষার আর রচিত হয় নাই।

নিধুবাবুর রচনার কারিগরি বিশেষ না থাকিলেও ভাষার যেমন লালিত্য ও প্রঞ্জলতা, সুরলয়ের তেমনি পারিপাট্য, ততোধিক ভাবের কোমলতা ও গভীরতা। শব্দের ছটা, ছন্দবিচিত্র্য বা অলঙ্কারাদির প্রাচুর্য্য নাই; এমন কি, চরণের মিল সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ অবনোবোণী, তথাপি সাদাসিধে অল্প কথায় স্বভাব-কবির ভাবুকতার প্রাণের আবেগ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। আর্ট বা শিল্পনৈপুণ্য হিসাবে হয় ত অনেকেরই এ গানগুলিকে খুব উচ্চ স্থান দিবে না; চরণের মিল; শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিধুবাবুর রচনা সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে। অনেকে আবার হয় ত ইহার মামুলী সেকেলে কাঠামো গৃহ্য করিবেন না। নিধুবাবুর অতি অল্প গানই আছে, বাহার সমস্তটা নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর; কবি যে প্রেরণার বশে গাহিতে বসিয়াছেন, তাহা অনেক সময় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ

রাখিতে পারেন নাই। এই দোষ অল্প-বিস্তর অধিকাংশ কবিগণ্যাদেবর মধ্যেও দেখা যায়।  
নিত্যানন্দ বৈরাগীর—

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে

শ্রামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ॥

নহে কেন অঙ্গ অবশ হইলো।

সুখা বরিষিলো শ্রবণে ॥২৭

এই মহড়াটি সুন্দর; কিন্তু তাহার পরবর্তী অস্তর ও চিতেন ইহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। নিধুবাবু হইতেও এইরূপ ক্রমভঙ্গের অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়—

সাধিলে করিব মান কত মনে করি

দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১০০)

লাইন দুইটি নিখুঁত; কিন্তু তৎপরবর্তী দুই লাইন সম্বন্ধে এক কথা বলা যায় না। এই সকল গীতরচকদিগের রচনা আমূল শেষ পর্য্যন্ত সমভাবাপন্ন বা নির্দোষ নহে। নিধুবাবুর টপ্পায় এ সকল দোষ অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু বাহ্যিক বলেন যে, এই সমস্ত টপ্পায় ভাব কদর্য ও অতি নীচশ্রেণীর অথবা ইহা ভাবসৌন্দর্য্য-বিহীন, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারা যায় না। ভাবের মনোহারিতাই নিধুবাবুর গানের বিশিষ্টতা।

শ্রোমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে, নিধুবাবু তাহার অনেক কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, নিধুবাবুর মত স্বভাব-কবি পূর্ক হইতে একটা মতামত বা ধারণা খাড়া করিয়া গীত রচনা করিতে বলেন নাই। পরন্তু যখন যে মনের ভাব উদয় হইয়াছে, তাহাই সুরলয়ে গঠিত করিয়া ভাবায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু সখীসংবাদ, মান, বিচ্ছেদ, মিলন নহে, সহস্রভঙ্গী হৃদয়-বীণায় শ্রোমের কোমল স্পর্শে যে শত সহস্র ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহার প্রতিধ্বনি নিধুবাবুর গানের মধ্যে বিভিন্ন আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রোম-সঙ্গীত বঙ্গসাহিত্যে মূল্য নহে; কিন্তু শ্রোমের স্বর চিরপরিচিত হইলেও চিরনুজ্জ্বল। যুগে যুগে কবিগণ শ্রোমের গান গাহিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু এই সুপূর্ণ অনন্তত্বের আলোক বিভিন্ন কবি-কদম্বের স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া যুগে যুগে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। বঙ্গভাষার অন্তিম মধুর শ্রোমসঙ্গীতের সহিত নিধুবাবুর রচনাও গীত-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

নিধুবাবুর শ্রোম-সঙ্গীত যে শুধু ইজিরলালসা বা ইজিরপরতন্ত্রতাস্পৃশক নহে, আমরা নিধু বাবুর গীতিগুলি আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাঁহার শ্রোম সমস্ত টপ্পা-গুলিই শ্রোম-বিষয়ক। বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই শ্রীতির প্রশংসা করিয়াছেন; আমাদের কবিও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

২৭। সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ ১২৬১, পৃঃ ৭; কবিগণ্যাদিগের গীতসংগ্রহ (ইং ১৮৬২), পৃঃ ১১০-১১১; সঙ্গীতসারসংগ্রহ (বঙ্গবানী কার্যালয়), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৪৭

পিরীতি না জানে সখী সে জন সখী বল কেমনে ।

বেমন তিমিরালয় দেখে দীপ বিহনে ॥—( গীতরত্ন, পৃ: ৭৭ )

শ্রেমদুঃখ কবি শ্রেমের কথা বলিতে গিয়া আত্মহার্য—

পিরীতের গুণ কি কহিব তোমারে ।

শুনিলে বিশ্বয় হয় শরীর সিহরে ॥—( ঐ, পৃ: ১২৫ )

যে শ্রেম জানে না, সে সখীও নয়, হুঃখীও নয়; শ্রেমের সুখ-হুঃখই জীবনের প্রধান অমুভূতি—

মহে সখী নহে হুঃখী শ্রেম নাহি জানে ।

সখী হুঃখী সেই সখী এ রস যে জানে ॥—( ঐ, পৃ: ২১ )

কিন্তু শ্রেম শুধু ধ্যান-ধারণার জিনিস নহে; হাসি অশ্রু, সুখ দুঃখ, তৃষ্ণা তৃপ্তি, পুণ্য পাপ, এ সকলের মনন-ধন শ্রেম জীবনের একটি বাস্তব অমুভূতি। যত দিন দেহ আছে, শ্রেম দেহসম্পর্কশূন্য থাকিতে পারে না। এইখানেই নিধুবাবুর ধারণার সহিত অনেক আধুনিক কবির ধারণার পার্থক্য। অনেক আধুনিক কবির শ্রেম দেহসম্পর্ক-শূন্য স্বপ্নময় কাল্পনিক বস্তু। তাঁহাদের মতে শ্রেম ইন্দ্রিয়গত না হইলেও চলে; ভালবাসিবার অস্ত্র আধুনিক কবিগণ একটি কাল্পনিক প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু সে কালের কবিগণ ইহাতে তৃপ্ত হইতেন না; এ কালের কবিগণও কোথায় তৃপ্ত হইতে পারিয়াছেন! শুধু একটা ছুর মানসী প্রতিমার মিলনের প্রতীক্ষায় না বসিয়া প্রকৃত পৌত্তলিকের ভায় হাত-পা-চোখ-মুখ-সম্বলিত একটি জীবন্ত প্রতিমার আরাধনায় তাঁহারা মতিয়া উঠিতেন। এই পৌত্তলিকতার উদ্ভাস্ততা ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ের আলোচনা নিম্নরোজন; তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগকে বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগতের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছিল। এই অস্ত্র তাঁহাদের লেখা শুধু একটা অপরিচ্ছিন্ন গীতোচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হয় নাই।

কিন্তু শ্রেম দেহ আশ্রয় করিয়া জাগিলেও আবার দেহকে ছাড়াইয়া যায়। সেক্সপিয়র বলিয়াছেন যে, শ্রেমের প্রথম জন্ম—চোখের নেশায়। এই জন্ম রূপ বা আঁখির মিলন কবি ও গুণভাসিকের প্রিয় বস্তু। “উভয় মন সংযোগ নয়ন কারণ তার।” (গীতরত্ন, পৃ: ১০০)। প্রিয় জনকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার লালসা শ্রেমের একটি প্রসিদ্ধ লক্ষণ ও আত্মবৃত্তিক ফল।

আগে কি জানি সই এমন হবে ।

নয়নে নয়নে মিলে মনের মজাবে ॥—( গীতরত্ন, পৃ: ১১২ )

অদর্শনে হুঃখ, দর্শনে সুখ। চোখের দেখায় যে সুখ, শুধু ধ্যান-ধারণায় তাহা হয় না—

হেরিলে হরিষ চিত না হেরিলে মরি ।

কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি ॥—( ঐ, পৃ: ১২ )

নয়ন পাগল সই করিল আমারে।

যত দেখি তথাপিহ আশা নাহি পুরে ॥



যদি বিনয়েতে মনঃ স্থির হয় কদাচন,  
 নয়ন মজ্জণা দিয়াে ভুলায় তাহারে ॥—( গীতরত্ন, ৭৫ )  
 নয়ন-অস্তরে, অস্তরে তোরে নিরখি মন-নয়নে ।  
 চাক্ষুযে যতেক সুখ, তত কি হয় মননে ॥—( ঐ, পৃঃ ৩ )  
 মননে নহে এত সুখ যত বাহ্য দরশনে—( ঐ, পৃঃ ৮৭ )  
 মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না ।  
 প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না ॥—( ঐ, পৃঃ ১৩ )

কিন্তু এ চোখের তৃষ্ণা আর মিটে না—

বিচ্ছেদে যা ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে ।  
 আঁখির কি আশা পুরে কণ দরশনে ॥—( ঐ, পৃঃ ১৩৭ )  
 নয়নে নয়নে রাখি ( প্রাণ ) অনিমিত্ত হয় আঁখি  
 বাগনা মনেতে ।  
 পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখি,  
 কি জানি অন্তর হও অই ভয় দেখি ॥—( ঐ, পৃঃ ৭২ )

কিন্তু প্রেম রূপের বন্ধনে ধরা পড়িলেও গুণের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে ; চোখের নেশায় জন্মিলেও শেষে মনকে আশ্রয় করে—

নয়ন রূপেতে ভুলে মনো ভুলে গুণে ।—( ঐ, পৃঃ ১৩৩ )  
 নয়নেরে দোষ কেন ।  
 মনেরে বুঝায় বল, নয়নেরে দোষ কেন ।  
 আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন ॥  
 আঁখিতে যে বত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,  
 যেই বাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন ॥২৮—( প্রীতিগীতি, পৃঃ ১৫৪ ;  
 রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৭ ; সঙ্গীতসারসংগ্রহ, পৃঃ ৮৭৫ )

চোখের নেশায় প্রেমের স্বপ্নপাত হইলেও, প্রেম আন্তরিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী । ইন্দ্রিয়েতে জন্মিয়া, ইন্দ্রিয় ছাড়াইয়া, মনের রাজ্যেই প্রেমের সিংহাসন । সেই অন্ত বত দিন নয়ন মনের বশ না হয়—বত দিন প্রেম “নয়নেরে ছুঃখ দিয়া মনেতে সদা উদয়” ( গীতরত্ন, পৃঃ ৪ ) না হয়—তত দিন প্রেমের পূর্ণতা লাভ হয় না—

২৮। এই গানটি ও নিম্নোক্ত তিন চারিটি গান গীতরত্নে সাই, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । এগুলি নিখুবাবুর কি না সন্দেহ ; কিন্তু বরাবর ইহা নিখুবাবুর নামের সহিত জড়িত ; অন্ত কাহারো বলিয়া বত দিন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত না হয়, তত দিন নিখুবাবুর বলিয়া ধরা বাইতে পারে । কারণ, গীতরত্ন আনাদিক হইলেও সম্পূর্ণ সংগ্রহ নহে । বেগুলি অন্ত লোকের রচিত বলিয়া বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি, সেগুলি বর্জন করিয়াছি । এরূপ সন্দেহযুক্ত গান যেটি এটি মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি ; বাকি সব গানই গীতরত্ন হইতে ।

এত দিনে মনবশ হইল নয়ন।

তার সে রূপ হৃদয়ে করেছে ধ্যান ॥

বাহুে অদর্শনে হুঃখী নহে কদাচন।

সদা মনযোগে তার করি দরশন ॥—( গীতরত্ন, পৃঃ ৮৪ )

বাস্তবিক একাত্মমিলন না হইলে প্রেমের সার্থকতা কোথায়—

এত দিন পর নিবিল আমার মনের অনল সখী।

দেখ বত দিন, ছিল দুই জ্ঞান, সদত বুরিত আঁখি ॥—( ঐ, পৃঃ ৪০ )

আমি লো তাহার তাহার মনে, সে আমার যোর মনে।

দেখ দেখি কত সুখ উভয় প্রেম ছড়নে ॥—( ঐ, পৃঃ ৭ )

এরূপ হইলে বিচ্ছেদ-মিলনের আর ভয় থাকে না—

হরিষ বিবাদ দুই বিচ্ছেদ মিলন।

হৃদয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন ॥—( ঐ, পৃঃ ১১৯ )

যখন এইরূপ মিলন হয়, তখন প্রেমের আতিশয্যে হৃদয়ের যে অপূর্ণ ভাব, তাহা প্রেমিক নিজেই বুঝিতে পারেন না—

মনেতে উদয় বাহা না পারি কহিতে।

হৃদয়নিবাসি তুমি হয় হে বুঝিতে ॥—( ঐ, পৃঃ ৭ )

তুমি কি জানিবে আমার মন।

মন আপনারে আপনি জানে না ॥—( ঐ, পৃঃ ৭০ )

এরূপ আত্মসমর্পণই প্রেমের মূল মন্ত্র—

আর কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন।

মনের অধিক আর, আছে কি রতন ॥—( ঐ, পৃঃ ২০ )

প্রতিদানে প্রেমের সার্থকতা বটে, কিন্তু ভালবাসিতে বত সুখ, ভালবাসাইতে তত নয়। এই জন্ত নিরপেক্ষ প্রেমের কথা কবিরা গাহিতে ভালবাসেন—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।

আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে ॥

বিধু মুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি

সে জন্ত দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে ॥২১

প্রেম একবার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে তাহার আর বিনাশ নাই—

তারে ফুলিব কেমনে।

প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন ভেনে ॥

আর কি সে রূপ তুলি প্রেম তুলি করে তুলি  
ছন্নয়ে রেখেছি লিপে অতি ষড়নে ।

সবাই বলে আমাদের

সে তুলেছে তুল তারে

সে দিন তুলিব তারে যে দিনে লবে শমনে ॥—৩০ ( গীতাবলী বা নিধু-  
বাবুর গীতসংগ্রহ, পৃ: ১৩১ ; রসভাণ্ডার, পৃ: ১০৬ )

পিরীতি তোমার সনে রহিল মনে

কখন না পাসরিব জীবনে মরণে ॥—( গীতরত্ন, পৃ: ৪৯ )

তাহারে কি তুলিতে পারি যাহারে আমি সঁপিলাম মন: ।

দেখিতে তাহার বদন, অতি কাতর নয়ন,

শুনিতে বচন-সুখা শ্রবণ তেমন ॥

দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন ।

যদি তার বিরহেতে, সত্যত হয় জ্বলিতে,

জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্দোষ কখন ॥—( ঐ, পৃ: ১২৩ )

প্রেম অনন্তগতি ; একবার ভালবাসিলে কখনও ভোলা যায় না—

মনে করি তুলে তোরে থাকিব স্মৃতেতে ।

না দেখিলে মহে প্রাণ মরি হে ছুথেতে ॥—( ঐ, পৃ: ২৮ )

কিবা দিবা বিভাবরী পাসরিতে নাহি পারি

আঁখি অনিমিষ, পথ হেরিতে হেরিতে ॥—( ঐ, পৃ: ৯ )

আমি কি তারে ত্যজিতে পারি ।

দিয়ে নিশি সেই ধ্যান সেই ধন সেই জ্ঞান

মন প্রাণ প্রাণ প্রাণ করি ॥—( ঐ, পৃ: ১৩৯ )

প্রেম অন্তর কি হয় প্রিয়জন প্রতি নয়ন-অন্তরে । ( ঐ পৃ: ২৭ )

কিন্তু এই প্রেমনিধি সর্বত্যাগী না হইলে লাভ করা যায় না—

পূজিব পিরীতি প্রেম প্রতিমা করে নির্মাণ ।

অলঙ্কার দিব তাহে আছে বত অপমান ॥

বৌবনে সাঙ্গায়ে ডালি, কলঙ্ক পূরি অঞ্জলি,

বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ ॥

( গীতাবলী বা নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ, পৃ: ১৩০ )

প্রেম—লজ্জা-ভয়, মান-অপমানের অতীত । যে প্রেম-সঙ্গীতে কলঙ্ক বা কুলত্যাগের কথা  
আছে, চন্দ্রশেখর বাবু তাহা সমাজ-নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন । কিন্তু এ সম্বন্ধে

৩০ । ঐতিহাসিকভাবে এই গানটি হরিশোহন রায়ের নামে আছে ( পৃ: ৪৩ ) । ঐযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের  
কোন নাটকেও এই গানটি দেখা যায় । এই গানটি নিধু বাবুর কি না, বণেই সন্দেহ আছে ।

কোন রসজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন, “—‘ঠাহারা এ দেশের প্রীতিগীতির ইতিবৃত্ত জানেন, ঠাহাদের নিকট এই কলঙ্কের প্রকৃত মৰ্ম্ম অবিদিত নাই।.....বৈষ্ণব পদে যে কলঙ্কের উল্লেখ আছে, তাহা ভাগবতী লীলার অন্তর্ভূত। যদি ভগবান্কে চাও, তবে লোকাপবাদের ভয় করিলে চলিবে না। শ্রাম রাধি কি কুল রাধি ভাবিলে চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণের অস্ত সৰ্ব্বভাঙ্গী হইতে হইবে, কুল কোন্ হার ? কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে এই মৰ্ম্ম, নিধুবাবু তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন—

অজ্ঞান কলঙ্ক বার, দেখিলে কি থাকে তার ।

লোক-কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে, মন যে সঁপিলে সেই রূপেতে ॥

—(গীতরত্ন, পৃঃ ৪৮ )

কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে অর্থ, সামান্য নায়ক-নায়িকার প্রেমের গানেও কলঙ্কের সেই অর্থ— প্রেমের অস্ত সৰ্ব্বাংশ ভাঙ্গ। শত অপবাদ, লাঞ্ছনা, গল্পনা সহ্য করিয়াও যে প্রেম অক্লুণ থাকে, তাহার কি ঐকান্তিকতা ! এই ঐকান্তিকতা দেখাইবার জন্যই কবি প্রেমের উপর কলঙ্ক আরোপ করেন। কবির এই উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আমরা যেন কাব্যের জগতে সমাজ-নীতির বিতণ্ডা উপস্থিত না করি ; তাহা হইলে আমরা কোন কালে কাব্যের মৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিব না।” সেই অস্ত নিধু বাবু গাহিয়াছেন,—

হউক হে হউক প্রাণ যায় বাউক আমার,

খেদ নাহি তাহাতে ।

তোবারে পাইলেম যদি কি করে লাজেতে ॥

লোকে বলে কলঙ্কিনী হইল কুলেতে ।

আমি বলি এত দিনে আইলেম কুলেতে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১১২-১৩ )

উল্লিখিত ভাবমূলক সঙ্গীত ছাড়াও নিধু বাবু প্রেম সৰ্ব্বক্ষে অস্ত্রান্ত অনেক টপ্পা রচনা করিয়াছেন। মিলনাকাজ্জা, মিলনের আনন্দ, অতিমান, সাধনা, সোহাগ, আশ্বনিবেশন, বিচ্ছেদের দুঃখ, অপূর্ণ প্রেমের নৈরাশ্র, উষেগ, সন্দেহ, অবিধাঙ্গ, প্রেমে শঠতা ও নিষ্ঠুরতা, অমুযোগ প্রভৃতি বহুরূপী প্রেমের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা ঠাহার সঙ্গীতে অপ্রতুল নহে। নিম্নোক্ত মিলন-সঙ্গীতটি যেন একটি জীবন্ত চিত্র আঁকিয়া দেয়,—

আনন্দ ভর করি দাঁড়াইয়ে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জে ।

নয়নে মনসংযোগ নাহিক ভয় গঞ্জে ॥

প্রতি অঙ্গ পুলকিত, সুখপদ্ম প্রফুল্লিত,

স্থির করি আছে দেখে দুই নয়ন-খঞ্জে ॥—(ঐ, পৃঃ ১০০ )

এরূপ চিত্রকুশলতার পরিচয় বিয়ল নয়—

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে ।

ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে ॥

যত ক্ষণ যায় দেখা না পারি সন্নিতে।

আঁখি মোর অনিমিত্ত হেরিতে হেরিতে —( গীতরত্ন, পৃ: ৮৭ )

মিলন—

মিলন কি সুখময় হৃদয়ে উদয় হল।

ধরিয়ে হৃৎকেন্দ্র হাত বিচ্ছেদ চলিল ॥—( ঐ, পৃ: ১৩২ )

আদর—

স আদরাদর বা আদর অধর কল্পে কহিতে।

দরশনে পরশনে অমিয় বচনে

শরীর অবশ্য সুখী আঁখি সহিতে ॥—( ঐ, পৃ: ৪১ )

প্রেমের তন্ময়তা—

যে দিকে চাই সে দিকে পাই দেখিতে তোমায়ে।

কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে, তোমার বিহনে,

না দেখি কাহারে ॥

বশন থাকি শরনে, তোমায়ে দেখি স্বপনে।

পুনঃ জাগরণে নয়নে নয়নে থাকি সেই মনে,

কি হলো আমায়ে ॥—( ঐ, পৃ: ১৩৬ )

কিন্তু নিধু বাবু মিলনের এরূপ সুখ-চিত্র আঁকিলেও, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, তৃপ্তি অপেক্ষা অতৃপ্তির কথাই বেশী বলিয়াছেন। মিলনের চেয়ে দুঃখের গান গাহিতে তিনি ভালবাসেন। প্রেমে সুখ-দুঃখ চিরন্তন—

ক্ষণেক সুখাশ্রয়, ক্ষণে হলাহল শর—( ঐ, পৃ: ৭৭ )

কিন্তু সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই অধিক—

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে। হে

সুখ আশে ভালে সদা দুঃখের সাগরে ॥—( ঐ, পৃ: ২ )

মিলনেও দুঃখ, বিরহেও দুঃখ—

পিরীতি সুখের লোভে মজে হে যে জন। ( প্রাণ )

সে হয় কেবল দেখ দুঃখের ভাজন ॥

বিচ্ছেদে মিলন আশে থাকে জীবন।

মিলনে ভাবনা পুনঃ বিচ্ছেদ কারণ ॥—( ঐ, পৃ: ১২০ )

পথ চাহিতে চাহিতে দিন কাটয়া যায়—

উদয় সুখতারা আমার নয়নতারা তার পথ নিরখিয়ে।

কারণ না জানি আমি আছি কি রসে ছুলিয়ে ॥—( ঐ, পৃ: ১৩০ )

এক পল বিপল না হেরি ওলো হতো মোর নয়ন সজল।

অধিক বিলম্বে এবে, সে জল শুকায়ে গেল ॥—( ঐ, পৃ: ৬ )

চক্কর তুফা মিটে না—

ভিল অদর্শন হলে হয় সজল নয়ন—( ঐ, পৃ: ৫ )

ময়মের জলে মনের অনল নিতে না—

নয়ন-মীরে কি নিবে মনের অনল—( ঐ, পৃ: ১২৫ )

হৃদয়ের আশাও কখন পূরে না—

তবে প্রেমে কি স্থখ হতো ।

আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিতো ॥—( গীতাবলী বা নিধুবাবুর  
গীতসংগ্রহ, পৃ: ১৭২, সঙ্গীতসারসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮৭৩ ; শ্রীতিগীতি, পৃ: ৩৭৩ )

কিন্তু হৃৎ-যাতনা সন্তোষ কবি প্রেমকে সন্ধান করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রেম যোর অতি প্রিয় হে তুমি আমারে তেনো না ।

যদি রাজ হিন, কর জাগতন, ভাল সে যাতনা ॥—( গীতরত্ন, পৃ: ১৩১ )

প্রেমের দ্বনে হৃদয় আরও নির্মল হয়—

অন্ত অন্ত চিন্তা যত আমার আছিল

তব হতাশনে তারা শব্দাহ হল ॥—( ঐ, পৃ: ১৩২ )

হৃৎ-খের তরে প্রেম তুলিতে পারা যায় না—

খাঙ্কিতে বাসনা যার চন্দনবনে ।

তুল্যদের ভয় সেহ করে কি কখনে ॥—( ঐ, পৃ: ৪৪ )

প্রেমিকের কাছে প্রেমের হৃৎখেও স্থখ—

সেই সে পিরীতি প্রাণ পায়ে লো রাখিতে ।

হৃৎখে স্থখ অল্পতব বাহার মনেতে ॥—( ঐ, পৃ: ১৭ )

পিরীতের হৃৎখ ভ্রম জ্ঞান স্থখমর ।—( ঐ, পৃ: ২৪ )

প্রেমের এই সর্বব্যাপী হৃৎ-খের মধ্যেও প্রেমিকের আশাস—

হৃৎখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব ।

হৃৎখে স্থখ বোধ করে যতনে তার তুষিব ॥

না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,

তবু সে বিধুবদন দূর থেকে দেখিব ॥—( বঙ্গের কবিতা, পৃ: ২২৫ )

কেমনে বল তারে তুলিতে ।

প্রাণ সপিয়াছি যারে, অতি যতনেতে ॥

ইথে যদি হৃৎ হয়, হইবে সহিতে ।

দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে ॥—( গীতরত্ন, পৃ: ২০ )

উক্ত গীতসমূহ হইতে বুঝা যাইবে, নিধুবাবুর এই প্রেমের ধারণার মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার প্রসারই অধিক । ইহাতে তাঁবের গভীরতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না । তথাপি চন্দ্রশেখর বাবু ইহার মধ্যে “ইন্দ্রিয়লাগনার আধিক্য”, “উন্মুক্ত ও নির্লজ্জ বিলাসিতার ভাব” কিরূপে পাইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না । তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তৎকালীন গীতরচকদিগের মধ্যে নিধুবাবুর প্রতিভা ও ক্ষমতা হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ । তথাপি ইহার কীর্তিত প্রেমের “ইন্দ্রিয়লাগনাতেই উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই সমাপ্তি” ইত্যাদি যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে সন্মতীকৃত বলা যায় না ।

আর একটি কথা । নিধুবাবুর গানগুলি গান হিসাবেও বিচার করিতে হইবে; সেগুলি

শুদ্ধ কবিতা বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। অনেক সময় আমরা গানকে কবিতার মাপকাঠিতে মাপিয়া ভুল করি; কবিতা ও গানে যে পার্থক্য থাকিতে পারে, এ কথা ভুলিয়া যাই। গানের প্রধান সৌন্দর্য্য সুর; সুরের ভিতর দিয়াই ইহা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। নিধু বাবুর প্রেমস্নিগ্ধ গানের মাধুর্য্য শুধু পাঠে উপলব্ধি করা যায় না, প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই; তাহা শুনিবার জিনিস। শুধু নিধুবাবুর টপ্পার কেন, এ কথা বৈষ্ণব কবিদিগের রচনাও খাটে। সেই জন্য বাঁহারা রসজ্ঞ স্নগায়ক কীর্ত্তনীর মুখে মহাজন-পদাবলী শুনিয়াছেন, তাঁহারা তাহার মাধুর্য্য অধিকতর উপলব্ধি করিয়াছেন। নিধুবাবুর টপ্পাও গান; কবিতা হিসাবে শুধু তাহার সৌন্দর্য্য নহে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে আমার অভিজ্ঞতা নাই, স্ততরাং এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা যুক্ততা হইবে; তবে নিধুবাবুর টপ্পার যে গান হিসাবেও যথেষ্ট মূল্য, তাহা সঙ্গীত-রাগকল্পজ্ঞের মত গ্রহে নিধুবাবুর সাক্ষিশ্রুতধিক টপ্পার পুনর্সুত্রণ হইতে অনুমান করিতে পারি। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণানন্দ, ভারতবর্ষীয় গীতরচকদিগের মধ্যে নিধুবাবুকে যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় স্থান দেন নাই, তাহাই তাঁহার রচনাগৌরবের পরিচায়ক।

আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজিকালিকার দিনে এরূপ শক্তিশালী গীতরচককে প্রায় ভুলিতে বলিয়াছি এবং তাঁহার টপ্পাগুলি অঙ্গীল ও কচিবিক্রদ্ধ বলিয়া অশ্রদ্ধা ও অনাদরের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন কি, গুপ্ত কবি তাঁহার সময়েও এইরূপ বিরাগ লক্ষ্য করিয়া প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন,—“অনেকেই ‘নিধু’ ‘নিধু’ কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মাহুঘের নাম, কি, কি? তাহা জ্ঞাত নহেন।” কিন্তু এত অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার মধ্যেও নিধুবাবুর টপ্পা যে আজও বাঁচিয়া আছে, শুধু তাহাই ইহার জীবনী শক্তির পরিচায়ক। ইংরাজী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বলভাবার ছদ্মনির্ম্মিত সময় যে সকল যুগপ্রবর্তনকারী লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিধুবাবুও তন্মধ্যে একজন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে এই অনাড়ম্বর বাঙ্গালী কবি তৎকালে অবজ্ঞাত মাতৃভাবার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত বাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি,—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ।

বিনে স্বদেশীর ভাষা পুরে কি আশা ॥

কত নদী সরোবর কিবা কল চাতকীর

ধারা-জল বিনে কতু বুচে কি তৃষা ॥—(গীতরঙ্গ, পৃঃ ৯৮)

শ্রীহরীলকুমার দে

## জঙ্গ-নামা\*

“জঙ্গ-নামা” একখানি ঐতিহাসিক ও ধর্মমূলক কাব্য; ইহা মুসলমানী বঙ্গভাষায় লিখিত। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ও বালিয়া পরগণার মহাস্থিত জৌরিকপুর গ্রাম-নিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম ১১০১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১২৩ বঙ্গাব্দ পূর্বে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি বিবিধ ‘ছন্দোবদ্ধে’ বীর ও কল্প রস-পূর্ণ এই “জঙ্গ-নামা” কাব্য রচনা করেন।

অমুসন্ধানে জানা যায় যে, জঙ্গ-নামার কবি, মুন্সী মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম, ১০৭১ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহার বয়স্ক্রম আন্দাজ ৩০ বঙ্গাব্দ, সেই সময় তিনি এই “জঙ্গ-নামা” কাব্য রচনা করেন। অমুসন্ধানে আরও জানা যায় যে, মুন্সী সাহেব বড়ই সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সর্বদাই সাধু পুরুষদিগের দর্শন আশায় বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে এক দরবেশের দর্শন প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহারই নিকট তিনি ‘মুরিদ’ হইলেন। “জঙ্গ-নামার” মধ্যে তিনি ইহার পরিচয়ও দিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া, পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণের চেষ্টা করিব।

হিজরীর প্রথম অব্দে, উমর-রা-বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা এজীদ, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) প্রিয়তম দৌহিত্র, মহাত্মা হজরত ইমাম হাসান(রা)কে বিষপ্রয়োগে নিহত করেন, এবং মহাত্মা হজরত ইমাম হোসাইন(রা)কে কারাবাসের যুদ্ধে

---

\* “জঙ্গ-নামা” কার্সী ভাষার দুইটি পৃথক শব্দ। জঙ্গ অর্থে যুদ্ধ এবং নামা অর্থে বিবরণ বুঝায়। যে পুস্তকমধ্যে যুদ্ধের বিবরণ লিখিত হয়, তাহাকেই জঙ্গনামা বলে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যে “জঙ্গ-নামা”র আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং বঙ্গদেশের বাঙ্গালী মুসলমানদিগের নিকট যে পুস্তকখানি জঙ্গনামা নামে পরিচিত, তাহা কারবালার ঘটনাবলীতে পূর্ণ। বাঙ্গালী মুসলমানেরা যুদ্ধসংক্রান্ত-অপর কোন পুস্তককে “জঙ্গনামা” বলেন না। “জঙ্গনামা” বলিলে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা কেবল কারবালার যুদ্ধের বিবরণ-পুস্তকই বুঝিয়া থাকেন।

১। কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তাঁহার নামোদ্গেহ করিবার প্রয়োজন হইলে, অতীত সম্রাটের সহিত সে নাম উল্লেখ করিতে হয়। “মরহুম” সেই সম্মানবচক শব্দ।

২। মৃত্যুর পক্ষে অগ্রসর হইয়া, দৈবের নৈকট্য লাভ করার জন্ত সৎগুরু নিকট নীচা গ্রহণ করাকে ‘মুরিদ’ হওয়া বলে।

৩। বসিরহাট, এবং গাভক্ষীরা মহকুমার কোন কোন স্থানে অমুসন্ধান করিলে এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়।

৪। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) নাম উচ্চারণ করিয়াই “দক্কন-শরীফ” পাঠ করিতে হয়। ‘দঃ’ তাহারই সাংকেতিক চিহ্ন।



স-বংশে হত্যা করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।

হিজরীর প্রথম অঙ্কে কারবালার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এবং “জঙ্গ-নামা” ১১০১ বঙ্গাব্দে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কারবালার ঘটনার প্রায় ১১১১ বৎসর পরে এই “জঙ্গ-নামা” পুস্তক বিরচিত হইয়াছিল।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, দশম হিজরী অঙ্কে, ফার্সী ভাষায় লিখিত অষ্টম ঐতিহাসিক কাব্য “মোস্তাল হোসেন” বিরচিত হইয়াছিল। “জঙ্গ-নামা”র যে সকল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, ইতিহাসের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু এই “মোস্তাল-হোসেনে”র সহিত “জঙ্গ-নামা”র সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। “জঙ্গ-নামা”র কবি যে “মোস্তাল-হোসেনে”র কবির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন; যথা,—

“ভজনা করিয়া আমি কবিতা গাখিহু।

মোস্তাল হোসেন হ’তে এ কাব্য লিখিহু ॥”

“জঙ্গ-নামা” কাব্য সৰ্ব্বদে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেছি। কবি, ইহার প্রথম অংশে, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (হঃ) মোস্তাকার জীবন-মৃত্যুর সৰ্ব্বদে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি হজরতের প্রিয়তম ছুহিতা, বিবি ফাতেমা খাতুন-জিন্নাতের ও বীরবর মহাত্মা হজরত আলীর (কঃ) সৰ্ব্বদেও বিক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। হজরত আলি(কঃ)ও হজরত

১। পার্শ্ব অধিকারের লালসার ও ক্ষমতা-প্রিয়তার আকাঙ্ক্ষার, খলিফা এজীদ যে ভূষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসমধ্যে তাহা একাধি বিরল। পৃথিবীর কোন ধর্মাবলম্বীই, আপনাদের পরগণবরের পরিবারবর্গ ও বংশধরদিগের উপর এই ভাবে অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে প্রশংসিত। কোন কোন আরবী গ্রন্থকার বলেন, এই ঘটনার কিছু কাল পরে, খলিফা এজীদেবের হৃদয়ে অনুতাপ ও অনুশোচনা জাগিয়াছিল, এবং তিনি মুক্তির আশায় ইমাম-পুত্র, হজরত জরমাল আবেদীনের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন কোন ভক্ত, খলিফা এজীদেবের পরকালে মঙ্গল হউক, সেরূপ কোন উপাসনা-পদ্ধতি বলিয়া দিতে নাকি নিবেদ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে নিবেদ্য শুনে নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, “আমরা কাহার বংশধর, সে কথা কি তুলিয়া গিয়াছি? কমা করা না করা ইহার হাত, তিনিই তাহা বুঝিবেন। আমি উপাসনা-পদ্ধতি বলিয়া দিতে বাধ্য।” তিনি খলিফাকে বলিয়াছিলেন,—“যদি তুমি উপযুক্তগণি তিন বৎসর তিনটি “শবে-আওয়ার” বা-ওজু ছই রাকাত্ নকল নমাজ পড়িতে পার, এবং সেই ওজুতে পাণ-মুক্তির জন্য সারা-রাতি খরিদা খোদা-ভায়ালা নিকট ক্রন্দন করিতে পার, তাহা হইলে হয়ত খোদা-ভায়ালা তোমাকে ক্ষমা করিবেন।” কিন্তু এজীদ মৃত্যুদিন পর্যন্ত এই কার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, সাক্ষ্য লাভ করিতে পারেন নাই।” কিছুতেই তিনি ওজু রক্ষা করিতে পারেন নাই। “ইবনে হাবিব” নামক গ্রন্থ উল্লেখ্য।

২। হজরত আলী (কঃ) হজরত মোহাম্মদের (হঃ) পিতৃব্য আবু-তালেবের পুত্র। বালকদিগের মধ্যে হজরত আলীই প্রথমে হজরত মোহাম্মদের (হঃ) প্রচারিত ইসলামধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। হজরত

মোহাবিরা(রাঃ)র বংশ-পরিচয় ও ইহাদের জাতি-বিরোধের মূল কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইমাম ভ্রাতৃত্বের কোন এক ঈদ পর্বোপলক্ষে মাতামহের নিকট নূতন পোষাকের প্রার্থনা ও স্বর্গীয় দূত হজরত জীব্রাইল আমিন্‌ উত্তর ভ্রাতার জন্ত অর্ঘ্য হইতে দুইটি পোষাক লইয়া মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হওয়া, এবং ইমাম ভ্রাতৃত্ব যে ভাবে সেই পোষাকও গ্রহণ করেন, কবি তাহারও আলোচনা করিয়াছেনঃ।

“জঙ্গনামা”র দ্বিতীয় অংশে, গ্রন্থকার যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এই বার আমরা তাহার একটু পরিচয় দিব। কবি মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম, এই অংশে বলিয়াছেন যে, আবদুল জব্বার নামক এক ব্যক্তি আরবে বাস করিতেন। তাঁহার জ্বর নাম ছিল বিবি জয়নাব। জয়নাব বিবি তৎকালীন আরব মহিলাদিগের মধ্যে পরমা সুলভা বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক দিন কোন উপায়ে, মোহাবিরা-পুত্র এজীদ তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন, এবং জয়নাব বিবিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জয়নাব বিবির স্বামী বর্তমান থাকায়, এজীদেব এই ইচ্ছা

আলী (কঃ) হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ছহিতা কাতেরা বিবিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন, হজরত আলীর (কঃ) ওরসে ও কাতেরা খাতুনের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। উমায়্য রাবশীর্ষ দ্বিতীয় খলিফা এজীদ, হজরত মোহাবিরার পুত্র। হজরত মোহাবিরা, হজরতের অন্ততম প্রধান শিষ্য ও পার্শ্বচর ছিলেন।

২। আমিন, স্বর্গীয় দূত জীব্রাইলের উপাধি। হজরত মোহাম্মদেরও এই উপাধি ছিল। খোদাতালাল জীব্রাইলকে এই উপাধি দান করিয়াছিলেন, এবং আরবে—মকায় অধিবাসিবৃন্দ হজরত মোহাম্মদের (সঃ) প্রচারিত ইসলামধর্ম স্বীকার করিবার পূর্বে, তাঁহাকে এই উপাধি দান করিয়াছিলেন (হাদিস ব্রষ্টব্য)। আমিনের প্রকৃত অর্থ আমানতদার। কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখিলে, তিনি যদি তাহার সদ্যবহার করেন, অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন অপ্রকান্ত কথা বলিলে, তিনি যদি তাহা প্রকাশ না করেন, অথবা কোন ব্যক্তির মারকৎ কাহারও নিকট কোন সংবাদ প্রেরণ করিলে, তিনি যদি সে সংবাদ অপর কাহারও নিকট ব্যক্ত না করেন, তবেই তিনি ‘আমিন’ উপাধির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন।

৩। ঐতিহাসিক “ইবনে হাবিব” লিখিয়াছেন যে, তিনি সত্যবাদী ও সাহসী হজরত আন্দর রহমানের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, “হজরত বলিয়াছিলেন, এক দিন কোন এক ঈদ পর্ব উপলক্ষে, ইমাম ভ্রাতৃত্ব আবার নিকট নব বস্ত্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমি আমার প্রিয়তম দৌহিত্রকে নব বস্ত্র বিয়া সন্মত করিতে না পারায়, উর্দু দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া খোদা তায়ালকে তাহা জানাই। পরমুহূর্ত্তেই স্বর্গীয় দূত জীব্রাইল, একটি লাল ও একটি নীল বর্ণের পোষাক লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতৃত্ব এই পোষাক দেখিয়া বাহার পর নাই আহ্বান প্রকাশ করেন, এবং জ্যেষ্ঠ ইমাম হাসান নীল ও কনিষ্ঠ ইমাম হোসাইনের লাল বর্ণের পোষাক গ্রহণ করেন। জীব্রাইল ইহা দেখিয়া অঙ্গ বিসর্জন করেন। আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন যে, যখন আপনি, আপনার কস্তা, লামাতা, আবুবকর, উমর ও উসমান, কেহই এ পৃথিবীতে থাকিবেন না, তখন মোহাবিরার পুত্র এজীদ, জ্যেষ্ঠ ইমামকে বিব্রায়েগে, এবং কনিষ্ঠ ইমামকে কারবালার যুদ্ধে হত্যা করিবে।”

৪। “জঙ্গনামা”র বর্ণিত এই অংশের সহিত ইতিহাসের মিল আছে। তবে একটু অতিরিক্ত হইয়াছে মাত্র।

কার্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে বাধা উপস্থিত হয়। পরন্তু জয়নাবের চিন্তাতে ক্রমেই এজীদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে থাকে। পুত্রের শরীরের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, এক দিন মোরাবিয়া, এজীদকে নিকটে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এজীদ পিতার নিকট জয়নাবের কথা প্রকাশ করেন। পুত্রের সুখে এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া মোরাবিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং এজীদকে সমুখ হইতে চলিয়া বাইবার জন্ত আদেশ করেন। এজীদ মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ক্রন্দন করিয়া সকল কথা মাতার নিকট প্রকাশ করিয়া, তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করেন। এজীদের মাতা খলিকা মোরাবিয়াকে এজীদের সহায়তার জন্ত অনুরোধ করেন, এবং তিনি ইহাও বলেন যে, আমার একমাত্র পুত্র এজীদের সহিত যদি আপনি যে কোন উপায়ে জয়নাবের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে এজীদ নিশ্চয়ই প্রাণে মারা যাইবে। খলিকা মোরাবিয়া জীবন কথায় এজীদকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। স্থির হয় যে, এজীদ নিজেই নিজের সুবিধা

১। “জঙ্গ-নামা”র কবি পুস্তকের প্রথমার্শে বর্ণনা করিয়াছেন যে, “যখন হজরত জীবরাইল বর্ণ হইতে গোখাক আনিয়া, ইহার আত্মরূপকে দিয়াছিলেন, এবং উভয় ইমাম যথাক্রমে লাল ও নীল বর্ণের গোখাক মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন, আর ইহার পর হজরত জীবরাইলকে যুগ্ম বিসর্জন করিতে দেখিয়া, হজরত যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ও হজরত জীবরাইল যখন যথার্থ কারণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখন এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, হজরত মোরাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে কখনই বিবাহ করিবেন না। তিনি অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এক দিন তিনি যুগ্ম ত্যাগের পর এক খণ্ড শুদ্ধ যুক্তিকা দ্বারা ‘কুলুফ’ লইতেছিলেন, এবং সেই যুক্তিকাখণ্ডের মধ্যে একটি যুক্তিক লুক্কায়িত ছিল; সেই যুক্তিক তাঁহাকে দংশন করে। তিনি এই দংশনের ব্যর্থতার অস্থির হইলেন। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক আনয়ন করা হয়। চিকিৎসকেরা জী-সম্মতই ইহার একমাত্র ঔষধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। প্রভু হজরত মোহাম্মদ এই সংবাদ শ্রবণ হইয়া, মোরাবিয়ার আশ্বাসে বাইতেছিলেন। পথে জীবরাইল তাঁহাকে বলেন যে, আপনি মোরাবিয়ার বিপদমুক্তির জন্ত কোন প্রকার আশীর্বাদ না করেন, ইহাই খোদাতায়ালায় আভিপ্রায়। মোরাবিয়াকে জী-সহবাস করিতেই হইবে। প্রভু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মোরাবিয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া, জী গ্রহণের জন্ত উপদেশ দান করেন। তখন মোরাবিয়া বলেন যে, “আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এমন একটি যুদ্ধা জীলোক সন্ধান করা হউক, বাহার সন্ধান-সম্ভাবনা নাই।” এইরূপ একটি যুদ্ধাকে আনয়ন করিয়া, যথানিয়মে মোরাবিয়ার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। কিন্তু প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, সেই যুদ্ধা জীলোকটি খোদার সজ্জিতে এক পরমা সুল্লী-বোড়ী সুবতির আকার ধারণ করিয়াছে। সেই গর্ভে এজীদের জন্ম হয়।” কিন্তু ইতিহাস ইহার সত্যতা স্বীকার করে নাই। আল্-আমিন্ প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন যে, এজীদ এবং ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন সমবয়স্ক ছিলেন। খালিকা আবুত্বকর সিদ্দিকের পুত্র আবদুর রহমানের আশ্রয়-জীবনী পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইমাম আত্মরূপের অন্বেষণে বহু পূর্বে, মোরাবিয়ার বিবাহ হইয়াছিল। হতরায় এই প্রসঙ্গটিকে যুলে যে কোন সত্য নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

২। আমির আলী প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিকদিগের মতে এজীদ ব্যতীত মোরাবিয়ার আরও সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উমর-বাংশীয় তৃতীয় খালিকা এজীদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু তিনি এজীদের দ্বারা ধর্ষিত হইয়াছিলেন না। তিনি সর্বদাই ধর্মের অনুশাসন মান্ত করিয়া চলিতেন।

করিয়া লইবেন, খলিকা তাহাতে বাধা প্রদান করিবেন না। এই প্রকার পরামর্শ হির হওয়ার, এজীদ আবছা জব্বারকে, মোরারিয়ার নামের মোহরযুক্ত এক পত্র লিখেন। তাহাতে লিখিত হয় যে, “তুমি পত্র পাঠ দামাঙ্কে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।” আবছা জব্বার এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া, দামাঙ্কে উপস্থিত হইলেন, এবং খলিকার সহিত সাক্ষাৎ করেন। খলিকা আবছা জব্বারকে বলেন যে, আমার এক রাজকন্যাকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। আবছা জব্বার, প্রথমে খলিকার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। পরে যখন তাঁহাকে মিসর প্রভৃতি দেশ বিবাহের যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইবে বলিয়া খলিকা মত প্রকাশ করেন, এবং নগদ কিছু আশ্রয়কীও দেন, তখন লোভের বশবর্তী হইয়া, আবছা জব্বার এই বিবাহে সন্মত হইলেন। বিবাহের দিন হির হয়। নির্দিষ্ট দিনে, আবছা জব্বার বরবেশে মজলিসে উপস্থিত হইলেন। কাজী মোল্লা আসিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন। এজীদ ‘বকিল’<sup>১</sup> হইলেন, দুই জন সাক্ষীও নির্দিষ্ট হইল। এজীদ, এবং দুই জন সাক্ষী রাজকন্যার স্বীকারোক্তির জন্ত অন্তরে প্রবেশ করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, “বিবি বলিতেছেন, ‘আমি গুমিয়াছি, আবছা জব্বারের এক পরমা স্নানরী দ্বী আছেন। আবছা জব্বার যে, তাঁহার অপেক্ষা আমাকে অধিক ভাল-বাসিবেন, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে যদি তিনি সেই দ্বীকে “তালাক” দিয়া আমাকে বিবাহ করেন, তবে আমি সন্মতি দান করিতে পারি।” আবছা জব্বার ইহা শুনিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু কিছু ক্ষণ চিন্তা করিয়া, ধন-সম্পত্তির প্রলোভনে, জয়নাবকে তালাক দিলেন। তালাকের পর, এজীদ এই সুসংবাদ লইয়া, সাক্ষিদের সমতিবাহারে ভগিনীর অল্পমতির জন্ত পুনরায় অন্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং কিছু ক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,— “আমার ভগিনী আবছা জব্বারকে পতিষে বরণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পত্তির লালসায় অমন রূপবতী ও গুণবতী ভাণ্ডাকে অনায়াসে তালাক দিতে পারে, সে যে অপর কাহারও ধন-সম্পত্তির লালসায় আমাকে ত্যাগ করিবে না, যদি কখন আমার পিতা মিসরাদি দেশ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, তাহা হইলে যে তিনি আমাকে এই ভাবে ত্যাগ করিবেন না, তাহারই বা বিশ্বাস কি ?” অগত্যা বিবাহ হইল না। আবছা জব্বার ক্ষোভে, দুঃখে সন্মোহিত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। জয়নাব বিবি স্বীয় পিতালয়ে চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন পরে, এজীদের পক্ষ হইতে জয়নাব বিবির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্ত লোক প্রেরিত হইল। সেই লোকের সহিত, আকাশ নামক এক

১। মোরারিয়ার কোন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন নাই। খলিকা মোরারিয়ার, হজরত আলীর সহিত যে প্রথমকাল করিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত তিনি জীবনে অপর কোন গহিত কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তিনিই উহার দ্বাব্যবসায় খলিকাদিগের মধ্যে আদর্শ খলিকা ছিলেন। তাহার সমস্ত ইউরোপের অনেক স্থানে মোসলেম-পতাকা উড্ডয়মান হইরাছিল।

২। বকিল—উকিল। অধুনা সকলেই ‘উকিল’ উচ্চারণ করেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত উচ্চারণ ‘বকিল’।

ব্যক্তির পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইল। আকাশ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, “প্রথমে এজীমের কথা বলিয়া, আমার কথা বলিও। বিবি যে উত্তর দেন, প্রত্যাবর্তনকালে তাহা আমাকে শুনাইয়া যাইও।” দূত আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর জ্যেষ্ঠ ইমাম মহাত্মা হাসানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, “পূর্ব পূর্ব ব্যক্তিষয়ের সহিত জয়নাব বিবির বিবাহের প্রস্তাব করিয়া শেষে আমার জন্ত প্রস্তাব করিও। যদি তিনি সম্মত হইলেন, প্রত্যাবর্তনকালে আমাকে বলিয়া যাইও।” দূত বধাসময়ে জয়নাব বিবির নিকট উপস্থিত হইয়া পর পর তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করিল। তিনি সকল কথা শুনিয়া, ইমামকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন। বধাসময় মহাত্মা ইমাম হাসানের সহিত জয়নাব বিবির বিবাহ হইয়া গেল। এজীম ইহা শ্রবণ করিয়া, মনে মনে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার স্ববোগ অন্বেষণ করিতে থাকিলেন। মোয়্যাবিয়ার মৃত্যু হইলে এজীম সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বিরোধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

জঙ্গ-নামার দ্বিতীয় অংশে আর একটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই,—“জয়নাব বিবির জন্ত যে “এজীম-ইমামে” ভীষণ মনান্তরের স্তূত্রপাত হইয়াছে, তাহা খলিকা মোয়্যাবিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে, রোগশয্যায়া শায়িত থাকার কালে, ইমামের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে, “পূর্ব-সন্ধি অমুসারে আমি তোমাকে মোস্লেম সাম্রাজ্যের খলিকা মনোনীত করিতেছি। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, তুমি পত্রপাঠ এখানে আসিবে।” কিন্তু এই পত্র ইমামের নিকট পৌছে নাই। এজীম কোশল করিয়া এই পত্র হস্তগত করিয়াছিলেন। খলিকা মোয়্যাবিয়া এই পত্র লিখার কয়েক দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, এবং এজীম খলিকা হইলেন। খলিকা হইয়াই তিনি ইমাম জাতৃষয়ের নিকট ও অপরাপর অতিজাতবর্গের নিকট বক্তৃতা স্বীকার

১। “জঙ্গ-নামা”র বর্ণিত দ্বিতীয় অংশের এই গল্পটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। সমসাময়িক কোন ইতিহাসেই এই বিবরণটি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কেবল ‘মোস্তল-হোসেন’, ‘শাহাদাত-নামা’, ‘মাতম-হোসেন’, ‘সহীদে-কারবালা’ প্রভৃতি কয়েকখানি কাশী কাব্যে এই বিবরণটি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে ইতিহাসে, ইমাম হাসানের জয়নাব নামী এক স্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, বীরবর হজরত আলী(কঃ)র জীবদ্দশায়, জয়নাব বিবির সহিত, ইমাম হাসানের বিবাহ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় জয়নাব বিবির সহিত বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, এবং আততায়ীর হস্তে হজরত আলীর মৃত্যু হওয়ার পর এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল।

২। “জঙ্গ-নামা”র উল্লিখিত হইয়াছে যে, “খেলাকৎ” লইয়া হজরত আলীর সহিত হজরত মোয়্যাবিয়ার যে যুদ্ধ হয়, তাহা পরে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। সন্ধিপত্রে ইহা লিখিত হইয়াছিল যে, মোয়্যাবিয়া মৃত্যুকালে ইমাম হাসানকে খলিকা মনোনীত করিবেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসে এ কথা উল্লেখ নাই।

৩। খলিকা মোয়্যাবিয়া মৃত্যুকালে এজীমকে খলিকা মনোনীত করিয়াছিলেন। ‘ইবনে হাবিব’, ‘জাক্বর রহমান’, ‘আলু আসির’ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

করিয়া বয়েত৷ হইবার অল্প পত্র লিখেন। অনেকেই সেই পত্রের মৰ্ম্মাভাসারে কার্য করেন। কিন্তু ইমাম ভ্রাতৃব্রহ্ম এজীদের হস্তে বয়েত হইয়া বশ্ততা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত করেন। ইমাম ভ্রাতৃব্রহ্মর এই প্রকার আচরণে, এজীদ নিজেকে অপমানিত বলিয়া মনে করেন, এবং ছলে বলে কৌশলে ইমাম ভ্রাতৃব্রহ্মকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প করেন। ফলে, বিষপ্রয়োগে ও কারবালায় যুদ্ধে ইমামদ্বয়কে নিহত করা হয়৷।

“জঙ্গ-নামা”র তৃতীয় অংশে লিখিত হইয়াছে যে, কারবালায় যুদ্ধের অবসান হইলে পর, যখন ইমাম হোসাইনের পরিবারবর্গকে দামাস্কে সহরে লইয়া গিয়া, কারাগারে আবদ্ধ করা হয়, তখন আশাজের অধীশ্বর, মোহাম্মদ হানিফা নামক ইমামের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, এজীদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। অবশেষে বিজয়লক্ষী মোহাম্মদ হানিফাকে জয়মালা প্রদান করেন, এবং ইমামের পরিবারবর্গ কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন। জয়নাল আবেদীন ৩ মদিনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া খেলাফতি করিতে থাকেন৷।

১। কোন ব্যক্তিকে পার্শ্ব ও ধর্ম্মকাৰ্য্যে শ্রেষ্ঠ জামিয়া, মতজামু হইয়া উপবেশন করিয়া, তাঁহার হস্তে হস্ত প্রদান করতঃ তাঁহাকে উপদেশ বা গুণ বলিয়া স্বীকার করা ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আশ্রয় স্বীকার করাকে ‘বয়েত’ বলে। এজীদ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের অশ্রুশাসন মান্ত করিয়া চলিতেন না, এবং তিনি মহাপুরুষের শিক্ষা মত সাধারণ মুসলমান কর্তৃক খালিফা নির্বাচিত করেন নাই। সুতরাং ইমাম ভ্রাতৃব্রহ্ম তাঁহার হস্তে বয়েত হওয়া জায়দস্ত বলিয়া মনে করেন নাই।

২। এই বয়েতের বিবরণটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। এই বয়েতের ব্যাপার লইয়াই যে, কারবালায় মহানদর সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। এজীদ দাউদ ও কমতাশ্রাসী ছিলেন। আধিপত্য করাকেই তিনি অধিকতর পছন্দ করিতেন।

৩। মহাজা ইমাম হাসানের পুত্র। ইনি কারবালায় যুদ্ধের সময় অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন বলিয়া, যুদ্ধ করিয়া নিহত করেন নাই। ইহারই বংশধরেরা পরে “ফাতে মাইদ খলিফা” নামে মিসরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৪। “জঙ্গ-নামা”র আশাজ সহরের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটি গর মাত্র। ইতিহাসে আশাজ সহরের কোনই নামোল্লেখ নাই। মহাজা হজরত আলী(কঃ), প্রভুত্বাধীনি ফাতেমা খাতুনীর জীবদ্দশায় অপর কোন মহিলার পার্শ্বগ্রহণ করেন নাই। ফাতেমা বিবির মৃত্যুর পর, তিনি আকাসীরাবংশীয় এক মহিলার পার্শ্বগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁহার নামোল্লেখ নাই। সেই মহিলার পুত্র একমাত্র সন্তান মোহাম্মদ হানিফার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু জীবনে তিনি কোন দিন তরবারি স্পর্শ করেন নাই। কেবল ধর্ম্মলোচনাভেদেই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কারবালায় যুদ্ধের পর, কয়েক জন ধর্ম্মপরায়ণ ও ইমাম-ভক্ত ব্যক্তি, এজীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উত্তীর্ণ করেন, এবং তাঁহারা কারাগার হইতে ইমাম-পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। জঙ্গ-নামা-প্রণেতা বলিয়াছেন, হানিফার ভাতার নাম ইহুকা। ইনি ছিল। ইহা যে কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। জঙ্গ-নামা, মোসব কাফা, কাফা মোসব, উমর আলী প্রভৃতি যে সকল বীর ও রাজভবর্গের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিহাসে তাঁহাদেরও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত, জয়নাল আবেদীন যে কোন দিন খালিফা হইয়াছিলেন, তাহারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

“জঙ্গ-নামা”র বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাঠকবর্গকে দিলাম, এবং তদ্ব্যতীত কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহাও বলিলাম। এই বার আমরা “জঙ্গ-নামা”র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া রচনার সন-তারিখ ইত্যাদি নির্ধারণের চেষ্টা করিব।

বটতলা, শিয়ালদহ ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে, মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত যে সকল পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, আমরা বিগত ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে তাহার অঙ্গসন্ধান ও আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি। “জঙ্গ-নামা” নামক কাব্যখানিও বটতলা প্রভৃতি স্থানের ছাপা-খানায় ছাপা হয় ও বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। ১৩ কি ১৪ বৎসর পূর্বে যখন আমরা প্রথমে “জঙ্গ-নামা” কাব্যখানি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন তাহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ কোন পরিচয় না পাইয়া, একটু দ্বিগুণিত হইয়াছিলাম। ১৩২১ সালে যখন প্রথমে মুসলমানী সাহিত্যের অঙ্গসন্ধান ও আলোচনার প্রবৃত্ত হই, তখন সর্বপ্রথমে “জঙ্গ-নামা”র কথাই মনে পড়ে। তাই “জঙ্গ-নামা”র হস্তলিখিত পুথির অঙ্গসন্ধান, বঙ্গদেশের অনেক গ্রাম-পল্লী ভ্রমণ করি। অনেক বঙ্ক-বান্দব ও পরিচিত ব্যক্তিকে পত্রাদিও লিখি। যে স্থানে যে কোন প্রাচীন মুসলমানী পুথির সন্ধান পাইরাছি, তথায় গমন করিয়া তাহা দর্শন করিয়াছি। এই ভাবে অনেক অঙ্গসন্ধানের পর, বর্তমান জেলার রাইগ্রামে, এবং খুলনা জেলার বাঁশদহ ও ইস্-মাইলকাটা নামক গ্রামে, জীর্ণ-দশাশ্রু হস্তলিখিত তিনখানি “জঙ্গ-নামা” পুথির লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। পুথি তিনখানি দেখিলে বোধ হয় উহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তলিখিত।

কিন্তু চুঃখের বিষয় এই যে, উহার একখানিতেও লিপিকরের নাম-ধাম ও লিপির সাল তারিখ লেখা নাই। রয়েল সাইজের আট-পেজ আকারের টুকরা টুকরা হস্তনির্মিত তুলট কাগজে উহা লিখিত। পুথির পাতা মুসলমানী কায়দায় সাজান; দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে। হস্তাকর বেশ বড় বড়। এক একটি অক্ষর প্রায় ১ ইঞ্চি বড় হইবে। রাই গ্রামে যে পুথিখানি প্রাপ্ত হইরাছি, তাহার পত্রাঙ্ক ৩১০, ইস্‌মাইলকাটীতে প্রাপ্ত পুথির পত্রাঙ্ক ৪৮০ ও বাঁশদহ গ্রামে প্রাপ্ত পুথির পত্রাঙ্ক ৪৬০। তিনখানি পুথির বর্ণনাই একরূপ, কোন প্রকার পার্থক্য নাই, এবং এই পুথি তিনখানির হস্তাকর পুরাতন ধরণের। এই তিনখানি পুথিরই শেষভাগে “সায়েরের পরিচয়” নামক একটি অংশ আছে, কিন্তু বটতলা প্রভৃতি স্থানে মুদ্রিত “জঙ্গ-নামা”র এ অংশটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন সময় এবং কাহার কর্তৃক যে এই অংশটি প্রথমে পরিত্যক্ত হয়, তাহা জানা যায় না। তবে অঙ্গসন্ধান হয় যে, প্রথমে যে পুথির লিপি দৃষ্টে “জঙ্গ-নামা”র সুস্পষ্টকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই পুথি হইতে কোন ক্রমে বোধ হয় এই অংশটি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সেই হইতে এই “সায়েরের পরিচয়” অংশটি বাদ পড়িয়া আসিতেছে। আমরা, এই পুথি তিনখানির সহিত, মুদ্রিত “জঙ্গ-নামা” মিলাইয়া পাঠ করিয়াছি। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বিশ্বাস, কেবল এক দেখার দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত মিলে সায়েরের পরিচয়টি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতেছি।

“সায়েরের পরিচয় ।”

“জঙ্গ-নামার কথা ভাই সহদেব সার ।  
 খাদেম<sup>১</sup> ইরাকুব তপে পরিচয় তার ॥  
 বালিয়া মোকাম ভাই জৌরিকপুরে ঘর ।  
 বাপের নাম শাহ হুন্দি<sup>২</sup> দাদা মোজাক্কার ॥  
 মুর্শিদ<sup>৩</sup> বড়ে-খাঁ গাজী, মুরিষ<sup>৪</sup> আরি তাঁর ।  
 প্রথম দিদার<sup>৫</sup> পাইলু, জঙ্গল-মাঝার ॥  
 চারি সহদর মোরা ভগিনী তিন জন ।  
 পহেলা<sup>৬</sup> সন্তান পিতার এই অভাজন ॥  
 হামিদ শকিক আর নসিম ও করিম ।  
 বহিন্<sup>৭</sup> সাবেরা আর হাজেরা মরিয়ম ॥  
 আপনার জনেরা সব যে যেখানে আছে ।  
 আর যত আসিতেছে এ সকলের পাছে ॥  
 দোওয়া<sup>৮</sup> সবে কর ভাই যত মমিনান্<sup>৯</sup> ।  
 এহি আর্জি<sup>১০</sup> পেশ<sup>১১</sup> করে অধম ও নাদান্<sup>১২</sup> ॥  
 বাজালার এগার শত এক সাল আর ।  
 মাঘ মাসের জুমা বার<sup>১৩</sup> সময় ফজর<sup>১৪</sup> ॥  
 আল্লার মেহেরে<sup>১৫</sup> আর নবিলীর তোকেলে<sup>১৬</sup> ।  
 “জঙ্গ-নামা” সার হ’ল ইরাকুবেতে বলে ॥  
 আল্লা আল্লা বল রে ভাই দিন ব’য়ে যায় ॥  
 নাদান্ ইরাকুব আলী সবাকারে কর ॥”

এই “সায়েরের পরিচয়” হইতে আমরা কবির নাম, তাঁহার পিতা ও পিতামহের নাম,

১। সেবক ।

২। বসিরহাট অঞ্চলে শাহহুন্দি নামক ফকিরের অনেক গঙ্গা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কবি ইরাকুব আলির পিতা কি না, তাহা জানা যায় না।

৩। মুরিষ—শিব, তক্ত ।

৩। গুরু, মুক্তির পথ-প্রদর্শক ।

৬। পহেলা—প্রথম ।

৫। দিদার পাইলু—দর্শন লাভ করিলু ।

৭। বহিন্—ভগ্নী ।

৮। দোওয়া—আপীকাদ ।

৯। মমিনান্—ইমানদার মুসলমানগণ, ধার্মিক মুসলমান সকল ।

১০। আর্জি—দরখাস্ত, বর্ণনা-পত্র ।

১১। পেশ—সম্মুখে উপস্থিত করাকে ‘পেশ’ করা বলে ।

১২। নাদান্—নির্বোধ, বোকা ।

১৩। জুমা বার—শুক্রবার ।

১৪। ফজর—প্রাতঃকাল ।

১৫। আল্লার মেহেরে—আল্লার অনুগ্রহে ।

১৬। নবিলীর তোকেলে—পরশবার সাহেবের দ্ব-দুটির ফলে ।



এবং ভ্রাতা ভগিনীগণের নাম জানিতে পারিলাম। আর জানিতে পারিলাম যে, তিনি তাঁহার পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। বসিরহাট মহকুমার বালিয়া পরগণা, এবং সেই পরগণার মধ্যস্থিত জীরিকপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও সেইখানে বাড়ী-ঘর ছিল, তাহাও জানিতে পারিলাম।

গ্রন্থকার প্রথমেই ঈশ্বর-বন্দনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

“পহেলা বন্দিহু আল্লা পাক্-করতার।”

[ অর্থাৎ “আমি এক, মহান্ ও পবিত্র আল্লাহ্, তাঁহাকে বন্দনা করিয়া, এই পুস্তক রচনা আরম্ভ করিতেছি।” ] গ্রন্থকার তাহার পরই লিখিয়াছেন,—

“দ্বিতীয় বন্দিহু বত ফেরেশ্তা তাঁহার ॥”

কিন্তু বটুলার ছাপা ভুল-নামার আছে,—

“তৃতীয়া বন্দিহু বত ফেরেশ্তা তাহার ॥”

[ অর্থাৎ সেই মহান্, পবিত্র, অনাদি ও অনন্ত আল্লাহ্, তাঁহালাল দূতদিগের বন্দনা করিতেছি। ] গ্রন্থকার ইহার পরই কয়েক জন শ্রেষ্ঠ ফেরেশ্তা বা স্বর্গীয় দূতের নাম করিয়াছেন। যথা,—

“জীব্রাইল, মিকাইল, আর ইস্রাফিল ।

সালাম করিয়া বন্দিহু আজ্জাইল ॥

আর বত ফেরেশ্তারা আছেন আল্লার ।

একে একে সবাকারে সালাম আবার ॥”

গ্রন্থকার, তৃতীয় বন্দনা করিয়াছেন,—সমস্ত নবী, রসূল, পরগণার ও স্বর্গীয় গ্রন্থের। যথা,—

“কেতাব আল্লার বত তৃতীয় বন্দিহু ।

একে একে নবী ও রসূল বত পেছ ॥”

কিন্তু বটুলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

“কেতাব আল্লার বত তৃতীয় বন্দিহু ।

একে একে রসূল বন্দিহু বত পাইছ ॥”

এই ভাবে বন্দনা সমাপ্ত করিয়া, কবি বলিয়াছেন,—

“রচিতে কবিতা যদি খাতাং মোর হয় ।

মেহেরও করিয়া মাকও করিবে সবার ॥

১। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, কবির ইমরু'ব আলী বিবাহ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাদিগের বংশেও কেহ জীবিত নাই বলিয়া শুনা যায়। কবিরের পিতৃবংশের কেহ জীবিত আছেন কি না, তাহার সন্ধান করা হইতেছে।

২। খাতা—অপরাধ, ত্রুটি। ৩। মেহের—মহুগ্রহ, ঘরা। ৪। মাক্—মার্কনা, কমা।

রচনার খুঁটী সাজা আমি নাহি জানি।

আসল কেতাব বাঁর জানেন যে তিনিও।

কিন্তু বটুতলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

“রচিত্তে কবিতা যদি খাতা মুখে হয়।

মেহের করিয়া নাক কন্দিবে সবার।

রচনের খুঁট সাজা আমি নাহি ঠেকি।

কেতাব যেমন আছে তাহা আমি লিখি।”

এছকার আর এক স্থানে ইমাম-ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বলা,—

“ইমামের পদ আশে,

ককির ইরাজুব তাসে,

যেই শুনে ইমামের মওতঃ।

নরক আজাবঃ তার,

কদাচ হবে না আর,

বেহেশ্ত পা’বে, শাহীদী মওতঃ।”

কবির, এছের আরও কয়েক স্থানে তাঁহার সুর্দ ও পিতার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

বলা,—

“অধীন ককির কহে কেতাবের বাতঃ।

বড়েখান্ গাজী বারে দিল মোলাকাতঃ।

\* \* \* \*

“বড়ে খাঁ গাজীর পার,

অধীন ককির কর,

কেতাবেতে খবর পাইয়া।

শাহ বড়েখান্ গাজী,

নেক্‌কামেঃ রহে রাজীঃ১০,

মেহের-নজরেঃ১১ তাকাইয়া।”

১। খুঁট—মিথ্যা।

২। সাজা—সত্য।

৩। এই স্থানেই কবির বোধ হয়, “মোক্তল হোসেন”র এছকারকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিয়াছেন।

৪। মওত—মৃত্যু।

৫। আজাব—বজ্রপাত।

৬। শাহীদী-মওত—ধর্ম্মযুদ্ধে কিবা কোন গুপ্ত ব্যক্তির হস্তে নিহত হইলে, তাহাকে “শাহীদী” মৃত্যু বলে।

এই প্রকার মৃত্যু ঘটিলে, মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বর্গবাসী হইবে। কোন প্রকার গোপের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। হজরত ইমাম হোসারেন শাহীদ হইরাছিলেন। তিনি খ্রিষ্টভক্তের তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ শ্রবণ করিয়া, অশ্রু বিসর্জন করিবেন, তিনিও শাহীদী সম্মান প্রাপ্ত হইবেন। কবিরের বোধ হয়, ইহাই বিষয় ও উদ্দেশ্য।

৭। কেতাবের-বাত—কেতাবের কথা।

৮। মোলাকাত—দর্শন।

৯। নেক কামে—মঙ্গল কার্যে, ধর্ম্ম কার্যে, উত্তম কার্যে।

১০। রাজী—সম্মত।

১১। মেহের নজর—দৃষ্টি।

কিন্তু বট্টলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

“বড়েখান্ গাজীর পার,                      অধীন করির কর,  
কেতাবেতে খবর পাইয়া ।  
শাহে বড়খান্ গাজী,                      নেক্‌কামে রহে রাজী,  
মেহের নজরে তাকাইয়া ॥”

“বাপ নাম শাহ-ছল্লি আল্লার করির ।  
ভাটিয়া সোলতান্ গাজী বড়ে খাঁ২ পীর ॥”

১। বোধ হয়, কবিবরের পিতাও একজন দরবেশ ছিলেন। আরও অনেক স্থানে এই ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন।

২। এই বড়ে খান্ গাজী যে কে তাহা আজিও জানা যায় নাই। কিংবদন্তীতে এইরূপ প্রকাশ যে, বঙ্গাধিপতি শাহ সেকান্দারের এক পুত্রের নাম মোহাম্মাদ গাজী। তিনি ককিরী গ্রহণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। উত্তরকালে তিনিই “বড়ে খান্ গাজী” নামে বঙ্গদেশে পরিচিত হইয়াছিলেন। একজন “বড়ে খান্ গাজী” বঙ্গদেশের ঐষ্ট পীর বলিয়া পরিচিত। বিশেষতঃ হকিমবঙ্গের তাতি মুলুকে তাঁহার প্রবল প্রভাব। শুনা যায়, আজিও নাকি ‘বাবা’ অঞ্চলে “বড়ে খান্ গাজীর” দোহাই দিলে, ব্যক্তের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিও এই জাগ্রত পীরের আন্তানার নির্দেশ হয় নাই।

খোবরডাঙ্গার নিকট, চারঘাট নামক গ্রামে, মরা-যমুনা-তীরে, এক পীরের আন্তান আছে। তাঁহার নাম শাহ ঠাকুরবর। পীরের সেবারেৎবিগের নিকট শাহী আশলের যে সকল কাগজ-পত্র আছে, আমরা অনেক বার তাহা দেখিতে চাহিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা আজিও আমাদিগকে সে সকল কাগজ-পত্র দেখান নাই। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, শাহ ঠাকুরবর, মহারাজ মুহুটেব্বের পুত্র। গাজী সাহেবের নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, সাধনার সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শাহ ঠাকুরবরের ভগ্নী চম্পাবতীর সহিত গাজী সাহেবের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, কিংবদন্তীতে প্রকাশ। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় “মাইচাম্পার দরগা” আছে বলিয়া শুনিয়াছি। সেখানেও কিংবদন্তীতে নাকি এইরূপ প্রকাশ যে, তিনি বড়ে খাঁ গাজী বা গাজী সাহেবের ভ্রাতা। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যিক।

বাহা হউক, অতঃপর আমরা “জঙ্গ-নামা”র অপরাপর অংশের কিঞ্চিৎ পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রানুসারে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাবিচারের দিন, প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (বঃ), তাঁহার কস্তা মহামানবীজ হজরত বিবি কাতেমাতোজ্জোহার ও আমাতা বীরবর মহাজ্ঞা হজরত আলী, এবং দৌহিত্রবর—মহাজ্ঞা হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোগারেন, সমস্ত পাণ্ডিগিকে উদ্ধার করিবেন। সকলকে সঙ্গে না লইয়া ইঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন না। খোদা তায়ালার নিকট ইঁহারা বলিবেন, “আলী ও ইমাম জাফরদের রক্তের বিনিময়ে, আমরা পাণ্ডিগিকে ক্ষমার জন্ত প্রার্থনা করিতেছি।” এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থানান্তর। বহি সমগ্র ও সুবোধ উপস্থিত হয়, এ সম্বন্ধে এক পৃথক্ প্রবন্ধের অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল।



হাশেমের বেটা ছিল আকুল মোতালিব ।  
 বড়া নেক মর্দ<sup>১</sup> ছিল আলার হবিব<sup>২</sup> ॥  
 উন্নিয়ার বেটা ছিল নামেতে হরব ।  
 বড়া ধড়িবাজ ছিল আপনা গরজ ॥  
 মোতালিব হরবে জঙ্গ রাত দিন ছিল ।  
 মোতালিবের বেটা আবু তালেব হইল ॥  
 হরবের বেটা হইল স্কফিয়ান নাম ।  
 আবু তালেবের সঙ্গে ঝগড়া মোদাম<sup>৩</sup> ॥  
 আবু তালেবের বেটা আলী জোরওয়ার<sup>৪</sup> ॥  
 স্কফিয়ানের বেটা মোরাবিয়া ইয়ার<sup>৫</sup> ॥  
 আলী আর মোরাবিয়া ইয়ার দুজনে ।  
 দোহেতে<sup>৬</sup> ঝগড়া ছিল পুশিবা<sup>৭</sup> বাতুনে<sup>৮</sup> ॥  
 রহলের দাবে<sup>৯</sup> কেহ জাহের করিয়া ।  
 না করিত ঝগড়া যে ছিল চুপ হৈয়া ॥  
 আলীর করজন্ম হৈল হাসান, হোসেন ।  
 মোরাবিয়ার বেটা হৈল এজীদ কবিন্ ॥  
 সেলসেলা আইল এয়ারসা ঝগড়া হইয়া ।  
 ইমাম এজীদে জঙ্গ ইহার লাঙ্কিরা ॥”

কিন্তু বটুতলার পুস্তকে আছে,—

“এজীদ এমামে দোন ঝগড়ার বাত ।  
 পহেলার বাত কহি হইল জ্যারসা ভাত ॥  
 চারি পুরুষ আগে ছিল আবু হুস্না মরাক ।  
 জমক ছ’বেটা তার দেখিলেন্ আপ্ ॥  
 \* \* \* \* \*  
 আকুল মরাক মর্দ বুঝিবা আধেরে ।  
 মারিল সময়ের তার পিঠের উপরে ॥” ইত্যাদি ।

“জঙ্গ-নামা”র কবি, ইমাম-এজীদে বিরোধের জীলোক-ঘটিত যে কারণের উল্লেখ

১। নেক-মর্দ—ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ।

২। হবিব—প্রিয়, বন্ধু ।

৩। মোদাম সর্বদাই, সকল সময় ।

৪। জোরওয়ার—বলবান, শক্তিশালী ।

৫। ইয়ার—সহচর, পার্শ্বচর ।

৬। দোহেতে—দুজনতে, দুই জনে ।

৭। পুশিবা—ভগ্নভাট ।

৮। বাতুনে—লুকান অবহার ।

৯। রহলের দাবে—রহলের ভয়ে ।

করিয়ছেন, কবির ভাষার তাহা আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। খলিকা মোরবিয়া, এজীদকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

“তুমি বটে বেটা মোর এক জাহানেতে ১।

তুমি বিনা বেটা বেটা নাহি ছনিয়াতে ॥

যে কিছু মনের কথা কহনা আমারে ।

হাসেল ২ করিয়া দিব আল্লা যদি করে ॥”

উত্তরে এজীদ বলিতেছেন,—

“ \* \* \* \* \*

আলম্পানা ৩ সালামত ৪ কহি যনাবেতে ৫ ॥

মনেতে যে আছে বাত্ কহিতে ডরাই ।

তবে আমি কহি যদি জীউ-আম্মা ৬ পাই ॥

জব্বারের বিবি ৭ জয়নাব তার নাম্ ।

অতিশয় গুণবতী রূপে অল্পম ॥

এক রোজ তাহাকে যে দেখিয়া নজরে ।

ছটফট করে জীউ নাহি রহে ধড়ে ॥

শয়নে আরাম নাই ক্ষুধা নাই পেটে ।

না দেখিয়া বিবিকে যে জীউ মোর কাটে ॥

তাহাকে করিতে নিকাহ্ ৮ মোর সাদ্ ।

তোমার হকুম ৯ হইলে, নহে পরমাদ ॥”

কিন্তু বটুলার ছাপা জঙ্গনামার আছে,—

“মনেতে যে আছে বাত্ কহিতে ডরাই ।

তবে যদি কহি আগে জীউ-আম্মা পাই ॥

জব্বারের কবিলা জয়নাব তার নাম ।

অতিশয় রূপবতী গুণে অল্পম ॥” ইত্যাদি ।

১। জাহানেতে—পৃথিবীতে, ছনিয়ার ।

৩। আলম্পানা—পৃথিবীর রক্ষক ।

৫। যনাবেতে—হজুরের নিকট ।

৭। বিবি—স্ত্রী, সহধর্মিণী, স্ত্রী, ধর্মপরিণাম ।

৮। নিকাহ্—বিবাহের ফার্সী নাম ‘নিকাহ’ । আরবি ভাষার বিবাহকে ‘আক্ব’ বলে । বিধবা অথবা ভালাকী স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহকে ধাঁহার ‘নিকাহ’ ও কুমারী কন্যা বা যুয্যতীর সহিত বিবাহকে ধাঁহার বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহারাজ্ঞ ।

২। হাসেল—সম্পূর্ণ, ইচ্ছা পূর্ণ ।

৪। সালামত—স্বামী হউক ।

৬। জীউ-আম্মা—প্রাণ ভিক্ষা ।

৯। হকুম—আদেশ, অল্পমতি ।

খলিফা মোরাবিয়ার আস্থানে, আবছরা জব্বার নামাকে উপস্থিত হইলে, খলিফা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বাহা বলিয়াছিলেন, আমরা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত কবির ভাষার তাহা প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

“বলিল তোমাকে আমি ডাকি এখাতিরে ১।

মোর এক বেটা আছে হুঁপিব ২ তোমাতে ॥

দেহাজ করিব ৩ তুখে মেসের সহর।

এক লাখ দিব তুকে ৪ সোণার মোহর ॥”

এজীদেব কৌশলে ও প্রলোভনে আবছরা জব্বার সম্মত হইলেন। বিবাহের সময়, এজীদ ‘বকিল’-বেশে ভগিনীর সম্মতি আনয়ন করিতে গিয়া কিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—

“কহিতে লাগিল আসি সভার হজুরে।

কবুল না কৈল বিবি আকুল্লা জব্বারে ॥

বিবি বলে শুনিয়াছি এই সমাচার।

গল্পম সুন্দরী বিবি ধরে আছে তার ॥

হেন রূপবতী ছেড়ে সে কেন আমাতে।

মোহাকাত ৫ করিবেক দেলের ৬ ভিতরে ॥

যদি সে তালুক দিয়া ছাড়ে সেই বিবি।

তবে ত কবুল আমি করিব সেতাবী ৭ ॥”

তালকের পর এজীদ পুনরায় বাহা বলিলেন, কবি এই ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

\* \* \* \*

যড়ি এক বাদে আসি আবছরাকে বলে ॥

না করে কবুল তুকে ৮ শুনহ জব্বার।

এই কথা শুনি বিবি হইল বেজার ৯ ॥

মক্কারা বলিয়া তুকে ১০ বিবি যে কহিল।

মাল মুল্লকের লোভে অমনাবে ছাড়িল ॥

বেলাত মেসের, শাম পাইয়া আমাতে।

লারেক আওরত ১১ বেছাড়িয়া নেকা করে ॥

১। এখাতিরে—এ জন্ত, এ কারণ।

২। হুঁপিব—সমর্পণ করিব, তোমার সহিত বিবাহ দিব।

৩। দেহাজ করিব—যৌতুক দিব।

৪। তুখে—তোমাকে।

৫। মোহাকাত—প্রণয়ের ভালবাসা।

৬। দেলের—অন্তরের, হৃদয়ের।

৭। সেতাবী—পীত্র, অমতিবিলম্বে।

৮। তুকে—তোমাকে।

৯। বেজার—অসন্তোষ, হুঁশিয়ার।

১০। তুকে—তোমাকে।

১১। আওরত—স্ত্রীলোক, পত্নী।

কথাচিত্ত যদি বাবা মুল্লুক ছাড়ায় ।  
এসাই<sup>১</sup> তালুক দিয়া ছাড়িবে আমার ॥  
এমন মক্কারা লোকে কেবা কোথা চায় ।  
শুনিয়া তামাম<sup>২</sup> লোক করে হার হার ॥”

এজীদের দূত যখন জরনার বিবির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্ত যাইতেছিল, তখন পশ্চিমধ্যে আকাস নামক এক জন ভক্তলোকের সহিত দূতের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতে, আকাস দূতকে বাহা বলিয়াছিলেন, কবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকবর্ণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“আকাস কহিল তবে করি মেহেরবাণী ।  
আমার পরগাম<sup>৩</sup> লিয়া জাহনা আপনি ॥  
এজীদের খবর আগে কহিয়া বিবিকে ।  
পশ্চাতে খবর মোর কহিবে তাঁহাকে ॥”

দূতপ্রবর মুসা আসারী আকাসের নিকট বিদায় লইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, মহাশয় ইমাম হাসানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং হাসান দূতকে বাহা বলিয়াছিলেন, কবি তাহার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

“কত দূর গিয়া দেখা ইমামের সাথে ।  
হাসান্ নরমে বাত লাগিল পুছিতে ॥  
অনেক দিন পরে দেখা হইল মুসা ভাই ।  
কোথার চলিয়াছ তুমি খুসিতে এসাই ॥

ইহা শুনিয়া দূত সকল কথা প্রকাশ করিয়া কহিল, এবং মহাশয় হাসান্ ইহা শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,—

“শুনিয়া হাসান্ শাহ লাগিল কহিতে ।  
কহিলে পরগাম মোর তাহার পিছিতে ॥

এজীম খলিফা হইয়া, মোসলেম-সাম্রাজ্যের সকল প্রধানগণকে যে আদেশ-পত্র লিখিয়াছিলেন, “জঙ্গ-নামা”র কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

“মুল্লুকে মুল্লুকে দিল ভেজিয়া পরওয়ানা<sup>৪</sup> ।  
আমি এবে হইমু বাদশা পাঠাও খাজানা ॥  
সকল মুল্লুকের বাদশা ডরে ডরাইয়া ।  
খাজানা ও নজরাণা সবে দিলেক ভেজিয়া ॥

১। এসাই—এই প্রকার।

২। তামাম—সমস্ত।

৩। পরগাম—স্বৰ্গ।

৪। পরওয়ানা—সংবাদ, বিজ্ঞাপন, আদেশ।



বদিনা সহরেও এক লিখিল ফরমান<sup>১</sup> ।  
 লেখা নাহি যায় সেই না-ফরমানী<sup>২</sup> বয়ান্ ॥  
 লিখিল হাশান শাহে আর ইমাম হোসেনে ।  
 আব্দুল্লা উম্মর আর আব্দুল রহমানে ॥  
 লিখিল লিখনে এইরূপ হকিকত শক্ত ।  
 মাঝিয়ার মুতু হইল মিলিল যোরে তক্ত ॥  
 সকল মুল্লক এখন হইল যে আমার ।  
 বয়েত হৈল মোর হাতে সাহেব সর্দার ॥  
 এবে এই লিখন যে লিখি তোমা বরাবর ।  
 বাদশাই হকুমকে দেলে জানি মাতব্বর<sup>৩</sup> ॥  
 আশিয়া এবে আমার সাথে করহ সাক্ষাৎ ।  
 না আসিলে যে ফল পাইবে জানিবে পশ্চাৎ ॥  
 যে জনা নাহিক আমার হইবে অমুগত ।  
 মোর ক্রোধে হবে সেই বড়ই লাঞ্চিত ॥  
 তক্তের<sup>৪</sup> উপরে বাদশা হৈয়াছি আমি ।  
 এবে ছই তাই মুখে দেহ যে সালামী ॥  
 এবে মেরা নামে খোতবা পড়হ ছই ভাই ।  
 মক্কা ও মদিনা লইয়া করহ বাদশাই ॥<sup>৫</sup>

এই পত্র বখাসময় বদিনায় পৌঁছিলে, বদিনার প্রধানগণ পত্র পাঠ করিয়া যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন :

‘ভাল’ত কমজাত<sup>৬</sup> হেন পাইল বাদশাই ।  
 আমাদের উপরে লিখে লিখন এয়াবসাই ।  
 আব্দুল্লা-উম্মর বলে গোবা দিল হইয়া ।  
 এজাদ কমজাত বুঝিবা শরাব<sup>৭</sup> খাইয়া ॥  
 আমাদের নিকটেতে লিখে এমন লিখন ।  
 তনিয়া বলেন তবে ইমাম ও হোসায়েন ॥  
 এতেক যে দেমাগ্ হইল লেউণ্ডি<sup>৮</sup> বাচ্চার ।  
 এমন লিখন লিখে সেহ নাহি করি ডর ॥

১। ফরমান—আদেশ-পত্র, হকুমনামা ।

২। না-ফরমানী—প্রভুর আদেশ অগ্রাহ্য করাকে না-ফরমানী বলে ।

৩। মাতব্বর—শ্রেষ্ঠ, বড় ।

৪। তক্তের—রাজসিংহাসনের ।

৫। কমজাত—দীচবংশজাত ।

৬। শরাব—সুদা, মদ ।

৭। লেউণ্ডি—বাঁদি ।



শোকেতে কাটিল ছাতি,                      যেন কাঁকড়ের ভাতি,  
 আইল হোসেন রহে বেধা ॥  
 হোসেন কাসেমের দেখে,                      মন্না-মন্না হাসি মুখে,  
 ভাতিদাকে২ করেন দস্তারি।  
 সবক৩ পড়িতে বুঝি,                      করিয়াছ দাগাবাজী,৪  
 বেজার৫ করেছে চড় মারি ?  
 হাত দিয়া ছাতি পরে,                      কাসেম আরোজ৬ করে,  
 চাচা৭ জানু শুন ঘেরা বাত।  
 ইমাম-হাসান-আলী,                      সফর করিবে বলি,  
 বিদায় হইবে তেরা সাথ ॥  
 হু-আধি হয়েছে লাল,                      মুখেতে ভাজিছে লাল,  
 কহিলেন তারে আন গিয়া।  
 দেখ আলি চাচা মেরা,                      এতীম৮ হইল মোরা,  
 বাবাজান্ চলিল ছাড়িয়া ॥  
 হোসেন এ কথা শুনে,                      আসিলেন ততক্ষণে,  
 সের-পাঁও৯ লাঙ্গা১০ বে করিয়া।  
 দেখেন ভায়ের তরে,                      হেঁট-সেরে১১ কয় করে,  
 কলেজা ছেদিছে বিব্ গিয়া ॥  
 দেখিয়া হোসেন শাহা,                      মুখে বলে আহা আহা,  
 হার হার করে খাড়া১২ হৈরা।  
 কহে শুন ভাই-জান্,                      জহর কে দিল কন্,  
 কহ দেই সের উড়াইরা ॥  
 হাসান কহেন শুন,                      খোদার হকুম মান,  
 তাহার কলম১৩ এই নত।  
 কবুল১৪ করহ ভাই,                      তবে কিছু সমঝাই১৫  
 গুটিকত বুঝে নসিহত১৬ ॥

১। মন্না-মন্না—বুড় বুড়।

২। ভাতিজা—জ্যেষ্ঠপুত্র।

৩। সবক—পাঠ।

৪। দাগাবাজী—প্রযকনা।

৫। বেজার—হুখ বেওয়ার, অসন্তোষ করা।

৬। আরোজ—প্রার্থনা, নিবেদন।

৭। চাচা—পিতৃব্য, পিতার জাত।

৮। এতীম—পিতৃহীন।

৯। সের-পাঁও—আপার সন্তক।

১০। লাঙ্গা—জমাবৃত্ত।

১১। হেঁট-সেরে—নত মন্তকে।

১২। খাড়া—দাঁড়ান।

১৩। কলম—অদৃষ্টের লেখা।

১৪। কবুল—স্বীকার।

১৫। সমঝাই—বুঝাই।

১৬। নসিহত—উপদেশ।





হোসায়েন কহেন সব মোনাফেক ১ গণ ।  
 চাহিলেও আমাকে পানি না দিবে কখন ॥  
 এত দিন কেহ মোরে মোনাফেক হইতে ।  
 দেখিয়াছ কি কোন চিহ্ন কখন চাহিতে ?  
 কুফর কন্ডাত পানি দিবে যে আমারে ।  
 এত ১২ কাহার কথার হৈল তোমারে ।  
 বিবি কহেন যেখানে আনিতে পায় পানি ।  
 না আনিলে পেরায় ৩ মোর মরিবে এখনি ॥  
 কান্দিয়া যে কহেন বিবি ইমামের পায় ।  
 পানি বিনা আমার ছাওয়াল মারা যায় ॥  
 এক বিন্দু পানি বিনা ছাওয়াল হয় খুন ।  
 হার হার মারা যায় যে মোর প্রাণধন ॥”

ইহা শুনিয়া, মহান্না হোসায়েন সেই দৃষ্টপোষ্য শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, অঝোরোহণে  
 এজীদ-সৈন্তের সন্মুখীন হইলেন, এবং উঠেঃবরে কহিলেন,—

“শুন রে কাকের সব বেহারা অধম ।  
 কিছু নাহি কর মনে আখের শরম ॥  
 খোদাকে পছন্দ নহে কহিবে তোমার ।  
 আখেরে খারাব হবে নাহি কিছু ভয় ?  
 আলীর করজন্দ ৩ রহুলের নাতি ।  
 কতনা আমার মাতা জান খুব ভাতি ॥  
 খোদিজা, আরেশা, সোলেম ৪ মোর নানি ৪ ।  
 তা সবার মুখ চাহি দেহ খোড়া ৫ পানি ॥  
 গোনা ৬ যদি হৈয়া থাকে আমার হইতে ।  
 আমাকে না দেহ পানি শুন কহি ইতে ॥  
 না করিল গুণা খাতা লাড়কা আমার ।  
 খোড়া পানি দেহ তাই ওয়াস্তে খোদার ॥  
 ছুথের ছাওয়াল মোর হারায় পরাণ ।  
 মেহের ৭ করিয়া তার জীউ দেহ দান ॥  
 বে-গুণা সকলে কেন মার শুখাইয়া ।  
 আখেরে পুছিবে আলা ইহার লাগিয়া ॥  
 কাকের সকলে কহে শুন হে ইমাম ।  
 তুমি যে হোসেন মোরা চিনিছ তামাম ॥  
 যে দিন তোমার কাছে করিব চাকরী ।  
 সে দিন করিব মোরা তেরা তাবেদারী ॥”

১। মোনাফেক—অবিশ্বাসী, ধর্মে আত্মহীন ।

২। এত ১২—বিবাস, প্রত্যয় ।

৩। পেরায়—প্রিয় ।

৪। নানি—মাতামহী ।

৫। খোড়া—অর ।

৬। গোনা—অপরাধ, পাপ ।

৭। মেহের—অসুগ্রহ ।

৮। তাবেদারী—আজ্ঞাপালন ।

আজি তেরা বাত্ মোরা নাহিক শুনিব ।  
ঠেলে আবেল কাত্‌রা পানি নাহি দিব ॥”

ইহা বলিয়া এজীমের সৈন্তগণ মহাত্মা হোসেনের সহিত কিরণ ব্যবহার করিল, কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

“শুনিয়া কাকের গিধি গোখার অস্থির ।  
হোসেনের পরে খেঁচে মারিলেক তির ।  
হোসেনের কোলেতে বে ছাণাল আছিল ।  
হোসেনে না লাগি তির ছাণালে লাগিল ॥”

তীর শিশুর বক্ষঃস্থল ভেদ করিল; শিশু তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আর হোসেন—পুত্র-শোকাতুর হোসেন—সেই মৃত পুত্রকে কোঁড়ে লইয়া, ঠাবুতে প্রত্যাবর্তন করিলেন ও শিশুর গর্ভধারিণীকে কহিলেন,—

“মোড়ীর ছাণালে লিয়া কিরিয়া আইল ।  
সহর বাহুর কোলে ছাণালেয়ে দিল ॥  
কহেন ভেতের পানি আমি খাওয়াইরা ।  
আনিছ ছাণালে এই আনুদা করিরা ॥”

কিন্তু বটতলার ছাপা অঙ্গ-নামার নিম্নলিখিতরূপ আছে, যথা—

“মোড়ীর ছাণাল নিয়া কিরিয়া আইল ।  
শহর-বাহুর কোলে ছাণাল এনে দিল ॥  
কহেন ভেতের পানি আমি খাওয়াইরা ।  
আনিছ ছাণাল এই আনুদা করিরা ॥”

অতঃপর কান্‌বালা প্রান্তরে প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাত্মা ইমাম হোসেনের আকল ওহাব নামক জনৈক পার্শ্বের করকোঁড়ে দণ্ডারমান হইরা কহিলেন, “এজীম-সৈন্ত নদীর জল বন্ধ করিয়াছে; জলের অভাবে সকলেরই প্রাণ ঠাণ্ডাগতপ্রায়। আপনি আদেশ করুন, আমি শত্রু-সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বে জল লইরা আসিতেছি।” মহাত্মা ইমাম তাঁহাকে অহুমতি দান করিলেন, তিনি শত্রু-সৈন্তের সম্মুখীন হইরা প্রথমে কহিলেন,—

“রসুল-আওলাদ মরে না-হক্‌ও পানি বিনে ।  
আখেরেতে খারাব হ’বে কেরামতের দিনে ॥  
আখেরেরে ভালাই যদি চাহ রে কম্‌জাত ।  
পানির পথ বে ছাড়ি দেহ কহিতেছি বাত্ ॥”

বটতলার ছাপা পুস্তকে প্রথম দুইটি পদ নিম্নলিখিতরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ দুইটি পদের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। যথা—

১। ভেত অণ্ডক কথা, ‘বেহেশত’ শুদ্ধ।

২। আনুদা—প্রাণদান।

৩। শহর-বাহুর—ইমাম হোসেনের ভ্রাতা।

৪। না-হক্—অনর্থক।

৫। আখেরের—পরকালের।

“রত্নল আওলাদ মরে নাহিক পানি বিনে ।  
আঁখেরে খারাব হবে হেসাবের দিনে ॥”

এজীদ-সৈন্ত আশুল ওহাবেয় এই উক্তির মৌখিক কোন উত্তর দিল না; তরবারির দ্বারা আঘাত করিল। কিন্তু বহুসংখ্যক এজীদ-সৈন্ত, ওহাবেয় হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। অবশেষে আশুল ওহাব নিহত হইলেন। আশুল ওহাবেয় পর ইমামের আরও কয়েক জন আত্মীয় ও পার্শ্বচর একে একে যুদ্ধে গমন করিলেন এবং সকলেই নিহত হইলেন। জঙ্গ-নামার কবি ষপার্থই বলিয়াছেন,—

“এইরূপে ছিলেন যতক পাহালুওয়ান্ ।  
শাহীদ হইলেন সবে আল্লার ফরমান্ ॥  
ইমাম হোসারেন তখন ডাহিন বামেতে ।  
দেখিতে লাগিল শাহা চাহি চারি ওরফেতে ॥”

কিন্তু বটতলার ছাপা পুস্তকে আছে, যথা—

“এইরূপে আছিল যতক পাহালুওয়ান্ ।  
সহীদ হইল দেখ আল্লার ফরমান্ ।  
আমির হোসেন তবে ডাইন বামেতে ।  
নজর করিয়া শাহা লাগেন কহিতে ॥”

মহাত্মা হোসারেনের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, হাদানু-পুত্র মোহাম্মদ কাসেম<sup>১</sup> অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “চাচা! অহুমতি করুন, এই বার আমি যুদ্ধে যাইব।” কাসেম যুদ্ধে গমন করিলেন, এবং কিছু ক্ষণ যুদ্ধ করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কাসেমের মৃত্যুর পর, মহাত্মা হোসারেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী আকবর<sup>২</sup> যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আলী আকবরের পর, হোসারেনের অপর ছই পুত্র, আলী আস্গর ও আবদুল্লা আকবর একে একে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন<sup>৩</sup>। জীবিত রহিলেন কেবল জয়নাল আবেদিন<sup>৪</sup>।

অবশেষে মহাত্মা হোসারেনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। জঙ্গ-নামার কবি এই সময় হোসারেনের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়টি পদ রচনা করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত আমরা নিরে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। ইবনে হাবিব বলেন, এই সময় কাসেমের বয়স্ক্রম একাদশ বৎসর ছিল।

২। আলী আকবরের বয়স্ক্রম সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা দৃষ্ট হয়। আমাদের বোধ হয়, এই সময় তাঁহার বয়স্ক্রম ১৫ বৎসর ছিল।

৩। আলী আস্গরের বয়স ১৩ ও আবদুল্লা আকবরের বয়স ১২ বৎসর ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। জয়নাল আবেদিন এই সময় রোগশয্যাশায়িত অবস্থায় ছিলেন বলিয়া যুদ্ধে গমন করিতে পারেন নাই।



“কেবল বাইরা শাহা মরদানে খাড়া হয় ।  
 দেখিয়া যে বেইমান্ সবে হজিরত খায় ১ ॥  
 হাকিল যে হরদারী-হাঁক ২ ভাবিয়া খোদায় ।  
 শুন-শুন পড়িল যেন কুফরের মাখায় ॥  
 কত জন পলাইয়া বাঁচে লঙ্করের মাঝে ।  
 তবে কম্পবান্ হয় সবে হাঁকের আগুয়াজে ॥  
 হোসায়েরন কহেন আহ কোন্ পাহালওয়ান ।  
 যদি মহিমের সাধ থাকে হও আগুয়ানু ৩ ॥”

হোসায়েরনের আহ্বানে এজীদ-সৈন্ত যুদ্ধে অগ্রসর হইল । প্রথমে একে একে যুদ্ধ করিয়া যখন বিশেষ কোন ফল প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহার এক ব্যাহ রচনা করিয়া চতুর্দিক্ হইতে তাঁহাকে বেঁঠন করিল । কবি এই সময়ের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই,—

“চুনিন্দা সিপাহী আর বতেক সরদার ।  
 কাটিয়া হোসায়েরন শাহা করে সার-খার ৪ ॥  
 পালার কাকের সবায় কেহ নাহি টিকে ।  
 আইল বলিয়া কেহ পশ্চাতে নাহি তাকে ৫ ॥”

এজীদের সকল সৈন্তই কেহ নিহত, কেহ আহত হইল; অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিল । তখন মহাত্মা হোসায়েরন, ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া জল পানার্থ নদীতে অবতরণ করিলেন । অজলি পুরিয়া জল তুলিলেন; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের পৌঁকে সে জল পান করিলেন না, ফেলিয়া দিলেন । তখন শত্রুসৈন্ত স্তবোগ বুঝিয়া প্রথমে দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল । হোসায়েরন নদী-গর্ভ হইতে উপরে উঠিয়া একে একে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করিলেন । ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন । শির নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করিল । ইহার পর মোহাম্মদ হানিকার যুদ্ধের কথা বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহা অনৈতিহাসিক ।

বটতলার ছাপাখানাওয়ারাণিগের কল্যাণে যে “জঙ্গনামা” কাব্যখানি কিরণ শোচনীর অবস্থার উপনীত হইয়াছে, হানাতাববশতঃ তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে পারিলাম না । পৃথক্ প্রবন্ধে তুলনার সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল । কেহ ইচ্ছা করিলে বটতলার ছাপা জঙ্গনামার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই আমাদের কথার সত্যতাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন ।

### আবদুল গফুর সিদ্দিকী

১। হজিরত খায়—ত্রাসিত হয় ।

২। হজরত আলী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতেন । শত্রুসৈন্ত এই শব্দ শ্রবণ করিয়া ধরহরি কণ্ঠিত হইত । হজরত আলীর অপর নাম হরদার । সে কারণ এই শব্দের নাম হরদারী ।

৩। আগুয়ান—অগ্রসর ।

৪। সার-খার—মিত্র-বিজিত ।

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

## কার্য-বিবরণী

-০০-

### ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৬ই বৈশাখ ১৩২৪, ২৯শে এপ্রিল, রবিবার, অপরাহ্ন ৪।০টা

২৩শ বার্ষিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—

১। মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। ২৩শ বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ।  
৩। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ। ৪। (ক) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জ্ঞাত পরিষদের  
কর্মাদ্যক নিয়োগ সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জ্ঞাত  
পরিষদের সহকারী সভাপতি, চিত্রশালাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক ও ছাত্রাধ্যক্ষ  
নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র  
ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু মহাশয়গণের প্রস্তাব। (গ) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক-  
সমিতির সভ্য-নির্বাচনের সংবাদ জ্ঞাপন। ৫। ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-  
বিবরণ পাঠ। ৬। আজীবন-সদস্য নির্বাচন। ৭। সহায়ক-সদস্য নির্বাচন। ৮। সাধারণ-  
সদস্য নির্বাচন। ৯। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(ক) ৬পণ্ডিত কালীবর খেদারবাসী ও (খ) ৬পণ্ডিত  
মধুসূদন ষাটম্পতি মহাশয়গণের তৈলচিত্র। ১০। পুরস্কার ও পদক বিতরণ। ১১।  
প্রদর্শন—কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শন। ১২। শোক-প্রকাশ—(ক) ৬গোবিন্দলাল  
দত্ত, (খ) ৬গুণালকার মহাহবীর, (গ) ৬লোকনাথ দত্ত মহাশয়গণের পরলোকগমনে।  
১৩। বিবিধ।

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই এম্ এ,  
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি  
মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্মাধিকারী সি আই ই এম্ এ, এল্ এল্ ডি,

শ্রীযুক্ত মতিলাল শোষ

শ্রীযুক্ত রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায়

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্

মহামহোপাধ্যায় সত্যশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী এম্ এ

রায় চুল্লীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এক সি এন্স

চিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ

মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত রায় বক্রিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর এম্‌এ, বি এল্‌ শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌

- কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত বিএ, এম্‌ আর এ এন্স
- রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর
- রায় বিনোদবিহারী বসু বাহাদুর
- প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
- কিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি এ
- অমৃতলাল বসু নাট্যাচার্য্য
- পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
- সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
- শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
- নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানসংগ্রহ
- রায় সাহেব জৈশানচন্দ্র ঘোষ এম্‌ এ
- বিশিনবিহারী বসু
- ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ
- জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র বি এ এটর্নি
- ললিতচন্দ্র মিত্র এম্‌ এ
- কীর্ত্তিপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এম্‌ এ
- কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ
- ডাঃ অমৃতকুলচন্দ্র সরকার এম্‌এ পি এচ্‌ডি
- আশুতোষ বিজ্ঞ এম্‌ এ
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ
- সুশীলকুমার দে এম্‌ এ, বি এল্‌
- শিশিরকুমার ভাট্টা এম্‌ এ
- অমরনাথ পালিত এম্‌ এ
- হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্‌ এ
- নগেন্দ্রনাথ স্বর্নকার এম্‌ এ
- নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্‌ এ, বি টি
- ললিতমোহনস্বকর কাব্যনিধি, এম্‌ এ
- সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ
- পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ
- স্বর্নানারায়ণ সেন এম্‌ এ
- অমৃত্যুচরণ বিজ্ঞানভূষণ
- সুশীলকুমার পাল এম্‌ এ
- কীর্ত্তিকুমার বসু এম্‌ এ
- শশিভূষণ সিংহ বি এ

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, পি এচ্‌ ডি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌ এ, বি এল্‌

- স্বামী শুভানন্দ ব্রহ্মচারী
- অক্ষয়কুমার বড়াল
- ব্রহ্মচারী গণেশনাথ
- খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ
- প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্‌ এ
- হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ
- রম্যমোহন বসু এম্‌ এ
- পঞ্চানন মিত্র এম্‌ এ
- উদ্যোগতি বাজপেয়ী এম্‌ এ
- অবিনাশচন্দ্র মহম্মদার এম্‌ এ, বি এল্‌
- চাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ
- আনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্‌ এ
- রাখাললাল রায় বি এ
- নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্‌ এ
- সুরেন্দ্রভূষণ সেন এম্‌ এস সি
- প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ
- হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌
- জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌
- নরেশচন্দ্র সিংহ এম্‌ এ, বি এল্‌
- যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্‌
- রামহরি ভট্ট বি এল্‌
- পঞ্চানন ঘোষাল এম্‌ এ, বি এল্‌
- সত্যীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি এল্‌
- প্রকাশচন্দ্র মহম্মদার এম্‌ এ, বি এল্‌
- বতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল্‌
- প্রভাসচন্দ্র দে বি এল্‌

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্

- „ বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়
- „ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্
- „ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( মীরট )
- „ গৌরহরি সেন
- „ বাণীনাথ নন্দী
- „ চিত্তরথ সাত্তাল বি ই
- „ চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
- „ বসন্তরঞ্জন রায় বিবসন্ত
- „ নিবারণচন্দ্র দত্ত
- „ বতীন্দ্রমোহন রায়
- „ মন্থনাথ কুন্ড এম্ এ
- „ ললিতমোহন মল্লিক
- „ বতীন্দ্রনাথ মল্লিক
- „ গিরিজাভূষণ ঘোষাল এম্ এ
- „ কালীচরণ মিত্র
- „ শরচ্চন্দ্র বসু
- „ রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
- „ সরলকুমার বসু
- „ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ ভবভারণ সরকার বি এ
- „ বিক্রমকুমার বসু
- „ বিপিনচন্দ্র রায়
- „ কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ
- „ „ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ
- „ „ মধুনাথ মজুমদার
- „ „ প্রবোধচন্দ্র বিত্তানিধি
- „ „ মনোরঞ্জন সেন
- „ „ অমূল্যচরণ বৈষ্ণব
- „ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এ
- „ জানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্
- „ জানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ

- „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
- „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্
- „ কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়
- „ বিষ্ণুপদ রায় বি এ
- „ কণীভূষণ সিংহ বি এ
- „ কালীপদ সিংহ
- „ গুরুপদ রায়
- „ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ
- „ কৃষ্ণদাস বসাক
- „ অমলনাথ ঘোষ
- „ ললিতমোহন পাল
- „ গোলোকেন্দ্রনাথ দে
- „ কৃষ্ণনাথ সেন
- „ বসন্তকুমার চক্রবর্তী
- „ সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিরঞ্জন
- „ সচ্চিদানন্দ দত্ত
- „ শ্রামলাল চক্রবর্তী
- „ মন্থনাথ রায়
- „ কৃষ্ণলাল সেন গুপ্ত
- „ ডাঃ অনাদিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
- „ ত্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- „ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
- „ বহুনাথ সেন গুপ্ত
- „ বিষ্ণুচরণ তর্করত্ন
- „ খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- „ বিনোদবিহারী দত্ত
- „ চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ
- „ বতীন্দ্রনাথ দত্ত
- „ অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ অনন্মোহন পাল
- „ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়

## শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য

- „ নরেন্দ্রনাথ বসু
- „ সুরেশচন্দ্র সরকার
- „ মণীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
- „ শীতলচন্দ্র রায়
- „ লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডা
- „ সুরেন্দ্রনাথ গুহ
- „ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
- „ হরপ্রসাদ মজুমদার
- „ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- „ সুধীরব্রজেন রায় চৌধুরী
- „ হেমচন্দ্র মজুমদার
- „ জিতেন্দ্রনাথ সেন
- „ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
- „ হরিপদ মিশ্র
- „ যাদবচন্দ্র মিত্র
- „ বামচন্দ্র মজুমদার
- „ সূর্যকান্ত মিশ্র
- „ সুরেন্দ্রনাথ সেন
- „ নীরদবরণ সিংহ
- „ বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
- „ কে চট্টোপাধ্যায়
- „ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
- „ নীরদকৃষ্ণ রায়
- „ বিজয়লাল দত্ত
- „ বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ বিশিনবিহারী নিরোগী এম্ এ
- „ করুণাচন্দ্র মজুমদার

## শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু

- „ সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত
- „ কমলকৃষ্ণ লাহা বি এল্
- „ প্রমথনাথ কাব্যানিধি
- „ মন্থনাথ চক্রবর্তী
- „ নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
- „ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
- „ অশ্বিনীকুমার ঘোষ এম্ এ
- „ যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
- „ অচ্যুতচরণ সরকার
- „ প্রবোধ ঘোষ
- „ গণপতি সরকার বিহারজ
- „ নারায়ণচন্দ্র নিরোগী
- „ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ সরোজমোহন বসু
- „ কালীকৃষ্ণ রায়
- „ সূর্যকুমার পাণ্ডা
- „ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
- „ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়
- „ শশীন্দ্রসেবক নন্দী
- „ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
- „ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
- „ ভোগানাথ কৌচ
- „ কালীপদ মুখোপাধ্যায়
- „ সতীন্দ্রসেবক নন্দী
- „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
- „ হেমচন্দ্র ঘোষ
- „ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রায়-বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

- „ কিশোরচন্দ্র দত্ত
- „ ডাঃ আবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী
- „ মলিনীব্রজেন পণ্ডিত
- „ সুনীলকান্তি ঘোষ

} সহকারী সম্পাদকগণ

সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, সি আই ই, ডি এস সি, এম্ এ মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন দাঞ্জিলিঙ্গে থাকায় পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই-ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। প্রথমে পরিষদের অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিগত অষ্টম, নবম ও দশম মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব-সম্মতিক্রমে ঐগুলি গৃহীত হইল।

২। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল মহাশয়ের শরীর কক্ষিৎ অসুস্থ থাকায় তাঁহার অস্থরোধক্রমে ও সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যভূষণ মহাশয় ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণের কতক অংশ পাঠ করেন। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অংশ সম্পাদক মহাশয় নিজের পাঠ করিয়াছিলেন; অবশিষ্ট অংশ পাঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতির অন্ততম সভ্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের বিগত ৮ম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মদ্যথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কয়েক জন নূতন সদস্য নির্বাচনে নিয়মাবলীর ১৩ (খ) ধারা অনুসারে আপত্তি করেন এবং পরে উহা কার্য-নির্বাহক-সমিতির এক অধিবেশনে প্রত্যাহার করেন। এই বিষয়টি পরিষদের বার্ষিক কার্যবিবরণের বখাস্থানে লিপিবদ্ধ হউক। যে ভাবে উহা লিপিবদ্ধ হইবে, তাহার বাধ্য-যোজনা তিনি নিম্নলিখিত ভাবে করিবার জন্য প্রস্তাব করেন।

প্রস্তাবটি এই,—

“বিগত ৮ম, ৯ম মাসিক অধিবেশনে প্রায় ৭০ জন ভক্তলোকের পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচনের প্রস্তাব হইলে পরিষদের ১৩(খ) নিয়মানুসারে শ্রীযুক্ত মদ্যথমোহন বসু মহাশয় যে আপত্তি করিয়াছিলেন, পরিষদের ১৩ (খ) সংখ্যক নিয়মানুসারে সেই বিষয় কার্য-নির্বাহক-সমিতির ১৩২৩১৭ই চৈত্র তারিখের অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল। উক্ত দিন শ্রীযুক্ত মদ্যথ বাবু কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত মদ্যথ বাবু উক্ত সভাতে তাঁহার আপত্তি প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং স্থির হইয়াছে যে, বার্ষিক অধিবেশনের পরে এই সমস্ত ব্যক্তির নাম নির্বাচনার্থ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিতে হইবে।”

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংশোধক প্রস্তাব সমর্থন করার পর সর্বসম্মতিক্রমে পাঠিত বার্ষিক কার্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

৩। সভাপতি মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার অভিভাষণ বর্তমানে পাওয়া গেল না। তিনি জানাইয়াছেন যে, আগামী জুন বা জুলাই মাসে এই অভিভাষণ তিনি কলিকাতায় আসিয়া পাঠ করিবেন। এই সংবাদটিও সভাপতি মহাশয় সভার গোচরে আনিলেন।

৪। (ক) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ পরিষদের কর্মসিদ্ধান্ত-নিয়োগ সম্বন্ধে কার্য-নির্বাহক সমিতির প্রস্তাব নিম্নলিখিত ভাবে গৃহীত হইল—

সভাপতি—সার ত্রিযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় ত্রিযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সভাপতি—

(ক) মহারাজাধিরাজ ত্রিযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর

(খ) মহারাজ ত্রিযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

(গ) মহারাজ ত্রিযুক্ত জগদীশনাথ রায়

(ঘ) রাজা রাও ত্রিযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

(ঙ) ত্রিযুক্ত সারদাচরণ মিত্র

(চ) ত্রিযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ছ) মহামহোপাধ্যায় ত্রিযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(জ) যাননীর ত্রিযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী

প্রস্তাবক—ত্রিযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী

সমর্থক— " নগেন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদক—ত্রিযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

প্রস্তাবক—ত্রিযুক্ত রতিলাল ঘোষ

সমর্থক— " চিত্তরঞ্জন দাশ

সহকারী সম্পাদক—(১) ত্রিযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

(২) " কিরণচন্দ্র দত্ত

(৩) " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(৪) " ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

(৫) " ললিতচন্দ্র মিত্র

প্রস্তাবক— ত্রিযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সমর্থক— " বিজয়লাল দত্ত

পত্রিকাধিক—ত্রিযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী

কোষাধ্যক্ষ— " প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

গ্রন্থাধ্যক্ষ— " সুনীলকুমার দে

ছাত্রাধ্যক্ষ— " সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভিৎসালনাধ্যক্ষ— " অম্বনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবক—ত্রিযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি

সমর্থক— " শশীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আর-ব্যয়-পরীক্ষক—

(১) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাখালদাস রায়

সমর্থক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত

(খ) ১৩২৪ বঙ্গাব্দের জ্ঞান পরিষদের সহকারী সভাপতি, চিত্রশালাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক ও ছাত্রাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জৈলোকাননাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাব।

ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে মহাশয় পত্র দ্বারা তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জৈলোকাননাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু মহাশয় উপস্থিত না থাকায় ইহাদের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল না। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন নাই জানাইলে, উহা উপস্থাপিত করা হইল না।

(গ) সম্পাদক মহাশয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সদস্যগণ কর্তৃক কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন-সংবাদ এই ভাবে জ্ঞাপন করিলেন ;—

“মোটের উপর আমরা ৫ পাঁচখানি ভোটিং-পত্র মালিকের ঠিকানা না পাওয়াতে ডাকঘর হইতে ফেরত পাই। কতকগুলি ভোট-প্রাপ্তির নির্ধারিত দিবসের পরে পাওয়ার ও কয়েকখানি ভোটিং-পত্রে ২০ জনের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে ভোট দেওয়ার ঐগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। গৃহীত ভোটিং-পত্রের মধ্যে ২০ জন এই ভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

১।	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী	৪৮২
২।	„ রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৪৬০
৩।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৩২
৪।	„ চিত্তরঞ্জন দাস	৪১৭
৫।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞান	৪০৩
৬।	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৩৮৮
৭।	„ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	৩৪৪
৮।	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৪
৯।	„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২১
১০।	„ নগেন্দ্রনাথ বসু	৩১৯
১১।	„ কুমার শরৎকুমার রায়	৩১৮
১২।	„ রমাপ্রসাদ চন্দ্র	২৭২
১৩।	„ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী	২৪৫



১৪।	শ্রীযুক্ত রায় বক্রিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর	২৩৯
১৫।	„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	২৩২
১৬।	„ যুগলকান্তি ঘোষ	২৩২
১৭।	„ ডাঃ অম্বকুলচন্দ্র সরকার	২২৫
১৮।	„ অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ	২১৯
১৯।	„ বিনয়কুমার সেন	২১৫
২০।	„ যোগীন্দ্রনাথ সমাদার	২১২

তদ্বধো শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে, শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় পুনরায় সম্পাদক-পদে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক-পদে নির্বাচিত হওয়ার এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভাপদপ্রার্থী হইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করার ভোটের ক্রম অনুসারে নিম্নোক্ত চারি জন কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু এই চারি জনের মধ্যে শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভাপদ প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করায়—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় নির্বাচিত হইলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত চারুবাবু কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভাপদ-প্রার্থনাপত্র প্রত্যাহার করিয়াও তিনি কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে থাকিতে প্রস্তুত আছেন, এইরূপ ভূমিকা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চারুবাবু এই সভার উপস্থিত আছেন, তিনি উক্ত পত্র প্রত্যাহার করিলে তিনিই নির্বাচিত হইবেন। শ্রীযুক্ত চারুবাবু সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পর নিম্নলিখিত পাঁচ জনের মধ্যে • চিহ্নিত সদস্যগণ ভোটের ক্রম অনুসারে কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইলেন।—

২১।	শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত•	২০৯
২২।	„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত•	১৯৫
২৩।	„ বতীন্দ্রমোহন রায়	১৮৮
২৪।	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ•	১৮৬
২৫।	„ চারুচন্দ্র বসু•	১৮৪

তৎপরে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় আমাইলেন যে, পরিষদের শাখা-পরিষদগুলি হইতে কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ শাখার প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন,—

- ১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
- ২। „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
- ৩। „ অম্বকুলচন্দ্র শর্মা
- ৪। „ বোধিসত্ত্ব সেন
- ৫। শ্রীমতী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন মহাশয় এই পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করার তাঁহার স্থলে একজন নূতন সভ্য নির্বাচন করিতে হইবে। সাধাণ্ডলি হইতে তাঁহার নির্বাচন হইলে পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হইবে।

৫। অষ্টমতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আন্তর্জাতিক আর্থ-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

৬। আজীবন-সদস্য—সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সূর্যকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় অত্যন্ত প্রযত্ন হইয়া পরিষদের হস্তে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই অল্প পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কার্য-নির্বাহক-সমিতি তাঁহার পরিষদের আজীবন-সদস্যরূপে নির্বাচন করিয়াছেন। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জানাইলেন যে, “গত বর্ষের সহায়ক সভ্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয় জন সদস্যের ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার নিয়মাবলীতে তাঁহারা সহায়ক সভ্য থাকিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব করিতেছি।” প্রস্তাব গৃহীত হইল।

- (১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
- (২) “ “ বিনোদবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ
- (৩) “ “ বাগীনাথ নন্দী
- (৪) “ “ জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ
- (৫) “ “ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- (৬) মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু বলিলেন,—এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত দুই জন নূতন সহায়ক সভ্য প্রস্তাব করিতেছি।

- (৭) শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ্রমোহন সেহানবীশ
- (৮) মৌলবী খরর উল্ আনাম

এই প্রস্তাবও গৃহীত হইল।

৮। বিশেষ কারণে সাধারণ সভ্য নির্বাচন-কার্য স্থগিত রহিল।

৯। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক (ক) ৮পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও (খ) ৮মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়দ্বয়ের চিত্রদ্বয় একে একে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তিনি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়দ্বয়ের গুণাবলী কীর্তন করিলেন।

১০। পুরস্কার ও পদক বিতরণ।—

ডাঃ আবদুল গফুর সিক্কী মহাশয় এই পুরস্কার ও পদক বিতরণ সব্বদে নিম্নলিখিত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মল্লিক বি এম মহাশয় "কবি বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গীত" নামক রচনার জন্য, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত "হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী স্ববর্ণপদক" পাইয়াছেন।

(২) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বি এ মহাশয় "পিরিশত্রে" ঘোষের সামাজিক নাটক" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত "হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী স্ববর্ণপদক" পাইয়াছেন।

(৩) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "রূপকথা সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত এস, দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত "কেন্দারনাথ দত্ত রৌপ্যপদক" পাইয়াছেন।

(৪) শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় "ত্রিনিবাসের জীবনচরিত্র" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত "শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার" (২৫ টাকা) পাইয়াছেন।

(৫) শ্রীমতী আশালতা সেন মহাশয় "জীবন ও জীবনের ধর্ম" নামক প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রিয়নাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কতিপয় ভক্ত ও শিষ্যগণ-প্রদত্ত "প্রিয়নাথ চক্রবর্তী পুরস্কার" (২৫ টাকা) পাইয়াছেন।

১১। প্রাচীন মুদ্রাগুলি প্রদর্শনের সুযোগ ঘটিল না।

১২। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় ৮গোবিন্দলাল দত্ত মহাশয় ও ৮গুণালঙ্কার মহাশয়ের মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন এবং সভাপতি মহাশয় ৮লোকনাথ দত্ত মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তিতে শোক প্রকাশ করিবার পর সভার কার্য শেষ হইল।

১৩। শ্রীযুক্ত মন্ত্রমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়োপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

ত্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

ত্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি।

## চতুর্বিংশ বার্ষিক, প্রথম মাসিক অধিবেশন

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ৩রা জুন, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এক্ সি এম্ ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল রায়

„ মোহিনীমোহন দত্ত বি এল্

„ মন্মথনাথ রায়

„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ

„ কৃষ্ণদাস বসাক

„ মহেন্দ্রনাথ মিত্র ( ছাপকা )

„ বিশ্বেশ্বর সাক্তালাল

„ চিত্তজ্ঞান সাক্তালাল বি ই

„ শরচ্চন্দ্র গুপ্ত

„ চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ

„ প্রভাকরদাস দাস গুপ্ত

„ সুনীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ

„ বাণীনাথ নন্দী

„ হেমচন্দ্র ঘোষ

„ ললিতা প্রসাদ দত্ত

„ রামকমল সিংহ

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ সাতকড়ি সাহা

„ যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত

„ মোহনলাল মিত্র

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী

কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহঃ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। গত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২।

পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। ৮৯ মাসিক অধিবেশনে যে সকল মহোদয়-গণের সদস্তরূপে প্রস্তাবের আগতি হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে পুনর্নির্বাচনে ও অন্ত্যস্ত সদস্ত নির্বাচনে। ৪। নিয়মাবলী পরিবর্তন-প্রস্তাব,—বর্তমান ১৩ (খ) নিয়ম নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্তন করা সম্বন্ধে কার্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব,—“ব্যক্তি বিশেষের নির্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্ত আগতি করিলে সেই সভায় নির্বাচনে স্থগিত রাখিয়া তাহারই পরবর্তী সভায় নির্বাচন স্থগীকৃত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্ত নির্বাচন হইবে না।”

৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের “ভার্মাজুন” এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ঐক্যচাকী মহাশয়ের “লসং” ও “শক ও সংবৎ” নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) জানেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি এল্, (খ) বিগিনবিহারী রক্ষিত, (গ) রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর, (ঘ) তীর্থবাসী সিংহ রায় ও (ঙ) মহীন্দ্রমোহন চন্দ্র মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এফ্ সি এন্ড মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে প্রথমে পরিষদের অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরিষদের বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত গ্রাণ্ড পুস্তক ও পুথিগুলির নামতালিকা ও উপহার-দাতৃগণের নাম শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পাঠ করিয়া উপহারদাতৃগণকে ধার্মীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব করিলেন।

#### উপহারদাতৃগণের নাম সহ উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ	১। বাঙ্গালার কথা
সম্পাদক, ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ	২। আইস্লেণ্ডের সাগা সাহিত্য
	৩। মীনচেতন
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪। চৈত্র মাসের সং ( ১৩২৩ )
“ কিরণচন্দ্র দত্ত	৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকোন্মাস
সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটি	৬। বেদান্ত-সংক্রান্ত উদ্বোধন-বক্তৃতা
	৭। “ ২য় “
	৮। “ ৩য় “
	৯। “ ৪র্থ “
	১০। আত্মহুঁত
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	১১। গায়ত্রী
“ রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১২। বাকীপুর সম্মিলনে পঠিত দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
“ ভবতারণ ভট্টাচার্য্য	১৩। করিমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন, মাদারীপুর অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ

#### উপহৃত পুথির তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত সুকুম্ভলাল ত্রিবেদী	১। রাগমালা ও তালমালা ( উক্তব দাস )
	২। নারিক-লক্ষণ
	৩। প্রাচীন পদাবলী ( বিজয় রায়চন্দ্র )

উপহারদাতা

শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ত্রিবেদী

অম্বিনীকুমার দে

Officer-in-Charge,  
Bengal Sectt. Book Depot.Hony. Manager,  
The Bombay Humanitarian Fund.  
Officer-in-Charge,  
Bengal Sectt. Book Depot.

Supdt. Govt. Printing, India

Do Do

Do Do

Asst. Secy. to the Govt.  
of the Punjab, P. W. D.Director, Geological Survey  
of India

উপস্থিত পুথি

- ৪। কর্ণলোটনোটোভরম্পত শ্লোক
- ৫। ঈশান-সংহিতা
- ৬। শ্রীরামের ইতিহাস বা অভিষেক  
( দ্বিত্য ভবানীনাথ )
- ৭। শ্রীরামের স্বর্গারোহণ
- ৮। একাদশ পদ ( গোবিন্দ দাস )
- ৯। নামহীন পুথি ( মনসা ) ( বৈষ্ণব শ্রীহরি )
- ১০। গঙ্গার সাহায্য
- ১১। চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য, ৬ষ্ঠ খণ্ড  
( কৃষ্ণদাস কবিরাজ )
- ১২। কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী ( ভাগবতাচার্য )
13. Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year 1915—16.
14. The Sixth Annual Report of the B. H. Fund, Bombay.
15. Report on Survey and Settlement Operation in Bengal for the year ending 30th September 1916.
16. Patent Office Journal, January to March, 1917.
17. Monthly Statistics of Cotton Spining and Weaving in Indian Mills, February, 1917.
18. Annual Report of the Board of Scientific Advice for India 1915—16.
19. Annual Progress Report of the Supdt. Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March 1916.
20. Records of the Geological Survey of India, Vol. XIVII Part 4th 1916.

উপহারদাতা	উপহৃত পুঁথি
Supdt. Govt. Press, Madras.	21. South Indian Inscriptions, Vol. II. Part. V. 1917.
Do Do	22. A Triennial Catalogue of Manuscripts, 1913—14 to 1915—16 for the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. II. Part I. Sanskrit A.
Do Do	23. A Triennial Catalogue of Manuscripts, 1913—14 to 1915—16 for the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, vol. II. Part I. Sanskrit B.
Do Do	24. Do Do Sanskrit, C.
The Hon'ble Sir, J. G. Woodroff	25. Wave of Bliss, Hymns to the Goddess. Greatness of Shiva. Tantra of the Great Liberton Principals of Tantra Part. I Do Do II Do Do III Tantrik Texts, vol. I Do II Do III Do Iv Do v Do Iv
Librarian, Imperial Library	26. Report on the Working of the Imperial Library for the period from 1st April 1915 to 31st March 1916.

গ্রেস সেণ্টিগ্রাফের আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বোষ মহাশয় একটি গ্রেস সেণ্টিগ্রাফ সাহিত্য-পরিষদের ব্যবহারের জন্য উপহার দেওয়ার তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৩। কার্য-সূচীর তৃতীয় বিবরণ আলোচনার সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মঙ্গধর্মোদয় বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন, “গত বর্ষের ৮৯ বাসিক অধিবেশনে যে সকল সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্য-সেবিগণের সমস্তরূপে প্রত্যাহার বিরুদ্ধে আমি আপত্তি করিয়াছিলাম, তাঁহাদিগকে সমস্তরূপে গ্রহণ করিবার জন্য আমিই আজ পুনরায় প্রস্তাব করিতেছি।” তিনি আরও বলিলেন,

“ব্যক্তিগত ভাবে অযোগ্যতা বা অন্য কোন কারণে তাঁহাদিগকে পরিষদের সদস্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, এরূপ ভাবিয়া আমি তাঁহাদের নির্বাচনে আপত্তি উত্থাপন করি নাই এবং এখনও আমি সেরূপ ভাবিতেছি না। কোন বিশেষ কারণে, পরিষদের কোন ভাবী সম্মেলনের বিষয় মনে উদ্ভূত হওয়ার আমি পরিষদের সেই অধিবেশনে তাঁহাদের নির্বাচন স্থগিত রাখিবার জন্য এই আপত্তি উত্থাপন করি। হয় ত আমার আশঙ্কা অমূলক বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা ঐক্য সত্য যে, আমি কর্তব্য-বোধেই উহা করিয়াছিলাম এবং পরিষদের নিয়মাবলীসারে উপর্যুক্তরূপে না দেখিয়া আমি এই উপায় নিত্য অনিচ্ছা সহকারেই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ব্যক্তিগত হিসাবে কাহারও প্রতি আমার কোন বিবেচ ছিল না। যদি কেহ আমার আপত্তিতে সেইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত আমি বিশেষ দুঃখিত এবং সেই দুঃখ প্রকাশ করিবার ইচ্ছাশ্রে এবং কার্যগতিকে বাধ্য হইয়া, আমি সে দিন যে আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহাতে যদি কোন অসৌজন্য প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার নিষাকরণের জন্য আমি নিজেই আজ তাঁহাদের নাম সদস্য হিসাবে প্রস্তাব করিতেছি। পূর্বোক্ত অধিবেশনে এই সকল নাম দ্বারা প্রস্তাব ও সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশেষ প্রকার ও মেহের পাত্র। এই সকল প্রস্তাবিত সদস্যও বিশেষ সুযোগ্য ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি আশা করি, তাঁহারা পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া পরিষদের কল্যাণ-সাধনে তৎপর হইবেন।” অন্তঃসন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই ৭২ জন সদস্যের নাম ও তালিকা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নির্বাচন-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, পূর্ব অধিবেশনে এই সকল নাম প্রস্তাবের সময় শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসু মহাশয় আপত্তি করিয়াছিলেন এবং তাহার কারণ আপনাদিগকে বিস্তারিত ভাবে বলিয়া এক্ষণে তিনিই এই সকল নাম পুনঃ প্রস্তাব করিতেছেন ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সমর্থন করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আপনাদিগের কোনও আপত্তি না থাকিলে তাঁহাদিগকে সদস্য হিসাবে আমরা নির্বাচন করিতে পারি। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

অতঃপর ২৪শ বর্ষের ১ম বার্ষিক অধিবেশনে নির্বাচনার্থ কয়েক জন নুতন সদস্যের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর গৃহীত হইল।

প্রস্তাবক

সমর্থক

প্রস্তাবিত সদস্য

শ্রীমদনমোহন বসু

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীমদনমোহন বসু

২২ কঁাসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, বি এল, এটর্নী

৩১ দীক্ষরক্ষিত লেন।

শ্রীঅমিতাকুমার গুহ এম এ, বি এল, এটর্নী

১২১ ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট।



প্রকাশক	সমর্থক	প্রকাশিত সত্ত
শ্রীমদ্রথমোহন বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীশঙ্কর প্রসন্ন সেন, ক্লাক ৬ চাকুরিয়া রোড, কালীঘাট
"	"	শ্রীঅমেন্দ্রনারায়ণ রায় ২০ বোড়াপুকুর লেন
"	"	শ্রীঅমলাচরণ সেন ৫৩ বারানসী মোব হাট
"	"	শ্রীকিশোরচন্দ্র দাশ ওপ ১৯ গ্রে হাট ।
"	"	শ্রীকিশোরচন্দ্র সেন ৫ বি রামকৃষ্ণ বাগটি লেন
"	"	শ্রীললিতমোহন মল্লিক ১২/১ চৌরবাগান লেন
"	"	শ্রীহেমচন্দ্র বড়াল ৯ সাগর ধর লেন ।
"	"	শ্রীতিনিবাস দাস ৮ সাগর ধর লেন ।
"	"	শ্রীআততোষ সেন কাব্যবিনোদ ২২ কারলাকর হাট
"	"	কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ ৪১ বাণিকতলা হাট
"	"	শ্রীমতীন্দ্রলাল সেন ৫৫/১ বাণিকতলা হাট ।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন ৫০ গিরিশ মুখার্জী রোড
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন বি এল ৩৬/১ কর্ণওয়ালিস হাট
"	"	বি, এল, চাটার্জী বার-হাট-ল ৩৬/৬০ পদ্মপুকুর রোড
"	"	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সেন ওপ তালকড়া টেটের ব্যানেকার,

প্রস্তাবক—শ্রীমদ্ব্যথমোহন বসু । সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাবিত সমস্ত

প্রস্তাবিত সমস্ত

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন ওপ্ত বি এন্স

শ্রীবতীন্দ্রনাথ বাগচী

জজ কোর্টের উকীল, ময়মনসিংহ ।

১৩ সিকদারবাগান হ্রীট ।

শ্রীরেবতীমোহন বসু

শ্রীভূপতিমোহন চট্টোপাধ্যায়

গোয়ালনগর, ঢাকা ।

৫৪ এ চুনাপুকুর লেন ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দত্ত এন্স এন্স এন্স

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত

৫৫ বেচু চাটুর্ঘ্যের হ্রীট ।

৪৭ মেছুয়াবাজার হ্রীট ।

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার বি এ

শ্রীদ্বীরেন্দ্রনাথ সেন

৫৯ পার্কতীচরণ ঘোষ লেন ।

৭৩:২ শঙ্কুনাথ পণ্ডিত হ্রীট ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সান্তাল

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী

৯০ হাজরা রোড ।

১৩ সিকদারবাগান হ্রীট ।

শ্রীঅমৃতলাল সেন

শ্রীশিবচন্দ্র মণ্ডল

১৫ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর ।

৪৯ সিকদারবাগান হ্রীট ।

শ্রীঅবনীনাথ সেন ওপ্ত বি এন্স

শ্রীঅভয়াচরণ চৌধুরী

উকীল, ময়মনসিংহ ।

৬ নেবুতলা লেন ।

কবিরাজ শ্রী প্রমথনাথ সেন

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

৮৮ বলরাম দে হ্রীট ।

১৫ উন্টাডাঙ্গা জংসন রোড ।

শ্রীবটুকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীআবুল মজফর, জামালুদ্দিন মহম্মদ

২০ চুনাপুকুর লেন ।

১৫:১ রিপণ হ্রীট ।

শ্রীবিমলাচরণ বটব্যাল

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

১৫৮৩ বৈঠকখানা রোড ।

৪৮:১ আমহার্ট হ্রীট ।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

২ কৈপুকুর লেন, শিবপুর ।

১৫ ককিরচাঁদ মিত্র হ্রীট ।

শ্রীরামচন্দ্র

শ্রীনিরূপদ সেন

৪৪ কে, পুলিশ হস্পিটাল রোড ।

১০এ সরকার লেন ।

শ্রীতারিণীচরণ পাল

শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪:১ রামমোহন সাহা লেন ।

১৬৪ আহিরীটোলা হ্রীট ।

শ্রীভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫ উন্টাডাঙ্গা জংসন রোড ।

১১:২ রসারোড, সাউথ ।

শ্রীঅম্বোরনাথ ভট্টাচার্য

শ্রীরজনীকান্ত দাস

৬৫ সিমলা হ্রীট ।

প্রস্তাবক—শ্রীমদ্রথমোহন বসু । সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাবিত সমস্ত

প্রস্তাবিত সমস্ত

শ্রীঅরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিরঞ্জনকুমার সেন

১১।২ রসারোড, সাউথ ।

২৪।১ মোহনবাগান রো ।

শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

শ্রীপ্রতাপকুমার সেন

বাংলুর, ১ সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

২৪।১ মোহনবাগান রো ।

শ্রীপাঁচকড়ি চক্রবর্তী

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায় এম এ

বাংলুর, ১ সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

পোঃ হোপূর, ঢাকা ।

শ্রীঅমিরলাল সেন

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

৫১।৪ অধিল মিস্ত্রী লেন ।

নাজির, মুজেন্দী কোর্ট, টাঙ্গুর, ত্রিপুরা ।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিনয়কুমার বসু .

১ সদর ষ্ট্রীট ।

বেঞ্চ ক্লার্ক, চীপ প্রেসিডেন্সি

শ্রীউমাচরণ পাল

ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট ।

২৪।১ রামমোহন সাহা লেন ।

শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য বি এল

শ্রীধনেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উকীল, বোড়াবাগান কোর্ট ।

৩০ হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেন ।

শ্রীশুকদাস সিংহ

শ্রীমনোজকুমার ঘোষ

১৭ রাজেন্দ্র মল্লিকের লেন ।

এসিষ্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার অফিস,

শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি, এস, জি ।

১৭ ভুবন ব্যানার্জির লেন ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চৌধুরী

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কম্পারারিং ক্লার্ক, নর্দান ডিভিসন,

৮।২ চোরবাগান ২য় লেন ।

পুলিস কোর্ট, বোড়াবাগান ।

শ্রীসুরদেব গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীশশিভূষণ সাহা, জমীদার

৩৬।১এ সরকার লেন ।

১৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ।

শ্রীসোমদেব গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীবিশ্বিনবিহারী লাহা, জমীদার

৩৬।১এ সরকার লেন ।

১৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ।

শ্রীপ্রমথনাথ প্রামাণিক

শ্রীঅধিলচন্দ্র বসু, এটর্নী

৮২ বারাগানী ঘোষ ষ্ট্রীট ।

৮ ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট ।

শ্রীসুবোধচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীহরিন্দ্রনাথ সাহা

শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র বিএ

৮ ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট ।

মিনার্জা থিয়েটার ।

শ্রীতারকচন্দ্র বসু

শ্রীবরেন্দ্রমোহন ঘোষ

সাতপুকুর, দমদম ।

৭২।২ আমহার্ট ষ্ট্রীট ।

প্রতাবক	সমর্থক	প্রতাবিত সম্বন্ধ
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহরেশচন্দ্র বোবাল ১৪ গোপাল বহুর লেন।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪৪ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ	"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু, এল্ এল্ বি উকীল, অ'জগির পোঃ, বিলাসপুর, সি পি।
শ্রীহুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীহরিদাস মিত্র এম্ এ রাজঘাট, বশোহর।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা ১৪৮ অপার সাকুলার রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীঅমূল্যচরণ বিতাহুবণ	শ্রীনীরদবরণ সিংহ C/o শ্রীগোপালচন্দ্র বসু, ২৬ পদ্মপুকুর রোড।
"	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ ডাক ষ্ট্রীট।
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এল্ এম্ এম্ ১০ বি বাণিকভলা মেন রোড।
শ্রীহুর্গাদাস রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীঅভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচমপাড়া, মীর্জাপুর, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উকীল রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীগোপীমোহন মুখোপাধ্যায়, উকীল ঐ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নারৈব রাজানগর, মীর্জাপুর, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীননীগোপাল রায়	"	শ্রীমৃত্যুলাল দাস ২৬ হুর্গাচরণ মিজের ষ্ট্রীট।

প্রভাবক	সমর্থক	প্রভাবিত সম্ভ
শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকুম্ভধরজ্ঞান বসিক কুম্ভলাল বসাক উকীল বাবুর বাটা। নগুর্গী, রাজসাহী।
শ্রীউষাপতি বাজপেয়ী	"	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ রিপণ কলেজ, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	"	শ্রীআমিরচাঁদ পাল, হাইকোর্টের উকীল ১৬ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীগিরিজাকান্ত বসু বর্ধা ৪৫ নাজিরাবাদ, লক্ষ্মী।
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়	শ্রীমদ্ব্যমোহন বসু	শ্রীসীতানাথ প্রধান এম্ এ অধ্যাপক এম্ সি কলেজ, শ্রীহট্ট।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমুরারিমোহন ভট্টাচার্য ৯ রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবামচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ট্রান্সপোর্টস্ আফিস, রাইটাস্ বিল্ডিং। শ্রীমুসিংহপ্রসাদ দত্ত, বি এল্ উকীল, ছোট আদালত।
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	"	ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র রায় এল সি পি এস গাজিরাবাদ, ই, আই, আর।
শ্রীমৃত্যুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পাল বাদবলাল উচ্চ ইং স্কুলের শিক্ষক, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল	"	শ্রীহরেন্দ্রনাথ পাত্র হেডমাষ্টার, মধ্য ইং বিদ্যালয়, খিজুরী, মেদিনীপুর।
শ্রীকিরণচাঁদ দত্তবেশ	"	শ্রীমুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় অমীনার, খালিরা, ফরিদপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীপ্যারীমোহন দেব বি এম্ সি সি, ই, কলেজ, শিবপুর।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার গোস্বামী শ্রীরামপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সমস্ত
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম এ অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি কলেজ।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমদ্ব্যমোহন বসু	শ্রীচুর্ণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল সলিসিটর, হাইকোর্ট।
"	"	শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত, এম এ ২৮ বনমালী সরকার স্ট্রীট, কুমারটুলী।
"	"	শ্রীনীতীশচন্দ্র ঘোষ, বার-এ্যাট-ল ভবানীপুর।
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত, বি এন্স সি সলিসিটর, ১৬ রামকান্ত বসু স্ট্রীট, বাগবাড়ার।

৪। নিয়ম-পরিবর্তন প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বর্তমান নিয়মাবলীর ১৩(খ) সংখ্যক নিয়মটি এই ভাবে পরিবর্তিত হউক;—“ব্যক্তিবিশেষের নির্বাচনে উপস্থিত কোন সমস্ত আপত্তি করিলে সেই সভার নির্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহারই পরবর্তী সভার নির্বাচন স্থিরীকৃত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সমস্ত নির্বাচিত হইবেন না।” এবং তিনি কার্য-নির্বাহক-সমিতির এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্ত উপস্থাপিত করিলেন। শ্রীযুক্ত দ্ব্যমোহন বসু এম এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় মানা কথা উত্থাপন করিয়া এই নিয়ম-পরিবর্তন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন এবং বলিলেন যে, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি আছে। সভাপতি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, এই নিয়ম-পরিবর্তন-প্রস্তাব কার্য-নির্বাহক-সমিতি অনেক বিবেচনা করিয়াই আনয়ন করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাবের সপক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। তবে আজিকার এই হুঁযোগে উপস্থিত সমস্তসংখ্যা অত্যন্ত অল্প দেখিতেছি এবং ইহাও বুঝিতেছি যে, অনেকের ইচ্ছা যে, আজ এই প্রস্তাবটির আলোচনা স্থগিত হউক। ডাঃ গফুর সাহেব এই ভাবে স্থগিত রাখিবার সংশোধিত প্রস্তাব করিলেন। এই সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার প্রস্তাবটির আলোচনা সর্বসম্মতিক্রমে স্থগিত রহিল।

৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুম্মীলকুমার দে এম এ, বি এল মহাশয়ের “ভদ্রার্জুন” নামক ৮ভার্টারাদ সিন্ধুদার-প্রণীত বাংলা ভাষার প্রথম নাটক সম্বন্ধে আলোচনা-প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকার প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের “লসৎ” ও “শক ও সংবৎ” নামক প্রবন্ধদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত সার পঠিত শ্রীযুক্ত অম্ভাচরণ ঘোষ বিভাভূষণ মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল এবং

প্রবন্ধোক্ত তথ্যগুলি সৰ্ব্বক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের আপত্তি আছে, তাহা তিনি সভাস্থলে জ্ঞাপন করিলেন। প্রবন্ধ-লেখকের অস্থগতি বিধায় সেই সকল আপত্তি আলোচিত হইল না। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধকার মহাশয়কে বধারীতি ধন্যবাদ জানাইলেন।

৩। শোক-প্রকাশ।—৬জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি এল, ৬বিপিনবিহারী মল্লিক, রায় গৌরীশঙ্কর রায়বাহাদুর, তীর্থবাসী সিংহ, রায় মহেন্দ্রমোহন চন্দ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে সভা বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিলেন। ৬জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সৰ্ব্বক্ষে শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, ৬জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয়, ৬দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি অনেক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলি গবেষণাপূর্ণ ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। তাঁহাকে আমরা ঠিকভাবে চিনিতে পারি নাই এবং তাঁহাকে উপযুক্তভাবে আদর করি নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও তাঁহার সম্রাট আমরা বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছি। তিনি পরিষদের নদীয়া শাখার সভাপতি থাকিয়া, শাখা ও মূল-সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের অস্থমতিক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৬ডাঃ ইন্দুনাথ মল্লিক এম্ এ, এম্ ডি, বি এল মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলেন যে, আমাদের চিঠি ছাপা হইয়া বাইবার পর ডাঃ মল্লিক পরলোকগমন করিয়াছেন। এই সম্রাট কার্যতালিকার তাঁহার নাম নাই। তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করা হউক। শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনকালে বলেন যে, ডাক্তার মল্লিক সকল বিষয়েই বড় উপযুক্ত লোক ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্থনাথ রায় মহাশয় আগামী মাসিক অধিবেশনে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে অস্বীকার করেন। কারণ, সম্রাট কার্যতালিকাতে এই বিষয়ের উল্লেখ নাই এবং আগামী অধিবেশনে ৬ডাঃ মল্লিক মহাশয়ের কথা থাকিলে হয় ত অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বোগদান করিয়া তাঁহার সৰ্ব্বক্ষে আলোচনা ও তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ডাক্তার মল্লিকের নানাবিধিগী প্রতিভার ও নানাবিধিগী পরীক্ষার সাক্ষ্যের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার অধ্যয়ন-প্রেম অস্বীকারযোগ্য— এমন বহু দিক্-প্রসারিণী প্রতিভা ও মনীষা প্রায় দেখা যায় না।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আগামী মাসিক অধিবেশনের প্রথমই এই শোক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রদের স্বাস্থ্য সৰ্ব্বক্ষে ডাক্তার ইন্দুনাথের আন্তরিক চেষ্টা ছিল, এ সৰ্ব্বক্ষে তাঁহার অভাব দীর্ঘ পূরণ হওয়া দরকার। ১৫ বৎসর পূর্বে মেডিক্যাল ক্লাব স্থাপিত হয়। আমি ও তিনি—উভয়ে, সম্রাট কয়েক জন চিকিৎসক বন্ধুর সহিত এই ক্লাব স্থাপনে বরবান্ ছিলাম এবং অনেক স্থলে আমরা একত্রে কার্য করিয়াছি। ছাত্রমণ্ডলীর বাহ্যোগতি সম্রাট ইন্দুনাথ বাবু যে বিশেষভাবে আলোচনা ও পরিচয় করিয়াছেন,

তাহা লর্ড হার্ডিং তাঁহার কাউন্সিলের বক্তৃতার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ একজন শিক্ষিত কৰ্ম্মীকে হারাইয়া আমরা বিশেষভাবে কতিগ্রস্ত ও মৰ্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি Hindu Marriage League এর সেক্রেটারী ছিলেন এবং বিবাহ-সংস্কার-কল্পে কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধগুলি নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে। তাঁহার সাহিত্যসেবা ও বিবাহসংস্কার ও পণ-প্রথা নিবারণ এবং ছাত্রদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইহার পর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অন্তঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভান্তর হয়।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু  
সভাপতি।

## ২৪শ বার্ষিক—দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

৩১শে আষাঢ়, ১৭ই জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এম বি, এফ্, সি এন্স ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ  
নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্  
হরিদাস বিজ্ঞানবিনোদ, সাহিত্যরত্ন  
হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ  
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ  
হেমচন্দ্র ঘোষ  
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত  
কৃষ্ণচন্দ্র মহম্মদার  
অমৃতলাল দত্ত

শ্রীযুক্ত ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস  
করণচন্দ্র মহম্মদার  
কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী  
স্বর্ধাকুমার ঘোষাল  
বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বব্রহ্মভ  
স্বর্ধাকান্ত মিশ্র  
রামকমল সিংহ  
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ

} সহঃ সম্পাদক

আলোচ্য-বিষয়—১। গত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্বাচন। ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাধিকাতৃষণ রায় মহাশয় প্রদত্ত দহুজমর্দন দেবের রোগ্য মূর্ত্তা। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি এম এ বাহাদুরের “বালালা শব্দকোষ সম্বন্ধে”



লোচনার উত্তর" এবং (খ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "আধ্যাত্ম" নামক প্রবন্ধদ্বয়।  
৬। শোক-প্রকাশ—(ক) ডাঃ ইন্দুনাথ বসু এম্ এ, এম্ ডি, (খ) শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়,  
(গ) নিত্যানন্দ ঘোষ বি এন্স, (ঘ) ভাদানন্দ মুখোপাধ্যায় ও (ঙ) অমিত্যরঞ্জন  
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেন্দী এম্ এ মহোদয়ের প্রস্তাবে, ডাক্তার আবহুল গজুর সিদ্দিকী  
মহাশয়ের সমর্থনে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম্ বি, এক্ সি এন্স মহোদয়  
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে অল্পতম সহকারী সম্পাদক ডাক্তার আবহুল গজুর  
সিদ্দিকী মহাশয় বিগত অধিবেশনের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে কার্য-বিবরণী গৃহীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত  
রামেন্দ্রসুন্দর জিবেন্দী এম্ এ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন যে, শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম্ এ  
মহাশয় যে সকল সদস্যের নির্বাচনে পূর্বে একবার আপত্তি করিয়া পরে গত অধিবেশনে  
তীহারের নির্বাচনে স্বয়ং প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তীহারের মধ্যে কয় জন সদস্য-পদ গ্রহণ  
করিয়াছেন? এই প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেন্দী মহাশয়  
প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু মহাশয় ঐ সকল সদস্যের নাম প্রস্তাবকালে যদি  
কোন কারণ দেখাইয়া থাকেন বা হুঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তীহার উক্তি-  
সংবলিত একখানি অনুরোধ-পত্র সম্পাদক মহাশয় প্রত্যেকের নিকট পাঠান। সেই পত্রে  
সম্পাদক মহাশয়ও উক্ত ঘটনার স্তম্ভ হুঃ প্রকাশ করিয়া সদস্যগণ গ্রহণের এক তীহাদিগকে  
সবিনয় অনুরোধ করিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেন্দী এম্ এ মহাশয়ের  
প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—মন্থন বাবু তীহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন কি না  
ও সেই উপলক্ষে কোনরূপ হুঃ প্রকাশ করিয়াছেন কি না, জনৈক প্রস্তাবিত সদস্য তাহা  
জানিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের উক্তি, প্রত্যেক  
অনুরোধ-পত্রেই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হউক।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেন্দী মহাশয়ের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া  
বলিলেন,—আমি ইতঃপূর্বে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাইয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল যে,  
যে সকল সদস্যগণের নির্বাচন প্রস্তাবে আপত্তি হয়, সেই সেই আপত্তির স্তম্ভ কেহ কোনরূপ  
হুঃ প্রকাশ করেন নাই। এখন দেখা বাইতেছে, উহা ঠিক নহে। শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু  
মহাশয় গত অধিবেশনে তীহার আপত্তির কারণ দেখাইয়াছেন এবং উহা যে প্রস্তাবিত সদস্য-  
গণের প্রতি কোনরূপ ব্যক্তিগত অশ্রদ্ধাশ্রুতক নহে, তাহা বুঝাইয়া দিয়া এ সবকে হুঃ-  
প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেন্দী মহাশয়ের প্রস্তাব সর্বসম্মতি-  
ক্রমে গৃহীত হউক।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় পুস্তক উপহার-  
দাতৃগণের নাম ও পুস্তকের নাম পাঠ করেন। তাঁহাদিগকে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

## উপহারদাতা

## উপহৃত পুস্তক

- শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী  
• পূর্ণচন্দ্র রায়  
• শশীকনাথ ভট্টাচার্য্য

- ১। আমাদের সমাজ  
২। স্বাস্থ্য ও শক্তি  
৩। মাতৃমন্দির  
৪। মেয়ে বোম্বেটে  
৫। প্রাতঃস্মরণীয় চরিতামালা  
৬। দীতার বনবাস  
৭। প্রতিশোধ  
৮। আধ্যাত্মিক

## উপহারদাতা—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| ১। তবলিগুল্ ইসলাম       | ২০। দারাসে কান্দলুনামা         |
| ২। মুক্দিদল হোজ্জাজ     | ২১। সম্মী সোনা                 |
| ৩। জায়ে রওশন           | ২২। তারিখে জিন্নত              |
| ৪। বেদারুল গাফেলিন      | ২৩। দরবেশনামা                  |
| ৫। লাল-বাহু শাহাজাওয়াল | ২৪। মিন্‌হাজুল ইসলাম           |
| ৬। মিকতাহুল জালাত       | ২৫। আখ্‌বারসুসালাত             |
| ৭। বাহার দানেশ          | ২৬। বিধবা-বিচ্ছেদ              |
| ৮। স্থপিনামা            | ২৭। সত্যপীঠ                    |
| ৯। হাদিস মিল্ রওশন      | ২৮। নেক বিবি                   |
| ১০। বামিনী তান্         | ২৯। পীর গোরচাঁদ, (প্রথম)       |
| ১১। ইউলুফ জেলেশা        | ৩০। শাহজাওয়াল ও আম্বিয়াখানুন |
| ১২। নসিহাতে ফরিদী       | ৩১। দিল দিওয়ানা               |
| ১৩। বাগ্‌বাহার          | ৩২। তাম্বুতীর লড়াই            |
| ১৪। সিরাতুল মোদ্দিসিন্  | ৩৩। তারিখে আবুহানিকা           |
| ১৫। হাররাতুল ফেকা       | ৩৪। কাকুনমালা                  |
| ১৬। শের আলী             | ৩৫। রাজকল্পা মধুমালা           |
| ১৭। শশী-মুক্তা          | ৩৬। আখ্‌বারুল ওজুদ             |
| ১৮। ফজিলাতে হজ্         | ৩৭। নূরুল জ্বান                |
| ১৯। মুক্দিদল আফেলিন     | ৩৮। গজ্ঞে মারেকৎ               |

- ৬২। জগন্নাথ ও ইউনান  
 ৪০। হেদায়েতুল ইসলাম  
 ৪১। হারজানামা  
 ৪২। হুজুতুল ইসলাম  
 ৪৩। তালেনামা  
 ৪৪। নসিহাতুল মখলুকাত  
 ৪৫। নাসিরুল ইসলাম  
 ৪৬। বড় খাবনামা  
 ৪৭। মুগী কাসেম  
 ৪৮। কাসেমার জহরানামা  
 ৪৯। কাসেমনামা  
 ৫০। জৈগুণ বিবি  
 ৫১। সোলতান বলখী  
 ৫২। রাতকানা জামাই  
 ৫৩। হুদুমজার খণ্ডমবাড়ী  
 ৫৪। বে-নজীর বদরে মুনির  
 ৫৫। নব-চিকিৎসাবোধ  
 ৫৬। আহকামুল জবেহ  
 ৫৭। বড় খাবনামা  
 ৫৮। মফিজুল ইসলাম  
 ৫৯। গোলজারে মোমেনিন  
 ৬০। মনুহর হাজার  
 ৬১। ইবলিসনামা  
 ৬২। হাজার মসলা  
 ৬৩। নাজাতুল আরওয়াহ  
 ৬৪। কব্রিলাতে বারচাঁদ  
 ৬৫। খায়রে দোজাহান  
 ৬৬। গেন্দে-গোল-হররোজ  
 ৬৭। মোনাই বাজা  
 ৬৮। মোলুদ শরীফ গোলজারে বাহারিয়া  
 ৬৯। আহকামে শরীয়াত  
 ৭০। চৌদ উজীর
- ৭১। সমির জালাল  
 ৭২। দিলবাহার গুলস্তান  
 ৭৩। জগে নওশাদ  
 ৭৪। নসিহাতে আহলেকলী  
 ৭৫। ফকিরবিলাস  
 ৭৬। বদিওজ্জমার লড়াই  
 ৭৭। খয়বরের অজনায়া  
 ৭৮। শহীদে কারবালা  
 ৭৯। ভূকবতী বিরাগুরু  
 ৮০। মণিকল হোদা  
 ৮১। জগে হারদার  
 ৮২। প্রেমতরঙ্গ  
 ৮৩। শিরী ফরহাদ  
 ৮৪। গোল-আন্দাম  
 ৮৫। শাহকামাল সূর্যভাঙ্গ  
 ৮৬। সমসমল মওরাহেদিন  
 ৮৭। আজায়েব সোলেমানী ( ১ম ভাগ )  
 ৮৮। আজায়েব সোলেমানী ( ২য় ভাগ )  
 ৮৯। হেদায়েতুল সারমৌন  
 ৯০। কতাতলা আখেরেজোহর  
 ৯১। দিওরান শুশানে হেদায়েৎ  
 ৯২। পীর গোরচাঁদ ( দ্বিতীয় )  
 ৯৩। লালমতি সফল মুদ্রক  
 ৯৪। এক জহর  
 ৯৫। দেলখোব-গুলজার  
 ৯৬। হেদায়েতুল সালেহীন  
 ৯৭। তরিকার মোস্তফা  
 ৯৮। গোলবা সাহুওয়ার  
 ৯৯। জেবল মুদ্রক ও সামান্যক  
 ১০০। তমিম গোলাম  
 ১০১। সফল মুদ্রক  
 ১০২। পদ্মাবতী

১০৩। দাঁকারেকল হেকারেক	১৩৫। মল্লিকা আকার
১০৪। ফেলানারে আকারেব	১৩৬। গোল্‌আদি বিবি
১০৫। মাল্‌ফা-জোহরা বিবি	১৩৭। জামাই স্বপ্নের রংগড়া
১০৬। রাঁড়ের মকর নামা	১৩৮। গীত-বসন্ত
১০৭। চুইমতি নারী	১৩৯। লজ্জাবতীর পুঁথি
১০৮। গোলে বকাওলী	১৪০। কেস্‌সা বেগ পসন্দ
১০৯। বিবি জোবেদা খাতুন	১৪১। ছিলছত্র রাজার জন্ম
১১০। বড় দোওরা গাঞ্জাল আরশ	১৪২। দেলারাল
১১১। সরফল মুহুক (নকল)	১৪৩। ইমাম বাড়া
১১২। হামেল মফহুদ	১৪৪। ওমর উম্মিরার নকল
১১৩। চৌত্রিশ-শব্বেরের কজিমাতি	১৪৫। আলাওদ্দিন
১১৪। চোর চক্রবর্তী	১৪৬। কটুর মিক্কা
১১৫। কালুগাজী চম্পাবতী	১৪৭। সপ্তপয়কর
১১৬। শেখ করিম	১৪৮। সহীদে কারবালা
১১৭। সূর্য উজাল বিবি	১৪৯। লায়লী মজহু
১১৮। গোল্‌-বা-বাহরাম	১৫০। গীর করিম
১১৯। সামুতভানু বিবি	১৫১। কালুগাজী ও চম্পাবতী
১২০। পবন কুমারী	১৫২। কলির নসিহত
১২১। সোণাভানু বিবি	১৫৩। ইসলাম রবি
১২২। বার বাসের পুঁথি	১৫৪। জৈগুণ বিবি
১২৩। গোল্‌শানে মোহাব্বাত	১৫৫। মেরাতুল কুলুব
১২৪। গোরু কী নামা	১৫৬। তোহফাতুল বোরাহেদিন
১২৫। নওখরিদ পাহালওয়ারান	১৫৭। কল্‌মা মোনাগাত
১২৬। অন্তর দুর্লভ	১৫৮। আব্বা আব্বাইনু হাদিস
১২৭। আসরান লিং	১৫৯। ইমাম হুসি
১২৮। শান্তড়ী জামাইয়ের রংগড়া	১৬০। দিবার ইলাহী
১২৯। মনোরার জাহানারা	১৬১। আসরানস্ সালাত
১৩০। মধুমালা	১৬২। আশিরামবাণী
১৩১। সোলতান আমজাদা	১৬৩। বত্রিশবার লালকুমার
১৩২। নুরুলবসর	১৬৪। জহরা বিবির কেস্‌সা
১৩৩। গোল্‌জারে আতশ	১৬৫। ফেলানার বেদারবাধুত
১৩৪। ক্রামহন্দার পরিমালা	১৬৬। রক্ত বাহার

১৬৭। সেরাজুল ইসলাম	১৯৯। চন্দ্রাবলী
১৬৮। শাহ-আলম নূরজাহান	২০০। খানে নিয়ামত
১৬৯। হেদায়েতুল মোতাবেবীন	২০১। কঙলিল আরেকীন
১৭০। ঝগড়া নামা	২০২। সুরতলাল বিবি
১৭১। নূরনামা ও হুসিয়ারনামা	২০৩। জঙ্গে জামাল
১৭২। একশতত্রিশ করজ	২০৪। গোল্‌ সমুদর
১৭৩। ওজুদনামা	২০৫। শ্রাম-নূরমান
১৭৪। রঙ্গীণ বাহার	২০৬। নিজাম পাগ্লা
১৭৫। দেলমোবা-চাঁর-চমন	২০৭। বেদারল পাঁফেলীম
১৭৬। নবাব বাহারুরের রক্ততা	২০৮। সতী ময়না
১৭৭। সুরত জামাল	২০৯। দিলফেরের শিরায় আহান
১৭৮। জাদল ওক্বা	২১০। কলির চরিত্র কবিতা
১৭৯। জেজরাল কাসেকীন	২১১। বড় মউত্ত নামা
১৮০। তরিকারে মোক্তাকী	২১২। মোসুদ শরীফ বাহারিয়া
১৮১। কতুওয়া আখেয়ে জোহর	২১৩। নব চিকিৎসাধোষ
১৮২। তক্বিরেতুল ঈমান	২১৪। জঙ্গে সোহরাব
১৮৩। রেসালায়ে তারাবীহ	২১৫। সতীবিরির কেসলা
১৮৪। হেদায়েতুল মোক্তাকীন	২১৬। সোলেমানী তালেদামা
১৮৫। মসামেলে জকরিয়া ( ১ম খণ্ড )	২১৭। নূরবক্ত নওবাহার
১৮৬। ঐ ( ২য় খণ্ড )	২১৮। গুলশানে নওবাহার
১৮৭। চমন বাহার	২১৯। হরমূর বিবির কেসলা
১৮৮। শাহ কলন্দর নামা	২২০। শ্রাম সোহাগীর কেসলা
১৮৯। জঙ্গে রমুল ও জঙ্গে হজরত আলী	২২১। রসমুন্সিলা কস্তা
১৯০। একুইল শাহ	২২২। চাঁদরানী সারেত নামা
১৯১। গুলশানে আজারেব	২২৩। শান্তড়ী বোয়ের ঝগড়া
১৯২। চাহার দরবেশ	২২৪। নারী-পুকবের রক্তরসের ঝগড়া
১৯৩। মল্লিকার হাজার সওয়ারাল	২২৫। মালতীকুমারমালা
১৯৪। গুলশানে রম্	২২৬। দিনকানা স্বপ্নের কেসলা
১৯৫। গুলে আম্‌দাম্	২২৭। মালক কস্তার কেসলা
১৯৬। শাহ এম্‌রান চন্দ্রবাম্	২২৮। তেলুওয়া সুরুরী
১৯৭। বড় তুতিমালা	২২৯। জঙ্গে বল্কান্
১৯৮। বার মাসের পুথি	২৩০। গোলে হরমূজ

২৩১। আস্ফারাস্ সালাত ( আসল )	২৫০। দালীল ও জালীনের মীমাংসা
২৩২। কেদ্রাতনামা	২৫১। কেদ্রাতোল্ মোজতাহেদিন্
২৩৩। নিরৈতনামা	২৫২। ব-কারবালা মাতম হোসেন
২৩৪। হেদারৈতুনিসা	২৫৩। গমের দরিয়া
২৩৫। বাহরুল হেজাবী	২৫৪। বোন্বিবিয় জহরানামা ( আসল )
২৩৬। বড়তুতি নামার কেস্সা	২৫৫। শাহ ঠাকুরবরের কেস্সা
২৩৭। মফিজুল খালায়েক	২৫৬। ফয়সলে আহকাম ( নকল )
২৩৮। বে-নমাজী নারী	২৫৭। মেকতাহল ইসলাম
২৩৯। ফজিলাতে হজ্জ	২৫৮। হাতেম তাই
২৪০। ফজারেল হজ্জমারেন	২৫৯। শাহ ঠাকুরবরের কেস্সা
২৪১। দলিলুল আহকাম	২৬০। নকশে সোলেমানী ( ১ম ভাগ )
২৪২। মক্শুদুল মের্হিসিনি	২৬১। ফতুহুল মেসের
২৪৩। এলাজে বালালা ( ১ম ভাগ )	২৬২। ফতুহুল আজম
২৪৪। এলাজে বালালা ( ২য় ভাগ )	২৬৩। ফতুহুল এরাক
২৪৫। এলাজে বালালা ( ৩য় ভাগ )	২৬৪। কতুহখাম
২৪৬। মুসলমানী বালালা বর্ণবোধ	২৬৫। দান্তান আমীর হামজা
২৪৭। জ্ঞানবুদ্ধ দ্বিতীয় শাখা	২৬৬। কাসাসোল আখিয়া
২৪৮। তারিখে রত্নল	২৬৭। শাহমামা
২৪৯। নাসরোল-মোজতাহেদিন (১ম খণ্ড)	

## কার্গী-উর্দু গ্রন্থ

১। মৌলুল আহিয়ালকুলুব	১১। মোসাকেরে দামেক্বী
২। হামিস্ রাধিকা	১২। নওমেহালে চমন
৩। হেদারৈতুল ইসলাম	১৩। হারাত-জেব্-উনিসা
৪। গরুরে হুসন্	১৪। গাজলিয়াৎ-সায়াদাৎ-আরা
৫। হামিস্ বিবি	১৫। মুস্তেখাবুল হেকারেৎ
৬। শোখখদিস্	১৬। মেকতাহল-জামাত
৭। জহরী-সাপ্	১৭। আম্ সেপারা ( আরবী )
৮। মজহাবুল কাওরানে	১৮। আলেকবার কারনী
৯। নেজামুল মোশারেফ্	১৯। কোরাণ ( প্রথম সিপারা )
১০। সোলতান ও নাজুক আদা	

## উপহারদাতা

## উপহৃত পুস্তক

- |   |   |
|---|---|
| Asst. Secy to the<br>Govt of India                                | 1. Copy of Each of the Annual Reports of the Health Officers of the Ports of Calcutta.  |
| Officer in charge,<br>Bengal Sectt. Book Depot                    | 2. Annual Returns of the Lunatic Asylum in Bengal with Brief Notes for the year. 1915.  |
| Supdt. Govt. Printing,<br>India                                   | 3. Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, March, 1917.  |
| Manager, Govt. Central Press,<br>Bombay,                          | 4. Archaeological Survey of India, Annual Report for 1913-15.   |
| Officer in-charge<br>Bengal Sectt. Book Depot.                    | 5. Archaeological Survey of India, Vol. XXXVII. Imperial Series, 1916.  |
|   | 6. Annual Report of the Royal Botanic Gardens and of the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling for 1916-17.   |
|   | 7. Triennial Report on the Administration Department in Bengal for the three years ending 1916.   |
| শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য<br>Chief Inspector of Explosives | 8. The Fatal Garland,   |
|   | 9. Eighteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st. March 1917. |
| শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র  | 10. On Some Superstition regarding Drowning and Drowned Persons.  |
|   | 11. On Some Beliefs in a Being or Animal which is supposed to guard Hidden Treasures.   |
|   | 12. North Indian Folk-lore about Thieves and Robbers.   |
|   | 13. Third Instalment of Indian Folk-lore Beliefs about the Tiger.   |
|   | 14. Note of Curious Tradition Current in the Hatwa Raj.   |
|   | 15. On a Case of Aghore-Panthism from the Saran District, Behar.  |

উপহাৰাভ।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র

উপহৃত পুস্তক

16. On the Harparowari or the Behari-Womens' Ceremony for Producing Rain.
17. On a Rain Ceremony from the district of Murshidabad, Bengal.
18. On the Lizard in the Indian Superstition and Folk-medicine.
19. Coincidences between some Bengali Nursery Story and South Indian Folk tales.
20. Bengali and Behari Fock-lore about the Birds. Part 1.
21. Do Do Part II.
22. Riddles Current in Behar.
23. An Accumulation Droll and Rhyme from Behar with Remarks on Accumulation Droll.
24. On North Indian Folk-tales of the "Rhea-Sylvia" and Juniper Tree Type.
25. On Some Indian Ceremonies for Disease-transference.
26. On Secrecy and Silence in North Indian Agricultural Ceremonies.
27. Riddles current in the district of Sylhet in Eastern Bengal.
28. The New Reptile-house in the Calcutta Zoological Gardens.
29. The Broadly Sculptures in Indian Museum.
30. Original Scientific Research in Bengal.
31. Notes from the Zoological Gardens.
32. On the Behari Custom of placing Explanation on the Cross-ways.
33. An Ancient Drama of the 10th century. A. D.
34. Behari Life in Behari Nursery.
35. On the Ceremonies performed by the Kabirpanthi Mahunts of the Saran District, on thier Initiation



উপহারদাতা

উপহৃত পুঁথি

শ্রীকৃষ্ণ শরচ্চন্দ্র মিত্র

as chelas and on thier Succession to the Mahautship.

36. Further Notes on the Chowk Chanda and the Panchami Vrata.

37. On the Indian Folk-beliefs about the Tiger. Part III.

38. Notes on Clay-eating as a Racial Characteristic,

39. Indian Folk-beliefs about the Tiger. Part I. & II. and the Oriental Custom of Life-Giving Chwrity.

Officer in charge, Bengal Scretariat, Book Depot.

40. Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1916.

Chief Commissioner, Central Province.

41. Descriptive Lists of Inscptions in C. P. and Behar.

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর উহার পরিষদের সমস্তরূপে নিকীর্ণিত হইলেন,—

প্রদাতক	সমর্থক	প্রদত্ত পুঁথি
শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীশ্রীকান্ত বিশ্বাস
		১০২ বেলগেছিয়া রোড।
মোলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী		শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী এম্‌এ, বি এল বরাহনগর।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল		শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাশ
		গোপালচন্দ্র দাশ এণ্ড কোং, ৭৪১ ক্লাইভ স্ট্রীট।
		শ্রীচরণচরণ ধর
		খিড়কীপলি, চুঁচুড়া।
		শ্রীঅমরনাথ বসু
		বৈভবাবাটী।
		শ্রীপকানন ব্রহ্মোপাধ্যায়
		চাইবোপাড়া, বৈভবাবাটী।
শ্রীহরিশঙ্কর দে		শ্রীগোরাধনাথ ব্রহ্মোপাধ্যায় এম্‌এ, ১০৭১ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট।

প্রভাবক	সমর্থক	প্রভাবিত সমস্ত
ঐবসন্তরঞ্জন রায়	ঐরামকমল সিংহ	ঐবিত্তভূষণ ঘোষ
		৮১১ বারানসী ঘোষ হাট।
ঐহেমচন্দ্র ঘোষ		ঐরোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
		সদরপুর, আমলা-সদরপুর পোঃ, নদীয়া।
		ঐব্রজকুমার বিশ্বাস
		সদরপুর, আমলা-সদরপুর পোঃ, নদীয়া।
ঐবাণীনাথ নন্দী	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	ঐরাধিকাপ্রসাদ দত্ত
		৬ হাজি জ্যাকেরিয়া হাট।
ঐসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐরামকমল সিংহ	ঐরাজকুমার চক্রবর্তী বি এ,
		৭১১ পটুয়াটোলা লেন।
ঐবসন্তরঞ্জন রায়		ঐনলিনচন্দ্র মিত্র বি এ
		১২৪ গোরাবাগান হাট।
ঐবাণীনাথ নন্দী	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	ঐশরৎচন্দ্র পাল, ২ বন্দাবন পাল লেন।
ঐঅমলচন্দ্র ভট্টাচার্য	ঐহেমচন্দ্র ঘোষ	ঐহরিশচন্দ্র পল্লিপাধ্যায়
		১৩ তারক চাটুখোর গলি।
ঐরামেন্দ্রনাথ জিবেদী	ঐরামকমল সিংহ	ঐজরেশচন্দ্র রায়
		৮ হোগলকুড়িয়া গলি।
		ঐরমাপতি জিবেদী
		জেমো, ককির চক, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		ঐভোলানাথ ধর বি এল,
		কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		ঐমুগলগোপাল সিংহ বি এল
		কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		ঐভূতেশচন্দ্র জিবেদী
		কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		ঐগোপীকান্ত জিবেদী
		বহড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		ঐবিনয়কুমার সাত্তাল বি এ,
		জেমো, রাজবাটা, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
		ঐচন্দ্রকান্ত সেন শুধু
		জেমো, বিশ্বাসপাড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

প্রতাবক	সদস্যক	প্রতাবিত সভা
শ্রীরাধেন্দ্রনাথ জিবেদী	ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরাধেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল; কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীবিষ্ণুভূষণ সিংহ, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বাঘচাঁড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	সুখার শ্রীরাধেন্দ্রনাথ রায়গুপ্তার জেনা রাজবাটী, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীমোহনকান্ত সিংহ চৌধুরী কান্দি, রসোতা, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীরত্ননাথ কবিরাজ বি এ, হেডমাষ্টার, ছাপরা একাডেমী, ছাপরা।
"	"	শ্রীমোহনসিংহ সিংহ বি এ, শিক্ষক, কান্দি স্কুল, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীকৃষ্ণন ঘোষ অমোক্তার, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	ডাঃ শ্রীনিবাসপ্রসাদ জিবেদী এল এম এস, টেকা, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীরাধেশ্বর দত্ত বৈতপুত্র, টেকা, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীকৃষ্ণকিশোর অধিকারী এম এ, পাটখুড়ী, মুর্শিদাবাদ।
"	"	ডাঃ শ্রীনিবাসদত্ত অধিকারী এল এম এস কান্দিরবাটী, ২৪ পরগণা।
"	"	ডাঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ এল এম এস পাটখুড়ী, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীনিবাসইন্দ্রনাথ সিংহ বিদ্যাস কান্দিরবাটী, জেনা, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার চৌধুরী সেক্রেটারী, ইন্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোং, লিমিটেড।
"	"	শ্রীলালনাথর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতাবক	সমর্থক	প্রভাবিত সমস্ত
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্ এ, অধ্যক্ষ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুচবিহার। শ্রীগোবিন্দমোপাল ঘোষ জয়জান, মুরশিদাবাদ। শ্রীগোপিকামোচন ঘোষ কান্দি, মুরশিদাবাদ। ডাঃ শ্রীকুমলভূষণ রায় কান্দি, মুরশিদাবাদ। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি এল্ গোরাবাজার, বংশরমপুর। শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বুলবুলচণ্ডী, মালদহ। শ্রীনীলকমল ত্রিবেদী জোমো, মৃতনবাটা, কান্দি, মুরশিদাবাদ। শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, মুলেক, কিনাইদহ, বশোর। শ্রীবাণীমাধব নন্দী শ্রীমুপেন্দ্রনাথ বসু ৬৪ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীমলিনীরঞ্জন গুপ্ত শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় বি এ, ব্যার-এট-ন ৬০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীহনীতিকুমার পাল ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এম্ এম্ মাণাঘাট, নদীরা। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দামনীর শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সি আই ই হাওড়া। শ্রীমুখীন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি এ ১০ থিয়েটার রোড। শ্রীচাক্রচন্দ্র বিদ্যাসি এম্ এ, ভবানীপুর। শ্রীঅমরমাধব বী ২৬১ ল্যাঙ্গডাউন রোড। শ্রীমলিনীচন্দ্র মিত্র ডাঃ শ্রীহীরাণ বসু শ্রীধীমাচন্দ্র বসু, ব্যারিষ্টার ১ হুজিরাণ ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনারায়ণ সিংহ	
শ্রীমলিনীচন্দ্র মিত্র	ডাঃ শ্রীহীরাণ বসু	

প্রতাবক  
শ্রীহরিশ্রম শেঠ

সমর্থক  
শ্রীরামকমল সিংহ

প্রতাবিত সমস্ত  
শ্রীনারায়ণচন্দ্র দেবী এল

বারাসত, চন্দননগর।

শ্রীতিনকড়িনাথ বসু বি এল

“রতন-লজ”, খলশিনী, চন্দননগর।

শ্রীশ্রীচন্দ্র হর বি এল

বাগবাড়ার, চন্দননগর।

শ্রীধনকৃষ্ণ পাল

হুয়ের পুকুর, চন্দননগর।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী মহাশয় “দুহুজমর্দন দেবের মুদ্রা”র “পাঠ” সকলের সম্মুখে পাঠ করেন এবং বলেন যে, “এই মুদ্রার বিশেষ বিবরণ ১৩২৪ সালের আবাড় সংখ্যা কারম পত্রিকার বাহির হইয়াছে। কোতুল হইলে আপনারা তাহা পাঠ করিতে পারেন। দুহুজমর্দন ও দনোজ মাধব পূর্বে অনেকে মনে করিতেন একই ব্যক্তি। কিন্তু পর পর এইরূপ দুইটি একটি করিয়া মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়ার বেশ স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, উভয়ে এক ব্যক্তি নহেন—পৃথক্ দুই জন। দুহুজমর্দনদেব রাজা গণেশের আর সমসাময়িক লোক, বাঙ্গালার কোন এক অংশে রাজত্ব করিতেন। আনুমানিক অব ১৩৪০ শকাব্দা, রাধাল বাবুর (শ্রীযুক্ত রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ) প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসের ২য় খণ্ডে ইহার সবিতার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।” তার পর মুদ্রা-প্রদাতাকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি মহাশয়ও মুদ্রা-প্রদাতাকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—“অত্কার কার্য-তালিকার আরও দুইটি প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। কিন্তু রক্তবাঁধার শ্রীযুক্ত বোমেনচন্দ্র-মার বিভাসিধি মহাশয়ের প্রবন্ধ আবাড় মাসের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তাহা আর পাঠের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে শ্রীযুক্ত কল্যাণচন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়-লিখিত “আর্য-তট্ট” নামক প্রবন্ধ পঠিত হউক। প্রবন্ধলেখক কোন কারণবশতঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর পাঠের ভার অর্পণ করিয়াছেন। অতএব হেমবাবু প্রবন্ধ পাঠ করুন।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—“অত্কার প্রবন্ধের বিষয় কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা সুবালোচিত হওয়াই উচিত। জানি না, এখানে কেহ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ আছেন কি না। যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী মহাশয়কেও প্রবন্ধটির সম্বন্ধে কিছু বলিবার ক্ষমতা অঙ্গীকার করিলেন।”

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী মহাশয় বলিলেন,—“আমি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ নহি, তবে সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অনুসারে বথাসাধ্য আমি দুই মিনিট কথা বলিব। আর্য-তট্ট, তারতীয় জ্যোতিষের উৎপত্তি সম্বন্ধে হইয়াছিল। ইয়োয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ আর্য তট্ট সম্বন্ধে

অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাহার উপর আর কেহ কিছু বলিতে পারিবেন কি না, জানি না। তবে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় আর্থা তট সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পরিবৎ কেবলই প্রস্তুতব্ধের আলোচনা করেন, এইরূপ ব্যাতি বা অধ্যাতি উঠিয়াছে, এমন অস্বাভাবিক প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয়ের এ প্রবন্ধ অনেকেরই প্রীতিপ্রদ হইবে; তাহা বলাই বাহুল্য। অস্ত্রান্ত জ্যোতির্বিদ্যার জার আর্থাভ্যাসের কোন বৃহৎ গ্রন্থাদি পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু এরূপভাবে ১২০টি মাত্র প্লেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিবরণ বলা, বোধ হয় ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভবপর নয়। তাঁহার এত বাহাই থাকুক, জগতের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর গতি আছে। পৃথিবীর গতি দুই প্রকার, আনুগত্যিক গতি ও বার্ষিক গতি। আর্থাভ্যাসে, পৃথিবীর আনুগত্যিক গতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কোপারনিকাসের হাবার বৎসর পূর্বে এই ভাষ্যের আবিষ্কারের পৌরষে ভারতবর্ষ পৌরষাবিত। তবে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর একবার ঘুরিতে এক বৎসর লাগে, এ কথা আর্থাভ্যাসে স্পষ্ট হিঁর করিয়াছিলেন কি না, তাহা গাইরা প্রবন্ধ-লেখক আলোচনা করিয়াছেন। সে আলোচনা আমি ঠিক অনুসরণ করিতে পারি নাই। তাঁহার রচিত প্লোকগুলির তাৎপর্য বুঝা কষ্টসাধ্য। প্লোকগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, বরাহ-মিহিরই সূর্যসিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কি প্রমাণ দিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। সূর্যসিদ্ধান্ত আর্থাভ্যাসেরও পূর্বে রচিত বলিয়াই গৃহীত হয়—ইহাই ত জানি। সূর্যসিদ্ধান্ত-সমস্ত সূর্য্যগ্রন্থক বলিয়া খ্যাত, কোন ব্যক্তি ইহার প্রচারকর্তা, তাহা হিঁর হইয়াছে কি? আর্থাভ্যাসের মত পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্যার, এমন কি, জ্যোতির্বিদের চূড়ামণি ভাস্করাচার্য্য পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন নাই—ইহা দুর্ভাগ্য। বাহা হউক, আমরা প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সমর্থন করিতেছি। প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের দ্বারার আমরা অনেক বিষয় জানিবার অবকাশ পাইরাছি। এ সকল প্রবন্ধে আমি কিছু হউক না হউক, আমাদের জ্ঞানে ভারতের প্রাচীন পৌরষ ফুটিয়া উঠে। চতুর্থ সভাকীর সমকালে যে ভাষা আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার হাবার বৎসর পরে (১৪শ শতাব্দীতে) ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা আবিষ্কার করেন। কিলেক্ত ইহা আমাদের বড় পৌরষের বিষয় যে, আমাদের ভারতবর্ষ সর্বদা বিবরেই উদারতা দেখাইয়া গিয়াছেন। দুতন মত আবিষ্কারকগণকে অস্ত্রান্ত পৌরষে নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহার কিছুই হয় নাই। ইউরোপে পৃথিবীর গতি আবিষ্কারের অস্ত্র কত জনকে কত কষ্টের নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে।

ভারতীয় সভাপতি মহাশয় পরলোকগত অস্ত্রান্ত সমস্তগণের অস্ত্র শোক প্রকাশ করিয়া ইচ্ছাধন মল্লিক মহাশয়ের বহু সঙ্গের উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—আমি সে দিনেও

বলিয়াছি, আরিও বলিতেছি যে, ইন্দুমাধব ছাত্রগণের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি ছাত্রগণের পীড়ার সময় দর্শনীয় লইতেন না, ঔষধের খরচ দিতেন, অধিকতর প্রথা পরিত্যাগ দিয়া সাহায্য করিতেন। তিনি কেবলমাত্র ডাক্তারই ছিলেন না, তিনি বহু বিষয়ে এম্.এ ছিলেন এবং এম্.ডিও.বি.এল্ ছিলেন। তার উপর তিনি পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়া জ্ঞান পুস্তক বাজার রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আশাশুনির সর্বত্র সঞ্চদে, বাণ্যবিবাহ ও গণপ্রথা নিবারণের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-ম্যাক্রো-মিক্রো-লীগের তিনি প্রধান উত্থাপী ছিলেন। ইকমিক কুকার আরিদ্ধার করিয়া তিনি রক্ষণের, পথিকের, বিশেষতঃ অর্থের রোগীর বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। অধিকতর তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার রচিত সেই পুস্তকগুলি বঙ্গ-সাহিত্যে বহু উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

সভাপতি মহাশয় হুঃখিত অন্তঃকরণে আনাইলেন যে, স্ত্রী কল্যাণ-অপারার ১০০টার সময় বঙ্গদেশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে—তার প্রভুলতায় চট্টোপাধ্যায় সিং আই ই মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বহু গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তিনি ৬৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি ভরনও বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি অনেক সংকর্ষে সহ্যতা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আগামী অধিবেশনে প্রভুলবাবুর দ্বারা বিশেষভাবে শোক প্রকাশ কর্তব্য হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় স্বর্ণগত পুলিশ ইনস্পেক্টর ৩ প্রিন্সিপাল সুবোধচন্দ্র মহাশয়ের দ্বারা শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—তিনিই প্রথম ডিটেক্টিভ উপকরণ-লেন্সকণ। তিনি ডিটেক্টিভ বিভাগে কার্য করিয়া নানা অভিজ্ঞতা অর্জন পূর্বক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ, কর্মদক্ষ পুলিশ কর্মচারী ছিলেন এবং অতি সঠিক, পরামর্শকারী লোক ছিলেন। আমি তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে বিশেষরূপে পরিচিত ছিলাম।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী মহাশয় বলিলেন,—আমি ইন্দুমাধবের সঞ্চদে এই চারিটি কথা বলিব। ইন্দুমাধবের সহিত পরিষদের সঞ্চ আমায় রায় হাশিত হইল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমি রিপণ কলেজে আসি। সেই সময় তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। সেই বার ইন্দুমাধব-দর্শনশাস্ত্রে এম্.এ পাশ করিয়াছেন। তার পর পদার্থবিজ্ঞান এম্.এ বিবেশ, নিকট এম্.এ পরীক্ষার আর তিনি মাস মাত্র বাকী, অথচ কিল্লি সঞ্চ পূর্বে তাঁহার বিশেষ কিছুই জ্ঞান ছিল না। তখন তাঁহার ভবানীপুরে বাস। এতে ভবানীপুর হইতে নিকট হইয়া যেতিয়া গণ কলেজ আসিয়া এতৎকালের কার্য করিতেন। পরে আইন-কলেজ হাজির হইতেন, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ ল্যাবরেটরীতে কিল্লি শিক্ষা করিতেন, তথা হইতে আসিয়া অপারার আশ্রয় নিকট অধ্যয়ন করিতেন, কিন্তু আকর্ষণের বিষয় যে, তিনি সেই মিল মাস মাস অধ্যয়ন করিয়া সমুদানে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। আমি তাঁহাকে সহায় করিয়া বলিষ্ঠ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটা গরায় এ পারে হইলে সেটাও বাস বাইত না। দর্শন-শাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞান এম্.এ হইত। পরে

তিনি কমিট্রী, ফিজিওলজী এবং বটানি, এই তিন বিষয়েও এম্ এ হন। পরে বি এল্ হইয়া ডাক্তারিতে এম্ ডি হন। বিলাতে যাইয়া “হাইজিন” ও “ব্যাক্টেরিওলজি” আলোচনা করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যাক্টেরিওলজিষ্ট ছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যেও তাঁহার অম্লরাগ ছিল। আমার সহিত যখন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি ভাল করিয়া বাংলা পড়িতে পারিতেন না; কিন্তু ৫৬ বৎসর পরে তিনি বাংলা ভাষার অতি সুন্দর বই লিখিয়াছিলেন, ইহা কম কমতার কাজ নয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে, এইরূপ আমার আশঙ্কা ছিল। তিনি অপরকে স্বাস্থ্য রক্ষার উপদেশ দিতেন, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। এ দোষে আমরা সকলেই দোষী। তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটয়াছে; তাঁহার স্থান পূরণ হইবে কি না, জানি না।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—ইন্দুমাধব বাবুর “চীন-ভ্রমণ” বা “জাপান-ভ্রমণ”ই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার শেষ নয়। তাঁহার বাংলা হাতের লেখা ভাল ছিল না বলিয়া আমি তাঁহার বাংলা লেখা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দিতাম। আমি তাঁহার “অপচর” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি। সেই সময় হইতে তাঁহার “ইক্সিক কুকারের” সৃষ্টি। ইক্সিককুকার প্রথম ২৪২৫টি প্রস্তুত হয়, তিনি সেগুলি বিক্রয় করেন নাই, সহরের বিশিষ্ট লোকদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ভাবিতেন, অল্প জিনিষের দ্বারা অল্প খরচে কেমন করিয়া আমাদের সংসার চলিতে পারে, তাহা লইয়া তিনি বহু সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি কেবল ছাত্রদিগেরই বন্ধ ছিলেন না, তিনি দরিদ্রের বন্ধ ছিলেন। দরিদ্রের নিকট স্থলবিশেষে তিনি একটি পরমাণু গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-সাহিত্য ও সমাজের বহু উপকার সংসাধিত হইবে।

অন্তঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরলোকগত সদস্যগণের পরিবারবর্গের নিকট শোক সমবেদনা-লিপি প্রেরিত হউক। পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম আগামী অধিবেশনে বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করা হইবে।

অগ্রতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফ্ফার সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক

সভাপতি।

ভ্রমসংশোধন—২৩শ বার্ষিক, ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীতে ১৩২ পৃষ্ঠার ভ্রমক্রমে শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র নাগ বি এ এইরূপ ছাপা হইয়াছে। তৎস্থলে শ্রীভূষণচন্দ্র নাগ বি এ এইরূপ হইবে।





# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্থ ভাগ—তৃতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রী রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

(একদশ বর্ষাবধি পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

## সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। সমাচার-দর্পণ	শ্রী হীলকুমার দে এম্ এ, বি এম্	১৪৯
২। বগরহাটের পশ্চিমের হাটা মাটি	শ্রী নরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এসসি	১৭১
৩। স্বাকার-তত্ত্ব	শ্রী বিধুশেখর শাস্ত্রী	১৮১
৪। ঐ সম্বন্ধে বক্তব্য	শ্রী বিভূষণচন্দ্র মজুমদার বি এম্	১৯১
৫। ঐ সম্বন্ধে বক্তব্যের প্রত্যুত্তর	শ্রী বিধুশেখর শাস্ত্রী	১৯৩
৬। মুরশিদাবাদের কয়েকখানি মিলি	শ্রী পূর্ণচাঁদ নাহার এম্ এ	১৯৭
৭। আর্ঘ্যভট	কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী	২০১
৮। আর্ঘ্যভট সম্বন্ধে বক্তব্য কার্যবিবরণী	শ্রী নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ	২১১
		৪১—৪২

## কলিকাতা

২৪০১ আগার সাহু'দার রোড, বদৌর-সাহিত্য-পরিষৎ দপ্তর হইতে

শ্রী রামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

Printed by—R. C. Mitra at the 'Visvakosha Press',

9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

প্রাথমিক বার্ষিক মূল্য ৩ টি টাকা।

[প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ বাস আনা।

বকবলে ৩০/০ টি টাকা হয় আনা।

বিশেষ জরুরি—সদস্যপত্রের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে তাহার  
অনুগ্রহপূর্বক দ্ব্যাসময়ে কার্যালয়ে সেই সংবাদ দিবেন।

# হাজার বছরের পুরাণ

বাংলা ভাষায়

## ১। বৌদ্ধ-গান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই  
কর্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে (১) চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাঙ্কোষ, (৩) কাল্পদাসের দোহাঙ্কোষ এবং (৪) ভাষ্কর্য, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন,— বাংলা ভাষা বাগদী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মন্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাংলা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অমূল্যগণে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্বোপরি।  
মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩, শাখাসভার সদস্যপক্ষে—২০, পরিবদের সদস্যপক্ষে—২১।

## ২। চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত

নীলরতন বাবু বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। নীলরতন বাবুর চেষ্টায় এই সংস্করণে আট শতাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এষ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—পরিবদের সদস্যপক্ষে—২, শাখা-পরিবদের সদস্যপক্ষে—২০, সাধারণ পক্ষে ৩।

## ৩। সঙ্গীত-রাগ-কম্পান্ডেশ

কৃষ্ণানন্দ বাসুদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় সামান্য বিজ্ঞাপনে দেওয়া অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেবের পুস্তকরক্ষণের অধ্যক্ষরূপে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত বাবতীর সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সুবহু ভিন্ন খণ্ডে সম্পূর্ণ, এষ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—১ম খণ্ড ১৫, ২য় খণ্ড—১০, ৩য় খণ্ড—৫। একত্রে ৩ খণ্ড—২৫। ভাষ্কর্যভল বতর।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, বঙ্গিণ,

২৪৩১ আশীম সাকুলার রোড, কলিকতা।

## সমাচার-দর্পণ

১৩০২-৩ সালের ষষ্ঠ ভাগ জন্মভূমি পত্রিকায় স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিধি সমাচারদর্পণ সম্বন্ধে বিবরণ লেখেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে বিজ্ঞানিধি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সমাচারদর্পণের কোনও সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরে যখন তিনি উক্ত সংবাদ-পত্রের কয়েক সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন, তখন তাঁহার জন্মভূমিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ( প্রথম ভাগ ১৩০৫ ) “বঙ্গীয় সমাচারপত্রিকা” শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের পুনরালোচনা করেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে সমাচারদর্পণের প্রচারকাল ২৩ মে ১৮১৮ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১৪ জুলাই ১৮২১ খ্রিঃ অব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকার যে ফাইল আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া বর্তমান প্রবন্ধে উহার ক্রিষ্ণু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

আলোচ্য সংবাদপত্রের প্রথম প্রচারের সুপরিচিত ইতিহাস বিজ্ঞানিধি মহাশয় সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট বিবরণ শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেবদিগের গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

এই সমাচারপত্রের প্রথম সংখ্যা শনিবার ২৩ মে ১৮১৮ বা ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫ প্রকাশিত হয়।<sup>১</sup> এই তারিখ প্রথম সংখ্যার কণ্ঠদেশে লিখিত আছে। ইহার সমাচার-দর্পণ নামকরণ সম্বন্ধে মার্শম্যান লিখিয়াছেন যে, বিলাতে প্রচারিত প্রথম সংবাদপত্রের

১। *Life & Times of Carey, Marshman & Ward or A History of the Serampur Mission*, 2 vols. London. 1859. vol II p. 161; Letter from J. C. Marshman to Dr. George Smith published in the latter's *Twelve English Statesmen*. 1898. pp. 230-33; *Calcutta Review*, XIII ( 1850 ), Art. *Early Bengal Language & Literature*; *ibid* CXXIV. ( 1907 ), pp. 391-93; Smith, *Life of William Carey*. London 1885, New Ed 1912; E Carey, *Memoir of William Carey*. London. 1836. ইত্যাদি

২। সমাচারদর্পণের পুরাতন সংখ্যা-সঙ্কলন দুপ্রাপ্য ছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হইবে। কিন্তু দর্পণের প্রথম সংখ্যা অধিগত হওয়ার এ সমস্ত মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা সংজ্ঞেই বুঝা যায়। এমন কি, মার্শম্যান সাহেব স্বয়ং তাঁহার দুইটি পুস্তকে দুইটি ভুল তারিখ দিয়াছেন। তাঁহার *History of Serampur Mission*, Vol II p. 163, গ্রন্থে, ৩১শে মে রবিবার ১৮১৮ এবং বঙ্গালার ইতিহাসগ্রন্থে ( *History of Bengal*. 1859 p. 251 ) ২৯ শে মে শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ তারিখদ্বয় পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত নীলেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ( *History of Ben. Lang. & Lit.* 1911. p. 877 ) মার্শম্যান সাহেবের শ্রীরামপুরমিশনের ইতিহাস গ্রন্থে তথ্যবৎ গ্রহণ করিয়া পুনরায় এমনি পণ্ডিত হইয়াছেন। লং সাহেবের তালিকায় ( *Descriptive Catalogue*. 1855. p. 66 ) ২৩শে আগষ্ট শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভুল শ্রীরাজনারায়ণ বহু মহাশয়ের বঙ্গালোভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতায় মৃত ১৮১৬ তারিখ। *Cal. Chr. Observer* Feb. 140 (art. Native Press) ইহার তারিখ দিয়াছে ১৮১৯।

Mirror of News এই নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছিল।<sup>১</sup> সমাচারদর্পণ সাধারণতঃ বাল্যকাল ভাবার সর্বপ্রথম সমাচারপত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়।<sup>২</sup> কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বেঙ্গল গেজেট নামক যে বাল্যকাল সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, তাহাই বোধ হয়, এ বিষয়ে সর্বপ্রথম চেষ্টা। বেঙ্গল গেজেট বা তাহার সৃষ্টিকর্তা গঙ্গাধর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বোধ হয়, উক্ত পত্রিকা, কাহারো মতে এক বৎসর, কাহারো মতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।<sup>৩</sup> এবং রাজনায়ক বহুর সুপ্রসিদ্ধি বক্তৃত্য<sup>৪</sup> হইতে জানা যায় যে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য অসদামদল প্রভৃতি গ্রন্থের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। উক্ত সংবাদপত্রের ফাইল আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও হস্তগত করিতে পারি নাই এবং এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার কোনও বিস্তৃত বিবরণও দেন নাই। সুতরাং ইহাতে কি কি বিষয় প্রকাশিত হইত, তৎসম্বন্ধে বা ইহার লিখিবার ধরণাদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। বাহা হউক, সর্বপ্রথম সমাচার পত্র না হইলেও, সমাচারদর্পণ যে পথপ্রদর্শক হিসাবে সর্বপ্রথম যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্তী অধিকাংশ সংবাদপত্রের আদর্শরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

সমাচারদর্পণে সংবাদ ভিন্ন নানা প্রবন্ধাদি ও দেশহিতকর সম্বর্ভ থাকিত। ইহার উদ্দেশ্য ও ইহাতে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, তাহা ইহার পরিচালকগণ প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই এইরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন।—

### “সমাচারদর্পণ।”

কয়েক মাস হইল শ্রীরামপুরের। [ছা]পাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক<sup>৫</sup> [প্রকাশ] হইয়াছিল ও সেই পুস্তক। [মা]স ২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তা। [হা]র অভিপ্রায় এই যে

৩। ডাক্তার মর্ড শ্মিথ সাহেবের নিকট স্নেহ দি মার্শম্যানের<sup>৬</sup> পত্র, *Twelve English Statesmen* 1898, p. 23.

৪। Marshman, *History of Serampur Mission*, Vol II, p. 167; Marshman, *History of Bengal*, p. 251; *Cul. Rev.* 1850, Vol XIII; Smith, *Life of Carey*; *Friend of India*, 1850, Sep., 19; Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, p. 877 ইত্যাদি।

৫। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৪৮-৫০। কিন্তু যেভাবেও লং তাঁহার *Return of Names & Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records). Cal. 1855. p. 145 পুস্তিকার লিখিতভাবে যে উক্ত সংবাদপত্রের আয়ুর্কাল এক বৎসর মাত্র।

৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃত্য, পৃঃ ৫৮।

৭। এই উক্ত অংশটির মূল অন্ততঃ খণ্ডিত। খণ্ডিত হ্রাসগুলির যে হুলে পাঠোদ্ধার হয় নাই, সেখানে তাহাই করিয়া ও অন্ততঃ হুলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার (পঞ্চম ভাগ, ১০০ঃ, পৃঃ ২৫০) যে পাঠ বেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে লইয়া বক্তৃতির মধ্যে দেওয়া গেল।

৮। দিগদর্শন বা হুঁবা লোকের কারণ সংস্কৃতি নানা উপদেশ; *Digdarsan or the Indian Youth's Magazine*. ইহা বাল্যকাল প্রচারিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত।

এতদেশীয় | [লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার | [বি]ভা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে | [সক]লের সম্মতি হইল না-এই | [কারণ] যদি সে পুস্তক মাস ২ ছাপা | [হইত] তবে কাহারো উপকার | [হইত] না অতএব তাহার পরী[বর্তে] এই সমাচারের পত্র ছা[পা] আরম্ভ করা গিয়াছে | [হিহার] নাম সমাচার দর্পণ।—

[এই সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে | ছাপা যাইবে তাহার মধ্যে | [এই এই সমাচার] দেওয়া যাইবে। |

[১ এতদেশের]র জন্ম ও কলেক্তর\* | [ ]র ও অন্ত রাজকর্ম্মাধ্যা[ক্কেরদের] নিয়োগ।—

[৪ খ্রীষ্টীয়]ত বড় সাহেব যে ২ | [নুতন আই]ন ও হুকুম প্রভৃতি | [প্রকাশ] করিবেন। |

[৩ ইংলণ্ড] ও ইউরোপের অন্ত ২ | [প্রদেশ হইতে] যে যে নুতন সমাচার | [আইসে এবং] এই দেশের নানা | [সমাচার] |

[৪ বাণিজ্যাদি]র নুতন বিবরণ। | [এইখানে ১ম পৃঃ, ১ম স্তম্ভ সমাপ্ত]

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ | ও মরণ প্রভৃতি জিয়া। |

৬ ইউরোপদেশীয় লোক কর্তৃক | যে ২ নুতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই | সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে | এবং যে ২ নুতন পুস্তক মাসে ২ | ইংলণ্ড হইতে আইসে সেই | সকল পুস্তক যে ২ নুতন শিল্প | ও কল প্রভৃতির বিবরণ\* থাকে | তাহাও ছাপান যাইবে। |

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিভা ও জ্ঞানবান লোক | ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ। |

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে | প্রাতঃকালে সর্ব্বজ্ঞ দেওয়া যাইবে | তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। | প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের | পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে।\* | ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক তিনি আপন নাম খ্রীষ্টানপুত্রের | ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে। |\*

প্রথম দুই সংখ্যার আলোচিত বিষয়ের তালিকা এখানে দেওয়া গেল।—

১ম সংখ্যা।—

পৃঃ ১—১। সমাচারদর্পণ ( ২য় স্তম্ভের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত )

২। মসলা বিক্রয়ের ইত্তাহার ( পৃঃ ২, ১ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত )

৯। সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা ( ৫ম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫০ ) উদ্ধৃত অংশে এই ফলে ভুল আছে।

১০। ৩ সংখ্যার শেষে “ইত্তাহার” আছে,—“দুই সপ্তাহের কাগজ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে পুনর্বার এ সপ্তাহের কাগজও বিনামূল্যে দেওয়া যাইতেছে।” অতঃপর ৪ সংখ্যার শেষে “ইত্তাহার”—“এই সমাচারের পত্র তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য সামান্ত ১।০ বেড় টাকা প্রতিমাসে লেখা গিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ ইত্তাহার দেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হইবা এই সমাচারের পত্র যে ব্যক্তি কেবল এক মাহার কারণ লইবেক তাহার মাসে মাসে ১।০ বেড় টাকা দিতে হইবেক যে ব্যক্তি এক বৎসরের কারণ লইবেক তাহার মাস ২ এক টাকা দিতে হবেক।” তাহা হইলে বাৎসরিক মূল্য ১২ বার টাকা।

পৃ: ২—১। প্রথম স্তম্ভ অভ্যন্তর খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় কি, জানা যায় না। তবে এই স্তম্ভের শেষে “রাজকর্ণে নিরোগ” শীর্ষক সমাচার দেখা যায়।

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাণ্ড

ওলাউঠা

সুবরাজের কলার মরণ ( পৃ: ৩, ১ম স্তম্ভ উপর পর্য্যন্ত )

পৃ: ৩—১। প্রথম স্তম্ভ।—শ্রীশ্রীযুতের গোরকপুর পৌছান খবর (heading নাই)

বাণিজ্যের সমাচার ( ২য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত )

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ।—মরিচ উপবীপের ঝড়

মান্দরাজ ( ৩য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত )

৩। তৃতীয় স্তম্ভ।—( কয়েক লাইন খণ্ডিত )

ইংলণ্ডে নূতন কল

সর্প কর্তৃক ছাগ ভক্ষণের বিবরণ ( পৃ: ৪ মধ্যভাগ পর্য্যন্ত )

পৃ: ৪—১। প্রথম স্তম্ভ।—খণ্ডিত—heading পড়া যায় না, তবে আলোচ্য বিষয়

—হিন্দুস্থানে উৎপন্ন নীল, তুলা ইত্যাদির বিবরণ

( ৫য় স্তম্ভের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত )

পত্রের শেষে এই (খণ্ডিত) “ইস্তাহার” আছে—“এই সমাচারে[র পত্র] অতি ঘরার ছাপা হইল সে [কারণ] অধিক সমাচার নাই আ[ ]

২য় সংখ্যা।—

পৃ: ১।—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাণ্ড

বাদশাহের জন্মদিন

নাগপুরের রাজার বিবরণ

পেশোরা

পৃ: ২।—( ১ম স্তম্ভ খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় পড়া বা বোঝা যায় না। )

চোড়িগড় অধিকার

২৩ আকরেল

বাণিজ্য

মরীচি উপবীপ

উত্তর আমেরিকা

পৃ: ৩।—উত্তর আমেরিকা (পূর্ব পৃষ্ঠার অস্বচ্ছতা)

অস্বচ্ছ সমাচার

বিবাহের নূতন ব্যবস্থা

ইংলণ্ডের রাজকীয় ব্যাঘ্র

তৃতীয় তত্ত্ব খণ্ডিত—গোড় নগর সৰ্ব্বদীর অবস্থা

পৃঃ ৪। প্রথম তত্ত্ব একেবারে খণ্ডিত—উল্লিখিত গোড় সৰ্ব্বদীর অবস্থার তিন তত্ত্ব-ব্যাপ্তি  
অনুসৃত্তি

পৃষ্ঠার শেষে সমাচারপত্রের গ্রাহকদিগের নাম প্রেরণ সৰ্ব্বদীর ইত্যাহার। ( বর্তমান অবস্থার  
১০ ফুটমোটে উদ্ধৃত )

সমাচারদর্পণের আকার ১৩" X ৯"। প্রতি বারের পত্র-সংখ্যা ৪। সপ্তম সংখ্যা ( ৪  
জুলাই ১৮১৮। ২১ আষাঢ় ১২২৫ ) হইতে নিম্নোক্ত কবিতাটি ইহার কণ্ঠদেশে শোভা  
পাইত—“দর্পণে সুখ-সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানীহ” জানক সমাচারতত্ত্ব দর্পণে ॥”  
৬৪ সংখ্যা ( ৭ জুলাই ১৮১৮। ২৫ আষাঢ় ১২২৮ ) হইতে পত্রের শীর্ষদেশে এইরূপ লেখা দৃষ্ট  
হইবে,—“সমাচারদর্পণ অর্থাৎ সর্বহিতপ্রয়োজনক সর্বদেবীর সর্ববিষয়স্থতক সমাদপত্র।”  
১৮২১ পর্য্যন্ত বে.ফাইল.পাণ্ডা গিয়াছে, তাহার প্রতি সংখ্যার প্রতি পৃষ্ঠা তিন তত্ত্বে বিভক্ত।  
১ আগষ্ট ১৮১৮ পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যা আবুল সংবাদ ও সন্দর্ভাদি-পূর্ণ থাকিত; তৎপরবর্তী সংখ্যা  
( ৮ আগষ্ট ১৮১৮ ) হইতে শেষ পৃষ্ঠার “সেরিক সেল” বা “জমি বিক্রয়ের ইত্যাহার” কখনও  
এক, কখনও দুই, কখনও পূর্ণ তিন তত্ত্ব দেওয়া হইত। ২০ মার্চ ১৮১৯ হইতে পত্রের  
প্রারম্ভেও অভ্যন্ত জমীর নিলামের ইত্যাহার দেখা যায়। ১০ এপ্রেল ১৮১৯ হইতে জমী  
বিক্রয়ের ইত্যাহার আর শেষ পৃষ্ঠার দেওয়া হইত না, প্রথম পৃষ্ঠার দেখা যাইত। কখন কখন  
এই ইত্যাহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ তত্ত্ব পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকিত ( ৫২ সংখ্যা, ১৫ মে  
১৮৩৯ )। ৮৩ সংখ্যা, ১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯ হইতে শেষ পৃষ্ঠার “বাঙ্গার ভাও”র তালিকা দৃষ্ট  
হইবে; ইহা অভ্যন্ত কোতূহলোদ্দীপক। তখন মণ হিসাবে মর, বালাম চাল ১৮০; “উত্তম  
গারে স্থত” ২০; মধ্যম ঐ ১৬; তৈসা স্থত ১৮; মধ্যম তৈসা ১৫; নীল উত্তম ১৬০;  
অল্পপ্রকার নীল ১১০; কান্নির চিনি ১০, মধ্যম ৮০ ইত্যাদি। ( ১৮ ডিসেম্বর, ১৮১৯।  
৪ পৌষ, ১২২৬ )।

এই ত গেল সাধারণ বিজ্ঞাপনাদি সৰ্ব্বদীর মধ্যে মধ্যে নুতন পুস্তকের বিবরণ ও বিজ্ঞাপন  
বাহির হইত। ইহার হুঁকটি হইতে পুরাতন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ২৫ জুলাই, ১৮১৮  
( ১১ আষাঢ়, ১২২৫ ) সংখ্যার পীতাম্বর সুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত বাঙ্গালা অভিধান ( শব্দসিদ্ধ )  
সৰ্ব্বদীর এইরূপ ইত্যাহার পাওয়া যায়,—“এতদেবীর অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি  
শাস্ত্র অগাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত এ কারণ  
এ অক্ষিফল তগবান অমরসিংহকৃত অভিধান অকারাদিক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী ডেক্সিয়াননারীর

১১। “বৃত্তান্তানীহ” হইবে। এই ভুল ১৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইবে। ১৫ সংখ্যা হইতে শুদ্ধভাবে  
লিখিত হইয়াছে।

১২। সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকার ( ১৩০৫, পৃঃ ২৫০ ) “সর্বহিতপ্রয়োজনক” উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা  
মূলানুযায়ী নহে।



ভার দেশীয় ভাষার বিবরণী দস্তা ওঠা বকারের প্রভেদ করিয়া যেদিনী রতসাদি নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ [ ] রূপ ৪৯২ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে তাহার চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে [ ] রতকা মূল্য বাহার লইবার বাহা [ ] তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতার শ্রীযুক্ত দেওয়ান [রা]মমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোরিটি অর্থাৎ আদার সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদনমিতি।" ইহা হইতে জানা গেল যে, উক্ত পুস্তক ১৮১৮ খ্রিঃ অঃ পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল।<sup>১৩</sup>

গলাকিশোর তট্টাচার্য্য-প্রণীত ব্যাকরণের তারিখ সন্দেশে বসেই গোলমাল রহিয়াছে এবং সে পুস্তকও এখন হুত্ৰাপ্য। ১৮১৮, ৩রা অক্টোবরের ( ১৮ই আশ্বিন, ১২২৫ ) সমাচারদর্পণে উক্ত পুস্তক সন্দেশে এইরূপ বিজ্ঞাপন আছে।—“নূতন কেতাব। ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার ভর্তন্য হইয়া মোং কলিকাতার ছাপা হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রদ্বারা ও আর্জি ও খত ও টর্ণিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী বিভা সহজে হইতে পারে এই কেতাব চান্ডা বন্ধ জেল কর্তা ইহার মূল্য কি কেতাব ৩ টাকা। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতার গলাকিশোর তট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেবোদার সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।” লং সাহেবের তালিকার ও তবছকরণে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ইহার তারিখ খ্রিঃ অঃ ১৮২০ দেওয়া হইয়াছে; তাহা উক্ত বিজ্ঞাপন হইতে তুল্য প্রতিপন্ন হইয়া বাইতেছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন<sup>১৪</sup> ইহার কোনও তারিখ দেন নাই। আর একটি কথা। সাধারণতঃ ইহাকে বাঙ্গালী-লিখিত প্রথম বাঙ্গালী ব্যাকরণ বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ ইহা “বাঙ্গালী ব্যাকরণ” নহে; বরং ইংরাজী ব্যাকরণ, বাঙ্গালার লিখিত; তত্ত্বিন্ন অন্তান্ত বিবিধ বিষয়েরও অবতারণা আছে।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ ( ১১ আশ্বিন, ১২২৫ ) হইতে—

“কলিকাতার নূতন খবরের কাগজ।

এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতার এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে

১৩। শব্দসিদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকার উল্লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে গ্রন্থসম্বন্ধি তারিখ জানা যায়—

“গগন গগনভুক্ত পদকর্তৃমিতে। গ্রন্থসম্বন্ধি শাক জানিবে পণ্ডিতে।” পুস্তক পৃঃ ৪৮—“লভ্য ভক্ত্যবস্থিতিঃ পরিসংগম্যে শাক ইবং বিজ্ঞাতিঃ শ্রীযুগীতাবরাথো বৃথগণিতঃ পুস্তকঃ ত্রিশপাং” ইত্যাদি। পুস্তকের পরিচয়-পত্র ( title-page ) “কলিকাতার ছাপা হইল ১২২৫ সাল” এইরূপ লিখিত আছে। তাহা হইলে ইহার একাদশের তারিখ ১৮১৭/১৮১৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাহার ইংরাজী *History of Bengali Lang. & Lit.* গ্রন্থে ( পৃঃ ৯০ ) ইহার তুল্য তারিখ দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ( ১৩৩২ ) যে ঐতিহাসিক ঘটনাপত্রী আছে, তাহাতে ইহার তারিখ লং সাহেবের অনুসরণে ১৮০৯ দেওয়া হইয়াছে।

১৪। *History of Beng. Lang. & Lit.* 1911. p. 902.

প্রতি সপ্তাহে দুইবার ছাপা হইবেক এবং বাহারি বরোবর ঐ কাগজ লইবেন তাহার মাস মাস ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং বাহারি বরোবর না লইবেন তাহারি বে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবে।”

এ কাগজটি কি এবং ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, তাহা বুঝা গেল না। সংবাদকৌমুদী নয় ত ? অথবা জেমস্ সিক্‌ বাকিংহাম সম্পাদিত বিখ্যাত কলিকাতা জর্ণাল ( Calcutta Journal ) ?

১২ই ডিসেম্বর, ১৮১৮ ( ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১২২৫ ) তারিখের ৩০ সংখ্যা হইতে—

“খ্রীষ্ট মৃত্যুঞ্জয় বিভাগকার ।

জুখ্রীম কোর্টের পণ্ডিত খ্রীষ্ট মৃত্যুঞ্জয় বিভাগকার ভট্টাচার্য্য খ্রীষ্ট বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিহার লইয়া কানী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।”

১৩ই মার্চ, ১৮১৯ ( ১লা চৈত্র, ১২২৫ ) তারিখের ৪০ সংখ্যা হইতে—

“কলিকাতা স্কুল সোসাইটি।”

আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সকল বাঙ্গালা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে বত বত পাঠশালা আছে তাহার তদারকাসি সকল খ্রীষ্ট গৌরবোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরুমহাশয়েরা আপনাদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় বাহুশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর আর প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরুমহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।”

২০শে মার্চ, ১৮১৯ ( ৮ই চৈত্র, ১২২৫ ) তারিখের ৪৪ সংখ্যা হইতে—

“শ্রীরামপুরের টোল।

শ্রীরামপুর সাহেবেরা মোঃ শ্রীরামপুরে এক কলেজ অর্থাৎ বিভাগ্য স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে ক্রমে বিভাগ্যবিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহুপ্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যত্র থাকিবে ও প্রভি শাস্ত্রের এক এক জন পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিভাগ্য এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ভার ও ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গালা দেশে অস্ত্র অস্ত্র শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিভাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জেমস্‌তিবশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্য্যলিঙ্কাত ও সিদ্ধান্তশিরোরণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় এই বাঙ্গালা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কানী প্রভৃতি দেশে আছে তদ্রিমে শ্রীরামপুরে সাহেব

লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারবর্ষি শ্রীযুত কালিদাস সত্যাপতি তট্টাচার্য্যকে এই কালেতে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে যোগ শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।”

৩রা এপ্রিল, ১৮১৯ ( ২২শে চৈত্র, ১২২৫ ) ৪৬ সংখ্যা হইতে—

“পুস্তক ছাপান।

\* \* \* \*

এইকণে যোগ কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নতুন অভিধান<sup>১১</sup> করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অভিপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অমুমান করি যে এমত অভিধান পূর্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।

এবং কবিকঙ্কণ চক্রবর্তীকৃত ভাষা চণ্ডীগান পুস্তক নানাপ্রকার লিপিবোধেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনা পূর্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অমুমান হয় যে লাগাদ প্রাণণ তত্ত্ব সমাপ্ত হইতে পারে।”

২৯শে মে, ১৮১৯ ( ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬ ) ৫৪ সংখ্যা হইতে—

“স্কুল সোসাইটি।

আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসাইটির শেষ সভাতে নিশ্চয় কর (sic) গেল যে এই সোসাইটি এক জানী বুবা লোককে কাপ্তান ষ্টুয়ার্ট সাহেব হইতে পাঠশালার বিবরণ শিকা করিবার অজ্ঞে বর্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেন না ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পাঠশালার বশ” সকলে শুনিয়াছে। এই হিয়ারুসারে উইলার্ড সাহেব বর্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিকা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের খোঁরাকা-দিয় অজ্ঞে বাস ২ ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাত বাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাহারাত হয়

১০। শব্দকল্পদ্রুম। ( see Second Report of the Cal. School Book Society 1819, p. 50 )

১১। ক্যাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট (Stewart) বর্ধমানে কলিকাতা মিশনারী সোসাইটির তত্ত্বাবধানে একটি বাঙ্গালী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটি ইহার এক জন প্রতিনিধিকে ৫ মাসের জন্য উক্ত পাঠশালার স্নাতক শিকা করিবার জন্য বর্ধমানে পাঠাইয়াছিল। ( Long's Introduction to Adam's Reports : Lushington, History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent, and Charitable Institutions in Calcutta and its vicinity. Cal. pp. 145-155 )। ষ্টুয়ার্ট সাহেব বহু বাঙ্গালী ভাষায় কতকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। যথা—“উপদেশ কথা (ইতিহাসের হুবচন) পরত ইংলণ্ডীয়াপাখ্যানের চূড়ক কলিকাতা ১৮২০” ইত্যাদি।

টাকা মাস মাস পাইবেন তাহার পরে সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে উইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের বোধ্য বেতন পাইবেন।\*

পরবর্তী ৫৫ সংখ্যার ( ৫ই জুন, ১৮১৯ । ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬ ) পুনশ্চ—

“স্কুল সোসাইয়েটী।

কলিকাতা স্কুল সোসাইয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক অনেক ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইরাছিলেন পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেই ২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞা অনুসারে গুরুদিগকে বখোপযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগকে বহি দিলেন সোসাইয়েটীর এইরূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোন্নয় দেখিয়া সতাহ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোসাইয়েটীর সাহায্য করিতে বীকৃত হইলেন।

আর গত শনিবার স্কুল সোসাইয়েটীর বিষয় ছাপাইরাছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোসাইয়েটীর ও পাঠশালার কর্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার অভিপ্রেত যে উইলার্ড সাহেবকে বর্তমান পাঠান গিয়াছে— তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব বড় জানী ও তৎকর্মোপযুক্ত অতএব অল্পমান হয় যে ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা অবশ্য হইতে পারে।\*

উক্ত সংখ্যার পুনশ্চ—

“নূতন পুস্তক।

শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইরাছেন তাহার নাম ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধনির্ণয় এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে ছাপার প্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যকশাস্ত্র বাঙ্গালী ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমায়দের তরোসা হইরাছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালী ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই তরোসা সকল হয় তবে এতদ্বৈদ্য লোকেরদের বখেট উপকার হইবে।\*

১৩। এ বিক্রে Long, Introduction to Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal, London, 1868 দ্রষ্টব্য।

তখনও বৃদ্ধ কেরীর পুত্র ফিলিস কেরীর “ব্যবচ্ছেদবিভা” (Anatomy) প্রকাশিত হয় নাই। যুবক কেরীর উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজী এনসাইক্লোপিডিয়া হইতে নানা বিভা সম্বন্ধীয় পুস্তক “বিভাহারাবলী” নাম দিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন। ইহার মধ্যে তখন প্রথম খণ্ড ব্যবচ্ছেদবিদ্যা<sup>১১</sup> ছাপা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ১২ই জুন, ১৮১১ (৩১শে মার্চ, ১২২৫) সংখ্যা সমাচারদর্পণে লিখিত হইয়াছিল,—

“নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত ফিলিস কেরি সাহেব ইংলীজ (sic) পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া যোং শ্রীনাথপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিবরণ কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিবা ছাপার বর্ধ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাসং ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিবা ছাপার বর্ধেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ একই নম্বরের মূল্য দুই ২ টাকা।”

১২শে জুন, ১৮১১ ( ৬ই আষাঢ়, ১২২০ ) ৫৭ সংখ্যা হইতে—

“অগ্ন্যধ্বজল।

যোং কলিকাতাতে অগ্ন্যধ্বজল নামে এক নূতন পাঁচালিগান প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে

১১। এই গ্রন্থের titlepage বা পরিচয়-পত্র এইরূপ,—“বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালি ভাষায় বৃদ্ধ ইটালীয় সর্বগ্রাহ্য ভাব্য আনুর্ভবনশিল্পবিদ্যাবি মূলগ্রন্থাবলী। তৎপ্রথম গ্রন্থ ব্যবচ্ছেদবিভা। Vidyaharabalee or Bengalee Encyclopædia. Vol I. Anatomy. ব্যবচ্ছেদবিভা ফিলিস কেরী কর্তৃক গঠন যার হাণ্ডাকৃত একসেক্সপেন্সিয়া ব্রিটানিকা নামক গ্রন্থাবলী হইতে বাঙ্গালি ভাষায় বৃদ্ধ। গঠিত উল্লিখিত কেরী কর্তৃক তর্জমা বিবচিত্ত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালয়কার কর্তৃক ভাষা বিবচিত্ত ও কবিতায় তর্জমারোপণ কর্তৃক সাহিত্যীকৃত। শ্রীনাথপুরে বিশিষ্ট হাণ্ডাখানাতে হাণ্ডাকৃত। সন ১৮২০। or The Science of Anatomy translated into Bengalee from the 5th Edition of the Encyclopædia Britannica by F. Carey. Assisted by Sreekantha Vidyalankar & Shree Kavichandra Tarkasiramani, Pundits. The whole revised by the Rev. W. Carey. D. D. Serampor. Printed at the Mission Press. 1820.” শ্রীযুত বীণেশচন্দ্র সেন (History of Beng. Lang. & Lit. p. 872) এই পুস্তকের উল্লেখ সময়ে ইহাকে “Hadavali Vidya” (হাড়াবলী বিভা) এইরূপ অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ভুল। Anatomy সম্বন্ধীয় পুস্তক বলিয়া বোধ হয় “হারাবলী” হইবে “হাড়াবলী” হইয়া গিয়াছে এবং হাড়াবলী বিভা ব্যবচ্ছেদবিভা অর্থে ভ্রমক্রমে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অবস্থান অসম্ভব। কারণ, পুস্তকের titlepage-এ এবং যে যে স্থলে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, সর্বত্র বিদ্যাহারাবলী Encyclopædia অর্থে দিয়া গ্রন্থের নাম ব্যবচ্ছেদবিভা দেওয়া হইয়াছে। মূল গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে এরূপ ভুল হইত না। এ পুস্তকের কোডুলোদ্ধাপক; প্রত্যক্ষভাবে ইহার সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। সমাচারদর্পণ-বইতে উপরোক্ত বিভাগন হইতে বুঝা যায় যে, ইহা ক্রমিক সংখ্যায় (serially) প্রকাশ করিবার প্রস্তাব ছিল। ফিলিস (Felix) বৃদ্ধ উল্লিখিত কেরীর প্রথম পুত্র। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে সুৎপন্ন ও বাঙ্গালি ভাষা পালী ও ব্রজবিশেষ ভাষায় দ্রুতগতি ছিলেন। ১৮২২ খ্রিঃ অবঃ ৩৬ বৎসর বয়সে শ্রীনাথপুরে ইহার মৃত্যু হয়। (Bengal. Obituary, p 350)

জগন্নাথদেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিনী ও ভাল মানেতে পূর্ণ অব্যাপি সর্বত্র প্রকাশ হই নাই।”

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮১৯ ( ২০শে অগ্রহায়ণ, ১২২৬ ) ৮১ সংখ্যা হইতে—

“নূতন পুস্তক।

সম্রাতি বোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্বার সহস্রণ বিবরণ বাঙ্গালা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।”

ইহার পূর্বে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮১৮ ( ১৩ই পৌষ, ১২২৫ ) ৩২ সংখ্যা হইতে—

“সহস্রণ।

কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহস্রণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু মূল এই লিখিয়াছে যে সহস্রণের বিষয় বর্ধা বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।”

সহস্রণ সম্বন্ধে আন্দোলন শুধন বেশ জোরেই চলিতেছিল বলিয়া বোধ হয়। সহস্রণের সংবাদ অজ্ঞাত সংবাদের দ্বারা সমাচারদর্পণে অনবরত বাহির হইত।

এই সম্বন্ধে ২২শে মে, ১৮১৯ ( ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬ ) সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

“বেদান্ত মত।

৯ই মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীত্রৈলোক্যমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনাদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতিয় প্রতিবিধি কিবা নিবেদন বিষয়ে বিচার হইল এবং ঋদ্যোর প্রতি যে নিবেদন আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং সুবতি জীৱ নামি মরণান্তর সহস্রণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কালক্ষেপ কর্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিককর্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনাদের মতামতবাচি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাহার বোধান্তের মতামতসারে গীত গাইলেন।”

সহস্রণ-বিষয় সমর্থন করিবার ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ ( ৩রা আশ্বিন, ১২২৬ ) ৭০ সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

“নূতন পুস্তক।

সম্রাতি হুই তিন বৎসর হইল বোং কলিকাতার হিন্দুদের শাস্ত্রনিক সহস্রণের বিষয়ে কেহ ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্মিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহস্রণ নিবন্ধকের কথা ও সম্বন্ধনিক দুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহস্রণ বিধায়কের বাক্য ও তাহারও সম্বন্ধনিক দুনি প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী

ভাষাতে পৃথক এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক সত্যতঃ দিন প্রকাশ হইয়াছে।

স্কুল সোসাইটির উল্লেখ থাকিলেও স্কুলবুক সোসাইটির উল্লেখ বেশী পাওয়া যায় না। ইহার স্থাপনের পর তৃতীয় বাৎসরিক সম্মিলনের উপর নির্মোক্ত মতবা ২১শে অক্টোবর, ১৮২০ ( ৬ই কার্তিক, ১২২৭ ) ১২৭ সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

“স্কুলবুক সোসাইটি।

১১ অক্টোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বৎসরীয় মিলন হইয়াছে এবং ঐ সোসাইটি অতি সুন্দররূপে চলিতেছে। ঐ সোসাইটির অন্তঃপাতি লোকেরা মূলতঃ ২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালী পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসাইটির ব্যয়ের কারণ এক বাক্যের টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। ২০ শ্রীযুত মন্তেও সাহেব ও শ্রীযুত ডাব্রিটচরণ মিত্রদ্বারা কথাক্রমে স্কুলবুক বিদ্যালয়কারের পুস্তক শ্রীযুত রামকর শুকালকার ঐ সোসাইটির কমিটিতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসাইটির অন্তঃপাতি হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেপেন্ট ব্রাইস সাহেবও কাছী আবদুল হমিদের কথাক্রমে পুনর্বার ঐ সোসাইটির অন্তঃপাতি হইয়াছেন।

মেন্ডিস্ ( Mendies ) সাহেবেবর ২২ অভিধান সম্বন্ধে ২৭শে জানুয়ারী, ১৮২১ ( ১৩ই মাঘ, ১২২৭ ) ১৪১ সংখ্যায় ইত্যাহার,—

২০। উক্ত সোসাইটির রিপোর্ট ( *First Report of the School Book Society. Cal. 1818, p. 61* ) হইতে জানা যায় যে, নবাব বাহাদুর দ্বারা টাকা নহে, ৫০০ টাকা এককালীন দান করিয়াছিলেন এবং পুস্তকোৎসর্গ বাৎসরিক ১০০ টাকা টাঙ্গা দিতেন।

২১। ইনি মে, ১৮১১ খঃ অব্দে কোট্টাইলিয়ান কলেজের হিন্দুধর্মী বিভাগের হেড, রুগী নিরুত হন, (Roebuck, *Annals of the Fort William College. 1819. App III. p 48*)। উক্ত কলেজের ডাক্তার-গিলক্রিস্ট (Gilchrist) সাহেব যে ইনপুস্ কেবলের ছয় ভাষার ( হিন্দুধর্মী, পারসী, আরবী, ব্রহ্মভাষা, বাঙ্গালী ও সংস্কৃত ) অনুবাদ ইংরাজী অক্ষরে ( Roman Character ) মুদ্রিত করেন, তাহার অনুবাদ আরবী অনুবাদ ও অজ্ঞাত বিষয়ে সাহায্য তারিগ্গচরণ মিত্র করেন [ *Preface to Oriental Palimpsest, 1803 by Dr Gilchrist ; Buchanan, College of Fort William 1805 p. 221* ]। উক্ত পুস্তকের বুধবারে প্রিন্টিং সাহেব তারিগ্গী বাবু অনুবাদের মধ্যে প্রংশা করিয়াছেন। স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্ট ( ১৮১৮, পৃঃ ৮ ) হইতে জানা যায়, ইনি উক্ত সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন (Native Secretary), কতকগুলি পুস্তকও অনুবাদ করিয়াছিলেন।

২২। এই পুস্তকের title page এইরূপ,—“An Abridgment of Johnson's Dictionary in English & Bengali, peculiarly calculated for the use of Native as well as European Students, to which is subjoined a short list of French & Latin words and phrases in common use among English authors ; & also the abbreviations and contractions most commonly used in Writing & Printing. Serampur Mission Press. 1822.”

“ইত্যাহার।

জানসেন ডেক্সনরী।

সকল লোককে অবগত করা বাইতেছে যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে নানা প্রকার ডেক্সনরী প্রস্তুত হইতেছে ও হইয়াছে কিন্তু অধিক মূল্য প্রাপ্ত অনেক তাহা লইতে অসমর্থ তৎপ্রাপ্ত সর্বসাধারণ গ্রহণের কারণ জানসেন ডেক্সনরী যে কেতাব প্রসিদ্ধ আছে সেই কেতাব অল্পমানে এক দিকে ইংরেজী শব্দ সাবেক মত থাকিবেক এবং তাহার প্রতিরূপক বাঙ্গালা শব্দ অত্র দিকে বিস্তার করা বাইবে। ইহাতে যিনি ইংরেজী শিখিতে ইচ্ছা করেন ও যিনি বাঙ্গালা শিখিতে বাসনা করেন সে উভয়েরই বখেট উপকার হইবেক। এই কেতাব অল্পমান তিন শত পৃষ্ঠা হইবেক। ইহার প্রতি কেতাবের মূল্য স্বাক্ষরকারীরা ৮ আট টাকাতে কেতাব পাইবেন তত্বির লোকেরা ১২ বার টাকার ন্যূনে পাইবেন না। অতএব যিনি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আপন নাম এবং কোন মোকামে কাহার নিকট কেতাব পাঠান বাইবে তাহাও লিখিয়া মোকাম ত্রীমপুরের ছাপাখানাতে ত্রীজন বেতিস সাহেবের নিকট পাঠাইবেন যেহেতুক দূরদেশে কেতাব ডাকে পাঠাইতে তাহারদের অনেক ব্যয় হইবেক এবং কি প্রকার বা টাকা পছন্দ হবে অতএব তাহার বেওয়া করিয়া লিখিবেন। পরে কেতাব প্রস্তুত হইলে তাহারদের নিকটে পাঠাইয়া টাকা আদায় করা বাইবেক ইতি।” ২০।

[ এই ইত্যাহার পরবর্তী সংখ্যায়ও বাহির হইয়াছিল ]

রামকমল সেনের প্রসিদ্ধ অভিধান সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংবাদ ৩১শে মার্চ ১৮২১ এর ১৫০ সংখ্যায় দেখা যায়,—

“ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।

ত্রিভূত কিলির কেরি সাহেব<sup>২০</sup> ও ত্রিভূত রামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া ত্রীমপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষর হই বাঙ্গালী কবচেশ হাকার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাক্কে পাইবেন তত্বির লোকেরবিধের লইতে হইলে সত্বরি টাকা লাগিবেক বাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহার্য হিন্দুস্থানীর প্রেসে ত্রিভূত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিবা

কলকাতা ১৮০৭ সন্যায় ( এই জুলাই, ১৮২১। ২৫ শে আষাঢ়, ১২২৮ ) বেতিস সাহেব তাহার সুবিশ্বব্রহ্মকে জাহাজেতে যেন যে সমস্ত কেতাব বাঙ্গালীর উন্নয়নকারী সমস্ত ও পরিভ্রম-সাপেক। “মার্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জুলাই মাস পর্যন্ত এক মত বিশ পেন্স ছাপা হইয়াছে এই অল্পমানে অবশিষ্ট তাবৎ সমাপ্ত হইলে তাহারদের নিকট পাঠান বাইবেক।”

২১। এই অভিধান যে রামকমল সেন একলা সকল করিয়া নাই, পরন্তু কিলির কেরী তাহাকে বখেট সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থান তির অস্ত্রও উল্লেখ পাওয়া যায়। *Bengal Obituary*. Cal. 1857, p 349 ; *Weager, Story of the Lalbazar Baptist Church being the story of Carey's Church from 1800*. Cal. 1908, Appendix.



মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত খ্যাকর সাহেবের নিকটে কিবা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত কিলিঙ্গ হেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।”

২রা জুন, ১৮২১ ( ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৮ ) ১৫৯ সংখ্যার “সুখবোধকৌমুদী, অথবা অমৃত ব্যাকরণ ও গণ” সম্বন্ধে কিকিঞ্চিৎ এক পৃষ্ঠাব্যাগি দীর্ঘ ইত্যাদি। সমস্তটা এখানে উদ্ধৃত করার স্থানান্তর। ইহাতে পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের তালিকা দেওয়া হইত। সেখানে “শ্রীকালীনাথ শর্মাণঃ কলিকাতা শিমুল্যা” এই নাম ঠিকানা এবং নিম্নোক্ত মন্তব্য আছে,—“এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতি জানবান্।” পুস্তকের আকার ৫০০ পৃষ্ঠা হইবেক প্রথম খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড ১ টাকা, সর্বমুদ্র ৬ টাকা।

কলিকাতা জুলবুক সোসাইটি হইতে মুদ্রিত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বর্ণনামালা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংবাদটি বিশেষ প্রয়োজনীয়—( ১৬৩ সংখ্যা । ৩০শে জুন, ১৮২১ । ১৮ই আষাঢ়, ১২২৮ ),—

#### “নূতন পুস্তক।

এই বক্তৃত্বমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতভাষাবিনি অনেক ভাষার ব্যাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি বৎসর জ্ঞান ও ব্যাকরণজ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনারাসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান লম্বাইবার কারণ মোক কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাহাতে ২৮৮ ছই শত অষ্টাদশ পৃষ্ঠা অপূর্ণ এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও ব্যাকরণবৃত্ত ও ব্যাকরণবৃত্ত ও চতুরঙ্গবৃত্ত ও বর্ণমালা বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও স্নত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরবৃত্ত ব্যাকরণাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতিভেদে লক্ষ্যেরদের ভিন্ন ২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্রলাভ ও স্নহভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অক্ষসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও অকার ও বকার ও পকার ও বকারভেদ ও তিথিবারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও তুঙ্গোল ও সন্ধি ও শব্দ ও ইতিব্যয়ক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্বিত ও ব্রহ্মত ও বাহু প্রভৃতি ভাব্য নির্ণয় আছে। এবং কলিমুগের আরম্ভাবধি বর্তমান কাল পর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি যিনি [সম্রাট] করিয়াছেন তাঁহারদের মূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্বশে প্রথমাবিকারাবধি বর্তমান পর্য্যন্ত [ ] যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন তাঁহারদের মূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ ভাব্য যেখানে পূর্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান আছে।”

এই ত গেল সাহিত্য বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমাচার। এতদ্বিধ প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায়

২৫। উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, এই পুস্তকখানি অত্যন্ত কোমলমোক্ষীপক। ইহার এক বড় পরিষৎপ্রস্থাপনে আছে।

কোম্পানির কার্গিলের দর, সতীদাহ-সংবাদ, রাজকর্মে নিয়োগ, ভিন্নদেশের খবরাখবর, বাণিজ্য, আবাদাদী ও রপ্তানির হিসাব, ইংলণ্ডের বাদসাহ বা তৎপরিবারের খবর, খ্রীষ্টীয়ত বড় সাহেবের মকামল পর্যটন (tour) বৃত্তান্ত, কলিকাতার জাহাজ আবাদাদী, খুন, আত্মহত্যা, চুরী, অপহৃত্যু, গৃহদাহ, নৌকাডুবি, ষড়, ভূমিকম্প, সাহেবের রথ, লালাবাবুর (ককচেন্নি) মৃত্যু (১৭ই জুন, ১৮২০), গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ (২৪শে অক্টোবর, ১৮১৮), কুমার হরিনাথ রায়ের বিবাহ ইত্যাদি সাময়িক সমাচারও থাকিত। হু একটি সংখ্যা হইতে তৎকালীন কলিকাতার রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবস্থার কথাও জানা যায়,—

“হুদীয় কোর্টের শেষ মিছিলের সময় বধন কর্তৃক সমাপন করিয়া গৌড়ি বিহার পাইল তখন তাহারা খ্রীষ্ট জন্ম সাহেবের নিকট পুলিশের বিষয় এক দরখাস্ত দিল তাহাতে এই লেখা আছে যে কলিকাতার যেমত দৌলত এবং লোক ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা হইতে হু কর্তৃক বৃদ্ধি অধিক হইতেছে। দ্বিতীয় গত বর্ষাকালে কলিকাতার রাস্তা ও নরদমা সকল এমন গলিখ ছিল যে তাহার হুর্গন্ধে অনেক লোকের রোগ হইয়াছিল। অতএব পুলিশের সাহেবেয়া অস্ত্র অস্ত্র কর্তৃক থাকিয়া এই কর্তৃক করিতে প্রকৃত অবকাশ পায় না। অতএব তাহারা এই দরখাস্ত দের যে জন্ম সাহেব খ্রীষ্টীয়তকে এই সকল বিষয় জ্ঞাত করান যে তিনি ইহার কোন উপায় করিয়া দেন।” (১৪ই নভেম্বর, ১৮১৮। ৩০শে কার্তিক, ১২২৫)

পুনঃ—

“কলিকাতার নরদমা।

কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেয়া নিযুক্ত আছেন তাহারা অল্পমান করিয়াছেন যে কলিকাতার অনেক অনেক গভীর নরদমা আছে তাহাতে অস্ত্র কোন জ্বা পড়িলে তাহা পড়িয়া অত্যন্ত হুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতর্ক রোগ আছে। অতএব যে সকল নরদমা বন্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদমা করা বাউক।” ইত্যাদি (২৭শে মে, ১৮২০। ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৭)

নৃত্য রাস্তা নির্মাণ সম্বন্ধে,—

“মোকাম কলিকাতার ধর্মতলা অবধি বাগবাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুষ্করিণী হইতেছিল তাহা অল্প দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও শুনা বাইতেছে যে কসাইটোলার রাস্তার অবধি বৈষ্ণবখানা পর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।” (২রা ডিসেম্বর, ১৮২০। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১২২৭.)।

হু একটি আত্মকথা খবরও যে থাকিত না, তাহা বলা যায় না। বধা,—

“আশ্চর্য্য চক্ৰলাভ।

ইংলণ্ড দেশে গত বৎসরের যে সূর্যগ্রহণে অসত্য লোকেরদের বিষয় গত সপ্তাহে ছাপান গিয়াছে সেই গ্রহণ দেখিতে বাসচক্ষুহীন একজন সাহেব বাহিরে থাকিয়া দক্ষিণ চক্ৰ উপরে

২০। এই সংবাদ সমসাময়িক ইয়োরী সংবাদপত্রেও বর্ণিত পাওয়া যায় (Busteed, *Echoes from Old Calcutta*, Cal. 1888, p. 157)।

হস্ত রাখিয়া গ্রহণ দেখিতেছিল দৈবাৎ সেই বামচক্ষুতে অক্ষরাৎ দুটি হইয়া দুই চক্ষু সমান দুটি হইল।" ইত্যাদি ( ২৪শে মার্চ, ১৮২১। ১২ই চৈত্র, ১২৪৭ )

এই ত গেল বিবিধ বিষয়ক সাময়িক সমাচার। ইহা ভিন্ন সমকালীন যুদ্ধাদি ও অভ্যুত্থান রাজনৈতিক বা শাসনসম্বন্ধীয় সংবাদও থাকিত। এই সকল বিষয় হইতে দেশের ভাবানীতন ধারাবাহিক ইতিহাস মোটামুটি গড়িয়া লওয়া যায়। পিত্তারিদিগের সহিত যুদ্ধ, বোলকান, সিল্ভিয়া প্রভৃতি মহারাষ্ট্র রাজত্ববর্গের সহিত সংঘর্ষ, ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের যুদ্ধের শেষ অবস্থা, বোনাপার্টের সেন্টহেলেনা দীপে বন্দিত্বপে অবস্থান প্রভৃতি সংবাদ, বোলস বাপিনাঙ্কের ও লাহোয়ের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহের বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা সমাচার পাওয়া যায়। এই সকল সংবাদ যদিও কোম্পানীর তরফ হইতে লিখিত ও স্মৃতরাং একতরফা, তথাপি ঐতিহাসিক ঘটনার সমসাময়িক বৃত্তান্ত হিসাবে ইহাদের মূল্য যে একেবারে কিছুই নাই, এ কথা বলা যায় না। ২৭ বর্ষমান প্রবন্ধের স্মৃত্যন্তনের মধ্যে এ বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নহে; স্মৃতরাং এখানে আমরা বোনাপার্ট সম্বন্ধে ছএকটি কৌতূহলোদ্দীপক সমাচার তুলিয়া দিমা এ প্রবন্ধের শেষ করিব।

#### “বোনাপার্ট।

ইউরোপের শেষ শান্তি হইলে বোনাপার্ট ইংলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল এবং তাহাকে সেন্ট হেলিনা নামে উপদীপে বন্দ করিল সেখান হইতে শেষ সমাচার আসিয়াছে যখন বোনাপার্ট ওনিল ইউরোপ দেশে তাহার যে পুত্র আছে তাহার সত্যাবহ তাহাকে দীর্ঘসময়নার অধ্যক্ষ করিতে চেষ্টা পাইতেছে তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। বোনাপার্টের উপকারার্থে ছয় কোশ দীর্ঘ একটা রাহা প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু তিনি অত্যাশি তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন নাই সে উপদীপে ইংলণ্ডীয়েরদের অধ্যক্ষ যে আছে তাহার নিকট বোনাপার্টের তত্তাভ্যন্ত সমাচার দিনের মধ্যে দুই বার বার এবং বোনাপার্টের কোন চাকর ইংলণ্ডীয়েরদিগের আজ্ঞা বিদা বাহির হইতে পারে না।" ইত্যাদি ( ২০শে জুন, ১৮১৮। ৭ই আষাঢ়, ১২২৫ )

#### “বোনাপার্ট।

আমেরিকীয় সমাচার পত্রে লিখা আছে যে বোনাপার্টের সহোদর ভ্রাতা তাহাকে বৃত্ত করিবার কারণ চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছে কিন্তু তথাপি বোনাপার্টকে বৃত্ত করিতে সে চল্লিশ কোটি টাকা দেয় তথাপি তাহা হইবে না।" ( ২২শে আগষ্ট, ১৮১৮। ১৩ই ভাদ্র, ১২২৫ )

#### “বোনাপার্ট।

সান্ত হেলেনা দীপ হইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে গত জুন মাসেই বোনাপার্ট প্রহরী পীড়িতে অতিশয় পীড়িত ছিলেন।" ( ১০ই অক্টোবর, ১৮১৮। ১৮ই আশ্বিন ১২২৫ )

## “বোনাপাট”।

মোং সেন্ত হেলিনা হইতে ৪ আগস্তের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানকার অধ্যাক্ষরী বোনাপাটকে আরও দৃঢ়রূপে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে যে সেনাপতিরদের লিখাতে তিনি ছিলেন তাহারদিগকে অকস্মাৎ বিলাতে পাঠাইয়া তাঁহাকে পুনর্বার যে নতুন সেনাপতিরদের লিখা করিয়াছিল তাহারদের পরীক্ষা করিয়া পুনর্বার নতুন সেনাপতিরদের লিখাতে তাহাকে রাখিয়াছে ইহার হেতু আমরা এত দূরে থাকিরা জানিতে পারি না কেবল কথ্য দেখিতে পাই।” (২রা জানুয়ারি, ১৮১৯। ২০শে পৌষ, ১২২৫)

এই সকল সাময়িক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ সযত্নে উল্লেখযোগ্য সমাচার বা মন্তব্য ১৮১৮ সালের প্রথম বর্ষের সমাচারদর্পণ হইতে চয়ন করিয়া নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল,—

১৮১৮

- ১। নাপপুরের রাজার বিবরণ (৩০ মে)  
পেশোরা (ঐ)  
চৌড়িগড় অধিকার (ঐ)
- ২। গড়মণ্ডল (৬ জুন)  
সোলাপুর (ঐ)
- ৩। চান্দাগড় (১০ জুন)  
জুনরগড়দিগর মথল (ঐ)  
রইগড় (ঐ)  
নাপপুরের রাজা (ঐ)  
পেশোরা (ঐ)
- ৪। বাজিরাওর জীর বিবরণ (২০ জুন)  
হসিংহবাড় (ঐ)
- ৫। শ্রীযুত দৌলৎরাও সিদ্ধিরা (২৭ জুন)  
রণজিৎ সিংহ (ঐ)  
বাজিরাও (ঐ)
- ৬। [ সিদ্ধিরা সযত্নে—মূল খণ্ডিত ] ২৫ জুলাই
- ১০। শ্রীজিৎকলী রাংলিরা (৮ আগষ্ট)  
লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ (ঐ)
- ১১। গড় মুন্ডের বিবরণ (২২ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ  
শ্রীযুত আপা সাহেব (ঐ)
- ১২। গড় সপ্তাহের শ্রীশ্রীযুতের [ যুদ্ধবিবরণের ] অবশিষ্ট কথা (২৯ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ,

শ্রীশ্রীযুতের নিকট বাঙ্গালি লোকের নিবেদনপত্র ( ঐ )

শ্রীশ্রীযুতের প্রত্যুত্তর পত্র ( ঐ )

১৩। শ্রীযুতের [ যুদ্ধ সঞ্চরী ] অবশিষ্ট কথা ( ৫ সেপ্টেম্বর )—পূর্বাঙ্গস্থিত  
নন্দদাতীরহু দেশের সমাচার [ ঐ ] .

মধ্যম হিন্দুস্থানের সমাচার [ ঐ ]

১৪। শ্রীশ্রীযুতের [ যুদ্ধ সঞ্চরী ] অবশিষ্ট কথা—পূর্বাঙ্গস্থিত ( ১২ সেপ্টেম্বর )

১৫। ইংলণ্ডীয় বাদশাহের পুত্রের বিবাহ ( ১৯ সেপ্টেম্বর )

১৬। কর্ণাটক নবাবের কর্জের বিষয় ( ২৬ সেপ্টেম্বর )

১৭। প্রিন্স চার্লস্ ট আফ ওএল্‌স ( ৩ অক্টোবর )

শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া ( ঐ )

নাগপুর ( ঐ )

১৮। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর ( ১৭ অক্টোবর, ৫ ডিসেম্বর, ২৬ ডিসেম্বর )

১৯। পশ্চিম দেশের [ মহারাষ্ট্র ] সমাচার ( দীর্ঘ প্রবন্ধ ) ( ২১ সেপ্টেম্বর )

গড় কোটা ( ঐ )

২০। পশ্চিম দেশের সমাচার ( ৫ ডিসেম্বর )

ওআহবিরদের বিষয় ( ঐ )

২১। যুদ্ধের সমাচার ( ২৬ ডিসেম্বর )

মুখ্যতঃ সংবাদপত্র হইলেও সমাচারদর্পণে নানাবিষয়ক কৌতুহলোদ্দীপক জ্ঞানপ্ৰসূত  
সম্বাদাদিও থাকিত। ১৮১৮ সালের সমাচারদর্পণ হইতে এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের  
সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হইল,—

১। বাণিজ্য ( ২০ জুন )

বেলুন ( ঐ )

হিড়িম্বরাজ্য বিষয় ( ঐ )

২। জুড়ি দ্বারা মকদ্দমা ( ২৭ জুন )

৩। বর্মার দেশ ( ৪ জুলাই, পুনশ্চ ২ জানুয়ারী, ১৮১৯ )

৪। স্প্যানিয়া আমেরিকার যুদ্ধ ( ১৮ জুলাই )

৫। পৃথিবী ও তাহার সম্মান ( ২৫ জুলাই )

৬। তর্পিদো কল বিষয় ( ১৫ আগষ্ট )

৭। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরের বিবরণ ( ২২ আগষ্ট )

৮। গ্রীনল্যান্ডেরদের ধর্ম ( ১০ অক্টোবর )

৯। দিল্লীর লুট [ নাদেরশাহ আক্রমণ—“ডৌ সাহেবের” পুস্তক হইতে ] ( ১৭ অক্টোবর )

১০। শাহ আলম বাদশাহ ( ৭ নভেম্বর )

১১। গোলা ও বধিরের পাঠশালা ( ২৮ নভেম্বর )

১২। ডৈআকিনিস নামে গ্রীকেরদের এক আচার্য্য ( ঐ )

১৩। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ( ১২ ডিসেম্বর )

১৪। অবিবাহিতা স্ত্রীবিজয় ( ১৯ ডিসেম্বর )

এই সকল সম্বন্ধাদি ব্যতীত ৪ জুলাই, ১৮১৮ তারিখের সংখ্যা হইতে “ইতিহাস” ২০ এই নামে নীতিবিবরণ ছোট গল্প বা কৌতুককর চুটকী কথা থাকিত। উলিয়াম কের্রীর “ইতিহাসমালা” ১৮১২ খ্রীঃ অব্দে প্রথম প্রকাশিত। সমাচারদর্পণে যে সমুদয় নীতি-গল্প থাকিত, তাহা সংগ্রহ করিলে উক্ত ইতিহাসমালার ভায় আর একখানি সন্ময় গ্রন্থ হইত, সন্দেহ নাই। বাহ্যিক ভাবে ইহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গল্প মাত্র নমুনাস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত হইল,—

“উপস্থিত বক্তা।

এক সময়ে ফ্রান্স দেশের বাদশাহ রোমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট এক যুবা পুরুষকে আপন উকীল করিয়া পাঠাইলেন। উকীল ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিল ও বখোপযুক্ত স্থানে বসিল। ঐ প্রতাপী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ক্রোধপূর্ব্বক যুবা উকীলকে কহিলেন যে তোমার বাদশাহ কি আমার সহিত উপহাস করেন দেখ বাহার দাড়ী উঠে নাই এমনত বালককে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া উকীল উত্তর করিল যে যদি আমার বাদশাহ জানিতেন যে জ্ঞান ও বিদ্যা সকলি দাড়ীর মধ্যে আছে তবে এক ছাগলকে পাঠাইলেই উপযুক্ত হইত। ইহাতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ আন্তরিক তুষ্ট হইলেন।” (২১ এপ্রিল, ১৮২১)

সমাচারদর্পণের পরবর্তী ইতিহাসের বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। কত বৎসর ইহা চলিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। লং সাহেব তাঁহার *Return of Names and Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records) Cal. 1855 (p 145) নামক রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, ইহার আয়ুষ্কাল ২১ বৎসর। তাহা হইলে ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে ইহার প্রচার বন্ধ হইয়াছিল। ২২ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়

২৩। “ইতিহাস” এ স্থলে ইতিকথা বা গল্প অর্থে ব্যবহৃত। সে সময় উক্ত কথার এইরূপ অর্থ ছিল, তাহা কের্রীর “ইতিহাসমালা” বা ভারতীয় দত্তের “মনোরঞ্জনৈতিহাস” ইত্যাদি পুস্তকের নাম হইতে বুঝা যায়।

২৪। লং সাহেবের *Return relating to Bengali publications in 1857*. Cal. 1859. (Beng. Govt. Records) p XXXVII পুস্তকও উক্ত। ইহার প্রচারকাল লং সাহেব ধরিয়াছেন—১৮১৮ হইতে ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ( ৪র্থ বর্ষ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫০ ) সমাচারদর্পণ ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন মতই ঠিক নহে। কারণ, আমি সম্প্রতি বাঙ্গালা এলিগাটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে সমাচারদর্পণের ১৮৫১ ও ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দের ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত কাহিল পাইয়াছি; এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকাগারে ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের কাহিল ( অসম্পূর্ণ ) পাইয়াছি। এই সকল কাহিল হইতে এই সংবাদপত্রের পরবর্তী ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়,—

( ১ ) ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দ ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

( ২ ) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা একাদিক্রমে বর্তমান ছিল।

( ৩ ) *Cal. Chr. Observer*, 1840, ( February p 65-66 ) হইতে জানা যায় যে, ১৮৪০ পর্য্যন্ত ইহার মুদ্রা হয় নাই।

( ৪ ) ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দ, ২৫ ডিসেম্বর দর্পণ অবদর্শন হইয়াছিল<sup>৩০</sup> এবং ওরা যে শনিবার ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দ ইহা পুনরুদিত হইয়াছিল। কারণ, ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের যে কাহিল আমরা পাইয়াছি, তাহার ওরা যে তারিখের কাগজে ১ বালাম ১ সংখ্যা এইরূপ নির্দেশ আছে; সুতরাং ইহা নুতন পর্য্যায়ের ক্রমিক সংখ্যা। ইহা ভিন্ন ইহার প্রথম পৃষ্ঠার নিম্নোক্ত মুদ্রণত্র দেখা যায়,—

“সমাচারদর্পণের নমুনা।

পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকার প্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভ্রমসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগকে বহুকালীন বুদ্ধ বদ্ধ-স্বল্প দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অবদর্শন হইল তখন পুনরুদিত হওয়ার প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন পুনরুদিত হইল। এই দর্পণের নাম ও বেশ বুদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের।” ইত্যাদি ( ১ বালাম ১ সংখ্যা। ১৮৫১, ওরা যে, শনিবার। ১২৫৮ সাল, ২১শে বৈশাখ )

( ৫ ) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা বিতাদী বা ইংরাজী ও বাঙ্গালা, এই উভয়

৩০। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ( পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৪-৫৫ ) লিখিত হইয়াছে যে, ইহা ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সমাচারদর্পণের হস্তান্তরিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত উহার প্রোডাক্ট, ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে প্রোডাক্টর মাত্র হয়। কিন্তু ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দ হস্তান্তরিত হওয়ার সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা সেধক কোনও মুক্তি বা প্রমাণ দেখান আবশ্যক বোধ করেন নাই। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে দর্পণ হইতে উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিষৎ-পত্রিকা উক্ত লেখকের উক্তি নিতান্ত অস্বাভাবিক। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে দর্পণের অবদর্শনের কারণ বোধ হয় এই যে, সার্বভৌম সাহেব উক্ত তারিখ হইতে অল্প কার্যে ব্যাপৃত থাকার ইহার সম্পাদকের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন।

জাবাতেই লিখিত হইত। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে পুনরুজ্জীবনের পরও ২৪শে এপ্রিল ১৮৫২ পর্যন্ত ইহার বিতাবিষ বর্তমান ছিল। কিন্তু কোন সময় হইতে ইহা প্রথম বিতাবী হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই। ৩১ *Cal. Chr. Observer* 1840 উল্লিখিত অবদ্ব হইতে (পৃঃ ৬৬) জানা যায়, ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে ইহা বিতাবী (ইংরাজী ও বাঙ্গালা) ছিল। সুতরাং বোধ হয়, ইহার প্রথম মুদ্রা ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত ইহা বিতাবী ছিল।

( ৬ ) ১৮৩১ সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—বাগন ১৩। (১৮৩২ সালের উপরেও ১৪ বাগন লিখিত আছে); সুতরাং ১৮৩১ পর্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৮ সালে প্রথম প্রচার—সে সময় হইতে ১৮৩১ পর্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইবারই কথা। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্যন্ত ইহা একাদিক্রমে চলিয়াছিল; কোথাও কোন ত্রুটি হয় নাই। দুঃখের বিষয়, আমরা ১৮২১ হইতে ১৮৩১ পর্যন্ত কোন সংখ্যা বুজিয়া পাই নাই।

( ৭ ) ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইত। পত্রের কর্তৃদেখে লিখিত আছে,—“Serampur; Published every Saturday Morning।” এই নিয়ম বোধ হয়, পত্রের প্রচার-কাল হইতে ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ছিল। সুতরাং ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্যন্ত সমাচারদর্পণ সাপ্তাহিক ছিল।

( ৮ ) ১৮৩২ খ্রীঃ অঃ হইতে ইহা সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হইত,—বুধবার ও শনিবার। এই সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—“Published Every Wednesday and Saturday Morning”। এই নিয়মে ইহা ১৮৩৪—৮ই নবেম্বর পর্যন্ত চলিয়াছিল। তৎপরে পুনরায় ১৮৩২, ১৫ই নবেম্বর হইতে ইহা সপ্তাহে একবার—শনিবার প্রকাশিত হইত। শেষোক্ত তারিখ হইতে উপরে লিখিত আছে,—“Published at Serampore every Saturday Morning।” ১৮৩৭—২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত এই নিয়মে চলিয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ পুনরুজ্জীবনের পরও ইহা সাপ্তাহিক ছিল।

( ৯ ) ইহার ১৮১৮ সালে প্রচার-কালে প্রথম সম্পাদক জে সি মার্শম্যান ছিলেন এবং তিনি বোধ হয় একাদিক্রমে অন্ততঃ ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত এই পদে বিরাজ করিয়াছিলেন। কারণ, ১৫ই নবেম্বর ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ সমাচারদর্পণে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখিতে পাই,—

“চল্লিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয় যে অনুগ্রহ প্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাহার ঐ উক্তি দর্পণেকপার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বিষয়ে তাহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন, দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৮ডাক্তার কেরী

৩১। পরিবর্তন-প্রতিকার উক্ত লেখকের মতে (পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৫৫), ১৮২৯ খঃ অব্দে হইতে সমাচারদর্পণ বিতাবী হইয়াছিল। ইহা সন্দ্ব। কিন্তু আমরা ইহার কোনও অংশ এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। তিনি আরও বলেন যে, কিছু দিন আবার পান্ডী ভাষাও উপেক্ষিত হয় নাই। আমরা যে কয়েক সংখ্যা পাইয়াছি, তাহাতে ইহার কোন নিদর্শন নাই।



সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এই কণকায় সম্পাদক বে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির স্মৃতিতেই বোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আয়তাবলি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।” ইত্যাদি

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে ইহার পুনরুজ্জীবনের পর বোধ হয়, মিঃ টাউনসেন্ড (ক্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া-সম্পাদক) ইহার পরিচালনা করিতেন। কারণ, (ক) এই সালের দর্পণের ১ম সংখ্যার (৩রা পে) শেষভাগে লিখিত আছে,—“শ্রীরামপুরের বঙ্গালয়ে শ্রীচৌধুরী সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত।” (খ) ১০ই মে ১৮৫১, ২য় সংখ্যার কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

“সেলায় পুরঃসর নিবেদনমিহঃ গবর্ণমেন্ট গেজেট পাঠ করিয়া আমারদিগের মহাকাশের শোক নিবারণ হইল যেহেতুক সত্যপ্রদীপের পরিবর্তে পুনরায় সমাচারদর্পণ প্রকাশ হইতে লাগিল” ইত্যাদি।

সত্যপ্রদীপ টাউনসেন্ড কর্তৃক সম্পাদিত সপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রচার-কাল ১৮৫০ (*Return relating to Bengali publications. 1859, p. x1*) এবং ইহা বোধ হয় কিকিন্দমিক এক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভেই ইহার লীলা সমাপ্তি হইয়াছিল (*Long, Return etc. 1855. p. 141*)। ইহার মৃত্যুর পর তৎশোক নিবারণার্থে টাউনসেন্ড সম্ভবতঃ সমাচারদর্পণের পুনঃপ্রচারের কল্পনা করিয়াছিলেন।<sup>৩২</sup>

এই কয়েক বৎসরের (১৮৩১-১৮৩৭। ১৮৫১-১৮৫২) সমাচারদর্পণের কাহিলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং শুদ্ধ এই কয়েক কাহিলের উপরেই এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল ১৮১৮ হইতে ১৮২১ সালের দর্পণের কাহিলের বিষয়ই দেখরা গেল; বাক্যান্তরে পরবর্তী কাহিলসমূহের বিষয় বিবারণ ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে বক্তব্য, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে উক্ত কাহিল আমার ব্যবহারের জন্য আনাইয়া দিয়াছিলেন। তৎকর্ত্ত তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ।

শ্রীশুশীলকুমার দে

<sup>৩২।</sup> *Bengal Academy of Literature* পত্রিকা (Vol I, No 6, January 6, 1898) উক্ত হইয়াছে যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু কালের জন্য দর্পণের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু ভবানীচরণ ১৮২৭ হইতে সমাচারচন্দ্রিকার পরিচালনা করিতেছিলেন এবং চন্দ্রিকার সহিত দর্পণের বিশেষ মনের মিল ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

# মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙা মাটি\*

## ১। রাঙা মাটি

প্রায় তিন চারি বৎসর হইল, একবার মগরাহাটের পশ্চিমে, চক্রবর্তীর ভূতল অঙ্গসন্ধান করিতে বাই। এই স্থানের এক অংশের উপরের প্রথম স্তর লাল আঁটাল কাঁদা ও উক্ত অংশের দক্ষিণের উপরের প্রথম স্তর বালুকা-মিশ্রিত মাটি। উপরোক্ত লাল আঁটাল কর্দ্দমে মহিব ও মাছুষের বাধার হাড় পাওয়া গিয়াছে। এই লাল আঁটাল কাঁদা কোথা হইতে আসিল, সেই সম্বন্ধে অঙ্গসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। চারি দিকের স্তরগুলি কি ভাবে বিভক্ত আছে, তাহা অজ্ঞাত। সেই হেতু প্রথমতঃ এই সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। অঙ্গসন্ধান লাল আঁটাল কর্দ্দম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে,—

(ক) মগরাহাটের পূর্বউত্তর ও উত্তরের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) বাকুইপুরের<sup>১</sup> কোন কোন স্থানে, উপরের প্রথম স্তরের মাটিই লাল আঁটাল। ইহা প্রায় ৫'৬" ফুট গভীর। কোন কোন স্থানে উপরের ২'১০" ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দমের পর প্রায় ২২'২৩" ফুট অল্প বালি-মিশ্রিত লাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়।

(২) চাংড়িপোতার<sup>২</sup> উপর হইতে ২' ফুট নিম্নে লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়। ইহা প্রায় ১৭'১৮" ফুট গভীর।

(৩) রাজপুরের<sup>৩</sup> উপর হইতে ২'১০" ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৮'১৯" ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়।

(৪) হরিনাভির<sup>৪</sup> কোন কোন স্থানে উপর হইতে ২'১০" ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ৭'৮" ফুট গভীর, লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপরের ২'১০" ফুট গভীর দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৫'১৬" ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়।

(৫) মেটিয়াবুকের<sup>৫</sup> কোন কোন স্থানে উপরের প্রায় ১০' ফুট গভীর সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে সাধা করতলে বালি বাহির হয়। কোন কোন স্থানে উপরের ১০' ফুট সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে প্রায় ১৩'১৪" ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়। এই লাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে প্রায় ১৪' ফুট গভীর কাল আঁটাল কর্দ্দম বর্তমান আছে। কাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নেই অতীত কালের জঙ্গল। সম্ভবতঃ উক্ত কাল আঁটাল কর্দ্দম পূর্বে লাল আঁটাল কর্দ্দমরূপে অতীত কালের জঙ্গলের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। কালক্রমে মাটি-চাপা জঙ্গলের অঙ্গার-সংশ্লেষ কাল হইয়া গিয়াছে।

(৬) ধুলনার<sup>৬</sup> স্থানবিশেষে উপরের ৪'৫" ফুট দোআঁশ মাটির পর প্রায় ৭'৮" ফুট

\* বশোহর বদীর-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে প্রণীত।

১-৬। বিদ্যাপুর হ ২১ পন্নপুত্র কোয়ার দিবাসী মি: আর, সি বামার্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

গভীর লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়। এই লাল আঁটাল কর্দ্দমের পর আর ১২'১০' ফুট কাল আঁটাল কর্দ্দম দেখা যায়। এই কাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নেই অতীত জলনের নিদর্শন। সম্ভবতঃ এই কাল কর্দ্দম পূর্বে লাল ছিল। জলনের অকার-সংশ্লিষ্ট কাল হইয়াছে।

(খ) মগরাহাটের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) উত্তির কোন কোন স্থানে ২'১০' ফুট সাধারণ পলির পর শাখা বালি ও কোন কোন স্থানে ২'১০' ফুট সাধারণ পলির পর জীবৎ কেকাসে লাল আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়। ইহার ফুলতা ৩' ফুট হইবে। এই লাল আঁটাল কর্দ্দম কোন কোন স্তর-বিভাগে অত্যন্ত গাঢ় রঙের; এমন কি, গেরী মাটি বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ স্তর-বিভাগে ইহা আর উপর হইতে ১০'১১' ফুট নিরে পাওয়া যায়। এই গেরী মাটির মত গাঢ় লাল রঙের আঁটাল কর্দ্দম-স্তরের বেধ আর ৩'৪' ফুট হইবে।

(২) ডায়মণ্ডহারবার হইতে সরিষা বাইবার পথে এক স্থানে ২'২.৫' ফুট সাধারণ দোআঁশ মাটির নিম্নে লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়। রং গাঢ় লাল।

(৩) সরিষার কিছু পশ্চিমে, কোন স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়। একটি ভদ্রলোক ঐ কর্দ্দম দেখিয়া বলিয়া উঠেন,—“গেরী মাটি কোথা হইতে আসিল?”

(৪) আলমপুর, লুজি ও বজবজ, মাটি খুঁড়িতে লাল বা কেকাসে লাল রঙের মাটির স্তর বাহির হইতে দেখা যায় নাই।

(৫) মাকড়মার এক স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দ্দম-স্তর বাহির হয়। এই কর্দ্দম এত লাল যে, পুকুরের পান পর্ব্যন্ত লাল দেখায়।

(৬) মাজুর নিকট কোন কোন স্থানে উপরের ৩'৪.৫' ফুট লাল দোআঁশ মাটির নিম্নে বড় দানাদার লাল বালি বাহির হইয়াছে। এ স্থানে বলিয়া রাখি, মাজুর অঞ্চলের পলি ও দোআঁশ মাটি লাল বা লালচে; কিন্তু কলিকাতার নিকটের গদার পলি ও দোআঁশ মাটি শাদাটে বা মেটে রং বলিতে বাহা বুঝা যায়, সেইরূপ।

(৭) আমতার লাল দোআঁশ ও লাল আঁটাল কর্দ্দম অত্যন্ত সাধারণ। কোন কোন স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম গেরী মাটির মত লাল ও জমীর উপরেই বর্তমান রহিয়াছে। ইহার নিম্নে বালি পাওয়া যায়। বালির রং লাল বা লালচে। ইহার দানা কিছু বড়। এই বালি বর্তমান দামোদরের বালি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দামোদরের বালির দানা ছোট ও রং শাদাটে। দামোদরের বালি শাদাটে বটে, কিন্তু কলিকাতার স্তর-বিভাগের ও কলিকাতার

১। আলমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

২। মাকড়মা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাধন গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। আমতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

পদার বাসি হইতে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। পূর্বোক্ত লাল আঁটাল কর্ণের তর প্রায় ৬' ফুট হইবে। কোন কোন স্থানে উপরের ৬' ৭" ফুট লালচে ঘোঁরাশ মাটির নিচে প্রায় ৬' ৭" ৬' ফুট কেবলে লাল রঙের আঁটাল কর্ণ বাহির হয়।

(১) তাঁরকে ধরে লাল বাসি উঠান হয়। ইহা মগরার বাসির মত। এই স্থানের কর্ণ গাঢ় লাল। ইহা বাসির উপরে অবস্থিত।

(২) মগরার নিকটবর্তী স্থলভানগাঁহার ৩' ফুট হইতে ৬' ফুট নিচে লাল ও বড় দানা-বিশিষ্ট বাসি পাওয়া যায়। এই বাসি-স্তরের প্রথম ২' ১৪" ইঞ্চি গাঢ় লাল রঙের ও শক্ত। ইহা বুড়ির ভিতর রাখিরা চাপ দিলে ভাঙা হইয়া যায়। উক্ত বাসিই মগরার বাসি নামে বিখ্যাত। স্থলভানগাঁহার এই বাসির উপরের কর্ণমস্তর ৩' হইতে ৬' ফুট পড়ায়। এই কর্ণমস্তর নিরতাপে অত্যন্ত লাল, কিন্তু বড় উপরের দিকে বাওয়া যায়, ততই কেবলে বাসিরা অস্বাদন হয়। জমীর উপরের কর্ণ সাধারণত ঈষৎ লাল। জমীর উপর কিছু খুঁড়িয়া, নির হইতে কর্ণ উঠাইয়া, সেই কর্ণে বেওয়ালের পাত্র লেপন করিলে, বাড়ীর বড় গাঢ় লাল দেখায়। স্থলভানগাঁহার বাসিতে মৃৎপাত্রের অংশ, প্রস্তরগুটিকা ও বাসির গুটিকা বা চাপ পাওয়া যায়। মৃৎপাত্রের ক্ষুদ্রাংশটির উপরিভাগ পেরী মাটির মত লাল। ইহা ভাঙ্গিলে ভিতরে স্বল্প স্বল্প মাটির পরমা দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে করতল (quartz) লক্ষিত হয়। মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা ক্ষুদ্র অংশগুলি চুষক দ্বারা অত্যন্ত জোরের সহিত আকৃষ্ট হয়। মৃৎপাত্রের অংশটি জল-মিশ্রিত লৌহজাতকের সাহায্যে বুজবুজ করে না। ইহা বাসির স্তরের উপরের অংশে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে দেখা বাইতেছে যে, বাসি পতনের শেষ অবস্থা মল্লবার সত্যতার নদর ঘটিয়াছে। প্রস্তরগুটিকাগুলির উপরিভাগ পেরী মাটির মত লাল। এগুলি ভাঙ্গিলে ভিতর কাল দেখায়; কালের সঙ্গে ঈষৎ লাল আভাও লক্ষিত হয়। কাল অংশ ঘনিলে পেরী মাটির মত রং বাহির হয়। গুটিকাগুলির ভিতরে করতল দেখা যায়। এগুলির—অতি দূর ভাঙার অতি অল্প-অংশকেই অতি নিকট হইতে চুষক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তম হইলে বহুঅংশক ভাঙা আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলমিশ্রিত লৌহজাতকের সাহায্যে গুটিকাগুলি বুজবুজী বেশ লা। প্রস্তর-গুটিকাগুলি কাল-প্রস্তরের ধ্বংসে উৎপন্ন হইয়াছে অস্বাদন হয় ও ভাঙার অল্প-অংশে আসিয়া বাসির সহিত মিশিত হইয়াছে। এ প্রস্তরগুটিকাগুলিকে ল্যাটেরাইট বলা হলে। বাসির গুটিকাগুলির উপরিভাগ পেরী মাটির মত লাল। ভিতর কাল, কিন্তু ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। কাল অংশ ঘনিলে পেরী মাটির মত লাল দেখা যায়। এই কাল অংশের

৩। প্রায় ৪ ফুট হইল, শ্রীযুক্ত কানাইলাল সাতাল এম এম সি মহাশয় মগরার বাসির কৃত্রিম অস্বাদন করিত নিম্নলিখিত। তাঁহার সঙ্গে আমিও ছিলাম। শ্রীযুক্ত লাবাল মহাশয় তাঁহার অস্বাদন সবচে কিছুই লিখেন নাই। বাসিই হটক, এই অস্বাদনের কালে স্থলভানগাঁহা, মানা ইত্যাদি স্থানের কৃত্রিম আবার ঘোটাছুটি ঘাণা ছিল। এরূপ স্থিতিতে আর বাহা প্রবেশন হইয়াছে, তাহা স্থলভানগাঁহাবাসী শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

অতি স্থল গুঁড়ার অতি অল্পসংখ্যকই অতি দীর্ঘতাল। চূষক বারি-কণ্টকি: হইতে উৎপন্ন করিলে বহুসংখ্যক গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। অল্পমিশ্রিত সৌর্যকিরণের সারাংশ বালির গুটির কাল অংশ বৃদ্ধি দেয় না। এই কাল অংশগুলি পুরের উপরোক্ত প্রস্তরগুলিকা ছিল। ক্রমে ধ্বংস হইয়াছে ও বালির দানাগুলির চারিদিকে বৃদ্ধ হইয়াছে। স্থলতান-গাহার বালির সহিত গণ্ডোয়ানা প্রস্তরবালির অন্তর্গত—“Iron-stone shale”এর সুরাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১০) বর্ধমানের রাঙ্গা মাটি প্রাচীরে দাঁড়াইয়াছে। এই স্থানের কোন কোন স্থানের মাটি লাল ও কোন কোন স্থানের মাটি অল্প ক্রান্তে। তর-বিভাগের কোন কোন স্থানে মগরার বালির মত লাল বালি পাওয়া যায়। এই লাল বালি কোন তর-বিভাগের উপর হইতে ২' ১০" ইঞ্চি নিয়ে ও কোন তর-বিভাগের ৪' ফুট নিয়ে দৃষ্ট হয়। বাকী নদীতট মাথা বোঁসীর তীর হইতে প্রায় ২০০ গজ দূরে, এই বালি মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে উপর হইতে প্রায় ২' ফুট নিয়ে, ৪' ফুট গভীর লাল বালিবৃক্ষ শাখা মাটি দেখা যায়।

(১১) আসানসোলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালাতে বহু দান্যবিশিষ্ট লাল বালি পাওয়া যায় ও এই বালির উপরের ২' ১০" ইঞ্চি অভ্যন্তর লাল ও ভেতর শক্ত। এই শক্ত বালি স্থির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে গুঁড়া হইয়া যায়। স্থলতানগাহার বালুকাস্তরের উপরিভাগে এইরূপ গাঢ় লাল ও ভেতর শক্ত ২' ১৪" ইঞ্চি বালি পাওয়া যায়। আসানসোলে প্রাচীরে উপর বর্ধমান প্রস্তর বর্তমান আছে; ইহা অভ্যন্তর লাল। এই স্থানে ল্যাটেরাইট নামক লাল প্রস্তর পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার প্রস্তর হইতে লাল বালি ও লাল বর্ধমান উৎপন্ন হয়। আসানসোলে “Iron-stone shale” প্রস্তরও আছে। মগরার বালির ভিতর প্রায় প্রায়-গুলিকা পাওয়া যায়, আসানসোলের ভূমির উপর ক্ষুদ্র নালায় লাল বালির ভিতর প্রায় প্রায়-গুলিকা প্রচুর দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই প্রস্তরগুলিকা ও স্থানীয় বর্ধমান প্রস্তর ও একই প্রস্তর হইতে উৎপন্ন। আসানসোলের বর্ধমান প্রচুর দেখা যায়।

(পূ) মগরাহাটের দক্ষিণের কয়েকটি স্থানের বিবরণ—

(১) মজিলপুরের তর-বিভাগে লাল আঁটাল বর্ধমান-স্তর দৃষ্ট। উপরের ৩' ফুট দোআঁশ মাটি, তাহার পর প্রায় ৭' ফুট আঁটাল বর্ধমান ও ইহার নিম্নে কাল পাঁচাল প্রস্তর।

১। The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। বর্ধমানের অন্তর্গত পূর্ণপ্রাচীনবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দে সরকার মহাশয়ের রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত।

৩। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্বের স্বযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাসুদেব এক প্রস্তর-সি-এস মহাশয় ছাত্রদিগকে লইয়া ভূতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য আসানসোলে গিয়া। আমি এই সময়ে গিরদিল্লীতে ও লালবালির ভূতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।

৪। বিদ্যাপুরস্থ ৩১ পদ্মপুর কোয়ার্জ নিবাসী সিং আর, সিং, অধ্যাপক রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত।

দেখা যায়। আভ্যন্তরীণ মাটি জমির উপর দেখা যায়। ইহার বেধ প্রায় ৪' ৬" ফুট, লাল কদমের-রং বেশী কোথাসে হইলে উৎকাল আভ্যন্তর দেখায়।

(২) কুলাগোদার' স্তর-বিভাগে লাল কদম-স্তর দুই হইয়াছে। এ স্থানের উপরে ৩' ফুট 'মো'মা' মাটি, তাহার পর ৬' ফুট আঁটাল কদমস্তর। আঁটাল কদমের নিম্নে কাল পাঁক দেখা যায়।

(৩) সিলারগোটে লাল আঁটাল কদম নাই। এ স্থানের উপরে ৭' ৬" ফুট বালি-মিশ্রিত আঁটাল কদম ও ইহার নিম্নে কাল পাঁক।

## ২। রাঙা মাটির উৎপত্তি

মগরাহাটের পূর্ব-উত্তর ও উত্তরের যে যে স্থানে লাল কদম পাওয়া গিয়াছে, তাহা রঙে প্রায় এক প্রকার। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে বহু দূর পর্যন্ত যে লাল মাটি পাওয়া যায় তাহার রঙে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। বিশেষত্ব এই যে, মগরাহাট হইতে বতই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে যাওয়া যায়, ততই লাল রং ক্রমে বেশী গাঢ় হইতে থাকে ও প্রকৃতিও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হয় ও লাল কদমের সহিত লাল বালি বাহির হয়। মগরাহাটের পূর্ব-উত্তর, উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে যে লাল কদম-স্তরের কথা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে, এই সকল একই নৈসর্গিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে, উত্তরে এই নৈসর্গিক কারণ ব্যতীত আরও কোন বিশেষ অবস্থা ঘটনা-ছিল, যাহার কালে এই দেশের কদমস্তরের রঙের বিশেষত্ব বা ক্রমিক-গাঢ়তা ঘটয়াছিল। বিশেষত্ব এই যে, মামোদরের একটি শাখা ডায়মণ্ডহারবারের উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, মগরাহাট পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই শাখা এখন বিত্তমান নাই। শিবপুরের নিম্নে গুলা, উত্তর-পশ্চিমের পথ কাটিয়া, চালিত করিলে ডায়মণ্ডহারবারের উত্তরে প্রবাহিত মামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটি পূর্বে মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে পুরুষোদ্ভূত স্তরের বিশেষত্বের বা ক্রমিক-গাঢ়তার সৃষ্টি করে।

এখন দেখা যাক, লাল বালি ও লাল কদমের উৎপত্তি-স্থান কোথায়। আমরা দেখিয়াছি, ডায়মণ্ডহারবার ও মগরাহাট লাল বালি উপর ২' ৩" ৬" ইঞ্চি গভীর গাঢ় লাল রঙের শক্ত বালি পাওয়া যায়। উত্তর স্থানের বালিতে দার-প্রস্তর-ভটিকা পাওয়া যায়। এগুলি লাটেরা ইহঁদের অংশ। ইহঁদের বালিতে Ironstone shale নামক প্রস্তরের ক্ষুদ্র অংশ দেখা যায়। আসানসোলার প্যাট্টে ও লাটেরাইট প্রস্তর-ধ্বংসে লাল বালি ও লাল কদমের উৎপত্তি হয়। আসানসোলের গণ্ডোয়ানা প্রস্তরবালির ভিতর দিয়া প্রবাহিত

শিবপুরের ২৪ পদপুত্র কোয়ার নিকটী সিং আর, সি, বাগজির নিকট হইতে সংগৃহীত।

The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

হইতেছে। কিছু নিরে দামোদরের কয়েকটি প্রবল শাখা—মানাঘ, হুলতানগাছা, তারকেখর, মাজু প্রভৃতি স্থানের তিতর দিয়া বহিত। এখন এগুলি মজিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের পথ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কতকটা প্রদর্শিত আছে। মানাঘ সম্বন্ধে এখনও প্রবাদ আছে যে, এ স্থানে অনেক নদী মিশিয়া একটি প্রকাণ্ড জলরাশির সৃষ্টি করিয়াছিল। আসানসোল হইতে মগরাহাট পর্যন্ত স্থানের পূর্ববিস্তৃত লাল কর্দম ও লাল বালির বিবরণ ও ভূতত্ত্ব, বিশেষতঃ দামোদরের বিলুপ্ত শাখাগুলির পথ, বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে ইহাই অসম্ভব হয় যে, আসানসোলের পাঁচটে, লাটেরাইট ও Ironstone shale প্রভৃতি প্রস্তর হইতে উৎপন্ন কয়লা পদার্থ ও বৃৎপাট্য প্রভৃতি আসানসোলের জমীর উপরের ত্র্যয়াদি, দামোদর ও দামোদরের শাখা জলস্রোতে বহন করিয়া, হুলতানগাছা, তারকেখর, মাজু, আমতা, মাকড়হা, এমন কি, মগরাহাট পর্যন্ত স্থানগুলিতে, জলের বহন করিবার ক্ষমতার ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্তির অহসারে প্রস্তরভটিকা, বৃৎপাট্য, লাল বালি ও লাল কর্দম বিকিণ্ড করিয়াছে। তাহা হইলে হুলতানগাছা হইতে মগরাহাট পর্যন্ত স্থানের, লাল বালি ও লাল কর্দমের উৎপত্তিহান আসানসোল অঞ্চলের পাঁচটে, লাটেরাইট ইত্যাদি প্রস্তরাবলী। মগরাহাট (চক্রবর্তী), উত্তি, সরিশা, সরিশার কিছু পশ্চিমের স্থান ও মাকড়হার জলস্রোত অতি কম থাকার লাল কর্দম-স্তর বিকিণ্ড হইয়াছিল। মাজু, আমতা, তারকেখর, হুলতানগাছা প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে জলস্রোত কিছু বেশী থাকার বালি সঞ্চিত হইয়াছিল। এই স্থানগুলিতে বালি পড়িয়া নদীর তলদেশ বতাই উচ্চ হইতে লাগিল, জলের বহু দূর পর্যন্ত বালি ও কর্দম বহিবার শক্তি ততই কমিয়া আসিতে লাগিল। সেই জন্য যে সকল স্থানে পূর্বে বালি পড়িয়াছিল, তাহার উপর এখন লাল কর্দম পড়িতে লাগিল ও বালি নদীর আরও উজান দিকে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে অনেক নদী ও নালা মজিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে কালে দামোদরের বহু উজান দিকে অবস্থিত আসানসোলের নালাগুলিতে বালি পড়িয়া পূর্বের প্রবল জলস্রোত ক্ষীণ করিয়া ফেলিল। এখন বালি নালাতেই সঞ্চিত হয় ও লাল কর্দমযুক্ত জল নদীপথে বাহির হইয়া আসে ও তীর-ভূমির উপর লাল কর্দম নিক্ষেপ করে। পূর্বোক্ত জলস্রোত কমিবার আর একটি বিশেষ কারণ, বৃষ্টিপাত পূর্ব অংশেই কমিয়া আসে। ইহার বিবরণ পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বৃষ্টিপাত পূর্বাংশেই কমিয়া আসানসোলের প্রস্তরাবলি হইতে লাল বালি ও লাল কর্দমও কম উৎপন্ন হইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, আসানসোল অঞ্চল লাল বালি ও লাল কর্দমের উৎপত্তি-স্থান হইলে অনডাল, আমতা প্রভৃতি ইহার নিম্নের দিকের স্থানসমূহের দামোদর-গর্ভে শাখাটি রমের বালি পাওয়া যায় কেন? তবে কি দামোদর-গর্ভে এখন বেঙ্গল শাখাটি বালি সঞ্চিত হয়, পূর্বেও সেইরূপ হইত? আবার দেখা যায়, আমতার জমী বুড়িলে লাল বালি পাওয়া যায়; মাজুতেও তাই। এ সকল স্থান দামোদরের উপরে বা অতি নিকটে। বর্তমান কাল নদী ও হুতল নদী ইত্যাদি দামোদরের শাখা ছিল। উক্ত শাখার পশ্চিমের উপর মানাঘ,

হলভানগাহা, ভারকেশ্বর, বাছ ইত্যাদি স্থান। এই সকল স্থানে কুন্ডল ও কানা ইত্যাদি নদীগুলির মধ্য পর্দাশেখ খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে, আমতা ও বাছুর মাটি খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয় ও এই স্থানগুলি বর্তমান দামোদরের উপর বা অতি নিকটে। এই সকল বিষয় হইতে হির বলা বাইতে পারে, আসানসোলার নিম্নে বর্তমান দামোদর-পর্দা খুঁড়িলে, উপরের শাখাতে বালির পর লাল বালি বাহির হইবে। আসানসোলার নালাগুলি, কালি পড়িয়া ক্রম হওয়ার কেবল লাল কর্দমের জল বাহির হইয়া আসে ও দামোদরের দুই পারে (খুঁড় না থাকিলে) বহু দূর পর্যন্ত এখনও লাল কর্দম নিক্ষেপ করিত। আর আসানসোলার উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তরে বহু দূর পর্যন্ত দামোদর ও বরাবর নদীর ধরিয়া গেলে পাঁচটে বা লাটেরাইট প্রস্তর পাওয়া যায় না, এই অর্থাৎ একালের বালি শাখা। এই বালিই ক্রমে নিজের দিকে অনডাল, আমতা প্রভৃতি স্থানে দামোদর-পর্দে আসিয়া পড়িয়াছে ও পূর্বের লাল বালিকে ঢাপা দিয়াছে।

লাটেরাইট প্রস্তর আসানসোল হইতে উত্তরে বহু দূর পর্যন্ত পাওয়া যায়। দুর্গশিবানী জিলাতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে। আসানসোলার উত্তরের এবং বঙ্গদেশের পূর্ব-পশ্চিম ভীষণত লাটেরাইটময় দেশ দিয়া যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া পূর্ব পড়িয়াছে, এই নদীগুলি পূর্ব জলে লাটেরাইট প্রস্তরের ধ্বংস হইতে উপর লাল কর্দম আসিয়া যায় ও পূর্বেও দিত। মগরার পূর্ব-উত্তর ও উত্তরে বহু দূর পর্যন্ত যে লাল কর্দম-স্তর লক্ষিত হয়, ইহা পূর্ব এই লাল কর্দম হইতে উপর হইয়াছে।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহে প্রায় ৫৫০০ বৎসর-হইল, অতীত-কালকাল ধীপগুলি কর্দম-ঢাপা পড়িয়াছে। আমতা অকসে অতীত কালের নিদর্শন প্রায় ৮১০ হস্ত বা ১২।১৫ ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। কলিকাতা ও আমতা এক অকাংশে। পূর্ব-দামোদর পলিভূমির পটল, নক্ষিণে বিস্তৃতি লাভ ও পতনঃ বেগপ তাৎ হইয়াছে, তাহাতে এক অকাংশের কতকগুলি পরিবর্তন ঘটিয়াছে এক প্রকার ধরা বাইতে পারে। কলিকাতা ও আমতা অকসে অতীত মাটি-ঢাপা জহল একই সময়ে হইয়াছিল ধরিয়া লইলাম। আর ধরিয়া লইব, এই দুই স্থানের অতীত জহল একই সময়ে, একই কারণে নিমজ্জিত ও মাটি-ঢাপা পড়িতে প্রস্তুত করে। তাহা হইলে দেখা যায়, ৫৫০০ = ৫৫৮ বা ৫৫০ = ৫৬৭ বৎসরে এক ফুট কর্দম আমতা অকসে অতীত জহলের উপর পড়িয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ৫০০ বৎসরে

১। The Coal fields of India ( Raniganj section ) by george A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। A Manual of the geology of India Revised and largely rewritten by R. D. Oldham A R. S. M. page 174-177.

৩। অতীত বঙ্গ-সাহিত্য-সমিতিতে গঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংকৃত।

৪। আনভানিগাহী গ্রন্থে বর্ণিত মগরাহাটের মগরাহাটের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

৫। অতীত বঙ্গ-সাহিত্য-সমিতিতে গঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংকৃত।



মোটাযুটি এক ফুট করিয়া কর্দম আমতা অঞ্চলে সঞ্চিত হইরাছিল। কলিকাতা অঞ্চলে মোটাযুটি ২৬০ বৎসরে এক ফুট করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

আমরা দেখিরাছি, আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গলের উপর অল্প কর্দমস্তর ব্যতীত মাল কর্দমস্তর প্রায় ৬।৭.৫ ফুট দেখা যায়। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহে অতীত জঙ্গলের উপর অল্প কর্দমস্তর ব্যতীত মোটাযুটি ১০ ফুট হইতে ২০ ফুট, এমন কি, ২২ ফুট পর্যন্ত গভীর লাল কর্দমস্তর দেখা যায়। নানা পর্বত ও বিশেষ বিশেষ উপরোক্ত বিষয়গুলি হইতে ইহা বলা যায়, দামোদর যত লাল কর্দম হইয়া করিয়াছে, সন্ধ্যা তাহা হইতে অনেক বেশী লাল কর্দম আনিয়াছে। আর দেখা যায়, বড়টা দেশ হইতে লাল কর্দম মোত হইয়া দামোদরে আসিয়াছে, তাহা হইতে বড়টা দেশ বোত হইয়া লাল কর্দম পলায় আসিয়া গড়িয়াছে, তাহা অনেক বেশী।

কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহে মোটাযুটি ১০ ফুট হইতে ২০ ফুট, এমন কি, ২২ ফুট পর্যন্ত গভীর লাল আঁটাল কর্দমস্তর দৃষ্ট হয়। কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে যখন লাল আঁটাল কর্দম উপরে বর্তমান থাকে, তখন ইহার বেধ কিছু কম হয়। মন্তব্যঃ বোত হওয়ার ক্ষমতা গিয়াছে। লাল আঁটাল কর্দমস্তরের উপর কোনও স্থানে ১০ ফুট মোটাযুটি মাটি ও কোন স্থানে ১০ ফুট আঁটাল কর্দমস্তর সঞ্চিত হইয়া তাহা হইলে এই স্থানগুলিতে মোটাযুটি মাটি ও আঁটাল কর্দম, লাল কর্দমস্তর হইতে নুতন। যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দম উপরেই বর্তমান আছে, সে স্থানের নিকট যে মোটাযুটি মাটি পাওয়া যায়, তাহা লাল আঁটালের চালু গায়ের উপর পড়িতে দেখা যায়। তাহা হইলে এ স্থানেও মোটাযুটি মাটি, লাল আঁটাল কর্দম হইতে নুতন। অবশ্য যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দমের নিম্নে মোটাযুটি মাটি পাওয়া বাইবে, সে স্থানে মোটাযুটি মাটি পুরাতন। এরূপ ক্যান্সি কলিকাতার নিকটবর্তী কোন কোন ভূবিজ্ঞানে দেখা গিয়াছে। আর গঙ্গার পশ্চিমতীর পটন ভূবিজ্ঞান লাভ হইতে দেখা যায় যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানসমূহ উত্তরের ও পূর্ব-উত্তরের স্থানসমূহ হইতে নুতন। মগরাহাটের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে (যেমন দাউলপুরের এক স্থানে) ইহা লাল আভাযুক্ত মোটাযুটি মাটি উপরে দেখা যায়। ইহা প্রায় ৪৫ ফুট পটন, ইহার নিম্নে কালি। এ স্থানে বলিয়া রাখি, লাল কর্দম, অত্যন্ত কৈকালে হইলে ইহা লাল আভাযুক্ত হয়। বেশী পরিমাণ লোহ থাকিলে কর্দমের রং গাঢ় লাল হয়। লোহের পরিমাণ যতই কম হয়, কর্দমের রং ততই কৈকালে দেখায়। লোহের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইলে কর্দম জীবৎ লাল আভাযুক্ত দেখায়। বাহাই হউক, এই জীবৎ লাল আভাযুক্ত মোটাযুটি কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহের লাল আঁটাল কর্দমস্তর হইতে অনেক বিভিন্ন। বিভিন্নতা এই,—একটি লাল, একটি জীবৎ লাল আভাযুক্ত, একটি আঁটাল, একটি মোটাযুটি, একটি বহু পুরাতন, একটি নুতন। মোটাযুটি বলা যায়, জীবৎ লাল আভাযুক্ত মোটাযুটি মাটি

উৎপত্তিস্থান ও উৎপত্তি হিসাবে লাল আঁটাল কর্দ্দমের সহিত এক প্রকার। কিন্তু কাল হিসাবে ও বতটা লাল কর্দ্দম পদ্ধতির পূর্বে আসিত ও পরে বতটা আসিয়াছে, সেই হিসাবে উত্তরের মধ্যে রিক্রিয়াজ লক্ষিত হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে, কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহের লাল কর্দ্দমের পুরাতন ও এইগুলির স্থলতা ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম; আর কোথা গিয়াছে যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানগুলি নূতন ও এ স্থানে যেই বৎসর লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়, তাহার স্থলতা কম, ঘোঁরাশলা ও রঙে অত্যন্ত কেবাসে। এই সকল হইতে প্রমাণ হয়, প্রকৃতি যে হইতে লাল কর্দ্দম পায়, সেই দেশ, পূর্বে বেশী লাল কর্দ্দম উৎপন্ন করিত। যে দেশ লাল কর্দ্দম সেই দেশ হইতে ধোত হইয়া পদ্ধতির আসিয়া পড়িত। ইহা ক্রমে কথিয়া আসিয়াছে।

এখন মোটামুটি কাল নির্ণয় করা যাউক। কলিকাতার নিকট লাল আঁটাল কর্দ্দমের উপর আর ২০ ফুট সাধারণ আঁটাল দেখা যায়। যেটের বসিতে যে বৎসর বুঝা যায়, এই আঁটালের সেই বৎসর। কলিকাতার নিকটে পলি পতনের হার ২৬২ বৎসরে এক ফুট। ইহা যে স্থান (মগরাহাট) হইতে লওয়া হইয়াছে, সে স্থানের পলি ঘোঁরাশলা ও সে স্থানের জুনি স্তর লক্ষিত হইতেছে, তেমন পলিও সন্নিবিষ্ট হইতেছে। খুব কম দিন পর্যন্ত পলি স্তরের কোলোয়াম হয় নাই। উপরোক্ত সাধারণ আঁটালের পতনের হার ঘোঁরাশলা মাটি পতনের হার হইতে কিছু বিভিন্ন হইবে। আর সাধারণ আঁটাল মাটি বহু দিন ধর্ম্মিত হইতেছে ও ইহার উপর বহু দিন আর কর্দ্দম সঞ্চার হয় নাই। এই সকল বিষয় হইতে যদি ১০ ফুট সাধারণ আঁটালের স্থানে ১৩ ফুট ধরি, তাহা হইলে অনেক ভ্রম সংশোধিত হয়। এখন  $২৬২ \times ১৩ = ৩৪০৬$ ,  $৬৪২ \times ১৩ = ৮৩৪৬$ । তাহা হইলে মোটামুটি ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্বে পদ্ধতির লাল কর্দ্দম বেশী আসিত ও যে স্থান হইতে লাল কর্দ্দম উৎপন্ন হইত, তাহার বেশী ধোত হইত ও কর্দ্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। আমরা দেখিয়াছি, কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম ১৩ ফুট হইতে ২২ ফুট পড়িত। এখন  $২৬২ \times ১৩ = ৩৪০৬$ ,  $৬৪২ \times ২২ = ১৪১২৪$ । তাহা হইলে মোটামুটি ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া পদ্ধতি বেশী লাল কর্দ্দম পাইয়াছে ও লাল কর্দ্দম উৎপত্তির স্থান বেশী ধোত হইয়াছে। শেষ কথা—আর ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্বে আর ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া লাল কর্দ্দম উৎপত্তিস্থানে বেশী বৃষ্টি হইত ও লাল কর্দ্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্বে বৃষ্টি ও লাল কর্দ্দম উৎপন্ন ও ধোত হওয়া বিশেষভাবে কথিয়া গিয়াছে।

### ৩। সংক্ষিপ্ত সার

(১) মগরাহাটের পূর্ব-উত্তর ও উত্তরে যে সকল লাল কর্দ্দম-স্তর পাওয়া যায়, ঐ সকল

গদার জল হইতে নিষ্কৃষ্ট হইরাছে। এই কর্দম বঙ্গদেশের গদার পশ্চিম তীরস্থিত লাটেরা-ইট প্রভৃতির দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া গদার আসিয়া পড়িয়াছে।

(২) মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তর-পশ্চিমে যে সকল লাল কর্দম-ভর দৃষ্ট হয়, তাহা দামোদর ও দামোদরের শাখা দ্বারা নিষ্কৃষ্ট হইরাছে। দামোদরের একটি শাখা বর্তমান ডারমগুহারবারের কিছু উত্তরে, পশ্চিম দিকে হইতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া মগরাহাটে পৌছিয়াছিল। গদা কালীবাটের পথ হইতে, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, ঐ পথে চালিত করিলে ডারমগুহারবারের উত্তরস্থিত দামোদরের শাখাটি নিষ্কৃষ্ট হইয়া যায়। এই শাখাটির জলই মগরাহাটের বড়ই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে বাওয়া যায়, লাল কালি জল কর্দমের স্তরগুলির রং ক্রমে গাঢ় হইতে থাকে ও ক্রমে লাল বাসিও দেখা যায়।

(৩) আসানসোলের নিম্নে, দামোদর-গর্ভে গুলিলে মজার বালির বড় লাল বাসি পাওয়া যাইবে। এই লাল বাসির উপরিস্থিত শাখাটে বাসি আসানসোলের উপর হইতে দামোদর-পথে আসিয়া এই নিম্ন দামোদরে আসিয়া পড়িয়াছে ও লাল বাসি চাপা দিয়াছে।

(৪) জুলতানপাহার বালি পত্তনের শেষ কাল, মজুত-সত্যতার সময়।

(৫) গদা, দামোদর অপেক্ষা বেশী পরিমাণ লাল কর্দম বহন করে। দামোদর লাটেরা-ইট প্রভৃতি প্রান্তরময় দেশের বড়টা পরিসরের ধোরাটী প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা গদা অনেক বেশী পরিসরের ধোরাটী বহন করিয়া থাকে।

(৬) আঘতা অকলে বা কলিকাতার এক অক্ষাংশে দামোদর-পত্রিকুন্ডিতে ৪০০ বৎসরে ১ ফুট করিয়া পলি সঞ্চিত হইরাছে।

(৭) বঙ্গদেশের গদার পশ্চিম তীরস্থিত দেশসমূহে পূর্বে যেমন দৃষ্ট হইত ও প্রত্যয় যৌত হইত, এখন তত দৃষ্ট হয় না ও সেই জন্য প্রান্তরগুলিতে তত যৌত হইতে পারে না। আর ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্বে আর ৫০০০ ও ততোধিক বর্ষ ধরিয়া বেশী দৃষ্ট হইত ও বিশেষভাবে প্রান্তর পরিবর্তন করিতে ও যৌত করিতে পারিত।

ঐহরেশচন্দ্র দত্ত

# গঙ্গা-দামোদর পলিভূমি ।

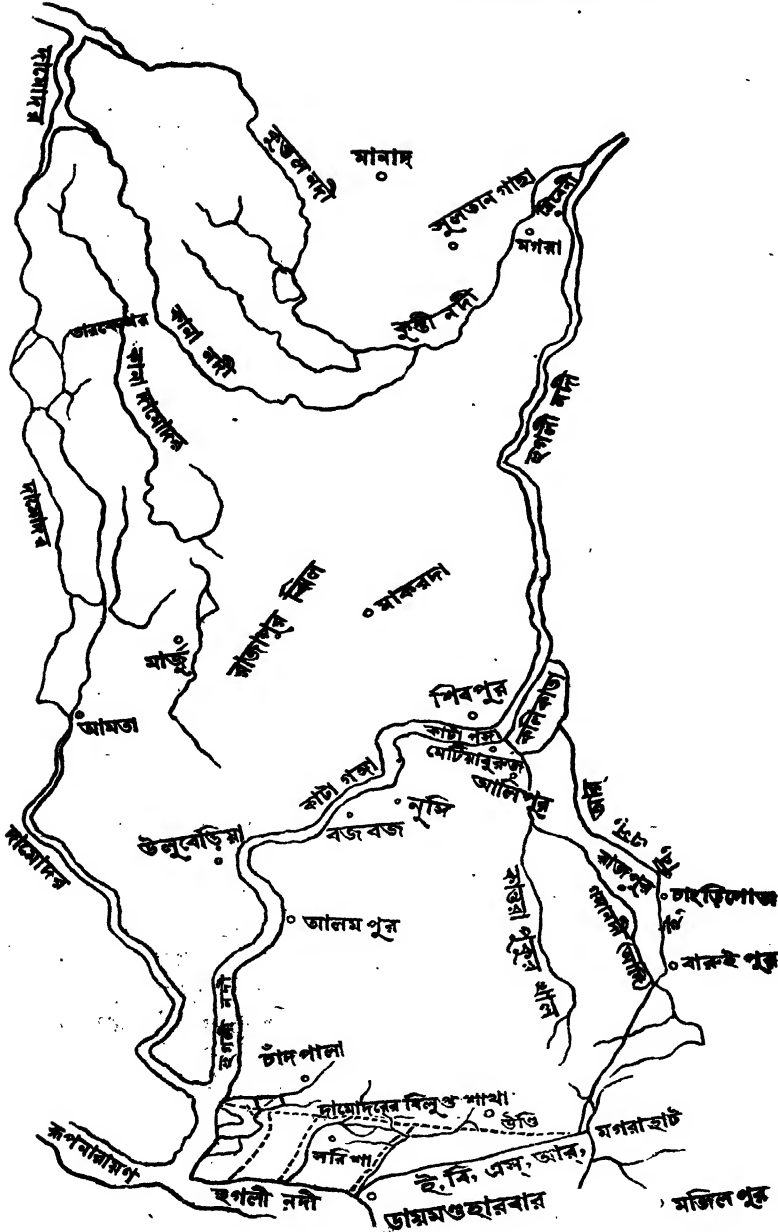
পৃষ্ঠা-১৮০ক

( গভর্নমেন্টের ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে অঙ্কিত । )

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০  
১ ইঞ্চি = ৪ মাইল

ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী

দামোদরের বিলুপ্ত শাখা





## ঋকার-তত্ত্ব

§ ১। কয়েক বৎসর পূর্বে 'হানাত্তরে' এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, আশো কিছু বলিব। অল্পসঙ্কিৎন পাঠকগণ আমার ঐ পূর্বোক্ত কথার সহিত বর্তমান কথা কর্তি মিলাইয়া পড়িতে পারেন। বক্তব্য বিষয়ে বৈদিক ও অন্তান্ত বহু প্রমাণ সেই স্থানে দিয়াছি, অতএব এখানে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিব না।

§ ২। বৈদিক ভাষার ঋকার নিজের স্বাভাবিক রূপ ভিন্ন আরো কয়েক প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই সমস্ত রূপকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করিব, (১) স্বরাদি, ও (২) ব্যঞ্জনাদি। স্বরাদি ও ব্যঞ্জনাদি আবার প্রত্যেক চারি ভাগে বিভক্ত।

§ ৩। (১) স্বরাদি রূপ, যথা—

(ক) ঋ=অ র্, যথা—

✓ কৃ হইতে ( ক র্+উ+তি ) ক রো তি (ঋ°)।

✓ ভৃ " ( ভ র্+অ+তি ) ভ র তি (ঋ°)।

(খ) ঋ=ই র্, যথা—

✓ হৃ হইতে ( জি-হি র্+স+তি ) জি হী র্ তি (ঋ°)।

✓ কৃ " ( চি-কি র্+স+তি ) চি কী র্ তি (ঋ°)।<sup>১</sup>

✓ কৃ° " কি র্ ( ঋ°, লোট্, ম° এক° )।

(গ) ঋ=উ র্, যথা—

✓ কৃ হইতে ( কৃ র্+উ+ম স্ ) কৃ র্ মঃ (ঋ°)।

" " ( কৃ র্+উ+হি ) কৃ র্ (ঋ°)।

" " ( কৃ র্+উ ) কৃ র্ (=ঋষিক্), নিষট্, ৩. ১৮।

✓ তৃ " ( ত-তৃ র্+ই ) ত তৃ রি ( ঋ°, =বিভেতা,

জঃ—পা° ৭, ১, ১০৩ )।

✓ ভৃ " ( ব-ভৃ র্+স+তি ) বৃ ভৃ র্ তি ( ব্রা° ; জঃ—✓ বৃ হইতে  
মৃ মৃ র্ তি, ইত্যাদি, পা° ৭, ১, ১০২ )।

১। বাঙলায় উচ্চারণ, প্রবাসী, ১৩১৮, বৈশাখ।

২। তুলঃ—পাণিনি, ৭.১.১০০, ও ইহার ব্যাখ্যা—"লাক্ষণিকস্তাপ্যগ্রহণম্"—কাশিকা।

৩। ঋকার স্বকারেরই দীর্ঘ ভিন্ন কিছু নহে; হ্রস্বও উচ্চারণে কখনো দীর্ঘ হয়, আবার দীর্ঘও উচ্চারণে হ্রস্ব হয়। এই অন্তই পাণিনি কতকগুলি উচ্চারণ ও ঋকারান্ত বাতৃ হ্রস্ব হয় বলিয়া বিধান করিয়াছেন ( ৭.৩.৮০ )। Macdonell সাহেব নিজের ( বড় ও ছোট উভয় ) বৈদিক ব্যাকরণেই বিহারবার্ষিক প্রচলিত দৃষ্টান্তকে হ্রস্ব-স্বকারান্ত করিয়াই ধরিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব হিসাবে ইহা ঠিক হইলেও ব্যাকরণ হিসাবে ঠিক বলা যায় না।

(ঘ) ঋ=এ ঋ, এ রে

ঋকারের বস্তুত এতাদৃশ উচ্চারণ থাকিলেও সংস্কৃতের মধ্যে আমরা ইহা দেখিতে পাই না, সংস্কৃতের সহোদরা বা অপর কোনো তাদৃশ সমিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ অবস্থার ইহা পাওয়া যায়। যথা—

সংস্কৃত	অবস্থা
বৃ ক	বে হৃ. বৃ ক। <sup>৪</sup>
মৃ ত	* মে বৃ ত, মে ব। <sup>৫</sup>
পৃ ত না	* পে বৃ ত না, পে ব না (=সংগ্রাম)।
কৃ ত	কে রে ত।
আ কৃ ত	আ বে রে ত।

§ ৪। ব্যঞ্জনাদি রূপ যথা—

(ক) ঋ=র, যথা—

- ঋ কৃ (ঋ.) হইতে র জি ঠ (ঋ.), অবস্থা র জি ঠ ;  
 লৌকিক সংস্কৃত ঋ জি ঠ, পা. ৬, ৪, ১৬২ )।  
 ✓ কৃ হইতে কৃ তৃ (ঋ:—উণাদি, ১, ৮০)।  
 ✓ দৃ হৃ. দৃ হৃ (ঋ., লোট্. ম. এ. ), দৃ তৃ (ঋ.),  
 কিন্তু দৃ হৃ ৭ (ঋ., ‘দৃ কৃ করিয়া’ )।  
 ✓ দৃ শৃ. দৃ ঠৃ, মৃ (ঋ.), দৃ কৃ তি (ত্রা. )।  
 ✓ মৃ দৃ\* হইতে মৃ দ (ঋ.)।  
 মৃ কৃ নৃ (ঋ.) ও মৃ কৃ (ঋ.) উভয়ই হয়।

(খ) ঋ=রি, যথা—

- ✓ কৃ হইতে কৃ রি তে (ঋ.)।  
 ✓ মৃ . কৃ রি সে (ঋ.)।<sup>৬</sup>

৪। এখানে উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে ঋ শব্দের মধ্যে হৃ আগম হইরাছে। তুলঃ—বর্তমান বিহারী ভাষায় (সর্ব-বিয়া—বড়ি জেলা, ও মধেসী—চম্পারণ জেলা) ম হৃ তা রি (=মা, মাতৃ শব্দ হইতে) ;

৫। সংস্কৃত ত=অবস্থা ব, See A Practical Grammar of the Avesta Language by K. E. Kanga, p. 37 ; Jackson's Avesta Grammar, Part I: § 163 ; Burgmann, Vol IV. 156.

৬। ✓ মৃ হৃ ও ✓ মৃ বৃ বস্তুত একই।

৭। ✓ ঋ (গতি)=✓ রি (প্রবাহ), উভয়ই বৈদিক।

(গ) ঞ=ক, যথা—

বৃ ক=কৃ কৃ ( ঞ০, ৬, ৩, ৭ ) ।\*

✓ দৃ (তুলঃ—দৃ তি=চক্ষ বা চক্ষপুটক) অথবা ✓ দৃ হইতে  
ঞ ( ঞ০, দাঁ ক, দাঁ ক পা জ ), ঞ ম ( বড় বিংশ ব্রাহ্মণ, ৫, ১১ ) ।\*

(ঘ) ঞ=রে, যথা—

গৃ হ হইতে \* গ্রে হ, গে হ ( বাজ০ স০ ৩০, ৯ ) ।

গৃ ছ „ \* গ্রে ছ, গে ছ ( ঞ০ ৩, ৭০, ৭ ; বাজ০ স০, ১৬, ৪৪ ) ।

৮। সারণ এখানে ইহার অর্থ ‘দীপ্ত’ করিয়াছেন, কিন্তু মূল “ও ব দী” শব্দের সহিত ইহার ঋগ-ধাকার  
বৃ ক অর্থই ভাল মনে হয় । \*

৯। পালি ও প্রাকৃতে বৃ ক স্থানে কৃ কৃ প হ্রস্বসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত কৃ কৃ শব্দই পালি-  
প্রাকৃতে নিয়মে (অমাদিস্থিত ক=কৃ) কৃ কৃ হইয়াছে। বৃ কের বকার অন্তর্হ হওয়ার সহজেই তাক্স  
লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐষ্টব্য—✓ বৃ ধ্—✓ ঞ ধ্, বৃ জি—ক জি, বৃ ব ভ—ক ব ভ (জন সাহিত্যে) এবং  
ঐর্ধকর ঞ ব ভ যেরূপে বুঝাইতে বৃ ব ভ শব্দও প্রযুক্ত হয়, ঞঃ—লবীয়স্র, ১), বৃ গো তি—উর্গো তি ।

১০। এই ঞ শব্দ যে, ✓ দৃ অথবা ইহারই অপর রূপ ✓ দৃ (‘বিদীর্ণ করা’ বা ‘বিদীর্ণ হওয়া’) হইতে হই-  
য়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর্ধা-খাতুমানার (Aryan Roots) ইহা (✓ ব্রহ্ম, ✓ দৃ) অন্ততম। সংস্কৃত ও  
অবেস্তার ঞ, সংস্কৃত দাঁ ক (অবেস্তা দাউক), দৃতি, তর, গ্রীক *drus* (=বৃক, বিশেষভাবে ওক), *drumos* (ওকের  
জঙ্গল, coppice), ও ইংরাজী *tree, tear* প্রভৃতি শব্দ এই ধাতু হইতেই উৎপন্ন। ঐষ্টব্য—Eur-Aryan  
Roots of J. Baly, Vol. I. p. 496 ; সংস্কৃতে ঞ ও ত ক শব্দের বড় বিচিত্র ব্যুৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে।  
অমরের টীকাকার ভাস্করী-দীক্ষিত উগাদি যজ্ঞ অম্বুসারে (১.১৭) ঞ শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপিত—“অ ব তি উজ্জ্ব,  
ঞ গভোঃ...ঃ” যেমন শ ত ঞ, ইত্যাদি। ত ক শব্দের ব্যুৎপত্তি “ত ব তি, ত র জ্য নেন ন ইতি বা (উপা ১.৭)।  
কিন্তু দাঁ ক শব্দের ব্যুৎপত্তি উগাদিযজ্ঞে (১.৩) ঠিকই করা হইয়াছে—“দীর্ঘা তে ইতি দাঁ ক।” পাণিনি ঞ ম  
শব্দের ব্যুৎপত্তি ঠিক দিরাছেন (৫.২.১০৮), ঞ শব্দের উত্তর অন্ত্যর্থ ম প্রত্যয়; কিন্তু তিনি ঞ শব্দের ব্যুৎপত্তি  
দেন নাই। এখানে ঞ শব্দের অর্থ দাঁ ক বা কাঠ, অতএব ঞ, অর্থাৎ দাঁ ক বা কাঠ আছে বলিয়া বৃ ক ঞ ম  
ঞ ম শব্দ সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায় না, বড় বিংশ ব্রাহ্মণে (৫.১১) আছে, নিরুক্তেও পাওয়া যায় (৪.১৯,  
ইত্যাদি)। সংহিতার সময়ে দাঁ ক অর্থে ঞ শব্দই ছিল। পরে ঞ আছে বলিয়া বৃ ক-অর্থে ঞ ম হইল। তাহার  
পরে আবার ঞ, ঞ ম উভয়ই বৃ ক অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ করিল। স্পষ্টই দেখা যায়, পাণিনির সময় পর্যন্ত  
ঞ দাঁ ক-অর্থেই প্রচলিত ছিল, পরে ঐ অর্থ লুপ্ত হওয়ার অবশেষে উভয় শব্দই বৃ ক-বাচী হইয়া পড়িলে পরবর্তী  
পণ্ডিতগণ পাণিনির উল্লিখিত (৫.২.১০৮) যজ্ঞে ঞ ম শব্দ ব্যাখ্যা করিতে ব্যাকুল হইয়া লিখিতে বাধ্য হইলেন—  
“ঞশব্দঃ গোহস্তান্তি জমকতং ইতি ঞ মো ২ পি বৃ ক এব” (১)।—সিদ্ধান্তকৌমুদীর তত্ত্ববোধিনী টীকা। দীর্ঘ  
হয় বলিয়াই কাঠ ঞ, দাঁ ক। অথবা ভূমি বিদীর্ণ করিয়া ইহা উঠে বলিয়া ঐ নাম হইতে পারে। তুলঃ—উ দৃ তি দৃ  
(✓ ভিৎ দিয়ারণে)।

১১। প্রাকৃত-প্রভাবে রকারটা লুপ্ত হইয়া কেবল অকার থাকে।



মৃ ছ র হইতে \* স্রে ছ র, মে ছ র ( শতপথ )।<sup>১২</sup>

ঋকারের এই রে উচ্চারণ যজুর্বেদের মাধ্যম্নিন শাখার মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এই অল্পই তাঁহাদের শিকা-গ্রন্থসমূহে তাহার বিধানই দেখিতে পাওয়া যায়, ( পূর্বোক্তোক্তিত বাঙ্ লার উচ্চারণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। তদনুসারে তাঁহাদের মতে কৃ ঞ্চো ২ সি ( বাজ. স., ২, ১ ) উচ্চারিত হইবে, ক্রে ঞ্চো ২ সি।

§ ৫। বৈদিক ভাষার ঋকারের যে পরিবর্তন প্রদর্শিত হইল, লৌকিক সংস্কৃতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি অনুধাবন করিলেই ইহা বুঝা যাইবে; এ অল্প লৌকিক সংস্কৃতির অপর উদাহরণ না দিয়া আমরা এখন ঋকারের সহিত পালি-প্রাকৃতের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। বৈদিক ভাষার সহিত এই হ্রৈ ভাষার তুলনা করিলে বুঝা যাইবে, ষাধারা এই হ্রৈ ভাষা বলিতেন, তাঁহাদের বাপ-দাদাদের নিকট ঋকারের পূর্ব-প্রদর্শিত উচ্চারণগুলিই পরিচিত ছিল। বক্ষ্যমাণ উদাহরণে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

§ ৬। অরাদি রূপ ( § ৩ ), যথা—

(ক) ঋ=অ র্ ( অর ), যথা—

✓ মৃ হইতে ম র তি ( পা. ) ; ম র ই ( প্রা. )।

(খ) ঋ=ই র্ ( ইর ), যথা—

✓ গৃ হইতে গি র তি, গি ল তি ( পা. ) ; গি র ই, গি ল ই ( প্রা. )।

(গ) ঋ=উ র্ ( উর ), যথা—

✓ কৃ হইতে ক র্ র মান ( পা. )।

§ ৭। ব্যঞ্জনাদি রূপ ( § ৪ )। প্রয়োগে আদিতে ব্যঞ্জন ( র ) দেখা না গেলেও মূলত তাহা ছিল, পরে পালি-প্রাকৃতের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।<sup>১৩</sup> উদাহরণ যথা—

(ক) ঋ=৳র=অ, যথা—

কৃ ত হইতে \* কৃ ত, ক ত ( পা. ), ক অ ( প্রা. )।

নৃ ত্য „ \* নৃ ত্য, ন চ।

১২। সংস্কৃতে প্রচলিত যে ত ন শব্দ বস্তুত এই নিয়মেই ✓ বৃ ত্ হইতে হইয়াছে,—✓ বৃ ত + অ ন = \* স্রে ত ন = যে ত ন ( তুলঃ—বর্জ ন, বৃ তি )। পরবর্তী বৈদ্যকরশিক্ষণ ব্যুৎপত্তি দিগ্ভাষে—✓ বী + ত ন ( উপা. ৩.১০০ )।

১৩। See William's Philological Lectures on Sanskrit and the Derived Languages, by R. G. Bhandarkar, Bombay, 1914, p. 39.

(খ) ঋ = \*রি<sup>১০</sup> = ই, যথা—

ঋ ণ হইতে রি ণ (প্রা°)।

ঋ তে „ রি তে (পা°)।

ঋ ঙ „ \*রি ঙ, সি ঙ।

ঋ গা ল<sup>১১</sup> হইতে \*রি গা ল, সি গা ল (পা°), সি আ ল (প্রা°)।

(গ) ঋ = \*রু<sup>১০</sup> = উ, যথা—

রুং হ য় তি হইতে ক্র হে তি (পা°)।<sup>১২</sup>

রু ঙ „ \*ক্র ঙ্ ট, বু ঙ্ ট।

(ঘ) ঋ = \*রে = এ

বৃ হৎ ক ল হইতে \*ব্রে হৎ ক ল, বে হ প্ ফ ল (পা°)।

বৃ ঙ্ ট হইতে \*ব্রে ঙ্ ট, বে ঙ্ ট (প্রা°)।<sup>১৩</sup>

ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, পালি ও প্রাকৃত ভাষার দ্বারাও সমর্থিত হয় যে, ঋকারের পূর্বপ্রদর্শিত (§§ ৩, ৪) উচ্চারণসমূহ প্রচলিত ছিল।

§ ৮। এখন আমরা ঋকারের বস্তুত মূল উচ্চারণ কি ছিল এবং কিরূপেই বা তাহার উল্লিখিত পরিবর্তনগুলি হইল, দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রাতিশাখ্য ও শিফা-সমূহে ঋকারের উচ্চারণ লইয়া মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, (ঋ° প্রা°, ১৮, কানী° ৩৫ পৃ°; বা° প্রা°, ১, ৬৫) ইহার উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল (জিহ্বামূগীয়), এবং ইহা দেখানে হনু-মূল<sup>১৪</sup> দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২, ১৭) লিখিত হইয়াছে যে, ঋকার উচ্চারণ করিতে হইলে হনু-দ্বয় পরস্পর উপসংশ্লিষ্টতর হইবে, এবং জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা ব স্ব-নামক স্থানে আঘাত করিতে হইবে। আমরা টবর্ণ উচ্চারণ করিতে

১৪। কখনো কখনো আরোগেও ইহাই থাকে, র লুপ্ত হয় না।

১৫। ইহাই ইহার বৈদিক রূপ (শত. ১২.৫.২.৫), পরে শৃ গা ল হইয়াছে। এরূপ পরিবর্তন অনেক হইয়াছে, যথা,—বৈদিক ব সি ঙ্ ট, ঙ্ টা ল, ঋ ক র যথাক্রমে পরে ব শি ঙ্ ট, ঙ্ টা ল, শূ ক র।

১৬। এখানে ‘বৃং’ শব্দের শুদ্ধস্বাক্ষর হির রাধিবার মত ব্রূষ উচ্চারণকে দীর্ঘ করা হইয়াছে।

১৭। বো ট ও বি ট শব্দও হয় (চত্, ২.৫; হেমচন্দ্র, ৮.১.১৩৯; শুভচন্দ্র, ১.২.২৩; লক্ষ্মীধর, ১.২.৮৩; ধরকৃষ্ণ, ১.১০; ত্রিবিক্রম, ১.২.৮৬; ক্রমদীপক, ২.৬৭)। বে ট হইতে বাঙ্ লায় বে ট, বে ট। বৃ ঙ্ ট = \*ব্র ঙ্ ট (পালি), ইহা হইতে বাঙ্ লায় বা ট। প্রাকৃতচন্দ্রিকাচার (বড়ভাষাচন্দ্রিকা, ৩৫২ পৃ°) বো ট পদও বিদ্যাহেন, ইহা হইতে আনাধের (বো ট ক = বো ট অ =) বো টা হইয়াছে।

১৮। অর্থাৎ বিকৃত যুগের দুই পার্শ্বভাগ (“হনুশব্দ আতপার্শ্বভাগসম্বর্ততে”—বৈদিকভট্টরূপ-টীকা, তৈ°, প্রা°, ২. ১২)।

মুখ-বিবরের উপরিভাগে যে স্থানটা জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করি, সেই স্থান, ও দন্তমূল, এই উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশের নাম বর্ষ।<sup>১২</sup>

পাণিনি-সম্প্রদায় ও অন্তান্ত অনেক বলেন, এবং ইহা সাধারণত খুব প্রসিদ্ধ আছে, ঋকারের উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা, ইহা মূর্দ্ধন্ত—“স্বাসুর্দ্ধন্তা ঋটুরবাঃ” (পাণিনি-শিকা, ১৭)। মূর্দ্ধা বলিতে মুখ বিবরের উপরিভাগ (তৈ. প্রা. ২, ৩৭, বৈদিকাতরণ), যে স্থান হইতে টবর্ণ উচ্চারিত হয়।

§ ৯। পূর্বোক্ত মতের সহিত পাণিনি-সম্প্রদায়ের মতের খুব বেশী পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। তালু হইতে দস্তের দিকে ক্রমশ এই করণি স্থান আছে,—(১) তালু, (২) মূর্দ্ধা, (৩) বর্ষ, (৪) দন্তমূল ও (৫) দন্ত। পূর্বমতবাদীরা (১) তালু ও (৪) দন্তমূলের মধ্যবর্তী স্থানকে দুই ভাগে, অর্থাৎ (২) মূর্দ্ধা ও (৩) বর্ষ, এই দুই অংশে ভাগ করিয়া ইহাদের নিম্ন (৩) অংশে, আর পরমতবাদীরা ইহাদের উচ্চ (২) অংশে ঋকার উচ্চারিত হয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

§ ১০। প্রয়োজনবোধে প্রসঙ্গত আমরা এখানে রকারেরও উচ্চারণ আলোচনা করিয়া লইব। ঋকারের দ্বারা রকারেরও উচ্চারণ মূর্দ্ধা হইতে হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ; কিন্তু কাহারো কাহারো মতে ইহা দন্তমূলীয় (বাল. প্রা. ১, ৫৮; ঋ. প্রা. ১ম পটল, ৩৬ পৃ.; বাজবল্য-শিকা, শিকাসংগ্রহ, কানী. ৩৩ পৃ.); এবং ইহা উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা দন্তমূলের উপরিভাগে (দন্তমূলে নহে) আঘাত করিতে হয় (বাল. প্রা. ১, ৭৭)। পাঠকগণ এইরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঋকপ্রাতিশাখ্যে (১ম পটল, ৩৭ পৃ.) আবার উক্ত হইয়াছে যে, কাহারো কাহারো মতে রকারের উচ্চারণ-স্থান বৎস (বর্ষ ?), ইহা বাৎস্ত<sup>১৩</sup> বর্ণ। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যেরও (২. ৪১) ইহাই অভিমত মনে হয়। সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, রকার উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাঙ্গের মধ্য-স্থান দ্বারা দন্তমূলের ভিতরে উপরিভাগে আঘাত করিতে হয়।

§ ১১। তাহা হইলে রকারের উচ্চারণ তিন প্রকার দাঁড়াইতেছে,—(১) মূর্দ্ধার, (২) বর্ষ ও (৩) দন্তমূলে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত (৩) উচ্চারণটি ত্যাগ করিলে, ঋকারের সহিত ইহার উচ্চারণগত সাম্য আছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মতে ঋকার ও রকার উভয়ই মূর্দ্ধা বা বর্ষে উচ্চারিত হইয়া থাকে। মূর্দ্ধা, বর্ষ ও দন্তমূল, এই তিন স্থানে রকার উচ্চারণ করিয়া পাঠকেরা ঐ তিন রকারের পরস্পর ভেদ অবধারণ করিবার

১২। “বর্ষা নাম রেফ-টবর্ণ-স্থানগোমধ্যপ্রদেশঃ,”—বৈদিকাতরণ-টীকা (তৈ. প্রা. ২, ১৮); “বর্ষে’রু ইতি দন্তপঙ্ক্তকপরিটো’ উচ্চপ্রদেশে’,”—জিভাযন্ত্র-টীকা (ঐ)। তুলঃ—বৎস (বর্ষ) শব্দের দন্তমূলীয় উপরিটো’ উচ্চনঃ প্রদেশঃ,”—ঋ. প্রা. ১ম পটল, কানী, ৩৭ পৃষ্ঠা, উকট-ভাষ্য।

২০। বাৎস পাঠ বোধ হয় অশুদ্ধ, উকটের টীকা দেখিলে বোধ হয়, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২, ১৮) বর্ষ বলিতে বাহা বুঝায়, বৎস শব্দও এখানে তাহাই বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবা টীকা, ১২।

চেষ্টা করিতে পারেন ; কিন্তু বলা বাহুল্য, বিশেষ সাবধান না হইলে এইরূপ অতি সূক্ষ্ম ভেদের অবধারণ অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়িবে ।

§ ১২। এখন আবার একবার ঋকারকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক । ঋকার একটি স্বরবর্ণ এবং ইহা হ্রস্ব, অতএব ইহার এক মাত্রা । প্রাতিশাখ্যাকারগণ (বাক্ প্রা°, ১,৫২-৬১) এক একটি মাত্রাকে সময়ে সময়ে দুই ভাগে, বা চারি ভাগে, বা কখনো কখনো আট ভাগেও বিভক্ত করিয়া থাকেন ; ইহাদের যথাক্রমে নাম অর্দ্ধ মাত্রা (১), অণু মাত্রা (১/২), ও পর মাত্রা (১/৪) । ঋকারের বিচারে তাঁহারা ইহার ঐ এক মাত্রাকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া বলেন যে, ইহার আদিতে এক অণুমাত্রা (১/৪), অন্তে আর এক অণুমাত্রা (১/৪) এবং মধ্যে অর্দ্ধমাত্রা (১/২) ; এইরূপে মোট (১/৪ + ১/২ + ১/৪ = ১) এক মাত্রা হয় । ইহার মধ্যে মধ্যের অর্দ্ধমাত্রা হইতেছে রকারের (ব্যঞ্জন বলিয়া তাহার অর্দ্ধমাত্রা) । ঋকারের আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাভয়ের মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকার এরূপ সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এরূপ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আর পৃথক্ ভাবে গুণিতেই পাওয়া যায় না ( “ঋবর্ণে রেকলকারো সংশ্লিষ্টৌ অপ্রতিধরৌ এক বর্ণৌ” —বাক্ প্রা°, ৪,১৪৬) । ১১ এই রকার সাধারণ রকার হইতে হ্রস্বতর, অথবা সমানও হইতে পারে (ঋ° প্রা°, ৮,১৪ ; ঋঃ—অ° প্রা°, ১,৩৭, ৭১) । প্রাতিশাখ্যের এই বর্ণনায় বুঝা গেল, ঋকারের মধ্যে লঘুতর রকার আছে । ১২

§ ১৩। এখানে প্রশ্ন হয়, ঋকারের মধ্যবর্তী অর্দ্ধমাত্রা ত রকারের হইল, এখন অপর অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাভয় কাহার ? ইহার আপাতত একটা উত্তর দিতে পারা যায় যে, ইহারা আলোচ্য স্রেরেরই স্বকীয়, এই অর্দ্ধমাত্রাই (১/৪ + ১/৪) ঋকারের বিশেষত্ব, ইহাই ইহাকে স্বর বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছে । প্রাতিশাখ্যে (বাক্ প্রা°, ৪,১৪৬) উক্ত হইয়াছে যে, এই অণুমাত্রিক স্বর দুইটি কণ্ঠ্য ( “কণ্ঠ্যাণুমাত্রয়োর্মধ্যে...” ) । ভাল, এই কণ্ঠ্য স্বর কি ? অকার ভিন্ন কিছু নহে । প্রাতিশাখ্যে (বাক্ প্রা°, ১,৬২ ; ঋ° প্রা°, ১,৮, কালী° ৩৫ পৃ° ; বাজবল্যশিক্ষা, শি° স° ৩৩ পৃ° ) অবর্ণকেই কণ্ঠ্য বলা হইয়াছে । অতএব বলিতে হয়, রকারের আদিতে ও অন্তে অণুমাত্রিক অকার যোগ করিলেই ঋকারের ঠিক উচ্চারণ পাওয়া যায় । অকারের অণুমাত্রা কতটুকু সময়, তাহা ঠিক করা বড় শক্ত । প্রাতিশাখ্যবিদগণ স্বর তত্ত্বের স্থলে ( তৈত° প্রা° ২১,১৫ ) ইহা ব্যাখ্যা করিতে

২১। ঋটব্য—ক্রিভাষ্যরত্ন ও বৈদিকভাষণ ব্যাখ্যায় ( তৈ, প্রা, ২১,১৫ ) উদ্ধৃত বরুচি “ব্রহ্মোমধ্যে তবত্যা-মাত্রা রেকলকারোঃ”—বাজবল্যশিক্ষা, শিক্ষা-সংগ্রহ, ৩২ পৃ° । ঋকারে যেমন রকার, ঋকারেও সেইরূপ লকার, উভয়েরই এক নিয়ম ।

২২। প্রাতিশাখ্যের এই কথা অব্যবহার্য্য দ্বারা সমর্থিত হয় । সংস্কৃতের ঋ অব্যবহার্য্য বর্ণমালায় বহু দূরত্বই এরূপ, ইহা স্বরবর্ণের মধ্যে । এখানেও মধ্যে রকার রহিয়াছে । এই রকারের আদিতে ও অন্তে যে অকার রহিয়াছে, তাহা হ্রস্ব, ইংরাজী fed শব্দের e'র ভায় ইহা উচ্চারিত হয় । অব্যবহার্য্য একার তিনটি হ্রস্ব ( short ), দীর্ঘ ( long ) ও মধ্যম ( middle ) ; এ-রূপ হ্রস্ব ।

প্রিয়া বলেন যে, এই অণুমাত্রিক স্বর এত স্থল যে, ইহাকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিতে হয়। ২০ “ব র্ হিঃ” ( তৈ. স. ১, ৬, ৮ ), এখানে মধ্যবর্তী রকারের আদিত্যে ও অন্তে অণুমাত্রা করিয়া স্বর আছে ( বকার-স্থিত অকার এখানে গণ্য করা হইতেছে না )। এই রকারকে একবারে হকারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দ্রুতভাবে ( যেমন আমরা করি—ব হিঃ ) উচ্চারণ করিলে প্রাতিশাখ্যবিদগণের মতে তাহা ঠিক হয় না, রকার ও হকারের মধ্যে ঈষৎ একটু ব্যবধান দিতে হইবে। এইরূপে এখানে রকারের যে উচ্চারণ হয়, ঈকারেরও ঠিক সেই উচ্চারণ। ইহাই প্রাতিশাখ্যের অতিশ্রেষ্ঠ মনে হয় ( বাজ. প্রা. ৪, ১৭ ; তৈ. প্রা. ২১, ১৫, টীকা )।

§ ১৪। স্বরের অণুমাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয়, বোধ হয়, আমরা বর্তমান গোড়ীর ভাষা-সমূহ হইতে পাইতে পারি। ‘সে পথে আ স তে-আ স তে (= আসিতে-আদিত্যে) পড়ে গেল’, এখানে মনে হয়, মধ্যবর্তী সকারে অকারের একটু অতি সামান্য ধ্বনি মিলিয়া রহিয়াছে। যদি তাহা না থাকে, তবে আ স্তে-আ স্তে (= ধীরে-ধীরে) হয়। মে ব লা, বা ব লা, এখানেও বকারে ও দকারে একটু অকারের ধ্বনি আছে বোধ হয়, কেন না, মে ব্লা, বা দ্লা বলা হয় কি ৭২৪ যদি এই সকল স্থানে সত্য-সত্যই অকারধ্বনি পাওয়া যায়, তবে আমরা ইহাকে অণুমাত্রিক অকার বলিতে পারি। যাহাই হউক, অণুমাত্রিক অকারটা যে, ক্রুর, উল্লিখিত আলোচনার তাহার একটা অন্তত আভাসও পাওয়া যাইবে। এইরূপে আদি ও অন্তে অণুমাত্রিক অকার ও মধ্যে অর্ধমাত্রিক রকারের উচ্চারণে ঈকার উচ্চারিত হইত। অতএব উচ্চারণ হিসাবে তাহার রূপ ছিল অ-র্-অ।

§ ১৫। সকলেই শিকা-প্রাতিশাখ্য পড়িয়া, তাহাদের নির্দিষ্ট প্রণালী ঠিক-ঠাক অনুসরণ করিয়া নানা কারণেই উচ্চারণ করিতে পারে না। মানুষ চার নিজের ভাবটা প্রকাশ করিতে, তা সে যেভাবে যত সহজে পারে, তাহার বাগ্‌বন্ধ যেভাবে যতটুকু তাহাকে সহায়তা করিতে পারে, সে সেইরূপই করিয়া থাকে; ব্যাকরণের শত-সহস্র নিয়ম ইহাতে বাধা দিতে পারে না। তাই ঈকারের মূল উচ্চারণ কথ্য ভাষার এক-একটু ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কেহ-কেহ আদিত্য, কেহ-কেহ বা অন্তের অণুমাত্রিক অকারকে এরূপ করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যাহাতে যথাক্রমে অন্তের ও আদির অণুমাত্রিক অকার একবারে লুপ্ত হইয়া গেল, অর্থাৎ মূল অ-র্-অ কাহারো-কাহারো নিকটে অ-র্ (অ), এবং কাহারো-কাহারো নিকটে র্-অ (র) হইয়া পড়িল; যাহারা পূর্বের অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রা দিয়া ( অর্থাৎ পূর্ণ এক মাত্রার ) উচ্চারণ করিলেন, তাহাদের নিকট অ-র্ (অর্) হইল, আর যাহারা পরবর্তী অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রার

২৩। ইন্দ্রিয়বিষয়ে বোধসামগ্রিকভাৱে বৃত্তিঃ।

চতুর্ভির্গুণ্ডির্মাত্রাপরিমাপমিতি স্বতম্।

২৪। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে সমিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

(এক মাত্রার) উচ্চারণ করিতেন, তাঁহাদের নিকট ঋ-অ (র) হইল। মূলত ঋ হ্রস্ব স্বর বলিয়া একমাত্রিক, ইহার এই দুই রূপান্তরেও সেই এক মাত্রাই স্থির থাকিল, এবং কেবল তাহার আকৃতিটার পরিবর্তন হইয়া গেল। ঋকার এইরূপেই অন্ন ও র হইয়াছে মনে হয়।

§ ১৩। ঋকারের অন্ত্য পরিবর্তনও প্রধানত এইরূপেই হইয়াছে। উচ্চারণ-ভেদে পূর্কোক্ত অ-ঋ-অ, ইহাই ই-ঋ (ইর) ও ঋ-ই (রি), এবং উ-ঋ (উর) ও ঋ-উ (র) প্রভৃতি হইয়াছে। এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন পরিবর্তনের একটা যুক্তি আমাদের মনে এইরূপ হয়,—পূর্কে যেখান হইয়াছে, √ ক হইতে চি-কি-স-তি, চি কী ষ্টি, √ কৃ হইতে জি-হি-স-তি হইতে জি হী ষ্টি, √ কৃ হইতে কি র্টি; এই সকল স্থলে ঋকার ই ঋ হইয়াছে। আবার √ ক হইতে কি র্তে, √ কৃ হইতে জি র্তে, ইত্যাদি স্থলে তাহার রি হইয়াছে। এ স্থলে বলা যাইতে পারে,—

ঋকারের পর (ব্যবহিতই হউক বা অব্যবহিতই হউক) কোনো তালব্য বর্ণ থাকিলে আরই সেই ঋকার স্থানে ই ঋ অথবা রি হয়।

√ কৃ (= ক + অ-ঋ-অ) + অ + তি, এখানে শেষে তি-স্থিত ইকারকে উচ্চারণ করিবার জন্য উচ্চারণকের বাগ্‌ব্রত প্রথম হইতেই উত্তত হয়, যেমন কাহাকেও আশাত করিতে হইলে আমাদের হস্ত লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বেগে সেই দিকে ধাবিত হইবার জন্য উত্তত হইয়া পড়ে। এই হেতু ককারস্থিত ঋকারের, অর্থাৎ বাহা একই কথা, পূর্কোক্ত প্রকারে পরিবর্তিত রূপ অ-ঋ-এর কর্তব্য স্বর অকারকে ঠিক উচ্চারণ না করিয়া, উচ্চারণের বাগ্‌ব্রত (শেষের তালব্য ইকারে লক্ষ্য থাকার) তাহার স্থানে তালব্য স্বরই (অর্থাৎ ইকারই) উচ্চারণ করিয়া কলে। কি র্তে, জি র্তে এখানেও এই নিয়ম, √ কৃ + ব + তে, √ কৃ + ব + তে, এখানেও ঋকারের পর তালব্য বকার থাকার বাগ্‌ব্রত ইহা উচ্চারণ করিবার জন্য পূর্ক হইতেই প্রস্তুত হয় বলিয়া পূর্কবৎ ঋকারকে রি উচ্চারণ করিয়া কলে, অর্থাৎ ঋকারের পূর্ক-বর্ণিত স্বরভাগকে কর্তব্য পরিবর্তে তালব্য করিয়া কলে।

§ ১৭। ই ঋ ও রি ইহাদের ইকার একার হইলে (ঋত্বিনীর ও ণ বি ধি) এ ঋ ও রে হইয়া যায়, এবং উদাহৃত (§§ ৩, ৪) পদসমূহ হয়।

§ ১৮। ঋ-স্থানে উ ঋ অথবা কৃ হইবার নিয়ম সৰ্বদে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, পদের মধ্যে ঋকারের (ব্যবহিত বা অব্যবহিত) পরে বা কখনো কখনো পূর্কে কোনো ওষ্ঠ্য বর্ণ থাকিলে আর তাহার ঋরূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে।

২৫। ব্যঞ্জনের যদিও অর্ধমাত্রা, তথাপি স্বরসম্মিথানে ব্যঞ্জন স্বরেরই অঙ্গীভূত হইয়া যায়; তাহারই মাত্রার মধ্যে ইহাকে গণ্য করা হয়, অর্থাৎ স্বরেরই কাল, ইহার কাল; স্বর ও ব্যঞ্জনে মিলিয়া একটি কালমাত্রা হয়। যেমন ব ব ট, এ কালে বকারে একমাত্রা, এবং বকার ও টকারের একত্র এক মাত্রা—এই দুই মাত্রা। অবশ্য লঘু-ভঙ্গ-ভেদে এই মাত্রাযয়ের ভেদ আছে। এই শেষে শেষ বকার ও টকারের মধ্যে বকার অর্ধমাত্রা (½) + তাহার অকার এক মাত্রা (১) + এবং টকার অর্ধমাত্রা ½ (½), মোট দুই (২) মাত্রা, এরূপ হিসাব ভুল, এবং তাহা কেহ করে না। ব্যঞ্জন যে, স্বরেরই অঙ্গীভূত, এ সৰ্বদে প্রাতিশাখ্যে বহু কথা আছে (ঐ, প্রা, ২১, ২, ইত্যাদি)।

✓ ক+উ (+হি) হইতে কু ক, এখানে উ ওষ্ঠা বলিয়া তাহার উচ্চারণে বহুলক্ষ্য বাগবন্ধ ককার-উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই ওষ্ঠদ্বয়কে উপলিষ্ট করিয়া ফেলে ( ১৩০ প্রা., ২, ২৪ ), এবং তাহাতেই ঞকারের অর্থাৎ অ-র্ অ-এর পূর্বের ভাগ উ র্ হইয়া যায়। কিন্তু ক রো তি, এ স্থলে ✓ ক+উ+তি=( ইহার মধ্যবর্তী উকার ওকার হইয়া যাওয়ার ) ✓ ক+ও+তি, এই দ্বন্দ্ব ঞকার উর্ না হইয়া অর্-ই হয়; অর্থাৎ ও=অ+উ, ইহা কণ্ঠ ও ওষ্ঠ হইতে জাত; অ কণ্ঠা ও উ ওষ্ঠা; এই হেতু ঞকারের অব্যবহিত পরবর্তী হইতেছে ওকারের কণ্ঠা অংশ অকার; ইহারই প্রতি বাগবন্ধের প্রথম লক্ষ্য থাকায়, ঞকারের অর্থাৎ অ-র্-অ ইহার আদি অংশের, অণুমাত্রিক কণ্ঠা অকারের কোনো পরিবর্তন অনাবশ্যক হওয়ার কেবল তাহা একমাত্রিক হইয়া অর্ হইয়া যায়। ✓ ত্ হইতে ব্, ত্ ব্ তি, এখানেও ওষ্ঠা বর্ণভকারের সংসর্গে ঞকার উর্ হইয়াছে। পাণিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই ভিত্তিতে তাহার বিধান হইতেছে ( ৭, ১, ১০২ )—“উৎ ওষ্ঠাপূর্বস্ত।”

§ ১৯। বলা বাহুল্য, এ নিয়ম কয়টি অব্যতিচারী নহে। কিরূপে ঞকারের ঐ সকল পরিবর্তন হইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা এখানে তাহাদের উদ্দেশ্য। প্রথম-প্রথম হয় ত এই নিয়মেই স্বাভাবিক গতিতে ঞকার পরিবর্তন প্রাপ্ত হইত। কিন্তু পরে যখন ঐ অর্, ইর্, উর্ প্রভৃতি উচ্চারণ লোকের নিকট সহজ প্রথার মত হইয়া দাঁড়াইল, তখন বিশেষ-বিশেষ স্থানে এক-একটা বিশিষ্ট উচ্চারণ বহুল হইয়া পড়িল। যেমন আমরা বঙ্গদেশে ইহাকে একবারে রি করিয়া ফেলিয়াছি, অথবা যেমন তাহা উড়িষ্যায় একবারে ক হইয়া পড়িয়াছে,—যদিও উভয় স্থানে সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় ঞকারই লিখিত হইয়া থাকে। এইরূপেই, মনে হয়, মূল এক উচ্চারণের স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে।

§ ২০। ঞকারের আসল উচ্চারণটা মূল বৈদিক সংস্কৃতেই কিরূপ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত আলোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে। আরো বুঝা যাইবে যে, রকারই নানারূপে তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃতে কতক স্থানে উচ্চারণে না হউক, অন্তত আকারেও ( বর্ণেও ) ঞকারকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পালি-প্রাকৃতে তাহাকে আর মোটেই পাওয়া যায় না, রকারই তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পালি-প্রাকৃতের ব্যাকরণকারগণও বলিয়া গিয়াছেন যে, ঞকার তাহাতে নাই। ১৩০ এই ভিত্তিতে সিংহলী ১৭ ও বাঙলা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাতে আমরা তাহাকে খুঁজিয়া পাই না, যদিও সংস্কৃত শব্দগুলিতে লিখিয়া থাকি।

শ্রীনিখুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

২০। অগভ্রাণে কচিং ছই একটা পদে দেখা যায়, কু বা ( কুপা ), কু ব ( কুপ ), কু, চ, ৮, ১২, ৩০।

২১। ভারতের প্রাদেশিক আখ্য-ভাষানুসূত্রে তৎকালোক্ত সিংহলীকেও স্থান দিতে হইবে, ইহার পরস্পর প্রতি প্রতিষ্ঠাবে সম্বন্ধ।

## ‘ঋ’ সম্বন্ধে মন্তব্য

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের তৃতীয় স্তকের সপ্তম ঋকে যে ‘রুক্ষঃ’ শব্দটি আছে, উহা ‘বৃক্ষ’ শব্দের অপভ্রংশ নহে ; ছান্দসে কোথাও ঐ অপভ্রংশ পাওয়া যায় না। ‘ওষধীষু’ সপ্তমীতে আছে, আর ‘রুক্ষঃ’ প্রথমার পদে ‘অগ্নিঃ’ এই উহ কৰ্ত্তাকে সূচিত করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, ‘ওষধী’ শব্দের কাছাকাছি আছে বলিয়া ‘বৃক্ষ’ অর্থের সূচনা হয় না। ‘রুক্ষঃ’—অর্থ ‘দীপ্তঃ’ ; এই অর্থেরই অল্প পরিবর্তনে ঐ শব্দটি বাংলার প্রচলিত আছে ; আমাদের ‘রুক্ষ মেজাজে’ এই শব্দই ব্যবহৃত। ঋকটির প্রথম ছত্র, পদপাঠে ঠিক এইরূপ পাইবেন,—

নিবো ন যন্ত বিধতো নবীনোদ-

• বুধা রুক্ষ ওষধীষু নুনোৎ।

সূর্য্যের মত তেজ বা অগ্নি বিস্তারকারী বাহার (অগ্নির) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই প্রার্থিত ফল-বৰ্ধনকারী রুক্ষ অর্থাৎ দীপ্ত অগ্নি ওষধীগুলির মধ্যে (গাছ-পালা পোড়াইলে যে শব্দ হয়, সেই) শব্দ করেন। ইত্যাদি।

‘ঋ’ অক্ষরটির আদিম উচ্চারণ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্বে এই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ‘ভারতবর্ষের বর্ণমালা’ ও ‘ব্যাকরণের সন্ধি’ নামক প্রবন্ধ দুইটিতে অনেক কথা লিখিয়াছি। ‘অ’ স্বরের ‘আ’ যেমন একটা দীর্ঘ উচ্চারণ, তেমনই আবার ‘অ’ ও ‘আ’ উচ্চারণ যদি যুক্তভাবে দীর্ঘ করা যায়, তাহা হইলে যে ‘ই’ উচ্চারণ ফুটিয়া ওঠে, ইহা Helmholtz ও Koenig যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন ; ‘ব্যাকরণের সন্ধি’ প্রবন্ধেও ঐরূপ স্বর পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত দিয়াছি। দীর্ঘ ‘ঋ’, অ, ঞ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ ‘ঐ’রূপে ফুটিয়া ওঠে, ইহা ঠিক নহে ; উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়। বিদ্যুত ভাবে দৃষ্টান্ত দিবার সময় হইল না। ‘ঋ’ স্বরের বিকারে যেখানে যেখানে ‘উর্’ হয়, সেখানেই দেখিবেন যে, accented ‘উ’ ধ্বনি অক্ষরটির অব্যবহিত পূর্বে বা পরে যুক্ত আছে, এই স্বর সংযোগের ফলেই বিকার ঘটিয়া থাকে। অতএব ‘ব’ অক্ষরটির উচ্চারণ যে ‘উ-অ’, তাহা বলিতে হইবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার





## সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর

ক ক শব্দটি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে একটা কথা বলিয়া লইতে চাই যে, যদিও তর্কের খাতিরে মানিয়াই লইতে হয় যে, উহা ক ক হইতে হয় নাই, আলোচ্য স্থলে উহার উদাহরণ গ্রাহ্য নহে, তথাপি পাঠকগণ দেখিবেন, আমার সিদ্ধান্ত বিচলিত হয় নাই; অল্প উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ক ক শব্দটি ক ক হইতেই হইয়াছে কি না, তাহা এখনকার লোকের পক্ষে ঠিক করিয়া বলা শক্ত; তবে আমার মনে ধারণা হইতেছে, তাহাতে এখনো আমার মত পরিবর্তন করিবার কারণ দেখিতেছি না। আমি নিজেই উল্লেখ করিয়াছি, সারণ ক ক শব্দের অর্থ দীপ্ত করিয়াছেন। বিজয়বাবু সারণকেই অহুসরণ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিখিয়াছেন। তিনি মন্ত্রটির আলোচ্য অংশের পদপাঠ তুলিয়াছেন। মূলটিও তুলি দরকার,—

“দেবো ন বস্ত বিধতো নবীনোদ্

ব্রহ্ম ক ক ওবধীষু নুনোং।”

সারণ ও তদন্তসরণে বিজয়বাবু ক ক শব্দ এখানে প্রথমান্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, পদপাঠও তাঁহাদের অহুকুল; কিন্তু আমি ইহাকে সপ্তম্যন্ত ( ক ক ), এবং তাহাও আবার বহুবচনে ( বৃক্বেষু ) ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। তাহা হইলে এই দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ দাঁড়ায়—‘( কাম-) বর্ষণকারী ( অগ্নি ) বৃক্ষ ও ওবধি-সমূহে ( তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার সময় ) অভ্যস্ত গর্জনে করিতেছে।’ পদপাঠ যে সর্জজ অস্ত্রান্ত, তাহা নহে, স্থানে-স্থানে ইহাতেও ভ্রুটি আছে। বেদের অস্ত্রান্ত মন্ত্র পর্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, স্থানে-স্থানে পূর্বপদে পরপদের বিভক্তি-বচন যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করা দরকার, তাহাতেই অর্থ স্পষ্ট হয়, অথচ ব্যাখ্যাপদ্ধতির নিয়মতন্ত্র হয় না; এবং কেবল নবীন নহে, প্রাচীন ব্যাখ্যা-ভার্য্যও এইরূপ করিয়াছেন। একটা মন্ত তুলিয়া দেওয়া বাউক—

“অমগ্নে ব্রতপা অসি

দেব আ মর্ত্য্যম।” ঋগ্বেদ, ৮, ১১, ১।

পাঠকগণ পূর্বোক্ত “ক ক ওবধীষু” ইহার সহিত “দেব আ মর্ত্য্যম” ইহার রচনা তুলনা করিবেন। এখানকার পদপাঠ আশ্চর্য—

“দেব্যঃ ( প্রথমান্ত ) আ মর্ত্য্যম্ আ।”

সারণের ভাব্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—“হে অগ্নে, দেবো দ্যোতবানস্বঃ মর্ত্য্যম্ আ মন্তব্যো চ দেবেষু চ মথো ব্রতপা অসি। ব্রতানাং কর্মণাং রক্ষিতা ভবসি।” পাঠকগণ এখানে দেখিবেন, সারণ দে ব শব্দটিকে ছইবার ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, একবার প্রথমান্ত একবচন করিয়া, এবং অপর বার সপ্তমীর বহুবচন করিয়া; কিন্তু মূলে দেব-শব্দ একবার ষৈ

হইবার নাই। মূলে দুইটা আ শব্দ আছে, ইহার অর্থ সমুচ্চর, অর্থাৎ আ=চ। সারণ ইহা লক্ষ্য রাখিয়া “মহুয্যোষু চ দেবেষু চ” বলিতে বাধ্য হইরাছেন। (পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, দে ব পদে পরবর্তী ম র্ত্যে য় পদের সপ্তমীর বহুবচন বোগ করিতে হইয়াছে।) আবার পদপাঠে দে ব শব্দে প্রথমার একবচন থাকার “দে বো ভো ত মা নঃ” বলিয়াছেন। বস্তুত দে ব শব্দটিকে প্রথমান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা এখানে চলেনা, ইহা সমুচ্চারণিক দুইটি আ-শব্দই সুপষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। এই মন্ত্রটি বাজসনেয়িসংহিতাতেও (৪,১৬) উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে মহীধর দে ব শব্দকে প্রথমে প্রথমান্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নিজেই সন্দেহ না হইয়া পুনর্বার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“ববা আকারবহুং সমুচ্চরার্থং। দে বে ইতি সপ্তম্যন্তঃ পদম্। হে অগ্নে যং দেবে আ দেবেষু চ, মর্ত্যেষু আ মহুয্যোষু চ ব্রতণা অসীতি পূর্ববৎ।” \*

এরূপ মন্ত্র আরো তুলিতে পারা যায়, কিন্তু এখন আর বেশী তুলিয়া কাজ নাই। আমি বলিতে পারি, Roth, ভাণ্ডারকর প্রমুখ দেশী বিদেশী পণ্ডিতেরা আমার পক্ষে সম্মতি দিবেন।

“হান্স” ভাষার অন্তর্জ বদি ক ক না পাওয়া যায়, নাই-ই গেল, কিন্তু ঋগ্বেদের ভাষা ত ছান্স, এবং তাহাতেও ত প্রচুর প্রাকৃতভাব (Prākṛitiśam) পাওয়া যায়।

প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি একবাক্যে বলিতেছে—বৃ ক হইতে ক ক্ধ (=ক ক) হইয়াছে (হেমচন্দ্র, ৮,২,১২৭; বরহৃতি, ১,২; লক্ষ্মীধর, ১,৪,৭; সিংহরাজ, ৪,১; বার্কণ্ডের ১,৩৮)। এ কথা কি একবারেই অগ্রাহ করা যাইবে?

আদিহিত অন্তর্জ ব-কারের যে লোপ হয়, তাহার উদাহরণ দিয়াছি। বৈদিক ভাষাতে আরো প্রচুর উদাহরণ আছে। ষে (=তু+ঐ), তৈ, স, ১,৭,১,৪; ৬,২; ২,২,৪,৮; ইত্যাদি; বা ব (=তু+বাব), তৈ, স, ২,১,৫,৮; ইত্যাদি; অ ব তি যো (=অম্ব+ব তি যো) অথ, স, ১৫,১,৫৬। বাহুল্যতরে অধিক লিখিলাম না।

এই সব ভাবিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, আলোচ্য স্থলে ক ক শব্দ বৃক্ষে র ই অপভ্রংশ।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, ঋগ্বেদের ঐ বে ক ক (=দীপ্ত), তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত অর্থে বাঙলার “কক মেজাজ” ইত্যাদি স্থলে প্রযুক্ত হয়। দীপ্ত অর্থে (সারণের মতে) কক শব্দের প্রয়োগ ঐ এক উল্লিখিত মন্ত্র তির আর কোথাও পাওয়া যায় না। যে শব্দটি বিপুল সাহিত্যের মধ্যে একখানি মাত্র গ্রন্থের একটি মাত্র মন্ত্রে একবার মাত্র কোন একটি অর্থে প্রযুক্ত, এবং এই-রূপে নিত্য অপ্রসিদ্ধ ও অপ্রচলিত, তাহা হঠাৎ একবারে লাক দিয়া বক্তাবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা ত মনে করিতে পারি না,—বদি তাহার উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগ করা না হয়। ঋগ্বেদের ক ক আমাদের বাঙলার ঐ সকল স্থলে আসিয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে বিজয়বাবুকে প্রমাণ দিতে হইবে, কেবল প্রতিজ্ঞা করিলে চলিবে না।

\* এই মন্ত্রটি অথর্ববেদেও (১১, ৫১, ১) আছে, কিন্তু সারণ সেখানে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে এই একই মন্ত্রের সারণ-ভাষা দেখিলে বোধ হয়, তাহা এক লেখনীর দ্বারা

বৈদিক সংস্কৃত ( যত্রতাগে বহে, ত্রাঙ্গণতাগে ) রূ ক শব্দ আছে ( রূ ক নহে ) । ইহা √ রূ ক ( পারুষ্য ) হইতে হইয়াছে । ইহার অর্থ পরুষ, কর্কশ, শুষ্ক, অস্বিষ্ট, অচিকণ, ইত্যাদি । অমরে (৩,২২৫) লিখিত হইয়াছে—“রূকশ্বপ্রোচিকণে ।” এখান ‘রূ ক মেজাজ’, ‘রূ ক স্নান’, ‘রূ ক কথা’ ইত্যাদি স্থলে আলোচ্য শব্দটির অর্থ হুস্পষ্ট । ইহার ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদের রূ ক শব্দের সহিত যোগ অব্যবহাের কোন আবশ্যকতা দেখি না । সংস্কৃতের এই রূ ক শব্দই বাঙলায় ( মারাসিতেও ) কাহারো-কাহারো হাতে রূ ক, আবার কাহারো কাহারো নিকটে রূ ক্স পর্য্যন্ত হইয়াছে ( ম-আগম সম্বন্ধে তুলঃ—বৈদিক সংস্কৃত ম ক্স = লৌকিক সংস্কৃত মক্স ; ম য়ুর প কী = ম য়ুর পং কী = ম য়ুর প ক্ষী ) । প্রাকৃতিক রূ ক হইতে রূ ক্ খ হয় ; তাহা হইতে বাঙলা-প্রভৃতিতে রূ খা ইত্যাদি । অতএব বিজয়বাবুর লৌকিক রূ ক শব্দ আলোচনার তাঁহার নিজস্ব কোনোরূপে সম্বন্ধিত হইতেছে না ।

ঋ-সম্বন্ধে বিজয়বাবুর লিখিত নির্দিষ্ট প্রবন্ধ ছইটি আমি এখানো দেখিতে পাই নাই, দেখিয়া যদি আবশ্যক মনে করি, আমার প্রবন্ধকে কাটিব, ছাঁটিব, বাড়াইব বা একেবারে পরিবর্তিত করিব ।

Helmholtz ও Donders এর স্বরপরীক্ষার এবং Scott ও König এর Phonauto-graph এর কথামাত্র গুনিয়াছি, বিশেষ কিছুই জানি না । Helmholtz সাহেব না হয় দেখাইয়াছেন যে, ‘অ’ ও ‘আ’ উচ্চারণ যদি যুক্তভাবে দীর্ঘ করা যায়, তা হইলে ‘ই’ উচ্চারণ হুটিয়া উঠে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ঋকারতত্ত্ব বিচারের কি হইল, বিশেষ করিয়া খুলিয়া না বলিলে বিজয়বাবুর এই মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝা বাইতেছে না ।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, “দীর্ঘ ঋ, জ শ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ ঈরূপে হুটিয়া উঠে, ইহা ঠিক নহে ।” কেন ? জীর্ণ, শীর্ণ, এখানে ত স্পষ্টই দেখা বাইতেছে । তিনি বলেন, “উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয় ।” ইহার তাৎপর্য বুঝিলাম না । স্পষ্ট করিয়া লিখিলে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারা যায় । তাঁহার শেষ কয় পংক্তিও আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই বলিয়া এবার হাঁ-না কিছুই বলিতে পারিলাম না ।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

### রূক শব্দ সম্বন্ধে মন্তব্য

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ঋক শব্দ রূক অর্থে দেখিয়াছি । উক্ত ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকে চতুর্থ অঙ্কবাক্যে আছে :—“ঋকা বা ইয়ং অলোমকাসীং । সাকাময়ত । ওষধীতি-বনস্পতিভিঃ প্রজায়েরেতি ।” সারণ ব্যাখ্যা দিতেছেন—এই ( পৃথিবী ) [ পূর্বে ] অলোমকা ( ওষধীনি লোমরহিতা ) এবং ঋকা ( মার্দবরহিতা, জুয়া ) ছিলেন । [ তিনি কামনা করিলেন যে, ওষধি ও বনস্পতি দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব ] ” এখানে সারণমতে ঋক অর্থে স্পষ্টতই বৃহত্তারহিত—ক্রুর—রূক । ঋকার সম্বন্ধে আলোচনার প্রাসঙ্গিক হইতে পারে, বলিয়া এ কথার উল্লেখ করিলাম ।

পত্রিকাধ্যক্ষ ।



## মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি

বঙ্গের উজ্জল রত্ন, প্রাচীনতরঙ্গীরা রাণী ভবানীর নাম আগনাদের কাহারও অপরিচিত নহে। আমার জন্মভূমি আজিমগঞ্জ গ্রামের অতি সরিকটেই তাঁহার লীলাভূমি। কিছুকাল হইল, কয়েক দিবসের অবকাশ পাইয়া আমি তথায় গিয়াছিলাম। রাজপুতানা-নিবাসী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভট্ট নান্দরামস্বামী মহাশয় আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি শিলালিপির প্রতিলিপি কুলিতে সিদ্ধ-হস্ত। আবস্তকীয় জৈন লিপিসমূহের অল্পলিপি সমাধা হইবার পর বড়নগরের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভট্টজীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, উক্ত স্থান গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। অষ্টালিকাগুলির তন্মাবশেষ-চিহ্ন পর্য্যন্তও প্রায় বিলুপ্ত। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাণী ভবানীর বর্তমান বংশধর কুমার সতীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনি সরল ও অমায়িক ব্যবহারে আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়া জটনক কৰ্মচারীকে পথ-প্রদৰ্শকস্বরূপ আমাদিগের সঙ্গে দিলেন। অনেকগুলি তন্মাবশেষ প্রাচীন মন্দির পরিদর্শন করিলাম। কিন্তু কোন মন্দিরে কোন প্রকার শিলালিপি অথবা মন্দির-স্থাপনিতার নির্ণয় করিবার উপযোগী কোন নিদর্শন দৃষ্ট হইল না। কিন্তু দুইটি মন্দিরে প্রস্তরফলক উঠাইয়া লওয়ার চিহ্ন দৃষ্ট হইল এবং অল্প দুইটি মন্দিরে দুইখানি শিলালিপি আমাদের নরনগোচর হইল। সন্ধ্যা আগন্তপ্রায়; তথাপি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, একখানি মই সংগ্রহ করিয়া, ভট্টজি অতি কষ্টে তাহার ছাপ লইলেন। দ্বিতীয় মন্দিরেও ঐ প্রকারে ছাপ লওয়া হইল। গভীর বন, বসিবার স্থান মাত্র নাই, সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিবার শক্তি হ্রাস হইতেছিল। ভট্টজি মইখানির উপরে দাঁড়াইয়া ছাপ লইতে ব্যস্ত ছিলেন। আর আমি ক্লান্ত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যেই বসিয়া পড়িলাম। বাহা হউক, কার্য শেষ হইবামাত্র আমরা বাটী ফিরিলাম। পরদিন পুনরায় আমরা বহির্গত হইলাম এবং পূর্বদিন যেখানে প্রস্তর-লিপির ছাপ লইয়াছিলাম, তাহার অল্প দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আরও একখানি প্রস্তরলিপি দেখিতে পাইলাম। পরে উক্ত বড়নগর রাজবাড়ীর নিকটবর্তী গুপেশ-মন্দিরে একখানি প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হইল। অবশেষে তথাকার প্রসিদ্ধ গোপাল-মন্দিরের প্রস্তর-খণ্ডের ছাপ লওয়া হইল।

একশ্রেণে সেইগুলি পরিষদের সম্মুখে স্থাপন করিলাম। এইগুলি বহু দূর আমি পাঠ করিতে সমর্থ হইরাছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সকলগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। প্রথমটির তারিখ শকাব্দ ১৬৬৩, অর্থাৎ ১৭৫ বৎসর প্রাচীন। বিপ্র শ্রীরামনাথ গঙ্গাভীয়ে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পলাশীর যুদ্ধের ১৬ বৎসর পূর্বের। দ্বিতীয়টি ১৬৮৩ শক, ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্র শ্রীরামপ্রসাদ কর্তৃক শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন করে। ইহা পলাশীর যুদ্ধের কেবল মাত্র ৭ বৎসর পরে। তৃতীয়টির

তারিখ শক ১৭১৯, খৃষ্টাব্দ ১৭৯৭। ঐ সময়ে ত্রীলোচন নামক কোনও ব্যক্তি শিবের মন্দির স্থাপন করেন। ইহা ১২০ বৎসর প্রাচীন, কিন্তু সেই সময়ের ত্রীলোচন নামক কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। চতুর্থটি শক ১৬৯৪, খৃষ্টাব্দ ১৭৭২ সালের অর্থাৎ ১৪৪ বৎসরের প্রাচীন। “দয়্যাসিদ্ধ দয়্যারাম” কর্তৃক কোন শিবমন্দির স্থাপনের এই প্রস্তর-কলকটি এক্ষণে গণেশ-মন্দিরে বিদ্যমান। ইনি দিঘাপতিয়া-রাজবংশের আদি পুরুষ। পঞ্চমটি রাণী ভবানীর কল্পা শ্রীমতী তারা দেবীর গোপাল-মন্দির-সংলগ্ন প্রস্তর-লিপি। ইহার তারিখ শক ১৭০০, খৃষ্টাব্দ ১৭৭৮, অর্থাৎ ১৩৮ বৎসর প্রাচীন। ষষ্ঠ লিপিটির কোন তারিখ লেখা নাই। সপ্তমটি শক ১৭৬৯, খৃষ্টাব্দ ১৮৪৭ অর্থাৎ ৬৯ বৎসর পূর্বের।

## ১। শিব-মন্দির

শাকে রামর্জু কালজিতিপরিগণিতে জাহ্নবীতীর-  
দেশে কৈলাসাবাসপাদকরনমিতসুধাসিন্ধুচিন্তা-  
স্তরাজ্ঞা। বিপ্রঃ শ্রীরামনাথো মঠমতিশয়িতং রা-  
মনাথেশ্বরায় প্রাদাতুজ্ঞপতাকং পরং (পর) পদমতু  
লং লঙ্কাকামঃ শিবায় ॥ শকাব্দাঃ। ১৬৬৩

## ২। শিব-মন্দির

ওঁ শ্রীহরিঃ সন ১১৬৭ সাল  
শাকে রামগজাঙ্ঘ্রেন্দুমিতে সম্বৎসরে গতে  
উত্তরায়ণে নিতে পক্ষে বৈশাখে পূর্ণিমাতিথৌ  
শ্রীরামপ্রসাদেন বিজেন শঙ্করেশ্বরিণা  
রচয়িত্বা মঠং শৈবং ভক্ত্যা লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং

## ৩। শিব-মন্দির

১/৭ ওঁ শ্রীশিবঃ শরণং। রক্তকোণ্যাক্ষিচন্দ্রে শকপতি-  
গুণিতে হায়ণে চারুগেহে প্রাদাতু স্বর্গায় পিত্রোশ্রমিম-  
য়বিলসদীপ্যামানে ধরণ্যা(ং) স্বধূন্যাঃ ক্ষেত্রপূর্বাং বি-  
জ্ঞানবিবুধৈশ্রম্যমানে শিরায় শ্রীল ত্রীলোচনা-  
থ্যো নিজগুণবিদিতো নির্যলাজ্ঞা তুলীলঃ

## ৪। গণেশ-মন্দির

সপ্তদশশতে সংখ্যে  
শাকে ৮ রসবর্জিত  
দয়াসিদ্ধ দয়ারাম(ঃ)  
ভবায় ভবনং দদৌ

## ৫। শ্রীগোপাল-মন্দির

ঋত্মৈত্রশাকে শ্রী  
ভবানীভদ্রসম্বা  
নির্মমে শ্রীমতী.তার।  
শ্রীমদগোপালমন্দিরঃ

## ৬। শিব-মন্দিরঃ

ধরামরেন্দ্র বারেন্দ্র  
বদভূমীন্দ্রভামিনী  
নির্মমে শ্রীভবানী শ্রী  
ভবানীশ্বরমন্দিরঃ

## ৭। দেবীপুর-মন্দিরঃ

নবমগ্নিত্রমে শাকে  
রামরুদ্রশ্য কামিনী  
মন্দিরঃ মোহিনীশশ্য  
নির্মমে রামমোহিনী

## শ্রীপুরগাঁদ নাহার

১। এই মন্দিরের শিলালিপি একশে লোপ পাইরাছে। তবে পরস্পরার স্রুত হওয়া বার বে, এখানে এই লিপির অনুযায়ী শিলালিপি ছিল এবং এই বড়নগরে ও কাশীধামে রাণী ভবানী একইরূপ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া একই দিনে ও একই শুভকালে প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

২। দেবীপুর বড়নগরের অপর পারে অবস্থিত, কাঁকিনার কোল রামমহিষী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়া-  
ছিলেন।

মন্তব্য :—এই লিপিগুলির চিত্র পত্রিকায় মন্দিরে প্রেরিত হইবার পর মূল পাঠের সহিত শ্রীযুক্ত পুরগাঁদ বাবু কর্তৃক  
কৃত পাঠের ছই এক স্থানে সামান্য অসঙ্গতি ঘটিত হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়-এর  
পাঠ অনুসারে সংশোধিত করিয়া লিপির পাঠ মুদ্রিত হইল।—পত্রিকাধ্যক্ষ।









## আর্য্যভট

পৃথিবী স্থির, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্রূপ বিশ্বাসও করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধরূপ সত্য মত আর্য্যভট প্রচার করেন। তাঁহার মতে পৃথিবী সূর্য্যদেবকে পরিভ্রমণ করেন এবং স্বীয় মেরুমণ্ডকে অবলম্বন করিয়া আবর্তন করেন—তিনি অচলা নহেন; তিনি সচলা; পরন্তু সূর্য্যদেব ও আকাশমণ্ডলই অচল ও স্থির। তাঁহার মতে পৃথিবীর দুই গতিই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে। তাঁহার মত—

১। কৃত্তিকিণ্বৎখ্য ঐক্য। ১। গী।

[ সম্পূর্ণ ঐক্যটি হইতেছে—

সূর্য্যবিভাগঃ খ্যায় শশি চরশিগিণ্ডুতুল্ল কৃত্তিকিণ্বৎখ্য ঐক্য।

শশি চ কৃত্তিকিণ্বৎখ্য ঐক্যঃ কৃত্তিকিণ্বৎখ্য ঐক্যঃ।

[ এক যুগে—

সূর্য্যের ভগ্ন—৪,৩২,০০,০০,

কায়, খু = ২,০০,০০

যু = ৩০,০০,০০

যু = ৪০,০০,০০;

চন্দ্রের ভগ্ন—৫১,২৪,৩০,৩০

কায়, চ = ৩

= ৩৬

শি = ৩,০০

যি = ৩০,০০

যু = ৪০,০০,০০

যু = ১০,০০,০০

যু = ১০,০০,০০

যু = ৪০,০০,০০,০০;

কৃত্তিকিণ্বৎখ্য ভগ্ন—১৫,৮২,২০,১৫,০০, (পূর্ব্বাভিমুখে)

কায়, ডি = ৫,০০

শি = ১০,০০

যু = ২০,০০,০০

যু = ২০,০০,০০,০০

যু = ২,০০,০০,০০

যু = ৪০,০০,০০,০০;

শশির ভগ্ন—১৪,৩৫,০০

কায়, চ = ১৪,০০,০০

গীতিকার পৃথিবীর ভগণ উল্লেখকালে তিনি প্রথম মতের আভাস দিয়াছেন এবং গোলপানের মধ্যে উত্তর মতের বর্ণন উপলক্ষ্যে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন ।২

তি =	৫,০০
বি =	৩০,০০
ধ =	৫
ঘ =	৬০;

ভক্তির ভগণ—৩৬,৪২,২৪

কারণ, তি =	২,০০
বি =	৪০,০০
হ =	৬,০০,০০
সু =	৩০,০০ ০০
ভ =	২৪;

কুলের ভগণ—২,২২,৬৮,২৪

কারণ, ভ =	২৪
দি =	১৮,০০
লি =	৫১,০০
সু =	২,০০,০০
মু =	২০,০০,০০
খ =	২,০০,০০,০০;

ভুক্ত এবং বুধের ভগণ সূর্য্যের ভগণের সমান ।

—সংক্ষেপে বিবরণের সহিত—

(১) ক হইতে য পর্য্যন্ত বর্ণাক্রমে ১ হইতে ২৪; যথা, ক=১, খ=২, গ=৩, ঘ=১৮, ব=২৩, ভ=২৪, ম=২৫ ।

(২) ব=৩০, র=৪০, ল=৫০, য=৬০, শ=৭০, ষ=৮০, স=৯০, হ=১০০ ।

(৩) কোন অক্ষরের পর অকার থাকিলে, সেই অক্ষর নির্দেশিত সংখ্যাকে “একক” স্থানে লিখিতে হইবে ।

(৪) কিন্তু ই, উ, ঐ, ও, ঐ ও, ও যোগ থাকিলে সংখ্যার পরে বর্ণাক্রমে ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬টি শূন্য যোগ করিতে হইবে ।

(৫) এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ থাকিলে সেই সেই দীর্ঘ স্বরের নির্দেশিত সংখ্যা বৃদ্ধিতে হইবে ।

—ঈশ্বরেন্দ্রকুমার মল্লভদ্রার ]

২। অনুসোদনপতিমোহঃ পত্ন্যচলং কিলোদগং বদ্বিবৎ ।

অচলানি ভানি তদ্বৎ স্রপশ্চিৎপানি লভ্যায় । ১ । গো ।

[ নৌকাবিত্ত কোন ব্যক্তি সমুদ্র দিকে বাইতে বাইতে তীরহ অচল পদার্থসমূহকে যেমন পশ্চাদিকে চালিত দেখে, লভ্য অর্থাৎ অর্জিত কোন ব্যক্তিও সেইরূপ অচল আকাশমণ্ডলকে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে দেখে ।

উদয়াস্তমরনিমিত্তং নিত্যং প্রবহেৎ বায়ুনা ক্রিষ্টঃ ।

লভাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সপ্রহো জঘতি । ১০ । গো ।

—ঈশ্বরেন্দ্রকুমার মল্লভদ্রার ]

আর্যভট একখানি মাত্র কৃত্র জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তাহার নাম আর্যভটীয়। ইহাতে ১০টি গীতিকাছন্দ এবং ১১৩টি আখ্যা ছন্দ—মোট ১২৩টি শ্লোক আছে। কিন্তু ইহাতেই জ্যোতিষের বাবতীর জ্ঞাতব্য-বিষয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ রহিয়াছে। এরূপ কৃত্র আরতনৈক জ্ঞানরাশি পূর্ণ করা অসম্ভব প্রতিভার কার্য, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থকে জ্যোতিষগ্রন্থের রত্নস্বরূপ বলিলে অত্যাুক্তি হয় না।

আর্যভটীয় চারি ভাগ বা পাদে বিভক্ত। প্রথমটি গীতিকাপাদ। ইহাতে জ্যোতিষের সত্য সূত্রভাবে ১০টি গীতিকাছন্দে প্রণীত, কিন্তু শ্লোক ১০টি আছে। গ্রহগুলির ভগ্ন, তাহাদের পাত, উচ্চ, মহত্তর, কল, যুগিতির সময়, সূর্য-চন্দ্র গ্রহণের রাস, আকাশকক্ষ, মহাব্য ও বোলনের পরিমাণ ও জ্যোৎস্না কখন প্রভৃতি ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই কৃত্র গ্রন্থটি সচরাচর “দশগীতিকা” বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

আর্যভট বৃহৎ সূত্র সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্ত দশগীতিকার একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন—বর্ণমালার সাহায্যে তিনি তাঁহার অতীত সংস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। ব্যঞ্জন বর্ণমালার পাঁচটি বর্ণ আছে; তাহার প্রত্যেক পাঁচটি বর্ণ আছে; সুতরাং পাঁচটি বর্ণে ২৫টি বর্ণ হইল। তিনি যদি হইতে মাত্র পর্যন্ত বর্ণের ক্রমবধে ১ হইতে ২৫ সংখ্যা অর্থ বীকার করিয়াছেন। তারপর য হইতে হ পর্যন্ত বর্ণের ক্রমবধে ৩০ হইতে ১০০ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। স্বরবর্ণের কেবল ৫টি হ্রস্ব ও শেব চারিটি দীর্ঘ ধরিয়া এক, শত, দশসহস্র আদি শতভুগ বৃদ্ধিরূপে অর্থগ্রহণ করিয়াছেন। বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিতে ২ বরের উর্দ্ধে যাইতে হয় নাই।

দ্বিতীয় পাদটির নাম গণিতপাদ। ইহাতে গণিতের সূত্র স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। বৃত্ত ও ব্যাসের স্থূল অঙ্কপাত ২২ ও ৭ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহার সূত্র রূপ  $৩.১৪১৫৯২...$  ও ১ দ্বারা ইউক্লিডীয়গণন দ্বারা করিয়াছেন। আর্যভট এই গণিতপাদে সেই অঙ্কপাত ৩২৮০২ ও ২০০০০ দ্বারা প্রকাশিত করিয়াও লিখিয়াছেন যে, উহা সূত্র বটে, কিন্তু যথার্থের নিকটবর্তী।<sup>৩</sup> ইহার দ্বারাই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পূর্বে গণিতের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহা যে quadrature of circle এর অবতারণা বল, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তিনি এই গণিতপাদে ক্রমজ্যার অঙ্কপাতে ব্যাসার্ধের উল্লেখও করিয়াছেন; সুতরাং ব্যাসার্ধের পরিমাণ জ্ঞাত থাকিলে পরিধির বড়ংশের অর্থাৎ অবগত হওয়া

৩। চতুর্ভুজ শতমষ্টভুগং দ্বাঘটতথা সহস্রানাম।

অনুভবরবিকৃতভাস্যো বৃত্তপরিধাঃ। ১০। ৭।

[ দ্বারার ব্যাসের পরিমাণ ২০,০০০, এইরূপ বৃত্তের পরিধির অঙ্গুর পরিমাণ

=  $(৪ \div ১০০) \times ৮ + ৩২,০০০$

= ৩২৮০২।

—ঈদয়েগ্রহমার মনুসংগার]

বাইতে পারে।<sup>১</sup> তিনি গীতিকাপাদে লিখিত জ্যোতির আনয়ন করিবার প্রণালী এই গণিত-পাথে ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন। এই গণিত জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্ঞানিবার কল। ইহার দ্বারা ই আর্ঘ্যভট গ্রহগণের ব্যাসাদি নিরূপণ করিবার স্থল সহায়তা পাইয়াছিলেন।

কালক্রিয়াপাদে কালের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভাগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতেই আর্ঘ্যভট বীর জন্মসময় ও আর্ঘ্যভটীয় লিখনকালে তাঁহার বয়সক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ২৩ বৎসর জন্মসময়ের যুগের তিনটি পাদ এবং ৬০ বৎসরের ৬০টি গন্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সত্য, জ্যোতি, বাপার যুগরূপ তিনটি পাদ ও কলিরূপ পাদের ৩৬০০ বৎসর অতীত হইলে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল; সুতরাং তিনি যে কলির ৩৫৭৭ বৎসর অবধা ৩৯৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানা বাইতেছে।<sup>২</sup>

এই কালক্রিয়াপাদে তিনি গ্রহগণের ক্রম-অবস্থিতি দিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার মতে গ্রহগণ শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র এই অষ্টক্রমে শূভে অবস্থিত এবং ইহাদের সকলের নিয়ে পৃথিবী “মেধী” (খোঁটা)রূপে অন্তরিক্তে বিরাজমান।<sup>৩</sup> ইহার পূর্ক আখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন যে, চন্দ্র সকলের অধঃস্থ হওয়ার তাহার বঙলপূর্তিও অন্ন সময়ে সম্পাদিত হয় এবং শনি দূরস্থ হওয়ার তাহার বঙল পূরণ করিতে দীর্ঘ সময় লাগে।

১। পরিষৎ বক্তৃতাবল্যাবিকর্ষনে সা তুল্যা। ১। গ।

[ পরিধির ছয় ভাগের আ (=chord) ব্যাসার্ধের তুল্য ]

ব্যাসার্ধিক এবং বৃত্তমিত্তিক মতে circular measure ৩১৪১ কলা অর্থাৎ ৫৭.৩ অংশ। ইউরোপীয় মতে ৫৭.২৬৫৭৮।

২। বটাবানার বটবিধা ব্যতীত অন্যান্য যুগপাদাঃ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদগণের মত অনুসরণক্রমেঃ। ১০। ক।

[ গীতিকাপাদের তৃতীয় (তাঃ কার্ণের সংকরণ অনুসারে) মোটক আর্ঘ্যভট বলিয়াছেন; ব্রহ্মার একদিন = ১০ মন, ১ মন = ৭২ যুগ (অর্থাৎ চতুর্থাংশ); আর্ঘ্যভটের মতে সত্য, জ্যোতি, বাপার এবং কলি, এই চতুর্থাংশ এক এক পাদ (চতুর্থাংশ) মাত্র। আর্ঘ্যভটের মতে কল্যাদি হইতে ছয় মন গন্ত হইয়াছে; সপ্তম মন্থর সপ্ত-বিশতি যুগ অতীত হইয়াছে। অষ্টাবিশতি যুগের তিন যুগ-পাদ গন্ত হইয়াছে। আর্ঘ্যভট এই মোটক বলিতেছেন (সপ্তম মন্থরে অষ্টাবিশতি যুগে) “চতুর্থাংশ যুগপাদের (অর্থাৎ কলিযুগের) ৩৬০০ দিন হাজার ছয় শত বৎসর গন্ত হইলে আবার জন্ম সময় হইতে ২৩ বৎসর মাত্র গন্ত হইয়াছে”; অর্থাৎ বর্তমান কলিযুগের ৩৬০০ বৎসর গন্ত হইলে আর্ঘ্যভটের বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছে। ইহাই তাঁহার গ্রহগণন-কাল।

—ঈশ্বরেন্দ্রকৃষ্ণার মন্তব্যঃ]

৩। ভাবনামঃ শৈলেন্দ্রহরশঙ্কর-ভোমার্কশঙ্করবৃন্দাঃ।

ভেদাময়ন্ত ত্বিমেষদীভূতা ধর্মদ্বাঃ। ১০। ক।

[ নক্ষত্রমণ্ডলের নীচে বসাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র নিম্ন নিম্ন কক্ষায় অবস্থিত। সকলের নীচে পৃথিবী কেন আকাশমধ্যে মেধী—(বলমধ্যে হিত, বাতমধ্য বলাবদ্য কবি বক্তব্য হাশিত স্থল মন্থ) রূপে অবস্থিত। এই মোটক মতকে অনেক কথা বলিবার আছে।

—ঈশ্বরেন্দ্রকৃষ্ণার মন্তব্যঃ]

এইরূপে গ্রহগণের ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অঙ্গ দীর্ঘ মণ্ডল দ্বারা নিরূপণ করিবে।' এরূপ লিখন সম্বন্ধে টীকাকার বাহ্যাকাট করিয়া লিখিয়াছেন যে, আর্যভট পৃথিবীর স্বর্ষ্যপরিভ্রমণ-ভ্রমণ-মতের নিরাকরণ করিতেছেন। এ স্থলে আর্যভটের তাব বে অস্তরূপ, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। এখানে স্বর্ষ্যদেবই “মেধ” এবং পৃথিবীই গ্রহস্থলে তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। কারণ, ইহা না ধরিলে তাঁহার পূর্বাংশের লিখনের পরস্পর বিরোধ হয়—কোন ধীর ব্যক্তি তাহা করেন না। অপিচ তিনি সর্বত্রই পৃথিবীকে গ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ শব্দদ্বারা তাহার স্বর্ষ্যপরিভ্রমণ সূচিত করিয়াছেন। বথা—(ক) দশগীতার পার্থক্য ভগ্নরে ভূগ্রহের ও অস্ত্র-গ্রহের ভ্রমণ জ্ঞাত হইয়া পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। (খ) গ্রহের পরম অপক্রম ২৪ অংশ।<sup>১</sup> অপক্রমকে obliquity of the ecliptic বলে। (গ) গীতিকাপাদের এই নিম্ন গীতিকার দ্বারাও স্বর্ষ্যের স্থিরতা ও পৃথিবীর পরিভ্রমণ বোঝনে প্রকাশিত হইতেছে। বথা,—

১। মণ্ডলময়মণ্ডল কালেনায়েন পুরয়তি চন্দ্রঃ।

উপরিষ্ঠাৎ সর্কেবাং মহচ্চ মহতী শনৈশ্চাৱী ১৩। ক।।

[ সকলের নিয়ে থাকিতে চন্দ্রমণ্ডলের পরিধি সর্কাপেক্ষা অঙ্গ এবং সেই জন্ত চন্দ্র সর্কাপেক্ষা অঙ্গ সময়ের নিম্ন মণ্ডল পূরণ করেন। সকলের উপরে থাকিতে শনিকাকার পরিধি সর্কাপেক্ষা অধিক, সেই জন্ত মণ্ডল পূরণ করিতেও তাঁহার সর্কাপেক্ষা অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

—ঈশ্বরভট্টকুমার সমুদ্রদার]

অন্যে হি মণ্ডলেহমা মহতি মহান্তশ্চ রাণরো জেরাঃ।

অশাঃ কলাত্তথৈবং বিভাগতুল্যাঃ শব্দকাহ ১৪। ক।।

[ অঙ্গ মণ্ডলে রাশি, অংশ কলাদির যোজন পরিমাণ অঙ্গ বৃদ্ধিতে হইবে। সেইরূপ মণ্ডল বৃহৎ হইলে তাহাতে রাশ্যদির যোজন পরিমাণ অধিক বৃদ্ধিতে হইবে।

রাশি—যে কোন বৃত্ত-পরিধির ১২ ভাগের এক ভাগ।

অংশ—যে কোন রাশির ৬০ ভাগের এক ভাগ, ইত্যাদি।

অতএব বৃত্ত-পরিধির যোজন পরিমাণ অনুসারে রাশ্যদির যোজন পরিমাণেরও অঙ্গাধিক হইবে।

—ঈশ্বরভট্টকুমার সমুদ্রদার]

দশগীতিকানুস্মিতং ভূগ্রহচরিতং ভগ্নরে জাছা।

গ্রহভ্রমণপরিভ্রমণং স বাতি ভিহা পরং ব্রহ্ম ১১। গী।

ভগ্নরে ভূ-রূপ-গ্রহের চরিত (অর্থাৎ ভ্রমণ) বাহাতে জানা যায়, এইরূপ দশগীতিকানুস্মিত সম্বন্ধে জানা জন্মিলে গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ স্থির করিতে পারিলে পরং ব্রহ্ম লাভ হয়।

২। ভাঃপক্রমো গ্রহাশাঃ

\* \* \* ১৩। গী।

[ চন্দ্রের অনুরোধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, ভাঃপক্রম ভ (—২৪) অংশ। গ্রহের পরম অপক্রম মাত্র ২৪ অংশ, এই গ্রহ অর্থে স্বর্ষ্য। কারণ, পরে অন্ত্যস্ত গ্রহের বিশেষ উল্লেখ আছে। বটিকা মণ্ডল এবং অপক্রম মণ্ডলের অন্তরাল ২৪ অংশ। Obliquity of the Ecliptic=24 degrees.

—[ঈশ্বরভট্টকুমার সমুদ্রদার]

স্বর্ষ্যসিদ্ধান্ত মতেও ইহা ২৪ অংশ, জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মহামহাশয় সার সময় উছা ২৩ অংশ ২৮ কলা স্থির করেন। অধুনা হিউরোগ্রাফারগণের মতে উছা ২৩।২৫।



প্রাণেনৈতি কলাঃ ভং যুগাংশে। গ্রহজবো ভবাংশেহর্কঃ ॥ ৪ ॥ পী ।

নক্ষত্র প্রাণ সময়ে এক কলা গমন করে। গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর গতি আকাশকক্ষার যুগাংশ অর্থাৎ ৪০২০০০০ অংশ। এই আকাশ-কক্ষার বস্তু অংশে সূর্য্যদেব অবস্থিত। (৮) গোলপাদের ৯১০ আর্ঘ্যার দ্বারা আর্ঘ্যভট পৃথিবীর গ্রহ সম্বন্ধে যত গোল বা সন্দেহের নিরসন করিয়া ভূত্বমবাদের বিশেষরূপে স্থাপনা করিয়া দিয়াছেন। বধা,—

অতুলোমগতিনৌহঃ পশ্চাত্যচলং বিলোমগং বদ্ববং ।

অচলানি ভানি তদ্ববং সমপশ্চিমগানি লক্ষ্যায়ং ॥ ৯ ॥ গো ।

উদরাত্মমরনিমিত্তং নিত্যং প্রবহেৎ বায়ুনা ক্লিষ্টঃ ।

লক্ষ্যসমপশ্চিমগো ভপজরঃ সগ্রহৌ ভ্রমতি ॥ ১০ ॥ গো ।

নৌকাস্থ ব্যক্তি যেমন অগ্রে অগ্রসর হইলেও পৃথিবীকে পশ্চাত্যগামিনী দেখিয়া থাকে, সেইরূপ অচল নক্ষত্ররাশি পৃথিবীর পূর্বদিকে গতির দ্বারা তাহা লক্ষ্য ঠিক পশ্চিমগামী বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রবহ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী পূর্বাভিমুখে আবর্তন করিয়া গ্রহ ও তারাগণের উদরাত্মের কারণ হইতেছে (৭)। তাই আকাশমণ্ডল লক্ষ্য ঠিক পশ্চিমে ভ্রমণশীল দৃষ্ট হইয়া থাকে (৭)।

এ স্থলের “সগ্রহ” শব্দটির প্রতি মনোনিবেশ করিলে আর্ঘ্যভটের ভাবে কোন সন্দেহ থাকিবে না। গ্রহ শব্দদ্বারা অস্ত্র গ্রহ বুঝাইতে পারে না। কারণ, সেগুলি ত ভপজর বা আকাশ-মণ্ডলেরই অন্তর্গত। সূত্ররূপে পারিশেষ্য গ্রহশব্দ দ্বারা পৃথিবীই বুঝাইতেছে।

আর্ঘ্যভটের অব্যবহিত পরবর্তী প্রতিষন্দী বিখ্যাত বরাহমিহির। ইনি একজন প্রধান জ্যোতিষী। ইঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাঁহার গণিত-জ্যোতিষ। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতা ইঁহার ফলিতজ্যোতিষ। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ইনি আর্ঘ্যভটের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার চন্দ্রগ্রহণ গণিতের দোষ প্রদর্শন ও অস্ত্র বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন। জ্যৈলোক্যসংস্থান নামক জ্যোতিষ অধ্যায়ে তিনি আর্ঘ্যভটের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সূর্য্যগণিত ও আবর্তনরূপ পৃথিবীর উত্তর গতির নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বধা,—

ভ্রমতি ভ্রমস্থিভেব ক্ষিত্তিরিত্যপরে বদন্তি নোড়ুগুণঃ ।

বভেবং স্ত্রেনাত্তাঃ ন স্যাৎ পুনঃ স্থনিলয়সুপেভুঃ ॥ ৬

অস্ত্রচ ভবেদভ্রমেরূপা ভ্রমরংহসা ধ্বজাদীনায় ।

নিত্যং পশ্চাত্য প্রেরণমখ্যায়গা ত্র্যং কথং ভ্রমতি ॥ ৭

এ স্থলে যে ভ্রম অনিবার্য, বরাহমিহিরও তাহাই করিয়াছেন। কালক্রিয়াপানে আর্ঘ্যভট পৃথিবীকে “মেধী”রূপ বলিয়া পূর্বাণর বিচার না করিয়া বরাহমিহির তাহাই ধরিয়া মত খণ্ডন করিতেছেন। মেধী বলিলে গণিতের যে কল হর, কৃতকার-চক্রের মধ্যস্থিত বৃৎপিণ্ড

বলিলেও গণিতের সেই কলই দাঁড়ায়। স্তত্রাং বরাহ বলিলেন, কেহ কেহ বলেন—ভার্য্যগণ ভ্রমণ করে না, চক্রমধ্যস্থিত পৃথিবী ঘুরিতেছে। তাহা যদি হয়, পক্ষিগণ নিজ নিজ আবাস-স্থানে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিবে না, ইহা হইল সূর্য্যপরিত ভ্রমণের খণ্ডন (?)। আবর্তন-মত স্বীকার করিলে, পৃথিবীর প্রাত্যহিক ভ্রমণবেগপ্রযুক্ত যে বায়ু উত্তীর্ণ হয়, তাহার আঘাতে পৃথিবী প্রতিহত হইয়া বন্দগামিনী হইবে এবং পতাকাগুলি সর্বদাই পশ্চাৎগামী হুই হইবে। এক্ষণে বলা হয় না, তখন পৃথিবীর আবর্তনও অসিদ্ধ। বরাহের এই বৃত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর।

ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রায় ১২৯ বৎসর পরে তাঁহার ব্রহ্মসুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার খণ্ডনযুক্তি সারগর্ভ হইলেও তাহা সত্যের সম্বন্ধে স্থির থাকিতে পারে না। বলা,—

প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্ষদি তর্হি কুতো ব্রহ্মেৎ কমধ্যানং ।

আবর্তমানসূর্য্যাস্তের পতন্তি সমুচ্ছ্রা কস্মাৎ ॥ ১৭ ॥ তত্ত্বপরীক্ষাধার।

ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর সূর্য্যপরিত গতির স্বরূপ না জানিয়া নক্ষত্রের গ্রাণ সময়ে কলাপরিমিত গতির স্বীকার করিয়া, তাহাই পৃথিবীর প্রতি আরোপ করিয়াছেন। বাস্তবিক পৃথিবীর আবর্তন-গতির পরিমাণও তাই। তার পরেই তিনি বলিতেছেন, পৃথিবী বার কোথায়? পথই বা কৈ? আর পৃথিবীর আবর্তন স্বীকার করিলে অট্টালিকা আদি উচ্চ বস্তুগুলি পড়িয়া যায় না কেন?

ইহাদের পরে লল ও শ্রীগতিও বরাহের অমুরূপ বৃত্তির দ্বারা আর্য্যভটের মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

বর্তমান সময়ে জ্যোতির্বিদগণ জ্যোতিষের পরিভাষা বৈরূপ বুঝিয়া থাকেন, আর্য্যভট কোন কোন স্থলে তাহার বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। বলা,—(১) আর্য্যভট ‘যুগ’ শব্দে মহাযুগ অথবা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই যুগটুটুয়ের সমষ্টি বুঝিয়াছেন এবং প্রত্যেক যুগকে যুগপাদ বলিয়াছেন; মহাযুগ পরিভাষা প্রথম সূর্য্যসিদ্ধান্তে দৃষ্ট হয়। (২) তিনি দশগীতিকার ৭২ যুগে মহন্তর ধরিয়াছেন এবং কালক্রিয়াপাদে ১০০০ যুগ-পরিমিত কালকে গ্রহ-সামান্তযুগ বলিয়াছেন এবং ১০০৮ যুগকে ব্রহ্মার দিন বলিয়াছেন। ইহা মহাসংহিতার ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মত।

১। যুগবিভাগঃ যুগ ১। গী। অর্থাৎ মহাযুগ বা ৪৩২০০০০ বৎসরে রবির ভ্রমণ দু—২০০০০ যু—৩০০০০ যু—৪০০০০০ এই সংখ্যার সমষ্টি ৪৩২০০০০ হইল। তাঁহার লক্ষ্যবোধ আর্য্য্য ভট্টব্য।

২০। দিব্যং বর্ষসংখ্যং গ্রহসামান্তং যুগং দিবট্ কণ্ডগং ।

অষ্টোত্তরং সহস্রং ব্রাহ্মো দিবসো গ্রহযুগান্নাং ॥ ৮। কা।

[ আর্য্যভট পূর্বে বলিয়াছেন, ১ রবি বর্ষ=১ মহাব্যের বর্ষ, ৩০ মহাব্য বর্ষ=১ পিত্র্য বর্ষ, ১২ পিত্র্য বর্ষ=১ দিব্য বর্ষ। এখানে বলিতেছেন—১২০০ দিব্য বর্ষ=১ গ্রহ সামান্ত যুগ (যখন সকল গ্রহ সমত্রে কিরিয়া আসে), ১০০৮ গ্রহযুগ=১ ব্রাহ্ম দিবস।

আর্য্যভট্টের মতে বুধবার মেঘ রাশির আধিতে সত্যযুগের প্রভৃতি হয়, বৃহস্পতিবারে ঘাপরের শেষ হয় এবং বৃষ্টির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে গমন করেন<sup>১১</sup>। ইহাই সর্ববাদিসম্মত মত ও বিশ্বাস। বরাহমিহির কিন্তু ইহার বিপরীত মত বৃহৎসংহিতার লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যখন বৃষ্টির পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন, তখন সপ্তর্ষি মণা নক্ষত্রে ছিলেন। বৃষ্টিরের রাজ্যকালের শকাব্দপূর্ব ২৫২৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে<sup>১২</sup>। ইহা জ্যোতিষী গর্গ মুনির মত। কিন্তু তিনি মুনিগণের উক্ত নক্ষত্রে অবস্থিতি ঘাপরান্তে ও কলির আরম্ভে দিয়াছেন।

আর্য্যভট্ট কলি-অবধি ব্যবহৃত করিয়াছেন; সম্ভবতঃ তখনও তাঁহার অধাবিত প্রদেশে শকাব্দের প্রচলন হয় নাই। বরাহ পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ৪২৭ শকাব্দকে করণাব্দ স্বীকার করিয়া তাঁহার গ্রহসূচী আদি গণনা করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম-বৎসর। বৃহৎসংহিতার শকাব্দ কালের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তে চাতুরী করিয়া উহা উল্লিখিত করেন নাই; যেহেতু উহার দ্বারা তিনি আর্য্যভট্টের সত্য যুগেরের প্রমাণ পাইয়াছিলেন। কারণ, উহা সূর্য্যপ্রোক্ত গ্রহ; স্তত্রায় মহুয্যোক্তি হইতে পরীক্ষান্। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণির বাসনা ভাষ্যে বেক্রম শব্দভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বোধ হয়, তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তকে বরাহ-রচিত বলিয়াই জানিতেন (?); কিন্তু সমাজ-শাসনে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাস্যে তাহা আনয়ন করিতে সংকুচিত হইতেন। কারণ, তিনি শিরোমণিতে অন্ননগতির পরিধিবৎ মত মঞ্জুলাদির লিখন হইতে প্রকাশ করিয়াছেন—সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখিত অন্ননগতের দোহল্ল্যমানতা মত গ্রহণ করেন নাই; অপিচ বাসনা ভাষ্যে আগম বা বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের পরিধিবৎ ভাবই উপভূত করিয়াছেন।

কাহো বনবো চ মহুযুগ শব্দ গতান্তে চ মহুযুগ হনো চ।

করাদেবুগপাদা গ চ গুরু দিবসান্তি ভারতায় পূর্ব্বং ১৩। পী।

[ ১ ব্রাহ্ম দিবস—১৫ মহুযুগ বা মন্বন্তর,

১ মন্বন্তর — ৭২ যুগ,

১ যুগ — সত্য, ত্রেতা, ঘাপর ও কলিরূপ ৪ পাদ।

কল্পাদি হইতে বৃষ্টিরাদির মহাপ্রস্থানের গুরুবারের পূর্ব্ব ৬ মহু, ২৭ যুগ, তিন পাদ গত হইয়াছে। অর্থাৎ বৃষ্টিরাদির মহাপ্রস্থানের দিন গুরুবার হইতে কলিযুগপাদ আরম্ভ।

—ঈশ্বরেন্দ্রকুমার মল্লমহার]

১১। গুরুদিবসান্তি ভারতায় পূর্ব্বং ১৩। পী।

\* \* \*  
\* ব্রাহ্মজ্যোতিষশাস্ত্র লকারায় ২। পী।

[ লকার বুধবারে মেঘ রাশিতে সূর্য্যোদয় হইতে কল্পারম্ভ। ]

১২। আসন্ মন্বন্তর যুগঃ শাসতি পৃথ্বীং বৃষ্টির যুগতো।

মজ্জিকপকবিসৃতঃ শকাব্দগতঃ রাজ্যতঃ।

১৩। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবলয়ঃ সংপাতঃ কালিপাতঃ ত্রায়।

ভক্তগণা সৌরোক্তা ব্যতা অমৃতজয়ং কয়ে।

বরাহের একুশ চাতুরী সম্বন্ধে আর্যভটের সত্য প্রায় ৬০০ বৎসর পর্যন্ত অপ্রতিহত-প্রতাপ ছিল। ভোজরাজ ও পূরণকারণের সময় হইতে প্রাচীন ব্রাহ্ম মত পুনঃ বলীয়ান হয় এবং আর্যভটের গ্রন্থের পঠন-পাঠন রহিত হয়। ভোজরাজের পূর্বে ব্রহ্ম-কুটসিদ্ধান্তের প্রতিভাযা টীকাকার চতুর্বেদাচার্য পৃথ্বকস্বামী ব্রহ্মগুপ্তের মত খণ্ডন করিয়া আর্যভটের মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন<sup>১০</sup>। আর্যভটের প্রাচীন টীকাকার স্বর্গদেব বজ্রাভট-প্রকাশিকা লেখেন। তাহাতে আচার্য্যের মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ইনি জনৈক জ্যোতিষী। ইনিও ভোজরাজের পূর্বে-প্রাহুভূত হন। ইহার গ্রন্থেরও প্রচার স্থগিত হইয়াছে; তাহার স্থলে ভাস্করের প্রায় ২০০ শত বৎসর পরবর্তী পরমাদীশ্বরের রচিত ব্রাহ্মমত-সম্বলিত ভটদীপিকা প্রয়োজিত হইয়াছে।

আর্যভট পৃথিবীর ব্যাস ১০৫০ যোজন লিখিয়াছেন—স্বর্গসিদ্ধান্তমতে উহা ১৬০০, ভাস্ক-রের মতে উহা ১৫৮১ $\frac{১}{২}$  যোজন। আর্যভটের যোজনের পরিমাণ ৩২০০০ হস্ত, মনুয্যের উচ্চতা ৪ হাত, হস্তের পরিমাণ ২৪ অঙ্গুলি।

আর্যভটের ধর্মবিশ্বাস উদার ছিল। তিনি সনাতন আর্যধর্মের সকল দেবতার প্রতিই ভক্তিবিনয় ও বিশ্বাসবান ছিলেন। তবে ঋষিগণের জ্ঞান তাঁহার চরম লক্ষ্য পরমব্রহ্মই ছিলেন। দশগীতিকার প্রারম্ভে তিনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ও সকল দেবতাকে নমস্কার করিয়া গ্রহরাজ করিয়াছেন এবং শেষে তাহার কলক্রতিতে পাঠকের প্রতি মোক্ষপ্রাপ্তির আশীর্বাদ করিয়াছেন। গণিতপাদ্যের প্রারম্ভে ব্রহ্ম ও গ্রহগণকে নমস্কার করিয়া সত্য জ্ঞানের বর্ণন করিয়াছেন এবং গোলপাদ্যের শেষে তাঁহার গ্রন্থের পরিপন্থীর প্রতি আয়ু ও বশের লোপকারী বলিয়া অভিশাপ করিয়াছেন। কারণ, তিনি লিখিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ সনাতন ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তেরই প্রতিরূপ<sup>১১</sup>। ইহার দ্বারা তিনি যে বেদমধ্যস্থ বেদাদ জ্যোতিষের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, বেদই ব্রহ্ম, তন্মধ্যস্থ জ্যোতিষই সিদ্ধান্ত।<sup>১২</sup>

### কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

অরনজনং বহুতং যুগ্মলাভিঃ স এবায়ং ।

তৎপক্ষে তত্তগণা করে গোহর্ষত্বমগোচরা ।

বস্ত্রমমুপলব্ধোহপি সৌরসিদ্ধান্তোক্তার্থং

আশ্রমপ্রাধিকান ভগ্নগণিধিবৎ কথং তেনোক্তঃ ।—ভাষ্য ।

১০। ভূরোবাস্ত্যাবৃত্য প্রতিদৈবসিকৌ উপরাস্ত্রমরৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাং ।

১১। আর্যভটায়ঃ নামা পূর্বে ঋগিগ্ন্যং সদস্যং ।

স্বকৃতায়নোঃ প্রাণাং ক্রমতে প্রতিকলুপং বোহত ১৫০। গো ।

১২। বেদাদ জ্যোতিষের অর্থ কেহ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। পক্ষসিদ্ধান্তকার বরাহ ইহাকে দূরবিস্তৃত অর্থাৎ “লোহার কড়াই” বলিয়া পরিচয় করিয়াছেন। অধুনাতন কালের “বার্হিপত্য” নামক জনৈক Hindustan Reviewর লেখকই ইহার বার্ষিক অর্থ প্রচার করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহার পরে পণ্ডিত স্থাকর দ্বিবেদী উহার টীকা লেখেন।



## “আর্য্যভট্ট” সম্বন্ধে মন্তব্য

ঐযুক্ত ককানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় উক্ত গ্রন্থে “লবু-আর্য্যভট্টার” নামক গ্রন্থোক্ত ভূম্বন-বাদমতের বিশেষ আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ এবং কালক্রিয়াপাদের ছই একটি বিষয়েরও সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না ;—

(১) আর্য্যভট্টারে স্লোকের সংখ্যা তিনি ১২৩ লিখিয়াছেন। তিনি গ্রন্থাদির কোন সংস্করণ বা কোন পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। Dr. Kern এর সংস্করণে ( ১৮৭৫ খ্রিঃ )  $১৩ + ৩৩ + ২৫ + ৫০ = ১৩ + ১০৮ =$  মোট ১২১টি স্লোক আছে। দশগীতিকাপাদের ১০টি স্লোক বাদ দিলে মোট ১০৮টি স্লোক পাই। গ্রন্থাদির “আর্য্যভট্টশতকম্” নামের সহিত এই সংখ্যার বেশ সামঞ্জস্য আছে। তবে দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ ও গণিতপাদ, এই চারিটি পাদ হইতে মনে হয় যে, এগুলি একই গ্রন্থের চারিটি ভাগ মাত্র। সে বাহাই হউক, এমিরাতিক সোসাইটিতে Government Collectionএ এই গ্রন্থের এক পাণ্ডুলিপি আছে। ইহা নিভুল না হইলেও বড় অসম্পূর্ণ নহে। তাহাতে স্লোকের সংখ্যা আছে— $১৩ + ৩৩ + ২৭(৭) + ৫০ =$  মোট ১২৩। কিন্তু তৃতীয় ভাগ কালক্রিয়াপাদের প্রথম ছইটি স্লোকের সংখ্যা আছে মাত্র, কিন্তু ঐ সংখ্যার কোন স্লোক অব্যবহার্য্য বিষয় কিছুই নাই। কেবল দশগীতিকা ও গণিতপাদের স্বাক্ষর উল্লেখ আছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন, জানিতে পারিলে ভাল হয়।

(২) “গ্রন্থপণের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অল্পদীর্ঘমণ্ডল পূরণ দ্বারা নিরূপণ করিবে”, গ্রন্থ হইতে এরূপ ভাব মোটেই প্রকাশ পায় না। “মণ্ডল” অর্থ বে বিষয় নহে, একথা ব্রহ্মচারী মহাশয়ও তাঁহার অন্ততম প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। মণ্ডল পূরণের সময় দ্বারা য য কক্ষ্যার অল্পদীর্ঘ নিরূপণ করিবার কথা মাত্র গ্রন্থে আছে।

(৩) ব্রহ্মচারী মহাশয় ‘স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত’ বরাহমিহিরের রচিত গ্রন্থ বলিয়াছেন এবং এই প্রবন্ধে এবং তাঁহার অন্ততম প্রবন্ধে তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রমাণগুলি যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত সকলন মাত্র, বরাহমিহির ইহাতে কেবল পুরাতন সিদ্ধান্তের মতগুলি সকলন করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে তাঁহার নিজেরও কোন কোন মত সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই পঞ্চসিদ্ধান্তিকার আমরা বাহা জানিতে পারি, তথ্যভীত এই পুরাতন সিদ্ধান্তখানির আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহাই “পুরাতন স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত” নামে পরিচিত। অধুনা আর একখানি স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের প্রচলন আছে। ইহার সহিত পঞ্চসিদ্ধান্তোক্ত স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের স্থানে স্থানে অমিল থাকায়, ইহা আধুনিক স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। কিন্তু ইহাও বরাহমিহিরকৃত নহে। খ্রীষ্টীয় ৭৮ শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত।

(১) পৃথিবী একটি গ্রহ, (২) পৃথিবী অচলা নহেন, (৩) পৃথিবী দৈনিক আবর্তনশীল এবং (৪) সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণশীল—এই কয়টি বিষয় ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রবন্ধে আর্ঘ্যভট্টীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনশীলতা সন্দেহ ( অর্থাৎ তাহা ঐ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হওয়া সন্দেহ ) বিশেষ কোন মতভেদ নাই। তবে পৃথিবীর গ্রহত্ব এবং সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত সন্দেহ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রমাণগুলি নূতন না হইলেও এইরূপ জোর করিয়া প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে ত্রিযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ব্যতীত\* কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন নাই। প্রমাণগুলি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, তবে যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার যে ভূভ্রমমতের খণ্ডন আছে, তাহাতে সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মতের খণ্ডনই যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। অতএব এ প্রমাণের তত মূল্য নাই। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডন সন্দেহে এক কথা বলা যায় না। তাহার খণ্ডনের ধরণ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, তাহার সময়েও ( ৬২৮ খ্রীঃ ) যেন এই উভয় ( ব্রহ্মগুপ্তের মতে ব্রাহ্ম ) মতই ( অর্থাৎ দৈনিক আবর্তন ও সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত ) প্রচলিত ছিল। আর আর্ঘ্যভট্টের প্রতি ব্রহ্মগুপ্তের বিবেচ এবং অযাচিত কটুবাচ্য প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, আর্ঘ্যভট্টীয় শাখার ( School of Aryabhatta ) দ্বারাই ঐ মতের প্রচার হইয়াছিল। আর্ঘ্যভট্টের অনেক টীকা এক সময়ে বর্তমান ছিল। সেই সকল টীকা আবিস্কৃত হইলে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে।

উপরোক্ত কারণে এবং এই বিষয় সন্দেহে যদি কাহারও নিকট আর কোন নূতন তথ্য পাওয়া যায়, এই জ্ঞাত সাহিত্য-পরিমল-পত্রিকায় প্রবন্ধটির প্রকাশ খুব সমরোপযোগী হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রবন্ধোক্ত বিষয়গুলি নূতন না হইলেও বঙ্গভাষায় তাহার প্রচার হয় নাই এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার

\* ভারতী, আর্ষা ১৩০০।

† অনুসন্ধিৎসু পাঠক আর্ঘ্যভট্ট সন্দেহে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দেখিতে পাবেন,—

(১) “আর্ঘ্যভট্টীয়ম্”—Dr. Kern's Edition, 1875.

(২) আর্ঘ্যভট্ট সন্দেহে প্রবন্ধ—Dr. Kern's Collected Works.

(৩) Rodet, Calcul du Aryabhatta.

(৪) Colebrooke, Essays, Vol. II. pp. 364-365 ; pp. 420-429.

(৫) Colebrooke, Preface to the translation of Lilavati.

(৬) Dr. Thibaut—পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ভূমিকা।

(৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1908.

(৮) Bulletin, Calcutta Mathematical Society, Vol. III.

(৯) ভারতবর্ষ, ১৩২০-২৪।

(১০) ভারতী, ১৩০০।—“ব্রহ্মগুপ্ত”র ত্রিযুক্ত অপূর্ণচন্দ্র দত্তকৃত সমালোচনা, এবং অন্তান্ত জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ত্রুটিব্য।

(১১) ভারতী, ১৩০১।—ত্রিযুক্ত যোগেশচন্দ্র রাধের “হিন্দু-জ্যোতিষবিগণের বিবরণ” ত্রুটিব্য।

## ২৪শ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৩রা ভাদ্র, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, এম্ আর এ এস্ ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এক্ সি ডি

শ্রীযুক্ত কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবদন্ত

পাশলাল মল্লিক

স্বর্য়াকান্ত মিশ্র

চিত্তসুখ সাত্তাল বি ই

বিনয়কুমার সেন এম্ এ

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ

ললিতাপ্রসাদ দত্ত

বাণীনাথ নন্দী

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়

মৃণালকান্তি ঘোষ

রামকমল সিংহ

হেমচন্দ্র ঘোষ

টি, পি, মুখার্জী

নলিনচন্দ্র মিশ্র বি এ

শান্তিসাধন বিখাস

শরৎচন্দ্র দেব বি এ

হীরালাল সিংহ

রাধিকাপ্রসাদ দত্ত

চণ্ডীচরণ চন্দ্র

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ( সহকারী সম্পাদক )

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। নতুন সদস্যনির্বাচন। ৩। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত হুশীল-কুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের “রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ” ও (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের “লংকৃত, প্রাকৃত ও বাক্যলা” নামক প্রবন্ধবহু। ৫। নিয়মাবলী-পরিবর্তন প্রস্তাব—বর্তমান ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন করা সম্বন্ধে কার্য-নির্বাাহক-সমিতির প্রস্তাব—“১৩ (ক) প্রস্তাবক ও অল্পমোদক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সভা নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইবে।” “১৩ (খ) ব্যক্তি বিশেষের নির্বাচনে সভার উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভার তাঁহার নির্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সভার নির্বাচন বিবেচিত হইবে। তৈজ মাসে কোন নতুন সদস্য নির্বাচন হইবে না।” ৬। শোক-প্রকাশ—



(ক) সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর কে টি, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই, (খ) বিশিষ্ট সদস্য সার জর্জ বার্ড উড্, (গ) বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী, (ঘ) বিজয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত সাহিত্যশাস্ত্রী, কবিরঞ্জন এবং (ঙ) হরিধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে।

৭। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের মধ্যে কেহই উপস্থিত না থাকায়, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, এম্ আর এ এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিগত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। যথারীতি সদস্যরূপে নির্বাচনের ক্রম নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রী রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রী মনোমোহন ভট্টাচার্য ৩০ ফুকিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রী বসন্তরঞ্জন রায়	শ্রী রামকমল সিংহ	শ্রী হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ ১৬ গোরাবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রী চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রী গোপাল মুখোপাধ্যায় বার্গাচড়া, শান্তিপুর, নদীয়া।
শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রী গণিতচন্দ্র মিত্র	শ্রী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ বারলাইব্রেরী, হাওড়া।
শ্রী রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী	শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রী উপেন্দ্রনাথ সেন, অমীদার ৪০, অগস্ত্যকুণ্ড (বেনারস সিটি)। শ্রী রমেশচন্দ্র সেন এম্ এ ফিজিক্সের অধ্যাপক, জি, বি, বি, কলেজ, মজফেরপুর। শ্রী অতুলানন্দ সেন এম্ এ ইতিহাসের অধ্যাপক, ঐ ঐ। শ্রী হরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক, ঐ ঐ। শ্রী ক্ষেত্রপাল দাস এম্ এস্ সি অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক, ঐ ঐ।

প্রভাবক	সমর্থক	প্রভাবিত সমস্ত
ইগদাগ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীবিজয়কুমার রায় এম্ এ অধ্যাপক রিপণ কলেজ, কলিকাতা।
"	"	শ্রীঅম্বোন্ননাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এল ঐ ঐ।
"	"	শ্রীহরীকেশ চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল ঐ ঐ।
"	"	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু বি এল ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু বি এল ঐ ঐ।
"	"	ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভায়া এল্ এম্ এস্ Medical Practitioner, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীঅনন্তমোহন সেন এম্ এ Demonstrator Physics, জি, বি, বি, কলেজ। মজঃফরপুর।
"	"	ডাঃ শ্রীসত্যীশচন্দ্র সেন এল্ এম্ এস্ Medical Practitioner, সাজাহানপুর, ইউ, পি।
"	"	শ্রীসত্যীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শাশতাল ইন্সটিটিউট কোম্পানীর ইন্সপেক্টর, মোহাদপুর, বাকীপুর।
"	"	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্টেশন মাস্টার, বক্সার, ই আই রেলওয়ে।
শ্রীরাধেন্দ্রনাথ বিবেদী	"	ডাঃ শ্রীহরীকুমার সেন এম্ বি এসিষ্ট্যান্ট সার্জন, গয়া।
		ডাঃ বি, এন্, বসু এল্ এম্ এস্ সিভিল সার্জন, হাজীপুর।
		শ্রীবজ্রচন্দ্র মিত্র বি এল উকীল, বাকীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সমস্ত
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅমলাকান্ত সরকার বি এ ১ হার্ডিং হোষ্টেল, কলিকাতা।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবসন্তকুমার সরকার পোঃ আউলীয়াবাদ, গ্রাম সুলতানপুর, শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীতারিণীচরণ শর্মাচার্য পোঃ ৩ গ্রাম, কান্দাউক, জিঃ জিপুর।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরাভেন্দ্রচন্দ্র নাগ ম্যানেজার, নাগ ব্রাদার্স কোং ৭১২ হ্যালিডে ষ্ট্রিট, কলিকাতা।
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়	"	শ্রীগিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ৫১১ মুরমহম্মদ সরকার লেন।
"	"	শ্রীপদ্মলাল মুখোপাধ্যায় ৫৬১ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রীউমেশচন্দ্র দে বিখাস, ইঞ্জিনিয়ার পোর্ট ক্যানিং কোং, ক্যানিং টাউন, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র বসু মল্লিক ৪৬ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
"	"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত ১৩৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট।
"	"	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র নাগ শ্রীযুক্ত শ্রীচাক্রচন্দ্র রায়ের বাটা।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	"	চন্দ্রকান্ত ঘোষের রোড, ময়মনসিংহ। শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ বি এ ২ আনন্দ চাট্টোয়ার লেন, বাগবাগার।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথিগুলি পরিষদে উপহার পাওয়ার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায়  
বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপহারদাতৃগণকে বথারীতি ধন্যবাদ  
দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম্ বি, এফ্ সি এন্স মহাশয়  
উহা সমর্থন করার সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

উপহারদাতা

ডি, এন্স, ওপ্ত

উপহৃত পুস্তক

১। বৈজ্ঞানিক-বিনির্গম

২। মনুস্মৃতি

উপহারদাতা	উপকৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রায় বহননাথ মজুমদার বাহাদুর	৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৯ম অধি- বেশনের কার্যবিবরণ
" দামোদরদাস বর্ষণ	৪। শ্রীমৎ বলভাচার্য্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
" মোহিনীমোহন বসু	৫। জীবের শিবজ্ঞানভের উপায়
" প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়	৬। শ্রীদক্ষিণেশ্বর
" অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭। মোহন-মাধুরী
" রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৮। আলোচনা ( ১ম খণ্ড )
" কালীকমল দত্ত	৯। ঐ ( ২য় খণ্ড )
" ভুবনমোহন বসাক	১০।
" নলিনীকান্ত সরকার	১১। ক্ষেত্রপাল
Officer-in-charge,	১২। হেমপ্রভা
Bengal Sectt. Book Depot.	১৩। ঢাকা জম্মাষ্টমী মিসিলের ইতিহাস
Do	১৪। কাকুনতলার কাপ
Do	১৫। Annual Report of the Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs. 1916.
Do	১৬। Report on the Maritime Trade of Bengal for the Official year 1916—1917.
Do	১৭। Report on Emigration from the port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1916.
Registrar, Calcutta University.	১৮। Calcutta University Minutes, Vol. LIX. Part VIII. 1915.
Do	১৯। Do. Vol. LX. Part IV. 1916.
Do	২০। Do. Senate and Faculties from 19th June to 31st Dec. 1915.
Surveyor General of India.	২১। Survey of India, General Re- port, 1915—16.
Supdt. Govt. Press, U. P.	২২। List of Sanskrit, Jain and Hindi Mss., Sanskrit College, Benares, 1915—16.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Printing, India.	২৩। Statistical Tables showing for each of the years 1901—'02 to 1915—16, the estimated value of the Imports and Exports of India at the prices prevailing in 1899—1900 to 1901—'02 with, an Introductory Memorandum.
Do	Do
	২৪। Monthly statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, April, 1917.
	২৫। Do. May. 1917.
	২৬। Patent Office Journal, April to June, 1917.
Secy. Indian Science Association.	২৭। Report of the Indian Association for the Cultivation of Science. 1915.
	২৮। Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, vol. III, Pt. I, 1917
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	২৯। What are the Tantras and Their Significance.
	৩০। Origin of the Vajrayana Devatas.
	৩১। A Study in Mantra Shastra.

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত “রাম-নিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ” নামক প্রবন্ধ আগামী সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহার সংক্ষিপ্ত সার পঠিত হইল এবং প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার এই,—

রামনিধি গুপ্ত-রচিত গীতরত্ন গ্রন্থের বিবরণ ও তাহা কত দূর প্রামাণিক, তাহার বিচার করা হইয়াছে। গীতরত্ন ১২৪৪ সালে নিধুবাবুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ তৎপুত্র করগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংশোধিত হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকালী গানের অত্যন্ত সংগ্রহে যে সকল টপ্পা নিধুবাবুর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তৎসমূহের আলোচনাপূর্বক দেখান হইয়াছে যে, গীতরত্নই নিধুবাবুর টপ্পার আদি ও প্রামাণিক সংগ্রহ বলিয়া লওয়া বাইতে পারে। নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে এবং নিধু-

বায়ুর টঙ্কার বাংলা সাহিত্য-সাহিত্যে স্থান নির্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে উক্ত টঙ্কাসমূহের কিঞ্চিৎ আলোচনাও করা হইয়াছে।

(খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের “সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা” নামক প্রবন্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের অমরোদে শ্রীযুক্ত চিত্তমুখ সাম্যাল বি, ই মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। পাঠান্তে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ ও সভাপতি মহাশয় প্রভৃতি কয়েক জন প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধলেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং স্থির হইল যে, এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি, এম্ এ মহাশয় এই প্রবন্ধের বিষয় কি বলেন, জানিতে পারিলে এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা হইবে। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার এই,—

১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় “বাংলা শব্দকোষ” গ্রন্থের কতক অংশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় আলোচনা করেন। এই আলোচনার উত্তর, কোষকার ২৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রদান করিয়াছেন। এই উত্তরে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাংলা শব্দের মূল সংস্কৃত হইতে দেখানই উচিত। অথচ তিনি স্থানে স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে, বাংলার মূল প্রাকৃত। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার প্রবন্ধের সেই অসংগতি দেখান হইয়াছে। আরও দেখান হইয়াছে যে, বাংলার মূল প্রাকৃত—ইহা স্বীকার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

৫। নিয়মাবলী-পরিবর্তন প্রস্তাব।—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, কার্যনির্বাহক-সমিতি, নিয়মাবলীর ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়মের যে সংশোধিত প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা উপস্থাপিত করিলেন এবং পূর্ব-নিয়ম কি ভাবে ছিল, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন যে, সমস্ত-নির্বাচন সম্বন্ধে গত বর্ষশেষে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটায়, কার্যনির্বাহক-সমিতি এইরূপ পরিবর্তন সমীচীন বোধে অমুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপিত করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, বিশেষ আবশ্যকবোধে এই নিয়মের পরিবর্তন-প্রস্তাব কার্যনির্বাহক-সমিতি জানিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রস্তাবটি এই,—

বর্তমান ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন করা সম্বন্ধে কার্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব,—“১৩ (ক) প্রস্তাবক ও অমুমোদক উত্তরের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সমস্ত নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইবে। ১৩ (খ) ব্যক্তিবিশেষের নির্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সমস্ত আপত্তি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সভায় নির্বাচন বিবেচিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নতুন সভা নির্বাচন হইবে না।”

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ ও শ্রীযুক্ত যীশেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দের পর পর দুইটি

সংশোধিত প্রস্তাব আনয়ন করেন। উহা যথারীতি সমর্থিত না হওয়ায় আলোচিত হইল না। তৎপরে ত্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৩ (ক) নিয়মটি এই ভাবে সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন,—

“কোনও মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবক ও সমর্থক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য-নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইতে পারিবে। সভা সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে প্রস্তাবিত সদস্য সাধারণ সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবেন।”

ত্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংশোধিত প্রস্তাব গ্রহণ করায় সভার অনুমোদনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১৩ (খ) ধারাটির পরিবর্তন আলোচনা-কালে ত্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন যে, “কার্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত ১৩ (খ) নিয়ম সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত সংশোধন-প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। যথা,—“স্থগিত রাখিয়া উহা” এই কয়েকটি শব্দের পর এবং “অব্যবহিত পরবর্তী” এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে, এই কয়েকটি শব্দ সংযোজিত হউক,—“পরবর্তী কার্যনির্বাহক-সমিতিতে বিবেচিত হইয়া”।

ত্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যাকর্ষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। উহা গৃহীত না হইয়া পরিশেষে ১৩ (খ) ধারাটি এই ভাবে ত্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক সংশোধিত হইয়া ও ত্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

“১৩ (খ)—ব্যক্তিবিশেষের নির্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্বাচন স্থগিত রাখিয়া অব্যবহিত পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে তাঁহার নির্বাচন বিবেচিত হইবে। এই নির্বাচন ব্যালট দ্বারা সাধিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন সদস্য-নির্বাচন হইবে না।”

৬। শোকপ্রকাশ—(১) সার প্রভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রায় বাহাদুর ত্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, “বঙ্গদেশের মুখোজ্জলকারী সুসন্তান, পঞ্জাব চীফ কোর্টের চীফ জুডিস্ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক মাস হইল, পরলোক-গমন করিয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাদ্যাদী বঙ্গমাতার নাম উজ্জল করিয়াছেন, স্বর্গীয় সার প্রভুলচন্দ্র তাঁহাদের অন্ততম প্রধান। তাঁহার প্রতিভা, মনীষা ও উন্নত হৃদয়ের পরিচয় সর্বজন-বিদিত। এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে কেবল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নয়—বাদ্যাদার সমস্ত সাহিত্য-সমাজ ও সমগ্র বঙ্গদেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। দেশের ও দেশের, যে সকল সাধারণ হিতকর অমুঠান তাঁহার জীবনকালে উপস্থিত ছিল, সকলটাতেই তিনি বিশেষ ভাবে উৎসাহ ও যোগদান করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ভাবে তাঁহার অল্প শোক প্রকাশ করিতেছেন ও সভার এই শোকপ্রকাশ ও সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র তাঁহার আত্মীয়গণকে প্রেরিত হউক।” প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। (২) সার জর্জ বার্ডউড—সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। বঙ্গ পরবর্তমানের অধীনে তিনি একজন উচ্চ

রাজকর্মচারী ছিলেন ; দেশে বাইরাও তিনি ভারত ও ভারতবাসীর প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা পোষণ করিতেন এবং ভারতীয় নানা বিষয় সংক্রান্ত, বিশেষত কলাবিজ্ঞা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছি।

( ৩ ) বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী, ( ৪ ) বিজয়কৃষ্ণ দাশ গুপ্ত, ( ৫ ) হরিশাধন চট্টোপাধ্যায়—এই কয়েক জন সদস্যের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই তিন জনের বিষয় কয়েকটি কথা জানাইয়া চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় লিখিত বিজয়কৃষ্ণ বাবু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও তাঁহারই রচিত একটি শোক-কবিতা পাঠ করিয়া সভাকে স্তনাইলেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুগীলাল বসু

সভাপতি।

## দ্রষ্টব্য

বিগত ১৩১৫ সালের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ মহাশয় পরিষৎকে ১৩ খানি প্রাচীন পুঁথি উপহার দিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে তাঁহার এই উপহার-দানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সেই পুঁথিগুলির নাম ও রচয়িতার নাম প্রভৃতি সেই কার্য্যবিবরণে ছাপা হয় নাই। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

- ১। বোস্তাঁ—সেখ সাদী
- ২। সিকান্দরনামা—নিজামী
- ৩। তারাবুস সিবিয়ান—মহম্মদ মুনীর
- ৪। আবুলফজলের পত্রাবলী—আফজল মহম্মদ সংকলিত
- ৫। বোস্তাঁ ( ১০৯১ হিজরী )—সেখ সাদী
- ৬। হাতেমতাই ও গুলবাসমুওয়ার—আমির আলি
- ৭। মাদারেন্দুল জওয়াহের—( হিজরী ৬০১ )
- ৮। ইন্সফজুগেখা—মোলানা জামি
- ৯। গোলিস্তাঁ—সেখ সাদীর
- ১০। মিকডাহল আবওয়াব
- ১১। আরবী অভিধান ( অর্থ পারসীতে লিখিত )
- ১২। গোলিস্তাঁ—সেখ সাদীর
- ১৩। সংখ্যক পুঁথিখানি অত্যন্ত জীর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র

সহকারী সম্পাদক।



( ১৩২৪, ২৫শে ভাদ্র হইতে ১৭ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সংগৃহীত )

ও ২৪শ ২য় সংখ্যা পত্রিকার স্বীকৃতির পর )

১৩২৪। ২৫শে ভাদ্র পর্য্যন্ত সংগৃহীত	১২২৩/০
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০/
শুকুদাস চট্টোপাধ্যায়	৫/
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	২/
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২/
ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	১/
	১৩৩০/০

**ভ্রম-সংশোধন**—ত্রয়োবিংশ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকার ৬ পৃষ্ঠায় পরিষৎ মন্দির সংস্কার-  
কলে চাঁদার তালিকায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের নামের  
পরিবর্তে কৃষ্ণবিহারী বসু হইবে ।

শ্রীরামকমল সিংহ

## নব-প্রকাশিত পরিষদ-গ্রন্থ

১। **ত্ৰায়দর্শন (গৌতমসূত্র)**।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ হর্কবাগীশ মহাশয়  
কর্তৃক সম্পাদিত। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষা, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিঙ্গনী  
প্রভৃতি অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুবাদ ও বিবৃতি প্রভৃতি অতি সরল  
ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় আংশিক পর্য্যন্ত প্রকাশিত  
হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৪২৭, ভূমিকা প্রভৃতি ৪৮। অতি চমৎকার কাগজে রয়াল ৮ পেজী  
আকারে ছাপা। মূল্য—সদস্ত পক্ষে ১৥০, শাখা-সভার সদস্ত পক্ষে ২/০, সাধারণ পক্ষে ২।০।  
ডাক মাণ্ডল স্বতন্ত্র।

২। **সারদামঞ্জলি**।—মুন্সীরাম সেন বিরচিত ও মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম  
সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। চণ্ডীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক অতি অপূর্ণ গ্রন্থ। ভাষা  
প্রাচীন বটে, কিন্তু অতি প্রাক্কল। মূল্য—সদস্ত পক্ষে ৥০, শাখা-সভার সদস্ত পক্ষে ৥০/০,  
সাধারণ পক্ষে ৬০।

৩। **জ্ঞানসাগর**।—আলী রাজা ওরফে কাম ফকীর-প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত আবদুল  
করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। ইহা একখানি দরবেশী গ্রন্থ, আত্মোপাস্ত  
নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথায় পূর্ণ। ভাষা অতি মনোহর এবং প্রাচীন। মূল্য—সদস্ত পক্ষে ১০/০,  
শাখা-সভার সদস্ত পক্ষে ১/০, সাধারণ পক্ষে ৥০।

৪। **শ্রীগোরাঙ্গ-সন্ন্যাস**।—প্রসিদ্ধ পদকর্তা বাহুদেব ঘোষ-বিরচিত ও আবদুল  
করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত। ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। যে  
গোরাঙ্গের সন্ন্যাস-কাহিনী শুনিয়া অতি বড় পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়, কবি বাহুদেব  
তাঁহার প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় সেট কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। মূল্য—সদস্ত পক্ষে  
১০, শাখা-সভার সদস্ত পক্ষে ১/০, সাধারণ পক্ষে ১০/০।

## শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

### ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—স্বপ্ন না হুঃখ, সত্য, অগতির অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না হই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, কলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পুজা।

মূল্য ২৫ চট টাকা মাত্র।

### ২। কর্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অহুষ্ঠান—প্রকৃতি-পুজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

### ৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেম্‌মহোলংক—আচার্য্য মঙ্গলুর—উমেশচন্দ্র বট্টাচাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১।০ দশ আনা মাত্র।

### ৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—অনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,

৩০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর অগতির উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জান্নের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির বৃষ্টি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজ্যোতিষ, প্রথম। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

‘সমসাময়িক ভারত’ কার্যালয়,

বোরানপুর ( পাটনা )

আখিম, ১৩২০ লাল।

## ‘সাহিত্য-পঞ্জিকা’ বিভাগ

সবিনয় নিবেদন,

দ্বিতীয় বৎসরের “সাহিত্য-পঞ্জিকা”র প্রেসকাপি প্রস্তুত হইতেছে। প্রথম বৎসরে যে সকল অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্য আমরা সমগ্র বঙ্গবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

(১) গ্রন্থকারগণ অগ্রগ্ৰহ প্রকাশে নিজ নিজ ভ্রমের তারিখ, জন্মস্থান, বর্তমান ঠিকানা, গ্রন্থের নাম, কি বিষয়ক গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণের তারিখ, বর্তমান সংস্করণ ও মূল্য জানাইবেন। পরলোকগত কোন গ্রন্থকারের নাম ইত্যাদি প্রথম বৎসরের পঞ্জিকায় না থাকিলে তাহাও অগ্রগ্ৰহ করিয়া জানাইবেন। গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ পুস্তক প্রাকর্ষিত হইবামাত্র আমাকে পাঠাইলে পঞ্জিকা সকলনের সুবিধা হয়।

(২) দৈনিক ও সাপ্তাহিক পঞ্জিকা-সম্পাদকগণ পঞ্জিকা প্রকাশের প্রথম তারিখ, সম্পাদিকারীদিগের নাম, বাঁহারা পঞ্জিকা প্রকাশের তারিখ হইতে সম্পাদকতা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের নাম, বাৎসরিক ও প্রতি সংখ্যার মূল্য এবং ঠিকানা জানাইয়া বাখিত করিবেন।

(৩) মাসিক ও ত্রৈমাসিক পঞ্জিকা সম্পাদকগণ দ্বিতীয় দফার লিখিত বিষয়গ ব্যতীত নিজ নিজ পঞ্জিকা প্রকাশিত হওয়ারাত্র আমাকে পাঠাইলে সহজে সারসঙ্কলন করিয়া “সাহিত্য-পঞ্জিকা”র দিতে পারি।

যে সকল পঞ্জিকা-সম্পাদকগণ পঞ্জিকা পান নাই, তাঁহারা আমাকে অগ্রগ্ৰহপূর্বক জানাইলে বাঞ্ছিত হইবে।

পঞ্চ বৎসরের “সাহিত্য-পঞ্জিকা”র আমার প্রায় পাঁচ শত টাকা দণ্ড লাগিয়াছে। আমার ভার ব্যক্তির পক্ষে প্রতি বৎসর একশ বার সভবপর নহে। বাহ্যে “সাহিত্য-পঞ্জিকা” নিজের পায় ঝাঁকুইতে পারে, সকলের নিকটেই সে জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। গ্রন্থকারগণ “সাহিত্য-পঞ্জিকা”র পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিলে তাঁহাদিগেরও লাভবান হওয়া সভবপর, আমারও ব্যয় সংক্ষেপ হয়। মাসিক ও অত্রান্ত সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ বিনিয়র বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা দ্বারা পঞ্জিকা-প্রচারের সহায়তা করিলে উপকৃত হইবে। নিবেদন ইতি—

ভবদীয়,

শ্রীমোহীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।



## “পুষ্পল”

( ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল )

অনমুলকরণীয় কেশতৈল ।

এই তৈল তরল হীরকের ছায় স্বচ্ছ ও তুবার-সুত্র । ইহা সম্পূর্ণ বিপাক ও নির্মল ।  
জানিতে মন-প্রাণ প্রভূত করিবে । মৃণ্ময় ঘন-কৃষ্ণ কেশদামের সৌরভে ও সুবসার “পুষ্পল”র  
পরিচয় । ব্যবহারে অত্যন্ত মীতল ও কেশের উৎকর্ষ সাধন করে । মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ।

## “পার্ল পাউডার”

( সর্কোয়াক্ট টয়লেট পাউডার )

কতিপয় নির্দোষ পদার্থ সংযোগে ইহা প্রস্তুত এবং অতি মনোরম গন্ধবিশিষ্ট । সর্বিশেষ  
কোমল চর্মেও ইহা নির্দোষে প্রয়োগ করা যায় । শিশুদের অঙ্গে মাখাইলে বামাচি হইতে  
পারে না । শরীরে আঁঠা বা তৈলাক্ত ভাব ইহা ব্যবহারে নিবারিত হয় । মূল্য প্রতি প্যাক  
১০ আনা ।

## “কোল্ড ক্রিম অব্ রোজেস্”

শরৎকালের শেষে হেমন্তের শিশির-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই গা, হাত, মুখ, একটু খস-খস  
করিতে থাকে ও তার পরই ঠোট কাটিতে আরম্ভ হয় । কিন্তু আমাদের ক্রিম মাখিলে আর  
সে ভয় থাকে না । ইহার গন্ধ মধুর এবং ইহা মাখিবার পরই স্বকেষ্ট ভিতর প্রবেশ করে,  
উপরে তৈলাক্ত হইয়া থাকে না । মূল্য প্রতি টিউব ১০ সাত আনা ।

## “এন্টিসেপ্টিক্ টুথ পাউডার”

ইহা ব্যবহারে দন্ত সুপরিষ্কৃত ও সুসুত হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হইয়া নির্দোষ প্রাণ  
স্বচ্ছকর সুগন্ধে সুসজ্জিত হয় । দন্তরোগের উৎকর্ষ ও বধ । নূতন উপাদানে প্রস্তুত, মুক্ত  
ধরণের সুসুত কোঠা । মূল্য প্রতি কোটা ১০ ছয় আনা ।

## “কার্বলিক্ টুথ পাউডার”

প্রত্যহ ব্যবহারোপযোগী অতি উত্তম দস্তধাবন চূর্ণ । ইহার গন্ধ ও বর্ণ গোলাপের ছায় ।  
মূল্য প্রতি কোটা ১০ তিন আনা ।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড কার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, লিমিটেড,  
কলিকাতা

## The English Works Of Mr. Pramathanath Bose

1. "The Illusions of New India"—Price Rs 3.

"The Book remarkably displays the author's clarity of vision and sober judgment and offers ample food for thought"—

*The Amrita Bazar Patrika.*

2. Epochs of Civilization-- Price Rs 4.

"In his usual simple, perspicuous and pleasant styles Mr. Bose enunciates in this book a theory of Civilization.....which is laid down for the first time in a definite and categorical form, and fully developed and elaborated by the learned and thoughtful writer"—

*The Modern Review.*

3. A History of Hindu Civilization under British Rule— Vols. I and II ( Vol. III. out of print )—Price Rs 5.

"A very interesting and instructive work written with considerable knowledge and in a liberal and impartial spirit"—*The Times.*

4. "The Root Cause of the Great War"—Price 12 annas.

"Mr. Bose gives a detached and independent view of the root causes of the war...His is a characteristically Hindu view,—

*The Indian Review.*

5. "Essays and Lectures on the Industrial Development of India and other Indian subjects, ( *Second edition, revised* )" —Price Rs. 2.

"The papers reprinted in the volume...display in a remarkable degree wide and accurate knowledge of Indian problems."

*The Hindusthan Review.*

6. Give the People back their own. ( *An open letter to His Excellency the Viceroy and Governor General of India* )—Price 12 annas.

7. "An Eastern View of Western Progress". ( Reprinted from the *Westminister Review* and *East and West* )—Price 12 annas.

**Apply to Messrs. W. Newman & Co**

4, Dalhousie Square, Calcutta.

## যক্ষ্ম, মীহ, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও মেনে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.**

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

## ১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারি-  
গণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২।

## ২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এন্স সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত  
Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা  
ভাষায় সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ১/০ দুই  
আনা মাত্র।

**প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্যালয়**

২৪৩১ অপার সাহুলার রোড, কলিকাতা

## চণ্ডীদাসের পদাবলী

“বীরাভ্যাস”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন যুগোপাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। বিজ্ঞাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস খাঁচী বাদালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর বক্তৃ-সঞ্চিত কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধুর্য্য-রসলোলূপ ভক্ত জন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ বিজ্ঞাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হইবেন। মূল্য—সদস্যপক্ষে ২০, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২০, সাধারণ পক্ষে ৩০।

## গৌরপদতরঙ্গিনী

সম্পাদক পণ্ডিত ভজগদ্যদ্ব ভদ্র,—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সন্থকে আর দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী বহু ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ধারিত আছে। পত্রাক ৫৬৮, মূল্য ২০ হই টাকা, কিছু দিনের ভিত্তি সকলকেই ১০ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে। পুস্তক কীটনষ্ট ও ছেঁড়া।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির  
২৪৩।১নং অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

## সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। উত্তর ও অযোধ্যাকাণ্ড।  
মূল্য সদস্য পক্ষে ৪০, সাধারণ পক্ষে ১০।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৬০,  
সাধারণ পক্ষে ১৪০।

৪। ছুটীধানের মহাভারত—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিজাবিনোদ ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীপেনচন্দ্র সেন সম্পাদিত।

৫। বনমালী দাসের অরদেবচরিত্র—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। সদস্য  
পক্ষে ৮০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৬। বাহুদেব ঘোষের পদাবলী—শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে  
১০, সাধারণ পক্ষে ৮।

৭। অরাসেনের চৈতন্যচন্দন—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০০,

- ৮। মণিক গাঙ্গুলির খন্ডবদল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।
- ৯। ভাগবতাচাৰ্য্যের কৃষ্ণাশ্রম-তরঙ্গিনী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ১০। গৌরপদতরঙ্গিনী—শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভট্ট সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১১, সাধারণ পক্ষে ১৪।
- ১১। কাশ্মিরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—সুনন্দী আবহুল করিম সম্পাদিত।
- ১৩। রামায়ণতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব সম্পাদিত।
- ১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।
- ১৫। বৌদ্ধধর্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৮।
- ১৬। গীতার জৈববাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। সদস্য ও সাধারণ পক্ষে ১০।
- ১৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৮।
- ১৯। নব্য রসায়নী বিভা ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রণীত। মূল্য ৮।
- ২০। রামরায় বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ২৪।
- ২১। রানাই পণ্ডিতের শৃঙ্গপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ২২। মিল্লিক পঞ্চহো—( মিল্লিক প্রস ) শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১৪।
- ২৩। নরহরি চক্রবর্তীর নবদীপপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ২৪। বিভাগতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৫, সাধারণ পক্ষে ৫।
- ২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত। সকলের পক্ষে ২৪।
- ২৬। ঢাকমা জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত। সকলের পক্ষে ১ টাকা।
- ২৭। করিমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ৪।
- ২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত।
- ২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত।
- ৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞানাগর—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিজ্ঞাবিনোদ সম্পাদিত।
- ৩১। বিজ্ঞান-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ-সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৮, সাধারণ পক্ষে ৮।
- ৩২। দামাপুরী—শ্রীযুক্ত দামোদরনাথ বিবেকী প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৮, সাধারণ পক্ষে ৮।



৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। সমস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১৮।

৩৩৪। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী সম্পাদিত।

৩৫। কবি হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। সকলের পক্ষে ১০/০।

৩৬। রামায়ণাচার্যের শ্রীভাষা—শ্রীযুক্ত হর্গাচরণ সাখ্যাবেন্দ্যভীর্ষ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সমস্ত পক্ষে ২০/০, সাধারণ পক্ষে ৪০/০।

৩৮। বাঙ্গালা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিত্তানিধি বাহাদুর সম্পাদিত। (ক) রাঢ়ের ভাষা, (খ) ব্যাকরণ ও (গ) শব্দকোষ—৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সমস্ত পক্ষে ৩০/০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

৩৯। মহিলা ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী সঙ্কলিত। সমস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০/০।

৪০। রাসায়নিক পরিভাষা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রহ্লাদচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪১। কল্পিপুরণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সমস্তপক্ষে ১০/০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৪২। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপরূপচন্দ্র দত্ত-সঙ্কলিত। সমস্ত পক্ষে ১৮, সাধারণ পক্ষে ১০।

৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সমস্ত পক্ষে ১০/০, সাধারণ পক্ষে ১০/০।

৪৪। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের হর্গামঙ্গল—বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তকী সম্পাদিত। সমস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১৮।

৪৫। সঙ্গীতরাগ-করকম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সমস্ত পক্ষে ২৫, সাধারণ পক্ষে ৩০।

৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সমস্ত পক্ষে ২৮, সাধারণ পক্ষে ৩৮।

৪৭। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সমস্ত পক্ষে ১০/০, সাধারণপক্ষ পক্ষে ১০/০।

৪৮। বৃগশ্লোক—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সমস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০/০।

৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি—মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত। সমস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৫০। পদকমন্তক (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত। সমস্ত পক্ষে ১৮, সাধারণ পক্ষে ১০।

৫১। সরকল-মোতাকরীণ—শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডের ১ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

৫২। শৃঙ্গলুক-সংবাদ—মুনশী আবহুল করিম সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৫৩। তীর্থ-ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১১, সাধারণ পক্ষে ১১০।

৫৪। গঙ্গামঙ্গল—মুনশী আবহুল করিম সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

৫৫। বোদ্ধ গান ও দৌহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ২১, সাধারণ পক্ষে ৩১।

৫৬। ধর্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ৫০, সাধারণ পক্ষে ১১।

৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ২১, সাধারণ পক্ষে ২১০।

৫৯। জ্ঞানসাগর—মুনশী আবহুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৬০। সারদামঙ্গল—মুনশী আবহুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১১, সাধারণ পক্ষে ১০।

৬২। গোরাক্ষ-সন্ধ্যা—মুনশী আবহুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৬৩। ভাষ্যদর্শন (গৌতমমত্ৰ, ১ম খণ্ড)।—বাংলায় নতুন ভাষা, বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য—সদস্ত পক্ষে ১১০, সাধারণ পক্ষে ২১, সাধারণ পক্ষে ২১০।

**দ্রষ্টব্য**—তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

## সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

**পত্রিকাধ্যক্ষ**—শ্রীযুক্ত রাগেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ

বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ের তথ্যাদি-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সাহিত্য-পরিষদের বহু আলোচনার পরিচয় এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ৫ বৎসরের পত্রিকা ফুরাইয়া গিয়াছে, সদস্তগণের পক্ষে প্রতি বর্ষের পত্রিকা ১৩০৫ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ১১০ টাকা, সাধারণ পক্ষে ৩১ টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে।

**শ্রীরামকমল সিংহ**

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৫৩১ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

পূর্বকাণ্ডে—৬৭২—ভাগ্য১৫৫  
 ‘-বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যের একাংশ-

বাঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

# দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

\*

“বাঙ্গালীর  
 হৃথে ও হৃৎথে  
 বিশ্রামে  
 ও  
 উৎসবে”



বাঙ্গালার  
 পবিত্র বই  
 ঠানুদিদির  
 থলে

বাঙ্গালার ব্রতকথা  
 রাজসংস্করণ  
 এক টাকা



—অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ—  
 খোকা খুকুর খেলা ৯০  
 এসর ও রজন অগ্নিত  
 আর্ঘ্য-নারী ১০  
 সরল চণ্ডী ৫০  
 ১৯৩৩-৩৪

—নিখিল বঙ্গদেশের  
 গভীরতম স্নেহ হইতে  
 উৎসারিত—  
 সমগ্র গ্রন্থাবলী  
 উপহারে,  
 লাইব্রেরীতে,

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

\*

“বিশ্বসাহিত্যে  
 বাঙ্গালীর  
 গৌরবের  
 চির-উজ্জ্বল  
 গাণিক”



বাঙ্গালার  
 সোণার বই  
 ঠাকুরমার  
 বুলি

বাঙ্গালার রূপকথা  
 রাজ সংস্করণ  
 এক টাকা



—অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ—  
 ছেলেদের উপাঙ্গাস  
 চারু হারু ৫০  
 আমালু বই ১০  
 সোণার শৈশব ১০  
 ১৯৩৩-৩৪

—প্রকাশিত হইতেছে—

“ভারতবর্ষ”—“ইতিহাস-কথা”—“ইতিহাসের গল্প”

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাট্টা, এম্. এ.



৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা  
 এবং

সমগ্র বাঙ্গালার সকল পুস্তকালয়

—নিখিল বঙ্গদেশের  
 গভীরতম স্নেহ হইতে  
 উৎসারিত—  
 সমগ্র গ্রন্থাবলী  
 গৃহে, পাঠ্যে,  
 পুরস্কারে

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

চতুর্বিংশ ভাগ—চতুর্থ সংখ্যা

— ০ —

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

( এককের সভামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন )

## সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। আরবী ও কারনী নামের বাংলা লিপ্যন্তর	শ্রীহীনতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এম্	২১৩
কার্যবিবরণী	...	১১—১১২

## কলিকাতা

২৪৩১ আগার সাহুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',  
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

প্রাথমিক বার্ষিক মূল্য ৩ তিন টাকা।

[ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ বার আনা।

বাক্যে ৩০/০ তিন টাকা ছয় আনা।

বিশেষ দৃষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে তাহারা  
জনপ্রতাপক মণ্ডালমন্ডে কার্যালয়ে সেই সংবাদ দিবেন।

# হাজার বছরের পুরাণ

বাঙ্গালা ভাষায়

## ১। বৌদ্ধ-গান ও দোহা

মহানহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

কর্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে (১) চর্য্যচর্য্যবিনিস্তর, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাঙ্ক্ষপাণে - দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২৫ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন,— বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, যাহা একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের ত্রিফলাকীর্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সফলতঃ যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অমূল্যগণ এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্বোপরি।  
মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩, শাখাসভার সদস্তপক্ষে—২।০, পরিষদের সদস্তপক্ষে—২।

## ২। চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত

নীলরতন বাবু বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। নীলরতন বাবুর চেষ্টায় এই সংস্করণে আট শতাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এটিক কাগজে ছাপা। মূল্য—পরিষদের সদস্তপক্ষে—২, শাখা-পরিষদের সদস্তপক্ষে—২।০, সাধারণ পক্ষে ৩।

## ৩। সঙ্গীত-রাগ-কম্পাদ্রম্য

কৃষ্ণানন্দ বাসুদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের এই বিপুল গ্রন্থের পরিচর সামান্য বিজ্ঞাপনে দেওয়া অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকরঞ্জয়ের অনুকরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত বাবতীয় সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। স্রুত্বং তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, এটিক কাগজে ছাপা। মূল্য—১ম খণ্ড ১৫, ২য় খণ্ড—১০, ৩য় খণ্ড—৫। একত্রে ৩ খণ্ড—২৫। ডাকমাতুল স্বতন্ত্র।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

২৪৩১ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

## সভাপতির অভিভাষণ

বিশ্বমানবের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করিতে ভারতবর্ষ যাহা নিবেদন করিয়াছে, তাহার এক বিশিষ্টতা এই দেখা যায় যে, উহা সকল সময়ে ক্ষুদ্র ছাড়িয়া বৃহত্তর সন্ধান করিয়াছে। অল্প দেশে জ্ঞানরাজ্য এত বহুভাবে বিভক্ত হইয়াছে যে, তথার সমগ্রকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রণালী অল্পরূপ ; তাই তাহার কাব্য, তাহার সাহিত্য, জ্ঞানের অন্তর্নিহিত এই মহান্ সত্য ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জ্ঞানের অব্যমণে আকাশে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা, বিশ্বের অগণিত জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের কোটি সূর্য্যের মধ্যে সেই একতার সন্ধান করিয়াছে। তাই বোধ হয়, আপনারা জ্ঞান ও সাহিত্যকে একে অন্তের অঙ্গ মনে করিয়া দুই বৎসর পূর্বে এক জন বিজ্ঞান-সেবীকে তাহার অজ্ঞাতে এই সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্বে নিযুক্ত করেন।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে, আমার অভিভাষণে আগামী বৃহস্পতি বার দিন তাহা বলিব। তৎপূর্বে পরিষদের ভবিষ্য উন্নতিকল্পে কয়েকটি কথা আজ উত্থাপন করিব।

যখন আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে নিয়োগ করেন, তখন এ সম্বন্ধে আমার আপত্তি জানাইয়াছিলাম। এক দিকে সময়ভাব ও ভয় স্বাস্থ্য, অল্প দিকে পরিষদে কোন কার্য করা সম্ভব হইবে কি না, এ সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল। শুনিয়াছিলাম, এখানে দলাদলি এত প্রবল এবং আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। এ জন্ত অস্বীকার করিয়া লিখি। তাহা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে রেহাই দেন নাই। তখন স্থির করিলাম, সাহিত্য-পরিষদের জন্ত যথাসাধ্য কার্য করিব এবং ইহার পূর্ণশক্তি বিকাশের জন্ত চেষ্টিত হইব। যে মুমূর্ষু, সে-হ মৃত বস্তু লইয়া আগলাইয়া থাকে, যে জীবিত, তাহার জীবনের উচ্চাঙ্গ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে

পাইয়াছি যে, এই বর্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত করিয়া একটা উচ্চাঙ্গ ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। আমাদের সাহিত্য কেবলমাত্র পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ লইয়া থাকিবে না, বর্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি জীবন্ত সাহিত্য গঠিত করিয়া তুলিবে ইহাই আমি সাহিত্য-পরিষদের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। এই উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিবার পথে যে বাধা, যে অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিতে হইবে; তাহার পর দেশের চিন্তাশীল মনীষীদের বিক্ষিপ্ত চেষ্টা যাহাতে একত্রীভূত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য যত্নবান হইতে হইবে।

সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াই পরিষদের কতকগুলি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমি দেখি, স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে যে ঋণ গ্রহীত হইয়াছে, তাহার পরিশোধের বিশেষ উপায় দেখা যাইতেছে না। অনেক অমূল্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে এমন পুস্তকও প্রকাশিত হইতেছে, যাহা আপাততঃ স্বগিত রাখা যাইতে পারে। মনে হইল, কেবল পুরাতন সাহিত্যচর্চা করিতে যাইয়া বর্তমান জীবন্ত সাহিত্যের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। সভ্যদিগের নিকট অনেক টাকা অনাদায় হইয়া রহিয়াছে। পরিষদে আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশী; দেখি, পুস্তকাগারের কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই; পরিষৎ হইতে প্রকাশিত রাশি রাশি অবিক্রীত পুস্তক পরিষদভবনে এরূপ স্তূপীকৃত হইতেছে যে, তথায় মনুষ্যের চলাচল হ্রগম হইবে। অমূল্য শিলালিপি, তৈলচিত্র, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি এরূপ ভাবে বিক্ষিপ্ত আছে, যাহাতে প্রবেশমাত্র দর্শকের মনে এই মন্দিরের বিশালত্ব সন্মুখে স্নেহ উৎপাদন করে। আর সময়ে সময়ে বাঁহারা পরিষদের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রতিপক্ষের প্রতিকূলতায় সেই চেষ্টা নাকি বিফল হইয়াছিল। সে যাহা হউক, কাজ করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে সর্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।—

( ১ ) বাহিরে পরিষদের বিশৃঙ্খলতার সন্মুখে যে নানান কথা উঠে, তাহার ভিত্তি কোথায় ?

( ২ ) ভবিষ্যতে এই সব বিশৃঙ্খলতার প্রতিবিধান কিরূপে হইতে পারে ?

( ৩ ) পরিষদভবনের আবর্জনা দূর করিয়া এখানে চিন্তাশীল শিক্ষার্থীদের মৌলিক গবেষণার সাহায্য কিরূপে করা যাইতে পারে ?

( ৪ ) যে দলাদলি হইতে পরিষদের উন্নতি পক্ষপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, সেই দলাদলি হইতে পরিষদকে কিরূপে রক্ষা করা যায় ? এবং এই সব বাধা দূরীভূত করিয়া পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য—সাহিত্যের সর্বস্বাধীন বিকাশ কিরূপে সাধিত হইতে পারে ?

### স্থায়ী ভাণ্ডার

এ বিষয়ে অনেক কথা উঠিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে সব কথা সাধারণের জানা আবশ্যক। তাহা না হইলে কখন কখন অন্ত্যায় প্রশ্নর পাইবে, কখন কখন বা অমূলক নিম্না রটনার সুযোগ ঘটিয়া উঠিবে। স্থায়ী ভাণ্ডারের অতীত এবং বর্তমান অবস্থার একটা মোটামোটা হিসাব দিতেছি। অল্পসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম, এই ভাণ্ডারের জন্ত মোট টাঁদা ৪৩ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে লালগোঁলার রাজার প্রতিশ্রুতি ১৩ হাজার। রাজা বাহাদুর যখন এই শেষোক্ত টাকার জন্ত দানপত্র করেন, তখন এই টাকার দ্বারা যাহাতে গ্রন্থপ্রকাশের জন্ত একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী তহবিল গঠিত হয়,—এইরূপ সর্ভ করেন এবং সেই কারণে উহা স্বতন্ত্র স্থায়ী ভাণ্ডার ভাবে মঞ্জুর আছে।

প্রতিশ্রুত বাকী ৩০ হাজারের মধ্যে নানান সময়ে নানা চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ১৩ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। এই ১৩ তের হাজার পরিষদের সাধারণ স্থায়ী ভাণ্ডার। ইহা ব্যতীত পরিষদভবনও স্থায়ী বিত্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পরিষদভবন নির্মাণের জন্ত স্বতন্ত্র টাঁদা প্রতিশ্রুত হয় এবং সেই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। নির্মাণকার্য শেষ হইলে ইহার জন্ত প্রতিশ্রুত টাকার মধ্যে ২৫০০ টাকা বহু চেষ্টাতেও আদায় হয় নাই। এ দিকে কর্তৃপক্ষের নালিশ করিবার ভয় দেখাইলেন। ইহাতে কর্তৃপক্ষের অনন্তোপায় হইরা স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে দুই হাজার টাকা ধার লইলেন। ইহা যে অন্ত্যায় হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; জানি না, এ জন্ত কাহার দোষ অধিক—কর্তৃপক্ষের অথবা যাহারা প্রতিশ্রুত টাকা দিতে অস্বীকার করেন।

তাহার পর পুস্তক ও পত্রিকাাদি প্রকাশ জন্ত ১৩০৯ সাল হইতে ১৩২২ সাল অবধি এই ১৪ বৎসরে একুনে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে ঋণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১০০০ টাকা ১৩০৯ হইতে ১৩১৬ সালের



আমি যে সব উন্নতির কথা বলিলাম, তাহা সাধন করিবার জন্য দুই জন সমস্ত প্রাণপণে খাটিয়াছেন, তাঁহাদেরই জন্য এতগুলি কাজ এত সময়ের সাধিত হইয়াছে। এরূপ কর্ম্ম আর ২।৪টি যদি যোগদান করিতেন, তাহা হইলে পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাহাকেও চিন্তিত হইতে হইবে না।

এখন মন্দিরের কিরূপ সৌষ্ঠব বাড়িতেছে, তাহা আপনারা দেখিতেছেন। তৈলচিত্র, প্রাচীন শিলা ও মুদ্রা বর্থাষথ প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমস্ত পুস্তকাগার সুসজ্জিত হইয়াছে। পুস্তকতালিকা শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে। পড়িবার স্থান প্রশস্ত হইয়াছে এবং মৌলিক গবেষণার জন্য দুইটি ক্ষুদ্র কামরা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

### দলাদলি

জীবনে বহু বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ও নানান দেশ পরিভ্রমণের ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা কোথা হইতে আসে এবং বিফলতা কেনই বা হয়। আমি দেখিয়াছি, যে অমুঠানে কর্তৃত্ব শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপর ন্যস্ত হয়, যেখানে অপর সকলে নিজেদের দারিত্র্য বাড়িয়া ফেলিয়া দর্শকরূপে হয় শুধু করতালি দেন, না হয় কেবল নিম্নাবাদ করেন, সেখানে কর্ম্ম শুধু কর্তার ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য যে শক্তি সাধারণে তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিল, এমন এক দিন আসে, যখন সেই শক্তি সাধারণকে দলন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন দেশ বহু দূরে সরিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত শক্তি উদ্ধাম ভাবে চলিতে থাকে। ইহাতে দলাদলির যে ভীষণ বলি উদ্ভূত হয়, তাহা অমুঠানটিকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে আসে। দলপতি যদি তাঁহার সহকারীদিগকে কেবল যন্ত্রের অংশ মনে না করিয়া, প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে জাগরুক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। এই জন্য সাহিত্য-পরিষদে ব্যক্তিগত প্রাধান্তের পরিবর্তে সাধারণের মিলিত চেষ্টা যাহাতে বলবতী হয়, সে জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিষ্ঠিত কোন সাহিত্য-সমিতিতে খর্ব্ব করিয়া নিজেয়া বড় হইবার প্রয়াস আমি একান্ত হেয় মনে করি বলিয়া প্রত্যেক সমিতির আমুক্য ও শুভ ইচ্ছা আদান-প্রদানের জন্য চেষ্টিত হইয়াছি। সাধারণ সমস্তদিগের উত্তমের উপর পরিষদের ভাবী মঙ্গল যে বহুলরূপে নির্ভর করে, এ কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে

লিথিয়াছিলাম—“পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও কার্য নির্বাহক সভা সাহিত্য-পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষ্যমাত্র।” আরও লিখিয়াছিলাম যে, “সদন্তগণ যদি নিজেদের দায়িত্ব স্বরণ করিয়া নিঃস্বার্থ ও কর্তব্যমূলী সত্য নির্বাচিত করেন, তাহা হইলেই পরিষদের উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের শৈথিল্যই ভবিষ্যৎ হুর্গতির কারণ হইবে।” এই সহজ পথ অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অবলম্বিত উপায় কি প্রের হইবে? তথ্যের প্রতিযোগিতারই পূর্ণ প্রকাশ। সহযোগিতা কি আমাদের সাধনা নয়? রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্যানভাস হইয়া থাকে, পক্ষ ও বিপক্ষের ভেদ প্রবল হইয়া উঠে, এক পক্ষ অত্র পক্ষের ছিত্র অন্বেষণ করে ও কুৎসা রটায়, অত্র পক্ষও অবাবে এক কাঠী উপরে উঠেন। ইহার শেষ কোথায়? যে চিন্তাবৃত্তির মহৎ উচ্ছ্বাসে সাহিত্য বিকসিত হয়, তাহা কি এইরূপ পক্ষে নিমজ্জিত হইবে?

### নবীন ও প্রবীণ

নবীন ও প্রবীণের মধ্যে একটা বৈষম্য আছে। তবে তাহাই বিসংবাদে প্রধান কারণ নহে। ব্যক্তিবিশেষের আত্মসম্মতিতাই প্রকৃত দলাদলির কারণ, ইহা প্রবীণ বা নবীন কাহারও একমুখ নহে। প্রবীণ অতি সাবধানে চলিতে চাহেন, কিন্তু পৃথিবীর গতি অতি দ্রুত। যদিও বারুক্য তাহার শরীরে জড়তা আনয়ন করে, মন তো তাহার অনেক উপরে—সে তো চিরনবীন। মন কেন সাহস হারাইবে? অত্র দিকে নবীন অভিজ্ঞতা অভাবে হয় ও অতিক্রান্ত চলিতে চাহে এবং বাধার কথা ভাবিয়া দেখে না। যাহারা বহু কাল ধরিয়া কোন অনুষ্ঠানকে স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই প্রয়াসের ইতিহাস ভুলিয়া যান। হয় ত কখনও প্রবীণের বহু কষ্টে অঙ্কিত ধন নবীন বিনা বিচার নিজস্ব করিতে চাহেন। প্রবীণ ইহাতে অকৃতজ্ঞতার ছায়া দেখিতে পান। সে যাহা হউক, ধরিয়া প্রবীণকেও চার, নবীনকেও চার : প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে যেন উদ্বিগ্ন না হন, আর নবীনও যেন প্রবীণের এত দিনের নিষ্ঠা প্রত্যাহার চক্ষে দেখেন। এ দেশে যেখানে আমাদের সামাজিক জীবনে নবীন ও প্রবীণের কার্য-কলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে, সে স্থানেও কি এ কথা আমাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে?

পরিষদের কার্য সাধারণ সভাপণের নির্ধারিত কার্যনির্বাহক-সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁহারাষ্ট সাধারণের প্রতিকৃৎ হইয়া আসেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মতের দ্বারাষ্ট প্রতি বিষয় নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কার্য সম্পাদনের অন্য উপায় নাই। যদি ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের মত গৃহীত না হয়, তবে তৎক্ষণৎ যদি কেহ পরিষদের সকল কৰ্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চাহেন, তবে সেটা ছেলেদের আখ্যায় ছাড়া কি বলা যাইতে পারে? আর একটা কথা—অতীতের ক্রটি সম্পূর্ণ মুছিয়া না ফেলিলে কোন নতুন চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব।

এ সব যে ক্রটির কথা বলিলাম, তাহা একান্ত সাময়িক। বাল্যদ্বাবাদের অনেক কথা শুনিয়াছিলাম, অল্পমজান করিয়া জানিলাম, তাহাও অনেকটা তিলকে তাল করিবার অভ্যাস হইতে। আমি উভয় পক্ষকেই তাঁহাদের মধ্যে কি কি বিষয় লইয়া বিসংবাদ, তাহা আমাকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; পরে তাঁহাদিগের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। দেখা গেল, বিবাদের প্রকৃত কারণ কিছুই নাই বলিলেই হয়। সে বাহা হউক, উভয় পক্ষ মিলিয়া দু-একটি নিয়ম পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা আপনারা গ্রহণ করিলে সমস্ত বিসংবাদের মূল চলিয়া যাইবে।

### পরিষদগৃহে বক্তৃতা

যে সব বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলাম, তাহা কার্য্য করিবার উপলক্ষ্য মাত্র। সাহিত্যের সৰ্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদৰ্থে প্রতিভাশালী মনীষীদিগের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা কুরিতে সমর্থ হইয়াছি। বিষয়চক্রে মজুমদার ও যজ্ঞনাথ সরকার মহাশয়গণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। আগামী বৃহস্পতি বার বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রীলাল বসু, গণনাথ সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, সত্যীশচন্দ্র বিস্তাভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহা-রাজা জগদীন্দ্রনাথ দাস, রাণালদ্য সুবল্লভপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বোপেশ-চন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, অমূল্যচরণ বিদ্যাকৃষ্ণ, বনওয়ারি-লাল চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। একান্তীত

প্রফুল্লচন্দ্র বার, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ব্রজেননাথ শীল, চিত্তরঞ্জন দাশ, রমাশ্রীনাথ চন্দ্র এবং অন্যান্য সাহিত্যসেবীদিগকে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। পরিবদের এই উদ্যোগে তাঁহারা সহায়তা করিবেন, সন্দেহ নাই।

### গত দুই বৎসরের সাহিত্য

বিগতি দুই বর্ষের মধ্যে অথবা ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন পর্য্যন্ত ১৩৭৩ খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়—

কলাবিজ্ঞান—	৩২	সাহিত্যে—	১৩৪
জীবনবৃত্তান্তে—	৩৪	দর্শনে—	২২
নাট্যকাদিতে—	৯৮	বিজ্ঞানে—	২৯
উপন্যাস ও কথা-সাহিত্যে—	২৮৪	কাব্য ও কবিতায়—	১২৭
ইতিহাস-পুরাতত্ত্বে—	২০	আইনে—	২৪
ধর্মবিষয়ে—	১৪০	চিকিৎসায়—	৩৫
ভ্রমণবৃত্তান্তে—	১৩	বিবিধবিষয়ে—	৩১১

মোট ১৩৭৩ খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

(১) কলাবিজ্ঞান—এসম্বন্ধে ভাল বই লিখিবার চেষ্টা কমই হইয়াছে। তবে সাময়িক পত্রগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, গবেষণাপূর্ণ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ যথেষ্টই বাহির হইয়াছে।

(২) জীবনবৃত্তান্ত—গত দুই বৎসরের মধ্যে কয়েকজন ধর্মবীর, সাধু-সন্ন্যাসী, দুই চারিজন কর্মবীর, শিল্পী, ঐতিহাসিক ও কবির জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অমর কবি মধুসূদন রায় দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতির জীবনের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব নূতন তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। উইলিয়ম আরভিন শেষ যুগলবংশের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইহার জীবন-বৃত্তান্ত একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল; এবার তাঁহার জীবনের অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, আজকাল অধিকাংশ লেখক জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া উপকরণ সংগ্রহে যে প্রকৃষ্ট শক্তি অবলম্বন করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

(৩) নাটক, উপন্যাস, কথাসাহিত্য—কয়েকজন শক্তিশালী লেখক

কথাসাহিত্যে বৃগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। মানব-মনের স্থল স্থল বৃত্তিগুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের কেহ কেহ সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ লাভ করিবার সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া কথাসাহিত্য বিশেষকে স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভ করাইবার প্রয়াসী হইয়াছেন। মনস্তত্ত্বের একরূপ অমূল্যলগ্নে বঙ্গসাহিত্য নিশ্চয়ই লাভবান হইবে। গত দুই বৎসরের মধ্যে কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসও প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একখানি স্থলর সামাজিক উপন্যাসও দেখা দিয়াছে। সাময়িক পত্র-গুলির মধ্যে ছোট গল্পও বাহির হইয়াছে।

(৪) ধর্ম—ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তকের সংখ্যা তাদৃশ সন্তোষজনক নয়। কিন্তু মাসিক পত্রাদিতে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ এবিষয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

(৫) ভ্রমণ—পুস্তকের সংখ্যা কম হইলেও এবার মাসিক পত্রে ভ্রমণের অনেকগুলি কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। নারীর একদিকে শিলং ও কাশ্মীর ভ্রমণের কথা, অপরদিকে পারশ্ব ও নরওয়ে যাত্রার বিবরণ বাহির হইয়াছে। পুরুষের ক্ষুদ্র অষ্ট্রেলিয়া-ভ্রমণ, যুরোপ-ভ্রমণ, সীমান্ত-ভ্রমণ, ইন্ডোর ও উজ্জয়িনী-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

(৬) ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব—বিগত দুই বৎসরের মধ্যে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রকৃষ্টি ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া কয়েকজন ঐতিহাসিক গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। অভিনব প্রণালীর অমূল্যফল ফলে মহারাষ্ট্রীয়গণের কয়েকটি জটিল রহস্য উদ্ভিন্ন হইয়াছে; বৌদ্ধ, পাল ও সেনরাজগণ, গুপ্ত, অন্ধ্র ও মুগল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। পার্চনা, মিথিলা, চুনार, বীরভূম, নদীয়া প্রভৃতি দেশের ঐতিহাসিক তথ্য সমালোচিত হইয়াছে। দুই একটি ঐতিহাসিক সমস্তাপুরণের চেষ্টাও দেখা গিয়াছে। কয়েকখানি তাত্ত্বশাসন ও শিলালেখের আবিষ্কার-বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। দিন দিন লেখক ও পাঠক যে পুরাতত্ত্ব-ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা দেশের পক্ষে আশার কথা। আলোচ্য দুই বর্ষে মাসিক সাহিত্যে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে।

১। সাধারণ—ইতিহাস, ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রশংসা, ইতিহাসের উপদেশ, ইতিহাসের ধারা।

২। পুরাতত্ত্ব—কুমার গুপ্তের তাম্রশাসনসম্বন্ধে আলোচনা, মহারাষ্ট্র স্বামিদাসের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার, নবাবিফকৃত অশোক অম্মশাসনের পরিচয়, মাঁচি স্তূপের বিবরণ এবং বীরভূম ও নদীয়ার প্রত্নতত্ত্ব।

৩। প্রাচীন ইতিহাস—প্রাচীন ভারতে ব্যবহার, প্রাচীন ভারতের কৰ্ম কাণ্ড, বৌদ্ধধর্ম, গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ যুগ, পাটলিপুত্র প্রভৃতি।

৪। মুসলমান যুগের ইতিহাস—মুসলমান রাজত্বে শিক্ষা বিস্তার, হামিদাবাদ, জেব উরিসা, আকবর ও বেগম সমর প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা, আকবর বাদশাহ নিরাকর ছিলেন কিনা তৎসম্বন্ধে বিতৃপ্ত ও ধারাবাহিক বাদামুবাদ।

৫। অম্মবাদ—কর্কি অবতারের ঐতিহাসিকত্ব, আধ্যাত্মিক মধ্য জাতের অম্মর, পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রাচীন ইতিহাসসম্বন্ধে ও অধ্যাপক যত্ননাথ সরকার শিবাজীসম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদে বক্তৃতা করিয়াছেন। সম্প্রতি আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক আহৃত হইয়া বৈদিক যজ্ঞসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে ‘বাল্মীকির ইতিহাস ( দ্বিতীয় ভাগ )’ ও ‘সম সাময়িক ভারতে’র উল্লেখ করা যাইতে পারে।

( ৭ ) কয়েকজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখক বঙ্গসাহিত্যে দার্শনিক চিন্তার নূতন ধারা সমানয়ন করিয়াছেন। “সৌন্দর্য্যতত্ত্বের” সর্বতোভাবে বিশ্লেষণ-স্থচক গ্রন্থ, ‘প্রাণময় জগৎ’ ও ‘মনোবিজ্ঞান’ সম্বন্ধে প্রবন্ধ দর্শন-বিভাগের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

( ৮ ) বিজ্ঞান—বিজ্ঞানসম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি আলোচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য কোন গ্রন্থ নাই।

( ৯ ) সাহিত্য ও আলোচনা—এ বিভাগে মাত্র দুই একখানি ভাল বই বাহির হইয়াছে। তবে মাসিক পত্রে সাহিত্যে নানা বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। বাল্মীকি বানান, উচ্চারণ, ভাষা কিরূপ হওয়া

উচিত এসম্বন্ধে অনেক অনুশীলন হইয়াছে। অধিকাংশ মাসিক পত্রের সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক ভাল প্রবন্ধ অল্প-বিস্তর বাহির হইয়াছে। ‘সাময়িকী’, ‘আলোচনা’, ‘আলোচনী’, ‘বিবিধপ্রসঙ্গ’, ‘পঞ্চশত্ৰু’, ‘কল্প-তরু’ প্রভৃতি নাম দিয়া কোন কোন সম্পাদক দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় সঙ্কলন করিয়াছেন।

(১০) প্রাচীন সাহিত্য—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ‘সুতিকল্পতরু’ নামে একখানি প্রায় ৪০০ বৎসরের প্রাচীন পুস্তক এবং কবি চণ্ডীদাসের রচিত “শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন” প্রকাশিত হইয়াছে। ভায়দর্শনসম্বন্ধে দুই খানি এবং অশ্বৈত্ববাদসম্বন্ধে ৪খানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

(১১) অনুবাদ-সাহিত্য—‘ভাস’, ‘বাংস্ফারন’, ‘বেদান্তের ভাষ্য’ প্রভৃতি বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া বঙ্গভাষায় কলেবর ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

বিগত দুই বৎসরের মধ্যে ১০খানি নূতন মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার সাময়িক পত্র ৩০০ হইতেও অধিক।

(১২) মুসলমান-সাহিত্য—বিগত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় ও অধ্যবসারে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ কয়েকখানি সুন্দর পুস্তক ও কয়েকটা মনোরম প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কোন কোন মুসলমান লেখক আর উর্দু ভাষা চালাইবার পক্ষপাতী নন। তাঁহারা সাহিত্য-রচনায় সাহিত্যের বাঙ্গালা ধ্যাসম্ভব ব্যবহার করিতেছেন। ‘আল-ইসলাম’ প্রভৃতি পত্রে কয়েকটা প্রবন্ধ এরূপ সুন্দর বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে যে, লেখকের নাম তুলিয়া দিলে হিন্দু কি মুসলমানের লেখা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অনেকের ভাষা বিশেষ সংযত ও সুলিখিত। গত দুই বৎসরের মধ্যে ইতিহাস, ধর্ম্ম, জীবনবৃত্তান্ত, কবিতা ও সাধারণ সাহিত্য বিষয়েই মুসলমানগণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন। কাজি ইমদাদুল-হক ‘নবীকাহিনী’ লিখিয়াছেন, মোজাম্মেলহক ‘হজরৎ মহম্মদ’ নামে মহম্মদের জীবনকাহিনী ও মাহাত্ম্যের কথা কবিতার রচনা করিয়াছেন। মহম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী ‘ধর্ম্মের কাহিনী’ লিখিয়াছেন। সাময়িক পত্রেও কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

## শোক-প্রকাশ ।

এই দুই বৎসরের মধ্যে কতকগুলি প্রথিত-নামা সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-বন্ধুর পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গদেশের বিশেষ কৃতি হইয়াছে। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম কর্ণধাররূপে পরিষদের উন্নতিবিধানে বেক্রম যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা আপনাদের অবিস্মৃত নাই। এবিষয়ে আমার বেশী বলিবার কিছু নাই। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একজন অকৃত্রিম সেবক ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার স্মৃতি চিরদিন বিচ্ছিন্ন থাকিবে। পরিষদের অন্ততম ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের অভাব হইয়াছে। ইহাদের স্থান পূরণ করিবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহিত্যিক—বাহারা দেশের ও সাহিত্যের কল্যাণসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন—তাঁহাদের পরলোকগমনে আমরা বিশেষভাবে কৃতিগ্রস্ত হইয়াছি :—

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিহারীলাল গুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্নাল, হেমেন্দ্রমোহন বসু, ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন, লালমোহন বিজ্ঞানিধি, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দুমাধব মল্লিক, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, পূর্ণেন্দ্রমোহন সেহানবীশ, রবি দত্ত, সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, গৌরীশঙ্কর রায়, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র রায়। ইহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন।



## উপসংহার ।

সাহিত্য-পরিষদের এই দুই বৎসরের কার্য আশাপূর্ণ বলিয়া মনে হয় । বাধার কারণ দূর হইয়াছে, এখন আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে । আর্থিক স্বচ্ছলতাই ইহার গতিকে দ্রুততর করিবে । সদস্ত-সংখ্যা গত বৎসরে এক সহস্র বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রত্যেক সদস্ত যদি অন্ততঃ আর একটি নূতন সদস্যের নাম প্রেরণ করেন, তাহা হইলে বহুলকার্য সাধিত হইতে পারে ।

কিছু দিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন ; সেই কমিশনের বিদেশীয় সভ্যগণ ইহার কার্য লক্ষ করিয়া ইহাকে জাতীয় জীবন পরিষ্কৃতির এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন । ভারতবর্ষের অল্প প্রদেশে ভ্রমণকালেও দেখিলাম, আমাদের এই সাহিত্য-পরিষৎকে আদর্শ করিয়া তথায় অল্প পরিষৎ গঠনের চেষ্টা হইতেছে । এ সবই তো আশার কথা—আশা ব্যতীত আর কি আমাদের সম্বল আছে ? সম্মুখে যে ভয়ঙ্কর হৃদ্দিন আসিতেছে, তাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পর্যন্ত শঙ্কটাপন্ন । হৃদ্দিনের মধ্যে কি আশা লইয়া তবে থাকিব ? দুই একটি আশার কথা আছে ; তাহার মধ্যে আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ অন্ততম । আমাদের অবত্রে এই জীব প্রাণীপটি কি নিবিয়া বাইবে ?

# পরিশিষ্ট

## বার্ষিক আয় ব্যয় হিসাবের প্রণালী ।

আয় ।		ব্যয় ।	
১। টাঙ্গা	১০,৫০০	১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০
২। প্রবেশিকা	২৫০	২। পত্রিকা, পত্রিকা ও কথ্য- বিবরণী মুদ্রণ	২৪০০
৩। পুস্তক বিক্রয়	১০০০	৩। পুস্তকালয়	৫২৫
৪। পত্রিকা বিক্রয়	৭০০	৪। পুথিশালা	১৫০
৫। বিজ্ঞাপনের আয়	৩০০	৫। বিবিধ মুদ্রণ	৪০০
৬। স্থান আদায়	৮০০	৬। চিত্রশালা	১৫০
৭। এককালীন দান	২২২৫	৭। ডাকমাণ্ডল	১১০০
	১৫৭৭৫	৮। বাড়ী মেরামত	৩০০
		৯। অন্যান্য আসবাব ও আলো মেরামত	১০০
		১০। কমিশন	৭৫
		১১। ট্যাক্স	২৬২
		১২। ইলেক্ট্রিক আলোক ও পাথার বিল	৩০০
		১৩। ঘর ভাড়া	১২০
		১৪। দপ্তর সরঞ্জাম	২০০
		১৫। নতুন আসবাব	১০০
		১৬। বেতন	৪০০০
		১৭। গাড়ী ভাড়া	১৫০
		১৮। পোষাক	৫০
		১৯। ছাত্রসভার পুরস্কার	৮০
		২০। সম্মিলনের ব্যয়	৭৫
		২১। স্থিতিরক্ষার ব্যয়	২৫০
		২২। পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যয়	২৫
		২৩। বিবিধ ব্যয়	২০০
		২৪। স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ	১০০০
			১৫৬১২

**Printed by Pulin Bilhari Das**  
**from "Debakinandan Press"**  
**66, Manicktola Street—Cal.**

## ভ্রম-সংশোধন

সাহিত্য-পরিবহ-পত্রিকার ২৪শ ভাগ, ৩য় সংখ্যার শ্রীবুদ্ধ পূর্ণগটান নাহার এম্ এ মহাশয় মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে বড় নগরের কয়েকখানি শিলালিপির ছাপ ও পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৪ সংখ্যক লিপি ( ১৯৯ পৃষ্ঠা, ৩ ৩ ৪ পংক্তি ) অর্থাৎ গণেশ-মন্দির-সংলগ্ন লিপিতে "রসবর্জিতে" স্থলে "রসবর্জিতে" হইবে এবং "দরারাম(ঃ)" স্থলে "দরারামো" হইবে। যে অনবধান হঠতে তুল হুইটি হইয়াছে, তদ্রূপ আমি ছুঃখিত। মনোবী শ্রীবুদ্ধ অক্ষয়কুমার বৈজ্যের মহাশয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই তুল হুইটি ধরিতা দিয়াছে এবং তিনি অগ্রগ্রহ করিয়া এই তুলের কথা আমাকে জানানাইরাছেন। বৈজ্যের মহাশয়ের প্রতি এ অল্প ব্যঙ্গের মাই কৃতজ্ঞ। পত্রিকার পাঠকেরা ছাপের সহিত পাঠ বিলাইলেই এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন।

পত্রিকাধিক



## আরবী ও পার্সী নামের বাজালা শিপান্তর

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গালা দেশে মুসলমান অধিকারের পত্তন। তখন হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় ফারসী ও আরবী নাম এবং শব্দের প্রবেশের সূত্রপাত।

মুসলমান ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আরব জাতির জাতীয়তার উন্মেষের যুগে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আদিতে উময়্য-বংশীয় খলীফহ্ সুলয়মান যখন দমক্ক নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন ইরাক্ ও অল্-জজীরহ্ (মেসোপোটামিয়া) প্রদেশের শাসনকর্তা হুজাজ ভারতে ইসলাম প্রচারের জন্ত মহম্মদ ইব্ন-রাসিমের অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানে আরব মুসলমানেরা ৭১২ সালে সিদ্ধ প্রদেশ জয় করে, এবং ওই প্রদেশ কিছু কাল আরবদের হাতেই থাকে। কিন্তু আরবদের অধিকার এ দেশে সুদৃঢ় এবং স্থায়ী হয় নাই; এমন কি, ইহাদের আগমনবার্তা ভারতের অত্র প্রদেশের লোকেরা বোধ হয় ভাল করিয়া জানিতেই পারে নাই। ভারত-বিজয়ের উদ্দেশ্য লইয়া দেখা দেয়, তুর্কী ও আফগান জাতীয় মুসলমানেরা। বসুদাদের অববাস-বংশীয় খলীফহ্-দের ক্ষমতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, সলজুক্ ও অতাত জাতীয় তুর্কীরা পারস্ত, ইরাক্ ও পশ্চিম এশিয়া-খণ্ডে আসিতে থাকে, এবং ক্রমে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে ঐ সকল দেশে এই তুর্কীরা বিশেষ প্রবল হইয়া দাঁড়ায়, আরব ও পারসীকেরা ইহাদের কাছে অবনতি স্বীকার করে। বিভিন্ন তুর্কী-গোষ্ঠী খোরাসান ও আফগানস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং অঙ্গশস্ত্র আফগানদিগকে আপনাদের বশে আনয়ন করে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝি, ৯৬২ সালে অল্-তগীন্ নামে এক তুর্কী সেনানী আফগানস্থানের য়জ্জনহ্ বা য়জ্জনী নামক স্থানের গড় দখল করেন, এবং আফগানস্থানে এক তুর্কী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অল্-তগীনের পর সবুক্-তগীন্ এবং তৎপুত্র বিখ্যাত মহম্মদ রাজা হন। সবুক্-তগীন্ই প্রথম ভারত-বিজয়ের বিষয়ে মনোযোগী হন। তিনি পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ রাজা জয়পালকে কয়েকবার পরাজয় করেন। মহম্মদ (মহম্মদ য়জ্জনহী নামে বিখ্যাত) যোল বার ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু এই সকল আক্রমণ লুণ্ঠনের অভিযান ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু মহম্মদের শৌর্য ও তাঁহার তুর্কী এবং আফগান সৈন্যের অপ্রতিহত পরাক্রমের কাছে উত্তর-ভারতের সমবেত শক্তি দাঁড়াইতে পারে নাই। মহম্মদ দক্ষিণে সোমনাথ ও পূর্বে কালিঙ্গ পর্যন্ত সৈন্য আনয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র পঞ্জাব প্রদেশ নিজ অধিকারে রাখেন য়জ্জনীর তুর্কী সুলতানদের সময় হইতে 'তুর্কী' শব্দ ভারতে মুসলমান-বাচক হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, বিশিষ্টরূপে মুসলমান ধর্মের ও মুসলমান ভাবের সহিত ভারতের ধর্মের ও ভাবের প্রথম সজ্জাত, তুর্কীরাই ভারতে আসাতে ঘটে। বহু কাল ধরিয়া পঞ্জাবে, রাজপুতানা, মধ্যদেশে, বাঙ্গালায়, যত দিন পর্যন্ত বিভিন্ন পশ্চিমা মুসলমান জাতির সহিত হিন্দুদের ঘনিষ্ঠ

পরিচয় ঘটয়া উঠে নাই, তত দিন মুসলমান অর্থে ‘তুর্ক্’ বা ‘তুরুক্’ শব্দই ব্যবহৃত হইত ; এখনও এই অর্থে তামিলে ‘তুলুক্’ শব্দ প্রচলিত ; কারণ, দক্ষিণের লোকদের মুসলমানদের সহিত ততটা সম্পর্কে আসিতে হয় নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে য়োর-প্রদেশের সুর-বংশীয় আফগানেরা খলাউ-দ্-দীন জহান-সোজ্জের নেতৃত্বে মুজ্জনী ধ্বংস করে। আফগানস্থানে আফগান য়োরী-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের তৃতীয় রাজা মুইজ্জু-দ্-দীন মুহম্মদ য়োরী তিরোরীর যুদ্ধে দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি রায়-পিঠোরী বা পৃথ্বীরাজকে পরাজয় করেন। মুহম্মদ য়োরী নিজে আফগান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনায় বহু তুর্কী সেনানী ও সৈনিক ছিল। এই সকল তুর্কী সেনানীদের মধ্যে অত্যন্ত ক্রতুবু-দ্-দীন অম্ব-বক্ দিল্লীতে প্রথম মুসলমান রাজবংশের স্থাপন করেন। আর এক সেনাপতি ইব্বৎয়ার-দ্-দীন মুহম্মদ বখ্ৎয়ার গুলজী বিহার (মগধ) জয় করেন ও নবদ্বীপ (উত্তররাঢ়) আক্রমণ করেন, এবং লক্ষণাবতী নগর ও প্রদেশ (বরেন্দ্র) মুসলমান-শাসনের অধীনে আনেন। গুলজী-গোপ্তিয়েরা সম্ভবতঃ তুর্কীজাতীয় ছিল, দীর্ঘকাল আফগান দেশে বাস করা হেতু পরে ইহারা ভাষায় ও আচারে আফগান হইয়া পড়ে। বখ্ৎয়ার সম্ভবতঃ তুর্কী-ভাষীই ছিলেন। প্রথম ভারতজয়ী মুসলমানেরা মুখ্যতঃ তুর্কী, ও পশ্চো-ভাষী আফগান, এই দুই জাতীয় ছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ অনেক ঈরানী ও কিছু আরবও ছিল। উত্তর-ভারতবিজয়ের কিছু পূর্ব হইতে এশিয়া-মাইনরে, ইরাক্কে, পারস্যে, পেরাসানে ও আফগানস্থানে, সলজুক্ ও অন্ত জাতীয় তুর্কীদেরই বেশী প্রাধান্য ছিল ; ভারতেও বহু কাল ধরিয়া তুর্কীরাই প্রবল থাকে। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে দাস-বংশীয়েরা সকলেই তুর্কী ছিলেন ; গুলজী-বংশীয়েরা তুর্কী-জাতি-সম্ভূত ছিলেন ; কিন্তু ইহারা আচার-ব্যবহারে ও ভাষায় আফগান বা পাঠান বনিয়া গিয়াছিলেন। তমলুক্ রাজারা তুর্কী ছিলেন ; সয়য়িদ রাজারা খুব সম্ভবতঃ ভারতীয় মুসলমান ছিলেন। সয়য়িদ-বংশের পরে লোদী ও সুর বংশীয়েরা আফগান (পাঠান) ছিলেন, কিন্তু ইহারা অনেকটা হিন্দুস্থানী হইয়া পড়েন। মোঘল-বংশের প্রথম রাজা বাবর তুর্কী বলিতেন, তুর্কীতে তিনি তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু ভারতের মোঘল সম্রাটগণ দুই তিন পুরুষেই হিন্দীভাষী হইয়া পড়েন। বাদশাহার মুসলমান শাসকদের মধ্যে, বঙ্গ-বিজয়ের পর প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত যাহারা রাজত্ব করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তুর্কী ছিলেন ; কিন্তু স্বদেশের সহিত সংযোগ না থাকায় তুর্কী ও আফগান, আরব ও হাবশী, সকলেই অল্পে অল্পে ভারতীয় মুসলমান হইয়া দাঁড়ান, এবং হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ করেন।

পশ্চো, তুর্কী, ফারসী ও আরবী—এই চারি ভাষা মুসলমানদিগ-কর্তৃক এ দেশে আনীত হয়। তুর্কীরা ও পশ্চো-ভাষী আফগানেরাই ভারতে খুব বেশী আসে, এবং মুসলমান-বুগের ইতিহাসের অনেকটা অংশ প্রধানতঃ ইহাদের লইয়া। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তুর্কী

ও পশ্চিম প্রভাব ভারতের দেশী ভাষাগুলির উপর প্রায় কিছুই পড়ে নাই। তুর্কীর গোটাকতক শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালায় আসিয়াছে; যেমন—তুর্ক, তোপ, তকমা, ধাঁ, বেগ, বেগম, উজবক, বাবুচাঁ, উদু, চকমকী, কারু, কোংকা, মুচলকা। কিন্তু খুজিলেও পশ্চিম শব্দ দু'চারটার বেশী বোধ হয় মিলিবে না। ইহার কারণ এই যে, এ দেশে তুর্কী ও পশ্চিম যখন চলিত, তখন এই দুই ভাষা ঘরোয়া ভাষা হিসাবেই বিজেতা তুর্কী ও পার্শ্বদেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল;—ভারতের মুসলমান বিজেতাদের পোষাকী বা দরবারী ভাষা গোড়া হইতেই ফারসী ছিল। ফারসী-ভাষী মুসলমান অধিক পরিমাণে ভারতে না আসিলেও, ফারসীর ছাপ সিন্ধী, গুজরাটী, হিন্দী, বিহারী, বাঙ্গালা ও মরাঠাতে যতটা পড়িয়াছে, ততটা আর কোনও বিদেশী ভাষার নয়।

আধুনিক মুসলমান জগতে মুসলমান সভ্যতার বাহনরূপে চারটি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; সে চারটি ভাষা হইতেছে আরবী, ফারসী, পশ্চিমী তুর্কী ও উদু। পশ্চিম, বলোচ প্রভৃতি, মুসলমান জাতির ভাষা হইলেও মুসলমান-জগতে কখনও উচ্চ স্থান পায় নাই, এবং বহু কাল ধরিয়া পাইবেও না। পশ্চিম-ভাষী আফগানেরা দুর্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত জাতি বটে, কিন্তু সভ্যতায় ইহার কখনও উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়া আফগানেরা তুর্কী সহযোগী ও প্রভুদের নেতৃত্বে ভারত-জয়ে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সভ্যতায় বড় বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহাদের সাহিত্য বড় হইয়া গড়িয়া উঠে নাই; অভিজাত শ্রেণীর আফগানেরা ফারসী ভাষা, সাহিত্য ও রীতি-নীতিই গ্রহণ করিতেন। এ বিষয়ে আফগান ও তুর্ক একমত ছিল। পারস্যে, আফগানস্থানে, ইরাক্কে তুর্কীদের ক্ষমতার পতন হইতেই তুর্কীরা মুসলমান পারস্য জাতির অহুকরণ আরম্ভ করে। ফারসী ভাষা তখন আরবী ভাষার শব্দ-সম্পদের এবং ইসলামী চিন্তা ও ভাববাহ্যের পূর্ণ অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বস্তুতঃ নবীন আরবী সাহিত্য ও চিন্তা অনেকটা পারস্য জাতিরই কৃতিত্বের ফল। তখন তুর্কীরা পশ্চিম-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে নাই; এবং তখন পারস্যে, পের্সিয়ার ও তুর্কীস্থানে, কোথাও তুর্কী ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা হয় নাই। তুর্কীতে এমন কোনও বই ছিল না, যাঁহা শিক্ষিত মুসলমান তুর্কী পড়িয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন। এ দিকে প্রাচ্য মুসলমান-জগতে তুর্কী ক্ষমতার অহুদয়ের যুগেই ফারসীতে একটা বড় দরের নূতন সাহিত্য তৈয়ারী হইয়া উঠিয়াছে। রূদাফী, দক্কীকী, ফিরদৌসী প্রমুখ মহাকবি ফারসী ভাষায় নূতন শক্তি দান করিয়াছেন। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের চর্চার জন্ত এই যুগে আরবী ভাষার বিশেষ প্রচলন থাকিলেও ধীরে ধীরে প্রাচ্যপ্রাচ্যে, পারস্য পের্সিয়ার, আফগানস্থানে ও তুর্কীস্থানে, ফারসী আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ফারসী ভাষা দশম শতাব্দীর শেষের দিকেই তুর্কী ও আফগানদের পোষাকী ভাষা বা মাধু ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে যখন উত্তর হইতে বর্ধর যোদ্ধাগণ ও তাতারগণ মামিয়া আসিয়া পের্সিয়ার, পারস্য ও ইরাক্কে পারস্য-আরব বা মুসলমানী সভ্যতার প্রায়



এক প্রকার বিলোপ সাধন করিল, বল্লাদ নগর ধ্বংস করিয়া দিল, তখন হইতে এই নবীন মুসলমানী সভ্যতার বাহন আরবী ভাষার চর্চা পারস্যে ও অন্ত্র অনেকটা কমিয়া গেল। মোঙ্গোল আক্রমণের পূর্বে পারস্য দেশেও আরবীতে বই লেখা হইত; এখন হইতে দেশ-ভাষা ফারসীর প্রসার বাড়িয়া গেল। কেবল স্বদেশে নহে, আফগানস্থানে ও তুর্কীদের মধ্যেও ফারসী প্রসৃত হইয়া পড়িল। শাসকবর্গ ও অভিজাত শ্রেণী এবং জনসাধারণ, যেরূপ তুর্কী ব্যবহার করুন বা পশতৌই ব্যবহার করুন, সাহিত্যালোচনায় ও রাজকার্যে ফারসী ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ভারতে যখন মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের সংস্পর্শ ঘটিল, তখন প্রথম হইতেই যে সকল হিন্দু, রাজার জাতির সহিত মিশিত বা রাজার চাকরী লইত, তাহাদিগকে এই পোষাকী ভাষাই শিখিতে হইত।

খাঁটা আরব মুসলমান ভারতে অল্পই আসে। বাক্সালায় হাব্বী রাজারা কিছু কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ আরবী বলিতেন, কিন্তু ভারতে মুসলমান-যুগে আরবী-ভাষী মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আরবী-ভাষী লোক বেশী না আসিলেও আরবীর অনেক শব্দ হিন্দী ও বাক্সালায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দগুলি সরাসরি আরবী হইতে আসে নাই, এগুলি আসিয়াছে ফারসীর মধ্য দিয়া। সপ্তম শতকের মধ্যভাগে যখন পারস্যদেশ মুসলমান আরবদের অধীন হইল, এবং পারস্যের লোকেরা যখন মুসলমান হইতে আরম্ভ করিল, আরবী লিপি গ্রহণ করিল, তখন হইতেই আর্ধ্যবংশ-সম্বৃত, সংস্কৃতের স্বস্বকুলজাত পারসীক বা ফারসী ভাষা, শেষীয় ভাষা আরবীর আওতায় পড়িল; ৭৫০ সালে যখন বল্লাদে এক নবীন মুসলমান সভ্যতার উত্থান হইল, তখন পারস্যের মনীষা এই নবীন সভ্যতাকে অবলম্বন করিয়া আরবী ভাষার সেবা ও উন্নতিতে নিয়োজিত হইল। পারস্য দেশের প্রাচীন ধর্মের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পারসীক ভাষার জীবনী শক্তি অবলুপ্ত হইল; ফারসী নিজের পায়ে যেন ঠাঁড়াইতে না পারিয়া আরবীকে আশ্রয় করিল,—দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান সম্পর্কীয় সমস্ত শব্দ নবপুষ্ট উন্নতিশীল আরবীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। উচ্চ ভাবের কথা ভিন্ন সাধারণ বহু শব্দও ফারসী অনাবশ্যকরূপে আরবী হইতে গ্রহণ করিয়া অঙ্গীভূত করিতে লাগিল। আরবী সাহিত্যের আদর্শে এক নূতন মুসলমানী ফারসী সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। ফারসী, আরবীর শব্দ ও ভাব সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিল; এখন যেমন যে কোনও সংস্কৃত শব্দ বাক্সালায় অবাধে চালাইতে পারা যায়, ফারসীতে তেমনি যে কোন আরবী কথা গ্রহণ করিতে পারা যায়। এমন কি, ফারসী আরবীর এতটা অনুকারী হইয়া পড়িয়াছে যে, আরবীর অনেক বাক্য-রচনা-রীতি, প্রত্যয় বিভক্তি ফারসী লইয়া বসিয়াছে। আধুনিক ফারসীতে শতকরা ৬০ এর উপর শব্দ আরবী; অতি সাধারণ ঘরোয়া কথা বলিতে গেলেও আরবীর শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন ফারসীর চলে না। ফলতঃ ইংরেজীর পক্ষে যেমন ল্যাটিন, বাক্সালার পক্ষে যেমন সংস্কৃত, ফারসীর পক্ষে আরবী সেইরূপ হইয়াছে। এই জন্য ফারসী ভাষা যখন ভারতে আসিল,

তখন আরবীর অনেক শব্দই আসিয়া গেল। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে আরবীর চর্চা থাকিলেও, এই শব্দগুলি একেবারে আরবী হইতে ধার করা হয় নাই। স্পেনের লোকেরা আরবী-ভাষী মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়, বিজেতা আরবদের সংস্পর্শে আসিয়া স্পেনীয়েরা অনেক আরবী কথা গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় বিশেষ্য বিশেষণের সঙ্গে ال ‘অল্’ উপসর্গ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; স্পেনীয় ভাষায় যে সকল আরবী শব্দ পাওয়া যায়, আরবী-ভাষীর মুখ হইতে শুনিয়া গৃহীত বলিয়া সেগুলিতে এই উপসর্গ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু ফারসীতে যখন আরবী শব্দ আসে, তখন এই উপসর্গ ধরা হয় না। ফারসীর ভিতর দিয়া পাওয়া বলিয়া আমাদের হিন্দী ও বাঙ্গালায় যে আরবী শব্দ মিলে, তাহাতেও ‘অল্’ উপসর্গ নাই। যেমন স্পেনীয় alcayde, alcoran, alcorban, alcacer, Alhambra, atabal, Alcalá, Alborge ইত্যাদি; এই আরবী পদগুলির ভারতীয় রূপ যথাক্রমে—কাজী (বাঙ্গালা) বা ক্বাজী (হিন্দুস্থানী), কোরান, কোবান্, ক্রস্ (উর্দু), হমব্ (উর্দু), তবলা (বাঙ্গালা), কিল্লা বা ক্বলহ্ (উর্দু), বুরুজ (বাঙ্গালা)।

বাঙ্গালায় ফারসী (ও আরবী) কথার বেশী করিয়া আমদানী আরম্ভ হয় মোগল আমল হইতে। মোগল আমলের পূর্বে তুর্কী ও পাঠান শাসকদের সঙ্গে বাঙ্গালা-ভাষী সাধারণ হিন্দু প্রজার তেমন যোগ ছিল না। কারণ, মোগল-রাজত্বের পূর্বে বঙ্গদেশের অংশবিশেষ মাত্র মুসলমান-শাসনে ছিল। “খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে সমগ্র বঙ্গভূমি কোন কালেই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই। পশ্চিমোত্তর বঙ্গের রাজ-চ্ছত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ববঙ্গ অধিকারের চেষ্টায় পাঠান সামন্তবর্গ বারংবার বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার খিলজীর সময়ের শতাধিক বর্ষমধ্যেই বাঙ্গালার মুসলমান নরপতিগণ দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল-যুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব-আরম্ভ করেন; ইহার অব্যবহিত পূর্বেও পূর্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজবংশধর বিরাজ করিতে-ছিলেন। (তারিখ বারগী। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় স্বাধীন রাজা দমুজরায় বলবন্ বাদশাহের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে তোগলকশাহের শাসনকালে সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রামে প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা মিয়োগের উল্লেখ দেখা যায়। মুসলমান ইতিহাসে সপ্তগ্রামের এই প্রথম উল্লেখ।) পরবর্তী সময়েও কিছু কাল মুসলমানরাজের অধিকার ও প্রভাব স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বাধীন পাঠানরাজবর্গ সমগ্র বঙ্গের একাধিপত্য স্থাপনের অবসর পান নাই। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি চিরদিনই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছে; সেখানে ইসলামের প্রভাব প্রবেশ লাভ করিতেই সক্ষম হয় নাই। আভ্যন্তরীণ হিন্দু সামন্তগণও অনেক সময়ে মুসলমানকে উপেক্ষা করিয়া শাসনক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছেন।” [কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস—অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল।] পাঠানেরা সমগ্র বঙ্গদেশ কোন কালে জয় করিতে পারে নাই। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহীম-দ্বীন মুহম্মদ বখ্‌রার গুলাবী নদীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করেন,

কিন্তু প্রথম প্রথম কেবল গোড়-লখনাবতীতেই মুসলমান-ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা হয়। সুলতান স্মিয়ারু-দ্-দীন ( ১২১১-১২২৬ ) সম্ভবতঃ উত্তররাঢ় আক্রমণ করেন, এবং গোড়ে মুসলমান-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; কথিত আছে, তিনি তীরহত, কামরূপ ও বঙ্গের ( পূর্ববঙ্গের ) রাজাদিগকে কর প্রদানে বাধ্য করেন। ইব্বৎয়ারু-দ্-দীন যুক্তবক্ ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ (আনুমানিক) নবদ্বীপ জয় করেন; রুরু-বু-দ্-দীন কৈক্লাউস শাহের সেনানী উলুয়-ই-অজ্জম্ জফর খান বহরাম স্মিংগীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণরাঢ়ের ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম জয় করেন। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে শম্শু-দ্-দীন মুসফ্ শাহের রাজ্যকালে পাওয়া জয় করা হয়। [এই সমস্ত তথ্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস-দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।] দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালা ( মেদিনীপুর, যাজনগর বা উড়িষ্যা ) বহুকাল স্বাভাব্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল; পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে ( বীরভূম, বাঁকুড়া ও কোচবিহার প্রভৃতিতে ) মুসলমান-ক্ষমতা কখনও সুদৃঢ়রূপে প্রসৃত হইতে পারে নাই। পাঠানদের শাসনকালে বাঙ্গালার ‘ভূঁইয়া’ রাজারাই প্রকৃত পক্ষে দেশের শাসক ছিলেন; ইহাদের ‘জমিদার’ নাম মোগল যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মোগল আমল হইতেই সুবেদারের শাসন সুদৃঢ় হইল, রাজধানী দিল্লী-আগরার সহিত সুবে বাঙ্গালার সম্বন্ধ পূর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হইল। রাজার জাতি, রাজার ভাষা ও রাজার আইন-কানূনের সহিত বাঙ্গালীর বিশেষ করিয়া পরিচয়ের সুযোগ ঘটিল।

রাজার জাতি এখন আর এক দল বিদেশী তুর্কী, পাঠান বা মোগলকে লইয়া নহে; তুর্কী, মোগল, পাঠান সকলেই ১৭শ শতকের মধ্যে হিন্দুস্থানী বনিয়া গিয়াছে। যে সকল নবাগত তুর্কী, মোগল, ঈরানী ও পাঠান এবং আরব এখন ভারতে আসিতেছে, তাহারাও ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞেত্ববংশসম্বৃত বলিয়া তুর্কী, মোগল, পাঠান ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অস্তিত্ব-শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মাতৃ-ভাষা এখন আর বিদেশী তুর্কী বা পশ্চতো নহে; উত্তরভারতের ভাষা হিন্দুস্থানী ইহাদের মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছে। মোগল আমল হইতে বহু মুসলমান ও রাজপুত এবং অল্প শ্রেণীর পশ্চিমা হিন্দু বাঙ্গালা দেশে রাজকার্য্য উপলক্ষে চাকরী লইয়া বাস করিবার জন্ত আসিতে লাগিল। এইরূপে দুইটি ভাষার ছাপ বাঙ্গালা ভাষার উপর পড়িবার অবকাশ ঘটিল; একটি মুসলমান শিক্ষিতবর্গের সাহিত্য-চর্চার এবং রাজার দপ্তরের ভাষা—ফারসী; আর একটি বাঙ্গালার পশ্চিম হইতে আগত-হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মাতৃভাষা—হিন্দী বা হিন্দুস্থানী। মুসলমানদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের ও স্মৃতি-বিধি-নিয়মের ভাষা আরবী, উচ্চশিক্ষিত মুসলমান মোল্লা মোলবীদের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল।

১২০৬ সালে দিল্লীতে মুসলমান-শাসনের প্রতিষ্ঠা। মুহম্মদ য়োরী ও রুতু-বু-দ্-দীনের ধর্ম্মাঙ্ক বর্ধরকল্প আকগান ও তুর্কী দল এই সময় হইতে ভারতে বসবাস আরম্ভ করে। ১৬০৫ সালে আকবর বাদশাহের মৃত্যু হয়। এই ৪০০ বৎসরের মধ্যে “ভারতীয় মুসলমান” জাতি

ও সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর-ভারতে (মধ্যদেশে) উপনিষদ তুর্ক ও আফগান (ও পরে মোগল) এবং দেশী লোকেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া এক মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীর আশে-পাশে শেরশেনী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন যে সকল প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত ছিল ও আছে, এবং যেগুলিকে নবাবগত মুসলমানগণ ‘হিন্দী’ বা হিন্দু-দেশের ভাষা বলিত,—যেমন পূর্বা-পঞ্জাবী, ব্রজভাষা, মেহরাভী,—সেই উপভাষাগুলি মিলাইয়া এবং তাহাতে ফারসী (আরবী এবং তুর্কী) শব্দ প্রয়োজন-মত আনিয়া শাসক ও শাসিতবর্গের মধ্যে কথা-বার্তার ভাষা হিসাবে একটি ভাষা দাঁড়াইয়া যাইতে থাকে। ইহার উদ্ভবকাল হইতে এই ভাষা হিন্দী বা হিন্দোস্তানী (অর্থাৎ ভারতের বা হিন্দুর দেশের) ভাষা বলিয়াই খ্যাত হয়; এবং দিল্লীর বাদশাহদের ‘উদু’ বা ছাউনীর বাজারের ভাষা বলিয়া মোগল-যুগের শেষভাগে ইহাকে ‘উদু-এ-মুৎআল্লহ’ বা ‘উদু’ নাম দেওয়া হইতে থাকে। পরে ‘হিন্দোস্তানী’ বা ‘হিন্দী’ আধুনিক কালে মুসলমান বা ফারসী-জানা হিন্দু লোকের হাতে পড়িয়া যখন খুব বেশী করিয়া আরবী ও ফারসী শব্দে পূরিত হয় ও ফারসী লিপিতে লিখিত হয়, তখন ‘উদু’ নামেই পরিচিত হয়। ‘হিন্দোস্তানী’, ‘হিন্দী’ বা ‘উদু’র উদ্ভব ত্রয়োদশ শতকে; তুর্কী, পশ্চাত্তো ও ফার্সী-ভাষী মুসলমানগণ যখন স্বদেশের সহিত সংযোগ হারাইল, তখন এই ‘হিন্দোস্তানী’ ক্রমে তাহাদের মাতৃভাষা হইল। এখন হইতে প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে ‘হিন্দোস্তানী’র পত্তন; কিন্তু এই সাত শত বৎসরের মধ্যে প্রথম ৫০০ বৎসর ইহাতে কোনও সাহিত্য রচিত হয় নাই। ইহা বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে Lingua Franca স্বরূপ ছিল, এবং সহজবোধ্য বলিয়া ক্রমে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারকারী হিন্দুদের মধ্যেও রাষ্ট্রভাষা (“খড়ী-বোলী”) হিসাবে দাঁড়াইয়া যায়। তিন চার পুরুষেই ইহা উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমানদের ঘরোয়া ভাষা হইয়া পড়িল। কিন্তু কিছু লিখিতে গেলে মুসলমানদের মধ্যে ফারসী ব্যবহৃত হইত; এবং যদি কোনও মুসলমান, দেশীয় ভাষায় কিছু লিখিতে চাহিতেন, তখনই পাঁচটা উপভাষার মিশ্রণে সৃষ্ট এই চলিত হিন্দোস্তানী বা হিন্দীতে না লিখিয়া উত্তর-ভারতের ব্রজভাষা বা অরবীর মত হিন্দুর সাহিত্যিক ভাষাগুলিই অবলম্বন করিতেন। আকবরের নামে ব্রজভাষার পদ পাওয়া যায়; মালিক মুহম্মদ জাযসী ‘পহুমানবত’ কাব্য অরবী ভাষায় লেখেন। এই হিন্দোস্তানী ভাষা এক দিকে তুর্কী বা দ্বানী জাত্যভিমानी মুসলমানদের লজ্জা ও অবজ্ঞার বিষয় ছিল; অণু দিকে নবীন মিশ্রভাষা বলিয়া হিন্দুর কাছে সাহিত্য-রচনার জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কিন্তু উত্তর ভারতে মুসলমানদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ভাব ও চিন্তাপ্রণালী এই ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই বিস্তৃতি লাভ করিল। যখন এই মিশ্রভাষা উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমান-সমাজের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল, যখন ফারসী আয়াস করিয়া শিখিতে হইত এবং বিগুহ্ব ব্রজভাষা বা অরবীতে মুসলমান-চিন্তের প্রসন্নতা হওয়া সম্ভব ছিল না, তখন ইহাতে সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হইল। হুয়দর-আবাদের দক্ষিণী মুসলমানদের মধ্যে এই নূতন হিন্দোস্তানী বা উদু সাহিত্যের উদ্ভব।

প্রথম প্রথম হিন্দোস্তানী কবিতার ভাষাকে ‘রেগুতহ’ বা কার্সী-‘ছড়ান’ হিন্দী বলা হইত। উর্দু ভাষার আদি-কবি বলী (‘বাবা-ই-রেগুতহ’ নামে প্রসিদ্ধ) সপ্তদশ শতকের লোক। হিন্দোস্তানী ভাষা মুসলমান-শাসনের ফল। ইহা পূর্বজনবোধ্য বঙ্গিয়া আখ্যাবর্তের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেদের কথা-বার্তার ভাষা হইয়াছে; ইহাকে হিন্দুরাও উত্তর-ভারতের সাধুভাষা standard language বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; ইহা ‘খড়ী বোলী’; ব্রজভাষা, অরবী, ভোজপুরিয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলির আর প্রভাব নাই—সেগুলি এখন ‘পড়ী বোলী’। ইহার প্রচার মুসলমান-স্বমতাকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু মুসলমান-প্রভাবে পড়িয়া এমন সুন্দর একটি বস্তু অনাবশ্যকরূপে বহুল পরিমাণে আরবী ও ফারসী-মিশ্র হইয়া ভারতীয় হিন্দুর কাছে দুর্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছিল। গত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট সাহেবের প্রয়াসে এই ভাষা দ্বাধাতে হিন্দুরাও আদরের ভাষা হয়, সেই চেষ্টা হইতে থাকে; ইহাতে হিন্দুর উপযোগী প্রথম পুস্তক লক্ষ্মী-লালের ‘প্রেমসাগর’ রচিত হয়, এবং তখন হইতে সংস্কৃত শব্দ বিশেষ পরিমাণে ইহাতে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে। গত শতাব্দে হিন্দোস্তানী দুই মূর্ত্তি ধরিয়া বসে—(১) ফারসী অক্ষরে লেখা আরবী-ফারসী-শব্দ-বহুল ‘উর্দু’; (২) নাগরী অক্ষরে লেখা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল ‘হিন্দী’। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক; কিন্তু এই মূর্ত্তিতে ইহা বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসাম, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র ব্যতীত সমগ্র আখ্যাবর্তে উর্দুর প্রতিযোগী এক বিরাট সাহিত্যের ভাষা হইয়াছে। হিন্দোস্তানী বা খড়ী-বোলীর প্রাচীন রূপ এখন উত্তর প্রদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত-নির্বিশেষে বিভিন্ন প্রদেশের জন-সাধারণের মৌখিক আলাপের ভাষা Lingua Franca হইয়া প্রচলিত আছে; এই ভাষা না বেনী আরবী-ফারসী-মিশ্রাল, না বেনী সংস্কৃত-মিশ্রাল; ইহার ব্যাকরণ উর্দু ও হিন্দী অপেক্ষা সরল; বরং ইহা ব্যাকরণ মানিয়া চলে না; ইহাতে দেশীয় তত্ত্ব কথার পরিমাণই অধিক, এবং পণ্ডিতী সংস্কৃত শব্দের চেয়ে আরবী-ফারসী শব্দেরই প্রাচুর্য। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা এই “বাজার-হিন্দী”কে অবলম্বন করিয়া গঠিত হইবে; মৌলবীর আরবী-পুরা উর্দু বা পণ্ডিতের সংস্কৃত-ভরা হিন্দীকে অবলম্বন করিয়া নহে।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বাঙ্গালা দেশ মুগলদের অধীন হয়। এই সময় হইতে হিন্দোস্তানী-ভাষী লোক পশ্চিম হইতে বেনী করিয়া বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইহাদের সহিত মিশিয়া এবং সুবেদারের ও পরে নবাবের দপ্তরে কাজ করিবার জন্ত ফারসী পড়িয়া, শহরে দরবারে আদালতে গতয়াত করিয়া, মোক্কা, আলোম ও ধর্মপ্রচারকদের প্রভাবে আসিয়া বাঙ্গালী অনেক নূতন ফারসী ও আরবী কথা শিখিল। নূতন নূতন ভাব ও বস্তুর আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আরবী ফারসী নাম বাঙ্গালায় আসিয়া গেল। এই সকল কথার অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষার স্থায়িকরূপে রহিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী আমলে বাঙ্গালীর জীবনে মুসলমানী প্রভাব যতটা আসিয়াছিল, এতটা আর কোনও কালে

নহে। এই যুগে লেখা বাঙ্গালা বই বা চিঠি-পত্র দেখিলেই এই কথা বুঝা যায়। মোগল-রাজত্বের পূর্বে বাঙ্গালায় যে সকল বই লেখা হইয়াছিল, সেগুলি পাতার পর পাতা পড়িয়া গেলেও একটি ফারসী কথা মিলিবে না; সমগ্র ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ দুই তিনটির বেশী ফারসী শব্দ নাই; ‘শূরপুরাণে’র সহিত সংযুক্ত নিরঞ্জনের রুণায় মাত্র কতকগুলি মুসলমানী নাম পাওয়া যায়। মোগল-পূর্ব যুগের বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট ফারসী শব্দ খুব বেশী হইবে না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের বাঙ্গালায় অনেক ফারসী শব্দ আসিয়া গিয়াছে। আবার মুসলমান ধর্মের চরিত-উপাখ্যান লইয়া বাঙ্গালার মুসলমানদের জন্ত সপ্তদশ শতক হইতে যে সকল বই আরবী-ফারসী-জানা আলেমদের দ্বারা-লিখিত হইতে থাকে—যেমন জহানামা আমীর-হামজা প্রভৃতি বই—সেগুলির ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ এত বেশী যে, তাহাকে বাঙ্গালার উদ্-বলা চলে। কিন্তু এই সকল বইয়ের আরবী ফারসী শব্দ এবং চলিত বাঙ্গালায় প্রাপ্ত আরবী ফারসী শব্দ একেবারে বাঙ্গালা রূপ গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে।

এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইতেছে—আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর লইয়া; কিন্তু এই প্রকারে যে সকল আরবী ও ফারসী শব্দ ভোল ফিরাইয়া খাটা বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে লইয়া এখন আলোচনা করিব না। ‘আরব, মোগল, আদালত, জমিদার, শেরেস্তা, খন্দের (খন্দার), রফখল, মজুর, ক্রোক, হেফাজৎ, জাহাজ, আকেল, হুঁকা, ফোয়ারা, আকছার, আতর’ প্রভৃতি যে সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে, যেগুলির উচ্চারণ ও রূপ বদলাইয়া এমন একটি আকার আসিয়া গিয়াছে, যাহার ‘সংস্কার’ অসম্ভব, সেগুলির বানান সম্বন্ধে কোনও কথা তোলা ঠিক হইবে না। এই রকমের শব্দগুলিকে মূল ফারসী ও আরবী রূপ ধরিয়া عرب, مغل, عدالت, জমীন্দার زمیندار, সররিশ্তহ سررشته, ঝরীদার, ঝরীদার خریدار, মুফস্সল مفصل, মজুর مزدور, কুরুق قرق, হিফাজত حفاظت, জাহাজ جہاز, অকল عقل, হুক্রুৎ حَقَّة, ফরারাহ فرارہ, অক্লর اکثر, এইতর عطر, লেখা চলিবে না। তবে এই শব্দগুলির মূল রূপ অনুসন্ধিৎসুর জন্ত অভিধানে ও ভাষাতত্ত্বের বইয়ে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত।

আমার বক্তব্য হইতেছে, ইতিহাস ও অতীত পুস্তকে আরবী ও ফারসী নামের বানান লইয়া, এবং বাঙ্গালা অভিধান ইত্যাদিতে আরবী ফারসী শব্দের যথাযথ রূপটি বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা লইয়া। যথাযথ লিপ্যন্তর করার উপযোগিতা সম্বন্ধে বাহুল্য করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। অনেক আরবী ফারসী নাম অতীত দেশের মুসলমানদের মত বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে, এবং এই সকল নাম বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মুখে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির (phonetics এর) অনুযায়ী রূপ

লইয়া থাকে। যতই 'বিজ্ঞান-সম্ভ্রত পদ্ধতি'তে সেই সকল নাম বাকালি অক্ষরে রূপান্তরিত হউক না কেন, তাহাতে আরবী ও ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাকালী মুসলমান এবং হিন্দু জনসাধারণের জিহবের আড় ভাঙ্গিবে না। মোল্লা এবং মৌলবীরা 'দোয়াল্লীন' ও 'জাল্লীন' লইয়া যতই বাদানুবাদ করুন না কেন, বিগত আরবীর উচ্চারণ বাকালী জনসাধারণের মুখে অসম্ভব।\* কিন্তু তাহা মানিয়া লইলেও, শিক্ষিত লোক যে সকল বই লেখেন, তাহাতে যথাযথ মূলানুবাদ বানান বাহাতে লেখা হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। অনেক সময়ে আরবী লিপি পাঠে অক্ষম বা অনভ্যস্ত মুসলমানদের জন্য কোরানের সুরা বা বচন বাকালি অক্ষরে লেখা হয়। এইরূপ লিপ্যন্তরে প্রায়ই বিগত আরবী উচ্চারণ জানাইবার জন্য কোনও চেষ্টা থাকে না। আরবী ও ফারসীতে এমন কতকগুলি ধ্বনি আছে, যেগুলি বাকালীর পক্ষে উচ্চারণ করা কঠিন নয়, কিন্তু বাকালি অক্ষরে তাহাদের জানাইতে পারা যায় না। ফুটুকি বা অন্ত কোন চিহ্ন লাগাইয়া না লইলে বাকালি অক্ষরের সাহায্যে তাহাদিগকে যথাযথ নির্দেশ করা অসম্ভব। পশ্চিমের দেবনাগরী হরফের সেটের মত বাকালি হরফের সেটে বিন্দুযুক্ত হরফ পাওয়া যায় না; কিন্তু বিন্দুযুক্ত হরফ কতকগুলি না হইলে চলে না। যেখানে বিন্দুযুক্ত হরফ—যেমন ধ, ফ, জ, ঙ—মিলে না, সেখানে হরফের পাশে ইংরেজী স্কল-স্টপ বসাইলে কাজ চলিবে; যেমন ধ. ফ. জ. ঙ. কিবা 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে উপায় অবলম্বন করা হয়,—হ্রস্ব উকার (u) যুক্ত অক্ষরে উ-কারের লেজটুক বাদ দেওয়া—সেই উপায়েও অতি সহজে যে কোনও ছাপাখানায় আবশ্যকমত হরফ তৈয়ারী করিয়া লইতে পারা যাইবে; যেমন ধু কু ধু—ধু কু ধু। ইহাতে ছাপাখানাওয়ালাকেও বিভ্রত করা হইবে না, অথচ অনায়াসে কাৰ্য্যসিদ্ধি হইবে।

\* হিন্দু পাঠকবর্গের খুব সম্ভব জানা নাই যে, কিছু কাল হইল, এ দেশে মুসলমানদের মধ্যে নমাজ পড়িবার সময় আরবী শ্লোকগুলির উচ্চারণ কিরূপ করা উচিত, সেই বিষয়ে মতান্তর ও বিরোধ ঘটিয়াছিল। বিশেষ মতভেদ হয় আরবীর ڤ অক্ষর লইয়া; (এই অক্ষরের মূল উচ্চারণ আমাদের জিতে হওয়া অসম্ভব; ইহা একপ্রকার উয় 'ধ' [ধ] কানে 'দ' বা 'দুয়া' (dw, দোয়া)র মত শুনায়—এ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য)। কোরানের প্রথম অধ্যায় ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর মত মুসলমানদের নিকট নিত্যপাঠ্য অংশগুলির মধ্যে অন্যতম; এই অংশে ڤ শব্দটি আছে। এ দেশী উচ্চারণ অনুসারে ইহাকে 'জাল্লীন' পড়া হয়; ڤ এর উচ্চারণ ভারতে ও পারস্যে ڤ (জ)। কতকগুলি মৌলবী ফতোয়া দেন, যাহারা আরবী উচ্চারণের অনুরূপ 'দোয়াল্লীন' না পড়িয়া হিন্দোস্তানী বা দেরানী কায়দার 'জাল্লীন' পড়ে, তাহাদের নমাজ বাতিল হইবে। এই 'দোয়াল্লীন' ও 'জাল্লীন' এর মীমাংসা সর্বসম্মতিক্রমে হইয়া উঠে নাই। এই সম্বন্ধে ২৪ পরগণা টাকী নারায়ণপুরনিবাসী খাদেমল-ই-ইসলাম মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস কর্তৃক সংগৃহীত "দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

একেবারে নিখুঁত লিপ্যন্তর-প্রণালী আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নহে ; এবং এই নিখুঁত প্রণালী সহজ-বোধ্যও হইবে না । বাঙ্গালা এবং আরবী ফারসী—এই দুই শ্রেণীর বর্ণমালা ও উচ্চারণ-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাঙ্গালা লিপ্যন্তরের বর্ণ ঠিক করা উচিত । এমন একটি প্রণালী উদ্ভাবন করা কর্তব্য, যাহার সাহায্যে অভিজ্ঞ পাঠক দেখিবা মাত্র মূল রূপটি ধরিতে পারেন, এবং অনভিজ্ঞ পাঠক একটু চেষ্টা করিলেই মূলের উচ্চারণ অনেকটা বজায় রাখিতে সক্ষম হন ।

আরবী ও ফারসী কথার রোমান লিপ্যন্তর লইয়া ইউরোপের পণ্ডিতদের মধ্যে মতের মিল নাই । সংস্কৃত বর্ণমালার রোমান লিপ্যন্তর বিষয়ে ১৮৯৪ সালে জেনেভার সভায় ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত একমত হন । আরবীর সম্বন্ধেও এই সভায় একটা বাঁধাবাদি নিয়ম প্রচলনের চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা সৰ্ব্বগ্রাহ্য হয় নাই ; যদিও ইংল্যান্ডের রয়াল-এশিয়াটিক্-সোসাইটী ও অল্প দুই একটি বিশ্বদ্বন্দ্বী তাহা গ্রহণ করিয়াছেন । ইউরোপের যে সকল পণ্ডিত সংস্কৃতের ধার ধারেন না, তাঁহারা এক প্রকারের লিপ্যন্তর চালাইতে চাহেন, আবার যাহারাই সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা এমন একটি পদ্ধতির পক্ষপাতী, যাহাতে সংস্কৃত-রোমান বর্ণমালার সহিত আরবী-রোমান বর্ণমালার গোল না বাধে । যেমন আরবীর  $\text{س}$   $\text{ض}$   $\text{ط}$  বর্ণ ; প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে লিখিবেন  $s$   $d$   $t$  ; কিন্তু সংস্কৃতের  $\text{ষ}$   $\text{ড}$   $\text{ট}$ কে  $s$   $d$   $t$ রূপে লেখা হয় । দুই ভাবার সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর ধ্বনিকে একই হরফে লিখিলে লোকের মনে ধারণা হইতে পারে, সুকি  $\text{س}$   $\text{ض}$   $\text{ط}$  এবং  $\text{ষ}$   $\text{ড}$   $\text{ট}$  একই ধ্বনিবাচক । এইরূপ অসুবিধা দূর করিবার জন্য সংস্কৃতভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা  $\text{س}$   $\text{ض}$   $\text{ط}$ কে  $s$   $z$  বা  $d$ , এবং  $\text{ট}$  বা  $\text{ট}$ রূপে,— $s$   $d$   $t$  হইতে একটু স্বতন্ত্র উপায়ে, লিখিবেন । আবার স্থানভেদে আরবী বর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে ; মোরোক্কো, আলজিরিয়া ও তুনিস্, ত্রিপোলী, মিসর, সিরিয়া, ইরাক্, মধ্য-আরব ও দক্ষিণ-আরবের উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় ; এবং তুর্কী, জেরানী ও হিন্দু-স্থানীদের (ভারতবাসীদের) মুখেও আরবী ধ্বনিগুলি বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে । বানান ও উচ্চারণের মধ্যে যেখানে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, সেখানে বামান ধরিয়া লিপ্যন্তর করা উচিত, কি উচ্চারণ ধরিয়া, তাহা অবস্থা দেখিয়া বিচার করিতে হয় । যাহা হউক, বাঙ্গালার পক্ষে মোটামুটি কাজ-চালান গোছের একটা প্রণালী সকলে যদি অবলম্বন করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট ।

বাঙ্গালা অক্ষরে আরবী ও ফারসী নাম লেখার ব্যাখ্যারে, আরবী ফারসী বর্ণগুলির এবং যে যে ধ্বনি তাহারা নির্দেশ করে, আগে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক । ফারসী ও তুর্কী বর্ণমালা আরবী বর্ণমালা হইতে পৃথক্ নয় ; কেবল তুর্কী ও ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি আরবীতে না থাকার মরূন তাহাদের জন্য নূতন কতকগুলি হরফ তৈয়ারী করা হইয়াছে । আরবীই যখন মূল, তখন আগে আরবীর হরফ ও ধ্বনি লইয়া আলোচনা করা যাক ।



আরবী ( ও ফারসীর ) উচ্চারণতত্ত্ব ( Phonetics ) আলোচনা করিবার জন্য আমি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের লৈখ্য আরবী ব্যাকরণবিষয়ক যতগুলি বই পাইয়াছি, দেখিয়াছি। তন্মধ্যে দুই জন আরবী-ভাষীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি, এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়া প্রত্যেক বর্ণের ধ্বনি শুনিয়াছি। এই দুই জনেরই মাতৃভাষা আরবী ; ইহারা কেহই হিন্দী বা ইংরেজী ভাল জানেন না। ইহাদের মধ্যে একজন কলিকাতা-প্রবাসী বণিক, ইহার বাড়ী মধ্য-আরবে নজ্জু প্রদেশে ( নজ্জু আরবজাতির কেন্দ্র ও আদি-বাসভূমি )। তন্মধ্যে ইনি ইরাকের (মেসোপোটামিয়ার, সহিত সংশ্লিষ্ট, স্থানীয় আরবীর উচ্চারণও জানেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মিসরের অধিবাসী, কেহো নগরে ইহার বাড়ী ; ইনি এখন কলিকাতা চিৎপুর রোডের নাখোদা মসজিদের ইমাম। ফারসী উচ্চারণ আলোচনা করিবার জন্য ঈরানী কাহারও সহিত আলোচনা করিবার আবশ্যকতা ছিল না ; তবে ঈরানী লোকের মুখে ফারসী আবৃত্তি ও ফারসীতে কথোপকথন শুনিয়াছি।

### আরবী

আরবী ভাষা হিব্রু, সিরীয়, প্রাচীন-বাবিলনীয় ও হাবশী ভাষার সহিত সম্পৃক্ত। এই ভাষাগুলিকে Semitic ‘শেমীয়’ ভাষা বলে। বাব্বালা, ওড়িয়া, ভোজপুরিয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, মরাঠীর সাদৃশ্য বা সঙ্কলন যতটা ঘনিষ্ঠ, শেমীয় ভাষাগুলির পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য তাহার চেয়েও ঘনিষ্ঠতর। শেমীয়-ভাষীদের এক শাখা ফিনিশীয়েরা খ্রীঃ পূঃ ২০০০র পূর্বে মিসর দেশের চিত্রলিপির কতকগুলি চিত্র অবলম্বন করিয়া ধ্বনিদ্যোতক বর্ণমালায় উদ্ভব করে। খ্রীঃ পূঃ ৮২৪ সালে পালেস্তিনের অন্তর্গত মোআব জনপদের রাজা মেশা কতৃক উৎকীর্ণ লিপি এই শেমীয় বা ফিনিশীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। এক দিকে আরবী, অন্য দিকে গ্রীক, রোমান, রুষ প্রভৃতি, এবং অপর দিকে ভারতীয় ও ভারত-সম্পৃক্ত তাবৎ বর্ণমালা এই ফিনিশীয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শেমীয় ভাষাগুলির বিশেষত্বের উপর লক্ষ রাখিয়া এই বর্ণমালা গঠিত হয়। ইহাতে স্বরবর্ণের স্থান নাই, ইহার সমস্ত অক্ষরগুলিই ব্যঞ্জন-ধ্বনি-দ্যোতক। প্রাচীন শেমীয় ভাষায় তিনটি ব্রহ্ম স্বর ছিল— a, i, u—অঁ, ই, উ ; ইহাদের দীর্ঘ (ā i ā আঁ ঈ উ) লইয়া মোট ছয়টি স্বরধ্বনি ছিল। শেমীয় বর্ণমালায় ব্রহ্ম স্বর জানাইবার উপায় ছিল না, অর্থ অনুসারে এই ব্রহ্ম ধ্বনি পড়িতে হইত। দীর্ঘ স্বরের মধ্যে y ও w দ্বারা ‘ঈ’ ও ‘উ’ জানান হইত, এবং দীর্ঘ আঁ, অব্যক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনিদ্যোতক আলফ বা ‘অলিফ’ বর্ণের সাহায্যে প্রকাশিত হইত (a’=ā)। এই অব্যক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনি, পরে স্বরবর্ণে আঁ ই উ’র সামিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব, দ, ক, ত, প্ৰ, দ’এর মত প্রাচীন শেমীয় ভাষায় অলিফ স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনরূপে স্বীকৃত ; আরবীতে এই অব্যক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির নাম হমজ্জহ্। (ইহার সঙ্ক্ষেপে আরবীর অলিফ বর্ণ বিচারের কালে আলোচনা করা হইয়াছে)। সাধারণতঃ শেমীয় ভাষায় তিন ব্যঞ্জন (বা তিন

অক্ষর) জুড়িয়া এক একটি ধাতু; এই তিন ব্যঞ্জননের সহিত নানা স্বরযোগে ইহাদের অর্থের বিভেদ প্রকাশিত হয়, এবং কতকগুলি উপসর্গ ও প্রত্যয় এই তিন অক্ষরে যুক্ত হয়। যেমন ‘কতব্’ (KTب كَتَبَ) এই তিন অক্ষরের ধাতু, ইহার অর্থ ‘লেখা’; ‘কতব’ (KaTaBa كَتَبَ)=সে লিখিয়াছিল, ‘কিতাবু’ (KiTa’Bu كِتَابٌ)=যাহা লেখা হইয়াছে, বই; ‘কুতিব’ (KuTiBa كُتِبَ)=লিখিত হইয়াছে; ‘মকতুব’ (maKtuWbu مَكْتُوبٌ)=যাহা লিখিত হইয়াছে; ‘কাতিবু’ (Ka’TiBu كَاتِبٌ)=যে লেখে, লেখক। ক্’ন\* (K’N كُنَ) ধাতু অস্তিত্ব জ্ঞাপক; তাহা হইতে কান (Ka’aNa كَانَ)=সে ছিল; কাইনু=(Ka’-i-Nu كَانُوا)=যে থাকে ইত্যাদি। হ্রস্ব বর্ণদ্যোতক চিহ্ন (যেমন আরবীর , , , এবং হিব্রুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু ও রেখা) আগে শেষীর্ণ বর্ণমালা প্রচলিত ছিল না; আরবীর যে সকল প্রাচীনতম লেখা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহাদের রেওয়াজ নাই। স্বরবর্ণের রেওয়াজ না থাকিলে বিদেশী ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে আরবী বা অথ কোনও ভাষা যথায়থ পড়িতে শেখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কিন্তু যাহারা ভাষা জানে, তাহাদের অভ্যাস থাকিলে ততটা গোল হয় না। যেমন বাঙ্গালীর কাছে ‘হর দন তর গয়ল সন্ধ্যা হল পমর কর অমঅরয়’ বা ‘নহ মঅতঅ নহ কঅঅ নহ বধর সন্দরয় ররপসয় হয় নন্দনবঅসনয় অরবশ’ লিখিয়া দিলে, একটু জানা থাকিলে ‘হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ’ল পার কর আমারে’ বা ‘নহ মাতা, নহ কণা, নহ বধু, স্তন্দরী রূপসী, হে নন্দনবাসিনী উর্দ্ধশি’ পড়া মুক্তিল নহে। কিন্তু স্বরবর্ণ না দিলে নানা পাঠ ফের ঘটিবার পথ খোলা থাকে; কৈথী অক্ষরের ‘ববুঅজয়রগয়বড়বহজদ’ (বাবু অজমীর গিয়া, বড়া বহী ভেজ্ দো)-কে ‘বাবু আজ্ মর্ গিয়া, বড়া বহু ভেজ্ দো’ পড়ার মত নানা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা পদে পদে। সেই জন্ত, যখন হিব্রু ও আরবীতে বেশ বড় দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, তখন স্বরধ্বনিগুলিকে সঠিক জানাইবার জন্ত হিব্রুর vowel point ও আরবীর কত্,হহ্, কস্,রহ্, ম্গহ্, তন্বীন, স্কুন প্রভৃতি চিহ্নের উদ্ভব হইল। এইগুলি ভারতীয় বর্ণমালার মাত্রার মত ব্যবহারে আসিল। অর্থাৎ ‘হর দন তর গয়ল’ ইত্যাদিকে—

অ ই ই ন অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ অ  
হ র দ ন ত ব গ য ল সন্ধ্যা অ হ ল’ বা ‘ন হ ব ধ র  
উ অ ই উ অ ই অ উ অ ই  
স ন্দ র য র ব প স য, হ য় অ র ব শ’ রূপে লেখার প্রণালী প্রচলিত হইল।

\* অব্যক্ত ধ্বনি (‘হম্জাহ্’) মাধ্যম-বস্তু কমা’ চিহ্ন দ্বারা জানান হইতেছে।



চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা হম্জহ-বা ব্যঞ্জন বর্ণ অলিফের কণ্ঠ্য প্রকৃতি বিশেষ করিয়া জানান হয়। গ্রীকেরাও এই অব্যক্ত কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনের অন্তিম স্বীকার করিতেন; গ্রীক বৈয়াকরণদের মতাবলম্বনে ল্যাটিন ব্যাকরণকারেরা এই অব্যক্ত ব্যঞ্জনকে *spiritus lenis* অর্থাৎ 'মৃদু বা অঘোষ প্রশ্বাস' বলিতেন,—এই 'মৃদু প্রশ্বাস' এতই মৃদু, এতই সংযত, এতই আভ্যন্তর প্রযত্নের ফল যে, কানে ইহাকে প্রায় ধরাই যায় না। একটু তীক্ষ্ণ ভাবে উচ্চারিত হইলে ইহা বিরত ঘোষ ধ্বনি 'হ' এ পরিণত হইয়া যায়। গ্রীক মতানুসারী ল্যাটিন ব্যাকরণকারগণ 'হ' ধ্বনিকে *spiritus asper* অর্থাৎ 'ঘোষ প্রশ্বাস' বা 'মহাপ্রাণ' বলিতেন। এই অঘোষ কণ্ঠ্য উচ্চারণ বা ধ্বনি যে কেবল আরবীতে আছে, তাহা নহে; মালয় শ্রেণীর ও পাসিফিক দ্বীপপুঞ্জের বহু ভাষায় ইহা মিলে, এবং ফরাসীর তথাকথিত 'মহাপ্রাণ হ' (*h aspirate* 'আশ্-আস্পিরাৎ')ও এই ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মৃদু, হইতে মৃদুতর হ-ধ্বনি (ইহাকে এক প্রকার 'হ-শ্রুতি' বলা চলে) প্রাচীন আরবীতে। অলিফ্, অক্ষরের ও মূক্ত <sup>১</sup> অলিফের ধ্বনি। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ আরবীতে <sup>১</sup> কে স্বরবর্ণের বাহন স্থানীয় অক্ষর ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না। <sup>১</sup> <sup>১</sup> <sup>১</sup> কে সাধারণতঃ অ, ই উ উচ্চারণ করে, ইহা কণ্ঠ্য ধ্বনির দিকে লক্ষ রাখা হয় না। বাঙ্গালায় যদি অ আ'র পরে ই ঈ ইত্যাদি না লিখিয়া, অ 'আ অি অী (অিয়) অু অূ (অুর্) অে অৈ অো অৌ' লেখা হইত, তাহা হইলে 'অ' এই অক্ষরকে স্বরবাহী ব্যঞ্জন বলা চলিত। অলিফ্ সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালায়, এবং কতকটা আধুনিক বাঙ্গালায়ও—'য়' অক্ষর এইরূপ স্বরবর্ণের বাহন মাত্র; 'য়' য়াযি, য়িহার, য়ুত্ম, য়াখিয়া, হওয়া, য়েক' প্রভৃতি বানানে স্পষ্ট-দেখা যায়।

এখন অলিফের বা হম্জহ-মুক্ত অলিফের বা হম্জহের ব্যঞ্জন ধ্বনি বাঙ্গালায় কেমন করিয়া লেখা যায়? গ্রীকে কথার আদিতে *spiritus lenis* এর (= অলিফ্ বা হম্জহের) ধ্বনি থাকিলে, অর্থাৎ সাদা কথায়, গ্রীকে ধ্বন্য শব্দে, আজকাল স্বরের মাথায় বা পাশে ['] চিহ্ন দিয়া, লেখা হয়; ঘোষ 'হ' ধ্বনি কথার আদিতে থাকিলে ['] লেখা হয়; সুপ্রাচীন গ্রীকের হ-ধ্বনি দ্যোতক H বর্ণকে দুই খণ্ডে কাটিয়া ও ১ রূপ হইতে যথাক্রমে আধুনিক গ্রীক লেখার ['] ও ['] চিহ্নদ্বয়ের উদ্ভব। যেমন—গ্রীক 'Apollon আপোল্লো,' Arrianos = আরিয়ান্, এবং 'Omeros = হোমর, 'Ellas = হেল্লাস, 'Erodotos = হেরোদোতস।

গ্রীকের ['] চিহ্ন অবলম্বন করিয়া আধুনিক আরবী ও শেখীয় ভাষা-ভাষ্যের বইয়ে অলিফের (হম্জহের) এই অব্যক্ত কণ্ঠ্যধ্বনি রোমান লিপ্যন্তরে ['] দিয়াই

লেখা হয়; যেমন تَامُل ta'ammul ত'অম্মুল্; مَالَكُ mal'akun মল'অকুন। বাঙ্গালায়ও ['] চিহ্ন ব্যবহার করিলে চলিবে। কিন্তু সাধারণ আরবী যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তদনুসারে অলিফের অব্যক্ত ধ্বনি গ্রাহ্য না করিলেও



স্বরবর্ণ ‘উ’-কারান্ত পদের পরে থাকার দরুন ‘অল্’ ও ‘অদ্’ এর অলিফ লুপ্ত হয়, (এই লোপ বঙ্গল্ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়); <অদ্ + অল্-লাহি = <অদ্-লাহি, অনরক্ + অদ্-দীন = অনরক্-দীন; পরে পদান্তস্থ ই-কারের লোপে—<অব্-হু-লাহ, অনরক্-দীন।

আধুনিক আরবীতে কর্তৃ-কর্ম-সম্বন্ধ এই তিন বিভক্তিরই উপসর্গ (উ অ ই) লোপ পাইয়াছে। এক ‘শম্’ পদ দিয়া ‘শম্-লু, শম্-স, শম্-সি’ তিনের কাজ চালাইতে হয়। প্রাচীন আরবীর কর্তৃপদ ‘শম্-লু-(অ)দ্-দীন’, আধুনিক আরবীতে কেবল ‘শম্-স অদ্-দীন’; ‘অল্’ উপসর্গের পূর্ব পদ এখন ব্যঞ্জনান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই সন্ধি দ্বারা ‘অল্’ বা ‘অদ্’ এর অ-কার লোপের আবশ্যক নাই। প্রাচীন আরবীর عبدالله <অব্-হু-(অ)ল্-লাহি, আধুনিক আরবীতে عبدالله <অব্-হু-অল্লাহ্, তজপু <অব্-হু-অর-রহ্-মান ইত্যাদি। এইপ্রকার মুসলমানী নাম ভারতবর্ষে সাধারণত পুরাণ আরবীর ‘উ’-কারান্তরূপ অবলম্বন করিয়াই লেখা হয়। তবে আধুনিক আরবী ধরিয়া লেখাও চলে। কিন্তু ‘অল্’ (ও অলের রূপভেদ ‘অহ্’, ‘অয়’ ‘অৎ’ ‘অন্’ প্রভৃতিতে), পূর্বপদের কর্তৃজ্ঞাপক উ-বিভক্তি যোগ করিয়া ‘উল্, উদ্, উয়’ প্রভৃতি লেখা ভুল। নীচে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

বাঙ্গালা বিশুদ্ধ বানান

অশুদ্ধ বানান

প্রাচীন আরবী অনুসারে

আধুনিক আরবী অনুসারে

تاج الدين তাজ্-দ্-দীন, তাজ্-দীন তাজ্-অদীন [Taj তাজ উদ্দীন [Taj Ul-  
[Tāju-d-Din(i)]; ad-Din]; din]

نورالحق নূর-ল্-হক্ক [Nūru-l- নূর, অল্-হক্ক [Nūr হূর উলহাক্ [Nūr  
Haqq(i)]; al-Haqq]; Ulhuque]

سراج الاسلام সিরাজ্-ল্-ইসলাম সিরাজ্-অল্-ইসলাম সিরাজ্-উলিসলাম  
[Sirāju-l-Islām (i)] [Siraj al-Islam] [Siraj ul-Islam]

مظهرالحق মজ্-হক্ক-ল্-হক্ক মজ্-হর অল্-হক্ক মজহরুল্-হাক্ [Maz-  
[Mazharu-l-Haqq] [Mazhar al-Haqq] harul Haque]

অলিফের ও ফৎহুর উচ্চারণ আজকাল আরবী ও তুর্কী-ভাষীদের মুখে হ্রস্ব এ-কারের মত শুনায; সেই জন্য এই উচ্চারণ শুনিয়া লেখা রোমান বানানে অলিফের ও ফৎহুরের স্থলে e পাই; যেমন انور অনরর Anwar = Enver, شوكت শব্-কৎ Shawkat = Chefket বা Shevket, جواهر জহ্-হর Jawhar = Djevher, فضل ফজল্ বা ফজল্ Faql, Fazl = Fedhl ইত্যাদি।

আধুনিক আরবীতে ف ظ ط من م আগে বা পরে থাকিলে ফৎহুর্,

ফৎতুহ্-অলিফ ১- যথাক্রমে বাক্সালার হ্রস্ব ও দীর্ঘ অ-কারের (=ইংরেজীর *any*) যত উচ্চারিত হয়। এই হেতু **وَضَاتٌ بَعْدَ** প্রভৃতি শব্দ বাক্সালায় 'রোদ্দাদ' 'রোয়জান'-রূপে অনেক সময়ে লেখা হয়। আরবীর **و** সাদ্ **و** সাদ্, **ط** তা, **ظ** ধা বা জ্বা অক্ষরের নাম এই জুয সোদ্ বা সোআদ, জ্বোআদ, তোয়, জ্বোয় রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাক্সালা-লিপ্যন্তর-পদ্ধতিতে এই উচ্চারণ-বিশেষ না ধরিলেও চলিবে।

جَبَّار = বা' (বে) । - বাক্সালা বা ; ابنِ বা ইব্ন, বিন; بدر, বদর, عبد, আব্দ, جبار, জবার, مَكْرِبُ মক্ৰুব্। রোমান b.

ت = তা' (তে)। আমাদের বাঙ্গালা দন্ত্য ত। রোমানের t. ইহা কোথাও কোথাও দন্তমূল হইতে উচ্চারিত হয়। 'ত' লিখিলেই চলিবে। تاريخ তারিখ, تهر تهرুর, فتاح ফতাহ, كرامت করামত।

ث = থা' (থে)। আরবীর এই ধ্বনিটি ভারতীয় কোনও ভাষায় নাই। ইহা ইংরেজী think, thought, loveth কথার দন্ত্য-স-যেঁ বা উয় th—আমাদের মধ্যপ্রাণ থ (ত + হ, ত্ হ) নহে। খাঁটি বদুইন আরবদের মধ্যে, মধ্য ও দক্ষিণ আরবে এই বিশুদ্ধ থ উচ্চারণ বজায় আছে; মিসরের লোকেরা কিন্তু ইহাকে ‘ত’ রূপে উচ্চারণ করে, তুনিসের আরবী-ভাবীদের মুখে ইহা ts বা পূর্ববঙ্গের চ (ৎস) এর ধ্বনি নইয়াছে, এবং সিরিয়ার স্থানে স্থানে ইহা দন্ত্য-স (s)-বৎ ধ্বনিত হয়। তুর্কী, ঈরানী ও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই ধ্বনি দন্ত্য-স-য়ে পরিণত হয়। এই ধ্বনি আধুনিক গ্রীকে ও স্পেনীশে মিলে। রোমান বানানে ইহাকে নানা রূপে লেখা হয়। th, th̄, t̄, t̄, θ (এটা গ্রীক অক্ষর), ꝥ (এটা অ্যাঙ্ক্লো-ফ্রাঙ্কশন অক্ষর); এই সবগুলি ইহার থ ধ্বনির পরিচায়ক। তুর্কী, ফারসী ও ভারতীয় উচ্চারণ অনুসারে আবার ث কে s, -s, s̄ s̄ লেখে। ঠ এর বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ জানাইতে বাক্দালয় থ (থ) লেখা চলিতে পারে; ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ ধরিয়া লিখিলে, থালি ‘স’ লিখিলেই চলিবে; তবে যাহারা খুঁটিনাটির পদ্ধতিপ্রাপ্ত, এবং এই ‘স’কে س ও م এর ‘স’ হইতে পৃথক করিয়া জানাইতে চাহেন, তাঁহারা স̄ স̄ স̄ স̄ বা স.. লিখিতে পারেন। কিন্তু দেওয়া হরফ তৈয়ারী করিয়া না গইলে পাওয়া যাইবে না, এবং লেখায় বা ছাপায় স.. বড়ই বিস্ত্রী দেখাইবে। স̄ লিখিলে মন্দ হয় না۔ ثانی (সানী বা সানী), ثنا (সনা, সনা), حديث (হদীস, হদীস), ثالث (সালাস, সালাস), نثار (নিসার, নিসার), غياث (ঘিয়াস, ঘিয়াস)।

ج = গীম্ব, জীম্ব। এই অক্ষরের প্রাচীন আরবী উচ্চারণ ছিল 'গ'; جمل جمع سراة جعفر; প্রভৃতির প্রাচীন উচ্চারণ গংফর, গম্বং, সিরাপ, গুল্ম। আরব পণ্ডিতেরা যখন

প্রাচীন কালে বিদেশী কথা আরবী অক্ষরে লিখিতেন, দেখা যায় যে, বিদেশী ‘গ’ ধ্বনি জানাইবার জন্য বহু স্থলে তাঁহারা ج অক্ষর লিখিয়া গিয়াছেন : যেমন গ্রীকের Galenos ( গালেনোস্ ), আরবীতে جالينوس ; (eu)angellos ( এষাঙ্গেল্লোস্ ), انجل ; Georgios ( গেওর্জিওস্ ) جرجس ; theologia ( থেওলোগিআ ) ثولوجيا ; geographia ( গেওগ্রাফিআ ) جغرافيا ; eisagogia ( এইসাগোগিআ ) ايساغوجي ইত্যাদি ; ফারসীর گرجان—আরবীতে جرجان ; جرجان—আরবী ; আবার সংস্কৃত ‘নারিকেল’—আরবীতে نارجيل ( তামাক খাইবার নল, হুঁকা )। হিব্রুতে যেখানে ‘গিয়েল্’ ( = গ ) অক্ষরের প্রয়োগ, আরবীতে সেখানে ج পাই—Gabriel ও جبرائيل ; Goliath ও جالوت ; Gog Magog ও جوج ماجوج ইত্যাদি। আরবীর ج গ্রীকে ‘গাম্মা’ ( = গ ) অক্ষর দিয়া লেখা হইত—আরবী বংশ বা গোষ্ঠী جهم—গ্রীক ঐতিহাসিকের গ্রন্থে Gorama ; আরবীর ج কে পুরাণ স্পেনীশে ch, j এবং g রূপে পাওয়া যায়, এই ch, j ও gর উচ্চারণ কণ্ঠ ঝ ছিল ; جبل Gebel ( উচ্চারণ ‘জেবেল’ নহে, ‘খেবেল্ ’ الخنجر alfange, الجوفر aljofar, ج elche ( = এলখে ), جاب julepe. আরবীর جهر শব্দ উচ্চারণ ধরিয়া লেখায় ফারসীতে گهر রূপ ধরিয়াছে।

তা ছাড়া, শেষায় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ج বর্ণের প্রাচীন ধ্বনি ‘গ’ ছিল। ‘কারী’ বা কোরান পাঠকগণ আরবীর প্রাচীন উচ্চারণ বজায় রাখিতে যত্নশীল থাকেন ; ইহারা কিন্তু ج কে ‘জ’ উচ্চারণ করেন। কিন্তু বঙ্গ-বহু-মগরের বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও অভিধানকার খলীল-ইব্ন-অহম্ম-অল-উমানী ( যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে জীবিত ছিলেন, ও ‘কিতাবু-ল-অয়ন’ অভিধান লিখেন ) ج কে ع ( জিহ্বামূলীয় ক ) এর শ্রেণীর বর্ণ বলিয়াছেন।

গ-উচ্চারণ এখনও উত্তর মিসর এবং মধ্য ও দক্ষিণ-আরবের বহু স্থানে অটুট আছে। কিন্তু ‘জ’-ই ইহার সাধারণ ধ্বনি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পারস্যের লোকেরা যখন খ্রীষ্টীয় সাত্তি আট শতকে আরবী লিপি গ্রহণ করে, তখন ইরাক্ প্রদেশে ( উত্তর আরবে ) স্থানে স্থানে ج অক্ষর বা ধ্বনি ‘জ’য়ে পরিণত হইয়াছিল ; কারণ, ফারসীতে সর্বত্রই ج এর উচ্চারণ ‘জ’। সিরিয়ার লোকেরা ج কে জ, এবং বহু স্থলে ز ( zh ) উচ্চারণ করে ; মক্কা প্রদেশেও ‘জ’, মোরোক্কোতে ‘জ’, এবং আরব দেশের বহু স্থলে জ-কার-খোঁ বা ‘গ্য’ বা ‘দ্য’ এর মত ধ্বনিই শুনা যায় ; আবার ইরাক্কে ( বঙ্গ-বহু-অঞ্চলে ) এখন ‘য়’ এর মত ধ্বনিও শুনা যায়। দেখা যাইতেছে, কণ্ঠ বর্ণ ‘গ’, তালব্য স্থানে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ করিলে পর আধুনিক আরবীতে ইহার ‘গ্য’ ‘দ্য’ ‘জ’, ‘জ্জ’ ; ز ( zh ), ‘য়’, এমন কি, কুত্রাপি ‘শ’ ইত্যাদি নানা উচ্চারণের উদ্ভব হইয়াছে। হজরৎ মুহম্মদের সময়ে, কুরয়শ্-গোত্রীয়



আরবদের মধ্যে সম্ভবতঃ ঢ এর ধ্বনি ‘গ্য’ বা ‘ঘ’ (এক প্রকার ‘জ’-যেঁ বা ধ্বনি) রূপে প্রচলিত ছিল; আধুনিক কালের ক্রারী-গণের মুখে এই উচ্চারণ রক্ষার প্রচেষ্টা বিস্ময়কর। ‘জ’ ধ্বনি আনিয়া ফেলিয়াছে।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, আরবীর বহু ভাষায়, এবং তুর্কী ফারসী পশতু ও উর্দুতে ঢ অক্ষর জ-ধ্বনি প্রকাশক; অতএব বাঙ্গালায় ঢ র জন্ত ‘জ’ লেখাই উচিত। তবে যাহারা প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ ধরিয়া লিখিতে চান, তাঁহারা ‘গ’ লিখিতে পারেন। ইউরোপে ঢ কে সাধারণতঃ j, dj, dj, dʒ, dʒi রূপে লেখা হয়; কেহ কেহ বা g, kish ʒ, ʒ, অথবা ʒ লেখেন; এই শিখায়ুক্ত ʒ, ʒ লেখায় ইহার প্রাচীন কঠা উচ্চারণ কতকটা জানান হয়। জর্মান লেখকেরা অনেকে জর্মান বানান অনুসারে ঢ কে dsch (=জ) রূপে লেখেন, আবার কেহ বা সুাভ ভাষার রীতি ধরিয়া dʒ (=dz,জ) লেখেন। ঢ এর উদাহরণ—جلال জলাল (গলালুন, প্রাচীন আরবীতে), جهاد জহাদ (গিহাদুন), جمال জমাল, مسجد মসজিদ, نجد নজ্দ (নগ্‌দুন), نجم নজম, مجيد মজীদ, هجرى হিজরী, حجاج হজ্জাজ ইত্যাদি।

চ = হা’ (হে)। ইহা আমাদের হকারের চেয়ে ‘ভারী’ ধ্বনি—পূর্ব-বঙ্গে স্থানে স্থানে ‘টাকা’ ‘মোকদ্দমা’ ‘হাকিম’ ‘দেখ’ ‘জখম’ ‘রাখাল’ প্রভৃতি শব্দের ‘ক’ বা ‘খ’ এর যে গুরু হ-বৎ উচ্চারণ শুনা যায়, ইহার ধ্বনি কতকটা সেইরূপ। ইহার আওয়াজ এতই গুরু যে, যেন বুকের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে বোধ হয়। আরবীর ح অক্ষর সাধারণ-‘হ’-দ্যোতক, ইহাকে ‘হ’ লেখা উচিত। কিন্তু চ র বিশেষত্ব বাঙ্গালায় বিন্দুযুক্ত ( হ ) লিখিলে এক রকম জানাইতে পারা যায়। চ র উচ্চারণ এতই গুরু যে, স্পেনের ও পোর্টুগালের লোকেরা ইহার উচ্চারণের চেষ্টা করিতে গিয়া ইহাকে f-তে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে; আরবী حَرَّة, فَتْح পোর্টুগীসে fata, forro; البحيرة = albufeira, مَفْمَد mafomet, المحلة = almofalla. পারস্য ও ভারতবর্ষে চ এর বিস্ময় উচ্চারণ করা হয় না, সাধারণ ‘হ’-এর মতই করা হয়। রোমান লিপিতে ইহাকে h বা h রূপে লেখা হয়।

উদাহরণ—حميد হুমীদ, احمد অহমদ, محمود মহমুদ, فتح ফৎহ, حكيم হকীম, رحمت রহমৎ, صبح সুবহ, ريعان রয়হান ইত্যাদি।

চ কে আলাদা করিয়া লেখা উচিত; সুবহান্ (শোভান, স্তন) নহে।

খ = খা’ (খে)। গলার ভিতর হইতে এই ধ্বনি বাহির হয়, ইহা আমাদের মহাপ্রাণ কহ (ক+হ) = খ নহে, জর্মানের ও স্বিচের ch এর মত এই খ ঋ ধ্বনি। পূর্ব-বঙ্গের স্থানে স্থানে এই ধ্বনি বাঙ্গালা কথায় ক এবং খ এর বিকারে পাওয়া যায়—সিলেট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং চাটিগায় ক ও খ’র এই ঋ উচ্চারণ খুবই সাধারণ। কিছু কাল পূর্বে একখানি বাঙ্গালা পত্রিকায় দুই ছত্র ফারসী কবিতায় এই ধ্বনি ‘খ’ রূপে লিখিত

দেখিয়াছিলাম। কিন্তু খ লেখাই ভাল। ح বর্ণের রোমান রূপ kh, kh, h, বা h ; কখনও x বা গ্রীক x অক্ষর দিয়া লেখা হয় ; এবং জর্মান পণ্ডিতেরা বহু স্থলে ch লেখেন। خليل খলীল, اخلاق অখলাক্, اختيار ইখ্‌য়া'র, سيرة المتأخرين সম্‌রু-ল-মুত'অখ্‌খরীন, زمخشري জমখ্‌শরী, خوارزم খ্‌বারিজ্‌ম্, خيام খ্‌য়াম ইত্যাদি।

و = দাল। বাঙ্গালা দ—জিহ্বের আগা দিয়া উপরের পাটির দাঁতের উপর আঘাত করিয়া উচ্চারণ করা হয়। যথা—دانيال দান্যাল, داؤد দা'উদ, دين দীন, دبير দবীর, صادق সাদিক্, احد অহুদ, هدايت হিদায়ৎ ইত্যাদি।

ث = থাল। অর্থাৎ ইংরেজী this, that, them এর th ; ইহা আমাদের দ বা বহাঃপ্রাণ ধ নহে ; ইহা কতকটা ধ ও জ (z) মিলাইয়া সৃষ্ট ধ্বনি—উপরের পাটির দাঁত দিয়া জিত চাপিয়া ইহাকে উচ্চারণ করিতে হয় ; ইহা অধোষ ث থ এর ধোষ রূপ। ث এর ধ্বনি প্রাচীন ফারসীতে ছিল ; আধুনিক গ্রীক ও স্পেনীশেও এই ধ্বনি মিলে। খাঁটা আরবী উচ্চারণ অনুসারে লিখিতে গেলে ঠ কে থ (বা ধ.) লেখা উচিত। সিরিয়া দেশের আরবীতে কিন্তু ঠ কে জ উচ্চারণ করে ; এবং মিসরে ঠ ঠুইয়েরই উচ্চারণ দ। তুর্কী ফারসী ও হিন্দুস্থানীতে ঠ = জ। ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ জানাইতে হইলে জ (জ্) লেখা চলে ; কিন্তু ز ঠ, آ ঠ, আরবীর ভিন্ন ধ্বনি দ্যোতক এই চারি অক্ষরের পারসো ও এ দেশে এক উচ্চারণ (z) দাঁড়ানর দরুন, খালি জ দ্বারা এই চারি বর্ণকে লিখিলে মূল অক্ষরের পার্থক্য নির্দেশ করা হইবে না। ফারসীর ধ্বনি আলোচনা কালে এ বিষয়ে বিচার করা যাইবে। রোমান-লিপ্যন্তর-পদ্ধতিগুলিতে ঠ র অনুরূপ বর্ণ dh, dh, d, đ (অ্যাক্সোস্‌কালনের), বা গ্রীকের দেল্টা অক্ষর ; জ-ধ্বনি অনুসারে z, z বা z এর প্রয়োগ মিলে ذوالفقار থু-ল-ফিক্‌কার, জু-ল-ফিক্‌কার, জু-ল-ফিক্‌কার ; بذل الرحيم বধু-ল-র-রহীম্ (বজ্‌লু-র-রহীম), ذكركم ঝিক্‌র, ذوالقعدة থু-ল-রুদহ্।

ر = রা' (রে)। আমাদের দন্ত্য 'র' : رهم রহম, عرب অরব, بشير বশীর, عبدالرب অব্‌হু-র-রব্। রোমান r.

ز = জা' (জে)। সাধারণ দন্ত্য z = জ ; زين الدين জয়যু-দ-দীন, عزيز অজীজ, رزاق রজ্‌জীক্। রোমান z.

س = সীন। সংস্কৃতের দন্ত্য-স, বাঙ্গালা 'শ্রী, স্নেহ, স্থান' প্রভৃতি কথার 'স' ধ্বনি, ইংরেজী hissing s বা ss : বাঙ্গালায় 'স' দিয়া লেখাই উচিত : سراج সিরাজ্। سبحة সুব্‌হান্, يوسف যুসুফ, حسن হুসন, سيد সয়্যদ, رأس রাস্ ইত্যাদি। রোমান s.

মূল-উচ্চারণ দ্যোতক ঙ্গ অক্ষর ব্যবহার করিতে চাই ; এবং z ধ্বনি অনুসারে জ্জ লিখিতে চাই ; দুই বিন্দুযুক্ত জ্জ লিখিলে, জ্জ এর এবং ڭ ڭ এর সঙ্গে গোল হইবে না।

উদাহরণ—ظاهر (জাহির) (জাহির), ظفر (জফর) (জফর), مظہر (মজহর) (মজহর), حافظ (হাফিজ) (হাফিজ) ইত্যাদি।

ع = <অয়্ন>। এই অক্ষরের ধ্বনি বিশেষ ভাবে শেমীয় ভাষার ধ্বনি। আরবী সাহায্য মাতৃভাষা নাহে, তাহার পক্ষে ইহার উচ্চারণ অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। পারস্য ও ভারতে এই ধ্বনির অনুকরণ চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত ঠিক ধ্বনিটা বাহির হয় না ; <অয়্ন> থাকিলে হয় পূর্ব স্বর দীর্ঘ করা হয়, না হয় হঠাৎ গলা চাপিয়া বাক্য সমাপ্তি করা হয়। ع অক্ষর কণ্ঠ ব্যঞ্জন ধ্বনি দ্যোতক ; ইহা হম্জাহ্, হা, যয়্ন ও ক্রাফের সহিত সম্বন্ধ। ইহাকে গলার নালী চাপিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, অনেকটা গলার ভিতরে উচ্চারিত 'য়'র মত শুনায। এই ধ্বনি কথায় বর্ণনা করিতে পারা যায় না ; উটের ডাকের ধ্বনির সহিত এই ধ্বনি তুলিত হয়। রোমান লিপ্যন্তর পদ্ধতিতে ইহাকে [ʔ], [ʕ], বা [ɣ] রূপে লেখে; রোমান বর্ণমালায় ইহার অনুরূপ কোনও ধ্বনি নাই, এবং ইউরোপের কোনও ভাষার ধ্বনির সহিত ইহার সাদৃশ্য না থাকায় এই ব্যবস্থা। কখনও কখনও যে স্বর ধ্বনির সহিত <অয়্ন> অক্ষর যুক্ত থাকে, তাহার নীচে একটি ফুটকী দিয়া জানান হয় ; যেমন a, i, u ; তদনুসারে হিন্দীতে अ आ इ ई उ ऊ প্রভৃতি লিখিত হয়। কিন্তু এই রকম করিয়া কেবল বিন্দুর সাহায্যে জানাইবার চেষ্টা করিলে, ব্যঞ্জন ع ধ্বনির অস্তিত্ব ভাল করিয়া দেখান হইল না। বাঙ্গালায় ইহার জগ [ʔ] লেখা যায় ; কিন্তু [ʔ] লিখিলে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, এবং হম্জাহের চিহ্ন [ ʔ ] র সহিত গোল বাধিতে পারে। এই কারণে আমি ইহাকে < চিহ্ন দ্বারা জানাইতে চাই। বাঙ্গালা খ-ফলা ( ʔ ) দ্বারা, বা ব-অক্ষরের মাত্রা ও দুই দিক্ বাদ দিয়া স্ফট < হরফ দিয়া, কিম্বা গণিতশাস্ত্রের আপেক্ষিক লঘুত্বজ্ঞাপক < চিহ্ন দিয়া, বা ইংরেজীর v অক্ষরের সাহায্যে, সহজেই সর্বত্র এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। যেমন علی 'Ali বা 'Alī = <অলী ; عبد 'Abd = <অব্দ, عرب 'Arab = <অরব, عشق 'ishq = <ইশক, عزت = <ইজ্জত, معبود = <ইনায়েৎ, عمن = <উগ্ম মান ( <ওগ্ম মান), شاعر = শা'ইর, يعقوب = য়'কুব, سعيد = য়'দিদ, معراج = মি'রাজ, معز = য়'ইজ্জ, لعل = ল'ল, رفيع الدين = রফী'উ-দ-দীন ( রফী'-অদ্-দীন), جامع = জামি', جمع = জম', <অ বা জম'।

ع = যয়্ন। উয় য়। এই ধ্বনি ڭ (ع) র ঘোষ রূপ, অতএব ইহাকে ڭ না লিখিয়া য় লেখাই উচিত। [ উয় য় ভিন্ন কণ্ঠ স্পষ্ট ڭ ধ্বনি আছে আমাদের বাঙ্গালা গ. জিহ্বা-বুলীয়) ; এই কণ্ঠ ڭ হইতেছে ڭ ও ধ্বনির ঘোষরূপ, এবং ইহা ڭ হইতে পৃথক ]। বাঙ্গালায় যে

সকল আরবী ও ফারসী কথা আসিয়াছে, সে গুলিতে হ্ থাকিলে সাধারণতঃ 'গ'য়ে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ আরবে ইহা হ্ রূপে উচ্চারিত হয়; -আব্জিরিয়ায় ইহার উচ্চারণ ق রূপে হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার গ্ অপেক্ষা দু লেখা ভাল মনে করি; তদ্বারা ইহার উন্ন প্রকৃতি তথা ষ-এর সহিত সন্ধ দোষিত হইবে। غيب ঘুইব্, غلام ঘুলাম, غياث ঘিয়াথ (ঘিয়াস), غازی ঘাজী, مغنی ঘুন্নী, غني ঘনী, داغ দাঘ। রোমান বানানে ইহা gh, gh, g, g, g রূপে, এবং গ্রীক অক্ষর γ দিয়াও কখন কখন ইহাকে লেখা হয়।

ف = ফা' (ফে)। উন্ন ফ, f, সংস্কৃতের ও হিন্দীর প্ ফ ph = ফ নহে। আজকাল বাঙ্গালায় ফএর উন্নয়ন উচ্চারণ খুবই শুনা যায়। আরবীতে প-এর ধ্বনি নাই, তাই 'প' এর জগ্ ف ফ ব ব লিখিত হয়। فضل ফুন্সল, غفار গুফার, فرید ফরীদ, ظفر জুফর, شریف শরীফ, يوسف যুসুফ ইত্যাদি।

ق = কাক। কঠা ক (ক)। গলার ভিতর হইতে নির্গত ধ্বনি। মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় ইহার ধ্বনি 'গ' য়ে পরিণত হইয়াছে; মধ্য-আরবে ও মেসোপোটামিয়ার স্থানে ইহার উচ্চারণ 'জ' 'চ' বা 'জ্জ' হইয়া গিয়াছে, যেমন قائد চা'ইদ, سرقة সির্চে, قريب জুরীব, قباه জিব্লে ইত্যাদি; আবার দক্ষিণ-আরবে ইহাকে ق় য় এর মত উচ্চারণ করে। ইহার রোমান মূর্তি k, k, q. বাঙ্গালায় ক লেখা উচিত; কুতুব, قمر কুমর, كاسم কাসিম, خالق খালিক, فقير ফকীর, باقي বাকী, اقبال ইক্বাল।

ك = কাফ। আমাদের বাঙ্গালা ক-এর ধ্বনি। ভাষা আরবীতে ইহার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে; মোরোকোর স্থানে স্থানে ইহা হমজ্জহের সামিল হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ লুগ্ণপ্রায় হইয়াছে; আবার সিরিয়ায়, মধ্য-আরবে ও মেসোপোটামিয়ার ইহা 'চ' 'জ' বা 'ৎস' (পূর্বকণ্ঠের চ) বা 'ক্' রূপ ধরিয়াছে: كتاب চিতাব, كذب চাতিব, كلام চলাম, سلام (عليه) সলাম, حليم হুজীম, كامل জামিল ইত্যাদি। তালব্য-চ-রূপে উচ্চারিত 'ক'কে আরবের 'কশ' 'কশহ্' উচ্চারণ বলে। রোমান বানানে k রূপই সাধারণ; কেহ কেহ c-লিখেন। বাঙ্গালার 'ক' লেখাই উচিত। اكبر অকুবর, كبير কবীর, كامل কামিল, ملك মলিক, مكان মকান ইত্যাদি।

ل = লাম্। আমাদের দন্ত্য ল। আধুনিক আরবীতে কুত্রাপি মূৰ্দ্ধন্য ল হইয়া গিয়াছে। এই কয়টি শব্দসী বা 'সৌর' অক্ষর যদি বিশেষ্য ও বিশেষক ال উপসর্গের পরে আসে, তাহা হইলে ال এর ল সেই সেই অক্ষরে পরিবর্তিত হয়; কিন্তু ب, ج, ح, خ, ع, غ, ف, ق, ك, د, ر, م, ن, ي, এই কয়টি বা 'চাঁদ' বর্ণগুলির পূর্বে থাকিলে ল এর কোনও পরিবর্তন হয় না। الطال অল্ তাফ, كمال কামিল, الله অল্লাহ, اسرائيل ইসরাইল ইত্যাদি। রোমান l.

ম=মীম। ম; রোমান m; ملك মলিক, مُحَمَّد মুহাম্মদ, نجم নজম, قاسم কাসিম।  
ন=নুন। দস্তা ন। نظام নিশাম (নিজাম), نور নূর, قرآن কুরআন, حسين হুসয়িন, النبي অন-নবী। ৩ যদি ব অক্ষরের পূর্বে থাকে, তাহা হইলে ম রূপে উচ্চারিত হয়, এক তখন বাঙ্গালায় ম-কার লেখা উচিত; ফার্সী شنب শুবহ, استبدول ইস্তবোল ইত্যাদি।

ৱ=বাব। ৱ (ব.) w, অন্তঃস্থ র-কারের ধ্বনি। এই অক্ষরের দ্বারা স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনিই নির্দিষ্ট হয়। অসমীয়ার 'ব' (অন্তঃস্থ ব) অক্ষর দিয়া ব্যঞ্জন, জানানই ভাল; ওয়া (oya), ওয়া, ও (oa), ও, উ (o, u) দিয়া লিখিলে ইহা ব্যঞ্জন প্রকৃতি রক্ষা করা হয় না। ব্যঞ্জন ধ্বনি—واحد বকীল, واحد বাহিদ, وزیر রজার, ولايت বিলায়ৎ, ولي হলী, انور অনুবর, اول অব্বল, اول তহব্বল।

হমজ্জহ্ ফৎহহে-র পরে থাকিলে, ৱ=অব্ব; ইহাকে সাধারণতঃ au রূপে রোমান লিপিতে লেখা হয়, আবার aw রূপেও লেখা দেখা যায়। কেহ কেহ ঠ (দীর্ঘ-ও) করিয়াও লেখেন। বাঙ্গালায় অব্ব অও বা ঠ—তিনের এক লেখা চলে; مولی মব্বলা, মওলা, বা মোলা (mawlā, maula); جوار جব্বহর, জৌহর; شوك شব্বকৎ, শৌকৎ; قول কব্বম, কওম, কৌম; اول অব্বল, অওরল, ঔরল।

স্বরবর্ণ ৱ—পেশ চিহ্নের ( - ) পরে থাকিলে, ৱ=উ; অর্থাৎ uw=u (উ); محبب মহ্বুব, ودرد রদ্ব্ব, منصور মনসূর।

হ=হা' (হে)। আমাদের 'হ', রোমান লিপিতে h; هدايت হিদায়ৎ, مظهر মজ্জহর, هاجه হাজহ, هند হিন্দ, الله অল্লাহ্। হা-ই-মুগ্ধত্বী—পদান্তস্থ অমুচ্চারিত হা—আরবী কথার প্রাতিপাদিক রূপ এবং ফারসী রূপে, ও ফারসী কথায় পাওয়া যায়। ইহাকে হ্ রূপে নির্দিষ্ট করিলেই ঠিক হয়। এই অন্ত্য 'হ' দ্বারা পূর্ব ব্যঞ্জন বর্ণের পর হ্রস্ব 'আঁ'কারের উচ্চারণ আসে। বিকল্পে ইহাকে 'আ' লেখাও চলে। তবে আমি 'হ' লেখার পক্ষপাতী। যেমন مله মলিকহ্ (বা মলিকা) سلطانہ সুলতানহ্ (বা সুলতানা), فاطمه ফাতিমহ্ (বা ফাতিমা); [ ফারসী دانه দানহ্, বা দানা, بنده বন্দহ্ বা বন্দা ইত্যাদি ]। যেখানে অন্ত্য হ উচ্চারিত হয়, সেখানে হ লেখা অবশ্য কর্তব্য; الله অল্লাহ্। হা-তা—আরবী উচ্চারণ অনুসারে হ্ বা ত্ (ৎ)। جنه জিন্নহ্, জিন্নৎ; دلہ دلহ্, দৌলৎ।

ی=য় (ইয়া) (বা য়ে); সংস্কৃতের য, বাঙ্গালায় ইয় বা ইয়; রোমানে y, জর্দান উচ্চারণ অনুসারে j. এই বর্ণ-এর অল্পরূপ। ব্যঞ্জন সন্যোগ ي-য়=ي يھو, يوسف يوسف, هدايت هিদায়ৎ, سيد سيده, سيده سيده (সিঁদা), كفايت কিফায়ৎ।

سی = ہے ; باقی، صغیر، مجید، عزیز، کریم

আরবীর অক্ষরগুলির মধ্যে, ۞ ۞ ۞ এর ধ্বনি সুপ্রাচীন কালনীতে ছিল, এখনকার  
কালনী এই দুই ধ্বনি হারাইয়াছে। ۞ ۞ আরবী বানানে লেখা ৩টি কয়েক কালনী

কথায় পাওয়া যায়। কিন্তু ح ذ ث এই অক্ষরগুলিকে আধুনিক ফারসীতে বহিষ্ঠূত বলা চলে, কেবল আরবী কথ্যেই ইহাদের পাওয়া যায়।

ث=থ। চার পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন ফারসীতে এই ধ্বনি ছিল; ফারসীর মাতামহী-স্থানীয় অবন্তার ভাষায় ও প্রাচীন পারসীকের বাগ্মন্থ লিপিতেও এই ধ্বনি মিলে। কিন্তু এখন এই ধ্বনি আর নাই, ইহার স্থানে ‘স’ বা ‘হ’ উচ্চারণ করা হয়: کیومرث=কিরমর্শ। ফারসীতে গৃহীত আরবী কথায় ইহার উচ্চারণ দস্ত্য স; এই স-কে রোমান ‘s’ এর অনুকরণে স লেখা চলে। স, স, স., স, স, স—এই রূপ নানা চিহ্ন উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। আমি কেবল দস্ত্য স লেখার পক্ষপাতী।

ج=জ। ازربجان, ازربجان, অজরবৈজান, ازربجان, যজ্-দিজিহ্। ج এর ‘গ’ উচ্চারণ ফারসীতে-অজ্ঞাত।

ح—ফারসীতে আরবীর গুরু উচ্চারণ করা হয় না।

خ=খ। ফারসীতে خ এই সংযুক্ত বর্ণ দ্বারা একটা ধ্বনি নির্দিষ্ট হয়—খ, দ্বারা তাহা লেখা চলে (এখানে ব ফলা=অন্তস্থ র; এই অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ হয় না); خواب, خراب, (=রাব,), خوار, خوار, (=খারিজ্), راجه, (=রাজাহ্, (=রাজা) ইত্যাদি।

ذ=দ। ذ=ধজ্। পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ফারসীতে এই ধ্বনি ছিল, অবন্তার ভাষায়ও ইহা মিলে। এখন আরবীর ذ কে ‘জ’ উচ্চারণ করা হয়; তজ্রণ আরবীর ذ (ধজ্) র জ-বৎ ধ্বনি আসিয়াছে। ফারসীতে এবং তদনুকরণে তুর্কী ও উর্দুতে ذ (ধজ্) এই চারি অক্ষরের একই ধ্বনি, ‘জ’=z; মূল আরবীর উচ্চারণ অনুসারে ইহা-দিগকে যথাক্রমে ‘ধ, জ, ধ, ধ’ লেখা চলে, তাহাতে গোল থাকে না। কিন্তু ফারসী ও উর্দু ‘জ’ উচ্চারণ অনুসারে লিখিব, অথচ মূল অক্ষরের পার্থক্য বাঙ্গালা বানানে বজায় রাখিব, ইহা বড় মুন্সিলের কথা। রোমান লিপিতে z=জ অক্ষর থাকায়, এই z কে অবলম্বন করিয়া z, z, z, z, প্রভৃতি নানা নূতন অক্ষর সৃষ্টি করিয়া ذ (ধজ্) এর পার্থক্য জ্ঞান সহজ। বাঙ্গালায় ত প্রথমতঃ জ-এ ছুটুকি দিয়া জ (z) সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহার উপরে আরও চিহ্ন দিতে গেলে বড়ই বিকট দেখাইবে—যেমন জ. জ. জ..। এ ক্ষেত্রে কেবল জ লেখাই ভাল; তবে যাহারা মূল অক্ষর বাঙ্গালায় দেখাইতে চাহিবেন, তাহারাই এইরূপে লিখিতে পারেন; z=জ (যেমন আরবীতে আছে); ذ=জ, (জ এর মাধ্যম বিলুপ্ত দিয়া—ث=স এর অনুকরণে); ذ=জ, এবং ذ=জ।

ذ=জ—ইহাদের জন্ম কখন যে, জ, য, ষ বা ষ লেখা হয়, তাহা মোটেই সমর্থন করা চলে না।

س=স, শ—আরবীর সত। ‘ছ’ (=chh) দিয়া s এর ধ্বনি লেখা উচিত নয়। س=স, স, স; তুর্কী ফারসী উর্দুতে س এর কোন পার্থক্য নাই; স র জন্ম বাঙ্গালায় ইচ্ছামত স বা স লেখা চলে।

س এর বিষয় ذ এর কথায় বলা হইয়াছে।

ط=তু; ফারসীতে ط ও ت র তফাৎ নাই; বাঙ্গালীর ইচ্ছামত ত বা ত লেখা চলে।

ط এর বিষয় পূর্বে জ্ঞেয়।

১—ফারসী, তুর্কী ও উর্দুতে ৫ এর আরবী উচ্চারণ প্রচলিত নাই। কেবল পূর্বের স্বর-ধ্বনিকে দীর্ঘ ও কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত করিয়া ইহার অস্তিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। ভারতবর্ষের মৌলবী ও আলেম-গণ ৫ বিষয়ে ষড়পদ হইলেও সাধারণতঃ ৫ এর ধ্বনি অপরিচিত; লোকে ইহাকে অ, আ, ই প্রভৃতি স্বরবর্ণের মত উচ্চারণ করে, ইহার কণ্ঠ ব্যঞ্জন প্রকৃতি রক্ষা করা ভারতবাসীর কণ্ঠে অসম্ভব। কিন্তু আরবী শব্দ ফারসী ও উর্দু উচ্চারণ ধরিয়া লিখিলেও [৫] চিহ্ন ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না।

ع, ن—আরবীর মত=য়, ফ।

৩—আলেমগণ ইহার ক উচ্চারণ বিষয়ে মনোযোগী হইলেও, পারস্যে ও ভারতে সাধারণতঃ ইহা ৫ এর মত উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালীর ক লেখাই ভাল।

ی, ل, م=ক, ল, ম—আরবীর মত। ۛ এর চ-ধ্বনি ফারসীতে অজ্ঞাত।

و=ন; আরবীর মত। পুরান ফারসীতে দীর্ঘ স্বরের পরে থাকিলে পদান্তস্থিত ৩ চক্ষবিন্দুর মত উচ্চারিত হইত। এই ‘অমুনাসিক উচ্চারণ’ (নুন-ই-নুন্নহ) ভারতেও প্রচলিত। ফারসীর পুরান উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায়ও চক্ষবিন্দু লেখা যায়; যেমন جہان জহাঁ, شیریں শীরাঁ, نیشیروان নুশীরুয়ান বা নোশেররাঁ, حوٹ حুঁ, نوب=ব।

ۛ—ফারসীতে সাধারণতঃ কোমল দন্তোষ্ঠ্য উচ্চারণ, v, শুনা যায়; আরবীতে ওষ্ঠ্য w উচ্চারণই সাধারণ। তুর্কীতেও v উচ্চারণের প্রাধান্য। ভারতে v, w দুইই আছে। ব্যঞ্জন ۛ-কে w লেখাই ভাল।

• স্বরবর্ণ ۛ এর উচ্চারণ আধুনিক ফারসীতে ‘উ’ : فرور ফীরুজ, هندوستان হিন্দুস্তান, نوب নৌ-রুজ, گزشت গুশ্‌ৎ ইত্যাদি; এই উচ্চারণকে معروف মবরুফ-উচ্চারণ বলে। ۛ এর দীর্ঘ ‘ও’ উচ্চারণ আধুনিক ফারসীতে অজ্ঞাত, কিন্তু এই ‘ও’ উচ্চারণ (আজ কাল পারস্তে যাহাকে موهل মজহুল বা ‘অজ্ঞাত উচ্চারণ’ বলে) পুরান ফারসীতে খুব সাধারণ ছিল। ভারতবর্ষে মজহুল বা ‘ও’-উচ্চারণই বেশী প্রচলিত; ভারতের মুসলমান ইতিহাসের নামগুলি ওদমুসারে লেখাই ভাল; فرور=ফেরোজ, حسرو خسরো, هندوستان হিন্দোস্তান, হিন্দোস্তাঁ।

ۛ=আরবী অর; ফারসীতে অও, অউ বা ও; আধুনিক ফারসীতে ‘ওউ’, তুর্কীতে এভ (ev)। ۛ আরবী ধরণে=ফিরদাউসী (Firdawsi); আধুনিক ফারসীতে—ফিরদোউসী Firdousi (পুরান ফারসীতে ফিরদৌসী Firdausi, বা ফিরদোসী, ফেরুসী নাহে), তুর্কীতে Firdavsi. বাঙ্গালায় ফারসী কথার ও লেখাই ভাল।

ۛ=হ। হা-ই-মুত্তফীদ স্বৰ্গে আগে বধা হইয়াছে। একাক্ষর ফারসী পদে ۛ স্থলে হ না লিখিলেও চলে; যেমন ۛ=কি, ۛ=চি, ۛ=ন, ۛ=বি।



; ব্যঞ্জন ধ্বনি জানাইলে—য় ;

স্বরধ্বনি জানাইলে আধুনিক ( মক্ৰফ ) উচ্চারণ অনুসারে ‘ঈ’, পুরাতন ( মজ্জুল ) ‘এ’ দুইই লেখা চলে ; دلیر দিলের বা দিলীর ; جمشید জমশেদ বা জমশীদ ; ایران এরান বা ঈরান ; شیر শের ; بیرونی বেকনী, বেরোনী, বীরুনী ; بخشی বখশী ।

ئىسى অয় বা ঐ (ay, ai) ; ( আধুনিক ফারসীতে ci এই ) ; رى রয়, রৈ ; نیشابور নৈশাপোর, کیشورون কৈ ঝুসরো, بیرم বৈরাম ইত্যাদি ।

ফারসীর কসরহ-ই-ইজ্জাফৎকে -ই-, বা ভারতে প্রচলিত পুরাতন ফারসীর উচ্চারণ অবলম্বনে -এ- লেখা উচিত । কিন্তু -ই- লেখাই ভাল । ইজ্জাফৎকে পূর্ব পদের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া ঠিক নহে ।

-যেমন- بختيار خالجي বখ্ৎয়ার-ই-খলজী, محمد بن عبدالمعین মহম্মদ-ই-সবুক্তগীন, بادشاه هندوستان বাদশাহ-এ-হিন্দোস্তান ইত্যাদি ।

আরবী শেমীয় ভাষা ; ফারসী ও পশতো এবং বলোচ, তথা উর্দু, আর্যভাষা । তুর্কী ভাষা সংযোগমূলক উরাল-আল্টাই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ;—হুন্ডেরীয় ও ফিন, মাগু ও তুঙ্গুস, মোঙ্গোল ও বুরিয়াং ভাষা এই গোষ্ঠীর অত্যন্ত শাখা । তিব্বতীজ, উজ্জ্বল সাত, যাকুৎ, কালপাক, কিপ্চাক প্রভৃতি তাতার ভাষাগুলি তুর্কীর সমশ্রেণিক ও স্বস্ব-স্থানীয় । আজকাল তুর্কী ভাষার দুই রূপ দেখা যায়—পশ্চিমা বা ওসমানলী তুর্কী, এবং পূর্বী বা চাগতাই বা উইগুর তুর্কী । ওসমানলী তুর্কী ইউরোপের ও পশ্চিম-এশিয়ার তুর্কীদের ভাষা, বহু আরবী ও ফারসী শব্দ গ্রহণ করিয়া ইহার রূপ অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে, আরবীর ও ফারসীর প্রভাবে ইহাতে একটা উচ্চ দরের সাহিত্য পড়িয়া উঠিয়াছে । চাগতাই তুর্কী মধ্য-এশিয়ায় প্রচলিত ; ইহাতে তেমন সাহিত্য রচনা হয় নাই, কিন্তু এই তুর্কীই অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ তুর্কী, এবং তুর্কীর প্রাচীন রূপ ইহাতেই বর্তমান আছে । ভারতের প্রথম মুসলমান বিজেতৃগণের ভাষা এই পূর্বী তুর্কীই ছিল । তৈমুরলঙ্গের মাতৃভাষা ছিল চাগতাই তুর্কী ; তৈমুরের ছয় পুরুষ অধস্তন বাদশাহ বাবর এই ভাষা বলিতেন, এবং ইহাতে তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন । পূর্বেই বলা হইয়াছে, তুর্কী ভাষার ছাপ ভারতে পড় নাই ; উত্তর-ভারতের ভাষাগুলিতে কেবল কতকগুলি তুর্কী কথা প্রবেশ লাভ করিয়াছে মাত্র । ফারসী ভাষা তুর্কীরাই প্রথম এ দেশে আনে, সেই জন্য কতকটা তুর্কী চব্দের ফারসী উচ্চারণ ভারতে প্রচুর লাভ করিয়াছে । তুর্কীর ধ্বনিগুলি ফারসী হইতে বিশেষ পৃথক নয় । তুর্কীতে স্পষ্ট ও উন্ন, অঘোষ ও ঘোষবর্ণের পার্থক্য সর্বত্র রক্ষিত হয় না ; ت د ط ত দ ত, ف ب پ ব, ج ح خ ক গ, ق غ ک ক গ, এর অদল বদল দেখা যায় । স্বর ধ্বনির মধ্যে দীর্ঘ ‘আ’ বহু স্থলে বাকাল। দীর্ঘ অ-কারের

মত ( ইংরেজী awr মত ) উচ্চারিত হয় ; چاق مَتق, বাঙ্গালায় চক্‌মকী । তুর্কীতে বাঁকা 'উ' ও, আ' (= অক্ষানের ü ö ä) ধ্বনি আছে, সেগুলি কিন্তু আরবী হরফে জানান হয় না ; আমাদেরও ও বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার দরকার নাই । ر و ي র 'ও' এবং 'এ' উচ্চারণ আছে । তুর্কীতে আরবীর ث ذ ص ط ض ع ধ্বনি নাই ; কিন্তু ق খুবই মিলে ; এবং অনেক স্থলে আদ্য ت এর জায়গায় ط লিখে । ফারসীর ژ নাই, এবং نك র উচ্চারণ 'ঙ', ফারসীর মত 'ক' (ঙং) নহে। ভারতের মুসলমান যুগের ইতিহাসে যে তুর্কী নাম পাওয়া যায়, ফারসীর পুরাতন উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায় বর্ণান্তর করিলেই কাজ চলিবে ; যেমন ابيک অয়বক, ارسالن অল্ল, اسلانو, هولاكو হুলাগু, سبكيگين সবক্‌তগীন, يلدز যিল্‌দিজ, تغلق তয়্লক্ল, تغزل তুয়্‌রিল, التمشي অল্‌তমিশ, ينگين য়িংগীন, البرغ উল্লু, خلجي خلجী, چين قلیچ চীন ক্লীচ, بغره বুয়্‌রহ্ ইত্যাদি ।

পশতো ( পষতু, পখতু )

পশ্চো ঈরানীয়া ভাষা, ফারসীয়া সহিত সম্পৃক্ত। ইহাতে কিন্তু বিস্তর ভারতীয় (সিন্ধী ও পশ্চিম-পঞ্জাবী) শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মত ট, ড, ণ, ড় এর বুদ্ধিগা ধ্বনি ইহাতে মিলে; এবং ইহাতে এমন কতকগুলি ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে, যাহা আরবী ফারসী ভূকো উদ্ভূতে মিলে না। কিন্তু পশ্চো কথা বা নাম ভারতের ইতিহাসে বেশী পাওয়া যায় না; সেই জন্য পশ্চোর ধ্বনি ও স্বর আলাচনার আবশ্যক নাই। যে দুই চারিটা পশ্চো নাম পাওয়া যায়, যেমন سحر, لودی, لودانی, دُرانی, دُرانی প্রভৃতি, সেগুলি প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিখিলেই চলিবে।

উদ্ ( হিন্দোস্তানী )

উদ্‌ বাক্য লিখিতে গেলে, ফারসী ও আরবী শব্দের হিন্দুস্থানী ( অর্থাৎ পুরাতন ফার্সী-  
মত) উচ্চারণ অবলম্বন করা উচিত। ط ص ز কে খালি ক্ক লিখিলেই ভাল। তবে غ ق خ  
প্রভৃতি যে সকল বর্ণ শিক্ষিত উদ্‌ভাষিগণ উচ্চারণের প্রয়াস করেন, সেগুলির বিশেষত্ব  
বাক্যলা হরফে দেখান উচিত। ط, ص কে খালি ত, স, লিখিলে ক্ষতি হয় না। উদ্‌র  
প্রাকৃত শব্দগুলি বাক্যলায় লিখিতে গেলে হিন্দীর দেবনাগরী বানান অনুসরণ করা উচিত,  
যেমন ع ه, বাক্যলায় 'হায়' বা 'হ্যায়' না লিখিয়া 'হৈ' লেখাই ভাল; তক্রপ كس كسى =  
কৈসে, 'ক্যায়ছে' নহে; دھڑا = ঠট্টা ( ঠাট্টা নহে ), پہچاننا = পহ্‌চান্না  
( পছাণ্না নহে ), چل = চল = ফুল ( ফুল নহে ), तीन तीन = তীন ( তিন নহে ),  
نہیں = নহী, پڑ = পড়, ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণের মতাবলম্বনে আরবী ভাষার ধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ-স্থান অনুসারে নিম্নলিখিত উপায়ে সাজাইতে পারা যায়।

( \* চিহ্নিত বর্ণগুলি আববীয় নহে )

[illegible]

# স্বরবর্ণ

	কণ্ঠ	তালু	ওষ্ঠ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ
হ্রস্ব	ا, آ = অ	ا, ا = ই	ا, ا = উ	ا, ا = [আধুনিক আরবীতে] এ টে	ا, ا = [আধুনিক] = ও, ঐ
দীর্ঘ	آ = আ	اى, اى = ঈ	اى, اى = ঊ	اى, اى = ঈ, ঐ বা দীর্ঘ এ	اى, اى = ঈ, ঐ, অও, ঊ [বা দীর্ঘ ও]

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত আরব ব্যাকরণকার ও অভিধানিক পণ্ডিত সুলীল-ইবন-অহমদ আরবী বর্ণগুলিকে উচ্চারণ-স্থান অনুসারে এইরূপে সাজাইয়াছেন;—[১] কণ্ঠ-ء, ط, ق, ح, ه, خ [২] তালব্য বা জিহ্বামূলীয়-ب, ج, د [৩] ন-গোষ্ঠিক-ش, س, ز, ن, م, ي [৪] দন্ত্য ও দন্তমূলীয়-ظ, ذ, ث, ظ, ذ, ذ, ذ, ذ, ذ [৫] ওষ্ঠা-ف, ق, م; এবং [৬] অর্ধস্বর-و, ا, ي

প্রস্তাবিত লিপ্যন্তর-রীতিতে আরবী ফারসী বর্ণমালার বাকলা রূপ এই দাঁড়াইতেছে—

মূল অক্ষর	বাকলা রূপ	
	আরবী উচ্চারণে	ফারসী (তুর্কী) ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে
ا	(হম্জাহ)	—
ب	ব	ব
پ	—	প
ت	ত	ত
ث	থ	ঈ [স]
ج	জ [গ]	জ
ح	—	চ
ع	হ	হ [হ]
غ	খ	খ
د	দ	দ
ذ	ধ	ঝ [ক]
ر	র	র
ز	জ	জ
ژ	—	র
س	স	স
ش	শ	শ
ص	স	স [স]
ض	ঝ [ঘ]	ঝ [ক]

মূল অক্ষর	বাঙ্গালা রূপ	
	আরবী উচ্চারণে	কারসী (তুর্কী) ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে
ط	ত	ত [ত]
ظ	জ [জ]	জ [জ]
ع	এ	এ
غ	গ	গ
ف	ফ	ফ
ق	ক	ক [ক]
ك	ক	ক
ى	—	গ
ل, م, ن	ল, ম, ন	ল, ম, ন
ر	র [ও]	র [ও]
ه	হ	হ
و	ই	য়
أ, إ, ئ	অ, ই, উ	অ, ই, উ
آ	আ	আ
ؤ, و	উ, ও	উ, ও
أو, و	অব্ [অও, ও], অব্ [ও]	অব্ [অও, ও], অব্ [ও]
و	—	ও, এ; উ, ই
ان, ين, ون	অন, ইন, উন	—

প্রস্তাবিত বর্ণান্তর-রীতির প্রয়োগের উদাহরণ স্বরূপ কয়েক ছত্র আরবী, ফারসী ও উর্দু, এবং দিল্লীর মুসলমান সম্রাটগণের নাম বাকীলা বানানে মুলের সহিত দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

### আরবী

স্বরভূ-ল্-ফাতিহুহ্ (ক্বারী বা কোরান-পাঠকগণের পদ্ধতি অনুসারে বাক্যান্তহু হুহ স্বর অনুচ্চারিত রাখা গেল)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ \* اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ \*

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ \* صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ \* غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ \* اٰمِيْن \*

বি-স্মি-ল্-লাহি-র্-রহ্-মানি-র্-রহীম্ \* 'অল্-হুম্ হু লি-ল্লাহি রব্বি-ল্-ব-আলমীন: \* <  
'অর্-রহ্-মানি-র্-রহীম্ \* মালিকি যরুমি-দ্-দীন \* 'ইয়্যাক নবুহু, হু'ইয়্যাক  
নস্ত-ব-ইন্ \* 'ইহ্-দিনা-ন্-সিরাট-ল্-মুস্তাকীম্ \* সিরাট-ল্-ল-মীন 'অন্-ব-অমত <অলয়্য-হিম্  
য়ররি-ল্-য়রুম্ বি <অলয়্য-হিম্ হু লা-ম্-ম্-মালীন \* আমীন।

অল্-ম্-ব-অমত হু 'ইমরু'ই-ল্-কয়্য-সি—

فَقَاتِلْ مِنْ ذِكْرِ حَبِيبٍ وَ مَنَزَلٍ \* بِسَقَطِ اللّٰوِي يَبْنَ الدَّخُولِ فَكَوْمَلِ

فَتَرْضَمَ فَالْمَقْرَأَةِ لَمْ يَعْفَ رَسْمَهَا \* لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنْبٍ وَ شَمَالِ

ক্বিকানব-কি মিন শ্বিকরা হুবৌবিন্ হু মনজিলি,

বিসক্ব-তি' লিল্লা বয়ন্-দ্-দখূলি ফ-কুমল-মালি।

ম-তুম্বিহ্ ফ-ল্-মক্ব-রাতি লম্ যবফ-রসমুহা,

লিয়ান সগত্-হা মিন গন্বিবিন্ হু শম'অলি ॥

ফারসী

মুহম্ম-ই-শমস-ই-তত্বীজী ( জলালু-দ্-দীন রুমী )

چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نه میدانم  
نه ترسار یهودیئم نه گبرم نی مسلمانم \*  
نه شرقیئم نه غریبیئم نه بکرئیئم نه برئیئم  
نه از ملک عراقیئم نه از خاک خراسانم \*

هو الاول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن  
بجز موجود یا من هو دگر چیزی نمیدانم \*  
مکانم لامکان باشد نشانم بینشان باشد  
نه تن باشد نه جان باشد که من خود جانِ جانا نم \*

نه از عرشم نه از فرشم نه از جنت نه از دوزخ  
نه از آدم نه از حوا نه از فردرس رضانم \*  
الا یا شمس تبریزی چرا مستی در این عالم  
بجز مستی و مدعوشی دگر چیزی نمیدانم \*

চি তদ্বীৰ, অয় মুসলমানান? কি মন মুহম্ম-রা ন-মীদানম।  
ন অজ্-তর্গা র যহুদীয়ম, ন গবর্ম-ন-দে মুসলমানম॥  
ন শরকীয়ম, ন দ্রবরীয়ম, ন বহুরীয়ম, ন বররীয়ম,  
ন অজ্-মুহ-ই-৫ইরাকীয়ম, ন অজ্-খাক-ই-খুরাসানম।  
“হব-ল-অব্রল, হব-ল-আখির, হর-ক-জাহির, হর-ল-বাতুন  
বিজ্জ-“মওজ্জুয়া মন হু”—দিগব চীজী ন-মীদানম॥  
মকানম লা-মকান বাশদ; নিশানম বৌ-নিশান বাশদ;  
ন তন বাশদ, ন জান বাশদ, কি মন মুহম্ম জান-ই-জানানম॥  
ন অজ্-৫অর্শম, ন অজ্-কর্শম, ন অজ্-জম, ন অজ্-দুজ্জ;  
ন অজ্-আদম ন অজ্-হর-রা, ন অজ্-ফিদ-ওস-ই-রিজ্-রানম॥  
ইলায়া-ই-শমস-ই-তত্বীজী, চিরা মন্তী দর জেন ৫আনম?  
বিজ্জ-মন্তী র মদুশী-দিগব চীজী ন-মীদানম॥



উদ্

রুব-আয়া-ই-হালী।

کانتا ہی ہریک جگر میں اٹکا تیرا  
حلقہ ہی ہریک گوش میں لٹکا تیرا  
مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہی ضرر  
بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہی کھٹکا تیرا

কাঁটা है हर-ईक जिगर-में अटका तेरा ;  
हलक है हर-ईक گوش-में लटका तेरा ।  
माना नहीं जिस ने तुझको जाना है झंझू ;  
भटके हुए दिल-में भी है खटका तेरा ।

ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا  
آتش پہ مغان نے راگ گایا تیرا  
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھ  
انکار کسی سے نہ آیا تیرا

हिन्दुने सनम-में जलुह पाया तेरा ;  
आतिश-प मुरान-ने राग गाया तेरा ।  
दहरी-ने किया दहर-से तबवीर तुझे ;  
इन्कार किसी-से न आया तेरा ।

ہندو سے لڑیں نہ گیز سے بید کریں  
شر سے بچیں اور شر کی عوض خیر کریں

جو کہتے ہیں یہ کہ ہی جہنم دنیا  
وہ آئیں اور اس بہشت کی سیر کریں

हिन्दु से लड़े न गवसु से वैर करे —  
शर से बटे, और शर-के बहिर्मुख करे —  
जो कहते हैं गिरह, कि 'है जहन्म दुनिया' —  
रुह आँ, और इस बिहिर्-की सैर करे ।

ہی عشق طبیب دل کے بیماروں کا  
یا گھر ہی وہ خود ہزار آزاروں کا

## আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর

۴۰ که نهین جائے - یہ اتنی ہی خبر

یک مشغله دلچسپ ہی بیکاروں کا

ہے <ইশ্‌ক্, তবীব, দিল-কে বীমারো-কা ?

যা ঘরু হৈ বহু খুদ হজ্জার আকারো-কা ?

হমু কুহু মহী জানতে ; পহু ইৎনৌ হৈ গুবরু—

ইক মশ-মলহু দিল-চম্পু হৈ বেকারো-কা।

## দিল্লীর মুসলমান সত্ৰাটগণ

### ১। দাস বংশ—

ایک قطب الدین کتুব-দ্-দীন অয়ুবক্

آرام আরাম্

التمش অহুতমিশ্

فیروز ফীরোজ্, ফেরোজ্

رضیه রজিয়হ, রজিয়হ্

برہم বহরাম্

مسعود মসাদউদ্

محمود মহমুদ্

بلین বলবন্

کیقباد কৈ কুবাদ্

### ২। গুলজী বংশ—

جلال الدین فیروز جلال-দ্-দীন ফীরোজ্

ابراہیم (ابرهیم) ইব্রাহীম্

علاء الدین محمد علاউদ্-দ্-দীন মুহম্মদ্

شہاب الدین عمر شিহাবু-দ্-দীন <উমর -

مباری মবারক্

ناصر الدین خسرو নাসিরু-দ্-দীন খুসরো

### ৩। তুল্লুক বংশ—

تغلق তুল্লুক্

محمد মুহম্মদ্

فیروز ফীরোজ্

ابوبکر আবু-বকর্

نصرت নসরৎ

تیمور তীমুর, তৈমুর

### ৪। সয়য়িদ বংশ—

خضر খিষ্টর, খিষ্টর

عالم <আলম্

### ৫। লোদী বংশ—

بہلول বহুলোল্

سکندر সিকন্দর

### ৬। আফগান (অফ্‌গান্) বংশ—

شیرشاہ শের শাহ্

محمد عادل মুহম্মদ <আদিল্

### ৭। মোগল (মুঘল্) বংশ—

بابر বাবর

ہمایون হমায়ুন

اکبر অকবর

جہانگیر জহান-গীর

شاہ جہان শাহ-জহান্

اورنگزیب عالمگیر অওরঙ্গজেব্ <আলম-গীর

بہادر বহাদুর

جہاندار জহান-দার

فرخ سیر فرক-সির

احمد অহমদ্

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধ রচনা-কালে প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ও ফারসী প্রাধান অধ্যাপক যৌলবী শ্রীযুক্ত মুহম্মদ হিদায়ৎ হুসেইন সাহেব আমাকে বহু সাহায্য করিয়াছেন ; আরবী ও ফারসী নামগুলির বানান তিনি দেখিয়া দিয়াছেন, এবং নানা প্রকারে আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন।

‘অল-হুমত্‌ লি-ম্লাহি-

-জ-লম্বী রহব লি-বলদিনা-ল-রুদীম্

শরফ তমদুনি দীনি ল-ইসলামি-ল-রুদীম্ ;

র কতত্‌ বেআলা-ল-সিনতিনা-ল-হিন্দিয়াহ্

অল্প-প্রদীপত-ল-রসী-অত-ল-অলফাধি-ল-বেআরবিয়াহ্,

র-ল-রুজ্জীনত-ল-বহীজত মিন-ল-কলিমাতি-ল-ফারিসিয়াহ্

দৈন রিসালহ্-ই-মুহরুরু-র-রা

ব-নাম্-ই-নামী-ই-রুদাম্-ই-হকীকী-

ই-মাদরী-রত্ন-ই-মহুব্ব,

র বেউলমা-ই-জী শান,

কি অল্প জ্বান-ই-রুশদ-ও-শীরীন্-ই-বদলহ্

মহব্বৎ ও উলফৎ দারন্দ,

জীনৎ বদ্বশীদম্ ॥

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

## প্রথম বিশেষ অধিবেশন

### সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোক গমনোপলক্ষে

৭ই আশ্বিন ১৩২৪, ২৩শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ন ৩টা

সভাপতি মহাশয়ের অল্পপস্থিতিতে অন্ততম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

#### উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই ( সভাপতি )	
ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি	
শ্রীযুক্ত সার্ব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,	শ্রীযুক্ত শশীকান্তভূষণ সিংহ বি এ
ডি এল্	জিদিবেশচন্দ্র সিংহ
উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্	অখিনীকুমার ঘোষ
রামেন্দ্রসুন্দর জিবেরী এম্ এ	সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ধা অধিহোজী
কুমার শরদ্দিন্দুনারায়ণ রায় প্রাক্স,	নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
এম্ এ	কামাখ্যাপ্রসাদ রাহা বর্ধা
বিজয়লাল দত্ত	পঞ্চানন মিত্র এম্ এ
অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ	গণপতি সরকার
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	ভ্রামলধন মিত্র
রাজেন্দ্রকুমার বজ্রমহার শাস্ত্রী	শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	কীর্ত্তদেবপ্রসাদ বিজাবিনোদ এম্ এ
মোপেন্দ্রকুমার সেন শুষ্ঠ	তারাপ্রসাদ শুষ্ঠ বি এ
সুরেশচন্দ্র সরকার	শশীভূষণ সিংহ বি এ
তারিণীচরণ পাল	আন্ততোষ দত্ত
প্রমথনাথ খান	হারিশচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
সুখ্যকান্ত মিত্র বি এ	রাধিকান্তভূষণ রায়
মহম্মদ ইউসুফ আলী খাঁ	রজনীকান্ত বিজাবিনোদ
ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত	গোবিন্দচন্দ্র বড়াল
প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মমথমোহন বসু এম্ এ
বোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্	বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবদন্ত

## শ্রীযুক্ত মতিলাল বোষ

## শ্রীযুক্ত হবিষ্য রহমান

- |   |   |
|---|---|
| • রায় বাহাদুর বহুনাথ বজুমদার এম্ এ,<br>বি এল্      | • বাণীনাথ নন্দী<br>• উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র |
| • বিপিনচন্দ্র পাণ্ডা                                | • হেমচন্দ্র বোষ                           |
| • খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ                           | • যতীন্দ্রমোহন রায়                       |
| • কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ                  | • প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ        |
| • নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়                          | • রায় বিনোদবিহারী বসু                    |
| • রজনীন্দ্রনাথ দেব বি এ                             | • যতীন্দ্রনাথ দত্ত                        |
| • দামোদরদাস বর্ষা                                   | • শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য                    |
| • রায় বাহাদুর বক্ষিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ,<br>বি এল্  | • নগেন্দ্রনাথ বোষ                         |
| • চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ                     | • শরচ্চন্দ্র মিত্র                        |
| • ডাঃ শ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,<br>ডি এন্স সি | • শশিকুমার মিত্র                          |
| • দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ                   | • যোগেশচন্দ্র রায়                        |
| • যতীন্দ্রচন্দ্র রায় এম্ এ                         | • আশুতোষ শাস্ত্রী                         |
| • সত্যচরণ বসু এম্ এ                                 | • ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকৰ্ত্ত  |
| • সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী                       | • হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী                  |
| • হরিপদ দত্ত  | • বিপিনচন্দ্র পাণ্ডা                      |
| • শরচ্চন্দ্র বোষ বর্ষা                              | • রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত             |
| • রামকমল সিংহ                                       | • রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু            |
| • ললিতমোহন পাণ্ডা                                   | • প্রভাসচন্দ্র বসু                        |
|   | • গুরুপসাদ বসু                            |
|   | • বাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়                 |

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকৰ্ত্ত, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

- খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
- কিরণচন্দ্র দত্ত
- ডাঃ আবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী
- ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

সহঃ সম্পাদকগণ।

সভারক্ষেত্রে প্রথমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয় একটি সংকৃত শোকগাথা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকৰ্ত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক স্ব স্ব রচিত শোক-গাথাগুলি পাঠিত হয়। ( শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র বাবুর কবিতা শ্রীযুক্ত নলিনীন্দ্রনাথ পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করেন। )

অনিবার্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া নিম্নলিখিত তত্ত্ব মহোদয়গণ সভায়

কার্যের সহিত সহায়ত্ব জ্ঞানাইয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।—মহারাজ গিরিজানাথ রায়, কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ এম্ এ, কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীম্ভাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, মহারাজ শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কে, সি, আই, ই কাশিমবাজার, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, স্বর্ধাকুমার ব্রূথোপাধ্যায়, পঞ্চানন বিজ্ঞানিধি, করুণাচন্দ্র মজুমদার, স্বামী শুক্লানন্দ ব্রহ্মচারী।

তৎপরে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাবটি এই,—“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি ও সন্তুষ্টরূপ, বঙ্গ-মাতার কৃতী হুসন্তান এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, নানা বিস্তার আধার, সর্বসঙ্গোপাধিত সারদা-চরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ অস্ত্র বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের শোক-সন্তুষ্ট পরিবারের সহিত সমবেদনা জানাইতেছেন।”

এই উপলক্ষে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—“কোনও প্রিয় ব্যক্তির বিরোগে আমরা শোক-প্রকাশ করিয়া থাকি। কতক লোকের জন্ত কেবল তাঁহাদের পরিবারবর্গ, কতক লোকের জন্ত প্রতিবেশীবা, আব কতক লোকের জন্ত সমস্ত দেশবাসী সকলেই শোক করিয়া থাকেন। সারদাচরণ এই শেষ শ্রেণীর লোক ছিলেন। সমস্ত বাঙ্গালী—ভারতবাসী তাঁহার জন্ত শোক করিতেছে। আমি কথায় কি জানাইব; আপনাদের কাজের দ্বারায় তাহা প্রমাণ হইতেছে। বাহাদুরের জন্ত আমরা বেশী শোক-প্রকাশ করি, তাঁহারা গৌরব চান না—আমি বাহাদুর গৌরব চান, তাঁহাদের জন্ত অধিক লোকে শোক-প্রকাশ করেন না। তিনি যে যে সংকর্ষে ব্রতী হইয়াছিলেন, দেশবাসীকে সেই সেই কার্যে উদ্বোধনী করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তিনি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। কোনও কার্যোপলক্ষে আমি কলেজ-লাইব্রেরী-গৃহে আসি, তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য বাবু পাঠ-নিরত সারদা বাবুকে দেখাইয়া বলেন,—ঐ ছেলেটিকে দেখ; এ দেশের একটা মানুষ হবে। সহায় বদন, প্রকৃত হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বাধীনচেতার ভায় চক্ষু উজ্জ্বল;—সেই ভাব তাঁহার চিরদিন ছিল। তাঁহার সহিত সত্যস্ত হঠাৎ থাকিতে পারে, কিন্তু মনান্তর কখনও হয় নাই।

তাঁহার অনন্ত-সাধারণ কর্ম জীবনকে আমরা চার ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ১। সাহিত্য-ক্ষেত্র—শ্রীযুক্ত অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত তিনি মিলিত হইয়া বাঙ্গালী প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করেন। বিজ্ঞাপিতরও একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। নানা সন্দর্ভ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া বহু সাময়িক পত্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলী গভীর গবেষণাপূর্ণ। তিনি স্বার্থপর ছিলেন না—পরার্থপর ছিলেন। এই জন্ত একদিন-বিত্তারের বহু চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন;—উদ্দেশ্য, একতা-বিত্তার। তিনি বেশ ভারত-প্রেমিক, তেমনই আবার স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন।

২। ব্যবহার-জীব।—এই কর্মক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার টেগর ল-লেক্তার ( Tagore Law Lecture ) নামক বক্তৃতা-পুস্তক আইন-বিচার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং করিবে। বিচারপতি হিসাবে এমন স্বাধীন, নির্ভীক মতাবলম্বী দেখা যায় না। একমাত্র গ্রায়ের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। এক সময়ে এমন ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে হাইকোর্টের প্রতিও জন-সাধারণের শ্রদ্ধার কিছু অভাব হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছিল। তখন সারদা বাবু নির্ভীক ভাবে বিচার-কার্যে স্বাধীনতা এবং গ্রায়-পরায়ণতা দেখাইয়া হাইকোর্টের মুখোজ্জ্বল করেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে এবং আশাদের পক্ষেও কম প্রশংসার কথা নহে।

৩। সমাজ-সংস্কার।—তিনি কর্মী ছিলেন। বেণী কথা কহিতেন না, বাগ্‌বাহুল্য তাঁহার ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, তাঁহার কথা সকলকে শুনিতাই হইবে। দ্বিতীয় বার বলিতে হইলে, অতি দৃঢ়তার সহিত কঠোর ভাবে বলিতেন। তিনি কথার লোক ছিলেন না, কাজের লোক ছিলেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি একজন অগ্রণী। নিজের বাড়ীতে সংস্কার-কার্যের সাধন করিয়া তবে পরকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তিনি রাষ্ট্র ও বঙ্গীয় কায়স্থ-শ্রেণীর মিলন ও কায়স্থের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে অত্যাশ ব্যক্তি সহ বহু চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিচারালয়ের নিকট এক সময়ে যে প্রতিবন্ধকতা হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মণের দোষে নহে। বিচারক উভয়েই ব্রাহ্মণ বটে; এক জন এই দেশীয়, তাঁহার নাম করিবার আবশ্যক নাই, আর এক জন পাঞ্জাবদেশবাসী—৮ প্রাণনাথ সরস্বতী। স্ত্রীর রমেশ-চন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের আপত্তিতে ঐ বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছিল। এই সংস্কার-কার্যটি একটু কঠিন বলিয়া তাঁহাকে ধীরতার সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

৪। কৃষিকর্ম প্রভৃতি দেশের সমৃদ্ধি-সাধন-ক্ষেত্র।—তিনি এই বিষয়ে তাঁহার স্বগ্রামের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। অত্যাশ স্থলে অকৃতকার্য হইয়া লোকসান দিলেও তিনি যে অভিজ্ঞতা দেশকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা দেশের কার্যে লাগিবে এবং দেশবাসী এই অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন বলিয়া তিনি অকৃতকার্য হন নাই, ইহাও বলিতে পারা যায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থনকল্পে বলিলেন যে, সারদা বাবু আমার বাণ্য-সখা; পঞ্চাশ বৎসরের পরিচয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমি দুইটি কথা বলিব। একটি মেদিনীপুর হাজিয়ার মোকদ্দমার কথা। রাজা মহারাজা সব জেলে, তাঁহাদের সেখানে ভাবি কষ্ট। যেখানে আহা, সেখানে মলভ্যাগ, সেখানেই শয়ন। ইহারাই হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন। দুই জন বিচারকের উপর বিচারের ভার স্তম্ভ হয়; হঠাৎ এক জনের অসুখ হওয়ার অল্প জন একেলা বিচার করিতে অনিচ্ছুক। সারদা বাবুকে চিঠি লিখিয়া জানাইবার পর তবে তিনি ঐ ভার গ্রহণ করিলেন। কার্য গ্রহণ করিয়া দেখেন,

নানা গোলমাল, বহু অত্যাচার। মোকদ্দমায় দুই জন জজের দুই রায় হইল। সায়দা বাবু বলিলেন,—আমি ‘সিনিয়র’ জজ, আমার মতই গ্রাহ্য হইবে। তিনি সকলকে জামিনে খালাস দিলেন। এই উপলক্ষ্যে আন্দোলনসবে মেদিনীপুরে ঘরে ঘরে আলো দেওয়া হয়। বহু সম্মানিত লোকের প্রাণরক্ষা পাইল। কেহ কেহ বলেন,—এই জন্ত তাঁহার পেন্সনাদি কিছা সর্বপ্রকার পুরস্কার বন্ধ হয়। দ্বিতীয় কথা, তাঁহার অসাধারণ সহশ্রুণ এবং কর্ণে শ্রুগাঢ় আসক্তি ছিল। একটা কথা উদাহরণস্বরূপ বলি। যে দিন এখানে রমেশ-ভবনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর আসেন, তিনি জরগারে আমাকে বাড়ী হইতে আনেন এবং এখানে আসিয়া দুই ঘণ্টাব্যাপী পরিশ্রম করেন। এমন সহিষ্ণুতা, এমন কর্তব্যনিষ্ঠা দেখা যায় না।

এই প্রস্তাব অমুমোদন উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে-থেকে তাঁর উপকার যতটা করিতে পারি আর না পারি, আমি নিজে উপকৃত। এরূপ সংসদ, সজ্জন-সঙ্গ-লাভে কার না উপকার হয়? মাননীয় ভূতপূর্ব সভাপতি সায়দা বাবুর সঙ্গ-লাভে আমারও বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রথমে সায়দা বাবুর নাম প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাবলীর মলাটের উপর পাই। আমি ঐ গ্রন্থাবলীর গ্রাহক ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও তাঁর খুব নাম শুনলুম। কলেজ ছেড়ে এক সময়ে অর্থাৎ Age of Consent Act আন্দোলনের সময় একটা সভা হয়। ঐ সভার আমি একজন উদ্বোধক ছিলাম। সভার আহ্বানকারী ছিলেন—৬গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী ও ৬প্রাণনাথ সরস্বতী। সায়দাবাবুর বাড়ীতে এই সভার আয়োজন হয়। সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার স্নেহ-শ্রদ্ধা পেয়ে জীবনে একটা বলস্বরূপ মনে করলুম। তিনি পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা হইলেন। তাঁহার সভাপতি-পদ-গ্রহণকালে পরিষদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পরিষৎ গৃহহীন, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র কুটারে স্থান সঙ্কীর্ণ। মহারাজের নিকট হইতে জমী পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাড়ী প্রস্তুত হইবার উপায় ছিল না। ১৩১১ সালে আমি সম্পাদক হই। সায়দা বাবু ১৩১২ সালে সভাপতি হন। ঐ সেপ্টেম্বর মাসে Partition of Bengal আন্দোলনে দেশ চঞ্চল। এই বিষয়ে পরিষদের কোন কর্তব্য আছে কি না, পরিষৎ কোন প্রতিবাদ করিবে কি না, ঘোর সমস্তা চলিতেছিল। কেহ কেহ স্বপক্ষে, কেহ কেহ বিপক্ষে মত দিলেন। সাহিত্য-পরিষদের রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করা উচিত কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইল। সায়দা বাবু বলিলেন, বাঙ্গালা ভাষাকে অথও রাখেই হইলে সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করা আবশ্যিক। তিনি এরূপ না বলিলে প্রতিবাদ-সভা আহূত করা হুসর হইত। পরিষদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কালেই এইরূপে বহু বারেই তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী; কোন দ্বিধা বোধ না করিয়াই কর্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। পরিষদের মত শিশু-অস্থিষ্ঠান জীবিত রাখেই হইলে তাঁহার স্মার ব্যক্তির আবশ্যক। তাঁহার জীবনই কর্মময় ছিল, কাজের প্রেরণা তাঁহার



মধ্যে অসাধারণ ভাবে ছিল। কাজের অমুরাগ আকাজকা তাঁহার ভেতর থেকে তাঁহাকে কর্ত্ত করাইত। তিনি আট বৎসরকাল সভাপতি ছিলেন। এত দীর্ঘকাল কেহই সভাপতিত্ব করেন নাই। তিনি প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও, পরিষৎ তাঁহার মত নেতা না পাইলে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইত না। স্বাধীনচেতা, অল্পভায়ী, জবাবদস্ত হাকিমের মত বথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য ঠিক অথচ অবিশ্রান্ত ভাবে পরিচালনা করিতেন। সহকারী সভাপতি ও সভাপতি হিসাবে তাঁহার মত বহুবার সভায় উপস্থিত হইয়া সভার কার্য অত্র কেহ পরিচালনা করেন নাই। আট বৎসর কাল তাঁহার অধীনে থাকিয়া পরিষৎ গঠনে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। পরিষদের ইতিহাসে তাঁহার নাম সম্মানের সঠিত চিরগ্রথিত হইয়া থাকিবে। সারদা বাবুর ভিরোভাবে দেশের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু পরিষদের ক্ষতিও যথেষ্ট। সহকারী সভাপতি-রূপেও তিনি আমরণ বহু কার্যে পরিষদের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

পরে বশোহরের রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যছাণ মজুমদার বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল মহাশয় এই উপলক্ষ্যে বলিলেন,—সারদা বাবুর জ্ঞান শোক নহে—শোক আমাদের জ্ঞান। তাঁহার উৎসাহ অনন্ত এবং নির্ভীকতা অনন্তসাধারণ ছিল—কি ধর্ম্মাধিকরণে, কি অজ্ঞান। আমার ধারণা, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ছিল; সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিলেই তাহ বুঝা যাইত। তাঁহার একলিপি-বিস্তারের চেষ্টার আমি সমর্থন করি। তাঁহার প্রতিভা যথার্থই সর্ব্বতোমুখী। দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্ত তিনি সর্ব্বদাই প্রাণপণে কার্য করিতেন।

পরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—সারদা বাবুর সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা বলিয়াছেন, আমি বেশী বলিতে ইচ্ছা করি না; তাঁহার দুই একটি বিশেষত্বের উল্লেখ মাত্র আমি করিব। তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় Age of Consent Billএর আন্দোলনের সময়। বাক্ সে সকল কথা। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, তিনি বিদ্বান—কিন্তু মরুতে প্রস্তুত, মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান, মরণকে উপেক্ষা তিনি ক'রেছেন। তিনি পিতামহের শ্রেণীর লোক। তাঁহার বিশিষ্টতা, খাঁচা বাঙ্গালী—ফক্ক-প্রবাহের মত তাঁহার জীবনে ছিল। পানিশেহোলায়—“কুলং পবিত্রং জননী কুণার্থী”—বাড়ী ঘর, ঠাকুরঘর, হিন্দুর ঘরের মত, মার্কেল পাথর দেওয়া দুর্গাদালান সর্ব্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সব চেয়ে ভাল। তিনি পল্লীবাসী ছিলেন। পল্লীজীবনই বাঙ্গালীর স্থায়ী জীবন বলিয়া বুঝতেন। বাঙ্গালাকে বাঙ্গালার মতন রাখাই চাই। কিন্তু অজ্ঞাত প্রদেশবাসী লোকদের সঠিত আদান-পদান করিবার জ্ঞান, একটা ভাবের জমাটের জ্ঞান তাঁহার একলিপি-বিস্তারের প্রয়াস। কিন্তু তাঁহার আসল বিশিষ্টতা, যাহা পূর্বেই বলিলাম, সেই অল্পত পূর্ব্বপুরুষাশ্রয়িক শিক্ষা, সেই মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান করা—এক কথায় তিনি পুরাতনের শেষ চিহ্ন। হিন্দুই তাঁহার বিশিষ্টতা। বৈভবশালী এমন বিদ্বান পাইলেও, এমন খাঁচা বাঙ্গালী, এমন জীবন, এমন আদর্শ, এমন গুরু, এমন মরণ বোধ হয়, আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তাই মহাত্মার নিকট বলি, আশীর্বাদ কর, যেন এই রকম ভাবে জীবন রেখে, হিন্দুই রেখে, এই রকমে মরুতে পারি।

তোমার জীবন পারিজাত তুল্য, একটি দাম্ভিক মণি ভাস্কর দাপ্তর স্বরূপ। আর একটা কথা, তিনি পরিষদের বাহক, ধারক ও নায়ক ছিলেন—স্বস্ত ছিলেন না,—ও কথাটার কেমন বিদেশীয় বোটকা গন্ধ।

পরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন,—ইংরাজী-শিক্ষিতেরা বায়রন, শেলী, সেক্সপীয়ার পড়ে ও শেখে। কিন্তু সারদা বাবু ও অক্ষয় বাবু এ দেশের ইংরাজীওয়ালাদের মধ্যে বৈকল্য কবিদের আনোচনার স্থাপত্য করেন। ইহাতে তাঁহাদের দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি সম্মান ও পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি।

তারপর রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন,—সারদা বাবু সাহিত্য-পরিষৎ গ'ড়েছেন। সুধু এখানে নয়—মফস্বলেও। তিনি একমাত্র সভাপতি—যিনি শাখা-সভাগুলির প্রতি বিশেষ অঙ্গাঙ্গ দেখাইয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি শাখাপরিষৎগুলির পক্ষ হইতে বার্ষিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সারদা বাবুর মত খাঁটি মানুষ, বার্ষিক মানুষ সংসারে বিরল। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বনিষ্ঠতা ছিল। বনিষ্ঠতার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক সঙ্গে কার্য্য ক'রে তাঁহার ভিতরের মানুষটাকে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। সেটা খুব বড়, খুব মহৎ।

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, সারদা বাবু সুধু স্বজাতীয় নহে, হিন্দু-মুসলমানের একতার জন্ত বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় মুসলমান-সমাজের পক্ষ হইতে বলিলেন যে, সারদা বাবু দৃঢ়চিত্ত ও বার্ষিক কক্ষী ছিলেন। তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

এই সময় সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজাভূষণ-মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত আয়োজন করিবার জন্ত সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হউক।\*

এই উপলক্ষ্যে তিনি বলিলেন,—দেশের লোক অনেকেই তাঁহার গুণাবলীর বিষয়ে পরিচিত আছেন। কিন্তু আমি একটা কথা উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার Strong Common Sense ছিল এবং সেই বলেই তিনি সকল বিষয়েই শীঘ্র একটা বিষয়ে উপনীত হইতে পারিতেন এবং সেই বলেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই চলিবে না। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ঠিক ঠিক করিতে হইলে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা উচিত। ইহা যে কেবল পরিষদের

সদস্য মাত্রেয়ই কর্তব্য, তাহা নহে; সারদা বাবু গুণযুক্ত দেশবাসী পরিষদের কার্যানিষ্ঠাধিক-  
সমিতিকে এই বিষয়ে সাহায্য করুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। পূর্বে পূর্বে অনেক  
স্বতিসভা হইয়াছে; কিন্তু অনেক সময়ে কৃতকার্য হওয়া যায় নাই। এ বার সেরূপ না হয়।  
অন্ততঃ সকলে মিলিয়া একটা কিছু করুন।

শেষে ত্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্মা মহাশয় বলেন যে, এই প্রস্তাব আমি সর্বাঙ্গতঃ করণে  
সমর্থন করি এবং একটা কথা বলি যে, Depressed class নিম্ন জাতির উন্নতি সাধনেও  
সারদা বাবু যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সসম্মানে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। অধিক রাত্রি হওয়ায় সভাপতি মহাশয় কিছুই  
বলিলেন না। ত্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে উপযুক্ত ভাষায় ধন্যবাদ  
দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি।

## ২৪শ, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৪ই আশ্বিন ১৩২৪, ৩০শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি —

রায় শ্রীযুক্ত চুলীলাল বসু বাহাদুর এম বি, এক্, সি এস, আই এন্ড ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| • হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্                  | • বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্     |
| • রায় বিনোদবিহারী বসু বাহাদুর                     | • কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ    |
| • ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ                          | • জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ, কবিরত্ন |
| • রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ                   | • হেমেন্দ্রনাথ রায়                |
| • কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাক্ত, এম্ এ        | • অমূল্যচরণ সেন                    |
| • রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ,               | • সুনীতিকুমার পাণ্ডা এম্ এ         |
| বি এল্   | • কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ |
| • কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি           | • যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্          |
| • প্রমথনাথ দত্ত, ব্যারিষ্টার                       | • চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ    |
| • সুরেন্দ্রনাথ রায়, ব্যারিষ্টার                   | • আনন্দনাথ রায়                    |
| • স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী                     | • চিত্তরূপ সান্তাল বি ই            |
| • শশিভূষণ সিংহ বি এ                                | • দেবেশচন্দ্র পাকড়াগী             |
| • পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ                       | • অমরনাথ বী                        |
| • শ্রীজীব কাব্যতীর্থ                               | • উমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ            |
| • নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানহার্ণব             | • বিষ্ণুপদ রায় বি এ               |
| • স্মৃণালকান্তি ঘোষ                                | • দ্বিজরঞ্জন ঘোষ বি এ              |
| • গৌরহরি সেন                                       | • ফণিভূষণ সিংহ বি এ                |
| • প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্               | • রমাপতি ত্রিবেদী                  |
| • মন্মথমোহন বসু এম্ এ                              | • তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ           |
| • হারাগচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ                       | • যতীন্দ্রমোহন রায়                |
| • রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ                        | • প্রবোধচন্দ্র সেন এম্ এ           |
| • রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ                         | • বিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ             |
| • রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী, বিজ্ঞা-<br>ভূষণ | • নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত                |
| • সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী                      | • প্রভাসচন্দ্র বসু                 |
| • ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়                   | • বাগীনাথ নন্দী                    |
| • গুরুদাস সরকার এম্ এ                              | • সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু              |
|  | • যতীন্দ্রনাথ দত্ত                 |

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এম্ সি

- প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
- কৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার
- শরৎলাল বিশ্বাস এম্ এম্ সি
- সূর্যকান্ত মিত্র
- শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ
- ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
- সত্যচরণ বসু এম্ এ
- বতীন্দ্রনাথ মল্লিক
- গৌরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ
- মন্থননাথ রায়
- শরচ্চন্দ্র দেব বি এ
- প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
- হেমচন্দ্র ঘোষ
- অমৃতগোপাল বসু
- নিত্যানন্দ রায়
- ত্রিনিবাস দাস
- সৌরীন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি এ
- নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
- দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিত্তাবিনোদ,

বি এ

- হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
- ননীপোপাল মজুমদার
- হেমেন্দ্রনাথ বড়াল
- প্রমথনাথ সেন কবিরত্ন
- সুধীরচন্দ্র মজুমদার
- শরৎকুমার মিত্র বি এ

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকৃষ্ণ, এম্ এ, বি এল্—( সম্পাদক )

হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নী

কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত সত্যীন্দ্রসেবক নন্দী

- সুরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
- সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
- বিধুভূষণ সেন
- ললিতমোহন মল্লিক
- প্রতিভাকুমার সেন
- বিজয়কুমার রক্ষিত
- সত্যীন্দ্র পাণ্ডা
- সুধাংশুবদন পাণ্ডা
- শ্রীশচন্দ্র বসু
- প্রসন্নকুমার সিংহ
- সুধীরকৃষ্ণ সিংহ
- রামকমল সিংহ
- বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বব্রত
- নিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
- রামনাথ সেন
- ললিতমোহন পোদ্দার
- নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
- প্রিয়জাতুমণ ঘোষাল
- ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
- যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত
- কালীপদ ভট্টাচার্য
- মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
- দেবেন্দ্রনাথ সিংহ
- বঙ্কিমবিহারী বরাই
- বতীনচন্দ্র রায় এম্ এ
- দেবেন্দ্রশঙ্কর সেন গুপ্ত
- নীরদবিহারী বিত্তাবিনোদ

সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্ত-নির্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—( ক ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যার্থী মহাশয়ের “উত্তরচরিতের দ্বিতীয়াক”, ( খ ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যার্থী মহাশয়ের “অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ” এবং ( গ ) ডাক্তার আবদুল গফ্ফার সিদ্দিকী মহাশয়ের “জগন্নাথ” নামক প্রবন্ধত্রয়। ৫। বিগত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে কতিপয় ভদ্র মহোদয় সদস্তরূপে প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় আপত্তি করায় তাঁহাদের সদস্তরূপে নির্বাচন স্থগিত থাকে। সেই সকল প্রস্তাবিত সদস্তের নাম উক্ত অধিবেশনের কার্যবিবরণমধ্যে না থাকায়, উক্ত কার্যবিবরণ অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণতা অপনোদন করিবার জন্ত উক্ত ভদ্র মহোদয়গণের নাম সংযোগন পূর্বক এই কার্যবিবরণ মুদ্রিত করিয়া সকল সদস্তের নিকট বিতরণ করা সপক্ষে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৬। শোক-প্রকাশ—ব্রহ্মনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

গত ১৪ই আশ্বিন, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে ৯৭ জন সদস্ত উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় এবং সহকারী সভাপতি মহাশয়দিগের মধ্যে কেহই উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেরী এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিভাগস্বর্গ মহাশয়ের সমর্থনে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় সর্ব-সম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন এবং তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২। তৎপরে পরিষদে যে সকল পুস্তক ও পুঁথি উপহার পাওয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া উপহারদাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানান হয়।

উপহারদাতা

উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দত্ত

১। ইন্দুমতী

৮. জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

২। এবের সাধনোপাখ্যান

৬। সুনীতি-বিকাশ, ১ম ভাগ

৪। ঐ ঐ, ২য় ভাগ

৯. রজনীচন্দ্র দত্ত কাব্যরঞ্জন

৫। মানসী

১০. মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

৩। আর্ঘ্য-পৌণ্ড্রক

৭। ব্রাত্য কজির অশৌচ-নিবারণ

অনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী

৮। বিবাহ

৯। স্নানস্তান লাভের উপায়

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
জনৈক হিতাকাজী	১০। ডাক্তারী শিক্ষা, ১ম খণ্ড
	১১। সরল ধাত্মশিক্ষা, ১ম-২য় ভাগ
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১২। উপাসনা
“ বশোদালাল তালুকদার	১৩। প্রেমবিলাস
“ হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৪। লক্ষ্যগীন
	১৫। বাণ্য বিবাহ
	১৬। আচার্য্যের উপদেশ
	১৭। শ্রীকৃষ্ণের সংসার
ডাঃ . সুরেশ্বর পাণ্ডাশী	১৮। মা
	১৯। চণ্ডী
“ অক্ষয়কুমার বসু	২০। নিরুপমা
“ দেবেন্দ্রবিজয় বসু	২১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ( ৫ম ভাগ )
Officer in Charge Bengal Seott. Book Depot	1. Tenth Triennial Report on Vaccination in Bengal for the years 1914-15, 1915-16 and 1916-17.
Do	2. Report of the Sanitation in Bengal for the year 1916.
Do	3. Report of the Conference of Directors of Public Instruction, Delhi, Jan 1917.
Director, Geological Survey of India Registrar, Calcutta University	4. Memoires of the Geological Survey of India, Vol XLV, Pt. I. 1917.
	5. Calcutta University Minutes Vol. LX, Pt. V, 1916.
	6. Do Do Do Vol. LX, Pt. VI. 1916.
	7. Calendar Pt. III. 1917,
Secretary, Smithsonian Institution	8. Ethnobotany of the Tewa Indians.
	9. Cambrian Geology and Paleontology. III.
	10. Phonetic Transcription of Indian
	11. The Tenth of a monkey found in Cuba.

উপহারদাতা

উপস্থিত পুস্তক

- |  |   |
|--|---|
| Secy. Smithsonian Institution                      | <p>12. The Remarkable new species of Birds from Santo Domingos.</p> <p>13. Three new Murine Rodents from Africa.</p> <p>14. Maxonia, a new genus of Tropical American Ferns.</p> <p>15. Bones of Mammals from Indian sites in Cuba and Santo Domingo.</p> <p>16. On the use of the Pyranometer.</p> |
| Secy. Indian Science Association                   | <p>17. Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol II. 1917.</p>  |
| Secy. Vivekananda Society                          | <p>18. Report of the Vivekananda Society, Calcutta, from Oct 1915 to Dec, 1916.</p>   |
| শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়              | <p>19. Lilamani.</p> <p>20. The Murder of Captain Tryatt.</p> <p>21. The Temple in the Tope.</p> <p>22. War and the Weird.</p> <p>23. The War Wedding.</p> <p>24. Studies of Indian Life and Sentiment.</p> <p>25. The Position of Women in Indian Life.</p>  |
| শ্রীযুক্ত স্বামী সারদানন্দ                         | <p>26. The War in Light.</p> <p>27. Relief-work of the Ramkrishna Mission during the flood and Famine in Bengal, Assam and in the United Provinces, 1915-16.</p>  |
| Officer in Charge, Bengal Secretariate, Book Depot | <p>28. Fifty Fifth Annual Report of the Govt, Cinchona Plantations and Factory in Bengal, 1916-17.</p>  |
| Supdt. Govt. Printing, India                       | <p>29. Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June, 1917.</p> <p>30. Statistics of British India, Vol V. Education, 1915-16.</p>  |



## উপহারদাতা

## উৎকৃত পুস্তক

Supdt. Govt. Printing, India.	31 Catalogue of Prehistoric Antiquities in the Indian Museum of Calcutta, 1917.
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র শ্রী বহাদুর বিজ্ঞানিধি	32. Textile Industry in Ancient India.
Officer in Charge, Bengal Seott. Book Depot	33. Report on the Administration of the Salt Dept. in Bengal during the year 1916-17.
শ্রীযুক্ত হুয়েন্সনাথ ভট্টাচার্য্য	34. Manuals of Elementary Science —Electricity.
	35. Highroads of History.
Supdt. Archæological Survey of India ( Frontier Circle )	36. Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1916-17.
Supdt. Govt. Press, Madras	37. The Progress Report of the Asst. Archæological Superintendent for Epigraphy, Southern Circle. 1916-17.
Curator, Govt. Book Depot Burmah,	38. Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burmah, for the year ending 31st March, 1917.

৩। তৎপরে ষষ্ঠারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ১৭২ জন নূতন সদস্য নির্বাচিত হইলেন। এতদুপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় প্রেরণ করেন যে, যে সকল নূতন সদস্য নির্বাচিত হইলেন, তাঁহারা অস্তকার সভায় ভোট দিতে পারিবেন কি না? তদুত্তরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিয়মানুসারে নির্বাচন-সংবাদ প্রাপ্তির পর সদস্য-পদ স্বীকার করিয়া অবশিষ্টাদি জমা না দিলে, তাঁহারা সভ্যের কোনও অধিকার পাইবেন না। নিম্নে নির্বাচিত সদস্যগণের নামের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

প্রদাতক	সমর্থক	প্রত্যাখ্যাত সদস্য
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস বি এল্
শ্রীরাধকমল সিংহ		১২৩ বাসিকতলা হ্রীট্। শ্রীরাধাকিশোর ঘোষ এম্ এ, বি এল্ উকীল, মকঃকরপুর।

প্রত্যাধক	সমর্থক	প্রত্যাধিত সমস্ত
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীশরণচন্দ্র দে বি এ ১২১২ মদন মিজের লেন। শিঃ রাসবিহারী সেন ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর, মেসার্স এইচ, সি, সেন এণ্ড কোং, দিল্লী। শ্রীযোগেশচন্দ্র নাগ এম্ এ, বি এল, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম। শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্তদার জমিদার, ঐ ঐ। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, নাজির ঐ ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, কবিরাজ আলোয়ারা পোঃ, চট্টগ্রাম। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, পেশকার ঘাটকরহানবেগ, চট্টগ্রাম।
শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশরণচন্দ্র রায় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসসনের ডিরেক্টর, ২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ চম্পা নগর, ভাগলপুর। শ্রীহরিপদ ঘটক নোয়াদা, আউটসাহী পোঃ, ঢাকা। শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী ৩২ এলগিন রোড। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র রায় এম্ এ ১১১ হার্ভিং হোটেল। শ্রীযতীন্দ্রনাথ গণ মাটসিয়া, বশোহর। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি এ ২৮ শিবপুর রোড, হাওড়া। শ্রীপ্রভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩২ গটলডালা ষ্ট্রীট।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত		
"	"	
"	"	
"	"	
"	"	
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	
শ্রীরামকমল সিংহ	"	
শ্রীললিত চন্দ্র মিত্র	"	
সার অগনীশচন্দ্র বসু	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	
শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	"	
শ্রীরামেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী	শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	

প্রভাবক	সমর্থক	প্রভাবিত মন্ত
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরাম যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	এ, সি, ভট্টাচার্য্য পি এইচ ডি ২৪ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমনোরঞ্জন সেন ৭২ জয়মিত্রের গলি।
"	"	শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন এ এ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল, ৭ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীধামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১৭১ লোয়ার সারকুলার রোড।
"	"	শ্রীভূষণচন্দ্র মিত্র ৫ নীলমণি সরকার লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ ৭ রামচাঁদ নন্দীর লেন।
"	"	শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত ৭ কালী প্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীবামাচরণ চট্টোপাধ্যায় রাইটাস বিল্ডিং।
আবুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরামকমল সিংহ	মুন্সী হবিবর রহমান ৫ কলিন লেন।
শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী	"	ডাঃ শ্রীশ্রামাচরণ পাল সেওড়াফুলী, হুগলী।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনিশানাথ চট্টোপাধ্যায় ৯২ সাউথ রোড, ইটালী।
"	"	শ্রীহরিদাস মজুমদার বি এল ১৪৪ আপার সাকুলার রোড।
"	"	শ্রীজ্ঞানপ্রিয় মিত্র বি এ ৩৯ বীডন ষ্ট্রীট।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ		শ্রীকালিকানন্দ ঠাকুর ৫৮ ম্যাকলিওড ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীসত্যশঙ্কর গুপ্ত, সমর্থক—কুমার শ্রীশরদীন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, ডেপুটী কলেक्टर, মেদিনীপুর। রায় শ্রীনিশিকান্ত সেন বাহাদুর, সাব-ডিভিশনাল অফিসার, কাঁধি, মেদিনীপুর। শ্রীবীণাল মুখোপাধ্যায়, সাবডিভিশনাল অফিসার, ষাটাল, মেদিনীপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর। শ্রীদাশরথি দত্ত এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীরাহিণীকান্ত মিত্র এম্ এ, বি এল, মুন্সেফ, মেদিনীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর। শ্রীমধুসূদন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীমাধনগাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল, মুন্সেফ, মেদিনীপুর। শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকীল, ঐ ঐ। শ্রীবতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ঐ ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীঅধরচন্দ্র রায় মোক্তার, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক এম্ এ, বি এল, ডে: ম্যাজিষ্ট্রেট, কাঁধি, মেদিনীপুর। শ্রীমুসিহরজন মুখোপাধ্যায় বি এ, তমোলুক, মেদিনীপুর। শ্রীহরির বন্দ্যোপাধ্যায়, সাব ডেপুটী কলেक्टर, পাচটেগড়, মেদিনীপুর। শ্রীদীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি এ, ঐ ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র বি এ, সাব ডেপুটী কলেक्टर ও এসিষ্টেন্ট স্টেটলমেন্ট অফিসার, মেদিনীপুর। শ্রীকরালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, ঐ ঐ। শ্রীরামগদ চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটী কলেक्टर, কাঁধি, মেদিনীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল, ঐ, মেদিনীপুর। শ্রীসত্যচন্দ্র জাণা এম্ এ, বি এল, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক। শ্রীযামিনীজীবন ঘোষ বি এল, উকীল, মেদিনীপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সাব ইঞ্জিনিয়ার, ঐ। শ্রীরাধোদয়চন্দ্র বসু বি ই, লহমাপুর, মেদিনীপুর। শ্রীরমণীমোহন সিংহ, বি ই, ইটামগরা, মেদিনীপুর। শ্রীতমসারজন দত্ত বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর। চৌধুরী শ্রীধারব্রজেনন্দন দাস মহাপাত্র, জমীদার, পাচটেগড়, মেদিনীপুর। শ্রীদেবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র, ঐ ঐ। শ্রীবতীন্দ্রনাথ মিত্র মোক্তার, মেদিনীপুর। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেব, ঐ ঐ। শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীচাক্রচন্দ্র সেন, ঐ ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র বেয়া, ঐ ঐ। শ্রীগুপ্তপতি সামন্ত, ঐ ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত বি এ, সাব ডেপুটী কলেक्टर, ষাটাল, মেদিনীপুর। শ্রীপৃথিবীনাথ বড়শী, নায়ের, রাহিণী, মেদিনীপুর। শ্রীরাজকৃষ্ণ মণ্ডল, ম্যানেজার, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। শ্রীসুধাংশুমোহন দত্ত নবাবস্থান, মেদিনীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—ডাঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪০ পটলডালা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীলক্ষ্মণ ভট্টাচার্য, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীঅনাথনাথ ভট্টাচার্য এম্ এ, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র রায়, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীশংকরমুখ্য মুখোপাধ্যায়, বীজনগর, আলমপুর, বর্ধমান। শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনপুর, হরিনপুর, দিনাজপুর। শ্রীস্বদুর্কমল রায়, ম্যানেজার বি ব্রাদার্স এন্ড

কোং, ১৮ ব্রজনাথ মিত্রের লেন। শ্রীপ্রভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩২ পটলডাঙ্গা হ্রীট। শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত কাব্যরঞ্জন, সম্পাদক, হবিগঞ্জ লেন কোং, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট। শ্রীসতীশচন্দ্র পাণ্ডা, হেড ক্লার্ক, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিস, প্রতাপগড় হ্রীট, হুগলী, চুঁচুড়া। প্রস্তাবক—শ্রীরমাপতি ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র, জেনো, কান্দি, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীরায় বতীজনাথ চৌধুরী, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরী, উকীল, বনগ্রাম, যশোর। শ্রীমণ্ডনাথ চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, ঐ ঐ। শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ঐ ঐ। শ্রীঅমল্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীপ্রিয়নাথ রায় এল এম বি, বনগ্রাম, যশোর। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল, উকীল, ঐ ঐ। ডাঃ শ্রীসতীনাথ মিশ্র, সামটা, যশোর। শ্রীহরিনাথ চৌধুরী, ১২ বেলগেছিয়া রোড। প্রস্তাবক—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমোহনীনাকান্ত ঘটক এম এ, কন্ট্রোলার ইন্ডিয়ান ট্রেজারার, দিল্লী। পণ্ডিত শ্রীহর্গানাথ শাস্ত্রী এম এ, অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ। শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীআদিনাথ সেন, ঐ ঐ। রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম এ, দীনবন্ধু লেন। শ্রীসতীনাথ রায় বি এল। ডাঃ ডি এন্. রায় এম ডি, বিডন হ্রীট। শ্রীনগেন্দ্রবিহারী রায় চৌধুরী, জমীদার, হরিপুর, জীবনপুর, দিনাজপুর। শ্রীকিতীশচন্দ্র বিশ্বাস এম এ, ৫৬ পদ্ম-পুকুর রোড, ভবানীপুর। শ্রীসতীশচন্দ্র উপাধ্যায় এম এ, বি এল, ডেপুটি কলেজের, মেদিনী-পুর। শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল হাইকোর্ট, পটলডাঙ্গা হ্রীট। শ্রীশশি-শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপাল, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীসনৎ-কুমার মুখোপাধ্যায় এম এ, সাব ডেপুটি কলেজের, মেদিনীপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, ২ পটল-ডাঙ্গা হ্রীট। শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, ডিমনস্ট্রেটর অফ বোটানি, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, ২১০ বহুবাজার হ্রীট। শ্রীপরেশলাল সোম বি এল, ১৬ পটলডাঙ্গা হ্রীট। শ্রীশ্রমণনাথ মুখো-পাধ্যায় এম এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক। শ্রীজগদ্বিন্দু রায়, ৩২ শীতলাতলা লেন, নর্থ, নারিকেলডাঙ্গা। শ্রীআশুতোষ পাল এম এম সি, রিপণ কলেজের অধ্যাপক। শ্রীনিরূপদ সন্নাকার এম এ, ঐ ঐ। শ্রীকৃষ্ণদ শর্মা বিজ্ঞানজ্ঞ, ঐ ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু বি এল সি, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীপ্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এম সি, ঐ ঐ। শ্রীমুরেশচন্দ্র দত্ত এম এস সি, ঐ ঐ। শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য এম এ, বি এল, ৫৫ সীতারাম ঘোষ হ্রীট। শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম এস সি, ২৯১ বলরাম ঘোষ হ্রীট। শ্রীরাজেন্দ্রচরণ বসু এম এ, ১৭ মহেন্দ্র বসুর লেন। শ্রীসুকুমার দত্ত এম এ, বি এল, ৭ কারবালা ট্যাক লেন। শ্রীসতীশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, ৩৫ সীতারাম ঘোষ হ্রীট। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, ১ পটল-ডাঙ্গা হ্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীননীগোপাল রত্নমদার, সমর্থক—শ্রীরায় বতীজনাথ চৌধুরী, সদস্য—শ্রীমুখীরেন্দ্রনাথ বসু, ১০১ এ অভয়চরণ সরকার লেন, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীজানক্যক সিংহ, সমর্থক—ঐ। সদস্য—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু এল এল বি, উকীল, বিলাস-

পুর, সি, পি। শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল, উদ্বানী, ইউ, পি। প্রস্তাবক—  
 শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীভারপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীঅমরনাথ বসু, ইন্ডিয়া  
 কন্ট্রোলিং অফিস। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—  
 শ্রীযতীন্দ্রমোহন মল্লিক, এসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, ইন্ডিয়া কন্ট্রোলিং অফিস। শ্রীসুরেন্দ্র-  
 চন্দ্র গুপ্ত, - এই এই। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীভারপ্রসন্ন গুপ্ত,  
 সদস্য—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এল্ এম এস, ৬ বামহরি ঘোষের লেন। প্রস্তাবক—  
 শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীগোবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায়, এটর্নী,  
 ৪৪ মুজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীবিনয়কুমার সেন বি এ, ইনকাম ট্যাক্স অফিসের এসেসর। শ্রীস্বধীর-  
 কুমার সেন বি এ, ২৩২৪ মুজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীভানাপ্রসন্ন গুপ্ত, এল্ এম্ এস, জলপাইগুড়ি।  
 শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এটর্নী, ৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক, হুগলী।  
 শ্রীঅধিকানাথ সেন, এই এই। শ্রীমণিলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৩৩ গোবিন্দপ্রসাদ বসুর  
 লেন, ভবানীপুর। শ্রীকৃষ্ণলাল দাস এম্ এ, চন্দ্রনগর। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চন্দ্র। শ্রীমদ্বনাথ  
 গুপ্ত, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, ইন্ডিয়া কন্ট্রোলিং অফিস। শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ,  
 পোষ্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, ২৩ ব্রটস্ লেন। শ্রীকিরণকুমার সরকার, শ্রীপোপাল মল্লিক লেন।  
 শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, ৩৩ অপার সাকুলার রোড। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, ১১ বহুনাথ  
 সরকার লেন। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল, ৯ বীডন রো। শ্রীবরদাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,  
 সিনিয়র ক্লার্ক, কাইনাল ডিপার্টমেন্ট, ট্রেজারি বিল্ডিং। শ্রীস্বকেশ সরকার, ইনকাম টেক্স  
 অফিসের ক্লার্ক, এই এই। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—  
 শ্রীজহরলাল সিংহ, ২১২ দর্জিহাটা ষ্ট্রীট। সমর্থক—শ্রীসত্যচরণ বসু, সদস্য—শ্রীকুমারকান্ত  
 সেন বি এল, ৩৪১ গুলুগুতাগর লেন। সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীশরৎচন্দ্র  
 মুখোপাধ্যায় বি এল, হাইকোর্টের উকীল। কবিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন গুপ্ত কবিরাজ, ৪১  
 বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ অখিল মিত্রী লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরাবেন্দ্র-  
 সূন্দর জিবেদী, সমর্থক—এই, সদস্য—শ্রীঅতরকুমার মজুমদার এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের  
 অধ্যাপক, বহরমপুর। শ্রীদেবীপ্রসাদ দত্ত বি এল, কান্দী, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—  
 ডাঃ শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—এই, সদস্য—শ্রীভূজঙ্গভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ,  
 পি আর এস, ১৮ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর। শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি  
 এল, এই এই। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১১০১২ আমহাট্ট ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রভুধন  
 বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, এই এই। শ্রীকীর্তীশচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, মহাধেবপুর, রাজসাহী।  
 প্রস্তাবক—শ্রীঅমরনাথ পালিত, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীভারকানাথ মুখো-  
 পাধ্যায় এম্ এস্ সি, বিভাগের কলেজের অধ্যাপক, ২ দর্জিগাড়া বাই লেন। প্রস্তাবক—  
 শ্রীমণিনীরঞ্জন গুপ্ত, সমর্থক—এই, সদস্য—শ্রীহেমনাথ দাস গুপ্ত, ৩১ মহিম হাঙ্গার ষ্ট্রীট,  
 কালীঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীমদোজ-

কুমার বসু, ১১ বার্ষিকী ডিচলেন। প্রস্তাবক—শ্রীজ্ঞানন্দনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সদস্য—শ্রীমুখোজনাথ সেন, কবিদ্বন্দ্ব। প্রস্তাবক—শ্রীকেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীদেবেশচন্দ্র পাকড়াশী, সদস্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, রাজসাহী, ৮ বৎসর বয়সে গুপ্ত লেন। শ্রীবতীজ্ঞানারায়ণ দত্ত, জমিদার, মজিলপুর। শ্রীঅনিলধরণ রায়, হেভেনপুর কলেজ। প্রস্তাবক—শ্রীমুখোজনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীহরিপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সিমলাগড়, হুগলী। প্রস্তাবক—শ্রীমুখোজনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীঅজিতোব মিত্র, আতাবাগান লেন। শ্রীকিতীশচন্দ্র দত্ত বি এল, ছায়রহ লেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, অধ্যাপক প্রবন্ধ-পাঠের পূর্বে কার্য-তালিকার ৫ম দফা অর্থাৎ গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ সংশোধন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবটি আলোচিত হউক। শ্রীযুক্ত কবিগুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া হেম বাবুকে তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে বলেন। হেমবাবু প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া বলেন যে, গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মুখোজনাথ রায় এম্ এ মহাশয়ের আপত্তিতে বাহাদিগের নিকটস্থ স্থগিত থাকে, তাঁহাদিগের নামের তালিকা মুদ্রিত কার্যবিবরণীতে সন্নিবিষ্ট না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণী অসম্পূর্ণ। বাহাতে কার্যবিবরণী সম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ উক্ত সদস্যগণের নাম এবং বাহাদিগের উক্ত সদস্যগণের নাম প্রস্তাব করেন ও সমর্থন করেন, তাঁহাদের নামের তালিকা পুনরায় মুদ্রিত করিয়া সকল সদস্যের নিকট প্রেরিত হউক। এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় শ্রীযুক্ত হেমবাবু প্রোক্ত প্রস্তাবিত সদস্যগণের নামগুলি পাঠ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করার সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নামের তালিকা পাঠ না করিলেও তাঁহার প্রস্তাব যখন বুঝিবার পক্ষে কাহারও বাধা হইতেছে না, তখন উক্ত তালিকা পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিবার কোন আবশ্যক নাই। কারণ, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে তালিকা মুদ্রিত হইবার কোনও বাধা থাকিবে না। হেমবাবু বলিলেন, উক্ত তালিকা এই প্রস্তাবের অংশীভূত; সুতরাং তিনি এই তালিকা পাঠ বাদ দিয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে প্রস্তুত নহেন। তখন সভাপতি মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন যে, তালিকা পাঠ না করিয়া প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার বাধা কিছু বলিয়া, তিনি সভাকে জ্ঞানাইতে পারেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানাইয়া (under protest) তাঁহার আদেশ স্বীকার করিলেন। তৎপরে হেমবাবু ঐক্লপ ভাবে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক হওয়ার অধ্যাপক রমেশ বাবু বলেন যে, এই তালিকা পাঠ না করিয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে বলার সভাপতির অধিকার নাই। সভাপতি মহাশয় রমেশবাবুকে বলিতে বলার হেমবাবু বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রস্তাব অধ্যাপক সভায় উপস্থাপিত করিবেন না, অন্য উহা স্থগিত রাখা হউক। 'হেমবাবু

আসন গ্রহণ করিলে স্বামী শুভানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রস্তাব যখন অধ্যাপক আলোচ্য বিষয়, তখন প্রস্তাবকের ইচ্ছামুসারেই ইহার আলোচনা স্থগিত থাকিতে পারে না। তবে প্রস্তাবক ইচ্ছা করিলে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে পারেন। সভাপতি মহাশয় হেমবাবুর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করার তিনি তাঁহার প্রস্তাব স্থগিত করার সম্বন্ধ প্রত্যাহার করিলেন এবং প্রস্তাবটি আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। সভাপতি মহাশয় তালিকা-পাঠ স্থগিত দিয়া প্রস্তাবটি আলোচনা করিতে আদেশ দেন। হেমবাবু তখন সভাপতি মহাশয়ের আদেশের প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কার্যনির্বাহক-সমিতিতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কার্যনির্বাহক-সমিতি তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সক্ষম না হওয়ায় পরিষদের ৩৯(খ) নিয়মামুসারে তিনি এই প্রস্তাব মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিতেছেন। হেমবাবু বলেন যে, গত वर्षের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনের যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। ভ্রম দুই রূপে হইয়া থাকে, যথা—Error of Omission ও Error of Commission। এই কার্যবিবরণীতে দুইরূপ ভ্রমই হইয়াছে। প্রথমতঃ যে সমস্ত সদস্যের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সম্বন্ধিত হইয়াছিল, তাঁহাদের নামের তালিকা এই কার্যবিবরণীতে নাই, এইটি Error of Omission। দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা বলিয়া কতকগুলি সদস্যের নাম লেখা হইয়াছে। ইহা নাই কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেবল মাত্র প্রস্তাবিত নহেন। ইহাদের নির্বাচনে আপত্তি হইয়াছিল, তাঁহারাও যথারীতি প্রস্তাবিত ও সম্বন্ধিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এই তালিকার নাম “প্রস্তাবিত তালিকা” না হইয়া “নির্বাচিত সদস্য-তালিকা” হওয়া উচিত ছিল। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বলিবার বিশেষ কিছুই থাকিত না এবং ইহাই Error of Commission, কিন্তু যে ভাবে তালিকা ছাপা হইয়াছে, ইহা যে কেবল মাত্র ভ্রমপরিপূর্ণ, তাহা নহে, ইহা misleading। প্রথমতঃ তালিকা পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, যে সমস্ত সদস্যের নামে আপত্তি হইয়াছিল, তাঁহাদের নামও এই তালিকাতে আছে এবং বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার নিজের এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি নিজে পরিষদে আসিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন। পরিষদের কার্যবিবরণী প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য, সদস্যাদিগকে সমস্ত ঘটনার বিষয় অবগত করান। কোন সভাতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত ঘটনা থাকে, সেগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ কার্যবিবরণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। প্রস্তাবিত ও সম্বন্ধিত সদস্যের নির্বাচনে আপত্তি পরিষদের ইতিহাসে এই প্রথম। সুতরাং এই ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হওয়া কর্তব্য এবং কার্যবিবরণীতে ইহার সম্পূর্ণ উল্লেখ থাকা আবশ্যিক। কারণ, তাহা না হইলে উক্ত সভার বাহারা উপস্থিত ছিলেন, সেই মুষ্টিমের সদস্য ব্যতীত পরিষদের অধিকাংশ সদস্য সেই অধিবেশনে কি ঘটনাছিল, তাহার বার্ষিক বিবরণ পাইলেন না। হেমবাবু আরও বলিলেন, তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি হইতে পারে, প্রথম আপত্তি এই, পরিষদের ৯৪ সংখ্যক নিয়ম এবং দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, কার্য-



বিবরণ একবার গৃহীত হইবার পর তাহার পরিবর্তন হওয়া উচিত নহে। ৯৩ সংখ্যক নিম্ন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এই নিম্ন কার্যবিবরণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কারণ, ইহা “নিম্ন” সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে, কার্য-বিবরণ গৃহীত হওয়ার পর তাহার পরিবর্তন পরিষদে হইয়া থাকে এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার পক্ষে এক নজীর আছে। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বিশেষ অধিবেশনের গৃহীত কার্যবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে,—“স্বকবি বরদাচরণ মিত্রের পত্র পঠিত হইল।” কিন্তু এই পত্রখানি স্মৃতিত কার্য-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা কার্যনির্বাহক-সমিতির আদেশে বা মাসিক অধিবেশনের আদেশে হইয়াছে, তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু যে পত্রখানি গৃহীত কার্যবিবরণীতে ছিল না, তাহা স্মৃতিত কার্যবিবরণীতে থাকিতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্ততঃ কার্যবিবরণী একবার গৃহীত হইবার পরও তাহাতে অপর জিনিষ যোগ করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি টিকিতে পারে না। পরিষদের অনেক মফস্বলবাসী সদস্য আছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের বিশেষ ঘটনাক্রমের বিবরণ সম্পূর্ণরূপে জানান উচিত। তাহা যদি না করা হয়, তাহা হইলে কর্তব্য কার্যের ত্রুটি হয়। এই সমস্ত নানা কারণে তিনি মনে করেন যে, তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হওয়া উচিত। এই সমস্ত কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, যে সকল সদস্যগণের নির্বাচন মন্থবাবুর আপত্তিতে স্থগিত ছিল, তাঁহারা পরে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন কি না? শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, তাঁহারা বর্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে মন্থবাবুর প্রস্তাবে নির্বাচিত হইয়াছেন এবং উক্ত অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে তাঁহাদের নামের তালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত নামের সম্পূর্ণ তালিকা সহ উক্ত কার্যবিবরণী ২৪শ ভাগ, ২য় সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে। হেমবাবুর প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় সমর্থন করেন। তৎপরে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, তিনি হেমবাবুর প্রস্তাব বিশেষ মনোযোগের সজ্জিত শুনিয়াছেন এবং সদস্যগণের নিকট সমস্ত কার্যের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রেরিত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু হেমবাবুর প্রস্তাব অনুসারে এখন কার্য করিলে কি লাভ হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাবে মতামত দেওয়া কর্তব্য। যে অধিবেশনে সদস্যদিগের নির্বাচন স্থগিত থাকে, সেই অধিবেশনের কার্যবিবরণ এক্ষণে সংশোধন করিলেও স্থগিত থাকার যদি কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার এক্ষণে অন্তথা হইবে না। মন্থবাবু যখন হুঃপ্রকাশ করিয়া গণমতী অধিবেশনে নিজেই সেই সকল সদস্যের নাম প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন পূর্ব কার্যের সংশোধন তাঁহার দ্বারা বত দূর সম্ভব, তাহা তিনি করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার আর করণীয় কিছুই নাই। গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনে কি ঘটয়াছিল, তাহা মন্থবাবুর হুঃপ্রকাশে এবং অন্যকার হেমবাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধীয় বিবরণ মুদ্রিত হইলেই কোনও সদস্যের

পরিচাবকপে বৃদ্ধিবার আর বাধা থাকিবে না। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, হেমবাবুর প্রস্তাব অমুসাবে সেই সকল সদস্যের নামের তালিকা পুনরায় মুদ্রিত করিয়া সভাপতির নিকট প্রেরণে কোনও লাভ নাই। এই সকল কাৰণে তিনি হেমবাবুকে ও তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থনকারীগণকে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, ইহার পরে সদস্যনির্বাচনে আর কেহ কখনও এরূপ আপত্তি করিবেন না। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মমথবাবু যে সকল নামের প্রস্তাবে আপত্তি করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কার্য্যনির্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে মমথবাবু হুঃখপ্রকাশ করিয়া বাহা বলেন, সেই মন্তব্য এবং পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক মহাশয়ও নিজে হুঃখপ্রকাশ করিয়া এক পত্র পাঠাইয়াছেন এবং মমথবাবু প্রস্তাব ২৪শ ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকার কার্য্য-বিবরণী অংশের ১৫ পৃষ্ঠায় সবিস্তার মুদ্রিত হইয়াছে। এই স্থলে মুদ্রিত কার্য্যবিবরণের ঐ অংশ সভাপতি মহাশয় পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন,—এ সম্বন্ধে করণীর আব কিছুই নাই। মমথবাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, হেমবাবুর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া বিশেষ কোনও লাভ হইবে না; কেবল মাত্র একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে অনাবশ্যক ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইবে মাত্র। সকল সমিতিতেই সময়ে সময়ে অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা ঘটয়া থাকে, কিন্তু আমি জানি, তাহা কার্য্যবিবরণীভুক্ত করা হয় না। এ কথা বোধ হয়, হেমবাবুরও অবিদিত নাই। অতএব হেমবাবুকে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার জন্ত তিনি করষোড়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। হেমবাবু জানাইলেন যে, তিনি প্রথম বাবু ও সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ মত এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে অসমর্থ বলিয়া বিশেষ দুঃখিত। তৎপরে রমেশ বাবু একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রমেশ বাবু সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে উদ্যত হইলে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পয়েন্ট অব অর্ডার সম্বন্ধে বলিলেন, যে সভার গত বর্ষের ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইয়া সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, সেই সভার হেমবাবু উপস্থিত থাকিয়াও কোনও আপত্তি করেন নাই এবং তাঁহার সম্মুখেই উক্ত কার্য্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। এই অবস্থায় অত্কার এই সভার সেই ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী সংশোধন করিবার প্রস্তাব আনিতে হেম বাবুর অধিকার আছে কি না, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা (Ruling) করিবার জন্ত সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করি। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী মহাশয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন যে, গত বর্ষের এই চৈত্র তারিখে ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের যে ঘটনা ঘটয়াছিল, তাহার কার্য্যবিবরণ লিখিত হইয়া গত ১৩ই বৈশাখ তারিখের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। এমন কি, হেম বাবুও সেই সভার উপস্থিত থাকিয়াও সেই সময়ে কেহ কোন আপত্তি বা সংশোধন-প্রস্তাব করেন নাই। তাহার পর ৫ মাস পরে, ১৪ই আশ্বিন তারিখে সেই কার্য্যবিবরণী

সংশোধন-প্রস্তাব হেম বাবু উপস্থিত করিতে পাবেন কি না, তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের অন্তিমত কি, জানিতে ইচ্ছা করি এবং ঐ সম্বন্ধে মৌমাংসা করিবার জন্ত তাঁহার নিকট আবেদন করি। সভাপতি মহাশয় তত্ত্ববে বলেন যে, আমি সভাপতির সাধারণ নিয়মাসারে এই সভার সভাপতিরূপে স্থিতি করিতেছি যে, হেম বাবুর অদ্যকার প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবু অতঃপূর্বে অবস্থার কথা সভার গোচরে এখন আনিবেন, ইহা যদি তাঁহার পূর্বে জানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই প্রস্তাব লইয়া আদৌ তর্ক তুলিতে দিতেন না; সর্বপ্রথমেই তিনি ইহার মৌমাংসা করিতেন যে, হেম বাবু প্রস্তাব এই সভার বিচার্য বিষয়মধ্যে পরিগৃহীত হইতে পারে না। রমেশবাবু সভাপতির এই Ruling এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়া সভাকে উহার মৌমাংসা করিতে অরোধ করেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত মন্যনানথ রায় মহাশয়ও Ruling এর বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের সনির্বন্ধ বিনীত অরোধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, সভাপতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তের (Ruling এর) বিরুদ্ধে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। তখন সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহাদের এই আপত্তি সম্পাদক মহাশয়কে পত্রদ্বারা জানাইয়া অত্র কোনও অধিবেশনে তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করিতে পাবেন। এ অধিবেশনে ঐ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা হইতে পারে না। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় কার্য-তালিকার অন্তর্গত ১ম প্রবন্ধ-পাঠের জন্ত প্রবন্ধ-পাঠকে আহ্বান করেন। তখন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহারা সভাপতির এই আদেশ মান্ত করিয়া এই সভার উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ। সভাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে শাস্ত হইতে সনির্বন্ধ অরোধ করা সম্বন্ধে শ্রীরমেশ বাবু, শ্রীহেমবাবু, শ্রীমতীজমোহন রায়, শ্রীমন্যনানথ রায়, শ্রীবোধিসম্ম সেন, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ১৪২৫ জন সদস্য সভাপতি মহাশয়ের প্রতি বোধোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া চকলভাবে সভার পূরিতাগ করিয়া গেলেন এবং প্রকাশ্য ভাবে সভাপতি মহাশয়ের এই মৌমাংসা (Ruling) মানেন না, ইহাও বলিতে তাঁহারা সজ্জিত হইলেন নাই। ইহার পরে সভার অবশিষ্ট কার্য আরম্ভ করিবার জন্ত সভাপতি মহাশয় আদেশ দিলেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয় “উত্তর-চরিতের দ্বিতীয়ক” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রবন্ধ-পাঠের পর রাজি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় অবশিষ্ট কার্যগুলি স্থগিত করার জন্ত সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করেন। সর্বসম্মতিক্রমে ও সভাপতির আদেশক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের “জদনামা” নামক প্রবন্ধ ২৪শ ভাগ ২য় সংখ্যা পত্রিকার প্রকাশিত হওয়ার পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। তৎপরে আমি শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, হয় এই সভাতে আজ যে ব্যাপার সংঘটিত হইল, কার্যবিবরণীতে তাহা প্রকাশ করা না হউক, আর যদি বখাবথ কার্যবিবরণী প্রকাশ করা

দরকার মনে করেন, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব বিধিসম্মত হয় নাট বলিয়া সভাপতি মহাশয় পরিষদের নিয়মানুযায়ী যে Ruling দেন, তাগা অমান্ত করিয়া যে সব সভ্যেরা সভাস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যথাসম্ভব তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করিয়া কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত করা হউক। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অজ্ঞকার সভায় কেহ যদি কিছু অসংযত ভাব দেখাইয়া থাকেন বা অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া কেবল প্রকৃত ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কার্য্যবিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করা হউক এবং তদনুসারে ঐরূপ করা স্থির হইল। তৎপরে লেক্টেনেন্ট কর্ণেল ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী  
সভাপতি।

## ৮ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে

শোক-প্রকাশার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

### দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২১শে পৌষ ১৩২৪, এই জামুয়া, শনিবার, অপরাহ্ন ১০টা

#### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এক সি এন্স, শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবৌ এম্ এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহাশয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাখাঙ্গদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ বি এ, শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়, শ্রীযুক্ত বভীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত চারুজ্ঞ মিত্র এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত মন্থননাথ বোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ বসু এম্ এল পি এন্স, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ

নন্দী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুদত্ত, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বকুবাহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শুক্লাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আর এন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাপদ বসাক, শ্রীযুক্ত বামাজ্ঞা শেঠ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, শ্রীযুক্ত তাবাশ্রম ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, শ্রীযুক্ত হরীকেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শশীন্দ্রসেবক নন্দী।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, ( সম্পাদক )। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, ( সহকারী সম্পাদক )।

সভাপতি মহাশয়ের অল্পগহ্বিতে অল্পতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার প্রারম্ভেই বলিলেন,—আমরা আজকে বাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে আসিয়াছি, তিনি এক জন মহাপুরুষ ছিলেন। যে সময়ে সংস্কৃত-ভাড়া ভিন্ন অন্তরূপ বাঙ্গালা কেহই পছন্দ করিত না, তিনি সেই সময়ে চলিত বাঙ্গালাই ভাষা, সংস্কৃত-ভাড়া বাংলা বাংলাই নয়, এই কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে সাহস করিয়াছিলেন এবং ক্রমাপত্ত করেক বৎসর সেই ভাষায়ই লিখিয়াছিলেন। তাহার পিতা ও তিনি, দুই জনেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের ও কীর্তনের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন; অক্ষর বাবুর বাংলার সেই কীর্তনের স্রব বেন বাঁধা ছিল। অক্ষরবাবু যে সময়ে বহরমপুরে ওকালতি করিতে বান, সেই সময়ে বক্রিমবাবু প্রভৃতি আরও কয়েক জন প্রসিদ্ধ নেতা বহরমপুরে থাকিতেন। সেইখানেই বক্রিমবাবুর পোড়া পতন হয়। অক্ষরবাবু প্রথম প্রথম বক্রিমবাবুর খুব লিখিতেন। তাহার “প্রাবু” একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। তাহার পর তিনি “সাধারণী” বাহির করেন। বক্রিমবাবু সাধারণীকে তীব্র বুদ্ধিশালিনী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সাধারণীব লেখা পড়িবার অল্প সে কালের লোকে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইত। কি সরস লেখা—সহজ কথার গভীর ভাবের প্রকাশ।

অক্ষরবাবু ওকালতিতে কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি ওকালতী ছাড়িয়া চুঁচুড়ার বাস করেন এবং সাহিত্য-সেবারই দিন কাটান। জীবনের শেষ ৩০ বৎসর তিনি বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন; কতকগুলি শিশু পুত্র-কন্যা রাখিয়া গৃহিণী শ্রমে গমন করেন। সেই শিশু-গুলির প্রতিপালনের ভার তাহারই উপর পড়ে। তিনি একাধারে ছেলগুলির বাপ ও মা দুইই

ছিলেন। সুতরাং তিনি বিশেষ খাটরা বই লেখা, প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি কার্য্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার বাড়ী বাংলা লেখকদিগের একটী জুড়াইবার আরগা ছিল। তাঁহাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ শত-ধারায় বহিত। তিনি অতি সুহৃৎভাবে তাঁহাদের দোষগুণ দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে সংগথে গইরা বাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার-মৃত্যুতে আমাদের ত একজন আত্মীয়-স্বজনকেই মৃত্যু হইয়াছে। আর সমস্ত বাংলা দেশই শোক-সাগরে মগ্ন হইয়াছে।

সত্যাপতি মহাশয়ের আত্মানে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেন্দী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,— আমার বাংলাকালে “প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ” আমাদের বাড়ীতে আসিত—তাহাতেই সারদাবাবু ও অক্ষরবাবুর নামের সঙ্ঘিত আমার পরিচয় ঘটে। হু জনকেই আজ আমরা হারাইলাম। তিনি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশের দ্বারা জাতীয় সাহিত্যে এক নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করেন; এ জগৎ বার্মালী তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী থাকিবে। তিনি এই সময় “সাধারণী” নামে একখানি কাগজ বাহির করেন; সাধারণীর ভাষা গরম, দেশবাসীর মনে সে নিত্য নুতন ভাব জাগাইয়া দিত; এখনও আমি সাধারণীর সে ভাব তুলিতে পারি নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনে সাধারণীই তখন বার্মালীর প্রধান মুখপত্র ছিল।

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই সময় যখন গুমিলাম, সাধারণী-সম্পাদক অক্ষরবাবু “নবজীবন” নামে কাগজ বাহির করিবেন, তখন আমি চঞ্চল হইরা উঠিলাম। বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন প্রভৃতি শুধর মুসুর্ বা মৃত; এইরূপ সময়ে অক্ষরবাবু কাগজ বাহির করিবেন, তুমিরা আমি খুব আশাবি্ত হইলাম। তখনই আমি গ্রাহক হইবার প্রস্ত ১০ নং মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে নবজীবন আফিসে উপস্থিত হইলাম। এই সময়েই অক্ষরবাবুকে আমি প্রথম দেখি। প্রতি মাসের আরম্ভে নবজীবনের জন্ত চঞ্চল হইরা থাকিতাম। কিছু দিন পরে বার্মালা কাগজের চিরন্তন রীতি অনুসারে “নবজীবন” প্রকাশে অনিয়ম হইতে লাগিল।—চারি বৎসরে উহার পরমানু শেষ হইল।

বার্মালা সাহিত্যে আমার প্রথম হাতে-খড়ি এই নবজীবনে। প্রথম একটি প্রবন্ধ লিখিলাম।—তাহাতে নাম দিতে সাহস হইল না—বেনামী পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু অক্ষরবাবু খেয়লপেই হউক, প্রবন্ধের লেখক যে কে, তাহা ধরিয়া ফেলিলেন;—প্রবন্ধ যখন বাহির হইল, তখন দেখি, আমার নামেই উহা ছাপা হইয়াছে। প্রবন্ধটি যে কি, তাহা আপনাদিগকে বলিব না, তাহাতে ভাবার উজ্জ্বাস—খুব প্রবল ছিল। অক্ষরবাবু সেই উজ্জ্বাসের বার আনা বাদ দিয়া হাসিয়াছিলেন। তথাপি বাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে এখনও আমার লজ্জা হয়। পরে আমি নবজীবনে আরও অনেক প্রবন্ধ দি—কতক স্বনামে, কতক বেনামে। এই ভাবে অক্ষরবাবুর নিকটে আমার প্রথম হাতে-খড়ি। চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে অক্ষরবাবু আমাকে সাহিত্য-শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়া গৌরবাবিত্ত করেন; তাহার মূল কথা এই।

অক্ষয়বাবু বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখিতেন। বঙ্গদর্শনের পুরাতন ফাইল পড়া আমার রোগ ছিল। তাহাতে দেখিতাম, অক্ষয়বাবুর নামহীন অনেক প্রবন্ধ তাহাতে আছে। এইরূপ একটি প্রবন্ধের কথা আপনাদিগকে বলিতেছি—তাহার নাম দশ মহাবিধ। প্রবন্ধটি আপনারা পড়িবেন। সেই প্রবন্ধে আমরা অক্ষয়বাবুর বিশেষ মূর্তি দেখিতে পাই। সমস্ত ভারতভূমি যে আমাদের জননী, সমস্ত ভারতকে যে আমাদের মা বলিয়া ডাকিতে হইবে, এই ভাব ও নির্দেশ আমরা অক্ষয়বাবুর দশমহাবিধা হইতে পাই। অক্ষয়বাবু উক্ত দশমহাবিধা প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছিলেন। দশমহাবিধা ভারতের দশটি অবস্থা। অস্ত্রাশ্রয় কয়েকটি অবস্থা গত হইয়াছে; সংপ্রতি ভারত-মাতা ধুমাবতীরূপে অবস্থান করিতেছেন। ভারত মাতা বুদ্ধা, বিধবা, তৈলাভাবে রুদ্ধকেশা, মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন; অন্নভাবে শীর্ণ, ভয় রথের ভয় ধ্বজে কাক উপবেশন করিয়াছে; অক্ষয়বাবু আশা করিয়াছেন, ভারত-মাতার এ অবস্থা থাকিবে না—অচিরেই তাঁহাকে কমলারূপে—রাজরাজেশ্বরীরূপে আমরা দেখিতে পাইব। “বন্দে মাতরম্” গানে বঙ্কিমবাবু এই কথাই বলিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর আর একটি প্রবন্ধ “স্বপ্নে আমার জগৎসব”। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষই দেবী ভগবতীর প্রাকৃতিক প্রতিমা।

অক্ষয়বাবু অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন; ইহাতে আর বাহা হটক আর না হটক, বাঙ্গালার তিনি চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন। বঙ্কিম, হেম, বঙ্গ-সাহিত্যে মাতৃপূজার প্রচার করিয়াছেন; অক্ষয়চন্দ্রও তাঁহাদের সমান আসন পাইবার উপযুক্ত।—এই জন্য আমরা তাঁহাকে বেষ্ট্র মাত্র করি। আমি তাঁহাকে সাহিত্য গুরু বলিয়া সন্মান করি।

অক্ষয়বাবুর মৃত্যুতে দেশের এবং জাতির যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে সন্মান দেখাইতে ক্রটি করেন নাট। তিনি ইহার বিশিষ্ট সদস্য এবং সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদে আসিতেন এবং উপদেশ দিতেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতির প্রতি কি কর্তব্য সাধন করিবেন, তাহার ব্যবস্থা করুন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই—“বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অতুলকীর্তি, মহাপ্রতিভাবান্, বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগের অন্ত্যন্তম প্রবর্তক, স্বদেশ ও মাতৃভাষার একান্ত অগ্রদূত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে বঙ্গদেশ এবং বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অত্র বিশেষ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জ্ঞান গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসম্প্রাপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।”

এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয় আমাকে কিছু বলিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই—সংক্ষেপে একটি কথা বলিব

মাত্র। অক্ষয়বাবু আমার পিতার মত ছিলেন, আমি তাঁহাকে পিতার মত মাত্র করিতাম। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত আমারও তিনি সাহিত্য-গুরু ছিলেন। অক্ষয়বাবু কেবল যে বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তিনি একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এক দিন তিনি আমাকে একটি বালগোপাল-মূর্তি সংগ্রহ করিয়া দিতে বলেন। আমি বলিলাম, বালগোপাল-মূর্তি দিয়া আপনি কি করিবেন? তিনি আমাকে চক্কের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিলেন,—দেখ, অক্ষয়, অচ্যুত প্রভৃতিকে আমি বালগোপালরূপে বালগোপাল-মূর্তিতে সবা করি। তুমি আমাকে একটি মূর্তি সংগ্রহ করিয়া দাও। কিন্তু তাঁহার এ বাসনা সিদ্ধ হয় নাই—আমি তাঁহাকে মূর্তি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি নাই। আমি আশা করি, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র অজয়চন্দ্র সরকার বালগোপাল-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতার বাসনা পূর্ণ করিবেন। আমি আর অধিক বলিতে চাই না—উপস্থিত অজ্ঞাত সকলে বলুন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, বাঁহারা আমাদের জাতীয় সাহিত্যে নব যুগের প্রবর্তক, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় তাঁহাদের অগ্রতম। এই জন্ত তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সেবার পরিচয় আপনারা নলিনী বাবুর প্রবন্ধে শুনিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। যে সকল মনীষী বঙ্গদর্শনে জাতীয়তার উদ্বোধন করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অগ্রণী। অক্ষয়চন্দ্র সেই পুণ্যব্রতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন এবং বাঁজীবন আহিতাশ্রিতের মত সেই ভাবের অগ্নি দীপ্ত রাখিয়াছিলেন। জাতীয়তার উদ্বোধন, প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টিই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূলমন্ত্র ছিল।

অক্ষয়চন্দ্র অবকাশ যাপনের জন্ত সাহিত্য-সেবা বা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-সেবী হইরা পড়েন নাই; তাঁহার সাহিত্য-সেবা ব্রদেশ-ভক্তি ও জাতিপ্ৰীতি চরিতার্থ করিবার প্রবল কামনার ফল। দেশভক্তি এবং জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্ত তিনি সাহিত্যকেই সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চিরজীবন সেই সাধনের সাহায্যে সাধনা করিয়াছিলেন। এ কার্য্যে তিনি যে সফল হইয়াছিলেন, বর্তমান কালের জাগ্রত বঙ্গদেশই তাহার দোদীপ্যমান প্রমাণ। অক্ষয়চন্দ্রের নিকট আমরা স্নান সাহিত্য-সেবার জন্তই কৃতজ্ঞ নই, তিনি যে জাতির নবজীবন সঞ্চারে এবং জাতীয় উদ্বোধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তজ্জগৎ আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আজ যে বঙ্গদেশে—আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে—জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মূলেও আমরা অক্ষয়চন্দ্রকে দেখিতে পাই। অক্ষয়চন্দ্র জীবিতকালে সাহিত্য-ব্রতে সফল হইবার জন্ত আমাদেরকে ইদিত করিতেন—পঞ্চদ্রষ্ট সাহিত্য-সেবাদিগকে কর্তব্যপথে প্রবর্তিত করিতেন। দেশের এবং দেশের কল্যাণের জন্ত বাহা আবশ্যক, তিনি তাহার নির্দেশ করিতেন। তিনি এ দেশে অনেক সাহিত্য-সেবীর স্রষ্টি করিয়াছেন। এ জন্ত দেশ



তাহার নিকট গঙ্গী । এক্ষণ মহাপুরুষের বিরোধে সাহিত্য-পরিষৎ যে শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, আমি সর্বাঙ্গতঃ করণে তাহার সমর্থন করিতেছি ।

তৎপরে নারক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় বলিলেন,—অক্ষর-চন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছি । অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আসল কথাই বলা হয় নাই । আমরা তুলিয়া যাই, অক্ষরচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের দুইটা শাখা দুই দিক্ দিয়া কেমন বিকৃত হইতেছিল । এ সব বিবরণ লিখিবার আর লোক নাই—শিবরাত্রির সলিতার মত এক শাস্ত্রী মহাশয় আছেন,—তিনিই লিখিতে পারেন । এক দিকে কেশব সেন, অপর দিকে বঙ্কিম, ভূদেব প্রভৃতি । এই উত্তর শাখার তুলনার সমালোচনা করিলে আমরা অক্ষরচন্দ্রকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব । অনেকে অভিযোগ করেন, অক্ষরচন্দ্র ভেমন কোন বই লেখেন নাই । কিন্তু ইহারা তুলিয়া যান যে, তিনি বই লিখিবার জন্ত আসেন নাই—তিনি আশিয়াছিলেন—ভাবের বিস্তারের জন্ত । সে বিষয়ে তিনি সকলকাম হইয়াছেন । তাহার দশমহাবিজ্ঞা ঐবন্ধে দেশ মাতাইয়া দিয়াছিল—রঙ্গলালের কবিতায়ও দেশে ভাবের বজ্রা বহিয়াছিল । বঙ্গসাহিত্যে অক্ষরচন্দ্রের স্থান যে কত উচ্চে, তাহা এই ভাবধারা দেখাইয়া নির্দেশ করিবার সময় আসিয়াছে । ঈশ্বর-চন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে যে ঢেটে বহাইয়া দিয়াছেন, তাহার বিস্তরণ—তাহার ইতিহাস লেখার সময় হইয়াছে । এ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই ; কেন হয় নাই, তাহা জানি না । অক্ষরচন্দ্রের মৃত্যুর পর এ বিষয়ে আলোচনা হইলে ভাল হয় । কিন্তু আলোচনা করিবে কে ? আর ত লোক নাই । আলমকার সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় আছেন । তিনিই একমাত্র শিবরাত্রির পলিতা—তিনিই ইহা লিখিতে পারেন ।

অক্ষরচন্দ্রই আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড় করান । তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন । আমি যখন যে কাগজে সম্পাদক হইয়া গিয়াছি, আমার স্নেহের খাতিরে সেই কাগজেই তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন । একবার আমি একটি প্রবন্ধ লিখিলাম ; প্রবন্ধটির নাম “কি খহি” ; অমনি তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—“তন্ন খাত” । এই প্রবন্ধটির নাম দেখিলে হাসি পায়, কিন্তু পড়িলে চোখের জল রাখা যায় না । আর একবার আমি একটি প্রবন্ধ লিখিলাম—“দাঁড়াই কোথা” । তিনি অমনি লিখিলেন—“ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার চৌমিকে মালক বেড়া” । এইরূপে তিনি আমার বখেট স্নেহ করিতেন এবং তিনি আমার অতিভাবক ছিলেন ।

তিনি যখন চতুর্দাস এবং বিজ্ঞাপতির সংস্করণ বাহির করেন, তখন কেহ কেহ তাহাতে তুল দেখাইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিল । তিনি বলিয়াছিলেন—বাপু হে, এখন ত তোমরা ছাপা বই দেখিরা পালাগালি করিতেছ । কিন্তু বটতলা হইতে, সেই পুরাণ রাবিশের ভিতর হইতে ইহা তুলিল কে ? মার্জিত করিল কে ? তখন ত তোমাদিগকে পাওয়া যায় নাই । আজকাল আমরা এইরূপই করিয়া থাকি ; প্রাচীনদের চেষ্টা, বস্তু, পরিপ্রসন্ন আমরা বুঝি না—বুঝিবার চেষ্টা করি না ।

এক দিন বন্ধুস্ববুর বাড়ীতে আমরা বসিয়া—দাণ্ডারায়ের আলোচনা হইতেছে। বাবু বলিলেন—দেখ, দাণ্ডারায় এবং তাঁহার সমসাময়িক সৃষ্ট সাহিত্য দেশের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বঙ্গদর্শন তাহা করিতে পারেন নাই। কেন না, সে সাহিত্য খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্য, তাহা বাঙ্গালার নিজস্ব; তাহাতে বিদেশীর বোট্কা গন্ধ নাই। তোমরাও খাঁটি বাঙ্গালা লেখ; বাঙ্গালীর মত বাঙ্গালা লেখ; ইংরাজী লিখিও না। রামপ্রসাদ দেশের মত বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, বিদেশীর বাঙ্গালা লেখেন নাই; তাই তাঁহার এত আদর। আমিও অক্ষরবাবুর কাছে তিন বৎসর কাল মক্‌স করিয়া তবে সারেক্তা হইরাছি।

এক দিন বক্তৃৎতরের “দাণ্ডারায়” গান হইতেছে—অক্ষরবাবু ও আমি বসিয়া আছি। চারি দিকে বি এ, এম এ, ব্যারিষ্টারের দল সব আছেন। গানের পরই থিয়েটার হবে। তাঁরা সব তারি চঞ্চল—গানে মন উঠিতেছে না—কেবলই বলিতেছেন, পাঁচালী কি হবে, বন্ধ কর, বন্ধ কর। অক্ষরবাবু বলিলেন—দেখ, এই পাঁচালী এক দিন হাজার হাজার লোকে শুনেছে, হাজার হাজার লোকে মেতেছে; এই পাঁচালী সমস্ত দেশ মাতাইয়াছে। আজ তোমরা ইহা শোন না—তোমাদের সে অভিনিবেশ-শক্তি নাই। তোমরা বাবু-ভৈরবের দল আজকাল সাহেব-সুবোদর মত জাতি হইতে আলাদা হইয়া পড়িয়াছে। বেটা আছে, আগে সেটাকে চেনো—তার পর পরিকার করো—কিন্তু ভেদ না।

এই যে মহাপ্রভুতি—এই যে শ্রীতি—ইহা অক্ষরচন্দ্র হইতে আসিয়াছে। রত্নলাল বাঙ্গালার দেশাত্মবোধের জাহ্নবী বহাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কে ইহা লেখে? একমাত্র শাস্ত্রী মহাশয়ই ইহা লিখিতে পারেন এবং তাহাই অক্ষরচন্দ্রের উপযুক্ত সৃষ্টিচিহ্ন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ, এম এ, বি এল, মহাশয় জনাইলেন যে, এইমাত্র একটি কবিতা ডাকযোগে পাওয়া গিয়াছে। কবিতাটি স্বর্গীয় সরকার মহাশয়ের একজন গুণবৃদ্ধ ভক্তের লেখা—লেখক নাম দেন নাই। তৎপরে তিনি কবিতাটি পাঠ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

এই সময় মহাশোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—এই প্রথম প্রস্তাব সব্বন্ধে আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপনারা দণ্ডারমান হইয়া ইহা গ্রহণ করুন।

উপস্থিত সভাগণ দণ্ডারমান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তমত মহাশয় ২য় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই—“মৃত মহাত্মা সাহিত্যার্থী অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের উপযুক্ত ভাবে স্মৃতি রক্ষার বিধান করিবার জন্য কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির প্রতি এই সভা সমুদয় তার অর্পণ করিতেছেন।”

এই উপলক্ষ্যে তিনি বলিলেন,—এই ২য় প্রস্তাব প্রথম প্রস্তাবেরই অন্তর্ভুক্ত। ১৪

প্রত্যবে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু শোক প্রকাশ করিগেই যথেষ্ট হইল না—তাহার স্মৃতি সন্ধান ব্যবস্থাও করা আবশ্যিক। সেই জন্য তাহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে কাব্যনিরীক্ষক-সমিতির উপর তার অর্পণ করা হইতেছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত সাহিত্য-পরিষদের সঘন্য আন্তরিকতা ছিল। তিনি ইহার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং একবার সাহিত্য-সাম্মেলনেরও সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের অনেক হিতচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর বিষয় বখন ভাবি, তখন মহাকবি গেটের একটি কথা মনে উদয় হয়। গেটে বলিতেন, সহযোগী (কন্টেম্পারারি) সাহিত্য পাঠ করিও না। কিন্তু অক্ষয়বাবুর জীবনে আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। সহযোগী সাহিত্য, সাময়িক পত্রিকা, ভাল-মন্দ প্রবন্ধ, তিনি সমস্তই পড়িতেন; এ বিষয়ে তাহার দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। গত ২০ বৎসরের সংবাদ আমি জানি, এ বিষয়ে তাহার খুব প্রখর দৃষ্টি ছিল। আমার বোধ হয়, এই জন্যই—সহযোগী সাহিত্যের অগ্রদূতজন্য আমরা তাহার নিকট মৌলিক সাহিত্য পাই নাই। গেটের বাক্য এই হিসাবে সফল হইয়াছে। তিনি এক জন সহযোগী সাহিত্যের রক্ষক, সতর্ক প্রহরী এবং নিপুণ দ্রষ্টা ছিলেন। এ জন্য বাঙ্গালী তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। বাহারি বাঙ্গালী সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অগ্রতম। এ জন্যও তাহার ঋণ অপরিশোধ্য। সহযোগী সাহিত্য-সেবীরা তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, সাহিত্য-পরিষৎ কৃতজ্ঞ এবং আমরা সকলে কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন,—আজ যে বাঙ্গালার জাতীয়-তার জ্ঞাপক উদ্ভূত হইয়াছে, ইহার অগ্রতম প্রবর্তক আমাদের অক্ষয়চন্দ্র। “বন্দে মাতরম্” আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। বঙ্গ, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সমগ্র ভারতে ইহা স্বীকৃত। এমন কি, মহারাষ্ট্রে ছাত্রপতি শিবাজীর সমাধিভোজনেও এই “বন্দে মাতরম্” উৎকর্ষ হইয়াছে। এই যে সারা ভারতের একতা—একজাতীয়তা, ইহারও অগ্রতম প্রবর্তক আমাদের অক্ষয়চন্দ্র। তিনি খাঁটা দেশী লোক ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী মহারাষ্ট্রে একটি বক্তৃতার বলিয়াছেন—আমরা যে স্বরাজ স্বরাজ বলি, সেই স্বরাজের প্রতিষ্ঠাই স্বদেশীর উপর। কিন্তু আমাদের এমনই ছন্দদৃষ্ট যে, এই স্বদেশীকেই আমরা ঘৃণা করি। জাতীয় সাহিত্যে ঘৃণা আমাদের বহু কাল ছিল,—বাঙ্গালী ভাবাকে বহু কাল আমরা শ্রদ্ধা করি নাই। অক্ষয়চন্দ্র এই বাঙ্গালার পুরাতন সম্পদের উদ্ধার করেন। আজ যে বাঙ্গালী ভাবার গৌরব, তাহা অনেকটা তাহারই প্রাপ্য। তিনি পল্লীগতপ্রাণ ছিলেন। আপনারা দেখিবেন, ম্যাগেরিয়ার জন্য সকলেই পল্লী ছাড়িয়াছেন, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র কখন পল্লী ছাড়েন নাই—তিনি বরাবর সেই কদমতলায়। আমি আশা করি, তাহার পল্লীতে চিরদিন প্রাণীপ জলিবে। পল্লী আগিলে দেশ আগিবে, পল্লীর উন্নতিতে দেশের উন্নতি, ইহা তিনি চিরকাল বলিয়া গিয়াছেন। তাহার বাঙ্গালী কেতা অতি চমৎকার ছিল। অক্ষয়বাবু যে গদ্য লিখিতেন, ইহা

আমি জানিতাম না। সে দিন তাঁহার লেখা একখানি গল্পের বই আমার হাতে পড়িল। দেখিলাম, লেখা অতি চমৎকার। আমার বোধ হয়, তিনি যদি আর কিছু নাও লিখিতেন, তবে এই একটি গল্পের দ্বারাই তিনি অমর হইয়া থাকিতেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন—খাঁটি বাঙ্গালী হইবার জন্য তিনি লোককে শিক্ষা দিতেন। আমার বোধ হয়, আমরা যদি তাঁহার মত খাঁটি বাঙ্গালী হইতে শিক্ষা করি, তবেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান করা হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ভট্ট মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়বাবু যে রকমে মরিয়াছেন, এরকমে মানুষে মরে না। তিনি সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি মরেন নাই, তাঁহার কীর্ষিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি নিজ বাড়ীতে একটি টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া যদি ব্রাহ্মণকে তোলা না হয়, তবে দেশের উন্নতি হইবে না। তিনি জ্যোতিষ খুব ভাল জানিতেন এবং সেই জন্তই নিজ মরণকাল যে আসন্ন, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি আমাকে খুব মেহ করিতেন, সেই জন্ত আমি সাহিত্য-পরিষদে তাঁহার একখানি প্রোমাইড চিত্র দিতে ইচ্ছা করি, আপনারা গ্রহণ করিলে সুখী হইব।

এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত শান্তী মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় ত্রয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—“অন্তকার সভার সভাপতি মহাশয়ের আক্ষরে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি অক্ষয়বাবুর পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।” এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত চুণীলাল বলিলেন,—আমরা চাই, মৃতের পরিবারবর্গের নিকট আমাদের সহায়ত্ব জ্ঞাপন করিতে। সুতরাং আমি আশা করি, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কোহারও কোন আপত্তি হইবে না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি এই মহাশয়রা এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

সর্বশেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্তী মহাশয় বলিলেন,—অতঃপর সাহিত্যের প্রতি কোন দিকে চাণান হইবে, তাহা ঠিক করিবার জন্য এক বৈঠক বসিয়াছে। সভাতে সপনিকর বক্তৃতিবাবু ছিলেন। তন্মধ্যে আমিই সকলের চোটি, এক পাশে বসিয়া আছি। বৈঠকে আলোচনা হইতেছে—অতঃপর নাটক ও কাব্য কি ভাবে লিখিতে হইবে—বহু আলোচনার পর স্থির হইল, অধু কাব্যক্ষেপে উৎকৃষ্ট হইলেই হইবে না, উহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচার চাই—দেশহিতৈষিতা চাই। ইহার পর হইতেই বক্তৃতিবাবুর আনন্দময়, দেবী-চৌধুরাণী প্রভৃতি বইএর সৃষ্টি এবং ইহার আরও পরে নবজীবনের আবির্ভাব। নবজীবন মর্মে হিন্দুধর্মের নবজীবন—বাঙ্গালীর নবজীবন। নবজীবন প্রচারের সময়েই শ্রীযুক্ত শশধর চক্রভট্টাচার্য্যের বক্তৃতা আরম্ভ। এক দিন বক্তৃতিবাবু, চক্রনাথবাবু, রাজকৃষ্ণবাবু সকলে

জিনিয়া তর্কচর্চামণির বক্তৃতা শুনিত্তে যান। সেই সভাপতির বক্তব্যানীতে তিনি বলেন—  
বাঙ্কমাবু পড়'ত আমা'র শিষ্য চ'র্য্যাছেন। এ কথায় কাহাবা সকলেই একটু বিস্মিত হন  
এবং বলেন যে, তোমার হিন্দুধর্ম এবং আমাদের হিন্দুধর্ম একটু ভ্র'ক্য। তোমাদের  
ব'ত খাঁওয়ার-দাওয়ার বাধাবীড়ি, আমাদের তত নাই। অথচ আমরা হিন্দু এবং খাঁটি হিন্দু।  
এই সময়কার বঙ্গবাসী, নবজীবন ও প্রচারে এই বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহা  
সকলেরই মন দিয়া পাঠ করা উচিত।

অক্ষয়বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একযোগে সাহিত্য-সাধনার লিপ্ত ছিলেন। অক্ষয়বাবুর  
“নবজীবনে” বঙ্কিম খুব উৎসাহ দিতেন। অক্ষয়বাবু শেষ জীবনে ঘরে বসিয়া সাহিত্যের  
প্রহরিস্বরূপ ছিলেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর  
সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন

২২শে পৌষ ১৩২৪, ৬ই জানুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

### উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম বি, আই এম ও এক সি এম ( সভাপতি ), শ্রীযুক্ত  
নিহারগচন্দ্র ঘটক বি এল, মোলবী সাজ্জাদ আচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ বল্লিক বি এল,  
শ্রীমোহনচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল, শ্রীদেবেন্দ্ৰ-  
নারায়ণ সিংহ, শ্রীমদ্রথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীভীষ্মমোহন রায়, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীহরি-  
চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবাস্ত, শ্রীনিগিনচন্দ্র সরকার,  
শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসেধ হবিবার রহমান মণ্ডল, শ্রীমোহাম্মদ দাউদার রহমান, শ্রীশঙ্করদাস  
সরকার এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীধরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীস্বর্ধাকান্ত মিত্র,  
শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীশ্যামকমল সিংহ শ্রীভোলানাথ কৌচ, শ্রীরাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,  
শ্রীদেবেন্দ্ৰনাথ কুমার, শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীশুনীতিকুমার পাল এম্ এ,  
শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, শ্রীজ্যোতেন্দ্রনাথ বোষ,  
শ্রীনিগিনরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীহেমচন্দ্র বোষ, শ্রীমনোজমোহন বোষ, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীহারিক-  
নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসিদ্ধকুমার সরকার, শ্রীবক্রবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাখ্যার, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসুব্রহ্মনাথ নন্দী, শ্রীতারিণীচরণ পাল, শ্রীভারতচন্দ্র বসু, শ্রীনিরঞ্জনকুমার সেন, শ্রীভারতপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীস্বর্ধ্যকুমার পাল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন মহাশয়ের সমর্থনে অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। নূতন সদস্য নির্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ার একজন সহকারী সভাপতি নির্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্বাহক সমিতির নির্দ্ধারণ বিজ্ঞাপন। ৫। প্রার্থন—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী মহাশয়-প্রদত্ত একটি বিজ্ঞমূর্ত্তি। ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের, “অধৈতবাদ ও বৈতবাদ” এবং (খ) শ্রীযুক্ত জুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এন্স মহাশয়ের “আরবী ও ফারসী নামের বাজালা লিপ্যন্তর” নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, (খ) রবি দত্ত এম্ এ, ব্যাটলার, (গ) দীনেশচন্দ্র রায়, (ঘ) বেণীমাধব সরকার, (ঙ) কালীপ্রসন্ন মৌলিক, (চ) করুণাচন্দ্র মজুমদার ও (ছ) সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

প্রথম আলোচ্য বিষয় উপস্থিত হইলে অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অন্ততম সদস্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ স্বগিত রাখিবার জন্য অজুরোধ কাররা পত্র লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ স্বগিত রাখা হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাবে আপত্তি করার সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে সদস্যগণের মতামত গ্রহণ করিলেন অধিকাংশ সদস্যের মতে স্থির হইল যে, ৮র্থ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ অল্প স্বগিত রাখা হউক।

১। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশার্থ আহুত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন ও উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, এই অধিবেশনে প্রায় ৬০০ নূতন সদস্যের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। ইহাদের নাম পাঠ করিতে হইলে অগ্রান্ত কাব্য শেষ হইবে না—এই জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইহাদের নাম পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক। সর্বসম্মতিক্রমে

ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। নব-নির্ধাৰিত সদন্তগণের নাম পাঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (সদন্তগণের নাম পরে দ্রষ্টব্য)।

৩। সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় পুথি ও পুস্তকোপহার-সাহিত্যগণের নাম ও গ্রন্থাদির নাম পাঠ করিলে উপহারসাহিত্যগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক, পুথি ও উপহারসাহিত্যদের নাম পরে দ্রষ্টব্য)।

৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন যে, সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পর-লোকগমনে একজন সহকারী সভাপতির পদ শূন্য হওয়ার কার্য-নির্বাহক-সমিতি ঐ পদের আর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর মহাশয়কে নির্ধাৰিত করিয়াছেন।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বি এ মহাশয় একটি বিজ্ঞপ্তি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত শ্রীকীব কাব্য-তীর্থ মহাশয়ের বিশেষ অনুবিধা হওয়ার অন্ত সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিতে অক্ষমতা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। অন্ত প্রবন্ধ-পাঠকের অভাবে তাঁহার “অধৈতবাদ ও যৈতবাদ” নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

(খ) সভাপতি মহাশয় কর্তৃক আহৃত হইয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার “আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর” নামক প্রবন্ধটি আরম্ভে কিছু বড় হইয়াছে—প্রায় ৩২ পাতা। সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িতে হইলে সমস্তবৃন্দের উপর উৎপীড়ন হইবে—বিশেষ ইহার মধ্যে “আরবী” উচ্চারণ-তত্ত্বের কচকচির ব্যাপার অনেক আছে। এই জন্য তিনি মুখে ইহার সার বলিয়া যাইবেন। তিনি এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ মুসলমানদিগের ভারতে আগমন এবং তাঁহাদের কর্তৃক “আরবী”, “ফারসী”, “তুর্কী” ও “পুস্ত” এই চারি নূতন ভাষা আনয়নের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ইহাদের মধ্যে “ফারসী”র ছাপ ভারতীয় ভাষাগুলিতে বিশেষ করিয়াই পড়িয়াছিল। “তুর্কী” হইতে গোটাকয়েক কথা আসিয়াছিল মাত্র। “পুস্ত”র কোন প্রভাবই নাই। “আরবী”র প্রভাব বাহা কিছু, তাহা সমস্তই ফারসীর ভিতর দিয়া। ফারসী ভাষা একবারে আরবীর আওতার পড়িয়া আছে। তুর্কী, পুস্ত ও ফারসীভাবী মুসলমানেরা ও তাঁহাদিগের সহিত রাজকাৰ্য্যাদি বিষয়ে সংপৃক্ত এই দেশীয় লোকদের মধ্যে দিল্লী অঞ্চলে একটি মিশ্রভাষা বাড়াইয়া যায়। ইহার নাম “উর্দু” বা হিন্দুস্থানী। বাঙ্গালার যে সকল “আরবী” ও “ফারসী” কথা পাওয়া যায়, তাহার অনেক উর্দু হইতে লওয়া। প্রবন্ধকার বলিলেন যে, যে সকল “আরবী” “ফারসী” কথা একবারে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের বানান মূল ভাষার অনুযায়ী করিবার চেষ্টা করা সমীচীন হইবে না। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়, মুখ্যতঃ ইতিহাস ও অস্তিত্ব পুস্তকে প্রাপ্ত মুসলমান নামের বখাষ বাঙ্গালা বানান লইয়া। আরবী লিপিতে ২৪টি অক্ষর

যোগ করিয়া ফারসী, উর্দু, তুর্কী ও পুস্তর লিপি। আরবীর অনেক অক্ষর আরবেতর কাহারও দ্বারা উচ্চারণ সহজ বা সম্ভব হইবে না। এই ছেড়ু কোন কোন আরবী অক্ষরের উচ্চারণ-বাহুল্য বা ধ্বনি-বাহুল্য ঘটয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক আরবী লিপির রীতি আলোচনা করিয়া ইহার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে একে একে আরবী অক্ষরগুলির জন্ত তিনি যে যে বাকীলা অক্ষর বেক্রপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন সংযোগে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাহা নানা যুক্তি দ্বারা আলোচনা করিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—“ফারসী ও আরবী লিপ্যন্তর সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের একটা বিধি প্রবর্তন করা কর্তব্য। এ কথা অনেক দিন পূর্বে একবার সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলাম। তখন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাব-মত পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতি লিপ্যন্তর সম্বন্ধে পরিষদের কর্তব্য স্থির করিবার জন্ত একটি শাখা-সভা গঠন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার, মৌলবি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আমি ও আরও ২৪ জন এই সমিতির সভ্য ছিলাম। নানা কারণে এই সমিতির কোন অধিবেশন হয় নাই। ‘বাকীলার ইতিহাসে’র ২য় ভাগ লিখিবার সময় এই লিপ্যন্তর লইয়া আমাকে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। আমি দেখিলাম যে, এক “জ” দ্বারা পারসী আরবী ৩টি অক্ষর লিখিতে হয়। বাকীলা দেশের কোন সাধারণ মুদ্রাব্যবস্থায় Diacritical markযুক্ত অক্ষর রাখে না এবং সহজে নুতন চালাইতেও চাহে না। আরবী ও ফারসী বানান সম্বন্ধে বর্ণীর বোমকেশ মুস্তফী দাদা মহাশয় আমাকে একবার একটা প্রস্তাব করিয়াছিলেন—আওরঙ্গজেব নামটিকে ভাবে লেখা উচিত। বাকীলা দেশে ইহা ১০ রকমে লিখিত হইয়া থাকে, যথা—ওরঙ্গীব, ওরঙ্গজীব, ওরঙ্গজেব, আরঙ্গীব, আরঙ্গজেব, আরঙ্গজীব, আরংগেব, আওরঙ্গজীব, আওরঙ্গজেব ও আরঙ্গীব। আমি তখন তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে, নামটি আওরঙ্গজেব বা আওরঙ্গজীব লেখা উচিত। তখন তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, লিপ্যন্তর সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্ত একটি শাখা-সভা নির্বাচিত হওয়া উচিত। সাহিত্য-পরিষদে আমি ২১০ বার আরবী ও ফারসী শিলালিপির মূল প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশ-কালে অল্প প্রেস হইতে আরবী বা ফারসী মূল কম্পোজ করিয়া আনিয়া পরিবৎ-পত্রিকা ছাপাইতে হইয়াছে। পরিবৎ লিপ্যন্তর সম্বন্ধে একটা বিধিব্যবস্থা করিলে—বিষকোব প্রেসে যদি কিছু সামান্য Diacritical markযুক্ত টাইপ চালাইয়া আনা হয়, তাহা হইলে বাকীলা দেশেরও উপকার হয় ও পরিবৎ-পত্রিকারও উন্নতি হয়। বাকীলা দেশে যে কয়জন লোক ফারসী ও আরবী লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের লইয়া একটা শাখা-সভা গঠিত হওয়া উচিত। যে সমস্ত হিন্দু, ফারসী আরবীর চর্চা করেন ও যে সমস্ত মুসলমান মৌলবী বাকীলা ভাষার চর্চা করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া এই শাখা-সমিতি গঠিত হওয়া উচিত। প্রবন্ধ-পাঠক শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু এই সমিতির সম্পাদক হউন। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বহু পরিশ্রম করিয়া



এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। কতকগুলি যে আরবীতে একরূপ ও ফারসীতে আর একরূপ উচ্চারিত হয়, সেই বিষয়টি সুনীতি বাবু স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার মতই গৃহীত হওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সমিতি এখান হইতে গঠিত হইতে পারে না। উহা কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে যাওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু বলিলেন যে, তিনি কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব সম্বন্ধেই পাঠাইবেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বহু পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার মতের সহিত প্রবন্ধের কোন কোন অংশে পার্থক্য থাকিলেও প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু লিপ্যন্তর সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাঁহার সহিত তাঁহার সহায়ভূতি আছে। সমিতি গঠন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন। তিনি আরও বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর এই প্রবন্ধ, লিপ্যন্তর (transliteration) সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রহ ও জেনিভার কন্ফারেন্সে আলোচিত Transliteration System—এই সমস্ত একত্রে আলোচিত হওয়া উচিত এবং শ্রীযুক্ত রাখালবাবুর প্রস্তাবিত উক্ত শাখা-সমিতিতে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়া একটা মৌমাংসার উপনীত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সম্ভব্য প্রকাশ করিবার সময় বলিলেন যে, তাঁহার প্রথম কর্তব্য, সুনীতিবাবুকে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। সুনীতিবাবুর প্রবন্ধটি, তাঁহার আরবী ও ফারসী ভাষার বিশেষ অভিজ্ঞতা, প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা, প্রকৃত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি সুনীতিবাবুকে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার সুগণ্ডিত বলিয়া জানিতেন—আরবী ও ফারসী ভাষাতে যে তাঁহার এরূপ বিস্তৃত অধিকার আছে, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। সুনীতিবাবু বাদলা ভাষার প্রচলিত ফারসী ও আরবী শব্দগুলির বানান সম্বন্ধে যে নূতন বিধি প্রবর্তন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বিভিন্ন জাতিগণের সম্মিলন ঘটিলে একের ভাষার অন্তরে ভাষার শব্দ গ্রহণ অনিবার্য। পৃথিবীর সকল স্থলেই সকল জাতির ভাষার মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহা ঘরা ভাষার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। যখনই কোন ভাষার এইরূপ কোন নূতন শব্দ গৃহীত হয়, তখন সেই শব্দের মৌখিক উচ্চারণ রক্ষা করিয়া তাহার বানান লিখিবার ব্যবস্থা করা সর্বদা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে অনেক স্থলে অর্থ-বিস্রম এবং অর্থ-বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং রাখালবাবু যে একটি শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তিনি সমীচীন বলিয়া মনে করেন। এই সমিতিতে কয়েক জন আরবী ও ফারসী ভাষার অভিজ্ঞ মুসলমান পণ্ডিতের থাকি আবশ্যক। তাঁহাদের সাহায্যে এই কার্য

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। তবে আভিকার সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। কারণ এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। রাখালবাবু সম্পাদক মহাশয়কে এ সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিলেই তিনি ইহা কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে স্ত্রীভিবাণীকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে রায় বাহাদুর উমাকান্ত দাস ও রবি দত্ত মহাশয়ের বিষয়ে অনেকেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ও তাঁহাদের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিলেন। পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পত্র লেখা হউক—ইহা স্থির হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী  
সভাপতি।

### পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীরামহরি ভট্ট, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ পাল এম্ এ, বি এল, উকীল হাইকোর্ট, ২০ রামমোহন সাহার লেন। প্রস্তাবক—ললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসত্যীশচন্দ্র সরকার T. C. 46017, C/o officer Commanding I. W. T. R. E। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র বোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—ডাঃ শ্রীরামানন্দ বসু, ২ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। প্রস্তাবক—বতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীনলিনীচন্দ্র পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীবঙ্কবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩৮২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। প্রস্তাবক—শ্রীশৈলেশনাথ বিশি, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীবতীশচন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ১৫৭ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীধরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীপ্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় লেন, শ্রীহরিপদ রায়, ৭ অক্ষর দত্ত লেন। শ্রীনির্মলচন্দ্র হালদার, ২৭ রোলেণ্ড রোড, বালাগঞ্জ। শ্রীভূদেবচন্দ্র হালদার, ১৪ আপার সারকুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সমর্থক—শ্রীসত্যীশচন্দ্র নন্দী, সদস্য—এস, কে, বানার্জি, রিপোর্টার স্টেটসমেন, ১৯৫ আপার সারকুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীনির্মলচন্দ্র দে, পোষ্ট

আপিস ইন্সপেক্টর, ১৬ রমাশ্রমদ রায় লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্ত—ইরচ জহাঙ্গীর সোরাবজী তারাগুরবালা বি এ, পি এইচ ডি, ব্যারিষ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। প্রস্তাবক—শ্রীরাধেশ্বর-জুন্দর জিবেদৌ, সমর্থক—শ্রীবিজয়কুমার রায়, সদস্ত—রায় অমৃতলাল রাহা বাহাছর বি এল, খুলনা জেলা বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান। রায় বিপিনবিহারী সেন বাহাছর বি এল, গবর্নমেন্ট উকীল, খুলনা। শ্রীকুমারবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল, খুলনা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন বি এল, খুলনা। শ্রীরাসবিহারী সেন, মোক্তার, ঐ। শ্রীশরৎ-চন্দ্র দাস বি এল, খুলনা। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকালীপদ ঘোষ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকালীপদ বসু বি এল, উকীল, খুলনা। শ্রীবতিশ্রমদ সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস্, নতুনা পোঃ, নদীয়া। শ্রীস্বধীরকান্ত সেনগুপ্ত বি এ, এম্ বি, এসিষ্ট্যান্ট সার্জেন, সাদরা হাঁসপাতাল, গয়া। ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু এল্ এম্ এস্, সিভিল সার্জেন, হাজারীবাগ। প্রস্তাবক—শ্রীদীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্ত—ডাঃ বিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী এল্ এম্ এস্, ১০ রায়রতন বসুর লেন। শ্রীসত্যশচন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল, ১৬৭১০ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। শ্রীবিনয়শ্রমদ বাগচী বি এল, উকীল হাইকোর্ট, ৪৬ রাজা রাজ-বল্লভ স্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীদীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্ত—শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার, ২৪১১১ কারবালা ট্যাক লেন। প্রস্তাবক—শ্রীস্বর্যাকান্ত মিশ্র, সমর্থক—রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্ত—রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাছর, জমিদার, গোবরডাঙ্গা, বড় তরফ, ২৪ পরগণা। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জমিদার, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা, মেজো তরফ। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জমিদার, মেজো তরফ, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা। প্রস্তাবক—শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্ত—ডাঃ শ্রীভিষেকেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ ডি, ১৩২১২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—ঐ, সদস্ত—শ্রীরামচন্দ্র শর্মা বি এ, ৯ দীতারাম ঘোষের স্ট্রীট। শ্রীনুপেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৬ বনমালী সরকার স্ট্রীট। শ্রীসত্যশচন্দ্র সরকার। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সদস্ত—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি এ, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাঙ্গার। শ্রীসত্যশচন্দ্র বসু জমিদার, ৩৬ চন্দ্রনাথ চাট্টোয়ার স্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—শ্রীবাগীনাথ নন্দী, সদস্ত—ডাঃ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২ শাঁকারীচৌলা স্ট্রীট। শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, ১২ সিকদারবাগান স্ট্রীট। শ্রীকিত্তিশমোচন সরকার বি এ, ৪৮১৬ হিন্দু হোটেল। শ্রীকদম্বরভূষণ চক্রবর্তী, পানিহাটী, ২৪ পরগণা। শ্রীতারকেশ্বর রায়, ১৮ রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, ভবানীপুর। শ্রীবোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, ২৬ হিন্দু হোটেল। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮ রাজার লেন। শ্রীশশধর ঘোষ, ২৯ রাধাকান্ত মিত্রীয় লেন। শ্রীধগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১ কলুপাড়া লেন, বরাহনগর। পি, সি, বোবাল, ৪ গোদ্রী-

শকর ঘোষালের লেন, নারিকেলডাকা। প্রস্তাবক—শ্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—  
 শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীআমোহুদ্দিন খাঁ বি এল, ১৪ চেংলা হাট রোড। শ্রীমহেশ্বর  
 আলী এম্ এম সি, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীতারাশঙ্কর  
 ঘোষ জমিদার, ১৪ পদ্মপুকুর ষ্ট্রীট, শিদিরপুর। প্রস্তাবক—শ্রীশুভদাস চট্টোপাধ্যায়,  
 সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীভূদেব হালদার, ১৪৪ অপার সাকুলার রোড।  
 প্রস্তাবক—শ্রীপারীমোহন দেববর্মা, সমর্থক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সদস্য—শ্রীহেমন্তকুমার সেন  
 এ এম আই এম ই, শিবপুর। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র  
 দত্ত, সদস্য—শ্রীরামাঞ্জন ঘোষ বি ই, অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া।  
 প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীললিতমোহন মুখো-  
 পাধ্যায়, সম্পাদক উত্তরপাড়া সারস্বত-সন্মিলন, উত্তরপাড়া, হাওড়া। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনী-  
 রঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীপ্রহ্লাদকুমার বহু, ৭৭ গড়পাড় রোড। প্রস্তাবক—  
 শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাধাশ্যামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীপ্রমথনাথ শীল, ১০৪  
 বাশিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীবিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি এ; ৪ নারিকেলবাগান লেন। শ্রীঅনুভবলাল  
 চৌধুরী, উকীল, অজ কোর্ট, নবাববাজার রোড, ঢাকা। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল  
 চৌধুরী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসত্যীশচন্দ্র বাগচী, বার-এ-টল, ডিঙ্গগড়। প্রস্তাবক—  
 শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী, G. P. O. কলি-  
 কাতা। শ্রীতারিণী প্রসাদ গুপ্ত, টাঙ্গাইল, মহম্মদসিংহ। প্রস্তাবক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সমর্থক—  
 শ্রীসত্যীশচন্দ্র নন্দী, সদস্য—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বহু বি এ, সলিটিটার, ৬৪ সিকদারবাগান  
 ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহেমেন্দ্র-  
 নাথ বহু বি এ, সেটেলমেন্ট কাননগো, বিষ্ণুপুর কোয়ার্টার্স, কুমিল্লা। শ্রীহরেন্দ্রনাথ দে বি এ,  
 কান্দিপুর পোঃ, রাজনগর। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—  
 শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ৩ কালিদাস লেন, বহুবাজার। শ্রীবল্লুবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩৮২  
 শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীপাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য, বরাহনগর। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, ৩ কালিদাস  
 লেন, বহুবাজার। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রস্তাবক—শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, সমর্থক—ঐ,  
 সদস্য—শ্রীসত্যীশচন্দ্র দে এম এ, আব্দুল রাজবাটা, পোঃ আব্দুল মোরো, হাওড়া। প্রস্তাবক—  
 শ্রীতারাশঙ্কর গুপ্ত বি এ, সমর্থক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বহু, সদস্য—শ্রীহরিশাস ঘোষ, এম্ এ, বি  
 এল, বারলাইতেরী, দেওঘর। শ্রীহরিশঙ্কর মুখার্জি বি এল, ঐ। শ্রীহরেন্দ্রনাথ বহু এম্ এ,  
 বি এল, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টার্জি, ঐ। শ্রীনন্দন রায়, ঐ।  
 শ্রীজ্ঞানানাথ চট্টার্জি, ঐ। শ্রীতারাশঙ্কর চট্টার্জি, ঐ। শ্রীউমাচরণ মিত্র, ঐ। শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ  
 দাস, ঐ। শ্রীহুমুদাস চট্টার্জি, দেওঘর কোর্টে হেড ক্লার্ক। শ্রীরাধাশ্যাম মুখার্জি,  
 দেওঘর জুলের বিত্তীয় শিক্ষক, শ্রীমোহেন্দ্রনাথ মুখার্জি, দেওঘর হাসপাতালের এনিস্ট্যান্ট  
 সার্জন। শ্রীসাহেব শ্রীরণবিজ্ঞেন্দ্র বানার্জি, ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পুলিশ, দেওঘর।

ত্রিনিভাইলাল মিত্র, হেল্প অফিসার, দেওঘর। শ্রীআনন্দনাথ মুখার্জি, ইন্সপেক্টর, সি আই ডি অফিস, থাকুভিলা, দেওঘর। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সাহিড়ী, মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান, উইলিয়ম টাউন, দেওঘর। শ্রীভোলানাথ বানার্জি এম্ এ, বি এল, পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, দেওঘর। শ্রীমতুলকৃষ্ণ ভাট্টা, বরদাবাড়ী, ঐ।

সমর্থক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সদস্য—শ্রীবিজয়কুমার মিত্র, বি এল, জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, যশোর। রায় বাহাদুর শ্রীরাধিকানাথ দত্ত বি এল, ঐ। প্রস্তাবক - শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীগোপালকৃষ্ণ দে বি এ, জমিদার, বড়শুল, বর্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীবিধুভূষণ সিংহ, পচষা, হাজারীবাগ। শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ, ঐ। শ্রীহিন্দুভূষণ সিংহ, লক্ষমপাহাড়ী, পাথরগামা, সাঁওতাল পরগণা। শ্রীরমণীভূষণ সিংহ, পচষা, হাজারীবাগ। শ্রীকৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচখুপী, মুরশিদাবাদ। শ্রীকিশোর সিংহ, পাঁচখুপী, মুরশিদাবাদ। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ হাজারী, ঐ। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি, পাঁচখুপী। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীভাগ্যধর মল্লিক, ৮১১ বাগবাজার স্ট্রীট। মাননীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সি আই ই, এম্ এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ২ বলরাম বসু ১ম লেন। শ্রীবিরজাচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ, ৪৫ বীডন স্ট্রীট। শ্রীঅটলবিহার ভট্টাচার্য্য, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ। শ্রীসত্যচরণ মজুমদার, দেওঘর, পুরানদহ। শ্রীপতিচরণ চৌধুরী, ৩৪৩৫ মসজিদবাড়ী স্ট্রীট। শ্রীচাক্রচন্দ্র মজুমদার, ১৫৪ ব্রিটিশ মুখার্জি রোড। শ্রীবাম্পদ চৌধুরী বি এল, ৫ মহেশচন্দ্র চৌধুরী লেন। শ্রীহরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আমেদপুর, ই আই লুপ। শ্রীবসন্তকুমার সর্কাদিকারী, হেড ক্লার্ক, পি ডব্লু ডি, জলপাইগুড়ি। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার, এম্ এ, কে এন্ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর। শ্রীনলিনীকান্ত নাগ বি এ, ঐ, কাসিম-বাজার। শ্রীভূপৎ সিং ব্রহ্ম, ১৬১ লোয়ার সাকুলার রোড। শ্রীরণজিৎ সিং ছধোরিয়া ঐ ঐ। শ্রীজানকীনাথ পাঁড়ে, মুরশিদাবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীমোহিনীমোহন রায়, মুরশিদাবাদ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু এম্ এ, স্কুলেক, মালদহ। শ্রীপ্রশান্তকুমার মহলানবিশ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। শ্রীব্রহ্মনাথ সিংহ, এম্ এ, অধ্যাপক রিপন কলেজ। শ্রীপ্রশনচাঁদ বাহাওয়ার, আজিমগঞ্জ। ডাঃ শ্রীবিরলাল মজুমদার, ২০ নীলমণি দস্তের লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, ৩৩ ডিকসন লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন এম্ এস সি, ১১১ রাজার লেন। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সুর, শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত, রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ি। শ্রীবিপিনবিহারী বানার্জি বি এ, বি এল, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য বিভাগস্বার, বি এ, কে এন্ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক। শ্রীবিনোদ-বিহারী মুখুটি। শ্রীব্রহ্মনাথ পাল চৌধুরী, জিপুরা। শ্রীনকুলবিহারী দত্ত চৌধুরী। শ্রীহীরালাল শ্রীমল, ১ হেরৎচন্দ্র দাসের লেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় এম্ এ, বেলগেছিয়া, বেভিকেল কলেজ।

শ্রীভূপং সিংহ ছাড়া ও শ্রীরঞ্জন সিংহ ছাড়া, ১৬২ নম্বরের সাকুলার রোড। প্রস্তাবক—  
 শ্রীমুনীতিকুমার পাল, সমর্থক—শ্রীস্বর্ধ্যাকান্ত মিশ্র, সদস্য—শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,  
 প্রধান শিক্ষক, বালীগঞ্জ এইচ, ই, স্কুল। শ্রীলালগোপাল পাল, জমিদার, রাণাঘাট।  
 প্রস্তাবক—শ্রীভার্মিণীচরণ পাল, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীশশীভূষণ দাস, চম্পাপুত্র  
 এম ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বসিরহাট। প্রস্তাবক—শ্রীমুনীতিকুমার পাল, সমর্থক—  
 ঐ, সদস্য—শ্রীমোলবী মোহনদাস আব্বাচ আলী, ৩৩ বেলিয়াপুত্র রোড, ইটালী।  
 প্রস্তাবক—শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু  
 আই সি এস, বি এ (কেমিস্ট্রি), এক আর ই এস, মাদারীপুর। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু  
 এম্ এস সি, একট্রী এসিষ্ট্যান্ট কনস্ট্রাক্টর অব ফরেস্ট, দার্জিলিং। প্রস্তাবক—  
 শ্রীশান্তনুচরণ বিশ্বাস, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল বি এল, শ্রীরামপুর।  
 শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ বি এল, ১০ রামধন মিত্রের লেন। শ্রীসত্যরঞ্জন সেন বি এল, শ্রীরাম-  
 পুর। শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি এল, ঐ। প্রস্তাবক—নগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—  
 ঐ। সদস্য—গোবিন্দী মহারাজ দামোদরলাল কবিচূড়ামণি, ১৬৩ হারিসন রোড।  
 শ্রীহরিন্দাস রায় চৌধুরী, জমিদার, বাকুইপুর, ২৪ পরগণা। শ্রীঅমৃতলাল রায় চৌধুরী,  
 জমিদার, ২৪ পরগণা, শ্রীবসন্তকুমার বসু, ৭ বিশ্বকোষ লেন। পণ্ডিত শ্রীরজনীকান্ত  
 বিভাবিনোদ, ৯ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীভোলানাথ ঘোষ, ৮ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীহরচরণ  
 মিত্র, ৯ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত, ভায়রস লেন, গ্রামবাজার। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়,  
 জমিদার, টালা, বারাকপুর, ট্রাক রোড। প্রস্তাবক—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সমর্থক—ঐ,  
 সদস্য—শ্রীবরদাকান্ত সরকার, উকীল ভাগলপুর। শ্রীসারদানাথ চট্টোপাধ্যায়, উকীল, ভাগল-  
 পুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীনলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীচন্দ্রশেখর  
 সরকার, এম্ এ, বি এল, ঐ ঐ। শ্রীসারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীঅনাদিনাথ ঘোষ,  
 জমিদার, ঐ ঐ। শ্রীকেশবনাথ গুহ বি এল, ঐ ঐ। শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ঐ ঐ।  
 শ্রীদেবভাচরণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সমর্থক—  
 শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—ডাঃ শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী এল এম্ এল, ভাগলপুর। শ্রীবহুনাথ  
 বিশ্বাস, মোক্তার ঐ। চাকচন্দ্র চক্রবর্তী, বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীকেশবনাথ ঘোষাল, ঐ  
 ঐ। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ ঐ। শ্রীসত্যীশচন্দ্র রায়, ঐ ঐ। শ্রীনীরদবরণ দাস, ঐ  
 ঐ। শ্রীললিতমোহন রায়, ঐ ঐ। শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ ঐ। শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ  
 বাগচী, ঐ ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ হাজরা, কল্ট্রাকটার, ঐ। শ্রীকৃষ্ণকমল সিংহ, স্থপার-  
 ভাইলার, ঐ, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ ঐ। মহাশয় শ্রীঅমরনাথ  
 ঘোষ, চম্পানগর, ঐ। শ্রীলালবিহারী রায় চৌধুরী, উকীল, বাকা, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র  
 ঘোষ, বেনারেল রিসিভার, দেওঘর। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দত্ত, স্কুল ইনস্পেক্টর, ভাগলপুর।  
 প্রস্তাবক—শ্রীহরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রনাথ

রায় চৌধুরী এল এম এস, ১২৭ হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্র-মোহন রায়, সমর্থক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সদস্য—শ্রীঅজিতকুমার রায়, ৫০ হরিদোব ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রকুমার রায়, ঐ। কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্র চৌধুরী, ৫ হুজিরা ষ্ট্রীট। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, নওগাঁ, রাজসাহী। প্রস্তাবক—শ্রীরাধালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীগৌরচন্দ্র রায়, ১২ নারকেলবাগান লেন। শ্রীহরেন্দ্রমোহন নাহিড়ী, ৭৭ ল্যান্ডাউন রোড। শ্রীরমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ৬০ চক্রবেড়িয়া রোড। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ঐ ঐ। ডাঃ শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ঐ ঐ। শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন, ৭২ ল্যান্ডাউন রোড। শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন মজুমদার এম এ, ৮৮ চক্রবেড়িয়া রোড। শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীনাথ সেন সাহিত্যবিহারদ, সম্পাদক ২৪ পরগণা-বার্তাবহ, (কাঁসাদীপাড়া রোড)। শ্রীমুকুন্দচন্দ্র দত্ত গুপ্ত, ২ বিটী রোড। শ্রীমহেন্দ্রনাথ নিরোগী এম এস সি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর। শ্রীবহু-নাথ সেন কবিরাজ, ১৪০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীরামলাল সেন এম এ, ৮৮ বলরাম দে রোড ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরাধালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র রায়, ৮৮ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী, ঐ। শ্রীশিশিরকুমার রায় এম এ, ২৩১এ বানার্জি লেন। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৩ সাগর ধর লেন। শ্রীপকানন মজুমদার, ১২১১ চোরবাগান লেন। শ্রীপুণ্ড্রীশচন্দ্র রায়, ৩৮ ক্রীক রো। শ্রীকুশালাচন্দ্রকুমার রায় এম এ, বি এল। শ্রীকুমুদিনীমোহন নিরোগী, এল্ফারার অফিস, কলিকাতা। শ্রীঅন্নদা-চন্দ্র কারকুন এম এ, বি এল। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীকিতীশচন্দ্র নিরোগী এম এ, বি এল। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাধালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী জমিদার, ধরাইল, রাজসাহী। শ্রীগিরীজনাথ সাহা জমিদার, চাপাই, নবাবগঞ্জ, রাজসাহী। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সাহা, জমিদার, ধরাইল, রাজসাহী। শ্রীনটবর সরকার, পেঙ্গার, মুন্সেফ কোর্ট, জলিপুর, মুরশিদাবাদ। শ্রীশশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৮১ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীরাধালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ২ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীকীর্ত্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমদ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, শ্রীকেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীপকানন চট্টোপাধ্যায়, ২৩১ বার্ষিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনীকান্ত রায় চৌধুরী, ১৫১ শ্রীগোপাল মন্ডিক লেন। শ্রীবাণীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১ আনন্দ চাটোজি লেন। শ্রীবহুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ৩০৬ মদন মিত্রের লেন। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, ৬৫ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমুকুন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীঅমিরনাথ গাঙ্গুলী, ১২ গাঙ্গুলী লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, ১২ কুছু লেন। শ্রীশঙ্কর রায়, ১ বকুলবাগান কলি লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরাধালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীনেত্রনাথ গাঙ্গুলী, ৫ ক্রাইড ষ্ট্রিট। শ্রীজ্যোতীন্দ্র সেন  
 গুপ্ত, ঐ। শ্রীললিতমোহন বক্সী। শ্রীসত্যপ্রকাশ সরকার। প্রতাপক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ  
 রায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, সদস্য—শ্রীঅবনীকুমার দে, ৭ শিবনারায়ণ দাসের  
 লেন। শ্রীমহিমানাথ গুপ্ত, ৪০ মনসাতলা লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীপ্রমদেব-  
 চন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীস্বধীরকুমার বড়াল, ঐ। শ্রীঅরুণচন্দ্র পাল, ঐ। শ্রীরামকিশর  
 বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনীলমণি পরামাণিক, ৩২ মনসাতলা লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ  
 ঘোষ টি, এম, জি, আকিস, বিদ্যাপুর। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেন,  
 ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, ঐ। শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০ বুলীপল্ল রোড।  
 শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, ২০ জোড়াপুকুর লেন।  
 শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু, ৫ তরফদার ট্যাক ২য় লেন। শ্রীকলীন্দ্রনাথ মিত্র, বেঙ্গলী আকিস,  
 বহবাঙ্গার। শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র, ১৪৮ কটন ষ্ট্রিট। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, ৭৭ গড়পার রোড।  
 শ্রীযতীন্দ্রমোহন দে, ২৩ গোপীকৃষ্ণ পাল লেন। শ্রীব্রজেন্দ্রলাল রায়, টি এম টি আপিস,  
 বি এন্ড আর, বিদ্যাপুর। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৮৩ হরীশ  
 চট্টাঙ্গী ষ্ট্রিট। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮১১ হাজরা রোড। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী,  
 ৩ ফুটরি রোড। শ্রীঅমৃতলাল রায়, ৮ হুজিরা ষ্ট্রিট। শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,  
 ৫ তরফদার ট্যাক ২য় লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫ রামকমল মুখার্জি ষ্ট্রিট। শ্রীরাধ-  
 কৃষ্ণ গোস্বামী, ৪৯১ মনসাতলা লেন। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ঐ। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত,  
 ৭ লালমাধব মুখার্জি লেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী আকিস, বহবাঙ্গার।  
 শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মেট্রপলিটন ইনস্টিটিউশন। কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, রত্ন-  
 নাথপুর। শ্রীকলীন্দ্রনাথ রায়, ২০ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার মল্লিক, ঐ।  
 শ্রীসোহাগচন্দ্র রায় এম এ, ১৬ পাথুরিয়াঘাটা বাই লেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র, ২৩ পার্কটী-  
 চন্দ্র ঘোষের লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়, ৮ প্রতাপ ঘোষের লেন। শ্রীকামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী,  
 বেঙ্গলী আকিস, বহবাঙ্গার। শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র, ৩৭ পার্কটীচন্দ্র ঘোষের লেন। শ্রীনরনরেন্দ্র  
 গুপ্ত, ৬৫ নীতারাঘ ঘোষের ষ্ট্রিট। শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৫৪ সিংলা ষ্ট্রিট। কবিরাজ  
 শ্রীমুরারিমোহন সেন, ৩৪ বারাগসী ঘোষের ষ্ট্রিট। শ্রীঅনাথনাথ রায়, ২ ওরেন্টিংন ষ্ট্রিট।  
 শ্রীঅজলকৃষ্ণ দাস, ৪ উয়িলিংস্ লেন। শ্রীব্রজেন্দ্র রায়। শ্রীকেশবচন্দ্র দাস, ৬২ জয়মিত্র  
 লেন। শ্রীসুব্রহ্মনাথ সেন বিএল, ৭০ হুজিরা ষ্ট্রিট। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১ ভেলীপাড়া লেন,  
 ভানবাঙ্গার। শ্রীনীলধন মুখোপাধ্যায়, ২১ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রিট, বাগবাঙ্গার। শ্রীভবানী-  
 চরণ চট্টোপাধ্যায়, ২৩এ প্রেবর্টার বড়াল ষ্ট্রিট। শ্রীঅম্বিনীকুমার দাস, ৬২ সুভাষারবাবু ষ্ট্রিট।  
 শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত, ৩৯ পার্কটীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীউষাচরণ ধর, ৩৬ ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্র-  
 নাথ বড়াল, ২৭ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রিট। শ্রীকালীপদ মুখার্জি বি এম সি, ৩৮ পার্কটী-  
 চরণ ঘোষের লেন। শ্রীটেকোনন্দচরণ বড়াল বি এল, ৩৭ ঐ। শ্রীদ্বীকেশ দে, ২২ ঐ।



প্রস্তাবক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীঅমৃণ্যচন্দ্র সেন, সদস্য—শ্রীহরভদ্রচন্দ্র দত্ত, ৪ জোড়াপুকুর সেন। শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়, ৩০ পার্কভীচরণ বোম্বের সেন। শ্রীহরেন্দ্রনাথ দে, ২৬ কালীসিংহ সেন, মির্জাপুর। শ্রীমুখীচন্দ্র দাস, ১৩ বঙ্গীরাং বোম্বের ষ্ট্রীট। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শীল, ৩ বারানসী বোম্বের ২য় সেন। শ্রীভগবানচন্দ্র বসু, ৭ বনরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। শ্রীকৃষ্ণকুমার শেঠ, আগার চিংপুর রোড। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন বি এল, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন ওপ্ত, ৩৯ হারিসন রোড। শ্রীহারাগচন্দ্র দাস ওপ্ত, ঐ। শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীকুমদবসু বসু, ঐ। শ্রীঅম্বিনীকুমার নিরোগী, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীনীলেশচন্দ্র ওহ, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সেন বি এ, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন বি এস সি, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ রায় চৌধুরী বি এ, ঐ। শ্রীস্বামিনীমোহন রায়, ঐ। শ্রীসারদাকুমার সেন বি এ, ৩৭ হারিসন রোড। শ্রীকালীধর রায় বি এল, ১১১ বৈঠকখানা ২য় সেন। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, ৫৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীশ্রীচন্দ্র সুখোপাধ্যায়, ৩২ বেগীরাটোলা সেন। শ্রীনিহারগন সেন, এম এস সি, বি এল, ১৬ কপালিটোলা সেন। শ্রীনিহারগচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় সেন, জোড়াসাঁকো। শ্রীপ্রিয়নাথ রায়, ১৬১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, শ্রীযোগেশচন্দ্র সুখোপাধ্যায়, O/o Gramophone Co Ltd, বেলিরাবাটা। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী, ২ ওয়েলেনগলী ষ্ট্রীট। শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশ ওপ্ত, ৭১২ আরপুলি সেন। শ্রীঅধিলচন্দ্র দত্ত, Delivery Correspondence Department. জেনারেল পোষ্ট অফিস, কলিকাতা। শ্রীঅমূল্যরতন দত্ত, ৭ ক্লাইভ রো। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, ৩৯ হারিসন রোড। শ্রীরামেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস ওপ্ত বি এ, ৯৯ কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীবসন্তকুমার দাসওপ্ত, কটোগ্রাফার, কালীপাট রোড। শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় O/o মাছুতাগার, ২০৬ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মৌলিক, ঐ। শ্রীকিশোরীমোহন মৌলিক। কবিরাজ শ্রীহেমরঞ্জন ওপ্ত, ১৬ সাগর ধর সেন। শ্রীশশীমোহন রায়। শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশ ওপ্ত, ৩০ বাহুড়বাগান ২য় সেন। শ্রীমুখ্যভূষণ দাস, ১১১ বৈঠকখানা ২য় সেন। শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত, বোরাই চণ্ডীতলা, চন্দননগর। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন, ২২৭ অপার চিংপুর রোড। শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ওপ্ত, O/o কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস, শান্তিরাম বোম্বের ষ্ট্রীট, শ্রামবাজার। শ্রীললিতমোহন ওপ্ত, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন, বহবাঙ্গার। শ্রীপ্রমোদরঞ্জন বসু, ১২ শ্রামপুকুর সেন। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীভন ষ্ট্রীট। শ্রীনীরোদকৃষ্ণ রায়, ১২ টেমার্স সেন। শ্রীতেজেন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, উকীল, হাইকোর্ট। শ্রীনরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, সুকীরা ষ্ট্রীট। ডাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন পি এইচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ। শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নাগ, ওরেলিফটন কোয়ার। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম এ, ঐ। শ্রীবিবেকর সেন, ৩৬ রায়মোহন দত্ত ষ্ট্রীট। শ্রীহরেশচন্দ্র তালুকদার এম এ, বি এল, কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীভবরঞ্জন বসুদাস, ৫৯৩ হারিসন রোড। শ্রীজিতেন্দ্রজিৎ সেন ওপ্ত, ৩ পণ্ডিতিয়া

রোড, ভবানীপুর। শ্রীহরেন্দ্রমোহন গুপ্ত, ১৬ সাগর ধর লেন। শ্রীআন্তোব দে, ২ সাগর ধর লেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৬৫ হারিসন রোড। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন বি এল, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট। শ্রীকুমুদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১০ ডকটর্স লেন। শ্রীশ্রীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫৬৩ পদ্মপুকুর রোড, বালীগঞ্জ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কবিরাজ শ্রীচিন্তাহরণ গুপ্ত, ১৬ ছিদাম সুদির গলি। শ্রীরামনাথ মিত্র, ৩০ কটন স্ট্রীট। শ্রীরমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, কুচবিহার। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ, ঐ। শ্রীঅজয়ন দাশ গুপ্ত এম এ, ঐ। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দাশ গুপ্ত, হেড মাস্টার, জেন্‌কিন্স হাই স্কুল, ঐ। শ্রীচিন্তাহরণ সেন গুপ্ত, পণ্ডিতিকংসক, ঐ। শ্রীজুবনমোহন দাশ গুপ্ত, শিক্ষক, মেকলিগঞ্জ হাই স্কুল, ঐ। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দাশ গুপ্ত বি এ, শিক্ষক, জেন্‌কিন্স হাই স্কুল, ঐ। শ্রীঅনুভূতলাল গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত এম এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক, ঐ। শ্রীজ্যোতিষনাথ সেন গুপ্ত বি এল, নারায়ণ, আহেলকার, ফুকানগঞ্জ, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ, C/o ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত, উকীল, কামারনগর, ঢাকা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন বি এল, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীকরণীকুমার সোম, ঐ। শ্রীমদনমোহন বসাক, কামারনগর, ঢাকা। শ্রীজ্ঞানকীনাথ রায়, ৫২ কামারনগর, ঢাকা। শ্রীধনেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি এল, উকীল, তাঁতিবাজার, ঢাকা। শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, আনন্দবাহুকি লেন, ঢাকা। শ্রীইন্দ্রমোহন বসু, ২১৬ গোয়ালনগর, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রশেখর রায়, ১২৭ মালীতলা, ঢাকা। শ্রীঅধিকাচরণ তরপদার বি এল, নরিন্দা, ঢাকা। কবিরাজ শ্রীশ্রীনাথ দাস, গোয়ালনগর, ঢাকা। শ্রীঅক্ষয়কুমার বসাক বি এল, ঐ। শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস বি এল, উকীল, পুরাতন মোগলটুলী, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস, ১২৭ ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গুহ, ৪ আসক লেন, ঢাকা। শ্রীদীপেন্দ্রকুমার বসু বি এল, স্বজাপুর, ঢাকা। শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, অধ্যাপক ঢাকা কলেজ, ঐ। শ্রীশশীন্দ্রমোহন সেন, C/o সেন এণ্ড কোং, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, চরিশাট, ঐ। শ্রীভারগচন্দ্র মজুমদার বি এল, লালটান লেন, নবাবপুর, ঢাকা। ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন, ঐ। শ্রীভাগবতপ্রসন্ন শঙ্করানিধি, ঐ। শ্রীঅবনীন্দ্রমোহন সেন, ঐ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু বি এল, মালীটোলা, ঐ। শ্রীবিপিনবিহারী সেন বি এল, ঐ। ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীঅবনীনাথ দাস এল এম এস, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীপরেশচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীপ্রসাদ রায় অধিদায়, কাশীমপুর, ঐ। ডাঃ শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস, ফুলবেরিয়া রোড, ঐ। শ্রীঅক্ষকুলচন্দ্র সেন, কামারনগর, ঐ। শ্রীশশীন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত, নবাব বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারি, ঐ। শ্রীজুবদার গুহ বি এল, উরারী, ঐ। শ্রীঅমূল্যরতন গুহ বি এল, উকীল, ঐ। শ্রীহরিরাম ধর বি এ, পগোজ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঢাকা। শ্রীশ্রীনাথ সেন, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, লক্ষ্যাদক, বিখবর্তা, ঐ। শ্রীসুহৃদবিহারী চক্রবর্তী বি এ, সম্পাদক ঢাকাপ্রকাশ, ঐ।

শ্রীঅম্বকুল বসু, উকীল, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন বি এ, শিক্ষক, পগোজ  
 স্কুল, ঐ। শ্রীচাকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ, কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার  
 এম এ, ঢাকা টেনিং কলেজ। শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী, আদালতবাসী সেন, ঐ।  
 শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বি এল, উকীল, মালীতলা, ঐ। শ্রীমলিনীকান্ত তর্কশালী এম এ,  
 ফিউরেটর, ঢাকা মিউজিয়াম। শ্রীদীনবন্ধু মজুমদার বি এ, ইম্পিরিয়াল সেমিনারীর হেড  
 মাস্টার, ঢাকা। শ্রীপ্রজ্ঞেন্দ্রকুমার সেন এম এ, উকীল ইন্সটিটিউশনের হেড মাস্টার, ঢাকা।  
 শ্রীললিতমোহন দাশগুপ্ত বি এ, নবকুমার ইন্সটিটিউশনের হেড মাস্টার। শ্রীপ্রসন্নকুমার  
 সেন বি এ, হেডমাস্টার, পগোজ স্কুল, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসাক বি এ, উকীল ইন্সটিটিউশনের  
 সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঐ। শ্রীসত্যকৃষ্ণ দত্ত বি এ, সম্পাদক ঢাকা গেজেট, ঐ।  
 কবিরাজ শ্রীবতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ঔতিষাজ্য, ঐ। শ্রীবীরেশ্বর সেন বি এল, জজকোর্টের  
 উকীল, করিমপুর। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, জজকোর্ট, ঐ। শ্রীবতীন্দ্রচন্দ্র  
 মজুমদার, ঐ। কবিরাজ শ্রীনিবারপচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীশচন্দ্র রায় বি এল, উকীল, ঐ।  
 শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘটক, ঐ। শ্রীমনোমোহন বরারি, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বরারি, ঐ। শ্রীগিরীশ-  
 চন্দ্র চক্রবর্তী বি এল, ঐ। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র খাসনবিষ, ঐ।  
 শ্রীনিবারপচন্দ্র সেন এম এ, হেড মাস্টার, ঐ। শ্রীললিনীরঞ্জন সেন বি এল, হেড মাস্টার,  
 উপানী। শ্রীসীতানাথ কর্মকার বি এ, করিমপুর। শ্রীবসন্তকুমার দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীরণজিৎ  
 সেন, ঐ। শ্রীরাজকুমার রায় জমিদার, ঐ। ডাঃ শ্রীহরপ্রসন্ন রায়, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র  
 সেন বি এ, হেড মাস্টার, পালং হাই স্কুল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বি এ, শিক্ষক, ঐ।  
 শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়, বিহারিয়া, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বি এ, ঐ।  
 শ্রীমোগলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, জজকোর্টের উকীল, বরিশাল। শ্রীপরেশনাথ  
 সেন বি এ, জিলাস্কুলের হেড মাস্টার। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি এ, ডিসমেন্টেটর, বি এন্স  
 কলেজ, ঐ। শ্রীকুবনমোহন সেন বি এল, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীবাসুচরণ মুখো-  
 পাধ্যায়, বি এল, উকীল, ভোলা। ডাঃ শ্রীশঙ্করপ্রসন্ন গুপ্ত, ঐ। শ্রীবজ্রেশ্বর রায় মোক্তার,  
 ঐ। শ্রীসিকলান গুপ্ত বি এল, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল,  
 উকীল, রংপুর। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন গুহ, ঐ। শ্রীকুমুদিনীকান্ত সেন জমিদার, বরিশাল।  
 শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এ, বি এল, মরহনসিংহ, জজকোর্টের উকীল, ঐ। শ্রীচিন্তরঞ্জন ঘোষ,  
 জজকোর্ট, ঐ। শ্রীআশুতোষ সেন, হেডক্লার্ক, ঐ। শ্রীবীরেন্দ্রমোহন ঘোষ বি এ, ডেপুটি  
 ম্যাজিস্ট্রেট, নেত্রকোণা, ঐ। সুরেন্দ্রনাথ রায় বি এ, ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ বি এল, উকীল,  
 জজকোর্ট, কুমিল্লা। শ্রীবসন্তকুমার সেন, সাব ডিভারসিয়ার, কোহিমা (নাগা হিল)।  
 শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সিঃ ডি, এন্স দাস, বি এন্স সি, মানকুমার। শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ার,  
 ডাঃ ডার্কস, হুগলী। শ্রীবিনোদবিহারী সেন, সেটেলমেন্ট অফিস, মরহনসিংহ।  
 শ্রীরেবতীমোহন সেন, বরিশাল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, মৌরানন্দপুর,

ঢাকা। শ্রীরাধারমণ গাল, বি এল, উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস, বি এল, শ্রীগণেশচন্দ্রকান্ত নারায়ণ, ঐ। শ্রীঅধিকাংশ সেন শুভ, বি এল, উকীল, মেদিনীপুর। শ্রীমদ্বনাথ দাশগুপ্ত, এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীঅন্নদাচরণ চক্রবর্তী, বি এল, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর। কবিরাজ শ্রীবোমেশচন্দ্রকান্ত সেন, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র সেন কাব্যতীর্থ, নবাবপুর, ঢাকা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, তাঁতিবাজার, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র শুভ, এম এ, কামারনগর, ঐ। শ্রীগৌরানন্দ হরি ধর উকীল, শাখারিবাজার, ঐ। শ্রীনীরদাকান্ত সেন শুভ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পূর্ণিমা। শ্রীকীর্ত্তাদাকান্ত সেন শুভ, উকীল, ঐ। শ্রীঅধিনীকান্ত সেন, মোক্তার, ঐ। শ্রীভারতচন্দ্র দাস শুভ, ঐ। শ্রীদুর্গাশ্রম বোম, উকীল, ঐ। শ্রীহরেশচন্দ্র সেন শুভ, এলাহাবাদ। শ্রীপ্রমথনাথ দাশগুপ্ত, বি এ, হেডমাষ্টার, লক্ষীকান্ত হাইস্কুল, কলমা, ঢাকা। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী, জলপাইগুড়ি। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, এল এম এস, মেডিকেল অফিসার, দার্জিলিং। শ্রীভারতকুমার সেন শুভ, বি এল, মেকলিগঞ্জ, কোচবিহার। শ্রীহরেন্দ্রনাথ শুভ, এম এ, কোচবিহার। শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর সেন শুভ, বি এল, হেড ক্লার্ক, এবং সেরেস্তাদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট ষ্টেট কাউন্সিল, সাধারণ বিভাগ, কোচবিহার। শ্রীকেশবনাথ জোয়ারদার বি এ, ঢাকা। শ্রীকেশবরায় সেন বি এল, হেডমাষ্টার, ঢাকা। শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঐ। শ্রীপুণ্ড্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহার। শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত, উকীল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীঅধিকাচরণ বসু, উকীল, ময়মনসিংহ। শ্রীকুলদাচরণ দত্ত, ঐ। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন শুভ, আগরতলা, ত্রিপুরা। শ্রীবসন্তকুমার সেন শুভ বি এল, উকীল, নোয়াখালী। শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় জমিদার, “রায়হাউস”, আনন্দচন্দ্র রায় ষ্ট্রীট, ঢাকা। শ্রীশ্রামাশঙ্কর দাশগুপ্ত, বি এল, উকীল, বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা। শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রাজার দেউড়ী, ঐ। শ্রীঅনন্তহরি বসাক জমিদার, কাটাঝাড়, ঢাকা। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, সুরপুর, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার সেন, বি এল, উকীল, বাংলাবাজার, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখুটি বি এল, মুন্সেফ, মুন্সীগঞ্জ, ঐ। শ্রীশ্রামাচরণ সেন, এল এম এস, ময়মনসিংহ। শ্রীমনোমোহন দে বি এল, উকীল, ঢাকা। শ্রীবিপিনবিহারী ঘটক, দক্ষিণপাড়া, পণ্ডিতসর পোঃ, ফরিদপুর। শ্রীসত্যীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৬ ঐ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ, শিক্ষক, মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুল, ঢাকা। শ্রীউপেন্দ্রকুমার চন্দ্র বি এ, জজকোর্টের উকীল, ঐ। ডাঃ শ্রীঅবনীমোহন দাস এল এম এল, পটুয়াটুলী, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রকুমার সেন বি এ, সাবডিভিসনাল অফিসার, বগুড়া। শ্রীঅমূল্যকুমার সেন, ওয়ারী, ঢাকা। শ্রীউপেন্দ্রমোহন দাস শুভ বি এল, উকীল, পুকুরিয়া। শ্রীউমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। শ্রীউমাচরণ সেন, বি এল, ঐ। শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন বি এল, উকীল, ভোলা। শ্রীহরেন্দ্রমোহন বসু, সাবডিভিসনাল অফিসার, রাণাঘাট। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বরিশাল। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বোম, বি এল, উকীল, হাজারী। শ্রীঅক্ষয়কুমার শুভ, কন্ট্রাক্টার, হাজারীবাগ। ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র

শুভ এক বি, হুজুর, ঢাকা। শ্রীমহেশনাথ শুভ এম এ, পাবনা। শ্রীকেশবকুমার সেন বি এ, হুগারিটেগেট, পোষ্ট অফিস, করিমপুর। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বি এ, ডেপুটি জেনারেল পোষ্ট মাষ্টার, G. P. O. ককিকাতা। শ্রীঅসিতরঞ্জন বোষ এম এ, বি এল, ১৭ হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর। শ্রীহরেশচন্দ্র শুভ এম এ, বি এল, ২০ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। শ্রীকলীন্দ্র-কৃষ্ণ মিত্র, ১৮ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। শ্রীবিষ্ণুরঞ্জন শুভ বি এল, উকীল, গণ্ডারিয়া, ঢাকা। শ্রীশুভচন্দ্র বসু বি এল, উকীল, নয়াবাজার, ঢাকা। মিঃ জে, এন বানার্জি, জয়দেবপুর, ঐ। শ্রীমহেশচন্দ্র শুভ, সাবডেপুটি কলেক্টর, কাঁদি, মুরশিদাবাদ। রায় বাহাদুর শ্রীনৃতা-চরণ রায়, উকীল, বহরমপুর। শ্রীহর্গীপ্রসন্ন দাস শুভ বি এল, উকীল, কটক। রায় সাহেব শ্রীললিতমোহন সেন, ওয়ারী, ঢাকা। কবিরাজ শ্রীসত্যীশচন্দ্র দাশশুভ, দিগ্বাজার, ঢাকা। রায় সাহেব শ্রীরাইমোহন সেন, রাজপুর। শ্রীপদ্মিনীকৃষ্ণ বসু এম এ, অধ্যাপক, ঢাকা। শ্রীশুভেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বোষ, ৬ কৃষ্ণদাস পাল লেন। শ্রীরাধাকাম মিত্র, ১২ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীস্বধীররঞ্জন সেন, ২৩৪ মির্জাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীবিমলকুমার রায় এম বি, ১২ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীরাধালদাস রায়, ১১ পদ্মনাথ লেন।

### উপহারদাতা ও উপস্থিত ক

Superintendent, Government Press, Madras.—১। Annual Report of the Archaeological Department, Southern Circle, Madras, for the year 1916-17.

Director General of Observations.—২। Report of the Administration of the Meteorological Department of the Government of India in 1916-17.

Superintendent, Government Printing, India.—৩। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July 1917. ৪। Do, August 1917. ৫। Do, September 1917. ৬। Patent Office Journal, July to September, 1917. ৭। Report of the Chief Inspector of Mines in India, for the year ending 31st December 1916.

Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—৮। Triennial Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal for the years 1914, 1915 & 1916. ৯। Annual Report of the Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1916-17. ১০। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1916. ১১। Report on Inland Emigration for the year ending 30th June 1917. ১২। Report on Wards Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1916-17. ১৩। Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the

year 1916-17. ১৪। Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal for the year. 1916-17. ১৫। Indian Education in 1915-16.

Supdt of Archaeology, Hyderabad.—১৬। The Journal of the Hyderabad Archaeological Society, 1917. ১৭। Annual Report of the Archaeological Department of His Highness the Nizam's Dominions, 1915-16 A. D. ১৮। The Daulatabad Plates of Jagadekamala, A. D. 1017.

Director of Statistics in India.—১৯। Review of the Trade of India in 1916-17. ২০। Statistics of British India, Vol. III, Public Health 1915-16. ২১। Annual Report of Statistics Relating to Forest Administration in British India 1915-16.

Director, Geological Survey of India.—২২। Records of the Geological Survey of India Vol. XLVIII. Part. 1, 1917. ২৩। Do. Part 2, 1917. ২৪। Memoirs of Geological Survey of India Vol. XLII. Part 2.

Agricultural Adviser to the Govt. of India.—২৫। Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1916-17.

Secretary, Smithsonian Institution.—২৬। 31st Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1909-10. ২৭। A Contribution to the Comparative Histology of the Femur. ২৮। Preliminary Survey of Remains of the Chippewa Settlement on La Pointe Island, Wisconsin.

Secretary, Indian Science Association.—২৯। Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. III, Part II, 1917. ৩০। Do " " III " ৩১। Do " " IV " ৩২। Do " " V Mr. A. J. Pugh এবং শ্রীযুক্ত এস. আর. দাস। ৩৩। A Joint Address from Europeans and Indians to His Excellency the Viceroy and Governor General and the Right Honourable the Secretary of State for India.

Mr. H. G. Wyatt.—৩৪। Methods of School Inspection in England.

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনজরামলাল চৌধুরী—৫৫। Elic-Metchuikolf and his studies of Human Nature. ৩৬। Fresh Water in Bengal. ৩৭। Fish and Mosquito-Larvæ.

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার দেব—৩৮। Preservation of Cows.

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী—৩৯। Origin of the Durga Puja. ৪০। Hindu Philosophy.

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী—৪১। Speeches and Minutes of the Hon'ble Kristodas Pal Ray Bahadur 1867-81.

শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত—৪২। An Account of the Principal Works of the Atreya School of Medicine—1917.

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়—১। সাধন-কণিকা, ২। সাধন-সংগ্রহ (২য় ভাগ), ৩। নীলাচলে ব্রহ্মসংহিতা। শ্রীযুক্ত কেন্দারনাথ মজুমদার—৪। বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য। শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্র রক্ষিত—৫। পাণ্ডববীতা ও ভারত-সাহিত্য। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গুপ্ত—৬। শুভকৃষ্টি,

৭। ভালবাসা। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায়চৌধুরী—৮। নিয়তি। শ্রীযুক্ত ডি এন্ চৌধুরী—৯। অপূৰ্ণ বিচার, ১০। নরনারী-জন্মভঙ্গ। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১১। ও পিতা নোহসি, ১২। শ্রীভগবৎকথা, ১৩। প্রাণের কথা, ১৪। রাজা হরিশ্চন্দ্র, ১৫। আগাপ, ১৬। শিক্ষা-সমতা ও কৃষি-শিক্ষা, ১৭। আঁধিজল। শ্রীযুক্ত স্বর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮। পুষ্পপ্রতিমা। শ্রীযুক্ত রমণীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানবিনোদ—১৯। স্তবক ও কোরক। শ্রীযুক্ত বনেন্দ্রনাথ-লাল চৌধুরী—২০। স্বপ্ন, না পূৰ্ণজন্মস্থিতি? ২১। ধর্ম ও জ্ঞান। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রনাথ-মহা—২২। তত্ত্বসার। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু—২৩। খাড়া।

### পুঁথি

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী—১। চৈতন্যচরিতামৃত (আদি), ২। ঐ (মধ্য), ৩। ঐ (অন্ত্য), ৪। ঐ (আদি), ৫। ঐ (মধ্য), ৬। ঐ (মধ্য), ৭। গীতগোবিন্দ (সটীক), ৮। পদ্যকল্পিত (সটীক), ৯। ভগবদ্গীতা। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সিন্ধুধর ঘোষ—১০। চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত শান্তনুচরণ বিশ্বাস—১১। পদকল্পিত। ক্রীত পুঁথি—১২। গুণাঙ্কিকা, ১৩। রাগময়ী কথা, ১৪। রসামৃতসিন্ধু, ১৫। গোলোক-বর্ণন, ১৬। আয়বোধ, ১৭। ঐ। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮। নামহীন সংস্কৃত পুঁথি (ব্রতমালা), ১৯। ঐ (দশকর্ম-পদ্ধতি), ২০। পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, ২১। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমাদ্ভগবত, ২২। বাস্তবিককৃত পদ্যটক ও স্বর্গান্তবরণ।

## ৩রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

### তৃতীয় বিশেষ আধবেশন

২৮শে পৌষ ১৩২৪, ১২ই জানুয়ারি, শনিবার অপরাহ্ন ৫:০ টা

### উপস্থিতি—

মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্বেচ্ছায়, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এক সি এম্, আই এস ও, মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুর, মহারাজপাধ্যায় ডাঃ সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, সি এন্ ডি, মহারাজপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ওরুভূষণ, কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথরায় দেব বাহাদুর, শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজলধর সেন, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সমাজপতি, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, শ্রীরসময় লাহা, শ্রীকৃতীন্দ্রমোহন রায়, ডাঃ শ্রীভবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীকোণেন্দ্রনাথ বসু,

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীদীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীধনেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্র সেন, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীকৃষ্ণদাস মল্লিক, শ্রীমহেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীসেখ হবিবর রহমান, শ্রীহর্গাশ্রমাদ মুকুল, শ্রীগোলোকেন্দ্রনাথ দে, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীননীগোপাল মজুমদার, শ্রীহরীশ্রীনাথ বসু, শ্রীবোগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীস্বধাংশুভূষণ সেন, শ্রীশ্রমধনাথ দত্ত ব্যারিষ্টার, শ্রীধনেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিবর্ষণ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীশ্রীশ্রীনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্রামমোহন বসু এম্ এ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীহরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীচাক্রক্স সরকার, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীবতীজ্ঞানমোহন রায় (চাকুরিয়া), শ্রীবতীজ্ঞাননাথ দত্ত, শ্রীচাক্রক্স বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীমদ্রামধনাথ রায়, শ্রীনরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীনরেন্দ্রক্স মজুমদার, শ্রীতারকেশ্বর শুভ, শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীদেবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচৌচরণ চন্দ্র, শ্রীভূতনাথ দত্ত, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীবোগেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীশিবপ্রসাদ দেব, শ্রীরাধাক্রমণ গাল, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিবরণত, শ্রীরজনীকান্ত দে, শ্রীঅমলেন্দু ভট্টাচার্য্য, শ্রীভবেন চৌধুরী, শ্রীবিক্রমবিহারী রায়, শ্রীনকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাশ্রম ভট্টাচার্য্য, শ্রীরায় বতীজ্ঞাননাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, (সম্পাদক), শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিভাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীজ্ঞাননাথ চৌধুরী শ্রীকর্তৃ, এম্ এ, বি এল মহাশয় প্রথমে এই বিশেষ অধিবেশনের উদ্দেশ্য এবং সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন,—এই সাহিত্য-পরিষৎ বখন অতি শিশু, তখন ইহা বাঁহার অজ্ঞারে লালিত, পালিত এবং বর্দ্ধিত হইয়াছিল, বঙ্গ-সাহিত্যের সেই অকৃত্রিম স্রষ্টা, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর অকালে পরলোকগমন করার বঙ্গ-সাহিত্যের এবং সমগ্র দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাঁহা প্রকাশ করা হুঃসাধ্য। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা জন্ত পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে অন্ত এই সভা আহূত হইয়াছে। বর্গীক রাজা বাহাদুরের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষাকল্পে চেষ্টা করার কথা আলোচনা হইলে আমার একটি পদ্য মনে পড়ে। গল্পটি এই, কোন সময়ে একজন কাশীবাসী ব্যক্তি তবীয় বস্তু সমভিষ্যহায়ে কাশীধামে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির দেখাইয়া, তাঁহার কক্ষকে বলেন যে—“মাতৃভক্ত পাম করিয়া এই শরীরটা বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমার মাতৃদেবীর নামে এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার স্তম্ভ স্তম্ভের এক ধারের ঋণ-কোষ হয় আমি পরিশোধ করিতে পারিয়াছি।” এই কথা শেষ হইতে না হইতেই শিবমন্দিরটি ভূতলসাৎ হইল এবং আকাশ-বাণী হইল যে—“ওরে মূর্খ, মাতৃভক্ত স্তম্ভের ঋণ কেহ কখনই পরিশোধ করিতে পারে না;



পরিশোধ করার চেষ্টা বুঝা।” পরিষদের পক্ষ হইতে রাজা বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করার প্রয়াস প্রায় ঐ প্রকার। কিন্তু তথাপি আজ পরিষৎ বখাশক্তি, তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া বড় ভালই করিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীবৃদ্ধ সতীশচন্দ্র বিভাভূষণ মহাশয় বলেন—আজ যে মহাস্মার স্মৃতি-সভায় আমরা উপস্থিত হইরাছি, তিনি পরিষদের একজন প্রতিষ্ঠাতা। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবই অপর কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে প্রথমে বেঙ্গল একাডেমি অফ্‌ লিটারেচার নামক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সভাই পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামে পরিবর্তিত হয়। সাহিত্য-পরিষদের যে এত উন্নতি হইবে, ইহা তখন কেহই আশা করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বাঙ্গালার স্থান হয় নাই—ইহা তখন অনাদৃত—উপেক্ষিত, এই সময়ে যিনি বাঙ্গালার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন উপমা দেওয়া যায় না। তিনি নিজ ভবনে সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি ২য় বর্ষ হইতে ইহার সদস্য হইরাছি এবং তখন হইতে সভায় উপস্থিত হইয়া তাহার কাণ্ডাবলীতে পূর্ব তৃপ্ত হইতাম। কয়েক বৎসর পরে স্থির হয় যে, পরিষদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ আবশ্যক। পরিষৎ বখন নিজেই পায়ের প্রতিষ্ঠিত, তাহার বখন নাম-খ্যাতি হইয়াছে, তখন তিনি সাহিত্য-সভা নামে আর একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভা তিনি পরিষদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য স্থাপন করেন নাই—পরিষদের ও ইহার উদ্দেশ্য একই ছিল। তিনি এই সভার প্রবন্ধ পাঠ করিতেন—অল্পকি দিয়া প্রবন্ধ লেখাইয়া পাঠ করাইতেন, দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলীয় নির্মল পাণ্ডিত্য সাধারণের হিতার্থে ব্যবহৃত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জিলা হইতে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের দ্বারা উপদেশ প্রবন্ধ লেখাইতেন। পণ্ডিতমণ্ডলীয় মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আদর রাজা বাহাদুর যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অপর কেহ তাহা করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। এমন কি, অনেক ইংরাজকেও তিনি ল্যাপ্টার সাহায্যে এই সভায় বক্তৃতা দেওয়াইতেন। তাঁহার চরিত্র জ্ঞতি নির্মল ছিল—সে রকম লোক আজকাল দেশে বিরল। এমন বিনয়ী, রাজা-মহারাজাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধ তিনি নিজে সভায় পাঠ করিতেন—অল্পে পড়িলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তিনি কলিকাতার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ইংরাজী অনেক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন। তিনি এমন বিনয়ী, এমন সাহিত্যের পোষক, এমন সঙ্গুণের আধার, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন সাহিত্য-পরিষদে থাকে, ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়; তাহা সামান্য হইলেও আমাদের প্রকার সামগ্রী।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীবৃদ্ধ প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—আমি বক্তৃতা করিব, এরূপ সংকল্প করিয়া আসি নাই; সুতরাং বেশী কিছু বলিব না। যে মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন উপলক্ষে অল্প আমরা এখানে সমবেত হইরাছি, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের

জন্ম হই এক কথা বলিব যাত্র। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর ৫৩ বৎসর পরে পরিবর্তে তাঁহার চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইতেছে। ইহা আরও অনেক পূর্বে হইলে ভাল হইত। বাহা হউক, পরিবর্তে যে এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, এ জন্ম ধন্তবাদ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না ; কেন না, তাঁহার চরিত্র যে কিরূপ উদার ছিল, তাহা এখানে উপস্থিত সকলেই জানেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকাল যে নবজীবনের স্রোত প্রবাহিত, তিনি তাহার কর্ণধার ছিলেন। জাতীয় সাহিত্যের নেতৃবর্গ জাতীয় জীবনের উপযুক্ত সাহিত্য প্রস্তুত করিবার জন্ম যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের মনেও তাহা আগুরুক ছিল। তাহার সফলতার জন্ম যে গৌরব, পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদেরও তাহা প্রাপ্য। এইরূপ পুরুষবর্ষের স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। এ জন্ম পরিষৎকে ধন্তবাদ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—সভাপতি মহাশয় আমাকে কিছু বলিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পূর্বে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী মহাশয় তাঁহার নিকটে আমাকে পাঠান। আমি দুই দিন তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি ; দুই দিনই তিনি আমার নিকট পরিষদের সকল বিষয়ের খবর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিলাম যে সহস্র বিবাদ সম্বন্ধে পরিষদের উপরে তাঁহার স্নেহ কমে নাই।

তৎপরে রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সহিত অনেক দিন ধরিয়া একত্র খুব ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত থাকায় তাঁহার চরিত্র এবং কার্যাবলী দর্শন করিবার আমার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার জীবন ও চরিত্রে বাহা কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার কিছুমাত্র আজ আপনাদিগের নিকট বলিব। তাঁহার প্রথম বিশেষত্ব—বিজ্ঞানচর্চার ও শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। আমি বখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি যে, হয় তিনি কিছু লিখিতেছেন অথবা পাঠ করিতেছেন। বিশেষতঃ ইতিহাস সম্বন্ধীয় বই তিনি খুব পড়িতেন এবং পাঁচ জন বন্ধুবান্ধবকে একত্রিত করিয়া ইতিহাস পাঠ করিয়া শুনাইতেন। ইউরোপীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আমার বাহা কিছু জ্ঞান, তাহা তাঁহারই জন্ম। এই জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে সভাবাজার ডিবেটিং সোসাইটি তিনিই স্থাপন করেন। তখন কলিকাতার এত সভা-সমিতি ছিল না—কাজেই সেই সভায় অনেক গণ্যমান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন। সেই যে জ্ঞানচর্চা, সেই যে উন্নতি, তাহারই পরিণতিতে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থাপিত হয়। এ জন্ম তাঁহার নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। তিনি সাহিত্য-সভা নামে আর একটি সভা সংস্থাপিত করেন। এই সভায় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় বিভাভূষণ মহাশয় কিছু কিছু বলিয়াছেন। সাহিত্য-সভার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—সংস্কৃত সাহিত্যে যে জ্ঞানরাশি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা বাহির করিয়া সাধারণে প্রকাশ

করা। তাহা ছাড়া ইহার আর একটি উদ্দেশ্যের কথা বিস্তারিত বর্ণনা দিবার দরকার নাই। সে উদ্দেশ্য এই যে, এই সভায় তিনি ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে বাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবেশ করে, সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তিনি বলিতেন, আমরা বড়ই সংস্কারের চেষ্টা করি না কেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের দ্বারা তাহা যত দিন অগ্রসরিত না হইবে, তত দিন সে সংস্কার-চেষ্টা সফল হবে না, সে সংস্কার হিন্দুসমাজে গৃহীত হইবে না। সেই জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে বাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার লাভ করে, তাহার চেষ্টা তিনি প্রাণপণে করিতেন। এই যে বিলাতবাদী লইয়া এত গোলমাল—প্রথমে ত কেহ বিলাতে বাইতেই চাহিতেন না এবং যিনি বিলাত হইতে আসিতেন, তাঁহাকেও কেহ সমাজে গ্রহণ করিতে সাহস করিতেন না। তিনিই প্রথমে এ সম্বন্ধে সভা করেন—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত লইয়া বিলাতবাদী যে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, তাহা সপ্রমাণ করেন। কার্য-সমাজে আজকাল যে বিলাতপ্রভাবাপন্ন ব্যক্তি এক রকম চলিয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহারই চেষ্টায়—তাঁহারই উদ্বোধনে। তিনি দেশের যাহা মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। তিনি বাঙ্গালার বিজ্ঞান-প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা তাঁহারই উদ্বোধনে এবং স্বত্বে। তাঁহার সাহায্য না পাইলে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আমার কোন পুস্তকই সম্পূর্ণ হইত না। এই সকল এবং আরও অনেক কারণে আমি তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী। তাঁহার চরিত্রে দ্বিতীয় বিশেষত্ব পরদুঃখকাতরতা। পরের দুঃখ-কষ্ট দেখিলেই তাঁহার চিত্ত জব্বীভূত হইত—তিনি যথাসাধ্য তাহার উপকার করিতেন। বাল্য বয়সেই তিনি “সভাবাজার দাতব্য-সভা” প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় অন্ধ, বধু ও অসুস্থের অন্নসংস্থান এবং আরও অনেক রকমে সাহায্য করা হইত। তিনি এই সভা হইতে ছাত্রদেরও অনেক সাহায্য করিতেন। তিনি বাহাদের লেখা-পড়ার জন্য সাহায্য করিয়াছেন, এখন সেই সব লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণের নাম কখন লুপ্ত হইবে না। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে আমি পরহিত-ব্রত বটুকু সাধন করিতে পারিয়াছি, তাহা তাঁহারই সাহচর্য্যে এবং তাঁহারই নিকট শিক্ষা করিয়া। অল্প মাসিক অর্থ-সাহায্য নয়, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, জলপ্রাচীন প্রভৃতিতে ভারতের যে কোন প্রদেশের অধিবাসীরা যখন বিপন্ন হইয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে সভাবাজার দাতব্য সভার মধ্য দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এই সভায় ২০ বৎসর যাবৎ তাঁহার সহিত আমি একযোগে কাজ করিয়াছি। তিনি চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সাহায্য-তাড়ারের অবশ্য পূর্বের শ্রী আর নাই; তবে আমরা তাঁহার স্মৃতি লইয়া কোন রকমে তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব—বনের বল এবং লক্ষ্যের দৃঢ়তা; যাহা সচরাচর আমাদের দেশের লোকের মধ্যে মেলে না। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। আমি একবার ব্রহ্মদেশে বাই, সে বার ব্রহ্মে বড় গোলমাল, ইংরাজরাজ সবে রাজ ব্রহ্মদেশ দখল করিয়াছেন। আমি তখন মধ্যে মধ্যে সাময়িক কিতাবের

কার্য্যও করিতাম। একজন ব্রহ্মবাসীর গুলিতে একটি উত্তরপশ্চিমপ্রান্তনিবাসী সৈন্তের আঙ্গুলে ক্ষত হয়; এমন ক্ষত যে, আঙ্গুল বাদ না দিলে চলিবে না। তাহাকে ক্লোরোকরম করিতে গেলে সে বলিল—একটা আঙ্গুল কেন, পাঁচটা আঙ্গুল কাটিয়া ফেলুন, তাহাতে আমার কিছুই হইবে না। কিন্তু আমি কখনই ক্লোরোকরম লইয়া বেহঁস হইব না। তাহাই হইল, কন্নাত দিয়া কন্ন করিয়া বহু কণের পর আঙ্গুল কাটা হইল—সে ব্যক্তি একটু সুখবিক্রতি পর্য্যন্ত করিল না। রাজা বিনয়কৃষ্ণের ঠিক এই রকম অদ্ভুত মনের বল দেখিয়াছি। একবার তাঁহার পৃষ্ঠগ্রন্থ হয়—পিঠ ঘুড়িয়া একটা মালসার মত গ্রন্থ হইয়াছে, জীবন সম্বটাগর। অনেক চিকিৎসার পর কাটাই ঠিক হইল—কিন্তু তিনি ক্লোরোকরম লইতে স্বীকার করিলেন না; বলিলেন—আপনার আমার মনের বল দেখুন, যতক্ষণ ইচ্ছা, আপনাদের অস্ত্র চাণান, আমি একটু সুখবিক্রতি পর্য্যন্তও করিব না। ঠিক তাই; এক ঘণ্টা ধরিয়া গ্রন্থ কাটা হইল, গ্রন্থের অধিকাংশ ভাগ কাটি দিয়া কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল, তিনি স্থির রহিলেন। আমরা তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা এবং মনের বল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার আর এক সংসাহসের পরিচয় পাই, কলিকাতার প্লেগের সময়। তখন সকলেই কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইতেছে। গবর্নমেন্ট বলিতেছেন, তোমরা পলাইও না; প্লেগের ঢাকা লও, তাহা হইলে আর প্লেগের ভয় থাকিবে না। এ কথা কেহই শুনিতেন না। সকলেই কলিকাতা ছাড়িতে উৎসুক। রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতে কখন যোগ হয় না এবং বিনয়কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই বাহিরে যে কোন জায়গায় সপরিবারে বাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না এবং সকলে বাহাতে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্লেগের ঢাকা লয়, সেই জন্ত তিনি নিজে সহধর্ম্মিণী ও পুত্র-কন্যাদিগের সহিত প্লেগের ঢাকা লইলেন। আমরা বলিলাম, আপনার ঢাকা লইবার প্রয়োজন কি? তিনি বলিলেন, প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু আমি ঢাকা লইলে সকলে বুঝিবে যে, ইহাতে কোন ভয় নাই; তখন অনেকেই এই ঢাকা লইবে। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত যে ক্ষত মহৎ, তাহা আপনারা সকলে বুঝিতেছেন। তাঁহার এই সমস্ত কথা মনে হইলে তাঁহাকে একজন অসাধারণ পুরুষ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার সব কথা বলিতে পারিলাম না—আরও অনেক বক্তা আছেন; তাঁহারা বলিবেন। আর একটা কথা বলি। তাঁহার বন্ধু-বৎসলতা অসাধারণ ছিল—বন্ধুর জন্ত তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন। এই জন্ত তাঁহার কপট বন্ধু অনেক জুটিয়াছিল। ইহাদের নিমিত্ত যে তিনি কষ্ট অশান্তি, অর্থব্যয় এবং অসম্মান ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার সীমা নাই। ইহা সত্ত্বেও তাহারা পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি সহায়তা করিতে কখনই পশ্চাদ্দপন হইতেন না। এইরূপে তাঁহার সহিত আমার ২০ বৎসর যাবৎ পরিচয়। তাঁহার জ্ঞানের কথা বলিতে গেলে আমাকে অতিভূত হইয়া পড়িতে হয়। সাহিত্য-পরিষৎ যে তাঁহার সুভি-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ জন্ত আমি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতিমহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বলিলেন,  
—রাজা বিনয়কৃষ্ণ বহু দিন লোকান্তরিত হইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মরণকল্পে চিত্র প্রতিষ্ঠান

আয়োজন হইয়াছে। এ সভার তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা বলিয়াছেন; রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয় অন্য সময়ে ঘটনার রেশম, প্রকার তুলিকার এবং তাবের বর্ণে স্বর্গীয় রাজার যে বর্ণচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। আমি অনধিকার-চর্চা করিব না। অনেকে বলিয়াছেন—রাজা বাহাদুর সাহিত্য-পরিষদের অস্ত্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ‘অস্ত্যতম প্রতিষ্ঠাতা’ বলিলে সত্য অসম্পূর্ণ থাকে। তিনিই সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার মানস-সুহিতা না হইলেও তাঁহারই পালিত কন্যা। কথাটা এট, রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাবুপরিবর্তনের জন্ত একবার দেওঘর গিয়াছিলেন। সেইখানে বাঙ্গালীর প্রাচীন-স্মরণীয় ৮রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং বিনিষ্ঠতা হয়। সাহিত্য-পরিষদের মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্ত রাজনারায়ণ বাবুর মনে বরাবরই সংকল্প ছিল। তিনি তখন রাজা বিনয়কৃষ্ণকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ কলিকাতার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সর্ব্বত্র কার্যে পরিণত করেন। তাঁহার ভবনে সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। সাহিত্য-পরিষৎ রাজনারায়ণের মানসপুত্রী—রাজা বিনয়কৃষ্ণের গৃহে জন্মিষ্ঠ হইয়াছিল। মহারাজ বিনয়কৃষ্ণ ইহার খাজী হইয়াছিলেন। পরিষৎ জন্মিষ্ঠ হইবার পর তিনি ইহাকে অপত্য-নির্কীর্ণে লালন-পালন ও ‘অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন’ করিয়াছিলেন। তিনি ইহার অস্ত্যতম প্রতিষ্ঠাতা নন—একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠানে স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী এবং লিওটার্ড নামক একজন ইংরেজ তাঁহার ‘সহযোগী’ ছিলেন—তখন ইহার নাম ছিল “বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার।” এই সভা হইতে প্রথমে একখানি ইংরাজী পত্রিকা বাত্মি হইত; বোধ হয়, লিওটার্ডই তাহার সম্পাদক ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন কবিবার জন্ত সভা, কিন্তু সেট সভা এবং তাহার মুখপত্র পরিচালিত হয় ইংরাজী ভাষায়, এই বিষয় লইয়া তখন নব প্রতিষ্ঠিত একখানি মাসিকে এই উক্ত ব্যবহার প্রতিবাদ—বিজ্ঞপপর্গত কঠিন প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ তখন ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন। ইহারই পর এই সভার সাহিত্য-পরিষৎ নামকরণ হয়। এই সময়ে রাজা বিনয়কৃষ্ণ, কবির নবীনচন্দ্র সেন এবং তিব্বত-পরিব্রাজক শরচ্চন্দ্র দাস আমাকে সাহিত্য-পরিষদে যোগ দিবার জন্ত আহ্বান করেন। তখন আমি ইহার সভ্য হই নাই। পরে আমি সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া রাজা বিনয়কৃষ্ণের বনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করি। রাজা বিনয়কৃষ্ণ পরিষৎকে লালন ও পালন করিতেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; তাঁহার বিশেষত্ব চিরকাল দেখিয়াছি। রাজা বাহাদুর একজন চমৎকার অর্গানাইজার (organiser) ছিলেন—‘অর্গানাইজার’ অর্থাৎ সংঘ-বদ্ধ করিবার অদ্বুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া তিনি সাহিত্য-পরিষৎকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন; ইহা আর কেহই পারিতেন না। আজ তাঁহার স্মরণ-সভার একটা শোচনীয় ঘটনায় কথাও বলি। দেহবশতঃ পরিষৎকে যেমন তিনি সম্মেহে লালন-পালন করিতেন, আবার তেমনই সময়ে সময়ে তাড়নাও করিতেন। মেহঃ পাগমাশঙ্কতে এবং হয় ত কল্যাণ কাশনা করিয়াই, পরিষৎকে সুপথে রাখা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াই তিনি চাপকোর উপদেশের অপর

অংশেরও অল্পবর্তী হইতেন। কিন্তু অনেকে তাহার বিপরীত বুঝিয়াছিলেন, আজ তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই; সত্য গোপন করিবার কোনও কারণও নাই। এই জন্যই তখন পরিষৎ স্থানান্তরিত হইয়াছিল। যে অবস্থায় আমরা পরিষৎকে উঠাইয়া আনি, আজ বুঝিতেছি, তিনি যদি তাহার মূলে সংহতিশক্তি না দিতেন, তবে তাহা এইরূপ একটি বাস্তব অল্পটানে পরিণত হইত না। পরিষদের গৃহপ্রোতঠা-উৎসবে যোগদান করিয়া তিনি সজ্জনতা ও সাহিত্য-শ্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সে আদর্শ কখনও জ্বলিতে পারিবে না। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কাদের জন্য তিনি তাঁহার আশ্রয় ব্যক্তিকেও আশ্রয় করিয়াছেন, কার্য-সিদ্ধির জন্য তাঁহার নিয়োগ এবং তাঁহার সাহচর্য্য করিয়াছেন। আমরা বাদ পরিষদে তাঁহার তাৎপৰ্য্য প্রদর্শিত হইতে পারি, তবেই তাহার উপযুক্ত স্মৃতি রাখিতে পারিব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় বাললেন,—অনেকেই রাজা বিনয়কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন; তাহার আভ্যন্তরীণ আশ্রয় আর কিছু বলিতে পারিব না। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেওঘরে গিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই পারষদের মত একটি প্রতিষ্ঠান পাড়বার জন্য রাজনায়ারগ বাবু তাঁহাকে উপদেশ দেন। তিনি অনেককেই উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হয় নাই। বিনয়কৃষ্ণকে যে উপদেশ দেন, তাহাতেই সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বহু দিবসের পর পরিষদের গৃহ-প্রবেশ উৎসবের দিন তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। যদি না আসিতেন, তবে আমাদের ক্ষোভের আর সীমা থাকিত না। তিনি যে আসিয়াছিলেন, এ জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বাললেন,—রাজা বিনয়কৃষ্ণের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টা স্বাভাবিক এবং সুসঙ্গত। সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাহিত্য-সেবী, সকলেই রাজাবাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার এই স্বাতি-প্রতিষ্ঠার দিনে আমরা মতভেদের কথা ভাবিব না। সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিব। আমি সাহিত্য-পরিষদের উন্নতিতে বিশ্বাস করি। সাহিত্য-পরিষৎ যে কাজ করিয়াছেন, তাহা হইতেই নহে। বর্তমানে সাহিত্য-পরিষদের বাহারা ধুরন্ধর, তাঁহারাই ইহার সব নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণের মত তাঁহাদের চরিত্রও এক দিন আমরা এইখানে দাঁড়াইয়া কোনও এক সন্ধ্যায় সমালোচনা করিব। আমাদের মতভেদ চিরকাল থাকিবে না—কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ চিরকাল থাকিবে। যখন সাহিত্য-পরিষদের কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তার লাভ করিবে—যখন দেশের সাহিত্য ও চিন্তার উত্তরগতি পরিষৎকে সকলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে, তখন সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়-দাতা ও অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা বিনয়কৃষ্ণের কৃতিত্ব ও গৌরব সেই সঙ্গে লোকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। ইডনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সম্পর্কে আমরা আশ্রয় দান এবং ছাত্রদের জন্য মঙ্গল কামনা জানিতে পারি। তিনি কলিকাতার উত্তর-বিক্রান্তের ছাত্রদের স্বাহোয়ারভি-কক্ষে ১৩০০০ টাকা দান করেন; সেই দিনই মার্কাস কোয়ারি নিয়োগের বীজ-বরপ। সকলেই জানেন, মার্কাস কোয়ারি হইতে ছাত্রদের কি পরিমাণ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এ জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—রাজি অধিক হইয়াছে। রাজা বিনয়-কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। আমি এমন কাহাকেও জানি না, যিনি রাজা বাহাদুরের সংশ্রবে আসিয়া তৃপ্ত হন নাই। তাঁহার যে সব গুণ ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার নিকট পরিষদের যে গুণ, তাহা অশোধ্য। তাঁহার বাড়ী হইতে বাহাদুর পরিষংকে তুলিয়া আনেন, তাঁহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তথাপি আমি বলি, পরিষদের কাহাকেও মনে করিতে হইলে, তাঁহাকেই অগ্রে মনে করা উচিত। তিনি পরিষদের জননী না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে ইহার মা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারই ক্রোড়ে পালিত হইয়া আজ পরিষৎ পাড়াইতে চলিতে শিখিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজাই হউন, আর হারকার বংশবৃদ্ধিই কখন, নন্দমোষ যে তাঁহার পালক পিতা, তাহা কখন তুলিবার নয়। পরিষদের আর একটি বিশেষ কার্য তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল। প্রাক্কলপশিত্তগণ যে আজকাল জন্মের জন্মের বালাগা প্রবন্ধ লিখিয়া মাতৃভাবাকে অলঙ্কৃত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা অনেকটা তাঁহারই উৎসাহে। বস্তুতঃ পরিষৎ তাঁহার কাঁছে অনেক বিষয়ে গাণী। তাঁহার চিত্র-প্রতিষ্ঠার ঘেরি হইয়াছে বটে, তথাপি এত দিন পরে যে পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়া তাঁহার অশোধ্য গুণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ জন্ত আমি আনন্দিত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় বলিলেন,—রাজা বাহাদুরের গুণের কথা অনেকেই বলিয়াছেন। আমি সে সব কিছুই বলিব না। আমি বিনা, ছেলের নাম রাখিবার সময় পিতা আরই কাণা ছেলের পদ্মলোচন নাম রাখিয়া থাকেন। কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের পিতা কি করিয়া তাঁর ঠিক নামটি রাখিয়াছিলেন? তিনি নামেও বা, কাজেও তাই। আমরা যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তিনি আমাদেরকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। হৃৎস্থ দয়িত্ব সাহিত্য-সেবী-বিপক্ষে তাঁহার মত এমন আর কেহ বন্ধ করেন নাই।

তৎপরে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দের অনিবার্য কারণে এই সভার উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সহায়ত্বভূতি-বৃত্তক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকাড় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—রাজা বিনয়কৃষ্ণের সঙ্গে ১৮৮৮ সালে আমার প্রথম পরিচয়। আমি জীবনে যে সব বন্ধ লাভ করিয়াছি, তাহার অনেকই তাঁহার জন্ত। সে কালের বড় লোকদের বৈঠকখানায় গণ্ডিত, লেখক, বক্তা, গায়ক প্রভৃতি সব থাকিত, তাহার বড় লোকের সঙ্গে যেন জড়াইয়া থাকিত, বড়লোকেরা তাদের সাহায্য করিতেন। সমাজ-জীবনের এই যে একটা কেন্দ্র, ইহা রাজা বিনয়কৃষ্ণের সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধ-বাৎসল্য—বিবেচনা সমস্তই ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ লইয়া যখন গুপ্তা, তখন আমি রাজা বাহাদুরের পক্ষে ছিলাম; আমি প্রতিবাদ করিয়াছিলাম যে, পরিষংকে তোলা উচিত নয়। বাহা হউক, তিনি পরিষদের নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে এখানে

আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য যে আয়োজন হইয়াছে, ইহা সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। বিনয়কৃষ্ণ কি ছিলেন, সাহিত্যে তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল, ইহা আজকালকার যুবকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ইহা না হইলে—ছাই-চাপা দিলে চলিবে না। এই যে সব ছবি দেখিতেছি, ইহা কেন? ইহারা এক একজন জাতীর ভাবের পুরোধিত—জাতীয় ইতিহাসের স্বর্ণশৃঙ্খল। তাই ইতিহাস পুণিবার জন্য—জাতীয় ভাবের উন্মেষের জন্য এই সব চিত্র আমরা রাখিয়াছি। আজ যদি রাজা বিনয়কৃষ্ণের স্মৃতি-সভায় এই ঘর লোকে পূর্ণ দেখিতাম, তবে বড়ই আনন্দ হইত। সাহিত্য-পরিষদের অনেক উন্নতি হইয়াছে, আরও হইবে; কিন্তু বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে যে ভাবে সাহিত্য সঞ্চয় যে আলোচনা হইত, তাহা এখনে হয় না। প্লেগের সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ টাকা নিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিতে পারি নাই। আর একটি কথা বলি। প্লেগের সময় সকলেই পলাইতে বাত, কিন্তু ম্রৈন পার কই? টেনে-ভারি ভিড়, শিশু ও বোঙ্গীরা খেতে পার না, জল পার না, পথ্য পার না, ঔষধও পারি না। রাজা বাহাদুর বাজীদেব এই দুঃস্বস্থা দেখিয়া বলিলেন, ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি ঔষধ, পথ্য, খাবার, জল প্রভৃতি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এক দিন গ্রে ষ্ট্রিট দিয়া একটি প্লেগের মড়া লইয়া বাইতেছে। বাহকেরা অনেক দূর হইতে বহিয়া আনিতেছে, আর পায় না—একেবারে অচল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ ও আমি সেই পথ দিয়া গাড়ী করিয়া আসিতেছিলাম। ঐ দৃষ্ট দেখিয়াই তাহাদের কষ্ট বুঝিলেন এবং সমস্ত বিষয়েই বেশ সন্মোদিত করিয়া দিলেন। এইরূপ প্রকৃতির লোকের জন্য যে সমাজ-সংহতি ছিল, তাঁহার একে একে সব চলিয়া গিয়াছেন। সে রকম লোক আর হইতেছে না। যে রাজা বিনয়কৃষ্ণ আমাদের জন্য এত করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি রক্ষা কেবল চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলে হইবে না। তাঁহার মহত্ব—তাঁহার চরিত্র দেশবাসীকে না বুঝাইয়া দিলে লোকে তাঁহাকে বুঝিবে না। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, বাহাতে আধুনিক লোকেরা তাঁহাকে বুঝিতে পারে। রাজা বিনয়কৃষ্ণের নিকট সাহিত্য-পরিষৎ অশেষ প্রকারে গঙ্গী। তাই পরিষদের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি, তাঁহার যেন ছবি আটকাইয়া রাখিয়াই তাঁহার গুণ পরিশোধ না করেন। সে পক্ষে বাহা ভাল কর্তব্য, তাহা পরিষৎ করুন—বাহাতে তাঁহার স্মৃতি প্রতি স্মৃর্ত্তে আমাদের মনে উদয় হয়।

সর্বশেষ সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্দাদিকারী মহাশয় বলিলেন,—এই সভার উপস্থিত হওয়ার আমার অবশ্য কর্তব্য। তাই অনেক কাজ ফেলিয়া বহু পূর্বেই আমি উপস্থিত হইয়াছি। কেন না, ভাবিয়াছিলাম, একটু বিলম্ব করিয়া গেলেই গিয়া এমন জনতা দেখিব, বাহাতে পরিষদের সহকারী সভাপতির পক্ষেও অতি কষ্টে একটু স্থান লাভ করা অসম্ভব হইবে। আমার এ অনুমান মিথ্যা হইয়াছে; ইহা আমার হৃর্তাগ্য, দেশের হৃর্তাগ্য। আমার আরও হৃর্তাগ্য, বিনয়কৃষ্ণের স্মৃতি-চিত্র উন্মোচন-সভার আমার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হইল। সাধা-রণ-বিজ্ঞাত কারণে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সঞ্চয় কোন বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সম্ভব ও



উচিত নয়। সুতরাং আমি বেশি কিছু বলিব না। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, কয়েক জন ছাড়া আর সকল আত্মীয়ই তাহাতে প্রাণপণে বাধা দিতেন। ইহা সত্ত্বেও কোন সংকোচেই তিনি কখন পশ্চাদ্গত হইতেন না। পরিষৎ হইতে তাঁহার স্মৃতি-সভার যে নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপা হইয়াছে, তাহার ঐক বদি আমি দেখিতাম, তবে তাহাতে আমি তাঁহার বর্ণনার “সাহিত্য-সেবী” লিখিতাম না—“সাহিত্যিক-সেবী” লিখিতাম। সাময়িক সাহিত্যের তিনি যে কত উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া রাখিবার বিষয়। বিগত বৎসরী অন্বেষণের ভিত্তি যে অদৃঢ়, ইহা তিনি প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন; তাই তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে যোগ দেন নাই এবং তাঁহার দূরদর্শিত্বের প্রমাণ পবে বহুল পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-সভা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমি তাহাতে যোগ দেই নাই। ইহাতে তিনি কখন অসন্তুষ্ট হন নাই; বরং সাহিত্য-পরিষদের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিছু বিলম্ব হইয়াছে বটে—কিন্তু তাহাতে ক্ষোভের কোন কারণ নাই। আর এক কথা, বড় মানুষের ছেলেদের মধ্যে—রাজা-মহারাজাদের মধ্যে যে সাহিত্যসাধনা-প্রবৃত্তি এখন বাড়িয়াছে, ইহা পরম সন্তোষের কথা; ইহা তিনিই আনয়ন করিয়াছেন। আমি তাঁহার পরিবারবর্গের পক্ষ হইতে সাহিত্য-পরিষৎকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই বলিয়া তিনি তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন। পরিষদে উপস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া আবরণ উন্মোচন-কার্যে সহায়ত্ব দিখাইয়া মৃত মহাত্মার প্রাতি সন্মান প্রদর্শন করিলেন।

পরিষদের ঐশ্বর্য্যক মঙ্গলমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

### ভ্রম-সংশোধন

২৩শ বার্ষিক, ৮১২ মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম ঐ অধিবেশনের যে কার্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রমবশত মুদ্রিত হয় নাই। নিম্নে সেই নামগুলি ও প্রস্তাবক ও সমর্থকগণের নাম প্রদত্ত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীনীলগোপাল মজুমদার, সমর্থক—শ্রীকুলাস সরকার, সদস্য—শ্রীমহীতোষ-কুমার রায় চৌধুরী এম্ এ, সিটীকলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা। ডাঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ ডি, ৪২ চাউলপট রোড, তবানীপুর, কলিকাতা। শ্রীকিশোরীপ্রসাদ জয়সওয়াল এম্ এ (অজ্ঞান), ব্যারিষ্টার, বাঁকীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রসাদকুমার বসু, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীনিবারণ বৈজ, ১৫৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীকণীকৃষ্ণ সিংহ বি এ, রসোড়া, কান্দৌ, মুরশিদাবাদ। শ্রীবোপেশচন্দ্র সিংহ বি এ, বালিয়া, কান্দৌ, মুরশিদাবাদ। শ্রীবিষ্ণুপদ রায় বি.এ, ১৬ নবরত্ননাথ সেন কোয়ার, কলিকাতা। শ্রীস্বধীরচন্দ্র সাধুখাঁ, ১৫৬ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )



চতুর্বিংশ ভাগ



পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ



কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সাকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত ।



১৩২৪



## “পুল্পল”

( ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল )

অনমূল্যবান কেশভেল।

এই তৈল তবল হীরকেব ত্রায় স্বচ্ছ ও তুষার-সুভ্র। ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্মল।  
মানান্তে মন-প্রাণ প্রফুল্ল করিবে। মস্তক ঘন-কৃষ্ণ কেশদামের সৌভভে ও সুসমার “পুল্পল”  
পরিচয়। ব্যবহারে মণ্ডিত শীতল ও কেশের দৎকর্ষ সাধন করে। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা।

## “পার্ল পাউডার”

( সর্বোৎকৃষ্ট টয়লেট পাউডার )

কতিপয় নির্দোষ পদার্থ সংযোগে ইহা প্রস্তুত এবং অতি মানানস গন্ধবিশিষ্ট। সর্বশেষ  
কোমল চর্মেও ইহা নিক্সিয়ে পয়োগ কবা যায়। শিশুর অঙ্গে মাথাইলে খামাচি হইতে  
পারে না। শরীরে আঁঠা বা তৈলাক্ত ভাব ইহা ব্যবহারে নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি প্যাক  
১০ আনা।

## “কোল্ড ক্রিম অব্ রোজেস্”

শরৎকালের শেষে হেমন্তেব শিশির-পাতেব সঙ্গে সঙ্গেই গা, হাত, মুখ, একটু থস-থস  
করিতে থাকে ও তার পরই ঠোঁট ফাটিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু আমাদের ক্রিম মাথিলে আর  
সে ভয় থাকে না। ইহার গন্ধ মধুর এবং ইহা মাথিবার পরই ত্বকের ভিতর প্রবেশ করে,  
উপরে তৈলাক্ত হইয়া থাকে না। মূল্য প্রতি টিউব ১০ সাত আনা।

## “এন্টিসেপ্টিক্ টুথ পাউডার”

ইহা ব্যবহারে দস্ত সুপরিষ্কৃত ও সুদৃঢ় হয় এবং মুখের ত্বর্গন্ধ নষ্ট হইয়া নিখাস প্রকাশ  
দিত্বকর সুগন্ধে সুবভিত হয়। দস্তবোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নতুন উপাদানে প্রস্তুত, নতুন  
ধরণের সুদৃষ্ট কোটা। মূল্য প্রতি কোটা ১০ ছয় আনা।

## “কার্বলিক্ টুথ পাউডার”

প্রত্যাহ ব্যবহারোপযোগী অতি উৎকৃষ্ট দস্তধাবন চূর্ণ। ইহার গন্ধ ও বর্ণ গোলাপের ত্রায়।  
মূল্য প্রতি কোটা ১০ তিন আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্  
কলিকাতা

## The English Works Of Mr. Pramathanath Bose

1. "The Illusions of New India"—Price Rs 3.

"The Book remarkably displays the author's clarity of vision and sober judgment and offers ample food for thought"—

*The Amrita Bazar Patrika.*

2. Epochs of Civilization—Price Rs 4.

"In his usual simple, perspicuous and pleasant styles Mr. Bose enunciates in this book a theory of Civilization.....which is laid down for the first time in a definite and categorical form, and fully developed and elaborated by the learned and thoughtful writer"—

*The Modern Review.*

3. A History of Hindu Civilization under British Rule— Vols. I and II ( Vol. III. out of print )—Price Rs 5.

"A very interesting and instructive work written with considerable knowledge and in a liberal and impartial spirit"—*The Times.*

4. "The Root Cause of the Great War"—Price 12 annas.

"Mr. Bose gives a detached and independent view of the root causes of the war...His is a characteristically Hindu view,—

*The Indian Review.*

5. "Essays and Lectures on the Industrial Development of India and other Indian subjects, ( *Second edition, revised* )" —Price Rs. 2.

"The papers reprinted in the volume...display in a remarkable degree. wide and accurate knowledge of Indian problems."

*The Hindusthan Review.*

6. Give the People back their own. ( *An open letter to His Excellency the Viceroy and Governor General of India* )—Price 12 annas.

7. "An Eastern View of Western Progress". ( Reprinted from the *Westminster Review* and *East and West* )—Price 12 annas.

**Apply to Messrs. W. Newman & Co**

4. Dalhousie Square, Calcutta.

## যক্ষ্ম, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.**

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

## সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

- ১। কুন্তিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। উত্তর ও অযোধ্যাকাণ্ড। মূল্য সদস্য পক্ষে ৯০, সাধারণ পক্ষে ১৮।
- ২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৬০, সাধারণ পক্ষে ১৪০।
- ৪। ছুটীখানের মহাভারত—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত।
- ৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৬০, সাধারণ পক্ষে ১০।
- ৬। বাসুদেব ষোড়শের পদাবলী—শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০০, সাধারণ পক্ষে ৬০।
- ৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৬০, সাধারণ পক্ষে ৬০।
- ৮। মণিক গাঙ্গুলির বর্ষাঙ্গল—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।
- ৯। ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণশ্রেয়-ভরদ্বী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১০। গৌরপদভরঙ্গিনী—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্ট সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১৭, সাধারণ পক্ষে ১৪০।

১১। কানীপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত।

১৩। রানারণভঙ্গ—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব সম্পাদিত।

১৪। কক্করাম দত্তের রাধিকামঙ্গল—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।

১৫। বৌদ্ধধর্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৮০, সাধারণ পক্ষে ৮০।

১৬। গীতার ঈশ্বরবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। সদস্য ও সাধারণ পক্ষে ১০।

১৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—পণ্ডিত কালীবর বেনাঃভাগীশ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৮০, সাধারণ পক্ষে ৮০।

১৯। নব্য রসায়ন বিজ্ঞান ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রণীত। মূল্য ৮/০।

২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ২৪০।

২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্তপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২২। মিলিন্দ পঞ্চাংগ—( মিলিন্দ প্রশ্ন ) শ্রীযুক্ত বিদ্যুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১৪০।

২৩। নরহরি চক্রবর্তীর নবদ্বীপপরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

২৪। বিভূষিতের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৩৭, সাধারণ পক্ষে ৫৭।

২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রণীত। সকলের পক্ষে ২৪০।

২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বোস-প্রণীত। সকলের পক্ষে ৩৭ টাকা।

২৭। করিমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ৪০।

২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত বিদ্যুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত।

২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত।

৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞানাগর—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিজ্ঞানবিনোদ সম্পাদিত।

৩১। বিষ্ণুমূর্তি-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিজ্ঞানবিনোদ-সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৮০, সাধারণ পক্ষে ৮০।

৩২। মারাপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৮০, সাধারণ পক্ষে ৮০।

৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। সদস্য পক্ষে ৪০, সাধারণ পক্ষে ২৭।

৩৩৪। ঐতরের ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী সম্পাদিত।

৩৫। কবি হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। সদস্ত পক্ষে ৯/০।

৩৬। রামাহুজাচাখোর ত্রিভাষ্য—শ্রীযুক্ত হুর্গাচরণ সাখ্যাবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—বর্গীর রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাছর সম্পাদিত। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্ত পক্ষে ২৬/০, সাধারণ পক্ষে ৪০/০।

৩৮। বাঙ্গালা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র বিস্তানিধি বাহাছর সম্পাদিত। (ক) রাঢ়ের ভাষা, (খ) ব্যাকরণ ও (গ) শব্দকোষ—৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্ত পক্ষে ৩৯/০, সাধারণ পক্ষে ৫৫/০।

৩৯। মহিলা ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী সঙ্কলিত। সদস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১৬/০।

৪০। রাসায়নিক পরিভাষা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রহ্লাদচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪১। কবিপুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্তপক্ষে ৯/০, সাধারণ পক্ষে ১০/০।

৪২। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্দ্র দত্ত-রচিত। সদস্ত পক্ষে ১১, সাধারণ পক্ষে ১০/০।

৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ৯/০, সাধারণ পক্ষে ১৬/০।

৪৪। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের হুর্গামঙ্গল—বর্গীর ব্যোমকেশ মুস্তকী সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ৯/০, সাধারণ পক্ষে ১১।

৪৫। সঙ্গীতরাগ-কল্পক্রম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্ত পক্ষে ২৫, সাধারণ পক্ষে ৩০/০।

৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ২১, সাধারণ পক্ষে ৩১।

৪৭। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১৬/০, সাধারণের পক্ষে ৯/০।

৪৮। যুগলুক—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ৬/০, সাধারণ পক্ষে ১৬/০।

৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ৬/০, সাধারণ পক্ষে ৬/০।

৫০। পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সত্যশঙ্কর রায় সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১১, সাধারণ পক্ষে ১১/০।

৫১। সরস্বল-মোক্তাকরীণ—শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডের ১ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে নাই।

৫২। যুগলুক-সংবাদ—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ৬/০, সাধারণ পক্ষে ১৬/০।

- ৫০। তীর্থ-ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১১, সাধারণ পক্ষে ১০০।
- ৫১। গজামঙ্গল—মুনশী আবহুল করিম সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৫০।
- ৫২। বৌদ্ধ গান ও দোহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ২১, সাধারণ পক্ষে ৩১।
- ৫৩। ধর্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত নরীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৫০।
- ৫৪। মঙ্গলচণ্ডী-পাকালিকা—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ৫০, সাধারণ পক্ষে ১১।
- ৫৫। চণ্ডীদেবের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ২১, সাধারণ পক্ষে ২১০।
- ৫৬। জ্ঞানসাগর—মুনশী আবহুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০/০, সাধারণ পক্ষে ১০।
- ৫৭। সারদামঙ্গল—মুনশী আবহুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৫০।
- ৫৮। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত নরীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদিত মূল্য সদস্য পক্ষে ১১, সাধারণ পক্ষে ১০।
- ৫৯। গৌরাঙ্গ-সঙ্গীত—মুনশী আবহুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০/০।
- ৬০। ভায়বর্ণন (গৌতমহর, ১ম পণ্ড)।—বাংসারন ভাষা, বিস্তৃত অম্ববাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কণিষ্ঠরূপ ভট্টবংশী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য—সদস্ত পক্ষে ১১০, সাধা-সভার সদস্ত পক্ষে ২১, সাধারণ পক্ষে ২১০।
- ঐষ্টব্য—\*ভারত-চিহ্নিত বইগুলি ফরাইয়া গিয়াছে।

## ১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারি-  
গণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২১।

## ২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এন্স সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত  
Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা  
ভাষায় হৃদয়রূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ১/০ দুই  
আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্যালয়

২৪৩১ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।



—বঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যের একাংশ—

বঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

# দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

\*

“বঙ্গালীর  
স্থখে ও দুঃখে  
বিজ্ঞানে  
ও  
উৎসবে”



ছেলেদের  
শ্রেষ্ঠ বই  
সচিত্র

চারু ও হারু  
ছেলেদের উপন্যাস  
দ্বিতীয় সংস্করণ  
রাজসংস্করণ—৮০



সচিত্র  
স্তবমুকুল

ছেলেমেয়েদের  
পরম স্তম্ভ বই  
মূল্য—১/০



—কথা-সাহিত্যে—

“—নিখিল বঙ্গদেশের  
গভীরতম রহস্য হইতে  
উৎসারিত—”

সমগ্র গ্রন্থাবলী  
উপহারে,  
লাইব্রেরীতে,

\*

আশুতোষ  
লাইব্রেরী

বঙ্গালার কথাসাহিত্য



“—বঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ—”

রাজসংস্করণ—২ ; মূল্য বীথাই—১৮০

খোকাথুকুদের বিখ্যাত বই

আমান বই

—বাহার জন্ত পড়াই খেলা হইয়াছে—

কচি কথার ছুধের সাগর  
মূল্য চারি আনা

—প্রকাশিত হইতেছে—

“ইতিহাস-কথা”—৩—“ইতিহাসের গরম”



\*

\*

\*

\*

\*

সোল এজেন্ট ও প্রকাশক  
আশুতোষ লাইব্রেরী

\*

“বিশ্বসাহিত্যে  
বঙ্গালীর  
গৌরবের  
চির-উজ্জ্বল  
মাণিক”



বঙ্গালার  
সোণার বই  
ঠাকুরদার  
বুলি

বঙ্গালীর রূপকথা  
প্রথম সংস্করণ  
রাজ সংস্করণ পাঁচদিকা



সচিত্র  
পূজার কথা

প্রতি গৃহের জন্য  
অশেষ স্তম্ভ বই  
মূল্য—১/০



—কথা-সাহিত্যে—

“—নিখিল বঙ্গদেশের  
গভীরতম রহস্য হইতে  
উৎসারিত—”

সমগ্র গ্রন্থাবলী  
গৃহে, পাঠ্যে,  
পুরস্কারে

\*

আশুতোষ  
লাইব্রেরী  
অন্ধরকির্জা, চট্টগ্রাম

সম্প্রকাশিত পরিষদগ্রন্থ

## নেপালে বাঙ্গালী নাটক

- (১) কাশীনাথকৃত বিভাবিলাপ (৩) গণেশকৃত রামচরিত  
(২) কৃষ্ণদেবকৃত মহাভারত (৪) ধনপতিকৃত মাধবানল-কামকন্দলা

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পুথিগুলি নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলি নেবায়ী অক্ষরে লেখা, কিন্তু ভাষা বাঙ্গালা—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের লেখা। তাঁহারি কল্পে নেপালে গিয়া আপন ধর্ম ও সাহিত্য প্রচার করেন, এষ্ট পুথিগুলি তাহারই একমাত্র নিদর্শন। বইগুলি নাটকের আকারে লেখা। ২৪০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। মূল্য—সদস্তপক্ষে ১১, শাখাসভার সদস্তপক্ষে ১০/০ ও সাধারণ পক্ষে ১০।

ম্যারদর্শন (গোতম-সূত্র)।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়কর্তৃক সম্পাদিত। মূল সূত্র, বাংভাষ্যন ভাষা, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাশী, গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এ. ভিনিস মহাশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন,—

Government Sanskrit Library, Benares.  
11th January, 1918.

Dear Panditji,

I must thank you for the kind gift of your Nayadarsana Volume I. It is a valuable contribution to the study of the Vatsyayana bhasya and should receive a hearty welcome from all who are interested in that early and difficult text. In glancing through the volume ("and I have not had time to do more than this so far"), I have been impressed by your original and most useful Tepponi.

Wishing you all success with this and the succeeding volumes.

I remain, sincerely yours  
A. Venis,

পত্রাক—৪২৭, ভূমিকা প্রভৃতি ৪৮। মূল্য—সদস্তপক্ষে ১১০, শাখাসভার সদস্তপক্ষে ২১, সাধারণ পক্ষে ২১০ টাকা।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—প্রথম খণ্ড (প্রথম ও দ্বিতীয় শাখা) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম.এ সম্পাদিত। পদকল্পতরুর পাঁচখানা ও পদরসসার, পদরত্নাকর প্রভৃতি নবাবিকৃত করে রাখা পদাবলীর প্রাচীন পুথি মিলাইয়া পুথের নিম্নে প্রয়োজনীয় পাঠ-বিচারসহ সমস্ত পাঠান্তর ও ছন্দহ বাক্যাবলীর বিস্তৃত টীকা দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে বিভাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্তাদিগের অনেক অজ্ঞা-পূর্ব্বত পদ ও নবাবিকৃত প্রায় ত্রিশ জন পদ-কর্তার পদাবলী, বাৎপত্তি ও প্রয়োগসহ পদাবলি-শব্দকোষ, পদাবলি ও পদকর্তৃগণের সূচী ও বিস্তৃত ভূমিকা প্রকাশিত হইবে। এই সংস্করণটিকে পদাবলির বিশ্বকোষ বলা বাইতে পারে, কেন না, ইহার মূল গ্রন্থে সার্বজনন্যিক বৈষ্ণব কবির তিন সহস্রের অধিক উৎকৃষ্ট পদাবলি ও পরিশিষ্টে প্রায় এক সহস্র পদাবলি প্রকাশিত হইবে। বহুৎ আকারের ৪০৮ পৃষ্ঠার এটিক কংপজে পাইকা ও মূলপাইকা অক্ষরে মুদ্রিত ১ম খণ্ডের মূল্য আশাতীত মূল্যত করা হইয়াছে মূল্য—সাধারণ পক্ষে ১১০, সদস্ত পক্ষে ১১, শাখা-সভার সদস্ত পক্ষে ১০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৭১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

# শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

এ পর্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম নহে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আচার্য্যপাণ্ডিত্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন— “এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাতন পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে”। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত পুথির লিপিকাল স্বাক্ষর প্রবন্ধ সহ বর্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

## অভিমত

ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত Sir George A. Grierson, K.C.I.E., Ph. D., D. Litt., মহাশয় লিখিয়াছেন,—

“Will you also please convey my thanks to Babu Basanti Ranjan Roy for his most valuable work. It is a real pleasure to find the history of the Bengali language treated so sanely and scientifically, and to see that the importance of its connexion with Magahi Prakrit is so thoroughly recognized.”

গ্রন্থের আকার ডিমাই ৮ পেজি। মুখবন্ধ, সম্পাদকীয় বক্তব্য। রাখালবাবুর লিপিকাল-নির্ণয় এবং পদসূচী ৭৬ পৃঃ, মূল গ্রন্থ ৪০০ পৃঃ বিস্তৃত টীকা ও শব্দসূচী প্রভৃতি ৬১৪ পৃঃ, মোট ৮৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত মূল পুথির ও অন্যান্য প্রাচীন পুথির হাফটোন চিত্র দেওয়া হইয়াছে। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে ২১, সাধারণতার পক্ষে ২১০ এবং সাধারণের পক্ষে ২১০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

২৪৩১১ আপার মার্কেট রোড, কলিকাতা।









